ভারবি প্রাচীন সাহিত্য

বাল্মীকি-কৃত রামায়ণের হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুবাদিত বাঙলা সংস্কৃত মূল ও টীকা-সহ ৬৪ পৃষ্ঠা পরিমিত প্রতি খণ্ডে ১৮৬৯-১৮৮৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত।

প্রথম ভারবি সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৫৪, এপ্রিল ১৯৪৭
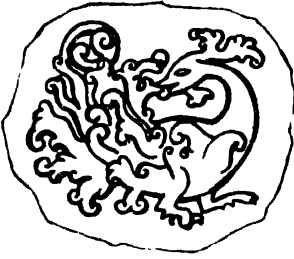
প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-১২। মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ। পি. ২৪৮ সি. আই টি. স্কিম কলকাতা-৫৪। ব্লক-নির্মাতা : ব্লক কনসার্ন। ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। গ্রন্থক : অশোকা বাইন্ডিং ওয়ার্কস। ৫০ পটলডাঙা স্ট্রিট, কলকাতা-৯।

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা
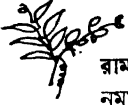
রামায়ণের স্বরূপ॥ সদূষণাপি নির্দোষা সখরাপি সুকোমলা।
নমস্তস্মৈ কৃতা যেন রম্যা রামায়ণী কথা॥

ভারতবর্ষের ইতিহাসে রামায়ণের স্থান কোথায় এবং ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে তার বিশিষ্ট প্রভাব কতখানি তা নির্ণয় করতে হলে এদেশের অন্যতর মহাগ্রন্থ মহাভারতের সঙ্গে তার তুলনা করতে হয়। কিন্তু তৎপূর্বে এই দুই মহাগ্রন্থের সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে: ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে— রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্য-হর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।"

—'রামায়ণ' (১৯০৩), প্রাচীন সাহিত্য

কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই দুই মহাগ্রন্থে ভারতবর্ষের একই রূপ প্রকাশ পায় নি, একটি আর-একটির পুনরুক্তি মাত্র নয়। ভারতবর্ষ এই দুই গ্রন্থকে কিভাবে গ্রহণ করেছে, কোন্ গ্রন্থে ভারতবর্ষ তার কোন্ আদর্শকে প্রকাশ করতে চেয়েছে তা বিচার করে দেখবার বিষয়।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষ রামায়ণ ও মহাভারতকে কখনও একইভাবে গ্রহণ করে নি। মহাভারত আমাদের জাতীয় চিত্তে কোন্ আসনে অধিষ্ঠিত আছে তা অতি স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পেয়েছে একটি সামান্য প্রবাদবাক্যে: "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।" বাক্যটির ভাবার্থ এই যে, ভারতবর্ষ সমগ্রভাবেই মহা-ভারতগ্রন্থে ধরা দিয়েছে; একমাত্র মহাভারতকে জানলেই সমগ্র ভারতবর্ষকে জানা হয়। এই প্রবাদবাক্যটি যে নিরর্থক নয় তার প্রমাণ পাই রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে:

"দেশে যে-বিদ্যা যে-মননধারা, যে-ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন কি, দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্র দৃষ্টি ছিল। এই উদ্‌যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন, মহাভারত নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে।"

—'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৯৩৩), শিক্ষা

বস্তুতঃ মহাভারত হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ ভারতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডার বা বিশ্বকোষ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভারতবর্ষের "সজীব বিশ্ববিদ্যালয়"। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী যে পায় না, ভারতবর্ষ তার কাছে অজানা থেকে যায়। মহাভারতের মধ্যে ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতিকে সংকলন ও বিন্যাস করবার যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছে, ভারতবর্ষ তাকেই নাম দিয়েছে 'ব্যাস'। এই সংকলন ও বিন্যাস-প্রতিভা বা 'ব্যাস'কেই চতুর্বেদ, অষ্টাদশপর্ব মহাভারত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণের সংকলনকর্তা বা রচয়িতা বলে ভারতবর্ষ কল্পনা করেছে। কেননা, ভারতীয় সংস্কৃতির এই মহাকোষ সংকলনে একই বিশেষ শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে মহাভারতের স্থান হচ্ছে বেদ ও পুরাণ সংগ্রহের মধ্যস্থলে। তাই মহাভারতকে যেমন পঞ্চম বেদ বলে অভিহিত করা হয়, তেমনি তাকে আদিপুরাণ বলেও বর্ণনা করা যায়। মহাভারত আসলে একটি সাংস্কৃতিক মহাকোষ বলেই তার স্বরূপবর্ণনারও কোন স্থিরতা নেই। মহাভারতেই দেখা যায়, এই গ্রন্থ বেদ ইতিবৃত্ত আখ্যান ইতিহাস সংহিতা পুরাণ কাব্য ইত্যাদি বহু বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে এই নামগুলির কোনোটাই নিরর্থক নয়; কেননা, এই সমস্তেরই লক্ষণ মহাভারতে যুগপৎ বিদ্যমান আছে। এটাই এ-জাতীয় সংকলনগ্রন্থের স্বাভাবিক বিশিষ্টতা। মহাভারত মূলতঃ এরূপ সংকলনগ্রন্থ ছিল কি না এবং এর আসল রূপ কি ছিল তার বিশদ বিচার আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবে শুধু এইটুকু বলা উচিত যে, পণ্ডিতদের মতে মহাভারত মূলতঃ ছিল একটি ইতিহাস এবং তখন তার কলেবরও ছিল খুবই অল্পপরিসর। মহাভারতেই আছে, "জয়নামেতি-হাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা"। তার শ্লোকসংখ্যাও ছিল অল্প কয়েক হাজার মাত্র। ক্রমে তাতে উপাখ্যান তত্ত্বালোচনা প্রভৃতি যুক্ত হতে হতে তার আয়তন বাড়তে থাকে। বর্তমানে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি।

বস্তুতঃ মহাভারত যেমন কোনো এক-ব্যক্তির রচনা নয়, তেমনি কোনো এক-কালেরও নয়। এই মহাগ্রন্থের আখ্যান-উপদেশাদি ভারতবর্ষের বিপুল জনতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিদ্যমান ছিল। ভারতের সংকলনপ্রতিভা এগুলিকে কালে কালে সংগ্রহ করে একটা বিশেষ কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে। এইভাবেই ভারত-সংহিতার উৎপত্তি। মহাভারত ব্যাসকর্তৃক কথিত ও গণদেবতাকর্তৃক (বুঝে বা না-বুঝে) লিখিত হয়, এই কাহিনীর মধ্যেই মহাভারতের উৎপত্তির যথার্থ ইতিহাস নিহিত আছে। বলা বাহুল্য, এই বিপুলায়তন ধারণ করতে মহাভারতের কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল। তাই এই সাহিত্যসংগ্রহে কোনো এক-যুগের নয়, তাতে বহু-যুগের ছাপ পাওয়া যায়। এর কাহিনীতে উপদেশে সমাজ-বর্ণনায় ও আদর্শগত বৈচিত্র্যে কালগত বিভিন্নতার প্রমাণ আজও সুস্পষ্ট বোঝা যায়। পণ্ডিতদের মতে মহাভারতের প্রথম সূচনা হয় সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি কোনো সময়ে এবং তার সমাপ্তি ঘটে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের কাছাকাছি সময়ে। এই সহস্রাধিক বৎসরের ভারতবর্ষের মর্ম-ইতিহাস সমগ্রভাবে বিধৃত হয়ে আছে মহাভারতে।

এই ইতিহাসের আলোতে না দেখলে বর্তমান ভারতকেও যথার্থরূপে দেখা হবে না। কেননা, আধুনিক ভারত এখনও মহাভারতের যুগের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিশেষভাবে উদ্ধৃতিযোগ্য:

"ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। সে সূত্র সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে; তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে, কিন্তু তাহা আজ পর্যন্ত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস।"

—'ধম্মপদং' (১৯০৫), ভারতবর্ষ

২

রামায়ণকে কিন্তু বেদ পুরাণ সংহিতা ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করবার রীতি নেই। এটি ব্যাসকথিত এবং গণেশলিখিতও নয়। ভারতবর্ষ রামায়ণকে যে বিপুল ব্যাসমণ্ডলের বহির্ভাগে স্থাপন করেছে এটা নিরর্থক নয়। রামায়ণ যে ব্যাসসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, এটাই তার বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ রামায়ণ একজন ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলেই স্বীকৃত। সে রচনার প্রকৃতি সম্বন্ধেও দ্বিমত নেই। কেননা, বাল্মীকি হলেন ভারতবর্ষের আদিকবি এবং রামায়ণ আদিকাব্য একথা সর্বস্বীকৃত। রামায়ণের পূর্বে এদেশে কবিত্ব ছিল না একথা মানা যায় না। ঋগ্‌বেদের বহু অংশে (যেমন ঊষাবন্দনায়) চরম কবিত্বের প্রকাশ দেখা দিয়েছে। কিন্তু ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলিকে কখনও কবিতা বলে বর্ণনা করা হয় না, বৈদিক ঋষিরাও ঠিক কবিপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য নন। উপনিষদগুলিতেও স্থলে স্থলে কবিত্ব উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাও সচেতন কাব্যরচনা বলে স্বীকৃত নয়। মহাভারতের অনেক অংশ সম্ভবতঃ রামায়ণের পূর্ববর্তী এবং তাতেও অতি উঁচুদরের কাব্য আছে। কিন্তু ব্যাসদেবকে কখনও কবির আসন দেওয়া হয় নি এবং মহাভারতকেও ঠিক কাব্য বলে বর্ণনা করা যায় না। রামায়ণই যে আদিকাব্য তার অন্য প্রমাণ এই যে, এর প্রত্যেকটি কাণ্ড বিভক্ত হয়েছে কতকগুলি সর্গে। এই সর্গবিভাগই কাব্যের মুখ্য লক্ষণ; কবির কল্পনা-প্রতিভার যে সৃষ্টি তারই নাম সর্গ। রামায়ণের পূর্ববর্তী সাহিত্যে এই সর্গবিভাগ দেখা যায় না। যেমন ঋগ্‌বেদের বিভাগ হচ্ছে মণ্ডল এবং মণ্ডল বিভক্ত হয়েছে সূক্তে; মহাভারতের পর্বগুলির যে বিভাগ তার নাম অধ্যায়।

সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মহাভারত এবং রামায়ণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সাহিত্য। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষ চিরকালই ব্যাস-বাল্মীকি এবং রামায়ণ-মহাভারতকে একপর্যায়ভুক্ত বলেই গণ্য করেছে। বিদেশী মনীষীরাও এ-দুটিকে বিনা দ্বিধায় ভারতবর্ষের যুগল মহাকাব্য বা এপিক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। নিশ্চয় কোনো নিগূঢ় ঐক্য বাহ্য বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই দুই মহাগ্রন্থকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান পেলেই এদের বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। পূর্বেই বলেছি, মহাভারত ছিল মূলতঃ ইতিহাস, তার পরে ক্রমশঃ তাতে পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রাদির লক্ষণ আরোপিত হয়। রামায়ণ কখনও যথার্থতঃ ইতিহাস বলে স্বীকার্য নয়। অথচ

"রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস", রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যে একান্ত সত্য তাও অস্বীকার করা যায় না। কোন অর্থে রামায়ণ-মহাভারতকে ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস বলা যায় তা বিচার করবার পূর্বে দেখা দরকার, সাধারণ অর্থে এই দুই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি।

৩

কুরুপাণ্ডবের বিবাদ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটনাহিসাবে ঐতিহাসিক সত্য কি না তার কোনো প্রমাণ নেই, সম্ভবতঃ সত্য নয়। তবে শান্তনু ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন কৃষ্ণ পরীক্ষিৎ জনমেজয় প্রভৃতি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু এঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পৌর্বাপর্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কোথায়? ভারতবর্ষের তৎকালীন সমাজবিবর্তনের চিত্র আদর্শের বিভিন্নতা ও সংঘাত, নদী পর্বত জনপদ প্রভৃতির ভৌগোলিক সংস্থান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে হলে মহাভারতের আশ্রয় নিতে হবে। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে কবির সমকালীন সমাজের চিত্র যেরূপ পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে মহাভারতে সেভাবে হয় নি। ভারতবর্ষে যুগে যুগে যেসব আখ্যান-উপাখ্যান-উপদেশাদি প্রচলিত হয়েছিল মহাভারতে সেগুলি সচেতনভাবেই সংকলন করে রাখা হয়েছে। তাই এটি তৎকালীন ভারতবর্ষের চিন্তা ও চরিত্রের মহৎ ইতিহাসগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে।

রামায়ণ হচ্ছে প্রত্যক্ষতঃ কবিকল্পনার সৃষ্টি, তৎকালপ্রচলিত কাহিনী ও জনশ্রুতিকে সংকলন করার কোনো প্রত্যক্ষ অভিপ্রায় এই গ্রন্থ রচনার মূলে নেই। বরং কবি সচেতনভাবেই প্রচলিত কাহিনীকে কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজন অনুসারে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। যে কাহিনীকে অবলম্বন করে রামায়ণকাব্য রচিত সে কাহিনী অবশ্য কবিকল্পনা নয়। সে কাহিনীটি যে জনসমাজে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ এই যে, মহাভারতে সংকলিত উপাখ্যানসমূহের মধ্যে রামোপাখ্যান অন্যতম। বৌদ্ধ পালিসাহিত্যেও রামকাহিনী পাওয়া যায়। এসব কাহিনীর মধ্যে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়। যে রামকাহিনী ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে যবদ্বীপ বলিদ্বীপেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাও কতকগুলি গুরুতর বিষয়েই বাল্মীকির রামায়ণ থেকে পৃথক্। এই কাহিনীর মূলে কোনো ঐতিহাসিক সত্য ছিল কি না নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বিদেহরাজ জনক অবশ্য ঐতিহাসিক, কিন্তু জনকদুহিতা সীতা ঐতিহাসিক নন। রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাত্রদেরও অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। এসব কারণে পণ্ডিতেরা মনে করেন রামায়ণ-কাহিনীর মূলে সম্ভবতঃ বাস্তবঘটনামূলক কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এমন কি অনেকেই মনে করেন যে, রামায়ণ-কাহিনী হচ্ছে মূলতঃ রূপকাত্মক। রবীন্দ্রনাথও এই রূপকাত্মকতায় বিশ্বাস করতেন। নানা উপলক্ষেই তিনি এ বিষয়ের আনুকূল্যে মত প্রকাশ করেছেন। এস্থলে তাঁর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধ এবং 'রক্তকরবী' নাটকের (প্রথম সংস্করণ) প্রস্তাবনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণের রূপকার্থের একটু পরিচয় দেওয়া যাক। এই কাব্যটির কেন্দ্রস্থলেই আছেন সীতা। সীতা মানে যে হলরেখা একথা সর্বজনবিদিত। জনক রাজার হলমুখে তাঁর উৎপত্তি এবং তাঁর পাতাল-প্রবেশ-কাহিনীর দ্বারাও

সীতার স্বরূপার্থ সমর্থিত হয়। রামের নবদূর্বাদলশ্যাম বর্ণের দ্বারা বোঝা যায়, রাম বস্তুতঃ কৃষিজাতশস্যশ্যামল রমণীয়তারই নামান্তর। পুরাণোক্ত অপর দুই রামের স্বরূপও তাই বলেই মনে হয়। হলধর রামকে সীতাপতি রাম থেকে অভিন্ন মনে করা অযৌক্তিক নয়। তৃতীয় রাম হচ্ছেন রেণুকাপুত্র এবং তিনি মাতৃহন্তা, এই কাহিনীর মধ্যে মরুভূমির ঊষরতাকে বিনষ্ট করে শ্যামলতা সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলেই বোধ হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত, সীতাপতি রামকেও পাষাণী অহল্যা (অর্থাৎ হলচালনার অযোগ্য কঠিন) ভূমির উদ্ধারকর্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' কবিতার (১৮৯০) নিম্নোদ্ধৃত অংশটি স্মরণীয়:

জীবন-উৎসাহ
ছুটিতে সহস্রপথে মরুদিগ্‌বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে
তোমার পাষাণ ঘেরি, করিতে নিপাত
অনুর্বরা-অভিশাপ তব।

—'অহল্যার প্রতি' (১৮৯০), মানসী

রাম মানে রমণীয়তা; আর লক্ষ্মণ মানে কল্যাণময় সম্পদ, এক কথায় লক্ষ্মীবত্তা। এই লক্ষ্মণকে সীতা ও রামের সহচররূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এটা খুবই স্বাভাবিক। যেখানে সীতা সেখানেই তার এক দিকে সৌন্দর্য ও অপর দিকে সম্পদ্।

এই গেল রামায়ণের রূপকার্থের এক দিক্। তার আর-এক দিকে আছে স্বর্ণলঙ্কার কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেন ·

'স্বর্ণলঙ্কা যে সিংহলে তা নিয়ে আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুতঃ পৃথিবীব নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ-একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত তা হলে লেজের আগুনে ভস্ম না হয়ে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত।"

—'প্রস্তাবনা' (১৩৩১), রক্তকরবী (প্রথম সংস্করণ)

এই স্বর্ণ ঐশ্বর্যের ধন, কৃষিসম্পদ্ নয়। লঙ্কাধিপতির বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রতাপের পরিচয় পাই তাঁর দশ মাথা ও বিশ হাতের বর্ণনায়। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বজ্রবিদ্যুৎধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত! এই বিপুল ঐশ্বর্য ও শক্তির অধিকারীর নাম রাবণ। আর রাবণ মানে হচ্ছে রবকারয়িতা, আর্তনাদকারয়িতা। রামায়ণেই আছে:

যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্ রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাৎ ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্ ভবিষ্যসি॥
দেবতা মানুষা যক্ষা যে চান্যে জগতীতলে।
এবং ত্বামভিধাস্যন্তি রাবণং লোকরাবণম্॥

—উত্তরকান্ড, ১৬।৩৭-৩৮

অর্থাৎ—হে রাজন্, (তোমার জন্য) এই লোকত্রয় ভীত ও (ত্রাহি ত্রাহি) রবযুক্ত হয়েছে, অতএব তুমি রাবণ নামে প্রসিদ্ধ হবে। দেবতা মানুষ যক্ষ এবং

জগতের অন্য সকলে লোকরাবণ (জনসমূহের আর্তনাদকারয়িতা) তোমাকে রাবণ বলেই অভিহিত করবে।

মহাভারতেও অনুরূপ কথাই আছে:

রাবয়ামাস লোকান্ যৎ তস্মাদ্ রাবণ উচ্যতে।
দশগ্রীবঃ কামবলো দেবানাং ভয়মাদধৎ॥

—বনপর্ব, ২৭৪।৪০

অর্থাৎ—মহাবল দশানন দেবতাদেরও ভয় উৎপাদন করেছিলেন। তিনি সমস্ত লোককেই (ভয়ে) রব (আর্তনাদ) করিয়েছিলেন বলেই তাঁকে বল হয় রাবণ।

এই রাবণ নামের সার্থকতাও আরও স্পষ্ট হবে যদি মনে রাখি যে, তাঁর পুত্র ছিলেন মেঘনাদ এবং তাঁর সহোদর বিভীষণ।

এই বিভীষিকাময় প্রতাপের উৎস হচ্ছে স্বর্ণ বা ধন। এই ধনের লোভেই আকৃষ্ট করে স্বর্ণাধিকারী যে কৃষিজীবীকে বিপন্ন করে তুলেছিল, তার ইঙ্গিত রয়েছে মায়াবী স্বর্ণমৃগের লোভে লুব্ধ সীতাহরণের কাহিনীর মধ্যে। যে স্বর্ণমৃগটি সীতাকে লুব্ধ ও রাম-লক্ষ্মণকে (অর্থাৎ কৃষিজাত শোভা ও সম্পদ্‌কে) বিপন্ন করেছিল তার যথার্থ নাম হচ্ছে মারীচ অর্থাৎ মরীচিকা। স্বর্ণমরীচিকায় মুগ্ধ মানুষ কিভাবে স্বর্ণাধিকারী রাক্ষসের কবলে পড়ে শোভাসম্পদহীন হয়, তার পরিচয় শুধু ত্রেতাযুগের কাহিনীতে নয় বর্তমান যুগেও আমরা নিত্যই দেখতে পাচ্ছি।—

কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য
স্বর্ণ-ঝলকে করিছে নৃত্য,
তাহারে বাঁধিতে লোলুপ চিত্ত
ছুটিছে বৃদ্ধ-বালকে।

'নগরসংগীত', চিত্রা (১৮৯৬)

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আধুনিক ও প্রাচীন উভয়কালের পক্ষেই সত্য এটা কবিকল্পনা মাত্র নয়। 'রক্তকরবী' নাটকের (প্রথম সংস্করণ, ১৯২৬) প্রস্তাবনায় রামায়ণের গূঢ়ার্থনির্ণয়প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে।'

মায়াবী স্বর্ণমৃগের এই গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং বাল্মীকিও যে সচেতন ছিলেন তার আভাস আছে রামায়ণেই। সীতাহরণের কাল হচ্ছে হেমন্ত ঋতু, তখন চতুর্দিকের বনভূমি শিশিরাচ্ছন্ন ও যবগোধূমমণ্ডিত, আর পূর্ণতণ্ডুল ধান্য-শীর্ষের সোনার আভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত। সংবৎসরের মধ্যে এই হেমন্ত ঋতুটাই ছিল রামের প্রিয় ঋতু, অথচ এই ঋতুতেই সীতাহরণ ঘটল প্রবলপ্রতাপ রাবণের হাতে। এ ব্যাপারটা তাৎপর্যহীন নয় বলেই মনে হয়। আর এই দুর্ঘটনা হল স্বর্ণময় মায়ামৃগের লোভে, এটাও সম্ভবতঃ নিরর্থক নয়। এই স্বর্ণমৃগ যে মরীচিকাময়, তাও একটি নিত্য সত্য। এই স্বর্ণমরীচিকাকেই আধুনিক কবি বলেছেন 'স্বর্ণঝলক'। প্রাচীন কালে বা আধুনিক কালে, যখনই ধনের লোভে ধান্য অভিভূত হয়েছে, যখনই ধানের স্বর্ণকান্তি ধনের স্বর্ণকান্তির কাছে হার মেনেছে, তখনই ঘটেছে অকল্যাণ।

স্বর্ণমৃগরূপী মারীচ যে স্বর্ণময় ধনসম্পদেরই প্রতীক তার আভাস পাওয়া যায় মায়ামৃগের বর্ণনাতেই। রাবণ মারীচকে বলছেন:

সৌবর্ণস্ত্বং মৃগোভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ।
আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়াঃ প্রমুখে চর।
প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গন্তুমর্হসি॥

—আরণ্যকাণ্ড, ৪০।১৭-১৮

'রজতবিন্দুচিত্রিত সোনার মৃগ হয়ে তুমি রামের আশ্রমে গিয়ে সীতার সম্মুখে বিচরণ কর। অতঃপর সীতাকে প্রলুব্ধ করে তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে।'

এই বর্ণনার মধ্যেই স্বর্ণরৌপ্যের লোভের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই বর্ণনাটা আরণ্যকাণ্ডের অন্যত্রও (৩৬।১৮) পাওয়া যায়। এই কাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশ সর্গে 'রত্নময় মৃগ' সম্পর্কে 'রূপ্যধাতু'র উল্লেখও আছে। তা ছাড়া আছে:

মনোহরং স্নিগ্ধবর্ণো রত্নৈর্নানাবিধৈর্বৃতঃ।..
রূপ্যৈর্বিন্দুশতৈশ্চিত্রো ভূত্বা স প্রিয়দর্শনঃ॥

—আরণ্যকাণ্ড, ৪২।১৯, ২২

অর্থাৎ সীতাকে প্রলুব্ধ করবার জন্য যে মায়ামৃগ প্রেরিত হয়েছিল সে গিয়েছিল নানাবিধ রত্নভূষিত ও শত শত রৌপ্যবিন্দুশোভিত হয়ে এবং স্নিগ্ধবর্ণ প্রিয়দর্শন ও মনোহর রূপ ধারণ করে।

পরবর্তী সর্গে 'হেমরাজতবর্ণে'র কথা আছে। বোঝা যাচ্ছে, পরিপূর্ণ হেমন্তের পক্বশস্যের সোনার পরিবেশের মধ্যে ধনরত্নসোনারূপোর লোভেই অকল্যাণ ঘটেছিল, রামায়ণের এ ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়।

ধনরত্নের ঝলকে লুব্ধ করে কৃষিলক্ষ্মীকে হরণ করবার জন্যে মায়াবিস্তারের এই যে অনতিপ্রচ্ছন্ন আভাস, তার তাৎপর্য আধুনিক কালেও উপেক্ষণীয় নয়। শিল্পসম্পদের মায়াবী মারীচ আজও বিশ্বের সর্বত্রই স্বর্ণঝলকে লুব্ধ করে কৃষিলক্ষ্মীরূপিণী সীতা হরণের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। রামায়ণের এই যে রূপকসত্য, সে হচ্ছে চিরন্তন সত্য। ত্রেতাযুগের চেয়ে কলিযুগেই এই সত্য ব্যাপকতর তাৎপর্য অর্জন করেছে।

শুধু 'অহল্যার প্রতি' ও 'নগরসংগীত' কবিতায় এবং 'রক্তকরবী' নাটকে নয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আরও নানাস্থানেই রামায়ণের এই রূপকার্থের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ আছে।

৪

রামায়ণের এই রূপকার্থ যতই যুক্তিসংগত হক না কেন, কাব্যহিসাবে এটা কখনোই রামায়ণের মুখ্য লক্ষ্য নয়। রামায়ণকে রূপককাব্য হিসাবে গ্রহণ করলে তার আসল কথাটাই অজ্ঞাত থেকে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণে ভারতবর্ষের যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে সেটিকে পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে হলে রামায়ণ-কাহিনীর উৎপত্তি ও বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু সে ইতিহাস অনুসরণ সহজসাধ্য নয়। কারণ, প্রত্যেক জ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় রামায়ণের আদি উৎসও অজানা গুহায় নিহিত। ফলে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তথাপি একথাও স্বীকার করতে হবে যে, রামায়ণ-কাহিনীর বিলীয়মান আদিরূপের মধ্যে ভারত-ইতিহাসের যে অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, তার মূল্যও কম নয়।

রামায়ণকথার আদি-উৎসের সন্ধান উপলক্ষে ভারত-ইতিহাসের আলো-আঁধারি যুগের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, এস্থলে তার মূল কথাগুলির একটু আভাস দিতে চেষ্টা করব।

রামায়ণ-কাহিনীর বিবর্তনের মধ্যে ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস কিভাবে ধরা পড়েছে, রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যসৃষ্টি' (বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ আষাঢ) ও 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (প্রবাসী, ১৩১৯ বৈশাখ)—নামক দুটি প্রবন্ধে[১] তার কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে রচিত এই দুটি প্রবন্ধের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মতের কিছু বিবর্তন দেখা যায়। তা সত্ত্বেও ওই দুটি প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর মতের সংগতিই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এস্থলে তাঁর মূল বক্তব্যের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> "রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে... একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহেই প্রচলিত ছিল।.. রামচরিত সম্বন্ধে যে-সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"
>
> —'সাহিত্যসৃষ্টি' (১৯০৭), সাহিত্য

তা ছাড়া, জনশ্রুতির রামকাহিনী যে পরবর্তী কালের বাল্মীকি-বর্ণিত রামকাহিনী থেকে অনেকাংশেই পৃথক্ ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের কথা অনুসরণ করেই বলা যায়, রামচন্দ্র যে 'পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নীহরণকারীকে বিনাশ করিয়া স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব প্রমাণ করে বটে,' কিন্তু এই দুটির কোনোটিই বাস্তব ঘটনা নয়, পরবর্তীকালীন বানানো কথা বা কবিকল্পনামাত্র।

রবীন্দ্রনাথের মতে রামায়ণের মূল ঘটনা তবে কি? তাঁর মতে রামকাহিনীর মূলে আছে প্রাচীন আর্য-ইতিহাসের তিনটি বৃহৎ বৈপ্লবিক ঘটনার প্রেরণা। পরবর্তী কালে সমাজমনের বিবর্তনের ফলে নূতন নূতন জীবনাদর্শ ও তার অনুকূল কল্পনার প্রভাবে রামায়ণের মূল-কাহিনী বহুলাংশে রূপান্তরিত হলেও তার কিছু কিছু আভাস এখনও অবশিষ্ট আছে। উক্ত তিনটি বৃহৎ ঘটনা এই:

আর্যরা প্রথমে ছিলেন প্রধানতঃ মৃগয়াজীবী ও গোধনপরায়ণ কিন্তু আর্যদের রাজ্যবিস্তার ও প্রভাববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাত্রিয় রাজারা কালক্রমে হলেন কৃষিনির্ভর, কৃষিসম্পদ্ই হল তাঁদের প্রধান সম্পদ। এই রাজ্যবিস্তার ও কৃষিবিস্তারের ফলেই তাঁদের সঙ্গে রাক্ষসজাতীয় অনার্যদের সংঘাত ঘটল। কৃষিবিস্তার উপলক্ষে আর্য-অনার্যের সংঘাতের কথাই হল রামায়ণের অন্যতম মূলকথা। এটাই হল রামায়ণের রূপকার্থের আসল তাৎপর্য। সীতা রাম ও

১ 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধটি 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রথমে 'পরিচয়', পরে 'সমাজ' ও সর্বশেষে 'ইতিহাস' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। পরবর্তী কালে এটির একটি ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হয় Visva-Bharati Quarterly পত্রিকায় (১৯২৩), ইংরেজি সংস্করণটির নাম *A Vision of India's History*। প্রবন্ধটি পরে পুস্তিকা-আকারে প্রকাশিত হয় (১৯৫১)।

লক্ষ্মণ হলেন এই কৃষিসভ্যতার প্রতীক। আর বিশ্বামিত্র ও জনক হলেন তাঁদের প্রবর্তক ও সহায়। বিশ্বামিত্রের প্রবর্তনার ফলেই যে রাম-সীতার মিলন, অহল্যা-উদ্ধার ও রাক্ষস-সংঘাতের সূত্রপাত, এ কথা রামায়ণ-কাহিনী থেকে স্পষ্টভাবেই জানা যায়। আর কৃষিবিস্তার ও রাক্ষসশক্তির নিরোধ যে জনক রাজার জীবনের ব্রত ছিল, একথাও রামায়ণে প্রচ্ছন্ন নয়। প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে জনক যে আর্যসভ্যতার একজন ধুরন্ধর ছিলেন, নানা জনপ্রবাদ সে কথা সমর্থন করে। ভারতবর্ষে কৃষিবিস্তারে তিনি একজন উদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বহস্তে হলচালনা করতেন। তাঁর কন্যার নামও সীতা অর্থাৎ হলরেখা।—

> "এই চাষের লাঙল দিয়াই তখন আর্যেরা ভারতবর্ষের মাটিকে ক্রমশঃ আপন করিয়া লইতেছিলেন। এই লাঙলের মুখে অরণ্য হটিয়া গিয়া কৃষিক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। রাক্ষসেরা এই ব্যাপ্তির অন্তরায় ছিল।"
>
> —'সাহিত্যসৃষ্টি', সাহিত্য

বিশ্বামিত্র ও জনকের প্রবর্তনায় রামচন্দ্র সীতাকে লাভ করলেন অর্থাৎ কৃষিবিস্তারের ব্রত গ্রহণ করলেন। কৃষিব্রত রামচন্দ্রের জীবনের প্রধান কীর্তিত্ব দুটি—অহল্যা-উদ্ধার ও সীতা-উদ্ধার। একদিকে তিনি হলচালনের অযোগ্য অনুর্বর ভূমিকে শস্যশ্যামল ও রমণীয় করে তোলেন, আর-একদিকে তিনি রাক্ষসশক্তিকে নিরস্ত করে শস্যশালিনী কৃষিভূমিকে তাদের হাত থেকে রক্ষা বা উদ্ধার করেন।

রামায়ণের দ্বিতীয় বৃহৎ ঘটনা কৃষিবিস্তারের শত্রু রাক্ষস-শক্তির পরাভব-সাধন। এক সময়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষই রাক্ষসদের অধিকারে ছিল বলে মনে হয়। মহাভারতে দেখা যায় হস্তিনাপুরের অনতিদূরে একচক্রা প্রভৃতি স্থানে রাক্ষসদের সঙ্গে পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং রাক্ষসদের সঙ্গে আর্যদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনেও বাধা ছিল না। কিন্তু আর্য-রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসরা পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে হঠে যেতে বাধ্য হয়। জনক রাজার সময়ে আর্যশক্তি পূর্বভারতে বিদেহ অর্থাৎ উত্তর বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল; কিন্তু তার সন্নিকটেই রাক্ষসদের অধিষ্ঠান ছিল। রামচন্দ্র প্রথমে এই পূর্বভারতেই রাক্ষসপ্রভাব নিরসনে প্রবৃত্ত হন। তাড়কা-নিধন ও অহল্যা-উদ্ধার পূর্বভারতেরই ঘটনা। হরধনু ভঙ্গ করে সীতালাভও তাই। বিশ্বামিত্র ও জনক রামচন্দ্রকে কৃষিবিস্তারে ও রাক্ষসনিরসনে উৎসাহিত করেছিলেন এই পূর্বভারতেই।—

> "বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অনার্য-পরাভবব্রতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে জনকের পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত করিলেন। সেখানে রামচন্দ্র ধনুক ভাঙিয়া তাঁহার ব্রত গ্রহণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন।"
>
> —'সাহিত্যসৃষ্টি', সাহিত্য

অতঃপর রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে যান দক্ষিণ ভারতে। সেখানে রাক্ষসদের অপ্রতিহত প্রভাব। কিন্তু রামচন্দ্র অমিতপরাক্রম রাক্ষসরাজ দশাননকে পরাভূত করে তাঁর হাত থেকে সীতার উদ্ধার সাধন করেন।

অর্থাৎ আর্যরা প্রথমে পূর্বভারতে ও পরে দক্ষিণভারতে অনার্য-শক্তিকে প্রতিহত করে কৃষিনির্ভর নবসভ্যতার বিস্তার করেন।

পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে এই যে আর্য-অনার্যের সংঘাত, তার মূলে রয়েছে শুধু সভ্যতার নয়, ধর্মেরও বিরোধ। রাক্ষসরা যে শিবোপাসক, একথা আমরা

সকলেই জানি। হরধনু এই শৈবশক্তিরই প্রতীক। কৃষিসভ্যতার পরিপোষক ও রাক্ষসপ্রভাবের বিরোধী রাজা জনক স্বভাবতঃই হরধনু ভাঙতে পারে অর্থাৎ শিবোপাসক রাক্ষসদের বীর্যকে নিরস্ত করতে পারে এমন শক্তিধর পুরুষের অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে ক্ষত্রিয় ঋষি বিশ্বামিত্রের মধ্যবর্তিতায় তিনি অমিতবীর্য রামচন্দ্রের সহায়তা লাভ করলেন।

আর্য-অনার্যের এই ধর্মবিরোধটার স্বরূপ আরও একটু বিশদভাবে বোঝা প্রয়োজন। শিবোপাসক রাক্ষসরা যে নিয়তই আর্য ঋষিদের যজ্ঞানুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটাত, একথা আজ পর্যন্ত অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, রাক্ষসদের দেবতা শিব নিজেও যে দলবল নিয়ে দক্ষরাজার যজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন, একথা কে না জানে? তা ছাড়া রাক্ষসরাজ রাবণ যে স্বীয় স্পর্ধার দ্বারা আর্যদেবতাদের অভিভূত করে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করেছিলেন, একথার তাৎপর্য এই যে, রাক্ষসরা শুধু আপন সভ্যতাকে আর্যসভ্যতার উপরে নয়, আপন ধর্মকেও আর্যধর্মের উপরে জয়ী বলে ঘোষণা করেছিলেন। রাবণ-পুত্রের 'ইন্দ্রজিৎ' নামটাও সেই অপরিমিত স্পর্ধারই পরিচায়ক। এ হেন রাক্ষসশক্তিকে পরাভূত করা আর্যদের কাছে একটি কঠিন সমস্যারূপেই দেখা দিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> "এমন অবস্থায় সেই শিবের হরধনু ভাঙিবে কে, একদিন এই এক প্রশ্ন আর্যসমাজে উঠিয়াছিল।.. বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধনু ভংগ করিবার দুঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন।"
>
> —'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (১৯১২), ইতিহাস

অহল্যা-উদ্ধার ও সীতা-উদ্ধারের ন্যায় হরধনুভাঙাও রামচন্দ্রের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অর্থাৎ, আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের পরিণামে আর্যরাই জয়ী হলেন। তাঁরা আপন কৃষিসভ্যতাকে অনার্যশক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে এবং আর্যধর্মকে অনার্য শৈবধর্মের উপরে জয়ী করতে সমর্থ হলেন।

প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা উচিত যে, অবস্থা ও কালপরিবর্তনের ফলে আর্য-অনার্যের এই বিরোধ যখন এক সময়ে মিটে গেল, তখন শুধু যে দুই সভ্যতার সমন্বয় ঘটল তা নয়, দুই ধর্মেরও সমন্বয় ঘটল। তখন এক কালের যজ্ঞবিরোধী শিব যজ্ঞেশ্বর বলে স্বীকৃত ও মহেশ্বর বলে পূজিত হলেন। আর, কৃষিসম্পদের অন্যতমা দেবতা অন্নপূর্ণা তাঁরই গৃহিণী বলে স্বীকার্য হলেন। এই সমন্বয়প্রবণতাই ভারত-সংস্কৃতির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

আদি রামায়ণ-কাহিনীর তৃতীয় বৃহৎ ঘটনা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ ও ক্ষত্রিয়দের জয়লাভ। পূর্বে বলা হয়েছে, কৃষিবিস্তারে আগ্রহ ছিল প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়দের। কেননা, ক্ষত্রিয়দের প্রভুত্ব নির্ভর করত প্রধানতঃ কৃষিলব্ধ সম্পদ ও শক্তির উপরে। কৃষিবিস্তারে ব্রাহ্মণরা স্বভাবতঃই বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না, তাঁরা সাধারণতঃ গোসম্পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। ফলে কৃষিসম্পদ নিয়ে অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের যে বিরোধ, তা আসলে ক্ষত্রিয়দেরই বিরোধ। কারণ রাক্ষসপ্রভুত্বে ক্ষত্রিয়স্বার্থেই ব্যাঘাত ঘটত।

ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মণদের বিশেষ আগ্রহ ছিল যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি। কিন্তু এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয় কালক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি অনাগ্রহী, এমন কি যজ্ঞবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। তার প্রমাণ আছে উপনিষদে, এমন কি গীতাতেও। সকলেই জানেন, উপনিষদে 'ক্রিয়াবিশেষবহুল'

যজ্ঞানুষ্ঠানে কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি, উপনিষদে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ব্রহ্মবিদ্যাকে। তাই ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি ব্রাহ্মণসেবিত বিদ্যাকে বলা হয়েছে 'অপরা বিদ্যা', আর ক্ষত্রিয়সেবিত ব্রহ্মবিদ্যাকে বলা হয়েছে 'পরা বিদ্যা' বা 'রাজবিদ্যা'। বস্তুতঃ উপনিষদের বিদ্যা মুখ্যতঃ ক্ষত্রিয়েরই বিদ্যা। উপনিষদের যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা জনক ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই বিশেষভাবে খ্যাত হয়েছেন। গীতাতেও দেখা যায়, ক্ষত্রিয় ধর্মনায়ক শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়বীর অর্জুনকে বলেছেন, 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন' (২।৪৫), অর্থাৎ বেদগুলি ত্রৈগুণ্যবিষয়ক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও—কেননা, বেদের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডগুলি মানুষকে চালনা করে শুধু ভোগশক্তি ও মূঢ়তার দিকে।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই স্বার্থভেদ ও ধর্মগত মতবিরোধ ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> "এইরূপে সমাজে যে আদর্শের ভেদ হইয়া গেল, সেই আদর্শভেদের মূর্তিপরিগ্রহস্বরূপে আমরা দুই দেবতাকে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু।"
>
> —'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস

অর্থাৎ, 'বেদবাদরত' ক্রিয়াকাণ্ডপরায়ণ ব্রাহ্মণদের দেবতা হলেন ব্রহ্মা, আর রাজ্যপালনরত যজ্ঞবিরোধী ক্ষত্রিয়দলের দেবতা হলেন বিষ্ণু। ব্রহ্মা চতুর্মুখে উচ্চারণ করেন চতুর্বেদ, সুতরাং তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণদের যোগ্য দেবতা। আর বিষ্ণু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চার হাতে বিশ্বজগৎকে রক্ষা ও পালন করেন, সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়দের যোগ্য উপাস্য দেবতা।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই স্বার্থগত ও ধর্মগত ভেদ যে এক সময়ে জীবন-মরণ সংগ্রামের রূপ ধারণ করেছিল তার কিছু প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> "বৃত্তিগত ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই চিত্তগত ভেদ এমন একটা সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল যখন বিচ্ছেদের বিদারণরেখা দিয়া সামাজিক বিপ্লবের অগ্নি-উচ্ছ্বাস উদ্‌গিরিত হইতে আরম্ভ করিল। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবদ্ধ হইয়া আছে। এই বিপ্লবের ইতিহাসে ব্রাহ্মণপক্ষ বশিষ্ঠ নামটিকে ও ক্ষত্রিয়পক্ষ বিশ্বামিত্র নামটিকে আশ্রয় করিয়াছে।"
>
> —'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস

মনে হয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। সামাজিক বিপ্লব কখনও অল্প সময়ে মেটে না। এই বিপ্লবের ইতিহাসে এক পক্ষে বশিষ্ঠ, ভৃগু, জমদগ্নি, পরশুরাম, দ্রোণাচার্য এবং অপর পক্ষে বিশ্বামিত্র, কার্তবীর্য অর্জুন, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আমাদের পুরাণকথায় এঁদের সংগ্রামকাহিনী নানা উপলক্ষে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। এসব কাহিনী থেকে অনুমান হয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই বিরোধ ও সংগ্রামজাত মহাবিপ্লব দীর্ঘকাল ধরেই আমাদের সমাজকে মথিত ও বিপর্যস্ত করছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই সমাজবিপ্লবের মূলে শুধু বৃত্তিগত স্বার্থভেদ নয়, ধর্মগত মতভেদও সক্রিয় ছিল। ব্রাহ্মণদের লক্ষ্য ছিল বেদবিহিত যজ্ঞের দেবতা ব্রহ্মার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা বেদ ও যজ্ঞের দেবতা ব্রহ্মার প্রাধান্য

না মেনে মানলেন বিশ্বের পালনকর্তা বিষ্ণুকে। এই প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণীয়।—

> "বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগু পদাঘাত করিয়াছিলেন, এই কাহিনীর মধ্যে একটি বিরোধের ইতিহাস সংহত হইয়া আছে। এই ভৃগু যজ্ঞকর্তা ও যজ্ঞফলভাগীদের আদর্শরূপে বেদে কথিত আছেন। ভারতবর্ষে পূজার আসনে ব্রহ্মার স্থানকে সংকীর্ণ করিয়া বিষ্ণুই যখন তাহা অধিকার করিলেন... তখন সেই সন্ধিক্ষণে একটা বড় ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা। এই বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার যাঁহাদের হাতে এবং সেই অধিকার লইয়া যাঁহারা সমাজে একটি বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে তাহার বেড়া ভাঙিতে দেন নাই।"
>
> 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস

পুরাণকাহিনী অনুসারে এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিরোধ চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে এবং পুরুষানুক্রমে। এই বিরোধের কাহিনীতে ব্রাহ্মণপক্ষে ভৃগুবংশ ও বশিষ্ঠবংশ, এই দুটি বংশই প্রাধান্য লাভ করেছে। ভৃগুবংশীয়দের মধ্যে ঔর্ব, জমদগ্নি ও পরশুরামের নাম এবং বশিষ্ঠবংশীয়দের মধ্যে শক্তি ও পরাশরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। আর ক্ষত্রিয়পক্ষে খ্যাতি অর্জন করেছে বিশ্বামিত্র, কল্মাষপাদ, কার্তবীর্য অর্জুন প্রভৃতি কয়েকটি নাম। দাশরথি রামও বস্তুতঃ এই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত; ভৃগুবংশীয় পরশুরামের দর্পহরণ তাঁর অন্যতম কীর্তি। এই ইতিহাসের অধিকতর অনুসরণ আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ক্ষত্রিয়রা সকলেই যে ব্রাহ্মণবিরোধী ছিলেন তা নয়, ব্রাহ্মণপক্ষ-সমর্থক ক্ষত্রিয়ের অভাবও ছিল না। যে-সব পুরাণকাহিনী আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তাতেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

একটু গভীরভাবে দেখলেই বোঝা যাবে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের মূলেও ছিল ব্রাহ্মণের নেতৃত্ব নিয়ে ক্ষত্রিয়দের আত্মকলহ। এক পক্ষে ব্রাহ্মণ নায়ক দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা এবং তাঁদের পক্ষাবলম্বী ভীষ্ম, কর্ণ (ইনি ক্ষত্রিয়শত্রু ভৃগুকুলতিলক পরশুরামের শিষ্য) ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা। ব্রাহ্মণপক্ষপাতী ও ক্ষত্রিয়দ্বেষী জরাসন্ধ তথা শিশুপালও ছিলেন এঁদেরই সমর্থক। আর অপর পক্ষে ছিলেন ক্ষত্রিয় নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অনুবর্তী দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাণ্ডবগণ।

রামকাহিনীর মূলেও যে ছিল ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বিরোধ তথা এই উপলক্ষ নিয়ে ক্ষত্রিয়দের গৃহবিবাদ, তার আভাস এখনও রয়েছে রামায়ণকাব্যের মধ্যেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি অতি সুস্পষ্ট।—

> "রামায়ণের কালে রামচন্দ্র যে নূতন দলের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। বশিষ্ঠের সনাতন ধর্মই ছিল রামের কুলধর্ম, বশিষ্ঠবংশই ছিল তাঁহাদের চিরপুরাতন পুরোহিতবংশ, তথাপি অল্পবয়সেই রামচন্দ্র সেই বশিষ্ঠের বিরুদ্ধ পক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈতৃক অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। রাম যে পন্থা লইয়াছিলেন তাহাতে দশরথের সম্মতি ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রবল প্রভাবের কাছে তাঁহার আপত্তি টিঁকিতে পারে নাই।... অকস্মাৎ যৌবরাজ্য-অভিষেকে বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল

তাহার মধ্যে সম্ভবতঃ তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে একটি দল তাহা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রবল এবং স্বভাবতঃই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, এইজন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীরপুত্রকে তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস

রামনির্বাসন-কাহিনীর এর চেয়ে যুক্তিসংগত ও ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে জানি না। তবে রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যেও একটু দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতা আছে বলে মনে করি। দশরথ যে তাঁর প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্রকে 'একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও' নির্বাসনে পাঠাইতে 'বাধ্য হইয়াছিলেন', একথা যুক্তি-সম্মত বলে মনে হয় না। রামচন্দ্র অল্প বয়সেই পিতার অসম্মতিসত্ত্বেও পিতৃগুরু বশিষ্ঠের পক্ষ ত্যাগ করে বশিষ্ঠবিরোধী বিশ্বামিত্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং বিশ্বামিত্রেরই সহায়তায় অন্যতম ক্ষত্রিয়নায়ক জনক রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া, তৎকালে 'ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন'; বলা বাহুল্য, ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের এই যে প্রবল বিদ্বেষ তারই প্রতীক হিসাবে রামায়ণে পরশুরামের অবতারণা করা হয়েছে; আর রামচন্দ্র যে এই পরশুরামের শক্তিকেও প্রতিহত করেছিলেন একথার তাৎপর্য এই যে, ক্ষত্রিয়শক্তির প্রতিভূরূপে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণশক্তিকে নিরস্ত ও পর্যুদস্ত করেছিলেন। এই সমস্ত কার্যকলাপের ফলে অর্থাৎ বিশ্বামিত্রের পক্ষগ্রহণ তথা ব্রাহ্মণশক্তির আনুগত্যবর্জনের ফলে রামচন্দ্র দশরথ ও বশিষ্ঠপক্ষের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, একথা মনে করাই যুক্তিসংগত। তারই পরিণাম পিতৃরাজ্য থেকে নির্বাসন। এই দ্বন্দ্ব অন্তঃপুরেও বিস্তারলাভ করে রাজমহিষীদের ও রাজপুত্রদের দুই পক্ষে বিভক্ত করেছিল, এ অনুমান অসংগত নয়। কৈকেয়ী-কাহিনী ও ভরতের রাজ্যলাভের মূলে এই গৃহদ্বন্দ্ব। নতুবা, রাজ্যপ্রাপ্তির লোভে ভরত সসৈন্যে রামলক্ষ্মণকে বধ করতেও অগ্রসর হতে পারে এমন আশংকা লক্ষ্মণের মনে কখনও দেখা দিতে পারত না; তাঁর মুখ থেকে:

'হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্'

কিংবা

'ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব'

ইত্যাদি উক্তিও কখনও নির্গত হতে পারত না। সুতরাং দশরথ যে রামচন্দ্রকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্বাসনে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন, একথা স্বীকার্য বলে মনে হয় না। পিতার অপ্রসন্নতাই রাম-নির্বাসনের মূল কারণ। দশরথের এই কাজ সমর্থন ও সহায়তা পেয়েছিল কৈকেয়ী ও ভরতের কাছে।—

"পরবর্তী কালে এই কাব্য যখন জাতীয় সমাজে বৃহৎ ইতিহাসের স্মৃতিকে কোনো এক রাজবংশের পারিবারিক ঘরের কথা করিয়া আনিয়াছিল তখনই দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ রাজার অদ্ভুত স্ত্রৈণতাকেই রামের বনবাসের কারণ বলিয়া রটাইয়াছে।"

—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত সর্বতোভাবেই স্বীকার্য বলে মনে করি।

বস্তুতঃ রামায়ণকাব্য প্রথমে ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিরোধে ক্ষত্রিয়বিজয়ের কাব্য

এবং এই বিরোধ উপলক্ষে দশরথের গৃহদ্বন্দ্বে রামচন্দ্রের রাজ্যচ্যুতি ও পুনঃপ্রাপ্তির কাব্য। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ মিটে গেল এবং সমাজে ক্ষত্রিয়ের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল, তখন মূল পঞ্চকাণ্ড রামায়ণে (আদি ও উত্তর বাদে) উত্তরকাণ্ড নামে ষষ্ঠ কাণ্ডটি যুক্ত হল; শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের অনুকূল করে রামায়ণের নূতন সংস্করণও রচনা করা হল এবং ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কাহিনীকেই দাঁড় করানো হল ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শরূপে। এই সময়েই ক্ষত্রিয়পূজিত বিষ্ণুকে ব্রাহ্মণরা স্বীকার করে নিলেন এবং রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলে মেনে নিতেও দ্বিধা করলেন না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ব্রাহ্মণের তথা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের অনুগামী বলেও চিত্রিত করা হল। তাই দেখি, যে রামচন্দ্র এক সময়ে ছিলেন গুহক চণ্ডালের পরম মিত্র তিনিই উত্তরকাণ্ডে দেখা দিলেন শূদ্র শম্বুকের নিধনকর্তা রূপে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য:

> "ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিতের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল[১] রামচরিতের দৃষ্টান্তকে আপনার সপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনী-সৃষ্টির দ্বারাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শ চরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচার রক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল।—
>
> রামচরিতের মধ্যে যে একটি সমাজবিপ্লবের ইতিহাস ছিল, পরবর্তী কালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নব্যকালের সামাজিক আদর্শের অনুগত করা হইয়াছিল। সেই সময়েই রামের চরিতকে গৃহধর্মের ও সমাজধর্মের আশ্রয়রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা জাগিয়াছিল এবং রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিদ্বেষের সংকোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন ও সেই নীতির দ্বারা একটি বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া সমস্ত জাতির নিকট চিরকালের মত বরণীয় হইয়াছিলেন সে কথাটা সরিয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক। ইহার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার এই, এককালে যে-রামচন্দ্র ধর্মনীতি ও কৃষিবিদ্যাকে নূতন পথে চালনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে তাঁহারই চরিতকে সমাজ পুরাতন বিধিবন্ধনের অনুকূল করিয়া ব্যবহার করিয়াছে। একদিন সমাজে যিনি গতির পক্ষে বীর্যপ্রকাশ করিয়াছিলেন, আর একদিন সমাজ তাঁহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর বলিয়া প্রচার করিয়াছে।"
>
> —'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস

[১] অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ।

এই যে উত্তরকাল বা নব্যকালের কথা বলা হল, সে কোন্ কাল? সে কাল যে মৌর্যসম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের (খৃ-পূ ২৭২-২৩২) পরবর্তী কাল, একথা মনে করবার হেতু আছে। অন্যত্র সে বিষয়ে কিছু-কিছু আলোচনা করেছি, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এ স্থলে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সম্রাট্ অশোকের প্রভাবে যখন দেশে বেদ ও ব্রাহ্মণবিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে তখন ব্রাহ্মণগণ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এক দিকে ক্ষত্রিয়পূজিত বিষ্ণুকে স্বীকার করে নিয়ে বিষ্ণুভক্ত ক্ষত্রিয়দের দলে টেনে নিলেন এবং অপর দিকে ক্ষত্রিয়কাব্য রামায়ণকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের অনুকূলরূপে সংস্কার করে নিয়ে এক কল্পিত আদর্শ রামরাজ্যকে বৌদ্ধসমাজের স্বীকৃত অশোকের আদর্শ ধর্মরাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে খাড়া করলেন। উত্তরকাণ্ডসমেত এই নূতন রামায়ণই আধুনিক কালে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। উত্তরকালে রামায়ণের নূতন সংস্করণে প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিরোধজাত সমাজবিপ্লব এবং এই উপলক্ষে রাজা দশরথের পরিবারে নিদারুণ ভ্রাতৃকলহের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রামায়ণ-কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে উক্ত বিপ্লব ও কলহের যে-সমস্ত আভাস রয়ে গেছে, প্রাচীনভারতীয় ধর্ম ও সমাজের ইতিহাসে তার মূল্য কম নয়।

দেখা গেল ভারত-ইতিহাসের অন্যতম উৎস হিসাবেও রামায়ণ-আলোচনার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। বস্তুতঃ রামায়ণের রূপকার্থ-নির্ণয়ের যে প্রয়োজনীয়তা, ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের ঐতিহাসিক উপাদান-হিসাবে রামায়ণ-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। মৌর্যপূর্ব কাল থেকে মৌর্যোত্তর কাল পর্যন্ত ধর্ম ও সমাজ-বিবর্তনের যে বিপুল ইতিহাস, তার একটি বৃহৎ অংশেরই সন্ধান পাওয়া যায় এই রামায়ণ কাব্যখানিতে। বস্তুতঃ রামকাহিনীর বিবর্তনে অনেকগুলি স্তর লক্ষ্য করা যায় এবং এর প্রত্যেক স্তরেই যে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের ছাপ আবিষ্কার করা যায়, তাতে সন্দেহ নেই। আর এই বিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে ভারতসংস্কৃতির যে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, আধুনিক কালে আমাদের সত্যদৃষ্টিলাভের পক্ষে তার গুরুত্ব কম নয়।

প্রবোধচন্দ্র সেন

রামায়ণ।

বালকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের

অনুমতি-অনুসারে

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৬।

['বালকাণ্ড' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র]
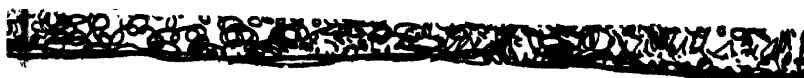
বালকাণ্ড

প্রথম সর্গ ॥ মহর্ষি বাল্মীকি তপোনিরত স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবিদ্‌দিগের অগ্রগণ্য মুনিবর নারদকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,—দেবর্ষে! এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বিদ্বান্, মহাবল পরাক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন? কোন্ ব্যক্তি সকল প্রাণীর হিতসাধন করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তি লোকব্যবহারকুশল, অদ্বিতীয়, সুচতুর ও প্রিয়দর্শন? কোন্ ব্যক্তিই বা রোষ ও অসূয়ার বশবর্তী নহেন? রণস্থলে জাতক্রোধ হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন? হে তপোধন! এইরূপ গুণসম্পন্ন মনুষ্য কে আছেন, তাহা আপনিই বিলক্ষণ জানেন। এক্ষণে বলুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ত্রিলোকদর্শী মহর্ষি নারদ বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্বক পুলকিত মনে কহিলেন,—তাপস! তুমি যে-সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিলে তৎসমুদয় সামান্য মনুষ্যে নিতান্ত সুলভ নহে। যাহাই হউক, এইরূপ গুণবান্ মনুষ্য এই পৃথিবীতে কে আছেন, এক্ষণে আমি তাহা স্মরণ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর।

রাম নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন। তাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, স্কন্ধ অতি উন্নত, গ্রীবাদেশ রেখাত্রয়ে অঙ্কিত, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, মস্তক সুগঠিত, ললাট অতি সুন্দর, জত্রুদ্বয় গূঢ়, হনু বিলক্ষণ স্থূল, নেত্র আকর্ণবিস্তৃত ও বর্ণ শ্যামল। তিনি নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব; তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রমাণানুরূপ ও বিরল। সেই সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন সর্বাঙ্গসুন্দর মহাবীর রাম অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সম্বক্তা। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীত ও নীতিপরায়ণ; তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র; তিনি যশস্বী, জ্ঞানবান্, সমাধিসম্পন্ন, ও জীবলোকের প্রতিপালক এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম ও স্বধর্মের রক্ষক। তিনি আত্মীয়স্বজন সকলকেই রক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রজাপতিসদৃশ ও শত্রুনাশক। তিনি অনুরক্ত ভক্তকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। তিনি বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী, ধনুর্বিদ্যাবিশারদ, মহাবীর্য, ধৈর্যশীল ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, প্রতিভাসম্পন্ন ও স্মৃতিশক্তি-যুক্ত। সকল লোকেই তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি অতি বিচক্ষণ, সদাশয় ও তেজস্বী। নদীসকল যেমন মহাসাগরকে সেবা করে, সেইরূপ সাধুগণ সততই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। তিনি শত্রু-মিত্রের প্রতি সমদর্শী ও অতিশয় প্রিয়দর্শন। সেই কৌশল্যাগর্ভসম্ভূত লোকপূজিত রাম গাম্ভীর্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালানলের ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায় কীর্তিত হইয়া থাকেন। তিনি রাজা দশরথের সর্বজ্যেষ্ঠ ও গুণ-শ্রেষ্ঠ পুত্র। মহীপাল দশরথ এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন প্রজাগণের হিতার্থী রামচন্দ্রকে প্রজাগণেরই প্রিয়কার্য সাধনার্থ প্রীতমনে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

আর্যা কৈকেয়ী রামের অভিষেকার্থ সামগ্রীসম্ভার আহৃত দেখিয়া দশরথের পূর্ব অঙ্গীকার অনুসারে তাঁহার নিকট রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক —এই দুইটি বর প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ সম্পূর্ণ সত্যসন্ধ ছিলেন, এই কারণে সত্যরূপ ধর্ম-পাশে বদ্ধ থাকাতে প্রিয় পুত্র রামকে বনবাস দেন। মহাবীর রামও কৈকেয়ীর হিতসাধন এবং পিতার সত্য প্রতিপালন—এই উভয় কার্যানুরোধে পিতার আজ্ঞাক্রমে বনপ্রস্থান করিয়াছিলেন। সুমিত্রার আনন্দজনক বিনীত-স্বভাব লক্ষ্মণ রামের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে দেখিয়া সৌভ্রাত্র প্রদর্শনপূর্বক স্নেহভরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। সর্ব-সুলক্ষণসম্পন্না জনক-কুলোৎপন্না বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তির ন্যায় হৃদয়হারিণী রমণী-কুলমণি ভর্তা রামের হিতসাধিকা ও প্রাণাধিকা প্রিয়-দয়িতা সীতাও রোহিণী যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে, সেইরূপ প্রিয়তমের অনুসরণে প্রবৃত্তা হইলেন। তৎকালে পুরবাসিগণ এবং স্বয়ং রাজা দশরথও রামের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র নিষাদগণের অধিপতি গুহের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শৃঙ্গবের পুরে জাহ্নবীতীরে সারথি সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া তথা হইতে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনান্তরে প্রবেশপূর্বক অগাধসলিলা নদীসকল পার হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হন। তৎপরে ভরদ্বাজের আদেশে চিত্রকূট-পর্বতে উপনীত হইয়া এক সুরম্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে অরণ্যে বিহার করত তথায় পরম সুখে কালহরণ করেন।

এদিকে রাম বনবাসী হইলে রাজা দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহান্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ মহাবল ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু ভরত কিছুতেই তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হন নাই। পরে তিনি রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বনপ্রস্থান করিলেন এবং বিনীতবেশে সত্য-পরাক্রম মহাতপা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—আর্য! জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্য অধিকার করা বিহিত নহে, আপনি এই ধর্ম বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন, অতএব, এক্ষণে প্রত্যাগমনপূর্বক, রাজ্য গ্রহণ করুন। ভরত এই রূপ প্রার্থনা করিলেও প্রসন্নবদন যশস্বী উদারস্বভাব রাম পিতৃনিদেশ রক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হন নাই।

অনন্তর সেই মহাবল রাম রাজ্য পালনার্থ ভরতকে পাদুকাযুগল ন্যাস-স্বরূপ দান করিয়া নির্বন্ধাতিশয়সহকারে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন ভরত প্রার্থনাসিদ্ধি-বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া রামচন্দ্রের চরণ বন্দনপূর্বক নন্দিগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় রামের আগমনকাল প্রতীক্ষা করত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ভরত প্রতিগমন করিলে সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় রামও পুরবাসীদিগের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া চিত্রকূট হইতে সাবধানে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন।

পদ্মপলাশলোচন রাম সেই মহারণ্যে উপস্থিত হইয়া বিরাধ নামক রাক্ষসের বধ সাধনপূর্বক মহর্ষি শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য-ভ্রাতা ইধ্মবাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর তিনি মহাতপা অগস্ত্যের আদেশে ঐন্দ্রধনু, অক্ষয় শর, তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হন।

যৎকালে রামচন্দ্র সেই দণ্ডকারণ্যে বানপ্রস্থদিগের সহিত অবস্থান করিতে-

ছিলেন, সেই সময় তপোধনগণ অসুর ও রাক্ষসদিগের বিনাশ বাসনায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রামও তদ্দণ্ডে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্নিকল্প ঋষিদিগের সন্নিধানে রণক্ষেত্রে রাক্ষস ও অসুর সংহারে অঙ্গীকার করেন।

অনন্তর তিনি একদা জনস্থানবাসিনী কামরূপিণী শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। পরে তত্রত্য রাক্ষসগণ শূর্পণখার উত্তেজনায় সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত হইল। রাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া খর, ত্রিশিরা ও দূষণকে অনুচরগণের সহিত রণশায়ী করিলেন। দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে তাঁহার হস্তে ঐ স্থানের চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জ্ঞাতিবধবার্তা শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া মারীচ নামক এক রাক্ষসকে সাহায্য প্রদানার্থ প্রার্থনা করেন। মারীচ রাবণকে এইরূপ অসমসাহসের কার্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া বার বার নিবারণপূর্বক কহিয়াছিল, রাবণ! মহাবীর রামের সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেয়স্কর নহে। কিন্তু রাবণ মৃত্যু-প্রেরিত হইয়া মারীচের বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্বক তাহার সহিত রামের আশ্রমে গমন করিল এবং রাম ও লক্ষ্মণকে মারীচের মায়ায় মোহিত ও সুদূরে অপসারিত করিয়া গৃধ্ররাজ জটায়ুর বধসাধনপূর্বক জানকীকে হরণ করিয়া আনিল। অনন্তর রামচন্দ্র সীতা অপহৃত ও পক্ষীন্দ্র জটায়ুকে নিহত দেখিয়া শোকাকুলিতচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিয়া দুঃখিত মনে বনে বনে সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, ঘোরদর্শন বিকটাকার কবন্ধ নামক এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি কবন্ধকে বিনাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ চিতানলে ভস্মীভূত করিলে সে দিব্য গন্ধর্ব-রূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিল এবং স্বর্গারোহণকালে রামকে সম্বোধনপূর্বক কহিল,—রাম! তুমি এক্ষণে ধর্মশীলা তাপসী শবরীর নিকট গমন কর। রাম তাহার বাক্যে শবরী-সন্নিধানে গমন করেন এবং শবরী কর্তৃক যথোচিত উপচারে অর্চিত হইয়া পম্পাতীরে মহাবীর হনুমানের নিকট সমুপস্থিত হন।

অনন্তর হনুমানের বাক্যানুসারে সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সমক্ষে আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত—বিশেষত সীতার দুরবস্থার বিষয় অবিকল সকলই কহিলেন। কপিবর সুগ্রীব রামের মুখে দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া অগ্নি-সন্নিধানে পুলকিত মনে তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। পরে রাম, কপিরাজ বালীর সহিত তাঁহার কি কারণে বৈর উপস্থিত হইয়াছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীব বন্ধুত্বের অনুরোধে বিষণ্ণ মনে সমস্ত কহিতে লাগিলেন। রাম তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া বালিবধোদ্দেশে প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হন। অনন্তর সুগ্রীব রামের নিকট মহাবীর বালীর বলবীর্যের পরিচয় প্রদান

করিলেন এবং তিনি বালীর তুল্যবল হইবেন কি না এই ভাবিয়া ভীত হইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি বালীর বলবত্তায় রামের সম্যক্ বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত দৈত্য দুন্দুভির পর্বতাকার দেহ দেখাইয়া দিলেন। মহাবাহু মহাবল রাম দুন্দুভির অস্থি দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শতযোজন অন্তরে তৎসমুদয় নিক্ষেপ করিলেন এবং একমাত্র শরে সপ্ততাল, পর্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া সুগ্রীবের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিলেন। তখন সুগ্রীব রামের এইরূপ অত্যাশ্চর্য কার্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সম্যক বিশ্বস্ত ও প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন।

অনন্তর সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ কপিবর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবল বালী সেই সিংহনাদ শ্রবণে তারাকে সম্মত করিয়া সংগ্রামার্থ নির্গত ও সুগ্রীবের সহিত সমাগত হইলেন। তখন রাম সুগ্রীবের আগ্রহে একমাত্র শরে সমরে বালীর প্রাণ সংহার করিলেন এবং বালীর রাজ্য সুগ্রীবকে দিলেন।

তৎপরে কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণকে আহ্বানপূর্বক জানকীর অন্বেষণার্থ তাহাদিগকে চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর হনুমান পক্ষীন্দ্র সম্পাতির বাক্যে শতযোজনবিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র পার হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সুরক্ষিত পুরী লঙ্কায় প্রবেশপূর্বক অশোকবনে ধ্যানে নিমগ্না সীতাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে রামের সংবাদ নিবেদন ও অভিজ্ঞান প্রদর্শনপূর্বক আশ্বাসিত করিয়া ঐ বনের তোরণদ্বার চূর্ণ করিলেন।

তৎপরে মারুতি পাঁচজন সেনাপতি, সাতজন মন্ত্রিকুমার ও রাবণতনয় মহাবীর অক্ষকে বিনাশ করিয়া মেঘনাদের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হন এবং তিনি সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার বরে অবিলম্বে ব্রহ্মাস্ত্র-কৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন জানিয়া যে-সমস্ত রাক্ষস তাঁহাকে সংযত করিয়া লইয়া যাইতেছিল, রাবণকে নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। অনন্তর কেবল অশোকবন ব্যতিরেকে সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া রামচন্দ্রকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত পুনরায় তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হন।

অপরিচ্ছিন্ন বলবুদ্ধিসম্পন্ন হনুমান মহাত্মা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক কহিলেন, প্রভো! আমি যথার্থতই জানকীকে দেখিয়া আসিলাম। রাম হনুমানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবের সহিত সাগর-তীরে গমনপূর্বক সূর্যের ন্যায় প্রখর শরনিকরদ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিলেন। সমুদ্র রাম-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাম সমুদ্রের বাক্যানুসারে নলের সাহায্যে সেতু প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং সেই সেতু দ্বারা লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিলেন।

রাম রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াও বহুকাল রাক্ষস-গৃহে অধিবাস-নিবন্ধন লোকাপবাদভয়ে ভীত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং সর্বসমক্ষে তাঁহার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা সীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিপ্রবেশ করেন। পরিশেষে রাম অগ্নির বাক্যানুসারে সীতাকে নিষ্পাপা বোধ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করেন। দেবতা ও ঋষিগণ এই কার্যের নিমিত্ত তাঁহাকে বারবার সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোক যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। পরে তিনি রাক্ষসপ্রধান বিভীষণকে লঙ্কার

অভিষেকপূর্বক কৃতকার্য ও গতজ্বর হইয়া আনন্দিত হন।

অনন্তর রাম অমরগণের নিকট বরলাভপূর্বক বানরদিগকে সমরশয্যা হইতে উত্থাপিত করিয়া সুহৃদ্‌গণ সমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে আরোহণ করত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া ভরতের নিকট হনুমানকে পাঠাইলেন; পরে সুগ্রীব প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণের সহিত পুনরায় পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হন। এক্ষণে তিনি তথায় ভ্রাতৃগণের সহিত মস্তকের জটাভার অবতরণপূর্বক সীতার রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

হে তপোধন! অযোধ্যাধিপতি রাম পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছেন। তাঁহার এই রাজ্যকালে প্রজারা হৃষ্টপুষ্ট, আধিব্যাধি-বিবর্জিত, দুর্ভিক্ষভয়শূন্য ও ধার্মিক হইবে। পিতা কদাচই পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে না। নারীগণ সধবা ও পতিব্রতা থাকিবে। তাঁহার রাজ্যমধ্যে অগ্নি-ভয়, বায়ু-ভয় ও তস্কর-ভয় তিরোহিত হইয়া যাইবে। কেহই জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে না। নগর ও রাষ্ট্রসকল ধনধান্যসম্পন্ন হইবে। সকলেই সত্যযুগের ন্যায় নিরন্তর সুখে কালহরণ করিবে। সেই রঘুকুলতিলক রাম বহু ব্যয়ে বহুসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে অযুত কোটি ধেনু ও প্রচুর ধন দানপূর্বক অনেকানেক রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্মে নিয়োগ করিয়া রাখিবেন। এইরূপে তিনি দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

যে ব্যক্তি এই আয়ুষ্কর, পবিত্র, পাপনাশক, পুণ্যজনক, বেদোপমিত রাম-চরিত পাঠ করিবেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুত্র, পৌত্র ও অনুচর-গণের সহিত দেহান্তে দেবলোকে গিয়া সুখী হইবেন। যদি ব্রাহ্মণ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি বাক্-পটুতা, ক্ষত্রিয় রাজ্য, বণিক্ বাণিজ্যে বহু অর্থ ও শূদ্র মহত্ত্ব লাভ করিবেন।

দ্বিতীয় সর্গ ॥ ধর্মপরায়ণ সশিষ্য মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। নারদ বাল্মীকি কর্তৃক যথোচিত উপচারে অর্চিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বাল্মীকি মুহূর্তকাল আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ভাগীরথীর অদূরে স্রোতস্বতী তমসার তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া নদীর অবতরণপ্রদেশ কর্দমশূন্য দেখিয়া পার্শ্ববর্তী শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, এই তীর্থ কেমন রমণীয় ও কর্দমশূন্য এবং সচ্চরিত্র মনুষ্যের চিত্তের ন্যায় ইহার জল কেমন স্বচ্ছ; এক্ষণে তুমি কলস রাখিয়া আমাকে বল্কল দেও, আমি এই নদীতে অবগাহন করিব। গুরু-শুশ্রূষানুরাগী শিষ্য ভরদ্বাজ বাল্মীকি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিলেন। বাল্মীকি শিষ্য-হস্ত হইতে বল্কল গ্রহণপূর্বক তীরবর্তী নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করত ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সেই কানন-সমীপে এক ক্রৌঞ্চমিথুন মধুর স্বরে গান করত সুস্থ শরীরে বিহার করিতেছিল, এই অবসরে অকারণ-বৈরী পাপমতি এক ব্যাধ আসিয়া সহসা তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। তখন ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চকে নিহত ও শোণিতলিপ্ত কলেবরে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া এবং সেই তাম্র-শীর্ষ কামোন্মত্ত আয়ত-পক্ষ সহচরের সহিত চির-বিরহ উপস্থিত স্থির করিয়া কাতর-স্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধর্মপরায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি সম্ভোগ-প্রবৃত্ত বিহঙ্গকে নিষাদ কর্তৃক নিহত দেখিয়া বিষাদ-সাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চীর করুণ কণ্ঠস্বরে তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি এই কার্য নিতান্ত অধর্মজনক জ্ঞান করিয়া কহিলেন, রে নিষাদ! তুই ক্রৌঞ্চমিথুন হইতে কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিস; অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইতে পারিবি না। বাল্মীকি নিষাদকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া, আমি এই শকুনির শোকে আকুল হইয়া কি কহিলাম, বারবার এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বুদ্ধিমান্ জ্ঞানবান্ মহর্ষি মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন ও সম্যক্ অবধারণপূর্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার এই বাক্য চরণবদ্ধ অক্ষর-বৈষম্য-বিরহিত ও তন্ত্রীলয়ে গান করিবার সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে; অতএব ইহা যখন আমার শোকাবেগ-প্রভাবে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, তখন ইহা নিশ্চয়ই শ্লোকরূপে প্রথিত হউক. শিষ্য ভরদ্বাজ গুরুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং মহর্ষিও তাঁহার প্রতি যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর বাল্মীকি বিধানানুসারে তমসায় স্নান করিয়া ঐ শ্লোকোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বিনীতস্বভাব তদীয় শিষ্য ভরদ্বাজও পৃষ্ঠে জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ধর্মজ্ঞ ঋষি বাল্মীকি শিষ্য সমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে প্রবেশপূর্বক আসনে উপবেশন করিয়া নানাপ্রকার কথা উত্থাপনকরত এক-একবার সেই শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন, বাল্মীকি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া

বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নিস্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি পাদ্য অর্ঘ্য আসন ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভগবান পিতামহ পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া মহর্ষিকে অনাময় প্রশ্নপূর্বক আসন গ্রহণের আদেশ দিলেন।
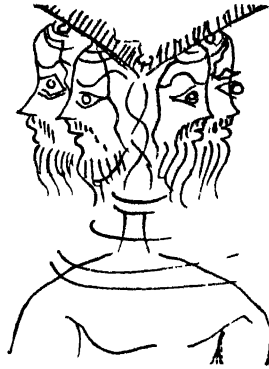
মহর্ষি বাল্মীকি প্রজাপতির অনুমতি অনুসারে উপবিষ্ট হইয়া ক্রৌঞ্চ-বধ-সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! বৈরাচরণপর পামর ব্যাধ অকারণ সেই কলকণ্ঠ বিহঙ্গকে বিনাশ করিয়া কি কুকার্যই অনুষ্ঠান করিয়াছে। অনন্তর ক্রৌঞ্চীর দুঃখ বারংবার তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল এবং উহার নিমিত্ত একান্ত শোকাকুল হইয়া মনে মনে সেই শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

তখন অন্তর্যামী ভূতভাবন ভগবান ব্রহ্মা সহাস্যমুখে মহর্ষিকে সম্বোধন-পূর্বক কহিলেন, তপোধন! তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা শ্লোক বলিয়াই বিখ্যাত হইবে; এ বিষয়ে সংশয় করিবার আর আবশ্যকতা নাই। তাপস! আমার সংকল্পপ্রভাবেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্মশীল গম্ভীরস্বভাব বুদ্ধিমান রামের এবং লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদিগের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন কর। নারদ যাহা কহেন নাই, রচনাকালে তাহাও তোমার স্ফূর্তি পাইবে। তোমার এই কাব্যের কোন অংশই মিথ্যা হইবে না। অতএব তুমি এই রমণীয় রামচরিত শ্লোকবন্ধ কর। এই জীবলোকে যতকাল গিরিনদীসকল অবস্থান করিবে, ততদিন ত্বৎকৃত এই রামায়ণকথা প্রচারিত থাকিবে এবং ততদিন তোমার কীর্তি-শরীর ঊর্ধ্ব ও অধোলোকে স্থায়ী হইবে। ভগবান ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর সশিষ্য মহর্ষি বাল্মীকি এই ব্যাপারে যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সেই শ্লোক গান করত প্রীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, গুরুদেব তুল্যাক্ষর চরণচতুষ্টয়সম্পন্ন যে পদাবলী গান করিয়াছেন, শোকাবেগ-প্রভাবে উচ্চারিত হওয়াতে তাহা শ্লোক বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই মহাত্মা এই প্রকার শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিবেন, এইরূপ সংকল্পও করিয়াছেন।

উদারদর্শন অতুল কীর্তিসম্পন্ন মহর্ষি বাল্মীকি উৎকৃষ্ট ছন্দ অর্থ ও পদযুক্ত তুল্যাক্ষর মনোহর বহুসংখ্য শ্লোক দ্বারা দশরথ-তনয় রামের যশস্কর কাব্য রচনা করিয়াছেন। পাঠক! এক্ষণে সেই সমাস সন্ধি ও প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগসম্পন্ন দোষ-বিরহিত মধুর ও প্রসাদগুণোপেত বাক্যে সংকলিত ঋষি-প্রণীত রামচরিত ও রাবণবধ শ্রবণ কর।

তৃতীয় সর্গ ॥ মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের নিকট ত্রিবর্গসাধক হিতজনক সমগ্র রামচরিত শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই ধীমান্ রামের ইতিবৃত্ত প্রকৃতরূপ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং পূর্বাভিমুখ কুশের আসনে উপবেশন ও বিধানানুসারে আচমনপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগবলে তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবং ভার্যা প্রজা ও অমাত্যাদি সহিত রাজা দশরথ, ইঁহাদিগের হাস্য-পরিহাস, কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপ এই সমস্ত যেন তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। সত্যসন্ধ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে বনে পর্যটন করত যেরূপ দুর্গতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য কার্য করতলস্থ আমলকের ন্যায় তিনি দেখিতে পাইলেন। তখন মহামতি মহর্ষি যোগবলে এই সমস্ত অবগত হইয়া নারদ কর্তৃক পূর্বকীর্তিত, ধর্ম ও কামপ্রতিপাদক সমুদ্রের ন্যায় নানাবিধ সারবৎ পদার্থের আধার, শ্রবণ-মনোহর রামচরিত রচনা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের জন্ম, তাঁহার বল, লোকানুরাগিতা, প্রিয়তা, ক্ষমা, সৌম্যতা ও সত্যশীলতা এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথিমধ্যে পরস্পরের যেরূপ অত্যাশ্চর্য কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদয় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে জানকীর বিবাহ, ধনুর্ভঙ্গ, ভার্গবের সহিত রামের বিবাদ ও রামের গুণসমুদয়, রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দুষ্টভাব, রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত, রামের বনবাস, রাজা দশরথের শোক, বিলাপ ও পরলোকপ্রাপ্তি, প্রজাবর্গের বিষাদ ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, নিষাদাধিপ-সংবাদ, সারথি সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন, গঙ্গা-সন্তরণ, রামের ভরদ্বাজ সন্দর্শন, ভরদ্বাজের আদেশানুসারে রামের চিত্রকূট পর্বতে গমন ও তথায় পর্ণকুটীর নির্মাণ, ভরতের আগমন ও ভরতকৃত রামের প্রসাদন, রামের পিতৃতর্পণ পাদুকা-অভিষেক, ভরতের নন্দিগ্রামে বাস, রামের দণ্ডকারণ্য গমন, বিরাধবধ, শরভঙ্গ দর্শন, সুতীক্ষ্ণ সমাগম, অনসূয়ার সহিত সীতার একত্র অবস্থান ও সীতার দেহে অনসূয়ার অঙ্গরাগ প্রদান, রামের অগস্ত্য দর্শন, ধনুর্গ্রহণ, শূর্পণখা-সংবাদ ও তাহার বিরূপকরণ, খর ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসদ্বয়ের বধ, রাবণের সীতা হরণোদ্যোগ, মারীচবধ, সীতাহরণ, রামচন্দ্রের বিলাপ, জটায়ুর মৃত্যু, রামের কবন্ধ দর্শন, পম্পা দর্শন, শবরী দর্শন, ফলমূল ভক্ষণ, পম্পা-তীরে বিলাপ, হনুমদ্দর্শন, ঋষ্যমূকে গমন, সুগ্রীব-সমাগম, সুগ্রীবের বিশ্বাসোৎপাদন ও তাঁহার সহিত সখ্যভাব, বালি-সুগ্রীব-বিগ্রহ, বালিবিনাশ, সুগ্রীবের রাজ্যপ্রাপ্তি, তারা-বিলাপ, রাম-সুগ্রীব-সংকেত, বর্ষানিশায় আবাস-গ্রহণ, রামের ক্রোধ, কপিবল সংগ্রহ, দূত প্রেরণ, পৃথ্বীসংস্থান কথন, রামের অঙ্গুরীয় দান, জাম্ববানের গহ্বর দর্শন, বানরগণের প্রায়োপবেশন, হনুমানের সম্পাতি দর্শন, পর্বতারোহণ, সাগরলঙ্ঘন, সমুদ্রের বাক্যে মৈনাক দর্শন,

রাক্ষসী-তর্জন, ছায়াগ্রাহ রাক্ষসের দর্শন, সিংহিকানিধন, লংকাদর্শন, রাত্রিকালে লংকাপুরী প্রবেশ, অসহায় অবস্থায় কর্তব্যাবধারণ, পানভূমি গমন, অন্তঃপুরদর্শন, রাবণের সহিত সাক্ষাৎকার, পুষ্পক নিরীক্ষণ, অশোক বনে গমন, সীতাদর্শন, অভিজ্ঞান প্রদান, সীতার বাক্য, রাক্ষসী-তর্জন, ত্রিজটার স্বপ্নদর্শন, সীতার মণিপ্রদান, বৃক্ষভংগ, রাক্ষসী বিদ্রাবণ, কিংকর সংহার, হনুমানের বন্ধন, লংকাদাহকালে হনুমানের গর্জন, পুনরায় সাগরলংঘন, মধুহরণ, রামচন্দ্রকে আশ্বাস দান, মণিপ্রদান, সমুদ্র-সমাগম, সেতুবন্ধন, সমুদ্রোত্তরণ, রজনীতে লংকাবরোধ, বিভীষণ-সংসর্গ, বধোপায় নিবেদন, কুম্ভকর্ণ-নিধন, মেঘনাদবধ, রাবণবিনাশ, রামের সীতাপ্রাপ্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পকদর্শন, অযোধ্যায় আগমন, ভরদ্বাজ সমাগম, হনুমানকে নন্দিগ্রামে প্রেরণ, ভরতের সহিত সমাগম, রামাভিষেক, সৈন্যগণের বিদায়, রাষ্ট্রানুরাগ ও সীতা পরিত্যাগ, মহর্ষি বাল্মীকি এই সমস্ত এবং রামের অপ্রচারিত অন্যান্য সমুদয় বিষয় স্বপ্রণীত কাব্যমধ্যে বর্ণন করিয়াছেন।

চতুর্থ সর্গ ॥ রঘুকুল-তিলক রাম রাজ্য লাভ করিলে মহর্ষি বাল্মীকি বিচিত্র পদ ও অর্থসংযুক্ত রামচরিত সংক্রান্ত এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। এই কাব্যমধ্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক পাঁচশত সর্গ ও ছয় কাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ড প্রস্তুত আছে। এই উত্তরকাণ্ডে সীতা-পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভূগর্ভ প্রবেশ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি এই সাতকাণ্ড রামায়ণ প্রস্তুত করিয়া ইহার প্রচার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মুনিবেশ-ধারী আশ্রমবাসী যশস্বী রাজকুমার কুশ ও লব আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন মহাত্মা মহর্ষি ধর্মজ্ঞ মেধাবী মধুরস্বরসম্পন্ন কুশ ও লবকে কাব্যার্থবোধে সমর্থ দেখিয়া তাঁহাদিগকে বেদার্থগ্রহণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাবণবধ নামক সীতা-চরিত-সংক্রান্ত স্বকৃত সমগ্র রামায়ণ কাব্য অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ঐ দুই ভ্রাতা গন্ধর্বের ন্যায় পরম সুন্দর ও মধুর-কণ্ঠস্বরসম্পন্ন ছিলেন। উঁহারা সঙ্গীতবিদ্যা এবং স্থান ও মূর্ছনাতত্ত্ব সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে দেখিলে বিম্ব হইতে উত্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায় রূপে রামেরই অনুরূপ বোধ হইত।

অনন্তর ভ্রাতৃযুগল কুশ ও লব, পাঠ ও গীতকালে একান্ত শ্রুতিসুখকর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই ত্রিবিধ প্রমাণসম্মত ষড়্জাদি সপ্তস্বরসংযুক্ত, তাললয়ানুকূল এবং শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর প্রভৃতি রস-বহুল মহাকাব্য রামায়ণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সেই ধর্মসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ, তপোধন ও সাধুসমাজে সবিশেষ অভিনিবেশসহকারে শিক্ষানুরূপ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা সেই সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন মহাভাগ মহাত্মা কুশী ও লব সভামধ্যে সমবেত বিশুদ্ধস্বভাব ঋষিগণের সমক্ষে এই মহাকাব্য গান করিতে লাগিলেন। ধর্ম-বৎসল ঋষিগণ তাঁহাদিগের সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত ও বিস্মিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে তাঁহাদিগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ প্রশংসনীয় গায়ক কুশ ও লবের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, অহো! গীতের কি মাধুরী, শ্লোকসকলই বা কি মনোহারী হইয়াছে। বহুকাল হইল,

রামের এই সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; তথাচ অধুনা যেন তৎসমুদয় প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান হইতেছে!

অনন্তর কুশ ও লব ভাবে উন্মত্ত হইয়া শ্রোতৃগণের চিত্ত আর্দ্র করত মধুর উচ্চ ও ষড়্জাদি স্বরে গান করিতে লাগিলেন। তপঃপরায়ণ ঋষিগণের মুখ হইতে প্রশংসাধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ সহসা উত্থিত হইয়া কুশ ও লবকে এক কলস প্রদান করিলেন। কেহ প্রসন্ন হইয়া বল্কল দিলেন। কোন ঋষি কৃষ্ণাজিন, কেহ যজ্ঞসূত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ মুঞ্জানির্মিত তন্তু, কেহ আসন ও কেহ বা কৌপীন দান করিলেন। কোন এক মুনি সন্তুষ্ট হইয়া একখানি কুঠার দিলেন। কেহ বা কাষায়বস্ত্র, কেহ চীরবস্ত্র, কেহ জটাবন্ধন-রজ্জু, কেহ কাষ্ঠাহরণ-রজ্জু, কেহ যজ্ঞভাণ্ড, কেহ কাষ্ঠ-ভার, এবং কেহ কেহ উদুম্বর-নির্মিত পীঠ প্রদান করিলেন। কোন মহর্ষি "স্বস্তি" কেহ বা "দীর্ঘায়ুরস্তু" বলিয়া হস্তোত্তোলনপূর্বক প্রীত মনে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

সত্যবাদী ঋষিগণ কুশ ও লবকে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, মহাত্মা বাল্মীকি যথাক্রমে যে উপাখ্যান সংকলন করিয়াছেন, ইহা অতি চমৎকার হইয়াছে এবং প্রবন্ধ-রচনা বিষয়ে ইহা কবিগণের একমাত্র অবলম্বন হইবে। হে সঙ্গীত-সুনিপুণ কুশলব! তোমরা এই আয়ুষ্কর পুষ্টিকর ও শ্রবণমনোহর উপাখ্যান উত্তম গান করিয়াছ।

এইরূপে কুশ ও লব সঙ্গীত দ্বারা সর্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা ঐ দুই ভ্রাতা অযোধ্যার রাজমার্গে রামায়ণ গান করিতেছেন, এই অবসরে রাজা রামচন্দ্র যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাম সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিযা স্বভবনে আনয়নপূর্বক তাঁহাদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন। পরে তিনি কাঞ্চন-নির্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করিলে, লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিবর্গ তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রামচন্দ্র সেই বিনীত রূপসম্পন্ন কুশ ও লবকে নিরীক্ষণ করিযা লক্ষ্মণ

ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা এই দেব-প্রভাব উভয় ভ্রাতার নিকট বিচিত্র অর্থ ও পদসংযুক্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ কর। তিনি লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে এই কথা বলিয়া সেই গায়কদ্বয়কে গান আরম্ভ করিবার আদেশ দিলেন। তখন গায়ক কুশ ও লব উভয়েই শ্রোতৃগণের কলেবর পুলকিত এবং হৃদয় ও মন আহ্লাদিত করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ উচ্চস্বরে রাগ-রাগিণী সহকারে বীণার ন্যায় মধুর রবে সুস্পষ্টভাবে গান করিতে লাগিলেন॥ শ্রুতি-সুখকর গীতি, সমিতিমধ্যে সকলকে মোহিত করিতে লাগিল। তখন রাজা রামচন্দ্র পুনরায় ভ্রাতৃগণকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! এই তাপস কুশ ও লব মুনিবেশধারী হইলেও স্বদেহে রাজচিহ্ন সমুদয় বহন করিতেছেন। ই'হারা গায়ক এবং এই উপাখ্যানও অতি মধুর ও আমারই যশস্কর, অতএব তোমরা এক্ষণে অবহিত মনে ইহা শ্রবণ কর। রাম ভ্রাতৃগণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় কুশ ও লবকে গাহিতে কহিলেন। কুশ ও লবও রাজা রামচন্দ্রের আজ্ঞা লাভ করিয়া সংস্কৃতাশ্রিত গীত গাহিতে লাগিলেন এবং রামও রাজসভায় সমাসীন হইয়া আপনার চরিত্র চিরস্থায়ী হইবার বাসনায় গীত শ্রবণে একান্ত আসক্ত হইলেন।

পঞ্চম সর্গ॥ প্রজাপতি মনু অবধি জয়শীল যে-সমস্ত নৃপতি এই সসাগরা বসুমতীকে অনন্যসাধারণরূপে পালন করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদিগের বংশে সগর রাজা উৎপন্ন হন, যে সগরের গমনকালে ষষ্টি সহস্র পুত্র অনুগমন করিতেন এবং যিনি সাগর খনন করেন, আমরা শুনিয়াছি, ইক্ষ্বাকুবংশীয় সেই মহীপালগণের বংশ এই রামায়ণ উপাখ্যানে কীর্তিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমরা এই ত্রিবর্গ-সাধন উপাখ্যান আদ্যোপান্ত গান করিব, আপনারা অসূয়া-শূন্য হইয়া শ্রবণ করুন।

স্রোতস্বতী সরযূর তীরে প্রচুর ধন-ধান্য-সম্পন্ন আনন্দকোলাহলপূর্ণ অতি-সমৃদ্ধ কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক-প্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন। ঐ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথসকল বিকসিত-কুসুম-সমলঙ্কৃত ও নিয়ত জলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারিদিকে কপাট ও তোরণ এবং প্রণালীবদ্ধ আপণসকল রহিয়াছে। কোন স্থানে নানা-প্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র সঞ্চিত আছে। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকায় ধ্বজপটসকল বায়ুভরে বিকম্পিত হইতেছে এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ লৌহ-নির্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্রবিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণের নাট্যশালাসকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুষ্প-বাটিকা ও আম্রবনসকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানা-দেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু-মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্ব খর উষ্ট্র ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ন-নির্মিত প্রাসাদ পর্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। কোন স্থানে সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে।

কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্ত গৃহ ও সপ্ততল গৃহ নির্মিত আছে। ঐ নগরীতে বারনারীগণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছে। তথাকার সুবর্ণখচিত প্রাসাদসকল অবিরল ও ভূমি সমতল। উহা ধান্যতণ্ডুল ও নানাপ্রকার রত্নে পরিপূর্ণ এবং দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবললব্ধ বিমানের ন্যায় উহা সর্বোৎকৃষ্ট ও সৎপুরুষগণে নিরন্তর সেবিত আছে। তথাকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি মৃদঙ্গ বীণা ও পণবসকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া করপ্রদান করিতেছেন। যাহারা সহায়হীন ও আত্মীয়স্বজনবিহীন ও লুক্কায়িত হয় এবং যাহারা বিরোধ উপস্থিত করিয়া পলায়ন করে এইরূপ ব্যক্তিসকলকে যে-সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শরনিকরে বিদ্ধ করেন না, যাঁহারা শাণিত অস্ত্র ও বাহুবলে বনচারী প্রমত্ত ভীমনাদ সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন, এই প্রকার সহস্র সহস্র মহারথগণে ঐ মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সাগ্নিক গুণবান বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা দানশীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় নিরন্তর কালযাপন করিতেছেন, রাজ্যবিবর্ধন রাজা দশরথ সেই অতুল-প্রভা-সম্পন্ন সুরনগরী অমরাবতী সদৃশ সর্বালংকারশোভিত অযোধ্যা পালন করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ॥ সেই অযোধ্যা নগরীতে বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ পরম-ধার্মিক দূরদর্শী তেজস্বী যজ্ঞশীল ত্রিলোক-বিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত ঋষিকল্প রাজর্ষি দশরথ প্রতাপশালী মনুর ন্যায় প্রজাপালন করিতেন। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভূপালগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয় দশরথ অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি একজন স্বাধীন রাজা। চতুরঙ্গবল প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গসকল ইঁহার সংগ্রহ ছিল। পুর ও জনপদবাসী প্রজারা ইঁহার প্রতি বিলক্ষণ
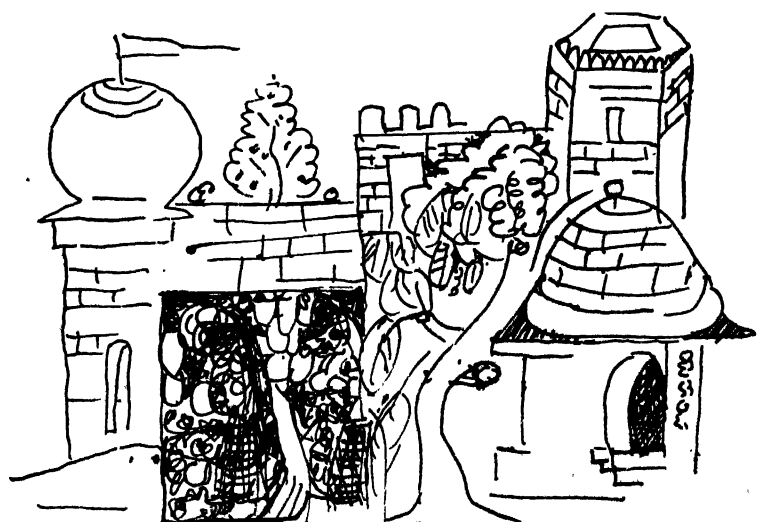
অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ই'হার শত্রুসকল বিনষ্ট ও মিত্রদল পুষ্ট হইত। ধন-ধান্যাদি সংগ্রহ নিবন্ধন ইনি সুররাজ ইন্দ্র ও কুবেরের অনুরূপ বলিয়া প্রথিত ছিলেন। ত্রিদশাধিপতি যেমন অমরাবতী রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ ধর্মার্থকাম অনুসরণপূর্বক অযোধ্যা পালন করিতেন।

তাঁহার রাজ্যকালে ঐ নগরীর লোকসকল ধর্মপরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ হৃষ্ট স্বধন-সন্তুষ্ট অলুব্ধ-স্বভাব ও সত্যবাদী ছিল। সকলেই প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত। গো, অশ্ব ও ধন-ধান্য সঞ্চয় নাই এমন গৃহস্থই প্রায় তথায় দেখিতে পাওয়া যাইত না। যে যাহা অভিলাষ করিত তাহাই তাহার সিদ্ধ হইত। কোন পুরুষই কামোন্মত্ত দুরাচার ও ক্রূর ছিল না। তথায় মূর্খ ও নাস্তিকও দৃষ্টিগোচর হইত না। নরনারীসকল ধর্মশীল জিতেন্দ্রিয় স্বভাব-সন্তুষ্ট এবং মহর্ষিগণের ন্যায় প্রসন্নচিত্ত ছিল। সকলেই কুণ্ডল কিরীট ও মাল্য ধারণ করিত। ধর্মানুগত ভোগসুখ চরিতার্থ করিতে কেহই কাতর ছিল না। সকলেই পরিষ্কৃত বস্তু ভোজন করিত এবং পরিচ্ছন্ন থাকিত। সকলেই দেহে চন্দন লেপন করিত ও দানশীল ছিল। সকলেই অঙ্গদনিষ্ক ও করাভরণ ধারণ করিত। কাহারই মনোবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল ছিল না। সকলেই সাগ্নিক ও যাজ্ঞিক ছিল। কেহই ক্ষুদ্রাশয় তস্কর কদাচার ও জাতিসংকর-সমুৎপন্ন ছিল না। দ্বিজগণ জিতেন্দ্রিয় দানাধ্যয়নসম্পন্ন ও অনিষিদ্ধ প্রতিগ্রহী ছিলেন। কেহই অসূয়াপরবশ ও অশক্ত ছিল না। সকলেই সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠান করিত। কেহ দীন ক্ষিপ্তচিত্ত ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত ছিল না। নরনারীসকল সর্বাঙ্গসুন্দর ও অপূর্ব শোভাসম্পন্ন ছিল। সকলে রাজার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় দেবভক্তিযুক্ত অতিথি-সৎকারপর কৃতজ্ঞ বদান্য ও বীর ছিলেন। অকালমৃত্যু কাহাকেই সহ্য করিতে হইত না। সকলেই পুত্র পৌত্র ও কলত্রে নিরন্তর পরিবৃত থাকিত। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত এবং শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিত।

গিরিদরী যেমন কেশরী দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেইরূপ সেই অযোধ্যা নগরী হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী অকুটিল-স্বভাব অসহিষ্ণু ধনুর্বেদ-বিশারদ ও বীরগণে পরিপূর্ণ ছিল। কাম্বোজ বাহ্লীক ও পারস্য দেশীয় এবং সিন্ধু প্রদেশোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ অশ্বসকল এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্বতে জাত দিগ্‌গজ ঐরাবত মহাপদ্ম অঞ্জন ও বামনের কুলে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগ এই ত্রিবিধ জাতি সংকরজ ভদ্রমন্দ্র, মন্দ্রমৃগ ও মৃগমন্দ্র এই দ্বিবিধ দ্বিবিধ জাতি সংকরজ মদস্রাবী মহাবল শৈলের ন্যায় উত্তুঙ্গমাতঙ্গসমূহে অযোধ্যা সততই পরিপূর্ণ থাকিত। কেহ তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছিল। উহার বিস্তার তিন যোজন, কিন্তু দুই যোজনের মধ্যে যুদ্ধার্থ কেহই সাহস করিতে পারিত না, শত্রু-নাশন রাজা দশরথ চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণকে শাসন করেন, সেইরূপ সেই যথার্থ-নামা সুদৃঢ় তোরণ ও অর্গলসম্পন্ন বিচিত্র গৃহ-পরিশোভিত বহুলোকসঙ্কুল ও মঙ্গলালয় অযোধ্যা শাসন করিতেন।

সপ্তম সর্গ ॥ ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল ও অর্থবিৎ সুমন্ত্র এই আটজন, মহাবীর মহাত্মা রাজা দশরথের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা যশস্বী বিশুদ্ধভাব ও গুণবান; অন্যের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম ও কার্যাকার্য পরিজ্ঞান বিষয়ে ইঁহারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নৃপতির হিতসাধনে নিরন্তর যত্ন করিতেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেব এই দুইজন দশরথের সর্বপ্রধান ঋত্বিক ছিলেন। তদ্ভিন্ন সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষি মন্ত্রী ছিলেন। দশরথের পুরুষ-পরম্পরাগত মন্ত্রিগণ ঐ সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজকার্য পর্যালোচনা করিতেন। রাজমন্ত্রিগণ তেজস্বী বিদ্যা ও বিনয়-সম্পন্ন লজ্জাশীল নীতিনিপুণ জিতেন্দ্রিয় ধনুর্বিদ্যাবিশারদ অপ্রতিহতপরাক্রম কীর্তিমান সাবধান স্মিতপূর্বাভিভাষী যশস্বী ক্ষমাবান্ ও নৃপতির নিদেশানুবর্তী ছিলেন। ইঁহারা কোনরূপ অসৎ অভিসন্ধি, অর্থলোভ বা

ক্রোধনিবন্ধন কদাচই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয়েরা যে কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, দূতমুখে তৎসমুদয়ই অবগত হইতেন। ইঁহারা সকলেই ব্যবহারকুশল। মহারাজ অগ্রে ইঁহাদিগের বন্ধুত্বের সবিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারা কৃতাপরাধ পুত্রকেও অব্যাহতি প্রদান করিতেন না। কোষ ও সৈন্য সংগ্রহ বিষয়ে ইঁহাদিগের সবিশেষ যত্ন ছিল। ইঁহারা নিরপরাধ শত্রুরও হিংসা করিতেন না। ইঁহারা সকলেই বিপক্ষনিবারণক্ষম নিয়ত উৎসাহসম্পন্ন ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। অধিকারস্থ সাধুলোকেরা ইঁহাদিগের প্রযত্নে নির্বিঘ্নে কালযাপন করিতেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের কদাচই অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন না এবং অপরাধের বলাবল বিচারপূর্বক দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করিয়া রাজকোষ পূরণ করিতেন। এই সমস্ত একমতাবলম্বী মহাত্মাদিগের বিচারকালে রাজ্য-মধ্যে কেহ মিথ্যাবাদী অসৎস্বভাবাপন্ন ও পরদার-পরায়ণ ছিল না। সর্বত্রই শান্তি-সুখ বিস্তীর্ণ ছিল। এই সকল মন্ত্রী পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ধারণ করিতেন এবং নৃপতির হিতসাধনার্থ নীতি-চক্ষু নিয়ত উন্মীলন করিয়া রাখিতেন। রাজা ইঁহাদিগকে প্রকৃত গুণবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বিদেশেও যে-সমস্ত ঘটনা হইত, ইঁহারা আপনাদিগের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে তৎসমুদয়ই অবগত হইতেন। সকল দেশে ও সকল কালে লোকে ইঁহাদিগের গুণের সবিশেষ পরিচয় পাইত। ইঁহারা সন্ধি-বিগ্রহ বিষয়ে পারদর্শী ও সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিবিধ গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। ইঁহারা মন্ত্ররক্ষায় সুনিপুণ সূক্ষ্মবিচারপটু নীতিশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ছিলেন। ত্রিলোকবিখ্যাত বদান্য নিষ্পাপ সত্যপ্রতিজ্ঞ

রাজা দশরথ এই সমস্ত অমাত্যগণের সহিত নিরন্তর পরিবৃত হইয়া দূত-সাহায্যে স্বদেশ ও পরদেশ-বৃত্তান্ত পর্যবেক্ষণ ও ধর্মতঃ প্রজাপালনপূর্বক দেবলোকে দেবপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। অধর্ম তাঁহাকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি কখন অধিকবল বা তুল্যবল শত্রু লাভ করেন নাই। তাঁহার মিত্রপক্ষ বিলক্ষণ প্রবল ছিল। অধীন নৃপতিগণ তাঁহার নিকট সতত সন্নত হইয়া থাকিত এবং তাঁহার প্রতাপে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। এইরূপে সেই মহীপাল দশরথ হিতানুষ্ঠাননিবিষ্ট অনুরক্ত সূক্ষ্মদর্শী কার্যকুশল মন্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া করজালমণ্ডিত সূর্য-মণ্ডলের ন্যায় অতিমাত্র শোভা পাইয়াছিলেন।

অষ্টম সর্গ ॥ ঈদৃশপ্রভাবসম্পন্ন ধর্মপরায়ণ মহাত্মা দশরথ সন্তান কামনায় নিরন্তর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথাচ বংশধর পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে সমর্থ হন নাই। একদা তিনি এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, এক্ষণে সন্তানার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য হইতেছে। অনন্তর সেই ধীমান, স্থিরচিত্ত অমাত্যগণের সহিত এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া মন্ত্রি-প্রধান সুমন্ত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে গুরু ও পুরোহিতগণকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সত্বরে সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া ধর্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্যে কহিলেন, তপোধনগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সুখ নাই; এক্ষণে বাসনা যে, আমি সন্তান কামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। হে ব্রাহ্মণগণ! আমি শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারে যজ্ঞ সাধন করিব। এক্ষণে কিরূপে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পাবে আপনারা তাহা অবধারণ করুন।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং প্রফুল্ল মনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! যখন সন্তানার্থ আপনার এইরূপ ধর্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন আপনি অভিপ্রেত পুত্রলাভে কখনই বঞ্চিত হইবেন না। অতএব আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রীসম্ভার আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি হর্ষোৎফুল্ললোচনে মন্ত্রিগণকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! তোমরা এই সমস্ত গুরুদেবের আদেশানুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ এবং সুপটু-পুরুষ-সুরক্ষিত ঋত্বিক-প্রধান উপাধ্যায় কর্তৃক অনুসৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎপরে স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইয়া দেও। দেখ, রাজামাত্রেরই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের সুখসাধ্য নহে; কারণ ইহাতে নানা প্রকার দুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা, যজ্ঞতন্ত্রবিৎ ব্রহ্মরাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তোমরা শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে শান্তিকর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা

সকলেই কার্যকুশল; অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্বক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তখন মন্ত্রিগণ 'যথাজ্ঞা মহারাজ!' এই বলিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য করিয়া লইলেন।

অনন্তর ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ রাজা দশরথকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রস্থান করিলে দশরথ মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! ঋত্বিকেরা যেরূপ আদেশ করিলেন, তদনুসারে যজ্ঞের আয়োজন কর। দশরথ সন্নিহিত মন্ত্রিবর্গকে এই বলিয়া তাঁহাদিগকে গৃহগমনে অনুমতি প্রদানপূর্বক স্বয়ং অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেয়সী মহিষীদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, মহিষীগণ! আমি সন্তান কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিব অতএব তোমরাও তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হও। তখন মহীপালের এই মধুর বাক্যে সেই কমনীয়-কান্তি নৃপকান্তাগণের মুখশশী বসন্তকালীন কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

নবম সর্গ ॥ অনন্তর রাজা দশরথ পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছেন দেখিয়া, সারথি সুমন্ত্র নির্জনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! সন্তানার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করা ঋত্বিকগণের অভিমত। এক্ষণে আমি পুরাণে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, আপনারই পুত্রোৎপত্তি-সংক্রান্ত সেই পুরাবৃত্ত কীর্তন করি, শ্রবণ করুন। পূর্বে ভগবান সনৎকুমার ঋষিগণ-সন্নিধানে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, হে তপোধনগণ! মহর্ষি কাশ্যপের বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইবেন। ঐ ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার প্রযত্নে নিরন্তর বনমধ্যে পরিবর্ধিত ও বনচারী হইয়া কালযাপন করিবেন। তিনি নিয়ত পিতার অনুবৃত্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেই জানিবেন না। লোকমধ্যে এইরূপ কিংবদন্তী আছে এবং ব্রাহ্মণেরাও সর্বদা কহিয়া থাকেন যে, মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুখ্য ও গৌণ এই দুই প্রকার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিবেন। বিপ্রগণ! নিয়ত অগ্নি পরিচর্যা ও পিতৃ-শুশ্রূষায় বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গের কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া যাইবে। এই অবসরে অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে মহাবল-পরাক্রান্ত সুবিখ্যাত এক রাজা জন্মিবেন। এই রাজার দোষে অঙ্গদেশে সর্বভূত-ভয়াবহ ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইবে। মহীপাল লোমপাদ এইরূপ দুর্ঘটনায় যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে আনয়নপূর্বক কহিবেন, বিপ্রগণ! আপনারা লোকাচার ও শ্রৌতকার্য অবগত আছেন, অতএব এই অনাবৃষ্টিরূপ উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত আমাকে প্রায়শ্চিত্ত ও নিয়মের আদেশ করুন। ঐ সমস্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা নৃপতি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিবেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে যে-কোন উপায়ে হউক রাজ্য মধ্যে আনয়ন করুন। তাঁহাকে আনিয়া ও সমুচিত সৎকার করিয়া তাঁহার সহিত বিধানানুসারে আপনার তনয়া শান্তার বিবাহ দিন।

রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে সেই তেজস্বী মহর্ষিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবেন, এই চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া উঠিবেন। অনন্তর মন্ত্রিগণের সহিত এই বিষয়ের একটি পরামর্শ স্থির করিয়া

অমাত্যগণ ও পুরোহিতকে তথায় যাইতে আদেশ করিবেন। তখন অমাত্য ও পুরোহিত ই'হারা রাজার এই আদেশে দুঃখিত হইয়া লজ্জাবনত-মুখে অনুনয়-বিনয় প্রদর্শনপূর্বক কহিবেন, মহারাজ! আমরা মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট যাইতে সাহসী হইতেছি না। অনন্তর তাঁহারা প্রকৃত উপায় উদ্ভাবনপূর্বক কহিবেন, অঙ্গরাজ! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আপনার রাজ্যে আনয়ন করিব। এক্ষণে ইহার যেরূপ উপায় স্থির করিলাম, ইহাতে কোন দোষ উপস্থিত হইবে না।

মহারাজ! এইরূপে রাজা লোমপাদ বেশ্যা-সাহায্যে ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে আসিলে সুররাজ ইন্দ্র মুষলধারে বারি বৃষ্টি করেন। রাজা লোমপাদও সেই ঋষিতনয়ের সহিত তনয়া শান্তার বিবাহ দেন। এক্ষণে আপনার সেই জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গই আপনার সন্তান-কামনা পূর্ণ করিবেন। মহারাজ! সনৎকুমার যাহা কহিয়াছিলেন, এই আমি আপনার নিকট তাহা কীর্তন করিলাম।

দশম সর্গ ॥ অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্টমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! অঙ্গরাজ যে উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনযন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাও কীর্তন কর। মন্ত্রী সুমন্ত্র অযোধ্যাধিপতি দশরথ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজা লোমপাদ যেরূপে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আদ্যোপান্ত কীর্তন করিতেছি, আপনি মন্ত্রিগণের সহিত তাহা শ্রবণ করুন। অঙ্গরাজ ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়নের আদেশ করিলে কুলপুরোহিত ও অমাত্যগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যে উপায় স্থির করিয়াছি; তাহা কখনই বিফল হইবে না। তপস্বী স্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ নিয়ত বনে বাস করিয়া থাকেন। তিনি স্ত্রী-বিহার-সুখ কিছুই জানেন না। অতএব আমরা সকলের লোভনীয় চিত্তোন্মাদী ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া এই নগর মধ্যে আনয়ন করিব, আপনি অবিলম্বে তাহার আয়োজন করুন। রূপবতী বারযুবতীরা বিবিধ বেশভূষা করিয়া তথায় গমন করুক। উহারা নানা উপায়ে তাঁহাকে লোভে ফেলিয়া এখানে আনয়ন করিবে।

রাজা লোমপাদ এই পরামর্শে সম্মত হইয়া পুরোহিতকেই ইহা সংসাধন করিবার ভার অর্পণ করিলেন। পুরোহিত এই কার্য আপনার অযোগ্য বোধ করিয়া মন্ত্রিগণকে ইহার অনুষ্ঠানে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও অনতি-বিলম্বে সমুদয় আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বারনারীগণ সচিবগণের নিদেশে বনপ্রবেশ করিল এবং মহর্ষি বিভাণ্ডকের আশ্রমের অনতিদূরে, সেই সুধীর ঋষিকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার প্রত্যাশায় অবস্থান করিতে লাগিল। ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃবাৎসল্যে যথোচিত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আশ্রমপদ পরিত্যাগপূর্বক কখন কোথায়ও যাইতেন না। জন্মাবধি নগর ও জনপদের স্ত্রী কি পুরুষ কিছুই দেখেন নাই এবং তত্রত্য কোনপ্রকার জন্তুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অনন্তর একদা ঋষ্যশৃঙ্গ যে স্থানে বারাঙ্গনাগণ অবস্থান করিতেছিল,

যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে সুবেশা বিলাসিনীরা সহসা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উহারা তৎকালে মধুর স্বরে গান করিতেছিল। গান করিতে করিতে সেই ঋষিকুমারের সন্নিধানে আগমনপূর্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি কে? কি করেন এবং এই জনশূন্য দূরতর অরণ্যে একাকী কি কারণেই বা সঞ্চরণ করিতেছেন? বলুন, এই সমস্ত জানিতে আমাদিগের একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। ঋষ্যশৃঙ্গ সেই অদৃষ্টপূর্বা সর্বাঙ্গসুন্দরী নারীদিগকে দেখিয়া প্রীতিভরে আপনার পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা করিয়া কহিলেন, আমি মহর্ষি বিভাণ্ডকের ঔরসপুত্র, আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ; তপঃসাধন করাই আমার কার্য, ইহা এই ভূলোকে প্রসিদ্ধ আছে। দেখ, ঐ অদূরে আমাদিগের আশ্রমপদ দৃষ্ট হইতেছে, এক্ষণে চল, আমি তথায় বিধিপূর্বক তোমাদিগের অতিথি সৎকার করিব।

অনন্তর সেই সমস্ত বারমহিলা ঋষিপুত্রের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তপোবন দর্শনার্থ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদিগকে আপনার আশ্রমে লইয়া গিয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও ফলমূলাদি দ্বারা পূজা করিলেন। তখন বেশ্যারা সেই ঋষিকুমার-প্রদত্ত পূজা সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইল এবং মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে শীঘ্র তপোবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার মানসে তাঁহাকে কহিল, ব্রহ্মন্! আপনিও আমাদিগের এই সমস্ত সুস্বাদু ফল গ্রহণ ও অবিলম্বে ভক্ষণ করুন; আপনার মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া সেই সকল ললনা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পুলকিত মনে সুস্বাদু মোদক ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিল। তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ সেই সমস্ত ভক্ষ্যভোজ্য উপযোগ করিয়া মনে করিলেন, যাঁহারা নিয়ত অরণ্যবাসে কালহরণ করিয়া থাকেন, বুঝি এরূপ ফল তাঁহাদের কখনই উদরস্থ হয় নাই।

অনন্তর সেই সমস্ত বারনারী মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ভীত হইয়া কোন এক ব্রতাচরণ ব্যপদেশে ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্ভাষণপূর্বক আশ্রম হইতে প্রতিগমন করিল। তাহারা গমন করিলে ঋষ্যশৃঙ্গ নিতান্ত অপ্রসন্নমনা হইয়া তাহাদিগের বিরহ-দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি সেই কামিনীগণ-সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব দিবস যথায় তাহাদিগকে দেখিয়া-ছিলেন, পরদিবস তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন রমণীগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনপূর্বক কহিল, সৌম্য! আপনি আমাদিগের আশ্রমে চলুন, তথায় নানাপ্রকার প্রচুর ফলমূল আছে, ভোজন ব্যাপার বিশেষরূপে নির্বাহ হইতে পারিবে। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গনাদিগের এইরূপ হৃদয়হারী বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। তাহারাও তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

অনন্তর এইরূপে সেই ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে উপস্থিত হইলে দেবরাজ জীবলোককে পুলকিত করত সহস্রধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজা লোমপাদ বৃষ্টির সহিত তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গকে উপস্থিত দেখিয়া বিনীত-ভাবে প্রত্যুদ্গমনপূর্বক তাঁহার পাদবন্দন করিলেন এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সমুচিত সৎকার করিয়া ললনাদিগের ছলনার বিষয় জানিতে পারিয়া, পাছে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হন, এই ভয়ে বার বার তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি সেই মহর্ষিকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া প্রশান্ত মনে

শান্তাকে সমর্পণ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।

মহারাজ! এইরূপে সেই মহাতেজা বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ সর্বকামসম্পন্ন হইয়া সহধর্মিণী শান্তার সহিত অঙ্গদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ॥ মহারাজ! দেব-প্রধান ধীমান সনৎকুমার এই উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া পরিশেষে যাহা কহিয়াছিলেন, আমার নিকট পুনরায় সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। তিনি কহিলেন, দশরথ নামে ইক্ষ্বাকুবংশে পরম-ধার্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। ইঁহার সহিত অঙ্গরাজের আত্মজ লোমপাদের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিবে। এই লোমপাদের শান্তা নাম্নী এক কন্যা হইবে। এক সময়ে যশস্বী মহীপাল দশরথ লোমপাদের নিকট গমন করিয়া কহিবেন, মহাত্মন্! আমি নিঃসন্তান, এক্ষণে এই কারণে এক যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করিয়াছি। তোমার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ আমার বংশ রক্ষার্থ সেই যজ্ঞে ব্রতী হউন। তুমি এই বিষয়ে উঁহাকে আদেশ কর। রাজা লোমপাদ দশরথের এই বাক্য শ্রবণ ও ইহার অবশ্যকর্তব্যতা অবধারণপূর্বক পুত্র-কলত্র-সম্পন্ন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নপূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া প্রহৃষ্টমনে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে যজ্ঞ সাধনার্থ পুত্রার্থ ও স্বর্গলাভার্থ বরণ করিবেন। বিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গ হইতে তাঁহার এই পুত্রেষ্টি পূর্ণ হইবে এবং তাঁহার ঔরসে ত্রিলোক-বিখ্যাত অতুল-বল-সম্পন্ন বংশধর চারি পুত্র উৎপন্ন হইবেন।

মহারাজ! পূর্বে সত্যযুগে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণ-সমক্ষে এইরূপ কহিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং বল-বাহনের সহিত গমন করিয়া পরম সমাদরে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন।

রাজা দশরথ মন্ত্রী সুমন্ত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সুমন্ত্র যাহা কহিল, তাহা মহর্ষি বশিষ্ঠকে আদ্যোপান্ত নিবেদন ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন। অমাত্যেরাও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। অনন্তর তিনি বন-উপবন, নদ-নদী সমুদয় ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া অঙ্গদেশে উত্তীর্ণ হইলেন এবং প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে লোমপাদের সন্নিধানে দেখিতে পাইলেন। তখন লোমপাদ রাজা দশরথকে সমুপস্থিত দেখিয়া বন্ধুত্বনিবন্ধন পরম সমাদরে বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। রাজার আগমনে তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। পরে দশরথের সহিত তাঁহার যে বন্ধুত্ব সম্বন্ধ আছে, স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট তাহার পরিচয় দিলেন। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ এই পরিচয় পাইয়া যথোচিত উপচারে তাঁহার সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ সাত-আট দিবস লোমপাদের সহিত একত্র বাস করিয়া কহিলেন, সখে! আমি কোন একটি মহৎ কার্যানুষ্ঠানের উপক্রম করিয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমার তনয়া শান্তাকে ভর্তা ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত আমার আলয়ে গমন করিতে হইবে। লোমপাদ বয়স্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, বৎস! তুমি সহধর্মিণীর সহিত রাজধানী অযোধ্যায় গমন কর। ঋষ্যশৃঙ্গ অবিচারিতমনে শ্বশুরের এই অনুরোধ-বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি

যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহাই হইবে।

অনন্তর তিনি লোমপাদের আদেশে ভার্যার সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা দশরথও সুহৃৎকে সম্ভাষণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রমণ-কালে উভয় মিত্র একত্র হইয়া পরস্পর অঞ্জলি-বন্ধন ও স্নেহভরে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া সবিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। পরে দশরথ বয়স্য লোমপাদের আবাস হইতে নির্গত হইয়াই দ্রুতগামী দূতগণ দ্বারা অযোধ্যাবাসীদিগকে অবিলম্বে সমস্ত নগর ধূপ-সুবাসিত, জলসিক্ত, পরিষ্কৃত ও পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পুরবাসিগণ রাজার প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া আনন্দের সহিত অবিলম্বে সমস্ত নগর সুসজ্জিত করিল। অনন্তর মহীপাল ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রবর্তী করিয়া নগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশকালে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনির্ঘোষ হইতে লাগিল। সুররাজ ইন্দ্র যেমন বামনকে দেবলোকে লইয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রের সহকারী নরেন্দ্র ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মানপূর্বক নগরমধ্যে আনয়ন করিতেছেন দেখিয়া নগরবাসীরা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া বেদবিধি অনুসারে সৎকার করিলেন এবং তাঁহার আগমননিবন্ধন আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা সেই বিশাললোচনা শান্তাকে ভর্তার সহিত সমাগতা দেখিয়া প্রীতিভরে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শান্তা মহীপাল দশরথ ও ঐ সমস্ত মহিলা কর্তৃক সবিশেষ সমাদৃতা হইয়া ভর্তার সহিত পরম সুখে তথায় কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ ॥ অনন্তর বহুদিন অতীত ও মনোহর বসন্তকাল উপস্থিত হইলে রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা হইল। তখন তিনি সন্তান-কামনায় দেবপ্রভাব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের পাদবন্দনপূর্বক তাঁহাকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞে বৃত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় যাবতীয় সামগ্রী আহরণ, অশ্বমোচন ও স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন। তখন রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের নিদেশানুসারে সুমন্ত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণকে শীঘ্র আনয়ন কর। রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সুমন্ত্র ত্বরিতপদে গিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্মপরায়ণ মহীপাল ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা করিয়া ধর্মার্থ-সঙ্গত ন্যায়ানুগত মধুর বাক্যে কহিলেন, দ্বিজগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সুখ নাই। এক্ষণে বাসনা যে সন্তান-কামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। এই ঋষিকুমারের প্রভাবে আমার সেই মনোরথ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বারংবার তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্তী করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রীসকল আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন। আপনার যখন সন্তানার্থ এইরূপ ধর্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন চারিটি অমিতবল পুত্র অবশ্যই লাভ করিবেন। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ

করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপরে হর্ষোৎফুল্লমনে অমাত্যগণকে কহিলেন, অমাত্যগণ! তোমরা এই সমস্ত গুরুদেবের আদেশানুসারে শীঘ্র যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ এবং সুপটু পুরুষ-সুরক্ষিত ঋত্বিক-প্রধান ঋষি কর্তৃক অনুসৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎপরে স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করাইয়া দেও। দেখ, রাজামাত্রেরই এই যজ্ঞসাধনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের সুখসাধ্য নহে, কারণ ইহাতে নানা প্রকার দুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যজ্ঞতন্ত্রবিৎ ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তদ্দণ্ডেই বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তোমরা শাস্ত্রানুসারে শান্তিকর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা সকলেই কার্য-কুশল, অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্বক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তখন মন্ত্রিগণ 'যথাজ্ঞা মহারাজ!'—এই বলিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ ধার্মিক রাজা দশরথের বিস্তর স্তুতিবাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা গমন করিলে দশরথ মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।
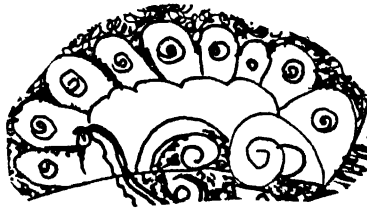
ত্রয়োদশ সর্গ ॥ বৎসরান্তে পুনরায় বসন্ত কাল উপস্থিত হইল। মহাবীর্য রাজা দশরথ সন্তানার্থী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার বাসনায় মহর্ষি বশিষ্ঠকে অভিবাদন ও যথাশাস্ত্র অর্চনা করিয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিধানানুসারে আমার যজ্ঞ সাধনে দীক্ষিত হউন এবং যাহাতে যজ্ঞে কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি আমার স্নিগ্ধ বন্ধু ও পরম গুরু। আপনাকেই এই যজ্ঞের যাবতীয় ভার বহন করিতে হইবে। বশিষ্ঠদেব দশরথের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা সাধন করিব। অনন্তর তিনি যজ্ঞ-কর্ম-প্রবীণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরমধার্মিক স্থবির, স্থপতি, কর্মান্তিক, ভৃত্য, তক্ষক, খনক, গণক, শিল্পী, নট, নর্তক এবং শাস্ত্রজ্ঞ বিশুদ্ধস্বভাব পুরুষদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে রাজা দশরথের নিদেশানুসারে যজ্ঞ-কার্য নির্বাহে প্রবৃত্ত হও। বহু সহস্র ইষ্টক শীঘ্র আনয়ন কর। মহীপালগণের বাসোপযোগী আবাস নির্মাণপূর্বক তাহা বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া দেও। পরে বিপ্রগণের নিমিত্ত উত্তাপাদি নিবারণ-ক্ষম নানাবিধ অন্ন-পানসমেত শত সহস্র আলয় প্রস্তুত কর। তৎপরে বহুদূর হইতে আগত নৃপতিগণের পৃথক পৃথক গৃহ, পুরবাসী এবং স্বদেশী ও বিদেশী যোদ্ধাদিগের গৃহ, শয়ন-গৃহ ও অশ্বশালাসকল নির্মাণ কর। এই সমস্ত বাসস্থান নানাপ্রকার উপকরণে পরিপূর্ণ করিয়া রাখ। এই যজ্ঞে বহুতর ইতর

লোকের সমাগম হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত সুরম্য গৃহসকল প্রস্তুত কর। দেখ, এই যজ্ঞে তোমরা সকলকেই সমাদরপূর্বক অন্নপ্রদান করিবে। যাহাতে লোকে 'আদর পাইলাম' বলিয়া বোধ করিতে পারে, সকলকেই এইরূপে আদর করিবে। কামক্রোধবশতঃ কাহাকেও অবমাননা করিও না। যে-সমস্ত পুরুষ ও শিল্পী যজ্ঞ-সংক্রান্ত কার্যে ব্যগ্র থাকিবে, তাহাদিগকেও যথাক্রমে সৎকার করিবে। কারণ, যাহারা প্রার্থনাধিক অর্থ ও ভোজন লাভে চরিতার্থ হয়, তাহাদিগের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তোমরা এক্ষণে প্রীত মনে আমার এই নিদেশ পালনে প্রবৃত্ত হও।

বশিষ্ঠ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, কতকগুলি পুরুষ তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিল, তপোধন! আমরা আপনার অভিলাষানুরূপ কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। এক্ষণে আর আর যাহা আদেশ করিতেছেন, আমরা তাহাও অনুষ্ঠান করিব, তদ্বিষয়েও কোন অঙ্গহানি হইবে না।

অনন্তর বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! এই পৃথিবীতে যে-সমস্ত ধার্মিক রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বহুসংখ্য শূদ্রকে তুমি নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। সকল দেশের মনুষ্যকে আদরপূর্বক আনয়ন কর। মহাভাগ মহাবীর সত্যবাদী মিথিলাধিপতি জনককে স্বয়ং গিয়া বহুমানপূর্বক আন। তিনি আমাদিগের চিরন্তন সুহৃৎ এই কারণে আমি সর্বাগ্রেই তাঁহার আনয়নের প্রসঙ্গ করিতেছি। তৎপরে সচ্চরিত্র প্রিয়বাদী দেব-প্রভাব কাশিরাজকে তুমি নিজে গিয়া আনয়ন কর। রাজার শ্বশুর পরম ধার্মিক বৃদ্ধ সপুত্র কেকয়রাজ, রাজার বয়স্য মহেষ্বাস, অঙ্গ-দেশাধিপতি লোমপাদ, তেজস্বী কোশলরাজ, এবং মহাবীর সর্বশাস্ত্র-বিশারদ উদার-প্রকৃতি মগধরাজ ইঁহাদিগকে তুমি সবিশেষ সম্মানপূর্বক যজ্ঞস্থলে আনয়ন কর। পূর্বদেশীয়, সিন্ধু ও সৌবীর-দেশীয়, সৌরাষ্ট্রদেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য রাজগণকে দশরথের নিদেশানুসারে গিয়া নিমন্ত্রণ কর। এই পৃথিবীতে আত্মীয় যে-সকল নৃপতি আছেন, তাঁহাদিগকে বন্ধুবান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত শীঘ্র আনয়ন কর। এক্ষণে তুমি রাজার আদেশানুসারে ইঁহাদিগের নিকট দূত পাঠাইয়া দেও।

মহামতি সুমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শিরোধার্য করিয়া ভূপালগণের আনয়নের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে বিশ্বস্ত দূতসকল প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও তাঁহার নিদেশে নৃপতিগণের নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশে চলিলেন। কর্মান্তিক ভৃত্যগণ আসিয়া যজ্ঞার্থ যে-সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা মহর্ষিকে নিবেদন করিল। তখন মহর্ষি তাহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন, দেখ, তোমরা অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধাপূর্বক কাহাকে কোন দ্রব্য প্রদান করিও না। অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাকৃত দান দাতাকে নিঃসংশয়ে বিনাশ করিয়া থাকে।

অনন্তর দুই এক দিবসের মধ্যে নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রভূত রত্নভার লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠ প্রীত হইয়া দশরথকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! ভূপালগণ আপনার আদেশানুসারে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়াছি; ভৃত্যেরাও বিশেষ যত্নপূর্বক যজ্ঞের দ্রব্যসামগ্রীসকল প্রস্তুত করিয়াছে। এক্ষণে আপনি দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত সন্নিহিত যজ্ঞভূমিতে গমন করুন। এই

যজ্ঞভূমি, সংকলিত সকলপ্রকার অভিলষিত দ্রব্যে সমন্তাৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন স্বয়ং কল্পনাই ইহার রচনা করিয়াছে; অতএব আপনি আসিয়া ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

তখন রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্যানুসারে শুভনক্ষত্র-যুক্ত দিবসে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে গমনপূর্বক মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথও সহধর্মিণীগণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন।

চতুর্দশ সর্গ ॥ অনন্তর সংবৎসরকাল পূর্ণ ও পূর্বপরিত্যক্ত অশ্ব প্রত্যাগত হইলে, সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বেদপারগ বিপ্রগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মহাত্মা দশরথের মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ আরম্ভ করিয়া বিধি ও ন্যায়ানুসারে স্ব-স্ব ক্রিয়াক্রমকাল অনুসরণপূর্বক কর্ম করিতে লাগিলেন। সর্বাগ্রে প্রবর্গ্য নামক ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম-বিশেষ ও উপসদ নামক ইষ্টি-বিশেষ শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া অতিদেশ শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে দেবগণকে অর্চনা করিয়া হৃষ্টমনে যথাবিধি প্রাতঃসবনাদি কার্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ দেবরাজের আহুতি প্রদত্ত হইল, তৎপরে রাজাও নির্মল অন্তঃকরণে অভিষুত হইলেন। অনন্তর মধ্যন্দিন সবন, তৎপরে তৃতীয় সবন কার্য যথাক্রমে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুশিক্ষিত বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ইন্দ্রাদি

দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণ দেবগণকে মধুর সামগান ও মন্ত্র দ্বারা আহ্বানপূর্ব্বক আবাহন করিয়া যথোপযুক্ত অংশ প্রত্যেককে প্রদান করিতে লাগিলেন। এই যজ্ঞে অন্যথাহুত ও অজ্ঞানতঃ কোন কার্য পরিত্যক্ত হইল না, সকল বিষয়ই মন্ত্রপূত ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

ঐ দিবসে কোন ব্রাহ্মণেরই স্বকার্যে শ্রান্তিবোধ হইল না। উঁহাদের প্রত্যেককে অন্যূন এক শত অনুচর নিরন্তর পরিচর্যা করিতে লাগিল। যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ. শূদ্র, তপস্বী ও সন্ন্যাসীসকল ভোজন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, স্ত্রী ও বালকেরা অনবরত আহার করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কাহারও তৃপ্তিলাভ হইল না, প্রত্যুত ভোজ্যদ্রব্যের পারিপাট্যবশতঃ সকলেরই ভোজনস্পৃহা পরিবর্ধিত হইয়া উঠিল। 'অন্ন আনয়ন কর, প্রদান কর, বস্ত্র দেও' সকলেরই মুখে এই কথা শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। নিযুক্ত পুরুষেরা যাহার যেরূপ প্রার্থনা, অকুণ্ঠিত মনে তাহা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যজ্ঞস্থলে প্রতিদিন পর্বতাকার সুসিদ্ধ অন্নরাশি দৃশ্যমান হইতে লাগিল। যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রী নানা দিক্‌দেশ হইতে মহাত্মা দশরথের যজ্ঞ দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা অন্নপানে প্রচুর পরিতোষপ্রাপ্ত হইল। ভোজনকালে ব্রাহ্মণগণ সুসংস্কৃত সুস্বাদু অন্নরসের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, অহো! আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্তিসুখ লাভ করিলাম, মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক! চতুর্দিকে এই সমস্ত বাক্য রাজার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। পরিবেষ্টা পুরুষেরা বিবিধ অলঙ্কার-ধারণ-পূর্বক ব্রাহ্মণগণের পরিবেশনে ব্যগ্র হইল এবং অন্যান্য লোক মণিময় কুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া পরিবেশনের সহায়তা করিতে লাগিল। সুবক্তা সুধীর ব্রাহ্মণেরা সবন সমাপন ও সবনান্তর আরম্ভের অন্তরালকালে পরস্পর জিগীষা-পরবশ হইয়া নানা প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্বক শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ করিলেন এবং সেই সমস্ত কার্যকুশল বিপ্রেরা শাস্ত্রীয় সাঙ্কেতিক শব্দে প্রেরিত হইয়া প্রতিদিন বিধানানুসারে সমস্ত কার্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন না করিয়াছেন, রাজা দশরথের এই অশ্বমেধ যজ্ঞে এমন কোন ব্রাহ্মণই ব্রতী হন নাই। এই সমস্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে সকলেই ব্রতপরায়ণ ও বহুদর্শী ছিলেন। সদস্যেরাও শাস্ত্র বিচারে পটুতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

এই যজ্ঞে বিল্ব নির্মিত ছয়, খদির নির্মিত ছয়, পলাশ নির্মিত ছয় শ্লেষ্মাতক নির্মিত এক ও দেবদারু নির্মিত অত্যন্ত প্রশস্ত দুইটি যূপ ছিল। শিল্পশাস্ত্র ও যজ্ঞশাস্ত্র বিশারদ পুরুষেরা এই সমস্ত যূপ নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন। যূপোৎক্ষেপণকাল উপস্থিত হইলে যজ্ঞের শোভা সম্পাদনার্থ এক-বিংশতি অরত্নি-পরিমিত একবিংশতি যূপ তাবৎসংখ্যক বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও সুবর্ণজালে ভূষিত হইল। পরে সেই অষ্টকোণ-বিশিষ্ট সুদৃঢ়-নির্মিত মসৃণ যূপসকল বিধিবৎ বিন্যস্ত ও গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজিত হইয়া দেবলোকে দীপ্তিমান্ সপ্তর্ষিগণের ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। এই যজ্ঞোপ-লক্ষে যথাপ্রমাণ ইষ্টকসকল নির্মিত হইয়াছিল। শিল্পকর্মকুশল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা সেই ইষ্টক দ্বারা অগ্নিকুণ্ড গ্রথিত করিলেন। ঐ কুণ্ডের প্রত্যেক স্তরে ছয় খণ্ড ইষ্টক বিন্যস্ত হইল। ব্রাহ্মণেরা সেই আধার-মধ্যে বহ্নিস্থাপন করিলেন। ঐ অগ্নি গরুড়াকার রুক্মপক্ষ-সম্পন্ন। যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে নানাপ্রকার পশু জীব উরগ জলচর অশ্ব ও পক্ষিসকল সংগৃহীত ছিল, ঋত্বিকেরা শাস্ত্রানুসারে সকলকেই বিনাশ করিলেন। ঐ সমস্ত যূপকাষ্ঠে

তিন শত পশু ও রাজা দশরথের উৎকৃষ্ট এক অশ্ব বদ্ধ ছিল। রাজমহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্যা করিয়া হৃষ্টমনে তিন খড়্গাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত তথায় ধর্ম-কামনায় স্থিরচিত্তে এক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্‌গাতৃগণ মহিষী এবং নৃপতির পরিবৃত্তি স্ত্রীর সহিত বাবাতাকে অশ্বের সহিত যোজনা করিয়া দিলেন। শ্রৌতকার্যনিপুণ জিতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ সেই পক্ষ-সম্পন্ন অশ্বের বসা লইয়া শাস্ত্রানুসারে হোম করিলেন। রাজা দশরথ যথাসময়ে ন্যায়ানুসারে আপনার পাপ প্রক্ষালন নিমিত্ত সেই বসাগন্ধী ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ষোড়শসংখ্যক ঋত্বিক্ অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। অন্যরূপ যজ্ঞে
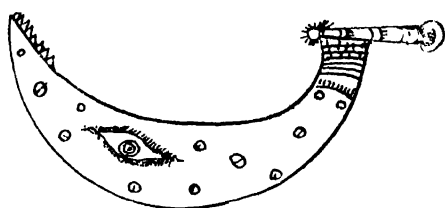
হবনীয় দ্রব্য বটশাখায় নিবেশিত করিয়া প্রদান করে, কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে বেতস দণ্ড দ্বারা হবি নিক্ষেপ করাই বিধি। ঋত্বিকেরা বেতস দণ্ডে হবি গ্রহণ-পূর্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অশ্বমেধের যে তিন দিবস সবন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই তিন দিবসই প্রধান। ইহা কল্পসূত্র ও ব্রাহ্মণে বিহিত হইয়াছে। ঐ তিন দিনের প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিবসে উক্‌থ ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র অনুষ্ঠিত হইলে তৎপরে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, অতিরাত্র, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্যাম এই সমস্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধকালে শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বংশধর রাজা দশরথ পূর্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ কর্তৃক সৃষ্ট অশ্ব-মেধ মহাযজ্ঞ এইরূপে সমাপনপূর্বক হোতাকে পূর্ব দিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্ ও উদ্গাতাকে উত্তর দিক দক্ষিণা দান করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে এইরূপে ভূমিদান করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ সেই বিগতপাপ মহীপাল দশরথের এইরূপ দানশক্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি একাকীই এই সম্পূর্ণ পৃথিবী রক্ষা করুন। আমরা প্রতিনিয়ত বেদাধ্যয়নে আসক্ত। আমরা কোনক্রমেই এই কার্যে পারগ নহি। বিশেষ, ভূমিতে আমাদিগের প্রয়োজন কি? আপনি ভূমির মূল্যস্বরূপ মণি, রত্ন, সুবর্ণ ধেনু বা উপস্থিতমত যৎকিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান করুন; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। রাজা দশরথ বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে দশ লক্ষ ধেনু, দশ কোটি সুবর্ণ ও চত্বারিংশৎ কোটি রজত দান করিলেন। অনন্তর ঋত্বিকগণ সমবেত হইয়া সেই ধন বিভাগ করিবার নিমিত্ত ধীমান বশিষ্ঠ ও মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তে সমস্তই দিলেন। বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ ন্যায়ানুসারে সমস্ত বিভাগ করিয়া দিলে তাঁহারা স্ব-স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া

রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা দক্ষিণা পাইয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম।

অনন্তর দশরথ অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিল। তৎকালে অন্য অর্থের অসঙ্গতিনিবন্ধন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপনার হস্তাভরণ অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপে প্রার্থনাধিক অর্থলাভে প্রীত হইলে বিপ্রবৎসল দশরথ হর্ষোৎফুল্ল মনে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই উদারপ্রকৃতি প্রণতিপর নৃপতিকে নানাপ্রকার আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাজা দশরথ পাপহর স্বর্গপ্রদ অন্যের অসাধ্য অশ্বমেধ সমাপন

পূর্বক প্রীত হইয়া মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, সুব্রত! যাহাতে আমার বংশ রক্ষা হয়, আপনি এইরূপ কার্য অনুষ্ঠান করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, মহারাজ! আপনার বংশধর পুত্রচতুষ্টয় অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের এই মধুর আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক পরম সন্তোষলাভ করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ অনন্তর রাজা দশরথ পুনরায় কহিলেন, তপোধন! যাহাতে আমার বংশলোপ না হয়, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন। তখন বেদবিৎ মেধাবী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত ইতিকর্তব্যতা স্থির করিয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার পুত্রার্থে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা, প্রসিদ্ধ পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর তিনি পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করিয়া কল্পসূত্রোল্লিখিত প্রণালী অনুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই যজ্ঞস্থলে দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্ব-স্ব ভাগ গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। পুত্রেষ্টি যাগ আরব্ধ হইলে সুরগণ সমবেত হইয়া সর্বলোক-বিধাতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! রাবণ নামে কোন রাক্ষস আপনার প্রসাদে বীর্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে। আমরা কিছুতেই তাহাকে শাসন করিতে পারি নাই। আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেই বরের অপেক্ষায় তৎকৃত সকল অত্যাচারই সহ্য করিয়া আছি। ঐ দুর্মতি ত্রিলোক পরিতাপিত করিতেছে এবং অন্যের সৌভাগ্যে দ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। সে বরলাভে মোহিত হইয়া সুররাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিবার বাসনা এবং মহর্ষি যক্ষ গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ ও অসুরগণকে তাড়না করিতেছে। সূর্যদেব ইহাকে উত্তাপ প্রদান ও সমীরণ ইহার পার্শ্বে সঞ্চরণ করেন না। তরঙ্গ-মালা-সংকুল মহাসাগর ইহাকে দেখিলে নিস্পন্দ হইয়া থাকে। আমরা সেই ঘোরদর্শন রাক্ষসের ভয়ে যারপরনাই ভীত হইয়াছি। এক্ষণে কিরূপে সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন।

ভগবান্ কমলযোনি সুরগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত কহিলেন, দেবগণ! আমি সেই দুরাত্মার বধোপায় স্থির করিয়াছি। সে বর গ্রহণকালে আমার নিকট 'দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসের হস্তে মৃত্যু হইবে না' এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি তাহাতেই সম্মত হই। তৎকালে সে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্যের নামও উল্লেখ করে নাই। সুতরাং মনুষ্যের হস্তেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে, তদ্ভিন্ন তাহার বধোপায় আর কিছুই দেখি না। সুরগণ ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মার মুখে এইরূপ প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

এই অবসরে তপ্ত-কাঞ্চন-কেয়ূর-শোভিত নির্মলদ্যুতি ত্রিজগৎপতি শঙ্খচক্র-গদাধর পীতাম্বর হরি জলদোপরি দিবাকরের ন্যায় গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক অমরগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া একান্ত-মনে ব্রহ্মার সহিত সমাসীন হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক স্তব করিয়া কহিলেন, বিষ্ণো! আমরা লোকের হিত সাধন করিবার নিমিত্ত তোমাকে কোন কার্য-ভার প্রদান করিব। রাজা দশরথ ধর্মপরায়ণ বদান্য ও

মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী। ইঁহার, হ্রী, শ্রী ও কীর্তি সদৃশ তিন মহিষী আছেন। তুমি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া সেই তিন রাজমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর, এবং মনুষ্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অবধ্য বাহু-বল-দৃপ্ত লোক-কণ্টক রাবণকে সমরে সংহার কর। সেই পামর বীর্যমদে দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও ঋষিগণকে অতিশয় পীড়ন করিতেছে। গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল নন্দনকাননে বিহার করিতেছিল, সেই কার্যাকার্য-বিমূঢ়, মূর্খ তাহাদিগকে ও ঋষিগণকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে আমরা তাহার বিনাশ বাসনায় মুনিগণের সহিত তোমার আশ্রয় লইয়াছি। এই কারণেই সিদ্ধ গন্ধর্ব ও যক্ষেরা আসিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। হে দেব! তুমি আমাদিগের সকলেরই পরমগতি। তুমি সেই সুরশত্রু রাবণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নরলোকে অবতীর্ণ হও।

ত্রিলোক-পূজিত দেব-প্রধান বিষ্ণু এইরূপে সংস্তুত হইয়া শরণাগত সমবেত ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন! দেবগণ! তোমরা এক্ষণে ভীত হইও না; মঙ্গল হইবে। আমি সেই দুর্ধর্ষ, দেবর্ষিগণের ভয়কারণ, ক্রূরমতি রাবণকে সকলের হিতের নিমিত্ত পুত্র পৌত্র অমাত্য জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সমরে সংহার করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য পালনপূর্বক নরলোকে বাস করিব। মহাত্মা বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ কহিয়া পৃথিবীতে আপনার জন্মস্থানের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পদ্মপলাশ-লোচন আপনাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া রাজা দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অঙ্গীকার করিলেন। তখন দেবর্ষি গন্ধর্ব রুদ্র ও অপ্সরোগণ সন্তুষ্ট হইয়া দিব্য স্তুতিবাদে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেব! তুমি সেই বরলাভ-গর্বিত উগ্রতেজা ইন্দ্রশত্রু ত্রিলোক-পীড়ক, সাধু ও তাপসগণের কণ্টক অতিভীষণ রাবণকে সমূলে উন্মূলিত কর। তুমি তাহাকে সবান্ধবে বিনাশপূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া সুররাজ-রক্ষিত পবিত্র দেবলোকে পুনরায় আগমন করিও।

ষোড়শ সর্গ ॥ অনন্তর নারায়ণ রাবণবধের উপায় স্বয়ং জ্ঞাত হইলেও দেবগণকে বিনীত বচনে কহিলেন, দেবগণ! আমি যে উপায় অবলম্বনপূর্বক

সেই ঋষিকুল-কণ্টক দশকণ্ঠকে বিনাশ করিব, তাহার কি স্থির করিয়াছ? তখন সুরগণ সেই অবিনাশী পুরুষকে কহিলেন, বিষ্ণো! তোমাকে এক্ষণে মনুষ্যাকার স্বীকার করিয়া সেই দুর্দান্ত রাক্ষসকে সংহার করিতে হইবে। পূর্বে সে দীর্ঘকাল অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। সর্বাগ্রজাত সর্বস্রষ্টা চতুর্মুখ ব্রহ্মা সেই তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে মনুষ্য ভিন্ন সকল জীব হইতেই অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে রাবণ মনুষ্যকে লক্ষ্যই করে নাই। এক্ষণে সে সেই বরপ্রভাবে গর্বিত হইয়া ত্রিলোক উৎসন্ন ও স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্বক গ্রহণ করিতেছে। হে শত্রুনাশন! ব্রহ্মা ঐরূপ বর দান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনুষ্যহস্তে তাহার মৃত্যু স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তখন বিষ্ণু দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিবার বাসনা করিলেন।

অপুত্র দশরথ পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যাগ করিতেছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ ও মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণপূর্বক সেই সুরসমাজ হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে কৃষ্ণকায় আরক্তলোচন রক্তাম্বরধারী দিবাকরের ন্যায় আকার মহাবীর্য মহাবল এক মহাপুরুষ তপ্তকাঞ্চন-নির্মিত রজতময় আচ্ছাদনযুক্ত দিব্যপায়সপূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্বক উত্থিত হইলেন। ঐ পুরুষের কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর, কলেবর সিংহের ন্যায় লোমশ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজালে বিরাজিত, কেশ অতি সুচিক্কণ, সর্বাঙ্গ দিব্যাভরণে বিভূষিত ও শুভ-লক্ষণ-যুক্ত। তিনি শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত এবং প্রদীপ্ত পাবক-শিখার ন্যায় করাল-দর্শন। এই দিব্য পুরুষ গর্বিত শার্দুলের ন্যায় মন্থর গমনে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দশরথের প্রতি নেত্র নিক্ষেপপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! এই অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতিপ্রেরিত পুরুষ বলিয়া জানিবেন। দশরথ এই কথা শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন। আপনার কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

তখন সেই প্রাজাপত্য পুরুষ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে এই বংশকর স্বাস্থ্যপ্রদ প্রজাপতি-প্রস্তুত প্রশস্ত পায়স অনুরূপ পত্নীদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করুন। আপনি যদর্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, সেই সমস্ত পত্নী হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দশরথ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া সেই দেবান্ন-পূর্ণ দেবদত্ত হিরন্ময় পাত্র প্রীতমনে মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং দরিদ্রের অর্থ-লাভের ন্যায় এই দৈব পায়স প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি সেই অপূর্বাকার প্রিয়দর্শন পুরুষকে অভিবাদনপূর্বক পরম কুতূহলে তাঁহাকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তেজঃপুঞ্জ-কলেবর প্রাজাপত্য পুরুষও স্বকর্মসাধনপূর্বক অগ্নিকুণ্ড মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন।

মনোহর শারদীয় শশধরের কর-নিকরে নভোমণ্ডল যেমন শোভা পায় সেইরূপ রাজা দশরথের অন্তঃপুরবাসী রমণীগণের হর্ষোৎফুল্ল মুখকমল সুশোভিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর। এই বলিয়া দশরথ তাঁহাকে অমৃততুল্য সেই পায়সের অর্ধাংশ প্রদান করিলেন; তৎপরে কৌশল্যা

রাজার অনুরোধে সুমিত্রাকে স্বীয় পায়সের অর্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে অর্ধাংশ অবশিষ্ট রহিল, রাজা দশরথ তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া সুমিত্রাকে তাহারও অর্ধাংশ দিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে রাজা দশরথ সহধর্মিণীদিগের প্রত্যেককেই সেই প্রাজাপত্য পুরুষ-প্রদত্ত পায়স প্রদান করিলে রাজমহিষীরা পায়সান্ন প্রাপ্ত হইয়া নৃপতির ঈদৃশ অপক্ষপাতে যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে সেই পায়স ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গর্ভধারণ করিলেন। রাজা দশরথ পত্নীদিগকে অন্তর্বত্নী দেখিয়া সুর সিদ্ধ ও ঋষিগণপূজিত ইন্দ্রের ন্যায় সুস্থচিত্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

সপ্তদশ সর্গ ॥ বিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে ভগবান্ স্বয়ম্ভু দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমাদিগের হিতকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী মহাবল সহায়সকল সৃষ্টি কর। ঐ সমস্ত সহকারী মায়াবী, বীর, বায়ুবেগগামী, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, বিষ্ণুর অনুরূপ বিক্রম-সম্পন্ন, অন্যের অবধ্য, সন্ধিবিগ্রহাদি উপায়জ্ঞ, দিব্যদেহযুক্ত, সর্বাস্ত্রগুণবিৎ ও অমৃতাশীর ন্যায় মৃত্যুরহিত হইবে। তোমরা এক্ষণে গন্ধর্বী, যক্ষী, মুখ্য অপ্সরা, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীদিগের শরীরে তুল্যবল বানরসকল সৃষ্টি কর। পূর্ব যুগে আমি ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে সৃষ্টি করিয়াছি। ঐ জাম্ববান জৃম্ভা পরিত্যাগ করিবার কালে আমার আস্যদেশ হইতে সহসা উৎপন্ন হইয়াছিল।

দেবগণ ভগবান স্বয়ম্ভুর এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া বানররূপী পুত্রসকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ, কিম্পুরুষ, তার্ক্ষ্য, যক্ষ ও চারণগণ বনচারী স্বেচ্ছাবিহারী বানর সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুররাজ ইন্দ্র মহেন্দ্র পর্বতের ন্যায় দীর্ঘদেহ কপিরাজ বালীকে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-প্রধান সূর্য সুগ্রীবকে, সুরগুরু বৃহস্পতি বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ তারককে, কুবের পরম সুন্দর গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্মা নলকে, এবং অনল আত্মসদৃশ প্রভাসম্পন্ন নীলকে সৃষ্টি করিলেন। এই নীল বল, বীর্য, তেজ ও যশঃপ্রভাবে হুতাশনকেও অতিক্রম করিয়াছিল। তৎপরে প্রখ্যাত রূপসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদকে, বরুণ সুষেণকে, মহাবল পর্জন্য শরভকে এবং বায়ু বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য-দেহ, বিনতানন্দন গরুড়ের ন্যায় বেগগামী, বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, বলবান হনুমানকে উৎপাদন করিলেন। এইরূপে অমিতবল, করি ও গিরি-সদৃশ প্রশস্তদেহ, কামরূপী যে-সকল কপি দশাননের বিনাশ-সাধনের নিমিত্ত উদ্যত হইবে, তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাঙ্গুলসকল সহসা সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইল। যে দেবতার যেরূপ রূপ, যাঁহার যে প্রকার বেশ ও পরাক্রম তৎসমুদয়ের সহিতই প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পুত্র জন্মিল। গোলাঙ্গুল-মধ্যে দৈবাবস্থা অপেক্ষাও অধিক-বিক্রম বীরসকল প্রসূত হইল। এইরূপে দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই হৃষ্টমনে ঋক্ষী কিন্নরী প্রভৃতি হইতে বানরসকল সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত বানর দর্পে শার্দূল-তুল্য, বলে সিংহ-সদৃশ। ইহারা সকলেই পর্বত ও শিলা নিক্ষেপপূর্বক যুদ্ধ করিয়া থাকে। সকলেই সর্বাস্ত্রবিশারদ, নখ ও দশন প্রহারে সুপটু। এই বানরেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গমসকল নিপাতিত, পর্বত বিচালিত, বেগপ্রভাবে মহাসাগর ক্ষুভিত, পদাঘাতে পৃথিবী

বিদীর্ণ ও স্থির পাদপসকল চূর্ণ করিতে পারে। ইহারা আকাশে প্রবেশ, বনচারী মত্ত কুঞ্জর ও জলধর গ্রহণ এবং সমুদ্র সন্তরণ করিতে পারে। এইরূপ কামরূপী অসংখ্য যূথপতি কপি উৎপন্ন হইল। এই সমস্ত যূথপতির মধ্যে আবার প্রধান যূথপতিসকল জন্মগ্রহণ করিল। তৎপরে মহাবীর যূথপতি-শ্রেষ্ঠ-সকলও সৃষ্ট হইল।

এই সকল বানরের মধ্যে কতকগুলি ঋক্ষবান্ পর্বতের শৃঙ্গে, কতকগুলি অন্যান্য পর্বত ও কাননে বাস করিতে লাগিল। কতকগুলি সূর্যপুত্র সুগ্রীব, ইন্দ্রপুত্র বালী এবং কতকগুলি নল, নীল, হনুমান ও অন্যান্য যূথপতিদিগকে আশ্রয় করিল। মহাবল মহাবাহু বালী স্বভুজবীর্যে ভল্লুক গোলাঙ্গুল ও বানরদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে রামের সাহায্যদানের নিমিত্ত সেই সমস্ত মেঘ ও অচল-শৃঙ্গতুল্য নানাস্থানস্থিত নানা লক্ষণ-লক্ষিত ভীষণাকার মহাবীর বানরগণে এই পর্বত-বন-সাগর-সমাকীর্ণা পৃথিবী পরিপূর্ণা হইল।

অষ্টাদশ সর্গ ॥ মহাত্মা দশরথের অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে অমরগণ স্ব-স্ব ভাগ গ্রহণপূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। মহীপালও মহিষীগণ সমভিব্যাহারে দীক্ষা-নিয়ম নির্বাহ করিয়া বল বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত পুরপ্রবেশের উপক্রম করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ যথোচিত পূজিত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিবাদনপূর্বক হৃষ্টমনে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সৈন্যগণ উজ্জ্বল বেশে মনের উল্লাসে গমন করত অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর দশরথ বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে পুরস্কৃত করিয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। তিনি পুরপ্রবেশ করিলে, ঋষ্যশৃঙ্গ আর্যা শান্তার সহিত সবিশেষ সৎকৃত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজা দশরথও অনুচরবর্গের সহিত কিয়দ্দূর তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। এইরূপে তিনি অভ্যাগত সমস্ত ব্যক্তিকে বিদায় দিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইয়া পুত্রোৎপত্তির অপেক্ষায় পরমসুখে পুরমধ্যে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ছয় ঋতু অতীত ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্বসু নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, শুক্র ও বুধ এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হইলে, রাজমহিষী কৌশল্যা বিষ্ণুর অর্ধাংশভূত সর্বলোক-নমস্কৃত দিব্যলক্ষণাক্রান্ত মহাভাগ মহাবাহু রক্তোষ্ঠ আরক্ত-লোচন দশরথের

আনন্দবর্ধন দুন্দুভির ন্যায় গভীরস্বর জগতের অধীশ্বর রামকে প্রসব করিলেন। তখন দেবমাতা অদিতি যেমন দেব-প্রধান বজ্রধর পুরন্দরকে পাইয়া শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৌশল্যা সেই পুত্ররত্ন লাভ করিয়া যারপরনাই সুশোভিত হইলেন। তৎপরে কৈকেয়ী বিষ্ণুর চতুর্থাংশভূত গুণগ্রাম-সমলঙ্কৃত সত্যপরাক্রম ভরতকে প্রসব করিলেন। অনন্তর সুমিত্রার গর্ভ হইতে বিষ্ণুর অর্ধাংশভূত মহাবীর সর্বাস্ত্রবিৎ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন। নির্মল-বুদ্ধি ভরত পুষ্যানক্ষত্র ও মীনলগ্নে এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কটে সূর্য উদিত হইলে অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা রাজা দশরথের অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন প্রিয়দর্শন এবং পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদের ন্যায় কান্তিযুক্ত চারি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। গন্ধর্বেরা মধুর সংগীত ও অপ্সরাসকল নৃত্য করিতে লাগিল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি ও নভোমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যায় সকলে একত্র হইয়া নানাপ্রকার উৎসব আরম্ভ করিল। পথসকল নটনর্তক-পূর্ণ ও লোকারণ্য হইয়া উঠিল। উহার কোন স্থলে গায়কেরা গান ও বাদকেরা বাদ্য করিতে লাগিল। শ্রোতৃবর্গ তাহাদিগের সন্তোষসাধনের নিমিত্ত নানা-প্রকার রত্ন প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সেই সমস্ত প্রশস্ত পথ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। রাজা দশরথ সূত মাগধ ও বন্দীদিগকে পারিতোষিক দিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্য গোধন ও প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একাদশ দিবস অতীত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ হৃষ্টমনে রাজকুমার-দিগের নামকরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত ও সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম লক্ষ্মণ আর একটির নাম শত্রুঘ্ন হইল। এইরূপে দশরথ ব্রাহ্মণ এবং নগর ও জনপদবাসীদিগকে ভোজন করাইয়া বশিষ্ঠের সাহায্যে আত্মজদিগের জাতকর্ম প্রভৃতি সমস্ত কার্য অনুষ্ঠান করিলেন। সেই রাজকুমারগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ রাম কেতুর ন্যায় বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা পিতার প্রীতিকর ও স্বয়ম্ভুর ন্যায় সকলের প্রেমাস্পদ হইলেন। সেই রাজকুমারেরা সকলেই বেদবিৎ মহাবীর সাধারণের হিতানুষ্ঠানে তৎপর এবং জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে তেজস্বী সত্যপরাক্রম রামই নির্মল শশাঙ্কের ন্যায় সকলের প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বে আরোহণ, রথচর্যা ও ধনুর্বেদে সুপটু ছিলেন এবং পিতৃ-শুশ্রূষায় যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। লক্ষ্মীবর্ধন লক্ষ্মণ

শৈশবাবধি আপনার শরীর অপেক্ষাও প্রতিনিয়ত সকল প্রকারে লোকাভিরাম রামের প্রিয় কার্য অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ রামের বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর ছিলেন। সেই পুরুষোত্তম রাম ব্যতিরেকে নিদ্রিত হইতেন না। জননীরা মিষ্টান্ন প্রদান করিলে তিনি রাম ব্যতিরেকে কদাচই আহার করিতেন না। যখন রাম অশ্বে আরোহণপূর্বক মৃগয়ার্থ নির্গত হইতেন, তৎকালে তিনি শরাসন গ্রহণপূর্বক তাঁহার শরীর রক্ষার্থ অনুগমন করিতেন। যেমন লক্ষ্মণ রামের, সেইরূপ শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

রাজা দশরথ দেবগণ হইতে ব্রহ্মার ন্যায় সেই চারি তনয় দ্বারা যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন। পরে যখন রাজকুমারেরা জ্ঞানী গুণ-সম্পন্ন লজ্জাশীল কীর্তিমান ও দূরদর্শী হইলেন, তখন এতাদৃশপ্রভাব পুত্রসকল লাভ করিয়া দশরথের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

একদা রাজা দশরথ পুরোহিত মন্ত্রী ও মিত্রবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পুত্রগণের বিবাহ দিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে আসিয়া দ্বারপালদিগকে কহিলেন, ওহে দ্বারপালগণ! আমি কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র। তোমরা অবিলম্বে মহারাজকে গিয়া আমার আগমন-সংবাদ দেও। তখন দ্বাররক্ষকেরা এই বাক্য শ্রবণে ভীত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজভবনাভিমুখে ধাবমান হইল এবং অবিলম্বে ভূপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! কুশিকতনয় মহর্ষি বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। নৃপতি এই সংবাদ পাইবামাত্র সত্বরে পুরোহিতগণের সহিত একাগ্রমনে হৃষ্টান্তঃকরণে বৃহস্পতির প্রতি ইন্দ্রের ন্যায় সেই কঠোরব্রত তেজঃ-প্রদীপ্ত তাপসের প্রত্যুদ্-গমনপূর্বক তাঁহাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিলেন। ধর্মপরায়ণ বিশ্বামিত্র নৃপতি-প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে এবং তাঁহার কোষ নগর জনপদ ও বন্ধুবান্ধবের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সামন্ত নৃপতিগণ আপনার নিকট সন্নত এবং অরাতিগণ ত পরাজিত আছে? দৈব ও মানুষ কার্য ত সম্যক সম্পাদিত হইতেছে?

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মুনিগণের সন্নিহিত হইয়া পরম্পরাগত শিষ্টাচার অনুসারে তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে রাজভবনে প্রবেশপূর্বক পরমসমাদরে সৎকৃত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে উদার-প্রকৃতি দশরথ হৃষ্টমনে বিশ্বামিত্রকে বহুমানপূর্বক কহিলেন, তপোধন! আপনার আগমন সুধারস লাভের ন্যায়, জলশূন্য প্রদেশে বারিবর্ষণের ন্যায়, অপুত্রের অনুরূপ ভার্যার গর্ভে পুত্রোৎপত্তির ন্যায়, প্রনষ্ট পদার্থের পুনঃপ্রাপ্তির ন্যায় এবং উৎসবকালীন হর্ষের ন্যায় আমার প্রীতিকর হইতেছে। আপনি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার অভিলাষ কি? আদেশ করুন, আমি সন্তোষের সহিত কি প্রকারে তাহা সাধন করিব। আপনি সেবার যোগ্য পাত্র। আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ অদ্য আপনি আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য জন্ম সফল, জীবনেরও সম্যক ফল লাভ হইল। আজি আমার রজনী সুপ্রভাত হইয়াছিল; কারণ অদ্য ভবাদৃশ মহাত্মার সন্দর্শন লাভ করিলাম। আপনি অগ্রে অতি কঠোর তপস্যায় রাজর্ষিত্ব, তৎপরে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব আপনি বহু প্রকারে আমার আরাধ্য হইতেছেন। আপনার এই পরমপাবন আগমন আমার অতিশয় বিস্ময়োৎপাদন

করিতেছে। হে প্রভো! আপনার দর্শনমাত্র আমার দেহ পবিত্র হইয়াছে। এক্ষণে যদর্থে আগমন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি বলুন। আমি আপনার নিয়োগে অনুগ্রহ বোধ করিয়া তাহা সাধন করিব। এবিষয়ে আপনার কিছুমাত্র সংকোচ করিবার আবশ্যক নাই; আমি অবশ্যই আপনার নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া লইব। আপনি আমার পরম দেবতা। আপনার আগমনে আমার যে ধর্ম সঞ্চয় হইল, ইহা আমার পক্ষে মহান্ অভ্যুদয়, সন্দেহ নাই।

প্রখ্যাতগুণ যশস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহাত্মা দশরথের এই শ্রবণ-মধুর হৃদয়হারী বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

একোনবিংশ সর্গ ॥ মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাল দশরথের এইরূপ বিস্ময়কর বাক্যে পুলকিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি মহৎ কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন। বিশেষতঃ স্বয়ং তপোধন বশিষ্ঠ আপনার মন্ত্রী। সুতরাং এইরূপ বাক্য প্রয়োগ আপনার উপযুক্তই হইতেছে। আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এইরূপ কহিতে পারেন না। এক্ষণে আমি যে কার্যের প্রসঙ্গ করিব, আপনাকে তৎসাধনে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

মহারাজ! আমি সম্প্রতি এক যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত হইয়াছি। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না হইতেই মারীচ ও সুবাহু নামে কামরূপী মহাবল দুই রাক্ষস উহার নানা প্রকার বিঘ্ন আচরণ করিতেছে। উহারা আমার যজ্ঞবেদিতে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ ও রুধিরধারা বর্ষণ করিয়াছে। উহাদিগকে আমার সংকল্পের এইরূপ ব্যাঘাত ও যজ্ঞ নষ্ট করিতে দেখিয়া আমি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। হা! এই কার্যে আমার যথোচিত পরিশ্রম হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিঘ্ন দেখিয়া অতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইতেছি। এই যজ্ঞ সাধনকালে কাহাকেও অভিশাপ প্রদান করা কর্তব্য নহে, এই কারণে আমি ঐ দুই রাক্ষসের উপর রোষ প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আপনি কাকপক্ষধারী মহাবীর রামচন্দ্রকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। ইঁনি আমার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া স্বীয় দিব্যতেজঃ-প্রভাবে ঐ সমস্ত যজ্ঞ-বিঘ্নকর নিশাচরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! যাহাতে রাম ত্রিলোকে প্রখ্যাত হইতে পারিবেন, আমা হইতে ইঁহার সেই শ্রেয় লাভ হইবে। আপনি ইঁহার নিমিত্ত ভীত হইবেন না। মারীচ ও সুবাহু ইঁহার সহিত রণস্থলে কখনই তিষ্ঠিতে পারিবে না। উহারা বলদর্পে মৃত্যুপাশের বশীভূত হইয়াছে। রাম বিনা ঐ দুরাচার-দিগকে বিনাশ করিতে আর কাহারই সাধ্য নাই। আমি কহিতেছি, তাহারা কোন অংশেই রামের বল-বীর্যে পর্যাপ্ত নহে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ঐ দুই নিশাচর রাম-শরে সমরে শয়ন করিবে। আমি এবং মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য তাপস আমরা সকলেই সত্য-পরাক্রম রামকে বিলক্ষণ জানি। এক্ষণে বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ যদি এবিষয়ে সম্মত হন এবং ইহলোকে যদি আপনার ধর্মলাভ ও অক্ষয় যশোলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে রাজীবলোচন রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। আমি রামচন্দ্রকে স্বকার্যসাধনার্থ প্রার্থনা করিতেছি। বাল্যকাল অতীত হইয়াছে বলিয়া রামেরও পিতামাতার প্রতি আর তাদৃশ আসক্তি নাই। অতএব এক্ষণে ইঁহাকে যজ্ঞের দশ রাত্রির নিমিত্ত আমার সহিত প্রেরণ করুন। যাহাতে আমার এই যজ্ঞকাল অতীত না হয়, আপনি তাহাই

করুন। মহারাজ! শোকাকুল হইবেন না! আপনার মঙ্গল হইবে। মহাতেজা মহামতি বিশ্বামিত্র এইরূপ ধর্মার্থসংগত বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে কম্পিতকলেবরে বিমোহিত হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভপূর্বক গাত্রোত্থান করিয়া ভয়ে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন।

বিংশ সর্গ॥ মহীপাল দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্তকাল যেন হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। তৎপরে চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে পদ্মপলাশলোচন রামের বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ বৎসর; রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা ইঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি এই অক্ষৌহিণী সেনার অধীশ্বর। এই সেনা সমভিব্যাহারে গমন করিয়া আমিই নিশাচরগণের সহিত সংগ্রাম করিব। আর এই সমস্ত অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত বীর আমায় ভৃত্য। রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইহারাও সম্যক সমর্থ হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। আমি স্বয়ং শরাসন ধারণপূর্বক আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিব এবং যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি গমন করিলে আপনার যজ্ঞও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। রাম নিতান্ত বালক, অকৃতবিদ্য, অস্ত্রশিক্ষায় ও যুদ্ধে আজিও ইঁহার পটুতা জন্মে নাই এবং ইঁনি বিপক্ষের বলাবল বিচারেও সমর্থ নহেন।

বিশেষ রাক্ষসেরা কূটযোধী, সুতরাং রামকে কোনমতেই তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য বোধ হইতেছে না। হে তপোধন! রাম ব্যতীত মুহূর্তকাল প্রাণ ধারণ করাও আমার দুষ্কর হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। যদি আপনার রামের জন্য এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত আমাকেও সঙ্গে লউন। হে কুশিকনন্দন! ষষ্টি সহস্র বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি এই বয়সে অতি ক্লেশে রামকে পাইয়াছি। পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ধর্ম-প্রধান রামেরই প্রতি আমার

বিশেষ প্রীতি আছে; অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। হে তপোধন! সেই রাক্ষসেরা কে? কাহার পুত্র? তাহাদিগের আকার কি প্রকার এবং পরাক্রমই বা কিরূপ? আর কেই বা ঐ সকল রাক্ষসকে রক্ষা করিয়া থাকে? এবং রাম বা আমার সেনা অথবা আমি আমরা কি প্রকারে সেই সমস্ত কপট যোদ্ধাদিগের প্রতিকার করিতে সমর্থ হইব? উহারা বীর্যমদে উন্মত্ত ও দুষ্ট-স্বভাব, আমি

কি উপায়েই বা উহাদিগের সহিত রণস্থলে অবস্থান করিব? এক্ষণে আপনি এই সকল নির্দেশ করিয়া দেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি রাবণ নামে পুলস্ত্যবংশ-প্রসূত মহাবল মহাবীর্য এক রাক্ষস আছে। সেই রাবণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ত্রিলোককে অতিশয় পীড়ন করিতেছে। সে মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র এবং যক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা। শুনিলাম সে স্বয়ং অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন সম্পাদনে আগমন করিবে না, মারীচ ও সুবাহু নামে দুই দুর্দান্ত রাক্ষস তাহারই নিয়োগে আমাদিগের যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিবে।

তখন রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি সেই দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না। আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য। এক্ষণে আমার পুত্র রামের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। আপনিই আমার পরম দেবতা ও গুরু। হে কৌশিক! সেই রাক্ষসাধিনাথ রাবণের শক্তি অতি অদ্ভুত। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব পতগ ও পন্নগেরাও তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না। রাবণ রণক্ষেত্রে অতি বলবানদিগেরও বলক্ষয় করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার বা তাহার সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমার কদাচই সাহস হয় না। আর আপনি সসৈন্যই হউন বা আমার তনয়গণকেই সঙ্গে লউন, উহার সহিত সংগ্রামে কখনই তিষ্ঠিতে পারিবেন না। দেবতার ন্যায় প্রিয়দর্শন রাম একে ত বালক, দ্বিতীয়তঃ সে আজিও যুদ্ধের কিছুই জানে না, সুতরাং আমি তাহাকে কোন্ সাহসে আপনার

হস্তে সমর্পণ করিব। সুন্দ ও উপসুন্দের পুত্র মারীচ ও সুবাহু কালান্তক যমের ন্যায় অতিশয় করালদর্শন, তাহারাই আপনার যজ্ঞ নষ্ট করিবে; সুতরাং আমি রামকে কোনমতেই আপনার হস্তে দিতে পারি না। বরং বলেন ত আমি সবান্ধবে স্বয়ং গিয়া ঐ দুই মহাবল পরাক্রম রাক্ষসের অন্যতরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসি। অন্যথা, আমরা সকলেই অনুনয়পূর্বক আপনাকে কহিতেছি, আপনি রামের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করুন।

রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে এইরূপে হতাশ করিলে তিনি হুত-হুতাশনের ন্যায় ক্রোধভরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

একবিংশ সর্গ॥ মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাল দশরথের এইরূপ স্নেহগদ্‌গদ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কোপাকুলিতচিত্তে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি প্রথমে আমার প্রার্থনা পূরণ করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঙ্‌মুখ হইতেছ। ফলতঃ এইরূপ ব্যবহার রঘুবংশীয়দিগের অনুরূপ হইতেছে না। তোমার এই অত্যাচারে নিশ্চয়ই এই বংশ ধ্বংস হইবে। এক্ষণে যদি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও কুলক্ষয় তোমার অভিমত হয় ত বল. আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই আর তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত সুখে কাল হরণ কর।

এইরূপে কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের ক্রোধবেগ উদ্বেল হইলে সমগ্র ধরাতল বিচলিত হইয়া উঠিল। দেবগণেরও অন্তরে ভয় সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন সুধীর বশিষ্ঠ ত্রিলোক একান্ত আকুল দেখিয়া দশরথকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায় ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি অতি ধীর ও ব্রতপরায়ণ। ধর্ম পরিত্যাগ করা আপন-সদৃশ লোকের কর্তব্য নহে। দেখুন, আপনাকে ধর্মশীল বলিয়া লোকে সর্বত্র ঘোষণা করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। অধর্ম-ভার বহন করা আপনার উচিত হইতেছে না। যদি আপনি অঙ্গীকার করিয়া পালন না করেন, নিশ্চয়ই আপনার ইষ্টাপূর্ত বিনষ্ট হইবে। মহারাজ! রাম অস্ত্র শিক্ষা করুন আর নাই করুন, হুতাশন যেমন অমৃতের, বিশ্বামিত্র সেইরূপ রামের রক্ষক হইলে রাক্ষসেরা কদাচই তাঁহার বীর্য সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব রামকে প্রেরণ করুন। রাম মূর্তিমান ধর্মের ন্যায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা বলবান্, সর্বাপেক্ষা বিদ্বান, তপস্যার আশ্রয় ও অস্ত্রজ্ঞ। এই চরাচর জগতের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে না এবং কোন কালে কেহ জানিতেও পারিবে না। দেবতা ঋষি রাক্ষস গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর ও উরগেরাও তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই। আর এই যে মহর্ষিকে দেখিতেছেন, ইনিও সামান্য নহেন। পূর্বে যখন এই কুশিকনন্দন রাজ্য শাসন করিতেন, তৎকালে ভগবান শূলপাণি ইঁহাকে কতকগুলি অস্ত্র প্রদান করেন। ঐ সমস্ত অস্ত্র কৃশাশ্বের পুত্র এবং প্রজাপতি দক্ষের কন্যা জয়া ও সুপ্রভার গর্ভসম্ভূত। পূর্বে জয়া বর লাভ করিয়া অসুর সৈন্য সংহারার্থ অদৃশ্যরূপ পঞ্চাশত এবং সুপ্রভা সংহার নামে উৎকৃষ্ট পঞ্চাশত অস্ত্র প্রসব করেন। ঐ সকল অস্ত্রের আকার নানা প্রকার। উহারা নিতান্ত দুঃসহ মহাবীর্য দীপ্তিশীল ও বিজয়প্রদ এবং উহাদের শক্তির পরিচ্ছেদ করা যায় না। এই কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সমগ্র জ্ঞাত

আছেন। ইনি অপূর্ব অস্ত্রবিদ্যা-বিশেষের সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ইঁহার কিছুই অবিদিত নাই। মহারাজ! এই ধর্মপরায়ণ মহাযশা মহর্ষির প্রভাব এইরূপই জানিবেন। অতএব আপনি ইঁহার সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রকে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র সংকোচ করিবেন না। স্বয়ং বিশ্বামিত্রই সেই নিশাচরগণকে বিনাশ করিতে পারেন, কেবল রামের হিতার্থই আপনার নিকট আসিয়া রামকে প্রার্থনা করিতেছেন।

বশিষ্ঠদেব এইরূপ কহিলে মহীপাল দশরথ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। অতঃপর বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে প্রেরণ করিতে তাঁহার আর কিছুমাত্র আশংকা হইল না।

দ্বাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্টান্তঃকরণে লক্ষ্মণের সহিত রামকে আহ্বান করিলেন। জননী কৌশল্যা ও স্বয়ং রাজা রামের মংগলাচরণ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠও মংগলসূচক মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মংগলাচরণ সম্পন্ন হইলে দশরথ রামচন্দ্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ধূলি-সম্পর্ক-শূন্য সুখস্পর্শ সমীরণ রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত দেখিয়া মৃদুমন্দভাবে বহিতে লাগিল। নভোমণ্ডলে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। অযোধ্যার চারিদিকে শংখনাদ হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাম তৎপশ্চাৎ কাকপক্ষধারী লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন। এই দুই সুকুমারকলেবর রাজকুমারের শরাসন, তূণীর অংগুলিত্রাণ ও খড়্গ অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। ইঁহারা যখন ত্রিশীর্ষ উরগের ন্যায় বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করেন, তৎকালে বোধ হইল যেন, অশ্বিনীতনয়যুগল পিতামহ ব্রহ্মার এবং কার্ত্তিকেয় ও বিশাখ অচিন্ত্যস্বভাব দেবাদিদেব রুদ্রের অনুগমন করিতেছেন। ফলতঃ ইঁহাদিগের গমনকালে দশ দিকে অনির্বচনীয় এক শোভার আবির্ভাব হইল।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজধানী অযোধ্যা হইতে অর্ধযোজনেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া সরযূর দক্ষিণ তীরে 'রাম' এই মধুর নাম উচ্চারণপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এই নদীর জল লইয়া আচমন কর। এক্ষণে কালাতিপাত করা আর কর্তব্য নহে। আমি তোমাকে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্র প্রদান করিতেছি। ঐ মন্ত্রপ্রভাবে বহু পর্যটনেও শ্রান্তি, স্বর ও রূপের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। নিদ্রিত বা কার্যান্তর প্রসংগে অসাবধান থাকিলেও উহার প্রভাবে রাক্ষসেরা পরাভব করিতে পারিবে না। বৎস! এই মন্ত্র জপ করিলে এই পৃথিবীতে—কেবল এই পৃথিবীতে নহে, ত্রিলোক মধ্যেও—তোমার তুল্য বলবান দৃষ্টিগোচর হইবে না। কি সৌভাগ্য কি দাক্ষিণ্য কি তত্ত্বজ্ঞান কি সূক্ষ্মার্থবোধ কোন বিষয়ে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। ইহারই বলে তোমার ন্যায় আর কেহই বাদীর প্রতি প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রয়োগে সমর্থ হইবে না। এই বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা সকল জ্ঞানের প্রসূতি। এই বিদ্যাবলে সর্ববিষয়ে তুমি সকলকেই অতিক্রম করিতে পারিবে। ক্ষুৎপিপাসা তোমাকে কদাচই ক্লেশ প্রদানে শক্ত হইবে না এবং ইহা দ্বারা এই পৃথিবীতে তোমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ হইবে। এই অতুল-প্রভাব-সম্পন্না দুইটি বিদ্যা

পিতামহ ব্রহ্মার কন্যা। আমি তোমাকে এই বিদ্যা প্রদানের বাসনা করিয়াছি। তুমি বিদ্যাদানের যোগ্য পাত্র। তোমার শরীরে বিস্তর গুণ আছে যথার্থ, তথাচ তুমি যদি নিয়মপূর্বক এই দুইটি বিদ্যা অভ্যস্ত করিয়া রাখ, তাহা হইলে ইহা দ্বারা সমধিক ফল দর্শিতে পারিবে।

অনন্তর ভীমবিক্রম রাম হাস্যমুখে আচমনপূর্বক পবিত্র হইয়া বিশ্বামিত্র হইতে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ দুই বিদ্যা গ্রহণ করিয়া শরৎকালীন সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ রজনী উপস্থিত। তখন রাম গুরুদেব বিশ্বামিত্রের প্রতি শিষ্যোচিত কার্যসকল সংসাধন করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে লইয়া সরযূর তটে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ আপনাদিগের একান্ত অযোগ্য তৃণশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মধুর আলাপে তাঁহাদিগকে তন্নিবন্ধন কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিতে হইল না। বিভাবরীও প্রভাত হইল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ রজনী প্রভাত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! প্রাতঃসন্ধ্যার বেলা উপস্থিত, গাত্রোত্থান কর, এক্ষণে শৌচক্রিয়া সম্পাদন ও ধ্যানাদি করিতে হইবে।

রাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মধুর আহবানে লক্ষ্মণের সহিত পর্ণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং স্নান অর্ঘ্যদান ও সাবিত্রীজপ সমাপনপূর্বক তপোধন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া প্রহৃষ্টমনে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর্য রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ গমন করিতে করিতে দেখিলেন, এক স্থলে ত্রিপথবাহিনী জাহ্নবী সরযূর সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই গঙ্গা-সরযূর শুভ সঙ্গমে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। ঐ আশ্রমে ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারা উভয়ে এই রমণীয় আশ্রমপদ অবলোকনপূর্বক যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! এই পবিত্র আশ্রমটি কাহার এবং কেই বা এই স্থানে বাস করিতেছেন? আপনি বলুন, ইহা শুনিতে আমাদিগের একান্ত কৌতূহল হইতেছে।

তখন বিশ্বামিত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাম! এইটি যাঁহার আশ্রম ছিল, আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর! লোকে যাঁহাকে কাম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে, পূর্বে সেই অনঙ্গদেব মূর্তিমান্ ছিলেন। তাঁহারই এই আশ্রম। একদা কৈলাসনাথ শিব সমাধি ভঙ্গ করিয়া দেবগণের সহিত বিলাস-স্থানে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঐ নির্বোধ কন্দর্প তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদন করেন। এই অপরাধে মহাত্মা রুদ্র রোষ-কলুষিত লোচনে হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্র কন্দর্পের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদয় স্খলিত ও ভস্মীভূত হইয়া যায়, তদবধি কন্দর্প অনঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হন। রাম! এই স্থানে কাম অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত এই প্রদেশের নাম অঙ্গদেশ হইয়াছে। এই সমস্ত আশ্রমস্থ ধর্মপরায়ণ মুনি পূর্ব-পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে তাঁহারই শিষ্য। ইঁহারা নিষ্পাপ। বৎস! অদ্য আমরা এই গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গমে রজনী যাপন করিয়া কল্য পার হইয়া যাইব।
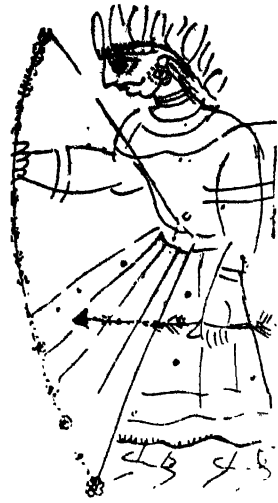
আইস, এক্ষণে আমরা স্নান জপ ও হোম সমাপনপূর্বক পবিত্র হইয়া এই পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করি। এই স্থানে বাস করা আমাদিগের শ্রেয় হইতেছে। এইখানে থাকিলে আমরা পরম সুখে নিশা যাপন করিতে পারিব।

বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে তপোবনবাসী তাপসেরা তপোবললব্ধ দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে তাঁহাদিগকে আগত জানিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা সর্বাগ্রে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের অতিথি-সৎকার করিয়া পশ্চাৎ রাম-লক্ষ্মণের যথোচিত আতিথ্য করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উঁহাদের নিকট প্রতিপূজা লাভ করিয়া নানা কথাপ্রসঙ্গে মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসিল। তখন সকলে অনন্যমনে যথাবিধানে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন। তৎপরে শয়নকাল উপস্থিত হইলে আশ্রমস্থ ঋষিরা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সকলকে বিশ্রাম-স্থানে লইয়া গেলেন। বিশ্বামিত্রও সেইসকল ব্রতপরায়ণ ঋষিদিগের সহিত পরম সুখে সেই সর্বকামপ্রদ আশ্রমপদে বাস করিয়া অতি মনোহর কথায় প্রিয়দর্শন রাম ও লক্ষ্মণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্বিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র আহ্নিক-ক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং রাম ও লক্ষ্মণকে অনুবর্তী করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে আশ্রমবাসী ঋষিরা একখানি উৎকৃষ্ট তরণী আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! আপনি এই রাজকুমারদিগকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় আরোহণ করুন। আর বিলম্ব করিবেন না। এক্ষণে গঙ্গা পার হইয়া নির্বিঘ্নে চলিয়া যাউন।

বিশ্বামিত্র ঋষিগণের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তরণীযোগে সেই সাগরগামিনী গঙ্গা পার হইতে

লাগিলেন। নৌকা যখন নদীর জলরাশি ভেদ করিয়া চলিল, তখন উহার তরঙ্গ-সঙ্গ-পরিবর্ধিত একটি তুমুল ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহারা গঙ্গার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত এই শব্দের কারণ জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! এই যে তরণী সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গরাশি নিপীড়িত করিয়া চলিয়াছে, তাহারই কি এই তুমুল শব্দ? ধর্মাত্মা মহর্ষি রামের এইরূপ কৌতূহল-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে মন দ্বারা একটি উৎকৃষ্ট সরোবর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার মানস সৃষ্টি বলিয়া উহার নাম মানস সরোবর হইয়াছে। যে নদী অযোধ্যাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে এই মানস সরোবর হইতে নিঃসৃত হওয়াতেই উহার নাম সরযূ হইয়াছে। রাম! সরযূরই এই কল্লোল শব্দ। এই স্থলে সরযূ গঙ্গার সহিত সমাগত হইতেছে। দেখ, নৌকার আগমন-বেগে গঙ্গা ও সরযূর জল ক্ষুভিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে তুমি মনঃসমাধানপূর্বক ঐ দুই নদীকে প্রণাম কর।

অনন্তর ধার্মিক রাম ও লক্ষ্মণ ঐ দুই নদীকে প্রণাম করিয়া উহাদের দক্ষিণ তীর দিয়া দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে জনসঞ্চারশূন্য অতি ভীষণ এক অরণ্য রামের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি বিশ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, তপোধন! এই বন কি দুর্গম! ইহা নিরন্তর ঝিল্লিরবে পরিপূর্ণ, ভীষণ শ্বাপদকুলে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। এই কাননের মধ্যে নানাপ্রকার বিহঙ্গ ভয়ঙ্কর স্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ও হস্তিসকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। ধব, অশ্ব, কর্ণ, ককুভ বিল্ব, তিন্দুক, পাটল ও বদরী প্রভৃতি তরুরাজি চারিদিকে বিরাজিত আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই ভীষণ বনটি কাহার?

বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! এই ভয়ঙ্কর অরণ্য যে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আমি কহিতেছি শ্রবণ কর। বহুদিবস হইল এই স্থানে মলদ ও করূষ নামে দেব-নির্মিত অতি সমৃদ্ধ দুইটি জনপদ ছিল। পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রবধ-কালে ক্ষুধিত মলদিগ্ধ ও ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে বসু প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিগণ গঙ্গাজল-পূর্ণ কলসদ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলে তাঁহার কলেবর হইতে মল প্রক্ষালিত হয়। অনন্তর তাঁহারা এই ভূভাগে ইন্দ্রের সেই শরীরজ মল ও কারূষ (ক্ষুধা) দান করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন। তদবধি ইন্দ্রও নির্মল এবং ক্ষুধাশূন্য হইয়া পূর্ববৎ বিশুদ্ধ হন। তৎপরে তিনি এই ভূভাগের উপর যৎপরোনাস্তি তুষ্টি লাভ করিয়া কহিলেন যে, যখন এই প্রদেশ আমার শরীরের মল ধারণ করিল তখন ইহা মলদ ও করূষ নামে অতিপ্রবৃদ্ধ দুইটি জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। দেবগণ ইন্দ্রকে এইরূপ বর দান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। বৎস! বহুদিন অবধি এই মলদ ও করূষ ধনধান্য-সম্পন্ন অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তৎপরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাড়কা নাম্নী কামরূপিণী দুষ্টচারিণী এক যক্ষী এই জনপদ বিনষ্ট করে। ঐ তাড়কা সুন্দের ভার্যা। সে স্বয়ং সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে। ইহার পুত্রের নাম মারীচ। এই মারীচের বাহুযুগল বর্তুলাকার, মস্তক সুপ্রশস্ত, আস্যদেশ বিশাল ও শরীর সুদীর্ঘ। এই বিকট-দর্শন রাক্ষস সততই প্রজাগণের মনে ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে তাড়কা অর্ধযোজনেরও কিছু অধিক দূরে পথরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। আমাদিগকে সেই তাড়কার বন দিয়া গমন করিতে

হইবে। অতএব তুমি স্বীয় ভুজবলে ঐ রাক্ষসীকে বিনাশ করিও। আমার নিদেশে এই অরণ্যপ্রদেশ পুনরায় তোমাকে নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। তাড়কা বাস করিতেছে বলিয়া এই স্থানে কেহই আর সাহস করিয়া আসিতে পারে না। ঐ ঘোরদর্শনা নিশাচরী এই বন উৎসন্ন করিতেছে। অদ্যাপি ক্ষান্ত হইতেছে না। উহাকে নিবারণ করিতে পারে এমনও আর কেহ নাই। বৎস! যে কারণে এই অরণ্য এইরূপ ভয়ংকর হইয়াছে এই আমি তাহা কীর্তন করিলাম।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ পুরুষোত্তম রাম অমিতপ্রভাব মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি, যক্ষদিগের শৌর্য বীর্য অতি যৎসামান্য, সুতরাং সেই অবলা কিরূপে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে?

বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে পুলকিত করত কহিলেন, বৎস! তাড়কা যে কারণে এইরূপ বল লাভ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পূর্বে সুকেতু নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত যক্ষ ছিল। সে একসময়ে সন্তান-কামনায় সদাচার অবলম্বনপূর্বক অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করে। সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা ঐ তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে তাড়কা নামে এক কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে কন্যা দিয়া উহার দেহে সহস্র হস্তীর বল যোজনা করিয়া দেন। কিন্তু ব্রহ্মা তৎকালে লোক-পীড়া পরিহারার্থ সুকেতুর পুত্র-প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই।

অনন্তর তাড়কা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যুবতী ও রূপবতী হইলে সুকেতু তাহাকে জম্ভ-নন্দন সুন্দের হস্তে সমর্পণ করে। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাড়কার গর্ভে মারীচ নামে এক পুত্র জন্মে। বৎস! এই মারীচ শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। এক্ষণে যে কারণে ইহার এইরূপ রাক্ষসত্ব লাভ হয়, তাহাও শ্রবণ কর।

মহর্ষি অগস্ত্য কোন অপরাধে সুন্দকে বিনাশ করিলে তাড়কা ও মারীচ বৈরনির্যাতনে অভিলাষ করিয়াছিল। তাড়কা ক্রোধে তর্জনগর্জনপূর্বক ঋষিকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন ভগবান্ অগস্ত্য সুকেতুসুতাকে এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া মারীচকে কহিলেন, রে দুষ্ট! তুই আমাব অভিশাপে রাক্ষস হইয়া থাক। তিনি মারীচকে এইরূপ কহিয়া রোষকষায়িতলোচনে তাড়কাকেও কহিলেন, যক্ষি! তুই বিকৃতবেশে বিকটাস্যে মনুষ্য-ভক্ষণে অভিলাষী হইয়াছিস, অতএব অবিলম্বে এই যক্ষীরূপ পরিত্যাগ করিয়া দারুণ রাক্ষসীরূপ ধারণ কর। বৎস! এক্ষণে সেই তাড়কা অগস্ত্য-শাপে জাতক্রোধ হইয়া অগস্ত্যেরই এই পবিত্র আশ্রম উৎসন্ন করিতেছে। তুমি গো-ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত এই দুর্বৃত্তাকে বিনাশ কর। ত্রিলোকমধ্যে তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই এই শাপগ্রস্তা রাক্ষসীকে বিনাশ করিতে সাহসী হইবে না। হে পুরুষোত্তম! স্ত্রীবধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুমাত্র ঘৃণা করিও না। দেখ চাতুর্বর্ণ্যের হিতের নিমিত্ত রাজপুত্রের ইহা কর্তব্যই হইতেছে। যিনি লোক-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রজাবর্গকে নির্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কি নৃশংস কি অনৃশংস কি পাপকর কি অযশস্কর সকল প্রকার কার্যই করিতে হইবে। যাঁহারা রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম। অতএব তুমি অধর্মপরায়ণা তাড়কাকে বিনাশ কর। ঐ রাক্ষসীর হৃদয়ে ধর্মের

লেশমাত্র নাই। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্বকালে বিরোচন-সুতা মন্থরা পৃথিবী বিনাশের সংকল্প করিয়াছিল, সুররাজ ইন্দ্র তাহাকে সংহার করেন। মহর্ষি শুক্রের জননী, পতিপরায়ণা ভৃগুপত্নী অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিয়াছিলেন, বিষ্ণুই তাঁহাকে বিনাশ করেন। বৎস! এই সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য অনেকানেক রাজপুত্র অধর্মশীলা নারীকে বধ করিয়াছেন। অতএব তুমিও স্ত্রী-হত্যায় ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিদেশে ঐ নিশাচরীকে সংহার কর।

ষড়্বিংশ সর্গ॥ রঘুকুল-তিলক রাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ উৎসাহকর বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগবন্! আসিবার কালে পিতা বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজন-সন্নিধানে আমাকে কহিয়াছিলেন, বৎস! কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র তোমাকে যাহা আদেশ করিবেন, তুমি অকুণ্ঠিত মনে তাহা শিরোধার্য করিয়া লইবে; সুতরাং পিতার নিদেশ ও পিতার বাক্য-গৌরব এই উভয় কারণে আপনার যেরূপ আজ্ঞা আমি তাহাই পালন করিব; কদাচই অবহেলা করিব না। এক্ষণে আমি গো-ব্রাহ্মণের হিত এবং দেশের হিতের নিমিত্ত তাড়কাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব।

এই বলিয়া রাম শরাসন গ্রহণপূর্বক ভীষণরবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ টঙ্কারশব্দে অরণ্যের জীবজন্তুসকল চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। নিশাচরী তাড়কা একান্ত আকুল হইয়া শরাসন-নিস্বন লক্ষ্য করত ক্রোধভরে মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম সেই বিকটাননা বিকৃতদর্শনা দীর্ঘাঙ্গী নিশাচরীকে নিরীক্ষণপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ যক্ষিণীর আকার কি ভয়ঙ্কর! উহারে দেখিলে কি ভীরু কি সাহসী সকলেরই হৃদয় কম্পিত হয়। দেখ, আমি এখন ঐ মায়াবিনীর নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়া উহাকে দূর হইতেই নিবৃত্ত করি। বল ত, উহার পরপরাভব-শক্তি ও অপ্রতিহত গতি এই উভয়ই অপহরণ করিয়া লই। কিন্তু বৎস! স্ত্রীজাতি বলিয়া এক্ষণে উহাকে বধ করিতে আমার কোন মতেই অভিরুচি হইতেছে না।
রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে তাড়কা ক্রোধে অধীর

হইয়া বাহু উত্তোলন ও তর্জনগর্জনপূর্বক তাঁহারই অভিমুখে বেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্র হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক, তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া 'বিজয়ী হও' বলিয়া রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ক্ষণমাত্রেই তাড়কা নভোমণ্ডলে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া ঐ দুই বীরকে বিমোহিত করিল এবং মায়া বিস্তারপূর্বক অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন রাম আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি শরনিকরে ঐ রাক্ষসীর শিলাবর্ষণ নিবারণপূর্বক তাহার বাহুযুগল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সে ছিন্নহস্তা ও যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্তা হইলেও তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং তদ্দণ্ডে তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর কামরূপিণী তাড়কা বিবিধ রূপ ধারণপূর্বক প্রচ্ছন্ন হইয়া রাক্ষসী-মায়ায় রাম ও লক্ষ্মণকে বিমোহিত করত অনবরত শিলাবর্ষণ ও প্রচণ্ডভাবে সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন, রাম! তুমি স্ত্রীজাতি বলিয়া ঘৃণা করিও না। এই যজ্ঞনাশিনী পাপীয়সী ক্রমশঃই আপনার মায়াবল পরিবর্ধিত করিবে। নিশাচরেরা সন্ধ্যাকালে যারপরনাই দুর্নিবার হইয়া থাকে। অতএব সায়ংকাল উপস্থিত হইতে না হইতে তুমি ইহাকে বিনাশ কর।

তাড়কা এতক্ষণ অন্তর্ধান করিয়াছিল, রাম কণ্ঠস্বরানুসারে প্রত্যভিজ্ঞান লাভপূর্বক তাহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এইরূপ নিরূপণ করিয়া অবিলম্বে শরনিকরে রোধ করিলেন। তখন রাক্ষসী রাম-শরে নিরুদ্ধ হইয়া প্রচ্ছন্নভাব পরিত্যাগপূর্বক সিংহনাদ করিতে করিতে ধাবমান হইল। রাম তাহাকে বজ্রের ন্যায় মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শর দ্বারা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। সেও তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ গগনমার্গে আরোহণপূর্বক এই ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা তাড়কাকে রামের শরে সমরে শয়ন করিতে দেখিয়া প্রীতমনে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এই রাক্ষসী-বিনাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমাকে রামের প্রতি একটি স্নেহের কার্য প্রদর্শন করিতে হইবে। তুমি প্রজাপতি কৃশাশ্বের তপোবলসম্পন্ন তনয়দিগকে এই রামের হস্তে সমর্পণ কর। রাম তোমার দানের উপযুক্ত পাত্র এবং তোমারই শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত। এই রাজকুমার হইতে অমরগণের মহৎ কার্য সাধিত হইবে। এই বলিয়া দেবগণ বিশ্বামিত্রকে সমুচিত সৎকার করিয়া হৃষ্টমনে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। তখন বিশ্বামিত্র তাড়কাবধে অতিমাত্র প্রীত হইয়া রামের মস্তকাঘ্রাণপূর্বক কহিলেন, প্রিয়দর্শন! আইস, আজি আমরা এই স্থানেই রাত্রি যাপন করি। কল্য প্রভাতে আমার আশ্রমে গমন করিব। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে রজনী অতিবাহন করিতে লাগিলেন। ঐ দিবসাবধি সেই অরণ্য নিষ্কণ্টক হইয়া চৈত্ররথ-কাননের ন্যায় একান্ত রমণীয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে দশরথ-তনয় রাম সুকেতুসুতা তাড়কাকে বিনাশ করিযা দেবতা ও সিদ্ধগণের প্রশংসাবাদ শ্রবণপূর্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে বিশ্বামিত্র গাত্রোত্থান করিয়া সহাস্যমুখে মধুর স্বরে রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি এক্ষণে তোমাকে প্রীতি-নিবন্ধন কতকগুলি দিব্যাস্ত্র প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্রের শক্তি অতি অদ্ভুত। অন্যের কথা দূরে থাক, গন্ধর্ব ও উরগ জাতির সহিত সুরাসুরগণ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তুমি ঐ সকল অস্ত্রপ্রভাবে তাঁহাদিগকে রণক্ষেত্রে অক্লেশেই পরাজয় করিতে পারিবে। অতএব আমি এক্ষণে তোমাকে দিব্য দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, অতি উগ্র ঐন্দ্রচক্র, বজ্র, শৈবশূল, ব্রহ্মশির অস্ত্র, ইষীকাস্ত্র, ব্রাহ্ম অস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নামক প্রদীপ্ত দুই গদা, ধর্ম-পাশ, কাল-পাশ, বারুণ-পাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক দুই অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, মুখ্য বায়ব্যাস্ত্র, হয়শির অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিণী এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র রাক্ষসগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত প্রদান করিব। তৎপরে তুমি বৈদ্যাধর অস্ত্র, নন্দন নামক অসিরত্ন, মোহন নামক গান্ধর্ব অস্ত্র, প্রস্বাপণাস্ত্র, প্রশমনাস্ত্র, সৌম্যাস্ত্র, বর্ষণাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, সন্তাপনাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র, অনঙ্গের প্রিয় নিতান্ত দুঃসহ মাদনাস্ত্র, মানব নামক গান্ধর্বাস্ত্র ও মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র আমার নিকট গ্রহণ কর। অনন্তর তামসাস্ত্র, মহাবল সৌমনাস্ত্র, দুর্ধর্ষ সম্বর্তাস্ত্র, মৌষলাস্ত্র, সত্যাস্ত্র, মায়াময়াস্ত্র, শত্রুতেজোপকর্ষণ তেজঃপ্রভ নামক সৌরাস্ত্র, সোমাস্ত্র, শিশিরাস্ত্র, ত্বাষ্ট্র অস্ত্র ও শীতশর এই সমস্ত কামরূপী মহাবল অস্ত্রশস্ত্র তুমি শীঘ্রই আমা হইতে গ্রহণ কর।

যে-সমস্ত অস্ত্র সুরগণেরও সুলভ নহে, বিপ্রবর বিশ্বামিত্র সেই সকল মন্ত্রাত্মক অস্ত্র রামচন্দ্রকে প্রদান করিবার মানসে পূর্বাস্য হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন দিব্যাস্ত্রজাল রামের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাঘব! আমরা আপনার কিঙ্কর, আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, তদনুসারে সকল কার্যই সাধন করিব।

রামচন্দ্র দিব্যাস্ত্রসমূহ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রসন্নমনে তাহাদিগকে করস্পর্শপূর্বক অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, হে দিব্যাস্ত্রগণ! অতঃপর তোমরা
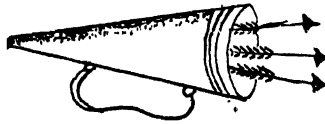
স্মৃতিমাত্রেই আমার নিকট উপস্থিত হইবে। রামচন্দ্র অস্ত্রগণকে এই বলিয়া প্রীতমানসে বিশ্বামিত্রকে অভিবাদনপূর্বক গমনের উপক্রম করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ এইরূপে রামচন্দ্র পবিত্র হইয়া অস্ত্রগ্রহণপূর্বক প্রফুল্ল মুখে গমন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে অস্ত্র লাভ করিয়া দেবগণেরও দুরতিক্রমণীয় হইয়াছি। কিন্তু কি প্রকারে

এই সকল অস্ত্রের উপসংহার করিতে হয়, তাহা জানিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। রাম এইরূপ প্রার্থনা করিলে ধৈর্যশীল শুদ্ধস্বভাব মহাতপা বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! তুমি দানের উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে সংহারমন্ত্র প্রদান করিয়া পরিশেষে কহিলেন, বৎস! তুমি সত্যবৎ, সত্যকীর্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্যালক্ষ্যবিমোচ, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, স্বনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্য-প্রমথন, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান ও বরুণ, এই সমস্ত কামরূপী মহাবল দীপ্তিশীল অস্ত্র গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হইবে। তখন রাম যথাজ্ঞা বলিয়া হৃষ্টচিত্তে ঋষিপ্রদত্ত অস্ত্রসকল গ্রহণ করিলেন। ঐ সকল অস্ত্র দিব্যদেহ-যুক্ত প্রভাজাল-জড়িত ও সুখপ্রদ। উহাদের মধ্যে কেহ জ্বলন্ত অঙ্গার-সদৃশ কেহ ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ এবং কেহ কেহ বা চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃ-যুক্ত। এই সকল দিব্যাস্ত্র রামচন্দ্রের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া মধুর বাক্যে কহিল, হে পুরুষপ্রধান! আমরা আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনার কি করিব। রাম উহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দিব্যাস্ত্রগণ! তোমরা এখন যথা ইচ্ছা গমন কর। কার্যকাল উপস্থিত হইলে আমার স্মৃতিপথে প্রাদুর্ভূত হইয়া সাহায্য করিও। তখন দিব্যাস্ত্রগণ তাহাই হইবে বলিয়া রামের আদেশ শিরোধার্য করত তাঁহাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

এইরূপে রাম প্রয়োগ ও সংহারের সহিত অস্ত্রশস্ত্রসকল সম্যক অবগত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি গমন করিতে করিতে মধুর বাক্যে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! ঐ পর্বতের অদূরে নিবিড় মেঘের ন্যায় পাদপদল অবিরলভাবে শোভা পাইতেছে। ঐ স্থান অতি রমণীয়। উহার ইতস্ততঃ মৃগসকল সঞ্চরণ ও বিহঙ্গেরা মধুর স্বরে কূজন করিতেছে। আমরা একটি লোমহর্ষণ অরণ্য অতিক্রম করিয়া আইলাম। কিন্তু এই প্রদেশ সুখ-সঞ্চারের উপযোগী দেখিয়া ইহা যেন একটি আশ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে বলুন, ইহা কাহার আশ্রম! হে ব্রহ্মন্! যে স্থলে পাপাত্মা ব্রাহ্মণঘাতক দুরাচার নিশাচরেরা আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়া থাকে, যথায় আপনার যজ্ঞ রক্ষা ও তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে সেই আশ্রম আর কত দূরে আছে?

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ অমিতপ্রভাব রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! এই যে আশ্রমটি দেখিতেছ, ইহা মহাত্মা বামনের পূর্বাশ্রম। এই স্থানে বামনদেব সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম সিদ্ধাশ্রম হইয়াছে। পূর্বে সুরবৃন্দবন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু তপোনুষ্ঠানার্থ বহু সহস্র বৎসর এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে ত্রিলোকবিখ্যাত বিরোচন-তনয় মহারাজ বলি ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্ববীর্য-প্রভাবে পরাজয় করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। এক সময়ে ঐ মহাবল মহাসমারোহে একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বলি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সুরগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী করিয়া এই তপোবনে বিষ্ণুর

সন্নিধানে আগমনপূর্বক কহিয়াছিলেন, বিষ্ণো! বিরোচন-নন্দন বলি এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণ করিয়াছে। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতেই তোমাকে একটি সুরকার্য সাধন করিতে হইবে। এক্ষণে দিগ্‌দিগন্ত হইতে যাচকেরা ঐ যজ্ঞে আগমন করিতেছে। দানবরাজ বলিও যাহার যেরূপ প্রার্থনা পরম সমাদরে তাহাই দিতেছে। এই সুযোগে তুমি মায়াযোগ অবলম্বনপূর্বক খর্বকায় হইয়া দেবগণের শুভ সাধনে প্রবৃত্ত হও।

বৎস! যখন সুরগণ নারায়ণকে বামনরূপে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন, তৎকালে পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তেজঃপ্রদীপ্ত ভগবান্ কশ্যপ দেবী অদিতির সহিত দিব্য সহস্র বৎসর একটি ব্রত পালন করিতেছিলেন। তিনি ব্রত সমাপন-পূর্বক বরদানোন্মুখ মধুসূদনকে স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, হে দেব! তুমি তপোময় তপোরাশি তপোমূর্তি ও জ্ঞানস্বরূপ। আমি তপোবলেই তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। হে প্রভো! আমি তোমার শরীরের মধ্যে এই সমুদয় জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি অনাদি ও অনন্ত। আমি এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম।

দেবদেব নারায়ণ কশ্যপের স্তুতিবাদে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তাপস! তুমি বরদানের উপযুক্ত, এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ প্রার্থনা কর! তোমার মঙ্গল হইবে। মরীচি-তনয় কশ্যপ নারায়ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি, অদিতি ও দেবগণ আমরা সকলেই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ কর। তুমি অদিতির গর্ভে আমার পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হও। হে দনুজদলন! এক্ষণে সুরপতি ইন্দ্রের অনুজ হইয়া শোকাকুল সুরগণকে সাহায্য দান কর। তোমার প্রসাদে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি যে মানসে এই স্থানে বাস করিতেছ তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। অতঃপর সুরকার্য সাধনের নিমিত্ত এ স্থান হইতে উত্থিত হও।

অনন্তর নারায়ণ, দেবী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণপূর্বক দানবরাজ বলির নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলির নিকট উপস্থিত হইয়াই ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন এবং লোকহিতার্থে পাদত্রয়ে এই ত্রিলোক আক্রমণ করিলেন। রাম! এইরূপে বামন আপনার বলে বলিকে বন্ধন করিয়া সুররাজকে পুনরায় ত্রৈলোক্য-রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। বৎস! বামনদেব পূর্বে এই শ্রমনাশন আশ্রমে বাস করিতেন। এক্ষণে আমি তাঁহারই প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই আশ্রম আশ্রয় করিয়া আছি। যজ্ঞবিঘ্নকর নিশাচরগণ এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে। এই স্থানেই তোমারে সেই দুরাচারদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। বৎস! আজি আমরা সেই সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করিব। এই আশ্রমে আমার ন্যায় তোমারও সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রীতমনে রাম ও লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আশ্রমপ্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুনর্বসুনক্ষত্রযুক্ত নীহার-নির্মুক্ত শশধরের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব এক শোভা হইল। সিদ্ধাশ্রমবাসী তাপসেরা বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া যথোচিত উপচারে তাঁহার অর্চনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে অর্চনা করিয়া রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণেরও আতিথ্য সংকার করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ক্ষণকালমধ্যে শ্রান্তি দূর করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কুশিকনন্দনকে কহিলেন, তপোধন! আপনি আজিই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন।

আপনার মঙ্গল হইবে। আপনার সংকল্প সিদ্ধ হইয়া এই আশ্রমের নাম সার্থক হউক। আপনি যাহা যাহা কহিলেন, অবিলম্বেই তৎসমুদয় সফল হউক।

জিতেন্দ্রিয় বিশ্বামিত্র তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ দিবস যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রজনী উপস্থিত। স্কন্দ ও বিশাখ-সদৃশ রাম ও লক্ষ্মণ পরম সুখে নিদ্রিত হইয়া প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। উভয়ে পবিত্র হইয়া সন্ধ্যাবন্দন অর্ঘ্যদান ও জপ-সমাপন করিয়া হুত-হুতাশন এবং সুখাসীন মহর্ষি কৌশিককে অভিবাদন করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দেশকালজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণ অবসরোচিত বাক্যে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে সময়ে মারীচ ও সুবাহুকে আপনার যজ্ঞ রক্ষার্থে নিবারণ করিতে হইবে, আপনি আমাদিগকে তাহা নিদেশ করিয়া দেন। দেখিবেন, সেই কাল যেন অতীত না হয়। সিদ্ধাশ্রমবাসী ঋষিগণ রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থে উদ্যত দর্শন করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি কৌশিক দীক্ষিত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ দেখিয়া অন্যান্য তাপসেরা মধুর বাক্যে কহিলেন, হে রাজকুমারযুগল! এক্ষণে মহর্ষি দীক্ষিত হইয়াছেন এবং এই ছয় রাত্রি মৌনাবলম্বন করিয়াই থাকিবেন। অতএব তোমরা অদ্যাবধি এই কয়েক রাত্রি তপোবন রক্ষা কর। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিগণের এইরূপ নিদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া শরাসন ও বর্ম ধারণপূর্বক দিবানিশি সেই তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নিদ্রাবেগ পরিহারপূর্বক যাহাতে যজ্ঞে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ পঞ্চম দিবস অতীত ও ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইল। তখন রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এখন সতর্ক হইয়া সততই সজ্জীভূত থাক।

এদিকে যজ্ঞবেদিতে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মা, পুরোহিত এবং ভগবান্ বিশ্বামিত্র উপবেশন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ন্যায়ানুসারে যজ্ঞকার্য সাধন

করিতেছিলেন। কুশ কাশ স্রুক সমিধ কুসুম ও পানপাত্র ঐ বেদির চতুর্দিকে অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। ইত্যবসরে সহসা ঐ বেদি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। গগনমণ্ডলে ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। জলদজাল বর্ষাকালে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ভীষণ গর্জন বজ্রাঘাত ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত করিলে যেমন দেখিতে হয়, সেইরূপভাবে রাক্ষসেরা নানা প্রকার মায়া বিস্তার করত মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। মারীচ, সুবাহু এবং ইহাদিগের অনুচর নিশাচরসকল উগ্রমূর্তি পরিগ্রহপূর্বক উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ-বেদির উপর অনবরত রুধির-ধারা বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল।

তখন রাম বেদির উপর রক্তবৃষ্টি হইতে দেখিয়া ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, রাক্ষসেরা দ্রুতবেগে দলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণের প্রতি নেত্র নিক্ষেপপূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, আমি এক্ষণে এই অল্পপ্রাণ রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে চাহি না। বরং মানবাস্ত্র দ্বারা বায়ুবেগে মেঘের ন্যায় এই সমস্ত দুর্বৃত্ত মাংসাশীদিগকে দূরে অপসারিত করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি রোষভরে শরাসনে তেজঃ-প্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট মানবাস্ত্র সন্ধান করিয়া মারীচের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ সেই মানবাস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া শতযোজন দূরে মহাসাগরে নিপতিত হইল। তখন রাম মারীচকে অস্ত্রবলপীড়িত হতচেতন ও ঘূর্ণায়মান দেখিয়া এবং তাহাকে এককালে যুদ্ধে নিরস্ত স্থির করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ, লক্ষ্মণ! আমার এই মনু-প্রযুক্ত মানবাস্ত্র মারীচকে বিনাশ করিল না, কেমন, কিন্তু উহাকে বিচেতন করিয়া দূরে লইয়া গেল। অতঃপর আমি এই সমস্ত পাপাচারী যজ্ঞের অপকারী নির্ঘৃণ শোণিতপায়ীদিগকে বিনাশ করিব। এই বলিয়া তিনি অবিলম্বে কার্মুকে আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধানপূর্বক লক্ষ্মণকে হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া সুবাহুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সুবাহু রাম-শরাসন-নির্মুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রণশায়ী হইল। মহাবীর রাম সুবাহুকে বিনাশ করিয়া বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দেবাসুর-সংগ্রামে বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় রামের যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন।
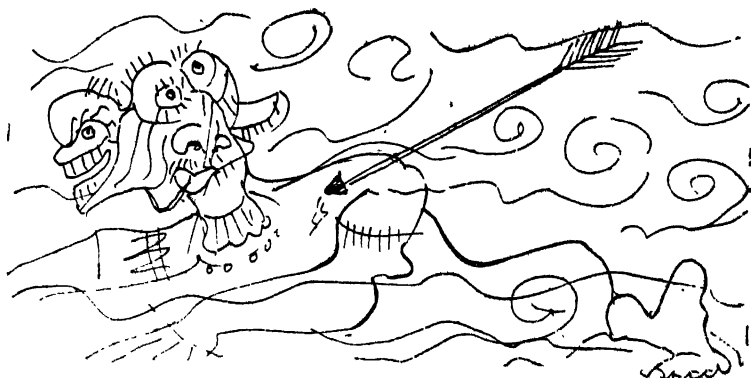
অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং ঐ প্রদেশকে একান্ত নিরুপদ্রব দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইলাম। তুমি গুরুবাক্য যথার্থতঃই প্রতিপালন করিলে। অতঃপর এই আশ্রমও যথার্থতঃই সিদ্ধাশ্রম হইল। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা-উপাসনা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ ॥ এইরূপে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ রাক্ষস-বিনাশে কৃতকার্য হইয়া পুলকিত মনে সেই তপোবনে নিশা যাপন করিলেন। শর্বরী প্রভাত হইলে তাঁহারা প্রাতঃকৃত্যসমুদয় সমাপন করিয়া মহর্ষিগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী কৌশিককে অভিবাদন করিয়া উদার ও মধুর বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনার এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত, আজ্ঞা করুন, আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে।

রাম ও লক্ষ্মণ বিনীতভাবে এইরূপ কহিলে বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, মিথিলাধিপতি জনক ধর্মপ্রধান এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন। আমরা সকলেই সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিব। বৎস! এখন আমাদিগের সমভিব্যাহারে তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে। তুমি তথায় গমন করিলে জনকের এক অদ্ভুত শরাসন দর্শন করিতে পাইবে। পূর্বকালে দেবতারা মহারাজ দেবরাতের যজ্ঞ-সভায় উহা প্রদান করিয়াছিলেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, সুরাসুর রাক্ষস ও গন্ধর্বেরাও ঐ কঠোর ও ভয়ঙ্কর কার্মুকে গুণ আরোপণ করিতে পারেন না। অনেকানেক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ও রাজকুমার উহার শক্তি জানিবার আশয়ে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন রূপেই উহাতে গুণ সংযোগ করিতে পারেন নাই। জনকরাজ ঐ উৎকৃষ্ট মুষ্টি-বন্ধন-স্থান-যুক্ত ধনুরত্ন দেবগণের নিকট যজ্ঞফল-স্বরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবতারা উহা তাঁহাকে প্রদান করেন। এক্ষণে তিনি আরাধ্য দেবতার ন্যায় উহাকে স্বগৃহে রাখিয়া বিবিধ গন্ধ ও অগুরুগন্ধী ধূপ দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন। বৎস! চল, তুমি মিথিলা দেশে মহাত্মা জনকের সেই ধনু ও অদ্ভুত যজ্ঞ দর্শন করিয়া আসিবে।

অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসগণের সহিত মিথিলায় গমন করিবার উদ্দেশে বনদেবতাদিগকে আমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, বনদেবতাগণ! আমি এক্ষণে এই সিদ্ধাশ্রম হইতে পূর্ণমনোরথ হইয়া উত্তর দিকে ভাগীরথীতীরে হিমাচলে চলিলাম। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তিনি বনদেবতাদিগকে এইরূপ কহিয়া সিদ্ধাশ্রমকে প্রদক্ষিণপূর্বক রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসের সহিত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ শতসংখ্য শকটে অগ্নিহোত্রের যাবতীয় দ্রব্য আরোপিত করিয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ আশ্রমের মৃগপক্ষিসকল কিয়দ্দূর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিল।

ক্রমশঃ দিবাবসান হইয়া আসিল। মহর্ষিগণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। দিবাকরও অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ সায়ংতন স্নান সমাপন ও অগ্নিহোত্র সমাধানপূর্বক বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলে আসন গ্রহণ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া মহর্ষি কৌশিকের সম্মুখে

উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাম কৌতূহলপরবশ হইয়া কুশিকনন্দনকে কহিলেন, ভগবন্! যথায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি ইহা কোন্ স্থান? বলুন, শুনিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ কৌশিক কহিলেন, বৎস! পূর্বে কুশ নামে ব্রতপরায়ণ ধর্মশীল এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ভগবান স্বয়ম্ভূর পুত্র। তাঁহার ভার্যার নাম বৈদর্ভী। সজ্জন-প্রতিপূজক মহাতপা কুশ এই সৎকুল-প্রসূতা পত্নী হইতে রূপগুণে আপনার অনুরূপ মহাবল-পরাক্রান্ত চারিটি পুত্র লাভ করেন। ইঁহাদের নাম কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজা ও বসু। ইঁহারা সকলেই উৎসাহ-সম্পন্ন ও দীপ্তিশীল ছিলেন। একদা কুশ ক্ষত্রিয় ধর্ম পরিবর্ধিত করিবার আশয়ে এই সমস্ত ধার্মিক সত্যবাদী পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ! তোমরা এক্ষণে প্রজা পালন করিয়া ধর্ম সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও। অনন্তর কুশের আদেশে উঁহারা নগরসকল সন্নিবেশিত করিলেন। মহাবীর কুশাম্ব হইতে কৌশাম্বী নগরী এবং ধর্মাত্মা কুশনাভ হইতে মহোদয়, মহীপাল অমূর্তরজা হইতে ধর্মারণ্য ও বসু হইতে গিরিব্রজ নগর সংস্থাপিত হইল। বৎস! এই গিরিব্রজ নামক স্থান এই পাঁচটি শৈল ও এই শোণা নদী মহাত্মা বসুরই অধিকৃত। এই সুরম্য নদীর আর একটি নাম মাগধী। এই নদী মগধ দেশ হইতে নিঃসৃত ও পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া এই পাঁচটি শৈলের মধ্যে মালার ন্যায় কেমন শোভা পাইতেছে। ইহার পার্শ্বদ্বয়ে শস্য-পরিপূর্ণ সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রসকল বিস্তৃত রহিয়াছে।

ঘৃতাচী রাজর্ষি কুশনাভের পত্নী ছিলেন। এই ঘৃতাচীর গর্ভে কুশনাভের একশত কন্যা উৎপন্ন হয়। কালসহকারে এই সকল কন্যা রূপ-যৌবন-সম্পন্না হইয়া উঠে। একদা তাহারা বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া বর্ষাগমে সৌদামিনীর ন্যায় উদ্যানে আগমনপূর্বক নৃত্যগীতবাদ্যে আমোদ-প্রমোদ করিতেছিল, এই অবসরে সমীরণ মেঘান্তরিত তারকার ন্যায় তাহাদিগকে নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, কামিনীগণ! আমি তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা আমার পত্নী হও এবং এই মানুষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর। দেখ, মনুষ্যের যৌবন অচিরস্থায়ী, অতএব আমার সম্পর্কে তোমরা চিরযৌবন পাইয়া অমরী হও। কন্যাগণ বায়ুর এইরূপ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণপূর্বক হাস্য করিয়া উঠিল; কহিল, প্রভঞ্জন! তুমি লোকের অন্তরের ভাব সকলই অবগত হইতেছ এবং আমরাও তোমার প্রভাব সম্যক জ্ঞাত আছি সুতরাং তুমি এইরূপ অনুচিত প্রার্থনা করিয়া কেন আমাদিগকে অবমাননা করিলে? আমরা রাজর্ষি কুশনাভের কন্যা। আমরা মনে করিলে তোমার বায়ুত্ব নষ্ট করিতে পারি; কিন্তু তপঃক্ষয় হইবে বলিয়া এক্ষণে তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। নির্বোধ! আমরা যে সত্যনিষ্ঠ পিতার অবমাননা করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন-পূর্বক স্বয়ম্বরা হইব, সে দিন যেন কদাচই না আইসে। পিতা আমাদের প্রভু, পিতাই আমাদের পরম দেবতা। পিতা আমাদিগকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের ভর্তা হইবেন।

অনন্তর ভগবান্ প্রভঞ্জন অঙ্গনাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদের শরীরে প্রবেশপূর্বক অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ সমুদয় ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে কুব্জভাবাপন্ন করিয়া দিলেন। তখন সেই সমস্ত রাজকন্যা এইরূপ বিরূপ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া সসম্ভ্রমে পিতার ভবনে গমন করিল এবং অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অবিরল-বাষ্পাকুল-লোচনে রোদন করিতে লাগিল। মহারাজ কুশনাভ প্রাণাধিকা তনয়াদিগকে একান্ত দীনা ও কুব্জভাবাপন্না দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত চিত্তে কহিলেন, এ কি! বল, কে তোমাদের প্রতি এইপ্রকার বল প্রকাশ করিল? কেই বা তোমাদিগের এইরূপ অংগপ্রত্যংগ ভগ্ন করিয়া দিল? আহা! তোমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। মুখ দিয়া কথা নিঃসৃত হইতেছে না। কুশনাভ কন্যাগণকে এইরূপ কহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ইহার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর কামিনীগণ ধীমান্ কুশনাভের পাদবন্দনপূর্বক কহিল, পিতঃ! সর্বব্যাপী বায়ু অসৎ পথ আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে অপমানিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। তাহার কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান নাই। সে আপনার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিলে আমরা কহিয়াছিলাম, বায়ু! আমাদিগের পিতা জীবিত আছেন। আমরা স্বাধীন নহি। তোমার মংগল হউক। তুমি এক্ষণে তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা কর, হয় ত তিনি আমাদিগকে তোমায় সম্প্রদান করিবেন। আমরা এই প্রকার কহিলে সেই দুরাচার পামর এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে এইরূপ বিকৃতরূপ করিয়া দিল।

কুশনাভ কন্যাদিগের দুরবস্থার বিষয় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কন্যাগণ! তোমরা বায়ুর প্রতি যথোচিত ক্ষমা প্রদর্শন এবং একমত হইয়া আমার কুল-গৌরব রক্ষা করিয়াছ। স্ত্রী বা পুরুষ হউক, ক্ষমা উভয়েরই ভূষণ। দেখ সুরগণ সর্বাংশে কমনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমরা যে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া সমীরণে অনুরাগিণী হও নাই, ইহাতেই তোমাদিগের অসাধারণ ক্ষমার পরিচয় হইয়াছে। তোমাদিগের যেরূপ ক্ষমা, আমার বংশ-পরম্পরায় সকলেই সেই প্রকার শিক্ষা করুক। ক্ষমা দান, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ ও ক্ষমাই ধর্ম। ক্ষমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

সুরগণের ন্যায় বিক্রম-সম্পন্ন মহারাজ কুশনাভ এই বলিয়া কন্যাগণকে অন্তঃপুর-প্রবেশে অনুমতি করিলেন এবং উচিত দেশ ও উচিত কালে রূপগুণে অনুরূপ পাত্রে তাহাদিগকে সম্প্রদান করা কর্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে চূলী নামক কোন এক ব্রহ্মচারী শুভাচারপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মযোগ সাধন করিতেছিলেন। চূলীর যোগসাধনকালে সোমদা নাম্নী ঊর্মিলা-গর্ভ-সম্ভূতা এক গন্ধর্বকন্যা তাঁহার প্রসন্নতা লাভার্থ প্রণীত-পরতন্ত্র হইয়া নিরন্তর পরিচর্যা করিতেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঋষি সেই ধর্মশীলা সোমদার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সোমদে! আমি তোমার পরিচর্যায় যথোচিত প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কিরূপ প্রিয় কার্য সাধন করিব বল; তোমার মংগল হউক। তখন সোমদা মহর্ষির পরিতোষ দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া মধুর স্বরে কহিল, তপোধন! আপনি মহাতপা, ব্রহ্মশ্রী-সম্পন্ন ও ব্রহ্মস্বরূপ! আমার বাসনা যে আমি আপনার প্রসাদে ব্রহ্মযোগ-যুক্ত পরম ধার্মিক এক পুত্র

লাভ কবি। অদ্যাপি কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করি নাই এবং করিবও না। অতএব যাহাতে আমার এই সংকল্প সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আমি আপনার কিঙ্করী; আপনি ব্রাহ্ম বিধান অবলম্বনপূর্বক আমার এই মনোরথ পূর্ণ করুন।

ব্রহ্মর্ষি চূলী সোমদার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্রহ্মনিষ্ঠ মানস পুত্র প্রদান করিলেন। যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যা নামে এক পুরী প্রস্তুত করেন। বৎস! মহারাজ কুশনাভ এই ব্রহ্মদত্তকেই আপনার এক শত কন্যা প্রদানের সংকল্প করিলেন।

অনন্তর তিনি ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করিয়া প্রীতমনে তাঁহার সহিত কন্যাগণকে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ কবিয়া দিলেন। সুররাজ-সদৃশ মহীপাল ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে ঐ শত ভগিনীর পাণি স্পর্শ করিবামাত্র উহাদের কুব্জভাব বিদূরিত হইয়া গেল এবং উহারা পূর্ববৎ অপূর্ব শ্রী লাভ করিল। নৃপতি কুশনাভ তনয়াদিগকে সহসা এইরূপ বায়ুর আক্রমণ হইতে নির্মুক্ত দেখিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সস্ত্রীক মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে উপাধ্যায়গণের সহিত সাদরে কাম্পিল্যা নগরীতে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মদত্তের জননী সোমদা পুত্রের বিবাহ-সংস্কার নির্বাহ হইল দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হইলেন এবং রাজা কুশনাভকে ভূয়সী প্রশংসা ও বারংবার বধূগণের অঙ্গস্পর্শপূর্বক অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ॥ বৎস! ব্রহ্মদত্ত দারগ্রহণপূর্বক প্রস্থান করিলে মহারাজ কুশনাভ পুত্র লাভের নিমিত্ত পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিলেন। উদারপ্রকৃতি রাজা কুশ যাগ আরব্ধ হইলে কুশনাভকে কহিলেন, বৎস! তুমি অবিলম্বে গাধি নামে ধার্মিক এক পুত্র লাভ করিবে। তুমি গাধিকে পাইয়া ইহলোকে চিরকীর্তি বিস্তার করিতে পারিবে। রাজা কুশ কুশনাভকে এইরূপ কহিয়া আকাশ-পথে প্রবেশপূর্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ধীমান্ কুশনাভের গাধি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। রাম! এই গাধিই আমার পিতা। আমি কুশের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম কৌশিক হইয়াছে। সত্যবতী নামে আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। মহর্ষি ঋচীক তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি ভর্তার সহিত সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমার সেই ভগিনী স্রোতস্বতীরূপে পরিণত হইয়া লোকের হিতসাধন-বাসনায় হিমাচল হইতে প্রবাহিত হইতেছেন। তাঁহার নাম কৌশিকী। ঐ দিব্য নদী অতি রমণীয় ও উহার জল অতি পবিত্র। বৎস! আমি এক্ষণে কৌশিকীর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বে পরম সুখে নিরন্তর কাল যাপন করিয়া থাকি। আমার ভগিনী সরিদ্বরা সত্যবতী অতি পুণ্যশীলা ও পতিপরায়ণা। ধর্ম ও সত্যে তাঁহার যথোচিত অনুরাগ আছে। আমি কেবল যজ্ঞসিদ্ধির অপেক্ষায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমারই তেজঃপ্রভাবে আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বৎস! এই আমি তোমার নিকট আমার ও আমার বংশের উৎপত্তি কীর্তন করিলাম এবং তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,

সেই দেশের বিষয়ও সবিশেষ কহিলাম। এক্ষণে কথাপ্রসঙ্গে অর্ধরাত্রি অতীত হইয়াছে। নিদ্রিত হও। নতুবা পথ পর্যটনে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। বৎস! ঐ দেখ, বৃক্ষসকল নিস্পন্দ ও মৃগপক্ষিগণ নীরব রহিয়াছে। চারিদিক রজনীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ক্রমশঃ অর্ধ প্রহর অবসান হইয়া আসিল। নভোমণ্ডল নেত্রের ন্যায় নক্ষত্রসমূহে পরিপূর্ণ এবং উহাদিগের নির্মল প্রভায় সমাকীর্ণ হইয়াছে। এ দিকে চন্দ্র স্বীয় আলোকে লোকের মন পুলকিত করত অন্ধকার ভেদ করিয়া উদয় হইতেছেন। মাংসাশী ক্রূরস্বভাব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি রজনীচর প্রাণিসকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর মুনিগণ বিশ্বামিত্রকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্বক কহিলেন, রাজর্ষি! কুশিকের বংশ অতি মহৎ এবং তাঁহার বংশীয় মহাত্মারা বিশেষতঃ আপনি অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মর্ষি-সদৃশ। আপনার ভগিনী সরিদ্বরা কৌশিকীও পিতৃকুলকে যারপরনাই উজ্জ্বল করিতেছেন। কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র হৃষ্টমনা মুনিগণের মুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অস্তশিখরারূঢ় ভাস্করের ন্যায় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। রাম এবং লক্ষ্মণও বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করত মহর্ষিকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ॥ মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুনিগণের সহিত শোণা নদীর তীরে রাত্রি যাপন কবিয়া প্রভাতকালে রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! নিশা অবসান হইয়াছে। পূর্ব সন্ধ্যার বেলা উপস্থিত। এক্ষণে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। রামচন্দ্র মহর্ষির আদেশে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যসমুদয় সমাপন করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে পূর্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই ত স্বচ্ছসলিল পুলিন-শোভিত অগাধ শোণ নদ। এখন আমাদিগকে কোন্ পথ দিয়া গমন করিতে হইবে? বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! মহর্ষিগণ যে পথে গিয়া থাকেন. চল আমরাও সেই পথ দিয়া যাইব।

ক্রমশঃ তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিলেন। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। নিকটে জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছিলেন। তাঁহারা সেই হংস-সারস-মুখরিত মুনিজন-সেবিত পুণ্য-সলিল গঙ্গা-প্রবাহ দর্শন করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সকলে ভাগীরথীতীর আশ্রয় করিয়া স্নান-বিধানানুসারে পিতৃদেবগণের তর্পণ ও অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে অমৃতবৎ হবি ভোজন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পরিবেষ্টনপূর্বক প্রফুল্লমনে গঙ্গাকূলে উপবিষ্ট হইলেন।

সকলে উপবেশন করিলে রাম সহর্ষে মহর্ষি কৌশিককে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! এই ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ত্রৈলোক্য আক্রমণপূর্বক কি প্রকারে মহাসাগরে গিয়া নিপতিত হইতেছেন? বলুন, শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে। ভগবান্ কৌশিক রামের এইরূপ কথা শুনিয়া জাহ্নবীর উৎপত্তি ও ত্রৈলোক্যব্যাপ্তি কিরূপে হইল, কহিতে লাগিলেন, রাম! ধাতুর আকর গিরিবর হিমালয়ের মেনা নাম্নী মনোরমা এক পত্নী আছেন। এই সুমেরুদুহিতা মেনা হইতে হিমালয়ের দুই কন্যা জন্মে। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম জাহ্নবী

কনিষ্ঠার নাম উমা। বৎস! পৃথিবীতে জাহ্নবী ও উমার রূপের উপমা নাই। এক সময়ে সুরগণ স্বকার্য সাধনের নিমিত্ত গঙ্গাকে হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিমালয়ও ত্রিলোকের উপকারার্থ ত্রিপথ-বিহারিণী লোক-পাবনী গঙ্গাকে ধর্মানুসারে সুরগণের নিকট সমর্পণ করেন। আর যিনি হিমালয়ের দ্বিতীয়া কন্যা উমা তিনি তাপসী হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বনপূর্বক তপঃসাধন করিয়াছিলেন। হিমালয় এই সর্বজন-বন্দনীয়া নন্দিনীকে অপ্রতিমরূপ বিরূপাক্ষের হস্তে সম্প্রদান করেন। রাম! যে রূপে জলবাহিনী পাপবিনাশিনী গঙ্গা প্রথমে আকাশ ও তৎপরে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্তন করিলাম।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ॥ মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দনপূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি ধর্মফলপ্রদ অতি উৎকৃষ্ট কথাই কহিলেন। দেবী জাহ্নবীর বিষয় আপনার কিছুই অবিদিত নাই; অতএব এক্ষণে ইঁহার দিব্য ও মনুষ্যলোক-সংক্রান্ত সমস্ত কথা সবিস্তরে কীর্তন করুন। হে তপোধন! এই লোক-পাবনী গঙ্গা কি কারণে স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত হইতেছেন? কি নিমিত্ত ত্রিলোকমধ্যে ত্রিপথগা নামে প্রখ্যাত হইলেন এবং ইঁহার কার্যই বা কি?

বিশ্বামিত্র এইরূপ অভিহিত হইয়া মুনিগণ-সন্নিধানে ভাগীরথী-সংক্রান্ত বিষয়সকল আনুপূর্বিক কীর্তন করিতে লাগিলেন। বৎস! পূর্বে মহাতপা ভগবান্ নীলকণ্ঠ দারপরিগ্রহ করিয়া স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হন। তিনি স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হইলে দিব্য শতবর্ষ অতীত হইল, তথাচ তাঁহার পুত্র জন্মিল না। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বিবেচনা করিলেন এই শিবপার্বতী-সহযোগে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে তাঁহার বীর্য কে সহ্য করিতে পারিবে। অনন্তর তাঁহারা মহাদেবের নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, হে দেবাদিদেব! আপনি লোকের শুভ-সাধনে তৎপর আছেন। এক্ষণে আমরা আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। শঙ্কর! এই লোকসকল আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব আপনি যোগ অবলম্বন করিয়া দেবী পার্বতীর সহিত তপোনুষ্ঠান এবং এই ত্রিলোকের হিতের নিমিত্ত ঐ তেজ আপনার তেজোময় শরীরেই ধারণ করুন। লোকসকলকে উচ্ছিন্ন করা আপনার কর্তব্য নহে।

মহাদেব দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত

হইলেন; কহিলেন, সুরগণ! আমি ও উমা আমরা উভয়েই স্বশরীরে তেজ ধারণ করিব। এক্ষণে ত্রিলোকের সমস্ত লোকের সহিত দেবগণ শান্তি লাভ করুন। কিন্তু বল দেখি, দিব্য শত বর্ষ সম্ভোগ বশতঃ আমার হৃদয়-পুণ্ডরীক হইতে যে তেজ স্খলিত হইয়াছে, উমা ব্যতিরেকে তাহা আর কে ধারণ করিবে? সুরগণ কহিলেন, দেব! অদ্য আপনার হৃদয়-পুণ্ডরীক হইতে যে তেজ স্খলিত হইয়াছে, বসুন্ধরা তাহা ধারণ করিবেন।

মহাবল মহাদেব দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তেজ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তেজ দ্বারা এই গিরিকানন-পরিপূর্ণা পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে দেবগণ হুতাশনকে কহিলেন, হুতাশন! তুমি বায়ুর সহিত এই রুদ্র-তেজে প্রবেশ কর। হুতাশন সুরগণের আদেশে রুদ্র-তেজে প্রবেশ করিলে উহা শ্বেত পর্বত ও অত্যুজ্জ্বল দিব্য শরবন রূপে পরিণত হইল। বৎস! এই শরবনে অগ্নি হইতে মহাতেজাঃ কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর দেবতারা ঋষিগণের সহিত প্রীত হইয়া শিবপার্বতীর পূজা করিতে লাগিলেন। তখন শৈলরাজ-দুহিতা সুরগণের প্রতি ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন, সুরগণ! আমি পুত্রকামনায় স্বামিসহবাসে প্রবৃত্তা ছিলাম। তোমরা তদ্বিষয়ে বিঘ্ন আচরণ করিয়াছ। অতএব আজি অবধি তোমরাও স্বদারে সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইবে না। তোমাদিগের পত্নীরা আমার শাপে নিঃসন্তান হইবে। তিনি দেবগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, অবনি! অতঃপর তুইও বহুরূপা ও বহুভোগ্যা হইবি। রে দুঃশীলে! আমার যে পুত্র হয়, তাহা তোর ইচ্ছা নহে। অতএব তুই যখন আমার কোপে পড়িলি, তখন তোকে পুত্রপ্রীতি আর অনুভব করিতে হইবে না।

অনন্তর ভগবান্ ব্যোমকেশ দেবী পার্বতীর অভিশাপে দেবগণকে এইরূপ দুঃখিত দেখিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে হিমবৎ-প্রভব নামক শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেবীর সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম! অতঃপর আমি ভাগীরথীর প্রভাব কীর্তন করিব, তুমি লক্ষ্মণের সহিত তাহা শ্রবণ কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ পশুপতি পার্বতীর সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী করিয়া সেনাপতি লাভের অভিলাষে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পূর্বে আপনি আমাদিগকে যে সেনাপতি দিবার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন সেই শত্রুবিনাশন মহাবীর আজিও জন্মগ্রহণ করিলেন না. তাঁহার পিতা শঙ্কর উমা দেবীর সহিত হিমালয়-শিখরে তপস্যা করিতেছেন। সুতরাং অতঃপর যাহা কর্তব্য, লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত আপনিই তাহা বিধান করুন। আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই।

ভগবান্ কমলযোনি দেবগণের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, সুরগণ! গিরিরাজতনয়া উমা তোমাদিগকে যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। সুতরাং এক্ষণে এই হুতাশন হইতে আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে একটি পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্রই

তোমাদিগের সেনাপতি হইবে। জ্যেষ্ঠা গঙ্গা তাহাকে কনিষ্ঠা উমারই পুত্র বলিয়া মানিবেন এবং উমার চক্ষেও সে কখন অনাদরের হইবে না। দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণে কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে পূজা ও প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা ধাতুরাগরঞ্জিত কৈলাসে গমন করিয়া পুত্রার্থ অগ্নিকে নিয়োগ করিবার বাসনায় কহিলেন, অনল! তুমি মন্দাকিনীতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ কর। এইটি দেবকার্য; ইহা সাধন করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। তখন অগ্নি সুরগণের এইরূপ প্রার্থনায় অঙ্গীকারপূর্বক গঙ্গার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে গর্ভ ধারণ কর। ইহা দেবগণের অতিশয় প্রীতিকর হইবে।

সুরতরঙ্গিণী অমরগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্য নারীরূপ পরিগ্রহ করিলেন। অগ্নি তাঁহার সৌন্দর্যাতিশয় সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাশুপত তেজ দ্বারা গঙ্গার নাড়ী-প্রবাহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি অগ্নিকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, হুতাশন! এই পাশুপত তেজ তোমার তেজের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে একান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমি কোনরূপেই উহা ধারণ করিতে পারিলাম না। আমার অন্তর্দাহ ও চেতনা বিলুপ্ত হইতেছে। অগ্নি কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে এই হিমালয়ের পার্শ্বে তেজ পরিত্যাগ কর। সরিদ্বরা গঙ্গা অগ্নির নিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ নাড়ী-প্রবাহ হইতে তেজ পরিত্যাগ করিলেন। তেজ তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইল বলিয়া উহা তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উহার প্রভাবে সমীপস্থ পার্থিব পদার্থ সুবর্ণ ও দূরস্থিত পার্থিব পদার্থ রজতরূপে প্রাদুর্ভূত হইল, উহার তীক্ষ্ণতায় তাম্র ও লৌহ জন্মিল এবং গর্ভ-মল সীসক রূপে পরিণত হইল। এইরূপে নানা প্রকার ধাতুসকল জন্মিল। পর্বতের বন-বিভাগ ঐ তেজ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। বৎস! সঞ্জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদবধি সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে।

গঙ্গা হিমালয়ের পার্শ্বে পাশুপত তেজ পরিত্যাগ করিবামাত্র একটি কুমার উৎপন্ন হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ কুমারকে স্তনপান করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকা নক্ষত্রগণকে অনুরোধ করিলেন। কৃত্তিকাগণ এইটি আমাদিগেরই পুত্র হইবে, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে স্তন পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা তাঁহাদিগকে কহিলেন, কৃত্তিকাগণ! তোমাদিগের এই পুত্র কার্ত্তিকেয় নামে ত্রিলোকে প্রথিত হইবেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ স্বদীপ্তিপ্রভাবে হুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান গঙ্গাগর্ভনিঃসৃত কার্ত্তিকেয়কে স্নান করাইলেন। কার্ত্তিকেয় গঙ্গার গর্ভ হইতে স্কন্ন (নিঃসৃত) হইলেন, এই কারণে তাঁহার নাম স্কন্দ হইল।

অনন্তর কৃত্তিকা নক্ষত্রগণের স্তনে দুগ্ধ উৎপন্ন হইল। কার্ত্তিকেয় ছয় আনন বিস্তার করিয়া ঐ ছয় নক্ষত্রের স্তন পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কৃত্তিকাগণের স্তন পান করিয়া স্বয়ং একান্ত সুকুমার হইলেও এক দিনে স্বীয় ভুজবলে দানবসৈন্যগণকে পরাজয় করেন। অমরগণ অগ্নির সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাকেই আপনাদিগের সেনাপতির পদে অভিষেক করিয়াছিলেন। রাম! এই আমি তোমাকে গঙ্গার বৃত্তান্ত ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি সবিস্তরে কহিলাম।

এই পৃথিবীতে যে মনুষ্য কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হয়, সে দীর্ঘ আয়ু ও পুত্র-পৌত্র লাভ করিয়া তাঁহার সহিত এক লোকে বাস করিয়া থাকে।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ ॥ মহর্ষি কৌশিক জাহ্নবী-সংক্রান্ত মধুর বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া পুনরায় রামকে কহিলেন, বৎস! পূর্বকালে অযোধ্যানগরীতে সগর নামে এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী। এই পত্নীদ্বয়ের মধ্যে ধর্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার নাম কেশিনী ও কনিষ্ঠার নাম সুমতি ছিল। সত্যবাদিনী কেশিনী বিদর্ভরাজের দুহিতা ছিলেন এবং সুমতি মহর্ষি কশ্যপ হইতে উৎপন্না হন। পতগরাজ গরুড় ইঁহারই সহোদর। মহীপাল সগর সন্তানলাভার্থ এই উভয় পত্নীর সহিত হিমাচলের এক প্রত্যন্ত পর্বতে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান করেন। বৎস! সেই স্থানে মহর্ষি ভৃগু নিরন্তর অবস্থান করিতেন। মহারাজ সগর অতি কঠোর তপস্যায় তাঁহাকেই আরাধনা করিবার নিমিত্ত শত বৎসর কাল তথায় অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর একদা সত্যপরায়ণ তপোধন ভৃগু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার বরপ্রভাবে তোমার পুত্র ও কীর্তি লাভ হইবে। তোমার এই দুই সহধর্মিণীর মধ্যে একজন একটি মাত্র বংশধর পুত্র আর-একজন সহস্রটি প্রসব করিবেন।

রাজমহিষীরা মহর্ষির এইরূপ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহা যেন অলীক না হয়। এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে কাহার এক পুত্র এবং কাহারই বা বহু পুত্র উৎপন্ন হইবে? বলুন, এই বিষয় শ্রবণ করিতে অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে। ধর্মপরায়ণ ভৃগু ঐ দুই সপত্নীর এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ ইচ্ছা, বল; বংশধর এক পুত্রেরই হউক, অথবা মহাবল-পরাক্রান্ত উৎসাহসম্পন্ন কীর্তিমান বহু পুত্রেরই হউক, এই দুই বরের মধ্যে কাহার কোনটি প্রার্থনীয় হইতেছে? তখন কেশিনী নৃপতির সাক্ষাতে বংশধর এক পুত্র এবং সুপর্ণভগিনী সুমতি ষষ্টি সহস্র পুত্রের বর লইলেন। বৎস! রাজা সগর এইরূপে পূর্ণমনোরথ হইয়া মহর্ষি ভৃগুকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক দুই মহিষীর সহিত স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে কেশিনী অসমঞ্জকে এবং সুমতি তুম্বফলাকার এক গর্ভপিন্ড প্রসব করিলেন। ঐ গর্ভপিন্ড ভেদ করিবামাত্র উহা হইতে সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র নির্গত হইল। ধাত্রীগণ উহাদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পরিবর্ধিত করিতে লাগিল। বহুকাল অতিক্রান্ত হইলে ঐ ষষ্টি সহস্র পুত্র রূপবান্ ও যুবা হইয়া উঠিল। উহারা যখন অতিশয় শিশু ছিল, তখন সর্বজ্যেষ্ঠ অসমঞ্জ উহাদিগকে প্রতিদিন সরযুর জলে ফেলিয়া দিত এবং উহাদিগকে স্রোতে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া মহা আমোদে হাস্য করিত। এইরূপে অসমঞ্জ পাপাচারী পৌরজনের অহিতকারী ও সাধুদ্রোহী হইয়া উঠিলে, সগর তাহাকে নগর হইতে নির্বাসিত করেন। অংশুমান্ নামে তাহার এক পুত্র জন্মে। এই অংশুমান্ অতি বলবান্ প্রিয়বাদী ও সকলের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে মহীপাল সগরের যজ্ঞানুষ্ঠানে ইচ্ছা হয়, এবং তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া উপাধ্যায়গণের সহিত তৎসংসাধনে প্রবৃত্ত হন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ রঘুপ্রবীর রাম প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, তপোধন! আমার পূর্ব-পুরুষ মহারাজ সগর কিরূপে যজ্ঞ আহরণ করেন, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্তন করুন। আপনার মঙ্গল হইবে। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্নে একান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! মহাত্মা সগরের যজ্ঞ-বৃত্তান্ত সবিস্তরে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যস্থলে যে ভূমিখণ্ড আছে, সেই স্থানে সগরের এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদেশ যজ্ঞকার্যেই সম্যক প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যজ্ঞের আয়োজন হইলে মহারথ অংশুমান্ সগরের আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করেন। সুরগণের অধিপতি ইন্দ্র এই যজ্ঞে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত রাক্ষসী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পর্ব-দিবসে ঐ অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন। অশ্ব অপাহ্রিয়মাণ হইলে উপাধ্যায়গণ সগরকে কহিলেন, মহারাজ! পর্ব-দিবসে যজ্ঞীয় অশ্ব মহাবেগে অপহৃত হইতেছে। অতএব আপনি অপহারককে সংহার করিয়া শীঘ্র অশ্ব আনয়ন করুন, নতুবা আপনার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে না।

সগর উপাধ্যায়গণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে ষষ্টি সহস্র পুত্রকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, পুত্রগণ! যদিও আমি মন্ত্রপূত হবির্ভাগ কল্পনা করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, তথাচ রাক্ষসের মায়াবলে ইহার কোন বিঘ্ন ঘটিলে আমার সদ্গতি লাভ সুকঠিন হইবে। অতএব অশ্বকে কে লইয়া গেল, তোমরা গিয়া তাহার অনুসন্ধান কর। এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরার সকল স্থানে অশ্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হও। ক্রমশঃ এক-এক যোজন তন্ন তন্ন করিয়া পর্যবেক্ষণ কর। ইহাতেও যদি অকৃতকার্য হও, তাহা হইলে যে পর্যন্ত না সেই অশ্বাপহারক ও অশ্বের সন্দর্শন পাও, তাবৎ এই পৃথিবী খনন কর। আমি দীক্ষিত হইয়া পৌত্র অংশুমান ও উপাধ্যায়গণের সহিত অশ্বের দর্শনলাভ প্রতীক্ষায় এই স্থানেই অবস্থান করিব। তোমাদিগের মঙ্গল হউক।

অনন্তর সেই সকল মহাবল-পরাক্রান্ত রাজকুমার পিতার নিদেশে পরম প্রীত হইয়া পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিল; কিন্তু কোন স্থানেই যজ্ঞীয় অশ্বের সন্দর্শন পাইল না। পরে প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন প্রস্থ ভূমি বজ্রের ন্যায় সারবৎ ভুজ দ্বারা ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বসুমতী অশনি-সদৃশ শূল ও অতি কঠিন হল দ্বারা ভিদ্যমানা হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। উরগ, রাক্ষস ও অসুরগণের করুণ স্বরে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র পাতালতল অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তই যেন অবলীলাক্রমে ষষ্টি সহস্র যোজন খনন করিল। তাহারা এই বহুল-শৈল-সঙ্কুল জম্বুদ্বীপকে এইরূপে খনন করত চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর দেবতা গন্ধর্ব অসুর ও উরগগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে সগরতনয়েরা সমগ্র ধরাতল খনন করিতেছে। ঐ দুর্বৃত্তেরা এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্য সিদ্ধ গন্ধর্ব ও জলচর জীবজন্তু বিনাশ করিয়াছে। 'এই ব্যক্তি আমাদিগের যজ্ঞের অপকারী' 'এই আমাদের অশ্বাপহারী' এই বলিয়া তাহারা নির্দোষেরও প্রাণদণ্ড করিতেছে।

চত্বারিংশ সর্গ ॥ ভগবান্ চতুর্মুখ সুরগণকে সগরসন্তানগণের সর্বসংহারক বলবীর্যে নিতান্ত ভীত ও একান্ত বিমোহিত দেখিয়া কহিলেন, এই বসুমতী বাসুদেবের মহিষী, বাসুদেবই ইঁহার একমাত্র অধিনায়ক। এক্ষণে তিনি কপিলের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। সগরসন্তানেরা সেই কপিলেরই কোপানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। সুরগণ! এই পৃথিবী বিদারণ ও অদূরদর্শী সগরসন্তানগণের নিধন, ইহা অবশ্যম্ভাবী; তন্নিমিত্ত তোমরা কিছুমাত্র শোকাকুল হইও না। তখন সেই ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্য দেবতা পিতামহ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টমনে স্ব-স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে সগরসন্তানগণের ভূমিভেদকালে বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় তুমুল কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। তাহারা সমগ্র পৃথিবী বিদারণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া সগরকে গিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা সমস্ত পৃথিবী পর্যটন এবং দেব দানব পিশাচ রাক্ষস উরগ ও পন্নগ প্রভৃতি বলবান্ জীবজন্তুগণকে বিনাশ করিলাম, কিন্তু কোথায়ও আপনার যজ্ঞীয় অশ্ব ও অশ্বাপহারককে দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে আর আমরা কি করিব? আপনি তাহা নির্ণয় করুন। মহারাজ সগর পুত্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া পুনরায় ধরাতল খনন কর। এইবার তোমাদিগকে সেই অশ্বাপহারকের সন্ধান লইয়া প্রত্যাগমন করিতেই হইবে।

অনন্তর সগরতনয়েরা পিতার এইরূপ আদেশ পাইয়া পুনরায় ধরাতলে ধাবমান হইল এবং উহা খনন করিতে করিতে এক স্থলে বিরূপাক্ষ নামক একটি পর্বতাকার বৃহৎ দিক্‌হস্তী দেখিতে পাইল। এই মহাহস্তী মস্তকে শৈলকানন-পূর্ণা অবনীর একদেশ ধারণ করিয়া আছে, যখন এই নাগ ধরা-ভার-বহন পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পর্বকালে শিরশ্চালন করে, তখনই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। সগরতনয়েরা ইহাকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান করিয়া রসাতল ভেদ করত গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা পূর্বদিক ভেদ করিয়া দক্ষিণ দিক খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তথায় মহাপদ্ম নামে পর্বতাকার একটি হস্তী পৃথিবীর কিয়দংশ ধারণ করিয়া আছে। সগরতনয়েরা এই মহাপদ্মকে দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং উহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক পশ্চিম দিক ভেদ করিয়া চলিল। পশ্চিম দিকেও সুমনা নামে অচল-সদৃশ আর একটি হস্তী অবস্থান করিতেছে। উহারা তাহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পৃথিবী খনন করিতে করিতে উত্তর দিকে উপস্থিত হইল। তথায়ও ভদ্র নামে একটি হস্তী তুষারের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দেহে ভূভার বহন করিতেছে। সগরসন্তানগণ এই মহাহস্তীকে দর্শন স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া রসাতল ভেদ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা চতুর্দিক ভেদ করিয়া পরিশেষে উত্তর-পশ্চিম দিকে গমনপূর্বক ক্রোধভরে ভূমি খননে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীমবেগ মহাবল বীরেরা উত্তর-পশ্চিম দিক খনন করিতে করিতে কপিলরূপধারী সনাতন হরিকে নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, তাঁহারই অদূরে সেই যজ্ঞীয় অশ্বটি সঞ্চরণ করিতেছে। তখন তাহারা কপিলকেই যজ্ঞদ্রোহী স্থির করিয়া রোষকষায়িতলোচনে খনিত্র লাঙ্গল শিলা ও বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল, কহিল, রে নির্বোধ! তুই আমাদিগের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্। এক্ষণে দেখ্, আমরা সকলে সগরসন্তান, এই অশ্বের অন্বেষণ প্রসঙ্গে এই স্থানে আসিয়াছি।

মহর্ষি কপিল তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক ক্রোধে অধীর হইয়া হুংকার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হুংকার পরিত্যাগ করিবামাত্র উহারা ভস্মীভূত হইয়া গেল।

একচত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে মহীপাল সগর তনয়গণের কালবিলম্ব দেখিয়া পৌত্র অংশুমানকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবীর কৃতবিদ্য ও পিতৃব্যগণের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার আদেশে তোমার পিতৃব্যগণ ও অশ্বাপহারকের উদ্দেশ লইয়া আইস। ভূগর্ভে যে-সকল মহাবল জীবজন্তু আছে, তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত অসি ও শরাসন গ্রহণ কর। তুমি পূজ্যদিগকে অভিবাদন ও বিদ্রোহীদিগের বিনাশ সাধনপূর্বক কার্যোদ্ধার করিয়া প্রত্যাগমন করিও। বৎস! এখন যাহাতে আমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও।

অংশুমান মহাত্মা সগর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অসি ও শরাসন গ্রহণপূর্বক ত্বরিতপদে নির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে ভূমির অভ্যন্তরে পিতৃব্যগণের প্রস্তুত একটি সুপ্রশস্ত পথ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন তিনি সেই পথ অবলম্বনপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে দেখিলেন উহার এক স্থলে একটি দিক্‌গজ বিরাজমান আছে এবং দেব দানব পিশাচ রাক্ষস পতঙ্গ ও উরগেরা তাহার পূজা করিতেছে। অসমঞ্জ-তনয় অংশুমান্ ঐ দিঙ্‌নাগকে প্রদক্ষিণ ও কুশলপ্রশ্নপূর্বক আপনার পিতৃব্যগণ এবং অশ্বাপহারকের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। দিঙ্‌নাগ কহিল, রাজকুমার! তুমি
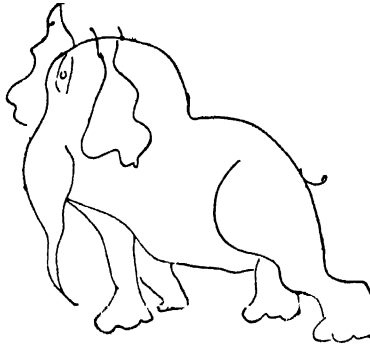
কৃতকার্য হইয়া অশ্বের সহিত শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে। অংশুমান্ তাহার এইরূপ কথা শুনিয়া যথাক্রমে অন্যান্য দিঙ্‌নাগদিগকেও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাক্যপ্রয়োগ-সমর্থ ঐ সকল দিঙ্‌নাগেরাও পূর্ববৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

অনন্তর অংশুমান্ দিক্‌গজগণের এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যে স্থানে তাঁহার পিতৃব্যগণ ভস্মীভূত হইয়া রহিয়াছেন, শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের বিনাশে যারপরনাই দুঃখিত ও কাতর হইয়া নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদূরে যজ্ঞীয় অশ্ব সঞ্চরণ করিতেছিল, তিনি শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিবার কালে তাহাকেও দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর অংশুমান্ পিতৃব্যগণের সলিল-ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তথায় জলাশয় পাইলেন না। এই অবসরে তাঁহার পিতৃব্যগণের মাতুল বায়ুবেগগামী বিহগরাজ গরুড়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। মহাবল বিনতাতনয় অংশুমানকে পিতৃশোকে একান্ত আকুল দেখিয়া কহিলেন, হে পুরুষপ্রধান! তুমি শোক পরিত্যাগ কর। তোমার পিতৃব্যগণের নিধনে লোকের একটি হিত সাধন হইবে। এই সকল মহাবল বীরেরা মহর্ষি কপিলের কোপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; অতএব ইহাদিগকে লৌকিক সলিল দান করা তোমার কর্তব্য নহে। গঙ্গা নামে গিরিরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছেন। তুমি তাঁহারই স্রোতে ইহাদিগের সলিল-ক্রিয়া সম্পাদন কর। লোকপাবনী সরধুনী এই ভস্মাবশেষ-কলেবর সগরতনয়গণকে স্বীয় প্রবাহে আপ্লাবিত করিবেন। তিনি এই ভস্মরাশি আপ্লাবিত করিলে, ষষ্টি সহস্র সগরসন্তানেরা সুরলোকে গমন করিবে। অতএব তুমি আমার আদেশে এক্ষণে এই অশ্বটি লইয়া স্বগৃহে প্রতিগমন কর এবং যাহাতে পিতামহের যজ্ঞশেষ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও।

বীর্যবান্ অংশুমান্ বিহগরাজ গরুড়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্ব গ্রহণপূর্বক শীঘ্র স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন এবং যজ্ঞদীক্ষিত মহীপাল সগরের সন্নিহিত হইয়া পিতৃব্যগণের বৃত্তান্ত ও বিনতাতনয় যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাও অবিকল কহিলেন। মহারাজ সগর অংশুমানের মুখে এই শোকজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর তিনি বিধানানুসারে যজ্ঞশেষ সমাপন করিয়া পুরপ্রবেশপূর্বক কিরূপে ভূলোকে জাহ্নবীর আগমন হইবে, সততই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহার উপায় কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ মহারাজ সগর কলেবর পরিত্যাগ করিলে প্রজারা ধর্মশীল অংশুমানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। অংশুমানের দিলীপ নামে এক পুত্র জন্মে। কিয়ৎকাল অতীত হইলে তিনি সেই দিলীপের প্রতি সমগ্র রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রমণীয় হিমাচলশিখরে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপ অনুষ্ঠানপূর্বক তনু ত্যাগ করেন। তাঁহার পর মহারাজ দিলীপও পূর্বপুরুষগণের অপমৃত্যুর বিষয় শ্রবণ করিয় অত্যন্ত দুঃখিত হন। কিরূপে জাহ্নবী ভূলোকে অবতীর্ণা হইবেন, কিরূপে ষষ্টি সহস্র সগরসন্তানের উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইবে ও কিরূপেই বা তাঁহাদিগের সদ্গতি লাভ হইবে, তিনি নিরন্তর এই চিন্তাতেই একান্ত আকুল হইয়া উঠেন। এই ধর্মশীল দিলীপের ভগীরথ নামে এক পুত্র জন্মে। বৎস! মহাতেজা রাজা দিলীপ বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পিতৃগণের পরিত্রাণের উপায় কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে এই দুঃখেই ব্যাধিগ্রস্ত হন এবং পুত্রের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক স্বীয় কর্মবলে ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

পরমধার্মিক রাজর্ষি ভগীরথ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান বলিয়া মন্ত্রিবর্গের প্রতি প্রজাপালনের ভার দিয়া গঙ্গাকে ভূলোকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গোকর্ণ প্রদেশে দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করেন। এই মহাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া কখন মাসান্তে আহার করিতেন এবং কখন পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্তী ও কখন বা ঊর্ধ্ববাহু হইয়া থাকিতেন। এইরূপ কঠোর তপস্যায় তাঁহার সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয়।

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া দেবগণের সহিত আগমনপূর্বক কহিলেন, ভগীরথ! তুমি তপোবলে আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। রাজর্ষি ভগীরথ সর্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যে তপঃ-সাধন করিয়াছি, যদি কিছু তাহার ফল থাকে, তাহা হইলে এই বর দিন, যেন আমা হইতে পিতামহগণের সলিল লাভ হয়। ঐ সমস্ত মহাত্মার ভস্মরাশি গঙ্গাজলে সিক্ত হইলে উঁহারা নিশ্চয়ই সুরলোকে গমন করিতে পারিবেন। হে দেব! এই আমার প্রথম প্রার্থনা। দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, আপনার বরে আমার যেন সন্তান-কামনা পূর্ণ হয়। আমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমার এই বংশ যেন অবসন্ন না হয়।

ব্রহ্মা রাজা ভগীরথের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারথ! তোমার এই মনোরথ অতি মহৎ; আমার বরপ্রভাবে ইহা অবশ্যই সফল হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে বসুমতী এই হৈমবতী গঙ্গার পতন-বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব ইঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত হরকে নিয়োগ কর। হর ব্যতিরেকে গঙ্গাধারণ করিতে আর কাহাকেই দেখি না। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া গঙ্গাকে সম্ভাষণপূর্বক দেবগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ দেব-দেব চতুর্মুখ দেবলোকে গমন করিলে ভগীরথ অঙ্গুষ্ঠাগ্রে পৃথিবী স্পর্শ করিয়া সংবৎসরকাল পশুপতির উপাসনা করিলেন। অনন্তর

বৎসর পূর্ণ হইলে পশুপতি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভগীরথ! আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তোমার প্রিয়-সাধনোদ্দেশে গঙ্গার অবতরণ-বেগ মস্তকে ধারণ করিব। ভগবান ভূতনাথ এইরূপ কহিলে সর্বজন-পূজনীয়া জাহ্নবী বিস্তীর্ণ আকার পরিগ্রহ করিয়া গগনমার্গ হইতে দুঃসহ বেগে শোভন শিব-শিরে নিপতিত হইতে লাগিলেন। পতনকালে মনে করিলেন, আমি প্রবাহ-বলে শঙ্করকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিব। ব্যোমকেশ জাহ্নবীর অন্তরে এইরূপ গর্বের সঞ্চার হইয়াছে জানিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে আপনার জটাজূটমধ্যে তিরোহিত করিলেন। তখন পুণ্যসলিলা জাহ্নবী সেই জটাজাল-জড়িত হিমগিরি-সদৃশ অতি পবিত্র হর-শিরে নিপতিত হইয়া তথা হইতে সবিশেষ চেষ্টা করিলেও মহীতল স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি অনবরত জটামণ্ডল পর্যটন করিয়া উহার উপান্তে উপস্থিত হইলেন এবং নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া বহুকাল তন্মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগীরথ দেবী জাহ্নবীকে শঙ্করের জটাজূট-মধ্যে তিরোহিত দেখিয়া পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর তাঁহার সেই তপস্যায় অতিশয় প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে জটাটবী হইতে অবিলম্বে বিন্দুসরোবরের অভিমুখে পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গা বিমুক্ত হইবামাত্র সপ্তধারে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার হ্লাদিনী পাবনী ও নলিনী নামে তিন স্রোত পশ্চিম দিকে; সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামে তিন স্রোত পূর্ব দিকে এবং অবশিষ্ট একটি মহারাজ ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণপূর্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে গঙ্গা গগনতল হইতে হরজটায় তৎপরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার জলরাশি মৎস্য, কচ্ছপ ও শিশুমার প্রভৃতি জলচর জন্তুসকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘোরতর শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত জন্তুর মধ্যে কতকগুলি প্রবাহ-যোগে ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং কতকগুলি হইতেছে, বসুমতীর ইহাতে অপূর্ব এক শোভার আবির্ভাব হইল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ জাহ্নবীকে দর্শনার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবগণ নগরাকার বিমান ও করিতুরগে আরোহণপূর্বক সসম্ভ্রমে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য অনেকেই দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই জলদজালশূন্য স্বচ্ছ গগনতল আগমনশীল সুরগণ ও তাঁহাদের আভরণপ্রভায় কোটি-সূর্য-প্রকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চপল শিশুমার, সর্প ও মৎস্যসমূহ বিদ্যুতের ন্যায় উহার চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং পাণ্ডুবর্ণ ফেনরাজি খণ্ড খণ্ড ভাবে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে উহা হংস-সঙ্কুল শারদীয় মেঘে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইল। গমন-কালে গঙ্গার প্রবাহ কোথায় দ্রুতবেগে চলিল। কোন স্থলে কুটিল গতিতে, কোন স্থলে সঙ্কুচিত, কোথায় স্ফীত ও কোথায় বা মৃদুভাবে বহিতে লাগিল। কোন স্থলে বা তরঙ্গের উপর তরঙ্গাঘাত আরম্ভ হইল। কখন প্রবাহ-বেগ ঊর্ধ্বে উত্থিত কখন নিম্নে নিপতিত হইয়া গেল। এইরূপে সেই পাপাপহারক নির্মল জাহ্নবীজল শোভা পাইতে লাগিল। ধরাতলবাসী ঋষি ও গন্ধর্বেরা গঙ্গা শিবের উত্তমাঙ্গ হইতে নিপতিত হইতেছেন দেখিয়া পবিত্রবোধে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। যাহারা শাপ-প্রভাবে উন্নত লোক হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহারা ঐ গঙ্গা-সলিলে অবগাহন করিয়া শাপমুক্ত হইল এবং মঙ্গলযুক্ত হইয়া পুনরায় আকাশ-পথে প্রবেশপূর্বক স্বর্গলোকে গমন করিল।

লোকসকল গঙ্গাজল অবলোকন মাত্র পুলকিত হইয়াছিল, তৎপরে তাহাতে স্নানাদি সমাধানপূর্বক নিষ্পাপ হইয়া অপেক্ষাকৃত আনন্দ লাভ করিতে লাগিল।

রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণপূর্বক সর্বাগ্রে এবং গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দেবতা ঋষি দৈত্য দানব রাক্ষস গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর অপ্সর ও উরগেরা জলচর জীবজন্তুগণের সহিত তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্বপাপ-প্রণাশিনী সুরতরঙ্গিনী ভগীরথ যে দিকে সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন। এক স্থলে অদ্ভুতকর্মা মহর্ষি জহ্নু যজ্ঞ করিতেছিলেন; গঙ্গা গমনকালে তাঁহার সেই যজ্ঞ-ক্ষেত্র স্বীয় প্রবাহে প্লাবিত করিলেন। তদ্দর্শনে জহ্নু জাহ্নবীর গর্বের উদ্রেক হইয়াছে বুঝিয়া রোষভরে তাঁহার জলরাশি নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দেবতা, গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং মহাত্মা জহ্নুর স্তুতিবাদ করিয়া কহিলেন, তপোধন! সরিদ্বরা গঙ্গা আপনারই দুহিতা হইলেন; অতঃপর আপনি ইঁহাকে পরিত্যাগ করুন। মহাতেজা জহ্নু দেবগণের এইরূপ শ্রুতিমনোহর বাক্য শ্রবণে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণ-বিবর হইতে গঙ্গাকে নিঃসারিত করিলেন। বৎস! জহ্নুর দুহিতা বলিয়া তদবধি গঙ্গার একটি নাম জাহ্নবী হইয়াছে।

অনন্তর জাহ্নবী জহ্নুর কর্ণ-বিবর হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় ভগীরথের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে মহাসাগরে নিপতিত হইয়া
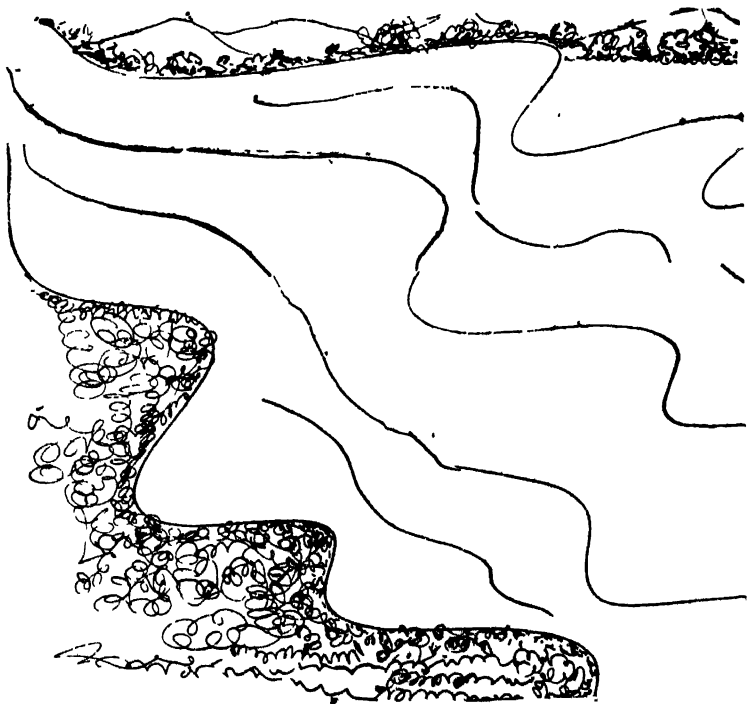
সগরসন্তানগণের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। ভগীরথ যে স্থানে তাঁহার পূর্বপুরুষেরা মহর্ষি কপিলের কোপে ভস্মীভূত ও বিচেতন হইয়া নিপতিত আছেন, তথায় সবিশেষ যত্ন সহকারে গঙ্গাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেবী জাহ্নবী স্বীয় সলিলে সেই ভস্মরাশি প্লাবিত করিলেন, ষষ্টি সহস্র সগরসন্তানেরও পাপ ধ্বংস হওয়াতে সুরলোক লাভ হইল।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ এই অবসরে সর্বলোকপ্রভু ভগবান স্বয়ম্ভূ রাজর্ষি ভগীরথকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলে। এক্ষণে যাবৎ এই মহাসাগরে জল থাকিবে তাবৎ উঁহারা দেবতার ন্যায় দ্যুলোকে অবস্থান করিবেন। অতঃপর গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা দুহিতা হইবেন এবং তোমারই নামানুসারে ভাগীরথী এই নাম ধারণ করিয়া ত্রিলোক মধ্যে প্রথিত থাকিবেন। ইনি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবর্তিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ইঁহার আর একটি নাম ত্রিপথগা হইবে মহারাজ! তুমি এক্ষণে পিতামহগণের উদকক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার অবতরণ কর। তোমার পূর্বপুরুষ যশস্বী ধর্মশীল রাজা সগর আপনার এই মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পর অপ্রতিমতেজা মহাত্মা অংশুমান কৃতকার্য হন নাই। তৎপরে মহর্ষিতুল্য তেজস্বী মণ্ডলা-তপস্বী

ক্ষত্রধর্মপরায়ণ তোমার পিতা মহাভাগ দিলীপও বিফলপ্রয়াস হইয়া লোকান্তরিত হন। কিন্তু তুমিই আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। এক্ষণে সর্বত্র তোমার এই যশ ঘোষিত হইবে। তুমি জাহ্নবীকে ভূলোকে অবতীর্ণ করিলে, এই কারণে তোমার নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক লাভ হইবে। ভগীরথ! এই গঙ্গাজলে অশুভ কালেও স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কোন বাধা নাই; অতএব তুমি ইহাতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ হও এবং পবিত্র ফল লাভ কর। আমি এক্ষণে স্বলোকে প্রস্থান করি। তুমি পিতৃলোকের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বনগরে প্রতিগমন কর। তোমার মঙ্গল হউক।

সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা রাজর্ষি ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। রাজা ভগীরথও যথাক্রমে ন্যায়ানুসারে পিতৃগণের তর্পণাদি করিয়া পবিত্রভাবে নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। প্রজারা তাঁহাকে লাভ করিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল, ভগীরথের বিরহ-জনিত শোক তাহাদিগের চিত্ত হইতে অপনীত হইয়া গেল এবং 'রাজ্যের গুরুভার কে বহন করিবে' এই ভাবনাও সম্পূর্ণ দূর হইল।

রাম! এই আমি তোমার নিকট জাহ্নবী-বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্তন করিলাম; তোমার মঙ্গল হউক। যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য বর্ণকে এই আয়ুষ্কর যশস্কর স্বর্গপ্রদ ও বংশবর্ধক জাহ্নবী-সংবাদ শ্রবণ করান, পিতৃগণ ও দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন; আর যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল মনোরথ সফল হয এবং পাপ-তাপ বিদূরিত, আয়ু পরিবর্ধিত ও কীর্তি বিস্তৃত হইয়া থাকে। বৎস! দেখ আমাদিগের কথাপ্রসঙ্গে সন্ধ্যাকাল প্রায় অতিক্রান্ত হইল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ রঘুকুল-তিলক রাম পূর্ব রাত্রিতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে জাহ্নবী-সংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত যারপরনাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রভাতে তিনি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভগবন্! গঙ্গার অবতরণ ও তাঁহার দ্বারা সাগর-গর্ভ পরিপূরণ আপনি এই অত্যাশ্চর্য রমণীয় কথা কীর্তন করিয়াছেন। আপনার এই কথা চিন্তা করিতে করিতেই পলকের ন্যায় রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

অনন্তর বিশ্বামিত্র প্রাতে কৃতাহ্নিক হইলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! নিশা অবসান হইয়াছে। অতঃপর আপনার নিকট অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিতে হইবে। আসুন, এক্ষণে আমরা ঐ পবিত্রসলিলা সরিদ্বরা গঙ্গা পার হই। ঐ দেখুন, আপনি এ স্থানে আসিয়াছেন জানিয়া মহর্ষিগণ ত্বরিতপদে আগমন করিয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট আচ্ছাদনযুক্ত একখানি নৌকা উপস্থিত হইয়াছে। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নাবিক-সাহায্যে সকলকে লইয়া গঙ্গা পার হইলেন এবং গঙ্গার উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া অভ্যাগত তপোধনদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন।

জাহ্নবী-তটে উত্থিত হইবামাত্র বিশালা নগরী সকলের নেত্রগোচর হইল। তখন বিশ্বামিত্র সেই সুরলোকের ন্যায় সুরম্য বিশালা নগরীর অভিমুখে রামের সহিত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ধীমান্ রাম করপুটে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! এই বিশালা নগরীতে কোন রাজবংশ

বাস করিতেছেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, বলুন; আপনার মঙ্গল হউক।

বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া বিশালা-সংক্রান্ত পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, রাম! আমি সুরপতি ইন্দ্রের মুখে বিশালার কথা শুনিয়াছি। এই স্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, এক্ষণে আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বে সত্যযুগে ধর্মপরায়ণ সুরগণ এবং মহাবল-পরাক্রান্ত অসুরগণের এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমরা কি উপায়ে অজর অমর ও নীরোগ হইব। এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের মনে উদয় হইল যে আমরা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিলে অমৃত-রস প্রাপ্ত হইব, তদ্দ্বারাই আমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। দেবাসুরগণ এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মন্দর গিরিকে মন্থনদন্ড এবং নাগরাজ বাসুকিকে রজ্জু করিয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসব অতীত হইল। বাসুকি অনবরত গরল উদ্গার ও দশন দ্বারা শিলা দংশন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শিলা অনলসংকাশ বিষরূপে প্রাদুর্ভূত হইল এবং উহার তেজে সুরাসুর মানুষের সহিত সমুদয় বিশ্ব দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবগণ শরণার্থী হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমনপূর্বক, 'রুদ্র! আমাদিগকে রক্ষা কর' বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রুদ্রদেবের স্তুতি গান করিতেছেন, এই অবসরে শঙ্খচক্রগদাধর হরি তথায় সমুপস্থিত হইয়া হাস্যমুখে ভগবান শূলপাণিকে কহিলেন, হে দেব! তুমি দেবগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে করিতে অগ্রে যাহা উত্থিত হইয়াছে, তাহা তোমারই লভ্য; অতএব তুমি এই স্থানেই অবস্থান করিয়া বিষ গ্রহণ কর। হরি ত্রিপুরারিকে এইরূপ কহিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর শংকর বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও দেবগণের কাতরতা দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন এবং অমৃতের ন্যায় অক্লেশে হলাহল গ্রহণপূর্বক দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া অমৃতকুণ্ডে গমন করিলেন। দেবতারাও পূর্ববৎ সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে মন্দর গিরি সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে অমরগণ গন্ধর্বদিগের সমভিব্যাহারে মধুসূদনকে কহিলেন, হে দেব! তুমি সকল জীবের, বিশেষতঃ দেবগণের একমাত্র গতি; অতএব এক্ষণে মন্দব পর্বতকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। ভগবান হৃষীকেশ সুরগণ ও গন্ধর্বদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কমঠ-রূপ ধাবণ করিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে পর্বতবর মন্দরকে গ্রহণপূর্বক সাগব-গর্ভে শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার শক্তি অতি অদ্ভুত, তিনি সমুদ্র-গর্ভে শয়ন করিয়াও সুরগণের মধ্যবর্তী হইয়া স্বয়ং স্বহস্তে পর্বত-শিখর আক্রমণ-পূর্বক সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন।

সহস্র বৎসর অতীত হইল। আয়ুর্বেদময় ধন্বন্তরি দন্ডকমণ্ডলু হস্তে সমুদ্র-মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তদনন্তর শোভনকান্তি অপ্সরাসকল উত্থিত হইল। মন্থন-নিবন্ধন (অপ্) ক্ষীররূপ নীরের সারভূত রস হইতে উত্থিত হইল বলিয়া তদবধি উহাদিগের নাম অপ্সরা রহিল। উহাদিগের সংখ্যা ষাট কোটি। এতদ্ভিন্ন উহাদের পরিচারিকা যে কত তাহা কিছুই স্থির হইল না। বৎস! অপ্সরাসকল সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলে কি দেবতা কি দানব কেহই

উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না; সুতরাং তদবধি উহারা সাধারণ স্ত্রী বলিয়াই পরিগণিত হইল।

অনন্তর সমুদ্রাধিদেব বরুণের দুহিতা সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বারুণী উত্থিত হইলেন। বারুণী উত্থিত হইয়াই গ্রহীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসুরেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। সুতরাং তিনি সুরগণেরই আশ্রয় লইলেন। এই অপ্রতিগ্রহনিবন্ধন দৈত্যরা তদবধি অসুর এবং প্রতিগ্রহনিবন্ধন দেবগণ সুর এই উপাধি লাভ করিলেন। বৎস! দেবতারা সেই আনন্দনীয়া বরুণ-নন্দিনী বারুণীকে পাইযা যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অনন্তর ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তুভ মণি ও উৎকৃষ্ট অমৃত উত্থিত হইল। এই অমৃতেরই নিমিত্ত সমুদ্রকূলে একটি তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। দেবতারা দানবদিগেব সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, বিস্তর অসুর নিপাত হইতে লাগিল। তখন তাহারা আপনাদের পক্ষ ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইল। পুনবায় ত্রৈলোক্যমোহন লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসবে মহাবল বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণপূর্বক অমৃত হরণ করিলেন। তৎকালে যে-সকল অসুর প্রতিকূল হইয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন করিল, তিনি তাহাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই ভীষণ সংগ্রামে দেবগণের হস্তে বিস্তর অসুর বিনষ্ট হইল। সুররাজ ইন্দ্র ইহাদিগকে সংহার ও রাজ্য অধিকার করিয়া প্রফুল্ল মনে ঋষি-চারণ-পরিপূর্ণ লোকসকল শাসন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দৈত্যজননী দিতি পুত্র-বিনাশ-শোকে নিতান্ত কাতব হইয়া মরীচিতনয় কশ্যপকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার আত্মজেরা আমার পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, সুরপতিকে

নষ্ট করিতে পারে, এইরূপ এক পুত্র লাভের ইচ্ছা করি। নাথ! আপনি আমার গর্ভে ঐরূপ একটি পুত্র প্রদান করুন। মহাতেজা মহর্ষি কশ্যপ দুঃখিতা দয়িতা দিতির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে। অতঃপর যে পর্যন্ত না পুত্র জন্মে, তাবৎ পবিত্র হইয়া থাক। এই ভাবে সহস্র বৎসর অতীত হইলে তুমি আমার প্রভাবে সুরপতি-সংহার-সমর্থ এক পুত্র অবশ্যই প্রসব করিবে। এই বলিয়া কশ্যপ পাপ শান্তির উদ্দেশে দিতির কলেবর করতলে মার্জনা ও তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া শুভ আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক তপস্যার্থ যাত্রা করিলেন।

কশ্যপ প্রস্থান করিলে দিতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কুশপ্লব নামক এক তপোবনে গমনপূর্বক অতিকঠোর তপ আরম্ভ করিলেন। তিনি তপস্যায় মনঃসমাধান করিলে দেবরাজ নানাপ্রকারে তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। কখন অগ্নি কুশ কাষ্ঠ কখন বা ফল মূল জল, তাহার যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা, অবিচারিত মনে তাহাই আহরণ এবং তিনি পরিশ্রান্ত হইলে শ্রমাপনোদন ও গাত্র-সংবাহন করিতেন। এইরূপে নয়শত নবতি বৎসর পূর্ণ হইলে দেবী দিতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আর দশ বৎসর অতীত হইলে সহস্র বৎসর তপঃকাল পূর্ণ হয়। এই সময়ের অবশেষ অবসান হইলে তুমি ভ্রাতৃমুখ দেখিতে পাইবে। দেখ, আমি যে পুত্র তোমার বিনাশ সাধনার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাকে তোমার সহিত ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ ও নির্বিবাদ করিয়া দিব। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রাতৃকৃত ত্রিলোকের বিজয় মহোৎসব একত্রে উপভোগ করিবে। বৎস! আমার প্রার্থনায় তোমার পিতা সহস্র বৎসর পরে পুত্র জন্মিবে আমাকে এইরূপই বর দেন।

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। দৈত্যজননী দেবরাজ পুরন্দরকে এইরূপ কহিয়া শয্যার যে স্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয় তথায় চরণ প্রসারণপূর্বক নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ইন্দ্র শয়নের এইরূপ ব্যতিক্রম দর্শনে তাঁহাকে অশুচি

বোধ করিয়া হাস্য করিলেন। মনোমধ্যে অপরিসীম হর্ষেরও উদ্রেক হইল। পরে তিনি এই সুযোগে তাঁহার যোনি-বিবরে প্রবেশ করিয়া গর্ভপিণ্ড সপ্তধা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। গর্ভস্থ অর্ভক শতপর্ব বজ্র দ্বারা ভিদ্যমান হইয়া সুস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রোদন-শব্দে দিতির নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।

অনন্তর ইন্দ্র ঐ বালককে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভদ্র! 'মা রুদ' রোদন করিও না, রোদন করিও না। কিন্তু ঐ গর্ভস্থ বালক কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। সে ক্ষান্ত না হইলেও ইন্দ্র কুলিশ-প্রহারে তাহারে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দিতি কহিলেন, ইন্দ্র! আমার গর্ভস্থ বালককে তুমি বিনাশ করিও না, এখনই নির্গত হও।

অনন্তর ইন্দ্র তাঁহার বাক্য-গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত বজ্রের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি! আপনি শয্যায় যে স্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয়, তথায় চরণ প্রসারণপূর্বক অপবিত্র হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। আমি আপনার এইরূপ ব্যতিক্রম পাইয়া ভাবী শত্রুকে সপ্তধা ছেদন করিয়াছি। আপনি এক্ষণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ॥ দৈত্যজননী দিতি গর্ভ সপ্তধা খণ্ড খণ্ড হইযাছে শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং দুর্ধর্ষ ইন্দ্রকে অনুনয়-বিনয়পূর্বক কহিলেন, বৎস! আমারই অশুচিত্ব-অপরাধে তুমি এই গর্ভকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছ; ইহাতে তোমার অণুমাত্র দোষ লক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে যাহা হইয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। অতঃপর তোমার এই কার্য যাহাতে আমাদের উভয়েরই প্রীতিকর হয, তাহাই আমার একান্ত স্পৃহণীয়। বৎস! তৎকৃত এই খণ্ডসপ্তক

সপ্ত বায়ুস্থানের রক্ষক হউক। এই সমস্ত দিব্যরূপ পুত্রেরা মারুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বাতস্কন্ধ নামক সাত লোকে সঞ্চরণ করুক। ইহাদের মধ্যে একটি ব্রহ্মলোকে, দ্বিতীয় ইন্দ্রলোকে, তৃতীয় অন্তরীক্ষে থাকুক। অবশিষ্ট চারিটি তোমার আদেশে চতুর্দিকে কাল সহকারে সঞ্চরণ করিবে। তুমি ইহাদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া 'মা রুদ' বলিয়াছিলে, এই কারণে ইহাদের নাম মারুত হইবে।

সুররাজ দিতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন দেবি! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, তাহা অবশ্যই হইবে। আপনার দেবরূপী আত্মজেরা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানে রক্ষক রূপে অবস্থান করিবেন। বৎস রাম! আমরা শুনিয়াছি, দিতি ও ইন্দ্র সেই তপোবনে এইরূপ অবধারণপূর্বক কৃতকার্য হইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছিলেন। পূর্বকালে ত্রিদশাধিপতি যে স্থানে অবস্থান করিয়া তাপসী দিতির এইরূপ পরিচর্যা করেন, ইহা সেই স্থান। বৎস! অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে ধর্মশীল এক পুত্র জন্মে। সেই বিশালই এই স্থানে বিশালা নামে এক পুরী নির্বাণ করেন। মহারাজ বিশালের পুত্র মহাবল হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পুত্র সুচন্দ্র। তাঁহার পুত্রের নাম ধূম্রাশ্ব। ধূম্রাশ্বের সৃঞ্জয় নামে এক পুত্র জন্মে। সৃঞ্জয়ের পুত্র মহাপ্রতাপ সহদেব। সহদেবের কুশাশ্ব নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই কুশাশ্ব অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারই পুত্র সোমদত্ত। এক্ষণে এই সোমদত্তের পুত্র নিতান্ত দুর্জয় প্রিয়-দর্শন সুমতি এই পুরীতে বাস করিতেছেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর প্রসাদে এই বিশালা নগরীর নৃপতিগণ অতি বলবান ধর্মপরায়ণ ও দীর্ঘায়ু হইয়াছেন। বৎস! আমরা এই স্থানে অদ্যকার রাত্রি পরম সুখে অতিবাহিত করিব। কল্য তুমি রাজা জনকের আলয়ে উপস্থিত হইতে পারিবে।

এদিকে বিশালা দেশের অধিপতি সুমতি বিশ্বামিত্রের আগমন-সংবাদ পাইয়া উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! অদ্য আমার অধিকার-মধ্যে আপনার শুভাগমন হওয়াতে আমি একান্ত অনুগৃহীত হইলাম। আজি আপনার দর্শনেই আমি ধন্য হইয়াছি।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ মহীপতি সুমতি এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! এই অসি তূণ ও শরাসনধারী দুই বীর করিকেশরিসদৃশ গতি এবং শার্দূল ও বৃষভতুল্য আকৃতি ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুরূপ। দেখিতেছি এই দুই পদ্মপলাশলোচন কুমারের অঙ্গে অভিনব যৌবন-শোভারও আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন দ্যুলোক হইতে দুইটি দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য ও শশধর গগনতলকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইঁহারা এই প্রদেশকে যারপরনাই অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই উভয়ের আকার ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ইঁহারা কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগমন করিলেন? হে তপোধন! আপনি ইহা সবিশেষে বলুন, শুনিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিশালাধিপতি সুমতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া

রাম-লক্ষ্মণ-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণন করিলেন। শুনিয়া সুমতি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন এবং অতিথি-রূপে অভ্যাগত সম্মানের সম্যক্ উপযুক্ত উভয় রাজকুমারকে সমুচিত সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ সুমতি-কৃত সপর্যা গ্রহণ ও বিশালায় নিশা যাপন করিয়া পরদিন মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ জনক-নগরী মিথিলা দর্শন করিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাম তত্রত্য উপবনে এক পুরাতন সুরম্য নির্জন তপোবন নিরীক্ষণ করিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন ! মুনিজন সংস্রবশূন্য আশ্রম-সদৃশ এইটি কোন স্থান্ ? পূর্বে ইহা কাহারই বা তপোবন ছিল; বলুন শুনিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা করিতেছে।

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস ! এইটি যাহার আশ্রম, যে কারণে ইহার এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই দেব-পূজিত দিব্যাশ্রম-সদৃশ আশ্রমপদ পূর্বে মহাত্মা গৌতমেরই অধিকৃত ছিল। তিনি এই স্থানে অহল্যার সহিত বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষি কোন কার্য প্রসঙ্গে আশ্রম হইতে নির্গত হইয়াছেন, এই অবসরে শচীপতি ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া গৌতম-বেশে অহল্যার সকাশে আসিয়া কহিলেন, সুন্দরি ! রতিপ্রার্থী ঋতুকালের প্রতীক্ষা করে না। এই কারণে আমি এখনই তোমার সহযোগ প্রার্থনা করিতেছি। দুর্মতি অহল্যা সুরপতি ইন্দ্রই মুনিবেশে আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সম্ভোগ-লোভে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর তিনি সন্তুষ্টমনে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেবরাজ ! আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। এক্ষণে এস্থান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও এবং গৌতমের অভিশাপ হইতে আপনাকে ও আমাকে রক্ষা কর। তখন সুররাজ ঈষৎ হাসিয়া অহল্যাকে কহিলেন, সুন্দরি ! আমি বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে স্বস্থানে চলিলাম। এই বলিয়া ইন্দ্র মহর্ষির ভয়ে ত্বরিতপদে পর্ণকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র দেব-দানবগণের দুরতিক্রমণীয় তপোবলসম্পন্ন মহর্ষি গৌতমকে তীর্থসলিলে অভিষেকক্রিয়া সমাপনপূর্বক সমিধ ও কুশহস্তে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিযাই ভয়ে ইন্দ্রের মুখ ম্লান হইয়া গেল।

তখন সদাচারপরায়ণ মহর্ষি গৌতম দুর্বৃত্ত দেবরাজকে মুনিবেশে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিযা রোষভরে কহিলেন রে নির্বোধ ! তুই আমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমারই ভার্যাসম্ভোগরূপ অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্; অতএব আমার অভিশাপে এখনই তোর বৃষণ ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িবে। মহর্ষি সরোষে এই কথা বলিবামাত্র বৃত্রনিসূদন ইন্দ্রের বৃষণ তৎক্ষণাৎ স্খলিত ও ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি ইন্দ্রকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া অহল্যাকেও কহিলেন, রে দুঃশীলে ! তোরও এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্যা হইয়া ভস্মরাশিতে শয়নপূর্বক বায়ুমাত্র ভক্ষণে কালযাপন করিতে হইবে। আত্মকৃত কার্যের নিমিত্ত তোর অনুতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইবে। এক সময়ে দশরথতনয় রাম এই ঘোর অরণ্যে আগমন করিবেন। তুই লোভ ও মোহের বশবর্তিনী না হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিবি, তাঁহার আতিথ্য করিলে নিশ্চয়ই তোর এই পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। এইরূপ হইলে পুনর্বার পূর্বরূপ প্রাপ্তি ও আমার সহিত সম্মিলন হইতে পারিবে।

মহাতেজা মহর্ষি গৌতম দুঃশীলা অহল্যাকে এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমপদ পরিত্যাগপূর্বক সিদ্ধ-চারণ-সেবিত পরমরমণীয় হিমাচল শিখরে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র বৃষণবিহীন হইয়া চকিতনয়নে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব ও চারণদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি মহাত্মা গৌতমের ক্রোধ উৎপাদন ও তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদনপূর্বক দেবকার্য সাধন করিয়াছি। নতুবা তিনি স্বীয় তপোবলে সমুদয় দেবস্থান অধিকার করিয়া লইতেন। ঐ মহর্ষি যদি আমাকে অভিশাপ না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার তপঃক্ষয় কি প্রকারে সম্ভবিতে পারিত। কিন্তু আমি তাঁহার কোপে পড়িয়া বৃষণহীন হইয়াছি এবং তাপসী অহল্যাও স্বদোষের ফল ভোগ করিতেছেন। সুরগণ! দেবকার্য সাধন করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; অতএব যাহাতে আমি পুনরায় বৃষণ লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া তোমাদের কর্তব্য হইতেছে।

দেবতারা সুরপতি ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক মরুদ্গণের সহিত পিতৃদেব-সমাজে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে ভগবান হব্যবাহন কহিলেন, হে পিতৃদেবগণ! ইন্দ্র বৃষণহীন হইয়াছেন। দেখিতেছি, তোমাদিগের এই মেষের বৃষণ আছে। অতএব তোমরা এই মেষবৃষণ গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রকে প্রদান কর। এই মেষ ষণ্ডভাবাপন্ন হইয়াও তোমাদিগের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইবে। অতঃপর যাহারা তোমাদিগের তৃপ্তি সাধনোদ্দেশে ঐরূপ মেষ দান করিবে, অক্ষয় ফল লাভে তাহারা কখনই বঞ্চিত হইবে না।

পিতৃদেবগণ অগ্নির এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক মেষবৃষণ উৎপাটন করিয়া ইন্দ্রে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। তদবধি তাঁহাদিগেরও ষণ্ড মেষ ভক্ষণের একটি নিয়ম হইল। বৎস! ইন্দ্র মহাত্মা গৌতমেরই তপঃপ্রভাবে মেষবৃষণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি সেই পুণ্যকর্মা মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত গৌতমের আশ্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন তপঃপ্রভাবে মহাভাগা অহল্যার প্রভা অধিকতর পরিবর্ধিত হইয়াছে; সুতরাং মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সন্নিহিত হইলে দেব দানবেরও দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া যায়। তাঁহার সৌন্দর্য সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যে বিধাতা সবিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন। ফলতঃ অহল্যার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য। তিনি মায়াময়ীর ন্যায় বিস্ময়কারিণী, ধূমব্যাপ্ত প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় এবং তুষারপরিবৃত মেঘান্তরিত পৌর্ণমাসী শশী ও সূর্যের প্রভার ন্যায় একান্ত মনোহারিণী হইয়াছেন। অহল্যা মহর্ষির অভিশাপে রামের দর্শন-কাল অবধি ত্রিলোকেরই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে শাপের অবসান হওয়াতে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ অহল্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া রামের নিকট প্রণত হইলেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবহিতমনে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক আতিথ্য

করিলেন। দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল এই ব্যাপার অবলোকনপূর্বক উৎসবে মগ্ন হইল। দেবতারা তপোবলবিশুদ্ধা ভর্তৃপরায়ণা অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষি গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তপোবনে আগমন করিলেন এবং বিধানানুসারে রামের সৎকার করিয়া সহধর্মিণী অহল্যার সহিত পরম সুখে তপস্যা করিতে লাগিলেন। রামও গৌতমকৃত সৎকারে সবিশেষ প্রীত হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি গৌতমের আশ্রম হইতে উত্তর-পূর্বাস্য হইয়া বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজা জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! মহাত্মা জনকের যজ্ঞসমৃদ্ধি অতি পরিপাটী হইয়াছে। দেখিতেছি, এই উপলক্ষে বেদাধ্যয়নশীল বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ দিগ্‌দিগন্ত হইতে আগমন করিয়াছেন। ঋষিনিবাসসকল অভ্যাগত ঋষিগণে পরিপূর্ণ ও বহুসংখ্য শকটে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমাদিগকে যথায় অবস্থিতি করিতে হইবে, আপনি এইরূপ একটি স্থান নির্ণয় করুন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাদের বাক্যানুসারে জনশূন্য জলসম্পন্ন নিবাস-স্থান নির্বাচন করিয়া লইলেন।

অনন্তর বিশুদ্ধস্বভাব রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমনসংবাদ পাইবামাত্র পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিক্‌গণকে অগ্রে লইয়া অর্ঘ্যহস্তে ত্বরিতপদে তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমনপূর্বক বিনীতভাবে পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্র জনক-প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া অনুক্রমে তাঁহার, যজ্ঞের এবং উপাধ্যায় ও পুরোহিতদিগকে কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তৎপরে তিনি পুলকিতমনে শতানন্দ প্রভৃতি মুনিগণের সহিত সম্মিলিত হইলে, রাজা জনক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সমস্ত সহচর ঋষিগণের সহিত আসন গ্রহণ করুন। বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত শতানন্দ, ঋত্বিক এবং মন্ত্রিগণের সহিত স্বয়ং রাজা জনক ইঁহারা সকলে তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন। এইরূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে জনক বিশ্বামিত্রের প্রতি নেত্র নিক্ষেপপূর্বক কহিলেন, তপোধন! অদ্য দেব-প্রসাদে আমার এই যজ্ঞ সফল হইল। আজি আপনকার দর্শনেই যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্যক ফল লাভ করিলাম। স্বয়ং ভগবান্ যখন ঋষিবর্গের সহিত যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছেন, তখন আমিও যারপরনাই ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। মনীষিগণ দ্বাদশ দিবস দীক্ষা-কাল নিরূপণ করিয়াছেন। ইহার অবসান হইলেই আপনি যজ্ঞভাগ-লাভার্থী অমরগণের দর্শন পাইবেন।

মহারাজ জনক প্রফুল্লমুখে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় করপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই অসি তূণ ও শরাসনধারী দুই বীর করিকেশরিসদৃশ গতি এবং শার্দূল ও বৃষভতুল্য আকৃতি ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুরূপ। দেখিতেছি, এই দুই পদ্মপলাশলোচন কুমারের অঙ্গে অভিনব যৌবন-শোভারও আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, দ্যুলোক হইতে দুইটি দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য ও শশধর গগনতলকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইঁহারা এই প্রদেশকে যারপরনাই অলঙ্কৃত করিতেছেন।

এই উভয়ের আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই কাকপক্ষধারী বীরযুগল কাহার পুত্র? কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগমন করিলেন? তপোধন! আপনি সবিশেষ বলুন, ইহা শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই যে দুইটি কুমারকে দেখিতেছেন, ইঁহারা রাজা দশরথের আত্মজ। মহর্ষি রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ পরিচয় দিয়া তাঁহাদের সিদ্ধাশ্রম-নিবাস, রাক্ষসবিনাশ, অকুতোভয়ে দুর্গম পথে আগমন, বিশালা-দর্শন, অহল্যার শাপোদ্ধার, গৌতম-সমাগম ও হরকার্মুক নিরীক্ষণার্থ আগমন, রাজা জনককে আনুপূর্বিক এইসকল সংবাদ নিবেদন করিলেন।

একপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর তপঃপ্রভাবপ্রদীপ্ত মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজস্বী শতানন্দ ধীমান বিশ্বামিত্রের মুখে জননীর শাপমোচন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত এবং অসুলভ রাম-সন্দর্শন-লাভে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে পরম সুখে আসনে নিষণ্ণ দেখিয়া বিশ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি ত রাজকুমার রামকে আমার জননী যশস্বিনী অহল্যাকে দেখাইয়া দিয়াছেন? সেই তাপসী কি এই সর্বজনবন্দনীয় রামচন্দ্রকে বন্য ফলপুষ্পাদি দ্বারা সমুচিত সৎকার করিয়াছিলেন? দেবরাজ তাঁহার প্রতি যে অনুচিত আচরণ করেন, আপনি সেই বৃত্তান্ত ইঁহাকে ত কহিয়াছেন? মহর্ষে! জননী রামের প্রসাদাৎ শাপমুক্ত হইয়া আমার পিতার সহিত কি সমাগত হইয়াছেন? তেজস্বী রাম আমার পিতৃ-প্রদত্ত পূজা স্বীকার করিয়া ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন? ইঁনি আশ্রমে গিয়া পূজা গ্রহণপূর্বক সেই প্রশান্তমনা মহর্ষিকে কি অভিবাদন করিয়াছিলেন?

বচনবিশারদ মহর্ষি বিশ্বামিত্র গৌতমতনয় শতানন্দের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! যাহা কর্তব্য, কিছুই বিস্মৃত হই নাই। জমদগ্নির রেণুকার ন্যায় তোমার জননী অহল্যা তপস্বী গৌতমের সহিত সমাগতা হইয়াছেন। শতানন্দ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে কহিলেন, পুরুষোত্তম! তুমি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছ? এই অমিতপ্রভাব মহর্ষির সহিত তোমার আগমন আমাদিগের ভাগ্যক্রমেই ঘটিয়াছে। যাঁহার অতিসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য অতি আশ্চর্য, যিনি তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব অধিকার করিয়াছেন, সেই কৌশিক আমাদিগের উভয়েরই হিতকারী, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। রাম! এই কঠোরতপা বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক, সুতরাং এই ভূলোকমধ্যে একমাত্র তুমিই ধন্য। এক্ষণে এই মহাত্মা কৌশিকের যেরূপ তপোবল এবং যে প্রকারে ইনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন, আমি তাহা তোমার নিকট কহিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্বকালে কুশ নামে কোন এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্ প্রজাপতির পুত্র। তাঁহার আত্মজের নাম কুশনাভ। কুশনাভ মহাবল-পরাক্রান্ত ও অতি ধার্মিক ছিলেন। কুশনাভের পুত্র গাধি। মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই গাধিরই আত্মজ। এই কৃতবিদ্য ধর্মশীল মহর্ষি পূর্বে বহুকাল শত্রুদমন ও প্রজাগণের হিতসাধনপূর্বক রাজ্য পালন করেন। একদা ইনি চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে অবনী পরিভ্রমণার্থ নির্গত হইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ বহুসংখ্য

নগর রাষ্ট্র নদী পর্বত ও আশ্রম পর্যটন করিতে করিতে পরিশেষে বশিষ্ঠদেবের তপোবনে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা বিবিধ মৃগ এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব কিন্নর ও চারণগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে। হরিণসকল প্রশান্তভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। ফলপুষ্পোপশোভিত লতাজালজড়িত তরুরাজি উহার চতুর্দিকে বিরাজমান রহিয়াছে। দেব দানব ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন। তপঃসিদ্ধ হুতাশনসংকাশ স্বয়ম্ভূ-সদৃশ ঋষিগণ এবং নির্দোষ জিতেন্দ্রিয় জপহোমপরায়ণ বালখিল্য ও বৈখানসেরা ইহাতে সততই বিদ্যমান আছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ সলিলমাত্র পান কেহ বায়ুমাত্র কেহ শীর্ণ পর্ণ এবং কেহ কেহ বা ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আছেন। বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় বশিষ্ঠের সেই আশ্রমপদ অবলোকন করিয়া যারপরনাই প্রীতি লাভ করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবল বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আনন্দিত চিত্তে বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠও তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্নপূর্বক তাঁহার উপবেশনার্থ আসন আনয়নের আদেশ দিলেন এবং তিনি উপবেশন করিলে বিধানানুসারে ফলমূলাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। মহারাজ বিশ্বামিত্র মহর্ষি-প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে তপস্যা অগ্নিহোত্র শিষ্য ও আশ্রমস্থ পাদপসমূহের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেবও তাঁহার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! কেমন তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ত? তুমি ধর্মানুসারে প্রজারঞ্জনপূর্বক নৃপতির সমুচিত বৃত্তি অনুসারে তাহাদিগকে ত প্রতিপালন করিতেছ? তুমি ত ভৃত্যবর্গকে বেতনাদি দান করিয়া ভরণ করিয়া থাক? তাহারা ত তোমার আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ নহে? হে শত্রুনিসূদন! তুমি ত বিপক্ষ হইতে জয়শ্রী অধিকার করিতে পারিয়াছ? তোমার চতুরঙ্গ সৈন্য, ধনাগার, মিত্র ও পুত্র-পৌত্রগণের ত মঙ্গল? বিশ্বামিত্র এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনীত বশিষ্ঠকে আনুপূর্বিক সমস্ত বিষয়ের কুশল নিবেদন করিলেন। পরে তাঁহারা কথাপ্রসঙ্গে বহুক্ষণ অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ সহাস্যমুখে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহাবল! আমি এই চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত তোমার আতিথ্য সৎকার করিব, তুমি এই বিষয়ে সম্মত হও। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ অতিথি ও সর্বপ্রযত্নে পূজনীয় হইতেছ। অতএব তুমি মৎকৃত আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হও। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আতিথ্যের প্রস্তাবনাতেই আমার আতিথ্য করা হইল। আপনি আমার পূজনীয়। আপনার দর্শন এবং এই আশ্রমের ফলমূল পাদ্য ও আচমনীয় দ্বারা আমি যথোচিত প্রীতি লাভ করিয়াছি, আপনাকে নমস্কার। আমি চলিলাম। অতঃপর আমাকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন। ধীমান বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে ধর্মিষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বারংবার তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র আর অস্বীকার করিতে না পারিয়া কহিলেন, ভগবন্! ভাল, আপনার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে।

অনন্তর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত করিয়া পাপহন্ত্রী বিচিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, শবলে! তুমি একবার শীঘ্র আইস। আসিয়া আমার একটি কথা শুনিয়া যাও। দেখ, আজি আমি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা এই চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহৃত মহারাজ বিশ্বামিত্রের আতিথ্য করিব। অতএব তুমি রাজার যোগ্য ভোগ্য সামগ্রী প্রদান করিয়া আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর। কামদে! অদ্য মধুরাদি ছয় রসের মধ্যে যিনি যাহা চাহেন, তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ প্রচুর পরিমাণে তাঁহাকে তাহাই দেও। শীঘ্র সরস ভক্ষ্য পেয় লেহ্য চোষ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি কর।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ কামদা শবলা মহর্ষি বশিষ্ঠের এইরূপ আদেশ পাইয়া যাহার যে দ্রব্যে অভিরুচি তাহাকে অবিলম্বে তাহাই প্রদান করিতে লাগিল। ইক্ষু, মধু, লাজ, উৎকৃষ্ট গৌড়ী মদ্য, মহামূল্য পানীয়, বিবিধ ভক্ষ্য, পর্বতাকার উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, সূপ, দধিকুল্যা এবং সুস্বাদু-খাণ্ডবপূর্ণ বহুসংখ্য রজতময় ভোজন-পাত্র ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি করিল। তখন সেই হৃষ্টপুষ্ট-জনভূয়িষ্ঠ নৃপসৈন্য, মহর্ষিকৃত আতিথ্য সংকারে পরিতৃপ্ত হইয়া সবিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বয়ং মহারাজ বিশ্বামিত্রও প্রধান অন্তঃপুরচর ভৃত্য, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী ও দাসবর্গের সহিত সমাদৃত ও সংকৃত হইয়া যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভবাদৃশ ব্যক্তি মাদৃশ লোকের কিরূপে সংকার করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমি আপনকার এই অতিথিসপর্যায় অপর্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে আমার একটি প্রার্থনা আছে, শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে লক্ষ ধেনু দিতেছি; আপনি তাহার বিনিময়ে আমায় এই শবলা দান করুন। আপনার এই ধেনুটি রত্নবিশেষ। রত্নে রাজারই স্বামিত্ব আছে। অতএব এক্ষণে আপনি আমায় এই শবলা দান করুন। ন্যায়ানুসারে ইহাতে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার বর্তিয়াছে।

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি লক্ষ কি শতকোটি ধেনু দেও, অথবা প্রচুর রজতভারই প্রদান কর, আমি কোনমতেই শবলা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। শবলা পরিত্যাগের পাত্রী নহে। মহাত্মার কীর্তির ন্যায় এই ধেনু নিয়তকাল আমার সঙ্গে রহিয়াছে। ইহা হইতে আমার হব্য কব্য ও প্রাণযাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্র বলি ও হোম ইহার সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। স্বাহাকার ও বষট্কার-সাধ্য যাগযজ্ঞ এবং বিবিধ বিদ্যা ইহারই আয়ত্ত। মহারাজ! আমি সত্যই কহিতেছি শবলা আমার সর্বস্ব। ইহারে দেখিলেও আমি সুখী হই। এক্ষণে এই সমস্ত কারণে আমি তোমাকে এই ধেনু প্রদান করিতে পারিব না।

বচনবিশারদ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনর্বার নির্বন্ধাতিশয় সহকারে কহিলেন, তপোধন! আমি আপনাকে স্বর্ণশৃঙ্খল ও গ্রীবাবন্ধনযুক্ত কুশভূষিত উৎকৃষ্টবর্ণ চতুর্দশ সহস্র মাতঙ্গ, বাহ্লীকাদি দেশজাত সংকুলোৎপন্ন বেগবান্ এক সহস্র দশটি তুরঙ্গ, শ্বেতাশ্ব-চতুষ্টয়-পরিশোভিত কিঙ্কিণী-জাল-মণ্ডিত আটশত হেমময় রথ, তরুণ ও নানাবর্ণ কোটি ধেনু এবং যাবৎসংখ্য মণি-কাঞ্চন প্রার্থনা করেন সমুদয়ই

দিতেছি, আপনি আমাকে এই ধেনু প্রদান করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমাকে কোনমতেই শবলা দান করিতে পারিব না। শবলা আমার ধন ও রত্ন এবং শবলাই আমার জীবনসর্বস্ব। ইহা হইতে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে দশ ও পৌর্ণমাস-যজ্ঞসকল সাধিত হয় এবং ইহা হইতে আমার অন্যান্য দৈবী ক্রিয়াসকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহারাজ! অধিক আর কি, আমি কোনমতেই তোমাকে শবলা দান করিতে পারিব না।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রার্থনা পূরণে একান্ত অসম্মত দেখিয়া বলপূর্বক ধেনু লইয়া চলিলেন। তখন ধেনু আশ্রম হইতে নীত হইয়া গলদশ্রুলোচনে শোকাকুলিত ও দুঃখিত মনে চিন্তা করিল. মহর্ষি কি যথার্থতই আমারে পরিত্যাগ করিলেন! রাজপরিচারকেরা কেন আমাকে আকুল করিয়া লইয়া যায়। আমি সেই মহাত্মার এমন কি করিয়াছিলাম যে তিনি আমাকে একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত জানিয়াও নিরপরাধে ত্যাগ করিতেছেন।

শবলা বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও এইরূপ চিন্তা করত সেই বহুসংখ্য রাজভৃত্যাদিগের হস্ত আচ্ছিন্ন করিয়া তেজস্বী মহর্ষির নিকট বায়ুবেগে গমন করিল এবং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সজলনয়নে করুণবচনে কহিল, ভগবন্! রাজভৃত্যেরা কেন আমাকে আপনার নিকট হইতে লইয়া যায়? এখন কি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ দুঃখিনী ভগিনীর ন্যায় শোকাকুলা শবলার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, শবলে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি না এবং তুমিও আমার কিছুমাত্র অপকার কর নাই। এই মহাবল মহীপাল বলপূর্বক
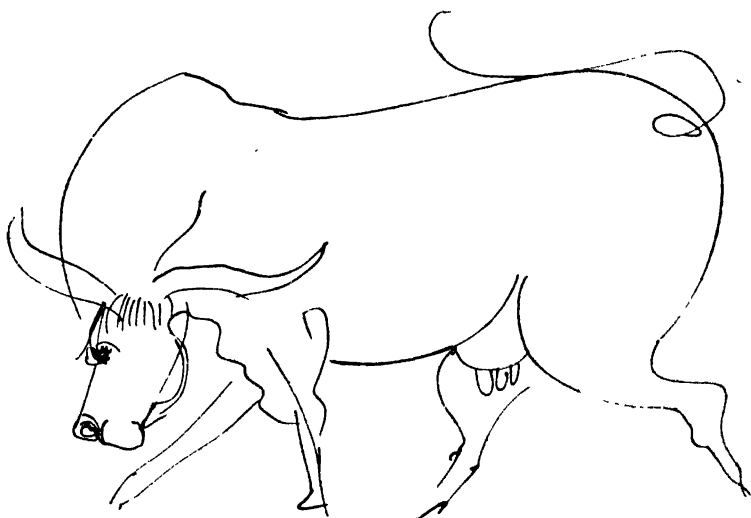
তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতেছেন। আমার বল ইঁহার তুল্য নহে। দেখ ইঁহার এই হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল ধ্বজপটসমাকীর্ণ পরিপূর্ণ সেনা রহিয়াছে। ইনি আমা অপেক্ষা বলশালী। ইনি রাজা, বলবান রাজা, ক্ষত্রিয় ও পৃথিবীর অধীশ্বর। বিশেষতঃ অদ্য ইনি আমার আশ্রমের অতিথি হইয়াছেন। অতিথিকে বধ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ঋষিধেনু শবলা বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিনীত বাক্যে কহিল, তপোধন! ক্ষত্রিয়ের বল যৎসামান্য এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অধিক বলসম্পন্ন, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের বল অলৌকিক বলিয়াই প্রথিত আছে। ব্রহ্মন্! আপনার শক্তি অপরিচ্ছেদ্য এবং আপনার তেজ একান্ত দুরাসদ। বিশ্বামিত্র মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও আপনার অপেক্ষা কখনই বলবান্ হইবেন না। মহর্ষে! আমি ব্রহ্মার ন্যায় অত্যাশ্চর্য কার্য করিতে পারি। অতএব আপনি আমাকেই নিয়োগ করুন। আমি ঐ দুরাত্মার দর্প, বল ও যত্ন সমুদয়ই চূর্ণ করিব।

মহাযশা বশিষ্ঠ শবলার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, শবলে! তবে তুমি বিশ্বামিত্রের সৈন্য বিনাশের নিমিত্ত অবিলম্বেই সৈন্য সৃষ্টি কর। শবলা বশিষ্ঠের আদেশ পাইয়া সৈন্য সৃষ্টি করিতে লাগিল। সে হম্বা রব পরিত্যাগ করিবামাত্র বহুসংখ্য পহ্লব নামক ম্লেচ্ছ সৈন্য উৎপন্ন হইল। উহারা উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতে তাঁহার সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। মহারাজ বিশ্বামিত্রও ক্রোধভরে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ-পূর্বক পহ্লবদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন শবলা তাহাদিগকে বিশ্বামিত্রের শস্ত্রে একান্ত নিপীড়িত দেখিয়া পুনর্বার ভীষণমূর্তি যবনদিগের সহিত শক জাতীয় সৈন্য সৃষ্টি করিল। ইহারা মহাবীর্য, তীক্ষ্ন অসি ও পট্টিশধারী, পীতবর্ণ ও পীতাম্বরসম্বৃত। এই উভয় জাতীয় সৈন্যে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ইহারা রণক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মহারাজ বিশ্বামিত্রও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যবন কাম্বোজ ও বর্বরেরা তাঁহার অস্ত্রে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ॥ তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বীয় সৈন্যগণকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে একান্ত আকুল ও বিমোহিত দেখিয়া শবলারে কহিলেন, শবলে! তুমি যোগবলে পুনর্বার সৈন্য সৃষ্টি কর। অনন্তর শবলা হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র দিবাকরের ন্যায় প্রখরমূর্তি কাম্বোজ সৈন্য উৎপন্ন হইল। তৎপরে তাহার আপীনদেশ হইতে বর্বর, যোনিবিবর হইতে যবন, অপান হইতে শক ও রোমকূপ হইতে কিরাত ও হারীত সৈন্য জন্মিল। এই সমস্ত ম্লেচ্ছ সৈন্য উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বামিত্রের পদাতি হস্তী অশ্ব ও রথের সহিত সমুদয় সৈন্য নিপাত করিল।

তদ্দর্শনে মহারাজ বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিবিধ আয়ুধ ধারণপূর্বক ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিমুখে ধাবমান হইল। বশিষ্ঠদেব তাহাদিগকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র বিশ্বামিত্রের আত্মজেরা অশ্ব রথ ও পদাতির

সহিত তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

তখন বিশ্বামিত্র আত্মজগণকে সসৈন্যে নিহত দেখিয়া লজ্জিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তরঙ্গ-বেগ-পরিশূন্য মহাসাগর, রাহুগ্রস্ত দিবাকর এবং ভগ্নদংষ্ট্র উরগের ন্যায় তিনি একান্ত নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। তনয়েরা সসৈন্যে সমরাঙ্গনে শয়ন করাতে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির অবসান হওয়াতে যারপরনাই উৎসাহশূন্য ও নির্বিণ্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি গতান্তরবিরহে অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে ক্ষত্রধর্ম অনুসারে রাজ্যপালনের আদেশ দিয়া অরণ্য প্রস্থান করিলেন এবং কিন্নরসেবিত ও উরগপরিবৃত হিমাচলের একপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ ব্যোমকেশকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি কি কারণে তপঃসাধন করিতেছ? বল; তোমার কি বলিবার আছে। আমি বর প্রদান করিবার বাসনায় আসিয়াছি। কিরূপ বরেই বা তোমার অভিলাষ, প্রকাশ কর। তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র মহাদেবকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত সরহস্য ধনুর্বেদ আমারে প্রদান করুন। দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব ও মহর্ষিলোকে যে-সমস্ত অস্ত্র আছে, তৎসমুদয়ই আমাতে স্ফূর্তি লাভ করুক। হে দেব! এই আমার প্রার্থনীয়। আপনার প্রসাদে যেন ইহা সফল হয়। তখন তিনি তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া স্বভাবতই গর্বিত ছিলেন, এক্ষণে দেব-প্রভাবে অস্ত্রলাভ করিয়া দর্পে পরিপূর্ণ হইলেন। তিনি পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বলবীর্যে পরিবর্ধিত হইয়া মনে করিলেন, এইবারে মহর্ষি বশিষ্ঠ নিশ্চয়ই আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবেন। বিশ্বামিত্র এইরূপ স্থির করিয়া পুনর্বার বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশপূর্বক অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রতেজে তপোবন দগ্ধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিগণ ভীতমনে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমস্থ শিষ্য ও মৃগপক্ষিসকল আকুলিত মনে চারি দিকে ধাবমান হইল। এইরূপে সেই আশ্রমপদ শূন্যপ্রায় হইয়া মুহূর্তকাল কান্তারসদৃশ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তখন বশিষ্ঠদেব উচ্চৈঃস্বরে বারংবার কহিতে লাগিলেন, তোমরা কেহ ভীত হইও না। দিবাকর যেমন নীহারকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি এই দুষ্টকে অবিলম্বেই বিনষ্ট করিতেছি। এই বলিয়া তিনি রোষকষায়িত লোচনে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, রে নরাধম! তুই অতি দুরাচার ও মূর্খ। তুই যখন বহুকালের এই আশ্রমকে উচ্ছেদ করিলি তখন তোরে আর বড় জীবিত থাকিতে হইবে না। এই বলিয়া তিনি প্রলয়কালের বিধূম পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দ্বিতীয় যমদণ্ডসদৃশ দণ্ড উদ্যত করিলেন।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ॥ মহাবল বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম!

এই ত আমি দণ্ডায়মান রহিয়াছি। তোর কতদূর বল এখনই তাহা প্রদর্শন কর। তপোবলে অস্ত্রলাভ করিয়া তোর মনে যে গর্বের আবির্ভাব হইয়াছে, আমি এই দণ্ডেই তাহা দূর করিব। রে কুলপাংশন! বিপুল ব্রহ্মবলের সহিত তোর ক্ষত্রিয়বলের তুলনাই হয় না। এখন তুই আমার সেই অলৌকিক বল অবলোকন কর। এই বলিয়া তিনি যেমন জল দ্বারা জ্বলন্ত অগ্নি নির্বাণ করে সেইরূপ ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্রের সেই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন গাধিনন্দন অধিকতর কুপিত হইয়া বারুণ, রৌদ্র, ঐন্দ্র, পাশুপত ঐষীক, মানব, মোহন গান্ধর্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ দারুণ, দুর্জয়, বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, রুদ্রপ্রিয় পিনাক, শুষ্ক ও আর্দ্র অশনি, দণ্ড, পৈশাচ ও ক্রৌঞ্চাস্ত্র এবং ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য, মথন, হয়শির, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুষল বৈদ্যাধর অস্ত্র, দারুণ কালাস্ত্র, ত্রিশূল, কাপাল ও কঙ্কণ প্রভৃতি অস্ত্রসমস্ত বশিষ্ঠের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। মহর্ষি বশিষ্ঠ একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্র-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রজাল নিরাস করিয়া দিলেন। অনন্তর কৌশিক তাঁহার প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ দেবর্ষিগণ গন্ধর্বগণ ও উরগগণ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিতে দেখিয়া একান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সমস্ত লোক নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রাহ্ম তেজোযুক্ত ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা সেই মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রও নিবারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার মূর্তি ত্রিলোকের লোমহর্ষণ ও অতিভীষণ হইয়া উঠিল। ধূমাকুলিত জ্বালাকরাল পাবকের ন্যায় তাঁহার সমস্ত রোমকূপ হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় যমদণ্ডসদৃশ সেই উদ্যত ব্রহ্মদণ্ডও প্রলয়কালীন বিধূম বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

অনন্তর মুনিগণ এই ব্যাপার নিরীক্ষণপূর্বক বশিষ্ঠকে স্তব করিয়া কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে স্বীয় মহিমায় ব্রহ্মাস্ত্র-তেজ সংবরণ করুন। উহা শত্রুর প্রতি প্রয়োগ করিলে আপনার বলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং প্রতিসংহার করাই শ্রেয় হইতেছে। আপনি এই মহাবল বিশ্বামিত্রকে যারপরনাই নিগ্রহ করিলেন। অতঃপর সকলে নিশ্চিন্ত হউক। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষিগণের প্রার্থনায় শত্রু-বিনাশবাসনায় ক্ষান্ত হইলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মবলে পরাভূত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রহ্মতেজোরূপ বলই যথার্থ বল। দেখ, বশিষ্ঠদেব একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা আমার সমুদয় অস্ত্র বিফল করিয়া দিলেন। যাহা হউক অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়া ক্ষত্রিয়ভাব পরিহারপূর্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত তপস্যায় মনঃসমাধান করিব।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ॥ মহারাজ বিশ্বামিত্রের মনে বৈরানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। পরাভবের বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার সন্তাপের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অনবরত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নির্বেদও উপস্থিত হইল। তখন তিনি তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় ফলমূলমাত্রে প্রাণযাত্রা নির্বাহ করিয়া অতি কঠোর তপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার হবিষ্পন্দ মধুষ্পন্দ দৃঢ়নেত্র

ও মহারথ নামে সত্যধর্মাপরায়ণ চারি পুত্র উৎপন্ন হইল।

অনন্তর সহস্র বৎসর অতীত হইলে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তথায় আবির্ভূত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে কৌশিক! তুমি তপোবলে রাজর্ষিলোকসকল অধিকার করিয়াছ। আমরা তোমাকে রাজর্ষি শব্দেই নির্দেশ করিলাম। ভগবান্ স্বয়ম্ভূ বিশ্বামিত্রকে এই বলিয়া সম্ভাষণপূর্বক সুরগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র লজ্জায় অধোমুখ হইয়া দুঃখাবেগে দীনভাবে কহিলেন, হায়! আমি এত কঠোর তপস্যা করিলাম কিন্তু দেবতা ও ঋষিগণ আমাকে রাজর্ষি বৈ আর কিছুই কহিলেন না। এক্ষণে বোধ হয় এইরূপ তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্ভবপর নহে। বিশ্বামিত্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন।

এই অবসরে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ইক্ষ্বাকুবংশবর্ধন মহীপাল ত্রিশঙ্কু মনে করিলেন আমি যজ্ঞ সাধন করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিব। তিনি এইরূপ কল্পনা করিয়া বশিষ্ঠদেবকে আহ্বানপূর্বক তাঁহার সমক্ষে আপনার এই মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইবার নহে। বশিষ্ঠ এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিলে ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন এবং যে স্থানে বশিষ্ঠের শতসংখ্য পুত্র তপস্যা করিতেছেন, তথায় সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ঐ সমস্ত দীর্ঘতপা মনস্বী ঋষিতনয়েরা তপস্যায় অভিনিবিষ্ট আছেন। তখন তিনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া আনুপূর্বিক সকলকে অভিবাদন করিলেন এবং লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে তপস্বিগণ! আপনারা শরণাগত-বৎসল, এক্ষণে আমি বহুসংখ্য লোকের শরণ্য হইলেও আপনাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। আমি এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছি। সংকল্প করিয়া বশিষ্ঠদেবকে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা অনুজ্ঞা করুন। আমি আপনাদিগের নিকট নতশিরে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলষিত

সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান হউন। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সশরীরে সুরলোকে গমন করিতে পারিব। গুরুদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগের ভিন্ন আর কাহারই বা আশ্রয় লই। আপনারা আমার গুরুপুত্র। দেখুন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গুরুই পরমগতি। ভগবান্ বশিষ্ঠের পর কেবল আপনারাই আমার একমাত্র আরাধ্য হইলেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর ঋষিকুমারেরা ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষাকুলিত মনে কহিলেন, নির্বোধ! সত্যবাদী পিতা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গুরুই পরমগতি। তাঁহারা গুরুবাক্য কোনক্রমেই অবহেলা করিতে পারেন না। যখন অসাধ্য বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ পিতা অস্বীকার করিয়াছেন তখন আমরা কোন্ সাহসে সেই কার্যে হস্তক্ষেপ করিব। নরনাথ! তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে পুনরায় স্বনগরে প্রতিগমন কর। আমাদের পিতা ত্রৈলোক্যসিদ্ধির নিমিত্তও যোগ করিতে পারেন, সুতরাং যাহা তাঁহার অসাধ্য তাহা সাধন করিতে গিয়া, আমরা কোনমতেই তাঁহার অবমাননা করিতে পারি না।

মহারাজ ত্রিশঙ্কু ঋষিতনয়গণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপাকুলিত বচনে কহিলেন, দেখ, প্রথমতঃ বশিষ্ঠদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; আবার তোমরাও করিলে। ভালই, আমি না হয় গত্যন্তর চেষ্টা করি। এক্ষণে তোমরা কুশলে থাক। তখন ঋষিতনয়েরা ত্রিশঙ্কুর এই অসৎ অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে নরাধম! তুই চণ্ডাল হ। তাঁহারা ত্রিশঙ্কুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া উহার মুখাবলোকন পর্যন্ত পরিহার করিবার মানসে আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাত্রি অতিক্রান্ত হইলে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার কলেবর নীলবর্ণ ও রুক্ষ এবং কেশ অতিশয় খর্ব হইয়া গেল। শ্মশানের মাল্য, চিতাভস্মের অঙ্গলেপ, লৌহনির্মিত ভূষণ এবং নীলীরাগরঞ্জিত বসন তাঁহাকে অতি বিকটদর্শন করিয়া তুলিল। তাঁহার মন্ত্রী ও অনুগত প্রজাসকল তাঁহার এইরূপ চণ্ডালরূপ দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিল।

অনন্তর সেই সুধীর দিবানিশি দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া একাকী বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। ধর্মশীল কৌশিক সেই ভীমবেশ ভগ্নমনোরথ চণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কুকে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত কৃপাপরবশ হইলেন; কহিলেন, রাজকুমার! কেমন, তুমি ত কুশলে আছ? এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিলে? তোমার আকার দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, তুমি কাহারও অভিশাপে চণ্ডাল হইয়াছ।

বচনবিশারদ মহীপাল ত্রিশঙ্কু, বাগ্মী বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে সৌম্য! আমি সশরীরে স্বর্গে যাইব এই আশ্বাসে গুরুদেব বশিষ্ঠের সকাশে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ও তাঁহার তনয়েরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমার মনোভিলাষ সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাঁহারা আমার জাতি বেশ ও রূপের এইরূপ বিপর্যয় ঘটাইয়া দিয়াছেন। আমি পূর্ণ একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছি, তথাপি তাহার ফললাভে বঞ্চিত হইলাম। ভগবন্! আমি কখন মিথ্যা কহি নাই এবং এক্ষণে ক্ষত্রধর্মকে

সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে, কষ্টের দশায় পড়িলেও কোনকালে অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিব না। আমি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ধর্মানুসারে প্রজাপালন এবং সদ্‌গুণ ও সদাচারে গুরুজনদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে ধর্মসাধন ও যজ্ঞ আহরণে যত্নবান হইয়া গুরুদেবগণের বিরাগ সংগ্রহ করিলাম। অতঃপর আমার বোধ হইতেছে যে, অদৃষ্টই প্রবল, পৌরুষ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অদৃষ্টই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহাই লোকের পরমগতি। ভগবন্! আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। কেবল আমার অদৃষ্টের দোষেই ঐহিক কার্য উপহত হইতেছে। এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার মঙ্গল হউক।

একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং মধুর বচনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি যে পরম ধার্মিক তাহা আমার অবিদিত নহে। এক্ষণে আমি তোমাকে আশ্রয় দিতেছি, তুমি আর ভীত হইও না। তোমার যজ্ঞে সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আমি সৎকর্মশীল ঋষিগণকে আহ্বান করিব, তাহা হইলে তুমি পরম সুখে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবে। যদিও বশিষ্ঠের অভিশাপে তোমার রূপের এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, তথাচ তুমি ইহা লইয়াই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে। তুমি যখন শরণাগতবৎসল কৌশিকের আশ্রয় লইয়াছ, তখন আমার বোধ হইতেছে যে, স্বর্গ ত তোমার হস্তগতই হইয়াছে।

তেজস্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিয়া প্রজ্ঞাসম্পন্ন ধর্মশীল পুত্রদিগকে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা আমার নিদেশানুসারে শিষ্য ও বশিষ্ঠের পুত্রদিগের সহিত, সমুদয় ঋষি এবং বহুদর্শী ঋত্বিকগণের সহিত সুহৃদ্বর্গকে আহ্বান কর। যদি কেহ আহূত হইয়া কোনরূপ অনাদরের কথা বলে, তোমরা আসিয়া তাহা অবিকল আমার নিকট কহিও।

কৌশিকের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র শিষ্যগণ চতুর্দিকে গমন করিলেন। সকল দেশ হইতে ব্রহ্মবাদীরা আগমন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার শিষ্যেরা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! সকল দেশের ব্রাহ্মণেরা আপনার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে আসিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কেবল মহোদয় নামা এক ঋষি এবং বশিষ্ঠের শত পুত্র আসিবেন না। তাঁহারা আপনার কথা শুনিয়া কোপাকুলিত বাক্যে যেরূপ কহিয়াছেন, শ্রবণ করুন। তাঁহারা কহিলেন, যাহার যাজক ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ যে স্বয়ং চণ্ডাল, তাহার যজ্ঞ-সভায় দেবর্ষিগণ কিরূপে হবিঃ ভোজন করিবেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই বা কি প্রকারে চণ্ডাল-প্রদত্ত ভোজ্য উপযোগ করিয়া বিশ্বামিত্রের সাহায্যে স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন। ভগবন্! মহর্ষি মহোদয় ও বশিষ্ঠতনয়েরা রোষারুণ লোচনে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ নিষ্ঠুর কথাই কহিয়াছেন।

বিশ্বামিত্র শিষ্যগণ-মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, দেখ, আমি অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছি; কোন প্রকার দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; ইহা সবিশেষ জানিয়াও যে দুরাত্মারা আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অদ্য তাহাদিগের

মৃত্যু উপস্থিত। তাহারা সাতশত জন্ম শববস্ত্র আহরণ এবং মুষ্টিকা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া নির্ঘৃণ হৃদয়ে কুক্কুরমাংসে উদর পূরণপূর্বক বিকৃতাচারে এই সমস্ত লোকে পরিভ্রমণ করুক। নির্বোধ মহোদয় আমারে অকারণ দোষ দিতেছে, অতএব সে চণ্ডালত্ব লাভ করিয়া নির্দয়ভাবে জীবহত্যা করিবে এবং তাহাকে আমার রোষে নানাদোষে দূষিত হইয়া অতি দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। মহাতপা মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণমধ্যে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

ষষ্টিতম সর্গ ॥ তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবলে মহর্ষি মহোদয় ও বশিষ্ঠের আত্মজদিগকে নিহত স্থির করিযা ঋষিগণমধ্যে কহিলেন, এই ইক্ষ্বাকু-কুলোৎপন্ন মহারাজ ত্রিশঙ্কু ধর্মপরায়ণ ও অতিবদান্য। ইনি এক্ষণে সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার বাসনায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অতএব তোমরা আমার সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই ইঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

ধার্মিক মহর্ষিগণ বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক পরস্পর সমবেত হইয়া ধর্মানুসারে কহিলেন, এই কোপনস্বভাব কুশিকবংশীয় মুনি যাহা কহিলেন তাহা অবশ্যই সাধন করিতে হইবে। নচেৎ এই অনলসংকাশ ঋষি রোষ-ভরে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিবেন। এক্ষণে ইঁহারই প্রভাবে যাহাতে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গ লাভ হয়, আইস, আমরা সকলে সেইরূপ যজ্ঞ আরম্ভ করি।

মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যজ্ঞে তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বয়ংই যাজকতা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিকেরা সাম্প্রদায়িক বিধি ও শাস্ত্রানুসারে মন্ত্রপূত করিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত কার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল অতীত হইল। মহাতপা বিশ্বামিত্র ভাগ গ্রহণার্থ দেবগণকে আবাহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই আগমন করিলেন না। অনন্তর তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্রুক্ উত্তোলনপূর্বক ত্রিশঙ্কুকে কহিলেন, নরনাথ! অদ্য তুমি আমার স্বোপার্জিত তপস্যার বল প্রত্যক্ষ কর। এই আমি স্বপ্রভাবে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করি। সশরীরে স্বর্গলাভ যদিও অসুলভ, তথাচ আমার যা কিছু তপস্যার ফল সঞ্চিত আছে, তাহারই বলে তুমি তথায় গমন কর। বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে, ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

ত্রিশঙ্কু স্বর্গে গমন করিলে, সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ত্রিশঙ্কু! তুমি এমন কি পুণ্য করিয়াছ যে, তাহার প্রভাবে সুরলোকে বাস করিতে পাইবে? এখন পুনরায় ভূলোকে গমন কর। মূঢ়! বশিষ্ঠদেব তোমারে অভিশাপ দিয়াছেন; অতএব তুমি এই দণ্ডেই অধোমুণ্ডে নিপতিত হও। তখন ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রকে কাতরস্বরে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' এই বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে সুরলোক হইতে পুনরায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'তিষ্ঠ'। এই বলিয়া ঋষিগণমধ্যে দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় দক্ষিণ দিকে অন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অন্যান্য নক্ষত্রসকল সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, অদ্য আমি হয় অন্য-ইন্দ্রের সৃষ্টি করিব, না হয় মৎকৃত লোকে ত্রিশঙ্কুই ইন্দ্র হইবে। বিশ্বামিত্র

এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া দেবতা-সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে ঋষিগণের সহিত দেবাসুরগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট আগমনপূর্বক বিনয়বাক্যে কহিলেন, তপোধন! এই রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের অভিশাপে চণ্ডাল হইয়াছেন. সুতরাং সশরীরে স্বর্গলাভ করা ইঁহার উচিত হইতেছে না। মহর্ষি কৌশিক সুরগণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি এই নৃপতি ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা নিরর্থক হয়, ইহা আমার প্রার্থনীয় নহে। এক্ষণে ত্রিশঙ্কু সশরীরে অনন্তকাল স্বর্গ ভোগ করুক. এবং আমি যে-সমস্ত নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি, যাবৎ পৃথিব্যাদি লোক, তাবৎকাল তৎসমুদয়ই থাকুক। আমি তোমাদিগকে অনুনয়পূর্বক কহিতেছি, তোমরা এই বিষয়ে আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান কর।

দেবগণ কহিলেন, তপোধন! তুমি যাহা কহিলে, তাহাই হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে অন্তরীক্ষে জ্যোতিশ্চক্রের গতিপথের বহির্ভাগে তোমার সৃষ্ট এই সমস্ত নক্ষত্র বিরাজমান থাকুক। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে এই অমরতুল্য মহারাজ ত্রিশঙ্কু স্বীয় তেজঃপ্রভাবে একান্ত সমুদ্ভাসিত হইয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করিবেন এবং স্বর্গ অধিকার করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপে এই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ এই কৃতকার্য কীর্তিমান ত্রিশঙ্কুর অনুসরণ করিবে। ধর্মশীল বিশ্বামিত্র দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ঋষিগণসমক্ষে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা যাহা কহিলে, আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। অনন্তর যজ্ঞ সমাপন হইল। দেবতা এবং ঋষিগণও স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ ॥ তাঁহারা প্রস্থান করিলে তেজস্বী বিশ্বামিত্র তপোবন-বাসীদিগকে কহিলেন, দেখ, ত্রিশঙ্কু এই দক্ষিণ দিক আশ্রয় করাতে আমাদিগের তপস্যার মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। এক্ষণে চল. আমরা না হয় অন্য দিকে গিয়া তপ অনুষ্ঠান করি। তাপসগণ! শুনিয়াছি পশ্চিম দিকে অতি বিস্তীর্ণ তপোবন-

সকল রহিয়াছে। তথায় পুষ্কর নামক একটি তীর্থ আছে। ঐ তীর্থের তীরস্থ তপোবনে আমরা পরম সুখে তপস্যা করিতে পারিব। ইহা সর্বপ্রকারেই আমাদিগের প্রীতিকর হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুষ্কর তীর্থে যাত্রা করিলেন। এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ফলমূলমাত্রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত অন্যের অসুকর অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অযোধ্যাধিপতি অম্বরীষ এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিয়া লইয়া যান। তদ্দর্শনে তাঁহার পুরোহিত তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা যে পশু আনয়ন করিয়াছিলাম, আপনার দুর্নীতি-নিবন্ধন তাহা অপহৃত হইয়াছে। যে রাজার রক্ষাকার্যে বিশেষ অভিনিবেশ নাই, দোষসকল তাঁহাকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন না হইতেই হয় সেই অপহৃত পশুটি সন্ধান করিয়া আনুন, না হয়, তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া দিন। মহারাজ! এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে।

তখন অম্বরীষ পুরোহিতের উপদেশে সহস্র ধেনু নিষ্ক্রয় স্বরূপ দিয়া পশু সংগ্রহে অভিলাষ করিলেন এবং এই প্রসঙ্গে নানা দেশ, জনপদ, নগর, বন ও পবিত্র আশ্রমসকল পর্যটন করিয়া পরিশেষে ভৃগুতুঙ্গ নামক এক পর্বত-শৃঙ্গে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় মহর্ষি ঋচীক পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন অম্বরীষ সেই তপঃপ্রভাব-প্রদীপ্ত মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং সকল বিষয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি যদি লক্ষ ধেনুর বিনিময়ে পশুর প্রতিনিধিস্বরূপ আপনার একটি পুত্রকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। আমি সমুদয় দেশই পর্যটন করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি যজ্ঞীয় পশু পাইলাম না। অতএব আপনি মূল্য লইয়া আপনার একটি পুত্র আমাকে প্রদান করুন।

অম্বরীষের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তেজস্বী ঋচীক কহিলেন, নরনাথ! আমি কোনমতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিতে পারিব না। তাঁহার সহধর্মিণী কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ ভার্গব আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিলেন না, কিন্তু কনিষ্ঠ আমার একান্ত প্রিয়তর, সুতরাং আমিও তাহাকে দিতে পারি না। রাজন্! জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায়ই পিতার স্নেহের পাত্র হয়, কনিষ্ঠ কেবল মাতারই আদরের হইয়া থাকে। এই কারণে কনিষ্ঠকে রক্ষা করিতে আমার এত আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। মুনি ও মুনিপত্নী উভয়ে এইরূপ কহিলে, মধ্যম শুনঃশেপ স্বয়ংই অম্বরীষকে কহিলেন, মহারাজ! পিতা জ্যেষ্ঠকে এবং মাতা কনিষ্ঠকে অবিক্রেয় বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে, মধ্যমই বিক্রেয়; অতএব এক্ষণে তুমি আমাকেই লইয়া চল।

শুনঃশেপ এইরূপ কহিলে, মহারাজ অম্বরীষ লক্ষ ধেনু, হিরণ্য ও অসংখ্য রত্ন দিয়া শুনঃশেপকে গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে সহর্ষে তাঁহার সহিত রথে আরোহণ করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। মহারাজ অম্বরীষ ঋচীকতনয়

শুনঃশেপকে লইয়া বিশ্রামার্থে পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন, এই অবসরে শুনঃশেপ দেখিলেন, তাঁহার মাতুল মহর্ষি বিশ্বামিত্র অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তপস্যায় অভিনিবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে তিনি পিপাসা ও পরিশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া বিষণ্ণবদনে দীননয়নে তাঁহার উৎসঙ্গে গিয়া নিপতিত হইলেন, কহিলেন, তপোধন! এখানে আমার মাতা নাই, পিতা নাই, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধব কেহই নাই; এক্ষণে আপনি কেবল ধর্মের মুখ চাহিয়াই আমাকে রক্ষা করুন। যে আপনার শরণাগত হয়, আপনি তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। অতএব যাহাতে এই রাজা কৃতকার্য হন এবং আমি দীর্ঘায়ু হইয়া তপোবলে স্বর্গলোক লাভ করিতে পারি, আপনি এইরূপ বিধান করুন। আমি অনাথ, প্রসন্নমনে আপনিই আমার অধিনাথ হউন। আপনাকে অধিক আর কি কহিব, পিতার ন্যায় আমারে এই ঘোর বিপত্তি হইতে উদ্ধার করুন।

মহাতপা বিশ্বামিত্র শুনঃশেপের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুত্রগণকে কহিলেন, দেখ, পিতা যে উদ্দেশে পুত্রোৎপাদন করিযা থাকেন, এক্ষণে তাহার কাল উপস্থিত। এই মুনিবালক শরণার্থী হইয়া আমাব নিকট আসিয়াছে। ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া তোমরা আমার প্রিয় কার্য সাধন কর। তোমরা সকলেই ধর্মপরায়ণ ও সৎকর্মশীল। এক্ষণে এই মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন কর। এই প্রকার হইলে এই ঋষিকুমার রক্ষা পায়, অম্বরীষের যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং দেবগণের তৃপ্তিসাধন ও আমারও বাক্য প্রতিপালন করিতে পার।

পিতা বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার তনয়েরা সাহঙ্কার বাক্যে পরিহাসপূর্বক কহিল, পিতঃ! আপনি নিজের পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রাণে অন্যের পুত্রকে পরিত্রাণ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। জীবের প্রতি দয়া করিয়া স্বীয় মাংস ভোজন করা যেরূপ কার্য, ইহাও ঠিক তদ্রূপ হইতেছে।

মুনিবর বিশ্বামিত্র পুত্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে পামরগণ! তোরা আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া অকাতরে এই নিদারুণ কথা ওষ্ঠের বাহির করিলি। শুনিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ধর্ম তোদের ত্রিসীমায় নাই। তোরা এক্ষণে বশিষ্ঠতনয়গণের ন্যায় নীচ জাতি প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুরমাংসে উদর পূরণপূর্বক পূর্ণ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস কর।

মুনিবর বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া দীন শুনঃশেপকে কহিলেন, শুনঃশেপ! তুমি এক্ষণে কুশনির্মিত পবিত্র কাঞ্চীদাম, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া বৈষ্ণব যূপে বদ্ধ ও অগ্নির স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হও এবং আমি তোমাকে দুইটি গাথা দিতেছি, ঐ সময় তুমি তাহাও গান করিও। এই উপায় অবলম্বন করিলে অম্বরীষের যজ্ঞে অবশ্যই তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে।

অনন্তর ঋষিকুমার শুনঃশেপ নিষ্ঠার সহিত বিশ্বামিত্রের নিকট গাথা গ্রহণ করিলেন এবং অম্বরীষকে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, নরনাথ! তুমি আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, গিয়া দীক্ষা আহরণ ও যজ্ঞ সাধনে প্রবৃত্ত হও। তখন অম্বরীষ অনন্যকর্মা হইয়া প্রফুল্ল মনে অবিলম্বে যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন এবং সদস্যগণের অনুমতিক্রমে শুনঃশেপকে কুশনির্মিত রজ্জুদ্বারা চিহ্নিত এবং

রক্তাম্বর রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে সুশোভিত করিয়া পশুরূপে যূপে বন্ধন করিয়া দিলেন। শুনঃশেপ যূপে বন্ধ হইয়া সর্বাগ্রে অগ্নির স্তুতিবাদপূর্বক ইন্দ্র ও যূপ-দেবতা বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র বিশ্বামিত্রোপদিষ্ট উৎকৃষ্ট স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া শুনঃশেপকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে অম্বরীষেরও তাঁহার প্রসাদে অভীষ্ট ফল লাভ হইল।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ মহাতপা বিশ্বামিত্র এইরূপে ঋষিকুমার শুনঃশেপের প্রাণরক্ষা করিয়া পুষ্কর তীর্থে পুনরায় সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। তিনি ব্রতান্তে কৃতস্নান হইলে একদা ভগবান্ স্বয়ম্ভূ তপস্যার ফল প্রদানবাসনায় দেবগণের সহিত আগমনপূর্বক তাঁহাকে প্রীতবচনে কহিলেন, তপোধন! তুমি স্বকৃত কর্মপ্রভাবে অদ্যাবধি ঋষিত্ব লাভ করিলে। তোমার মঙ্গল হউক। কমলযোনি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া সুরগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। তেজস্বী বিশ্বামিত্রও পূর্ববৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। অনন্তর কোন সময়ে মেনকা নাম্নী এক অপ্সরা পুষ্কর তীর্থে আসিয়া স্নান করিতেছিল। মহর্ষি সেই অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না মেনকাকে মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় ঐ সরোবরে দেখিতে পাইলেন এবং কামমদে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! আইস, তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর। আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আমার প্রতি কৃপা কর; তোমার মঙ্গল হইবে। তখন মেনকা মহর্ষির অনুরোধে সেই আশ্রমপদে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

অপ্সরাসহবাসে ক্রমশঃ দশ বৎসর অতীত এবং বিশ্বামিত্রেরও ঘোরতর তপোবিঘ্ন সমুপস্থিত হইল। শোক ও চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণকে একান্ত কলুষিত করিয়া তুলিল। মনোমধ্যে বিলক্ষণ লজ্জার উদ্রেক হইল। তখন তিনি সামর্ষচিত্তে বিবেচনা করিলেন, আমার এই তপোবিঘ্ন সম্পাদন দেবগণেরই কার্য সন্দেহ নাই। আমি এতদিন কামমোহে হতজ্ঞান হইয়াছিলাম, দশ বৎসর যেন এক অহোরাত্রির ন্যায় চলিয়া গেল, অবলম্বিত ব্রতেরও বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিল। এই বলিয়া তিনি এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অনুতাপের আর পরিসীমা রহিল না।

মেনকা মহর্ষির এইরূপ অবস্থান্তর উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল এবং কম্পিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র তাহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং তাহারে বিদায় দিয়া অবিলম্বে উত্তরপর্বতে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া কাম-প্রবৃত্তি দমন করিবার মানসে অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক কৌশিকীতীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। সেই ঘোরতর তপস্যা দর্শনে দেবগণের মনে যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র মহর্ষিত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; আপনি না হয় এক্ষণে ইঁহার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন।

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিয়া মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, মহর্ষে! আমি তোমার এই কঠোর

তপস্যায় অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। অতএব বৎস! তোমাকে অতঃপর মহর্ষি বলিয়া নির্দেশ করিলাম।

তপোধন বিশ্বামিত্র ভগবান স্বয়ম্ভূর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেব! আপনি আমারে সদাচার-লভ্য ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করিলেন না, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে যে আমি এখনও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে কৃতকার্য হই নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! কারণ সত্ত্বেও যদি তোমার চিত্তবিকার উৎপন্ন না হয়, তবেই তোমারে জিতেন্দ্রিয় বলা সম্ভব হইবে। অতএব তুমি এই বিষয়ে যত্নবান হও। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

দেবতারা প্রস্থান করিলে বিশ্বামিত্র আলম্বনশূন্য ও ঊর্ধ্ববাহু হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণে প্রাণধারণপূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মধ্যে বর্ষাগমে অনাবৃত দেশে এবং শীতের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইলে অহোরাত্র সলিলের অভ্যন্তরে কালযাপন করিতেন। এইরূপ কঠোরতায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর সুরপতি পুরন্দর এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সুরগণের সহিত যারপরনাই সন্তপ্ত হইলেন এবং আপনার হিত-সাধন ও কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের অনিষ্ট সম্পাদন এই উভয় কার্যানুরোধে রম্ভাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন। রম্ভে! এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কামমোহে মোহিত করিয়া তোমায় ছলিতে হইবে। তুমিই সুরগণের এই গুরুতর কার্য-ভারটি গ্রহণ কর। রম্ভা ইন্দ্রের এই কথায় কিছু লজ্জিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ত্রিদশনাথ! এই ঋষি অতি উগ্রস্বভাব। ইঁহারে ছলিতে গেলে ইনি কুপিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ দিবেন। এই কার্যে আমার কিছুতেই সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

রম্ভা ভয়কম্পিত হৃদয়ে করপুটে এইরূপ নিবেদন করিলে দেবরাজ তাহারে কহিলেন, রম্ভে! তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর, ভীত হইও না, মঙ্গল হইবে: দেখ, আমি এই পাদপদল-সমলংকৃত বসন্তকালে মধুর-কণ্ঠ কোকিলের রূপ ধারণপূর্বক অনঙ্গের সহিত তোমার পার্শ্বে থাকিব, তুমি ললিতবেশে ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া এই মহর্ষির চিত্তবিকার উৎপাদন কর।

অনন্তর সর্বাঙ্গসুন্দরী রম্ভা ইন্দ্রের আদেশে উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত হইয়া

হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিল এবং বিশুদ্ধস্বরসংযোগে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্রও কোকিল হইয়া কলকণ্ঠে কুহুরব করিতে লাগিলেন। সঙ্গীতের মধুর স্বর ও কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কৌশিক নিতান্ত পুলকিত হইলেন, দেখিলেন, সম্মুখে এক রমণীয়াকৃতি রমণী, অমনি তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল, বুঝিলেন, ইন্দ্রই এই চাতুরী বিস্তার করিতেছেন। তখন তিনি ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া রম্ভাকে কহিলেন, রে পাপীয়সি! আমি এক্ষণে কামক্রোধের উপর জয়লাভের অভিলাষী হইয়াছি, কিন্তু তুই আমাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টায় আছিস; এই অপরাধে আমি তোকে অভিশাপ দিতেছি, তুই দশ সহস্র বৎসর শিলাময়ী হইয়া থাক্। কোন সময়ে এক তপঃপরায়ণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া তোরে আমার এই অভিশাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া রম্ভাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদানপূর্বক অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। রম্ভা শিলাময়ী হইল। ইন্দ্র এবং অনঙ্গও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ কৌশিক কাম ও ক্রোধ নিবন্ধন তপস্যার বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে অশান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি কদাচই আর এইরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিব না এবং এইরূপে আর কাহাকেও অভিশাপ দিব না। এক্ষণে বহুকাল কেবল কুম্ভক করিব এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্বক দেহ শোষণে প্রবৃত্ত হইব। যে পর্যন্ত না তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারি, তাবৎ নিঃশ্বাস রোধ করিয়া অনাহারে থাকিব। এইরূপ তপস্যায় কদাচই আমার শরীর ক্ষয় হইবে না।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিঃশ্বাস রোধপূর্বক অনাহারে কালাতিপাত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া উত্তর দিক পরিত্যাগ করিলেন এবং পূর্বদিকে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সহস্র বৎসর মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে রহিলেন। বহুবিধ বিঘ্ন তাঁহার চিত্তকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিল, তথাচ অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল না। প্রত্যুত তিনি ক্রোধকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তপঃসাধন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সহস্র বৎসর ব্রতকাল পরিপূর্ণ হইলে তিনি অন্ন ভোজন করিবার বাসনা করিলেন। অন্নও প্রস্তুত হইল। এই অবসরে সুরপতি ইন্দ্র দ্বিজাতিবেশে
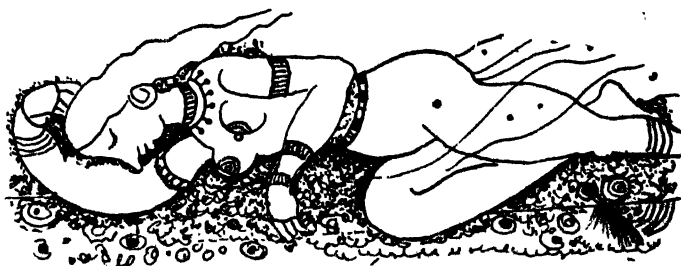
তাঁহার সকাশে আগমন করিয়া সেই সিদ্ধান্ন প্রার্থনা করিলেন। কৌশিকও স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সমুদয় অন্ন দিলেন এবং স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া পূর্ববৎ মৌন-ব্রত ধারণপূর্বক নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রহিলেন। এইরূপ পুনরায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই অগ্নিপ্রভাবে ত্রৈলোক্য প্রদীপ্ত হইয়াই যেন একান্ত আকুল হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবর্ষি গন্ধর্ব পন্নগ উরগ ও রাক্ষসগণ বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে বিমোহিত দুঃখিত ও নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আমরা বিবিধ উপায়ে মহর্ষি কৌশিকের ক্রোধ ও লোভ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক্ষণে তাঁহার শরীরে আর কোনরূপ পাপের সঞ্চার দেখিতে পাই না। তাঁহার তপোবল ক্রমশই পরিবর্ধিত হইতেছে। অতঃপর যদি আপনি তাঁহার প্রার্থনাসিদ্ধি না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তপোরূপ তেজে বিশ্ব দগ্ধ করিবেন। ঐ দেখুন, এখন চারিদিক একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোন পদার্থেরই অভিজ্ঞান লাভ হইতেছে না। সাগরসকল তরঙ্গ-সঙ্কুল, পর্বত বিদীর্ণ ও ভূমিকম্প হইতেছে। বায়ু নিরবচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। প্রভাকরের আর প্রভা নাই। লোকসকল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং মোহগ্রস্তের ন্যায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে উপায় কি, কিছুই বুঝিতে পারি না। সেই অনলসংকাশ তেজস্বী মহর্ষি যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় যাবৎ বিশ্ববিনাশের সংকল্প না করিতেছেন তাবৎ তাঁহাকে প্রসন্ন করা বিধেয় হইতেছে। আমরা অধিক আর কি কহিব, যদি ঐ মহর্ষির সুররাজ্য অধিকারেরও স্পৃহা হইয়া থাকে, আপনি না হয় তাহাও দিন।

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাত্মা কৌশিকের সন্নিহিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আমরা তোমার এই কঠোর তপস্যায় যৎপরোনাস্তি পরিতোষ পাইলাম। তুমি ইহারই প্রভাবে অতঃপর ব্রাহ্মণ হইলে। তোমার বিঘ্ন দূর হউক এবং অতিদীর্ঘকাল জীবিত থাক। বৎস! এক্ষণে তুমি যথায় অভিলাষ গমন কর।

তপোধন বিশ্বামিত্র দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া প্রফুল্লমনে কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে যদি আমি দীর্ঘ আয়ুর সহিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলাম, তবে ওঁকার বষট্‌কার ও বেদসমুদয় আমাকে বরণ করুন এবং যিনি বেদবিৎ ও ধনুর্বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য, সেই ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠও আমার ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি বিষয়ে অনুমোদন করুন। যদি আপনারা আমার এই মনোরথ সিদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন, যান, নচেৎ আমি পুনরায় তপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব।

অনন্তর সুরগণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিলে তিনি বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সম্যক্ অনুমোদন ও তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। তখন দেবগণ বিশ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, কুশিকতনয়! তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই ব্রহ্মর্ষি হইলে। ব্রাহ্মণ্য-প্রতিপাদক সকলই তোমার সম্ভবপর হইতেছে। এই বলিয়া তাঁহারা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণত্ব অধিকার-পূর্বক পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলেন।

রাম! এই মহাত্মা এইরূপ উপায়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ইঁনি মুনিগণের প্রধান, মূর্তিমান তপস্যা ও সাক্ষাৎ ধর্ম। তপোবল একমাত্র ইঁহাকেই আশ্রয় করিয়া

আছে। বিপ্রবর শতানন্দ এই প্রকারে বিশ্বামিত্রের প্রভাব কীর্তন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক রাম-লক্ষ্মণ-সমক্ষে গৌতমতনয় শতানন্দের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আপনি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আমার যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন বলিয়া আমি নিতান্ত ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনি দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন। এক্ষণে অনেক বিষয়েই আমার উৎকর্ষ লাভ হইল। মহর্ষি শতানন্দ যে সবিস্তারে আপনার তপঃসাধনের বিষয় কীর্তন করিলেন, আমি তাহা মহাত্মা রামের সহিত শ্রবণ করিলাম এবং সদস্যেরাও আপনার গুণানুবাদ স্বকর্ণে শুনিলেন। আপনার তপ অপ্রমেয়, শক্তি অপরিমিত এবং গুণও অসাধারণ। আপনার সংক্রান্ত এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য কথা শুনিয়া সম্যক্ তৃপ্তি লাভ হইল না; এক্ষণে সূর্যমণ্ডল দিগন্তে লম্বিত হইতেছে। দৈব ক্রিয়াকাল অতিক্রান্ত হইয়া যায়। কল্য প্রভাতে পুনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। আপনি সুখে থাকুন এবং আমাকে সায়াহ্নক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। এই বলিয়া মিথিলাধিপতি জনক উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে প্রীতমনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। মহর্ষি কৌশিকও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং সৎকৃত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর সুনির্মল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মহীপাল জনক প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি কৌশিককে আহ্বান করিলেন এবং বেদবিধি অনুসারে সকলের সৎকার করিয়া কৌশিককে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞাধীন, বলুন, আপনার কোন্ কার্য সাধন করিতে হইবে। বচনবিশারদ ধর্মনিষ্ঠ কৌশিক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আলয়ে যে ধনু সংগৃহীত আছে, এই দুই ত্রিলোকবিশ্রুত ক্ষত্রিয়কুমার তাহা দর্শনার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন। আপনি ইঁহাদিগকে সেই শরাসন প্রদর্শন করুন। তদ্দর্শনে ইঁহারা সফলকাম হইয়া যথায় ইচ্ছা প্রতিগমন করিবেন।

মিথিলাধিপতি জনক কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, তপোধন! যে কারণে এই কার্মুক আমার আলয়ে সংগৃহীত আছে, আপনি অগ্রে তাহা শ্রবণ করুন। পূর্বে মহাবল শূলপাণি দক্ষযজ্ঞবিনাশের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এই শরাসন আকর্ষণ করিয়া রোষভরে সুরগণকে কহিয়াছিলেন, সুরগণ! আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি কিন্তু তোমরা আমার লভ্যাংশ দানে সম্মত হইতেছ না। এই কারণে এক্ষণে আমি এই শরাসন দ্বারা তোমাদিগের শিরশ্ছেদন করিব।

আদিদেব মহাদেবের এই কথায় দেবগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া স্তুতি-বাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করিলেন। দেবতারা তাঁহার নিকট ধনু লাভ করিয়া আমার পূর্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপ উহা রাখিয়া দিলেন।

অনন্তর একদা আমি হলদ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলাম। ঐ সময়

লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিতা হয়। ক্ষেত্র শোধনকালে হলমুখ হইতে উত্থিতা হইল বলিয়া আমি উহার নাম সীতা রাখিলাম। এই অযোনিসম্ভবা তনয়া আমার আলয়েই পরিবর্ধিতা হইতে লাগিল। অনন্তর আমি এই পণ করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকার্মুকে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবেন, আমি তাঁহারেই এই কন্যা দিব। ক্রমশঃ সীতা বিবাহযোগ্যবয়ঃপ্রাপ্তা হইল। অনেকানেক রাজা আসিয়া তাহারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি বীর্যশুল্কা বলিয়া উহাকে কাহারই হস্তে সম্প্রদান করি নাই।

অনন্তর নৃপতিগণ হরকার্মুকের সার জ্ঞাত হইবার বাসনায় মিথিলায় আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে এই শরাসন প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উত্তোলন করিতে পারেন নাই। তপোধন! তৎকালে মহীপালগণের এইরূপ বলবীর্যের পরিচয় পাইয়াই অগত্যা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে কিরূপ ঘটে, তাহাও শ্রবণ করুন।

ভূপালগণ এইরূপ বীর্যশুল্কে কৃতকার্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে পারিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং আমিই এই কঠিন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া, বলপূর্বক কন্যা গ্রহণের মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিস্তর উপদ্রব হইতে লাগিল। আমি দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সংবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার দুর্গের সমুদয় উপকরণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম এবং তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলাম। অনন্তর তাঁহারা প্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গিণী সেনা দিলেন। ভূপালগণের সহিত পুনর্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলাম। বিস্তর নিহত হইতে লাগিল। তখন সেই নির্বীর্য সন্দিগ্ধবীর্য দুরাচার পামরেরা অমাত্যগণের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল।

হে তপোধন! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড হইয়াছে, সেই কোদণ্ড এক্ষণে রাম-

লক্ষ্মণকেও প্রদর্শন করিব। যদি দাশরথি রাম উহাতে গুণ সংযোগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি ইঁহাকেই জানকী দান করিব, সন্দেহ নাই।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ মহর্ষি কৌশিক জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া

কহিলেন, মহারাজ! তবে এখন আপনি রামকে সেই হরকার্ম্মুক প্রদর্শন করুন। তখন জনক মহর্ষির আদেশে সচিবগণকে কহিলেন, সচিবগণ! তোমরা গিয়া সেই গন্ধলিপ্ত মাল্যসমলঙ্কৃত দিব্য শঙ্কর-শরাসন আনয়ন কর। মহাবল সচিবেরা জনকের পুরপ্রবেশ করিয়া কার্ম্মুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইলেন। ঐ ধনু অষ্টচক্রের এক শকটের উপর লৌহ-নির্মিত মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ছিল. অতি দীর্ঘাকার পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিৎ উহা আকর্ষণপূর্বক আনিতে লাগিল।

অনন্তর সচিবেরা অমরপ্রভাব রাজা জনকের সন্নিধানে হরধনু আনয়ন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যদি আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন. তবে এই সর্ব-নৃপতিপূজিত শরাসন প্রদর্শন করুন। তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষ্মণকে ধনু প্রদর্শনের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি কৌশিককে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্বপুরুষগণ এই কার্মুক অর্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত মহাবীর্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও ইহাকে পূজা করেন। এই শরাসনের বিষয় আমি অধিক আর কি বলিব, মনুষ্যের ত কথাই নাই. সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগেরাও ইহা আকর্ষণ উত্তোলন আস্ফালন এবং ইহাতে জ্যা আরোপণ ও শরসংযোজন করিতে পারেন না। তপোধন! আমি এই ধনু আনাইলাম, আপনি উহা কুমারযুগলকে প্রদর্শন করুন।

তখন কৌশিক রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই হরশরাসন নিরীক্ষণ কর। রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জুষা উদ্ঘাটন ও ধনু অবলোকনপূর্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু পাণিতলে স্পর্শ করিতেছি। এখন কি ইহা আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারাজ জনক ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রাম অবলীলাক্রমে শরাসনের মধ্যভাগ গ্রহণ এবং বহুসংখ্য লোকের সমক্ষে তাহাতে গুণ আরোপণপূর্বক আকর্ষণ ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন। কোদণ্ড তন্দণ্ডেই দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। ঐ সময় বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় একটি ঘোরতর শব্দ হইল। পর্বত বিদীর্ণ হইবার কালে ভূভাগ যেমন বিকম্পিত হইয়া উঠে, সেইরূপ চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র, জনক ও রাম-লক্ষ্মণ ভিন্ন আর সকলেই হতচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর সকলে আশ্বস্ত হইল। জানকী-পরিণয়ে রাজা জনকের যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও অপনীত হইয়া গেল। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি দাশরথি রামের বলবীর্যের সম্যক্ পরিচয় পাইলাম। এই ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতি চমৎকার। আমি মনেও এইরূপ করি নাই যে, ইহা কখনও সম্ভবপর হইবে। এখন আমার দুহিতা সীতা রামের সহিত পরিণীতা হইয়া জনকের কুলে কীর্তি স্থাপন করিবে। এত দিনে আমার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হইল। আমি প্রাণসমা জানকীকে রামের হস্তে সমর্পণ করিব। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমার দূতগণ রথে আরোহণপূর্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় যাইবেন; বিনয়বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই স্থানে আনয়ন এবং ধনুর্ভঙ্গপণে রামের সীতা লাভ হইল, এ কথাও নিবেদন করিবেন। রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ যে নির্বিঘ্নে আছেন, ইঁহারা প্রীতমনে এই সংবাদও দিবেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজর্ষি জনকের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। জনকও রাজা দশরথকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত-দিগকে পত্র দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥ দূতগণ রাজর্ষি জনকের আদেশে অযোধ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পথে তিন রাত্রি অতীত হইয়া গেল। তাঁহাদিগের বাহনসকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারপালেরা পরিচয় পাইয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগকে মহারাজের নিকট লইয়া গেল।

অনন্তর ঐ সমস্ত দূতেরা অমরপ্রভাব বৃদ্ধ দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ভয়ে বিনীত ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! মন্ত্রী ও ঋত্বিকের সহিত রাজা জনক কর্মচারী উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত আপনাকে বারংবার স্নেহপূর্ণ বাক্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, ভগবান্ কৌশিকের অনুমোদিত কার্য সংসাধনার্থ কহিয়াছেন, 'যিনি ধনুর্ভঙ্গ পণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই সীতা সম্প্রদান করিব', পূর্বে যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন। অনেকানেক হীনবল ভূপাল

এই ধনুর্ভঙ্গ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ হইয়া রোষ-কষায়িত মনে প্রস্থান করিয়াছেন, ইহাও আপনি জানেন। এক্ষণে আপনার পুত্র রাম যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত আগমনপূর্বক সভামধ্যে প্রসিদ্ধ হরধনু দ্বিখণ্ড করিয়া পণে সীতাকে পরাজয় করিয়াছেন। অতএব আমি ইঁহাকে কন্যা দান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার অবতরণ করিব; আপনি এই বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজ! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত অবিলম্বে মিথিলায় আসিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে একবার চক্ষে দেখুন এবং আমারেও এই কন্যাভার হইতে উদ্ধার করুন। আপনি মিথিলা রাজ্যে আগমন করিলে পুত্রদ্বয়েরই বিবাহমহোৎসব উপভোগ করিতে পারিবেন। নরনাথ! রাজা জনক মহর্ষি কৌশিকের আদেশে এবং পুরোহিত শতানন্দের উপদেশে আপনাকে এইরূপই কহিয়াছেন।

রাজা দশরথ দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণপূর্বক যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, এক্ষণে বৎস রাম, লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে মহর্ষি কৌশিকের প্রযত্নে থাকিয়া বিদেহ নগরে বাস করিতেছেন। রাজর্ষি জনক তাঁহার বলবীর্যের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে কন্যাদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এখন আপনারা যদি জনককে বৈবাহিক সম্বন্ধের যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে চলুন, আমরা সকলে শীঘ্র বিদেহ নগরে যাত্রা করি, কালাতিপাতের আর অবসর নাই।

মন্ত্রিগণ ঋষিবর্গের সহিত দশরথের এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন কোশলাধিপতি পরম প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তবে আমরা কল্যই মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিব।

রজনী উপস্থিত হইল। জনকের সর্বগুণসম্পন্ন মন্ত্রিগণ রাজা দশরথের আবাসে পরম সমাদরে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টমনে সুমন্ত্রকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! অদ্য ধনাধ্যক্ষেরা সুরক্ষিত হইয়া প্রভূত ধনরত্নের সহিত অগ্রে গমন করুক। আমার আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনা নির্গত হউক। ভগবান্ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা অশ্ব ও শিবিকাযোগে যাত্রা করুন। মহারাজ জনকের দূতসকল শীঘ্র প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতেছেন, অতএব আমারও রথে অশ্বযোজনা কর।

রথ সুসজ্জিত হইলে দশরথ ঋষিগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে সেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। পথে চারি দিবস অতিক্রান্ত হইয়া গেল; সকলে মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর মহীপাল জনক বৃদ্ধ রাজা দশরথের আগমন-সংবাদে যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিভরে যথোচিত উপচারে অর্চনা করত কহিলেন, নরনাথ! আপনি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার আগমন আমার ভাগ্যবলেই ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনি এই কুমারযুগলের বিবাহ-জনিত প্রীতি অনুভব করুন। সুরগণ-পরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় স্বয়ং ভগবান্ বশিষ্ঠদেব অন্যান্য বিপ্রবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেও

আমার সৌভাগ্য-গর্বের আবির্ভাব হইতেছে। এক্ষণে আমার ভাগ্যগুণে কন্যা-দানের বিঘ্নসকল অপসারিত হইয়া গেল এবং আমারই ভাগ্যগুণে মহাবীর রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন কুল অলংকৃত হইল। মহারাজ! আপনি স্বয়ংই ঋষিগণের সহিত কল্য প্রভাতে যজ্ঞ সমাপনান্তে বিবাহ-ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া দিবেন।

রাজা দশরথ মহর্ষিগণ-সমক্ষে জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বিদেহনাথ! পরম্পরায় এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, দান গ্রহণ না করা কোন-মতেই শ্রেয়স্কর নহে। অতএব আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সম্মত হইলাম। তখন রাজর্ষি জনক সত্যবাদী অযোধ্যাধিপতির এইরূপ ধর্মসঙ্গত যশস্কর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। মুনিগণ একত্র অবস্থান নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া পরম সুখে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ রাম ও লক্ষ্মণের মুখারবিন্দ অবলোকনে পুলকিত এবং বিদেহাধিপতি জনক কর্তৃক সমাদৃত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। তত্ত্বজ্ঞ রাজা জনকও শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাবশেষ সম্পাদনপূর্বক রাজকুমারীদ্বয়ের পরিণয়োচিত লৌকিক কার্যসমুদয় সমাপন করিয়া বিশ্রামশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ॥ রজনী প্রভাত হইল। রাজা জনক মহর্ষিগণের সহিত প্রাতঃসবনাদি কার্য সমাধান করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! যাহার পরিসরে প্রাকারোপরি যন্ত্রফলকের সমুদয় সংগৃহীত রহিয়াছে এবং যে স্থান দিয়া ইক্ষুমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সাংকাশ্যা নাম্নী স্বর্গসদৃশী নগরীতে কুশধ্বজ নামে আমার এক ভ্রাতা বাস করিয়া থাকেন। তিনি অতি ধর্মশীল তেজস্বী ও মহাবলপরাক্রান্ত। এক্ষণে আমি একবার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। কুশধ্বজ আমার যজ্ঞরক্ষক রূপে নিযুক্ত আছেন। তিনি এ স্থানে আসিয়া আমারই সহিত জানকীর বিবাহ-মহোৎসব উপভোগ করিবেন।

মহারাজ জনক পুরোহিত শতানন্দের নিকট এইরূপ কহিলে কার্য-কুশল দূতেরা তাঁহার নিকট আগমন করিল। তিনিও অবিলম্বে তাহাদিগকে সাংকাশ্যা নগরীতে যাইবার আদেশ দিলেন। তখন দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক ইন্দ্রের আদেশে বিষ্ণুর ন্যায় মহারাজ কুশধ্বজের আনয়নের জন্য যাত্রা করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট রাজা জনক যেরূপ কহিয়াছিলেন অবিকল তাহাই কহিল। মহারাজ কুশধ্বজ দূতমুখে জানকীর পরিণয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া জনকের আজ্ঞাক্রমে বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্মপরায়ণ জনককে সন্দর্শন এবং তাঁহাকে ও মহর্ষি শতানন্দকে অভিবাদন-পূর্বক রাজার যোগ্য দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অমিতদ্যুতি মহাবীর জনক ও কুশধ্বজ সুদামন নামক মন্ত্রীকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি এক্ষণে দুর্ধর্ষ রাজা দশরথের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত অবিলম্বে এই স্থানে আনয়ন কর। রাজমন্ত্রী সুদামন রঘুকুলপ্রদীপ রাজা দশরথের শিবিরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অবনতশিরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, নরনাথ! রাজা জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে আপনারে দর্শন

করিবার বাসনা করিতেছেন। মহারাজ দশরথ মন্ত্রিপতির এইরূপ বাক্য শ্রুতি-গোচর করিয়া ঋষিগণ এবং অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত যথায় রাজা জনক উপবেশন করিয়া আছেন, তথায় গমন করিলেন; কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠ আমাদিগের কুলদেবতা। আমার সকল কার্যে, মুখে যাহা বলিবার তাহা ইনিই বলিয়া থাকেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমতিক্রমে অন্যান্য ঋষিগণের সহিত আমার কুলপর্যায় কীর্তন করিবেন।

রাজা দশরথ এইরূপ কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজা জনককে কহিলেন, মহারাজ! প্রত্যক্ষাদির অগোচর ব্রহ্ম হইতে অবিনাশী ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি! মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপের আত্মজ বিবস্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হন। এই মনুই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। এই ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের পুত্র মহাপ্রভাব তেজস্বী অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। ইনি অতি যশস্বী ছিলেন। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির দুই পুত্র—ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। এই অসিতের বিপক্ষে হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দুগণ উত্থিত হইয়াছিল। দুর্বল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া মহিষীদ্বয়ের সহিত হিমাচলে গমন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ অসিতের দুই

মহিষী সসত্ত্বা ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন অপরটির গর্ভ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্যদ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ রমণীয় পর্বতে ভৃগুনন্দন ভগবান্ চ্যবন বাস করিতেন। কমললোচনা অসিতমহিষী মহাভাগা কালিন্দী পুত্র-কামনায় দেবপ্রভাব ভার্গবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি ভার্গব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্রোৎপত্তি প্রসঙ্গে কহিলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ভে এক মহাবলপরাক্রান্ত পরমসুন্দর তেজস্বী পুত্র অচিরাৎ গরলের সহিত জন্মগ্রহণ করিবে। কমললোচনে! তুমি শোকাকুল হইও না।

পতিব্রতা কালিন্দী ভৃগুনন্দন চ্যবনকে নমস্কার করিলেন। বিধবা হইলেও তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মিল। তাঁহার সপত্নী গর্ভবিনাশ বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাও নির্গত হয়; এই কারণে উহার নাম সগর হইল। এই সগরের পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইনি শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন। তৎপরে ইঁহারই নাম কল্মাষপাদ হইয়াছিল। ইঁহার পুত্রের নাম শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। অম্বরীষ হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র মহারাজ দশরথ। রাম ও লক্ষ্মণ এই দশরথের আত্মজ। বিদেহনাথ! আদি পুরুষ অবধি বংশ-পরম্পরা-পরিশুদ্ধ, মহাবীর, পরমধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ, ইক্ষ্বাকুদিগের কুলভূষণ রাম ও লক্ষ্মণেরই নিমিত্ত আপনার কন্যাদ্বয় প্রার্থনা করা যাইতেছে; আপনি অনুরূপ পাত্রে রূপগুণসম্পন্না কন্যা সম্প্রদান করুন।

একসপ্ততিতম সর্গ ॥ মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! কন্যাদান কালে কুলপরিচয় প্রদান করা সদ্বংশীয়দিগের অবশ্য কর্তব্য, সুতরাং আমিও আমাদিগের কুলক্রম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নিমি নামে অদ্বিতীয় বীর ধর্মপরায়ণ এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বীয় কর্মবলে ত্রিলোকমধ্যে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র মিথি, মিথির পুত্র জনক। ইঁহারই নামানুসারে আমাদের বংশপরম্পরা সকলেই জনক শব্দে আহূত হইয়া থাকেন। জনকের পুত্র উদাবসু, উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্ধন, নন্দিবর্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু, সুকেতুর পুত্র মহাবল দেবরাত, রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র মহাপ্রতাপ মহাবীর, মহাবীরের পুত্র সুধীর সুধৃতি। সুধৃতি হইতে ধার্মিক ধৃষ্টকেতু জন্মগ্রহণ করেন। ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধকের পুত্র মহাবল কীর্তিরথ। কীর্তিরথ হইতে দেবমীঢ় উৎপন্ন হন। দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহীধ্রক, মহীধ্রকের পুত্র কীর্তিরাত, কীর্তিরাতের পুত্র মহারোমণ্, মহারোমণের পুত্র স্বর্ণরোমণ, স্বর্ণরোমণের পুত্র হ্রস্বরোমণ্। এই ধর্মজ্ঞ মহাত্মার দুই পুত্র, তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমার ভ্রাতা বীর কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমাদের বৃদ্ধ পিতা জ্যেষ্ঠ বলিয়া আমারই হস্তে

সমস্ত রাজ্য এবং কনিষ্ঠ কুশধ্বজের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া বনপ্রস্থান করেন। পরে তিনি লোকলীলা সংবরণ করিলে আমি অমরপ্রভাব কুশধ্বজকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ ও ধর্মানুসারে রাজ্য পালন করিতেছিলাম।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে সুধন্বা নামে এক মহাবল মহীপাল মিথিলা রাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত সাংকাশ্যা হইতে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া দূতমুখে এই কথা কহিয়া দিলেন, যে আমাকে হর-কার্মুক ও কমললোচনা জানকী প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই কারণে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমিই তাঁহাকে সমরে পরাঙ্মুখ ও সংহার করি। তপোধন! সুধন্বা নিহত হইলে তাঁহার রাজ্যে মহাবীর কুশধ্বজকেই অভিষেক করিয়াছি। এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমিই ইঁহার জ্যেষ্ঠ। এক্ষণে আমি প্রীতমনে দুই কন্যাই দান করিব। সুরকন্যার ন্যায় সুরূপা বীর্যশুল্কা জানকীকে রামের হস্তে এবং ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে দিব। ত্রিসত্য করিতেছি, আমি প্রীতমনে অবশ্যই এই কার্য সাধন করিব। এক্ষণে আপনি রাম ও লক্ষ্মণের বিবাহোদ্দেশে গোদানবিধি ও পিতৃকৃত্য নির্বাহ করিয়া দেন। অদ্য মঘানক্ষত্র। আগামী তৃতীয় দিবসে প্রশস্ত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহসংস্কার সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের সুখোদ্দেশে গো-হিরণ্যাদি দান করা কর্তব্য হইতেছে।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ বিদেহাধিপতি জনক এইরূপ কহিলে বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের মতানুসারে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ এই উভয় কুলের কথা আর বলিব কি, অন্য বংশ কোন অংশেই ইহার তুল্য হইতে পারে না। ফলতঃ সীতা ও ঊর্মিলার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের এই যৌন সম্বন্ধ সম্যক্ উপযুক্তই হইল এবং ইঁহাদের যে প্রকার রূপ, ইহা তাহারও অনুরূপ হইল। মহারাজ! এক্ষণে আমার আর একটি বক্তব্য অবশেষ রহিয়াছে, আপনি তাহাও শ্রবণ করুন। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মশীল কুশধ্বজের অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না দুই কন্যা আছে; আমরা রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নীরূপে ঐ দুইটিকে প্রার্থনা করিতেছি। দেখুন, মহীপাল দশরথের পুত্রেরা সকলেই প্রিয়দর্শন যুবা ও লোকপালসদৃশ এবং দেবতার ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন। অতএব এক্ষণে আপনি ঐ উভয় ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহসম্বন্ধ অবধারণ করিয়া ইক্ষ্বাকু কুলকে বন্ধন করুন। এই বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না।

রাজর্ষি জনক ভগবান্ কৌশিকের মুখে বশিষ্ঠের অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! যখন আপনারা উভয়ে এই অনুরূপ কুলসম্বন্ধে অনুজ্ঞা দিতেছেন, তখন আমার কুল যে ধন্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিরুচি, তাহাই হইবে। কুশধ্বজের দুই দুহিতা রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্প্রদান করা যাইবে। তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্রে ভগ দেবতা আছেন, সুতরাং উহাই বিবাহের প্রশস্ত দিবস হইতেছে। এক্ষণে চারি মহাবল রাজপুত্র একদিনেই চারিটি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করুন।

সুশীল জনক এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্র

ও বশিষ্ঠকে কহিলেন, আপনাদিগের প্রসাদে কন্যাদানরূপ পরম ধর্ম আমার সঞ্চিত হইল। রাজা দশরথের ন্যায় আমিও আপনাদিগের শিষ্য। আপনারা আমাদিগের তিনজনেরই রাজসিংহাসন অধিকার করুন। যেমন মিথিলা নগরী মহারাজ দশরথের যথেচ্ছ বিনিয়োগের যোগ্য, রাজধানী অযোধ্যাও আমার তদ্রূপ। অতএব আপনারা প্রভুত্ব বিস্তারে কিছুমাত্র সংকুচিত হইবেন না, যেরূপ উচিত বোধ করেন, তাহাই হইবে।

রাজা জনক এইরূপ কহিলে মহীপাল দশরথ হৃষ্ট ও পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, মিথিলানাথ! আপনারা উভয় ভ্রাতাই অসীম গুণসম্পন্ন। জনকবংশের ঋষিতুল্য রাজগণ আপনাদিগের সৌজন্যে সর্বত্র পূজিত হইতেছেন। আপনি সুখী হউন। আমি এক্ষণে স্বীয় শিবিরে গমন করি। গিয়া আমাকে শ্রাদ্ধকার্য সমুদয় বিধিবৎ বিধান করিতে হইবে।

অনন্তর যশস্বী দশরথ রাজর্ষি জনককে সম্ভাষণপূর্বক ভগবান্ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে অগ্রে লইয়া অবিলম্বে তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধকার্য সমাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান-পূর্বক প্রাতঃকালীন গোদানসংস্কার সম্পাদন করিয়া বিপ্রবর্গকে বহুসংখ্য ধেনু প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুত্রবৎসল রাজা পুত্রগণের উদ্দেশে চারি লক্ষ সুবর্ণশৃঙ্গ-সম্পন্না দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে কাংস্য দোহনপাত্রের সহিত প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ভূরিপরিমাণে অর্থ প্রদান করিলেন এবং সেই গোদানসংস্কার-সংস্কৃত তনয়গণে পরিবৃত হইয়া লোকপাল-পরিবেষ্টিত প্রজাপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ মহারাজ দশরথ যে দিবসে এই গোদানসংস্কার সম্পাদন করেন, ঐ দিবস কেকয়রাজের আত্মজ, ভরতের মাতুল মহাবীর যুধাজিৎ, দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া অনাময় প্রশ্নপূর্বক দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! কেকয়নাথ স্নেহের সহিত আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন, বৎস! তুমি যাঁহাদের শুভানুধ্যান করিয়া থাক, এক্ষণে তাঁহাদিগের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল। মহারাজ! পিতা আমার ভাগিনেয় ভরতকে একবার দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই কারণে আমিও আপনার রাজধানী অযোধ্যায় গিয়াছিলাম। অযোধ্যায় গিয়া শুনিলাম, আপনার তনয়েরা বিবাহার্থ আপনারই সহিত মিথিলায় আসিয়াছেন। আমি তথায় এই কথা শুনিয়া ভাগিনেয় ভরতকে দেখিবার আশায় সত্বর এই স্থানে আগমন করিলাম। রাজা দশরথ মাননীয় প্রিয় অতিথি যুধাজিৎকে অভ্যাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে পূজা করিলেন।

অনন্তর দিবা অবসান হইয়া আসিল। রজনীও উপস্থিত হইল। অযোধ্যার অধিনাথ তনয়গণের সহিত পরমসুখে নিশা যাপনপূর্বক প্রভাতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্যসমুদয় সমাধান করত মহর্ষিগণকে অগ্রে লইয়া যজ্ঞবাটে চলিলেন। রাজকুমার রামও বিবাহের মঙ্গলাচারসকল পরিসমাপ্ত হইলে শুভলগ্নে বিজয় মুহূর্তে সর্বাভরণভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের পশ্চাতে পশ্চাতে যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। সকলে তথায় উপনীত হইলে ভগবান্ বশিষ্ঠ একাকী সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া বিদেহাধিনাথ জনককে

সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, নরনাথ! রাজাধিরাজ দশরথ মঙ্গলসূত্রধারী পুত্রগণের সহিত প্রবেশদ্বারে সম্প্রদাতার আদেশ অপেক্ষা করিতেছেন। দাতা ও গ্রহীতা একত্র হইলে সকল কর্মই হইতে পারে। অতএব আপনি বৈবাহিক লৌকিক কার্য শেষ করিয়া তাঁহাকে আসিতে অনুমতি প্রদান করুন।

দাতা ধর্মজ্ঞ জনক মহাত্মা বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! দ্বারে এমন কোন দ্বারপাল আছে? সে কাহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে? এই রাজ্যে আমার ন্যায় আপনারও সম্পূর্ণ অধিকার; সুতরাং নিজ গৃহ প্রবেশের আর বিচার কি? দেখুন, আমার কন্যাগণের সমুদয় মঙ্গলাচরণ সমাপন হইয়াছে। তাঁহারা প্রদীপ্ত পাবকশিখার ন্যায় বেদিমূলে মিলিত আছেন। আমিও এই বেদিতে বসিয়া এখনই আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম। অতঃপর বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই বৈবাহিক কার্যের অনুষ্ঠান করুন।

রাজা দশরথ বশিষ্ঠমুখে জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক ঋষিগণ ও তনয়দিগকে লইয়া সভাপ্রবেশ করিলেন। সকলে সভামধ্যে প্রবেশ করিলে জনক বশিষ্ঠকে কহিলেন, প্রভো! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বিবাহ-কর্ম সম্পাদন করুন। তখন বশিষ্ঠদেব এই বাক্যে সম্মত হইয়া গৌতমতনয় শতানন্দ এবং কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের সহিত বিধানানুসারে যজ্ঞশালায় এক বেদি নির্মাণ করিলেন। উহার চারিদিক গন্ধপুষ্পে অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন। যবাঙ্কুরযুক্ত চিত্রকুম্ভ, শরাব, ধূপপূর্ণ ধূপপাত্র, লাজপাত্র, শঙ্খাধার, হরিদ্রা-লিপ্ত অক্ষত স্রুব, স্রুক উহার ইতস্ততঃ শোভা পাইতে লাগিল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐ বেদির উপর সমপ্রমাণ দর্ভ মন্ত্রপূত করিয়া বিধানানুসারে আস্তীর্ণ করিয়া দিলেন। তৎপরে তথায় বিধি ও মন্ত্রসহকারে বহ্নিস্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা জনক সর্বাভরণবিভূষিতা সীতাকে আনয়ন এবং রামের অভিমুখে ও অগ্নির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন, রাম! এই সীতা আমার দুহিতা, ইনি তোমার সহধর্মিণী হইলেন। তুমি পাণি দ্বারা ইঁহার পাণি গ্রহণ কর; মঙ্গল হইবে। এই মহাভাগা পতিব্রতা হউন এবং ছায়ার ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগতা থাকুন। রাজর্ষি জনক এই বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাজা জনক মন্ত্রোচ্চারণ ও উদক প্রক্ষেপপূর্বক রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করিয়া আনন্দিত মনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি এই স্থানে আগমন কর। তোমার মঙ্গল হউক। আমি ঊর্মিলাকে সম্প্রদান করি, তুমি অবিলম্বে ইঁহার পাণি গ্রহণ কর। জনক লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে কহিলেন, ভরত! তুমি মাণ্ডবীকে গ্রহণ কর। শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! তুমিও শ্রুতকীর্তিকে গ্রহণ কর। তোমরা সকলেই সুশীল ও চরিতব্রত। এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া পত্নীগণের সহিত সমাগত হও।

অনন্তর কুমারচতুষ্টয় বশিষ্ঠের মতানুসারে ঐ চারিটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা অগ্নি, বেদি, রাজা জনক ও মহাত্মা ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্য দুন্দুভিধ্বনি সঙ্গীত ও বাদিত্র বাদিত হইতে প্রবৃত্ত হইল। অপ্সরাসকল নৃত্য আরম্ভ করিল। গন্ধর্বেরা মধুর স্বরে গান

Sunil Madhav Sen.

করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। যখন এইরূপে চারিদিক তূর্যরবে পরিপূরিত হইল, তখন দশরথের তনয়গণ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নীদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। মহারাজ দশরথও বরবধূসংগমে নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিয়া উঁহাদিগের অনুগামী হইলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ॥ পরদিন প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ ও জনককে সম্ভাষণপূর্বক হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। দশরথও রাজধানী অযোধ্যায় গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন মিথিলাধিনাথ প্রফুল্লমনে কন্যাগণকে লক্ষ গো, বহুসংখ্য উৎকৃষ্ট কম্বল, কৌশেয় বসন, কোটি বস্ত্র, সুসজ্জিত হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি এবং সুবর্ণ রজত মুক্তা ও প্রবাল কন্যাধনস্বরূপ দান করিলেন। প্রত্যেক কন্যার শতসংখ্য সখী এবং দাসী ও দাসও সমভিব্যাহারে দিলেন। মহারাজ জনক কন্যাগণকে এইরূপ বহুবিধ ধন দান করিয়া রাজা দশরথের আদেশে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। দশরথও ঋষিবর্গকে অগ্রবর্তী করিয়া চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে তনয়গণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে পক্ষিগণ অন্তরীক্ষে ভীষণ স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। ভূতলে মৃগেরা দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দশরথ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, তপোধন! ঐ ভীমদর্শন শকুনিগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতেছে এবং মৃগসকলও দক্ষিণ দিক দিয়া যাইতেছে। এক্ষণে বলুন, অকস্মাৎ এ আবার কি উপস্থিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত ও মন স্তব্ধপ্রায় হইতেছে।

তখন বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে মধুর বাক্যে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! এই যে নিমিত্ত উপস্থিত, ইহার পরিণাম যেরূপ শ্রবণ করুন। অন্তরীক্ষে পক্ষিগণের যে ঘোররব শ্রুতিগোচর হইতেছে, ইহাই বিপদের আশঙ্কা উৎপাদন করিয়া দিতেছে, কিন্তু মৃগগণ উহার শান্তি সূচনা করিতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এই অবসরে একটি প্রচণ্ড বাত্যা উত্থিত হইল। উহার প্রভাবে মেদিনী বিকম্পিত ও মহীরুহসকল নিপতিত হইতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকার সূর্যকে আচ্ছন্ন করিল। কোনদিক আর কাহারই দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়ুবশে ভস্মরাশি উড্ডীন হইয়া সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিল। উহারা অচেতন হইয়া পড়িল। কেবল বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এবং সপুত্র রাজা দশরথ তৎকালে নিতান্ত অভিভূত হইলেন না।

ইত্যবসরে ক্ষত্রিয়কুলনিধনকারী জটামণ্ডলধারী ভৃগুনন্দন রাম স্কন্ধদেশে কুঠার, করে প্রখর শর ও ভাস্বর শরাসন ধারণপূর্বক ত্রিপুরাসুরসংহারক ভগবান্ ব্যোমকেশের ন্যায় তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। রাজা দশরথ সেই কৈলাসশিখরীর ন্যায় একান্ত দুর্ধর্ষ, যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ, স্বতেজঃপ্রদীপ্ত পামরগণের দুর্নিরীক্ষ্য মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিলেন। জপ-হোমপরায়ণ বশিষ্ঠাদি বিপ্রগণ তাঁহাকে সন্দর্শনপূর্বক বিরলে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই জমদগ্নিতনয় রাম পিতৃবধে জাতক্রোধ হইয়া ক্ষত্রিয়কুল কি নির্মূল করিবেন? ক্ষত্রিয় বধ করিয়া পূর্বে ইঁহার ক্রোধানল ত নির্বাণ

হইয়াছিল, এক্ষণে কি পুনর্বার সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন? ঋষিগণ এইরূপ কহিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ ও মধুর বাক্যে সম্বোধনপূর্বক সেই ভীমদর্শন ভৃগুনন্দনকে পূজা করিলেন। প্রবলপ্রতাপ রামও ঋষিপ্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া দাশরথি রামকে কহিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ॥ রাম! আমি তোমার অদ্ভুত বলবীর্য ও ধনুর্ভঙ্গ সমস্তই শ্রুত হইয়াছি। তুমি যে সেই শৈব ধনু অনায়াসে দ্বিখণ্ড করিয়াছ ইহা অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্য এক ধনু গ্রহণপূর্বক উপস্থিত হইলাম। তুমি এক্ষণে আমার পূর্বপুরুষগণের এই ভীষণ শরাসনে শর যোজনা করিয়া ইহা আকর্ষণ ও আপনার বল প্রদর্শন কর। এই কার্যে বীর্য পরীক্ষা হইলে আমি তোমার সহিত প্রবলরূপে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।

মহারাজ দশরথ জমদগ্নিতনয় রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষন্নবদনে দীননয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি মহাতপা ব্রাহ্মণ; এক্ষণে ক্ষত্রিয়-বিনাশ-রোষে সম্পূর্ণ বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং আমার

এই বালকগণকে অভয় প্রদান করুন। আপনি স্বাধ্যায়ব্রতশীল মহাত্মা ভার্গব-দিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ত্রিদশরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞাপূর্বক শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন এবং ধর্মসাধনে মনঃসমাধান ও ভগবান্ কাশ্যপকে সমগ্র বসুন্ধরা দান করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে অধিবাস করিতেছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি আমারই সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আইলেন? দেখুন, রামের কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিলে আমরা কি প্রাণধারণ করিতে পারিব?

রাজা দশরথ এইরূপ কহিলে জমদগ্নিনন্দন তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন-পূর্বক রামকে কহিলেন, রাম! দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা দুইখানি কার্মুক প্রযত্ন-সহকারে নির্মাণ করেন। ঐ দুই ধনু সর্বলোকপূজিত সুদৃঢ় ও সারবৎ। তন্মধ্যে তুমি যাহা ভাঙিয়াছ, উহা সংগ্রামার্থী ভগবান ত্র্যম্বককে সুরগণ ত্রিপুরাসুর সংহার বাসনায় প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আমারই হস্তে বিদ্যমান। দেবতারা এই দুর্ধর্ষ শরাসন বিষ্ণুকে দান করেন। এই পরপুরবিজয়ী বৈষ্ণব ধনু সারাংশে শৈব ধনুরই অনুরূপ।

এক সময়ে সুরগণ সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলাসনকে নীলকণ্ঠ ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সত্যসংকল্প বিরিঞ্চি সুরগণের

অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া উভয়ের বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। বিরোধ উপস্থিত হইলে শিব ও বিষ্ণু পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন। সেই হুঙ্কার শব্দে ভীষণ শৈব শরাসন শিথিল হইয়া গেল! রুদ্রদেবও স্তম্ভিত হইলেন।

তখন দেবতা ও ঋষিগণ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পরাক্রমে শৈব ধনু শিথিল হইল দেখিয়া তাঁহাকেই অধিকবল বোধ করিলেন। ক্রুদ্ধ রুদ্রও অনুরুদ্ধ হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বিদেহ নগরে রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে শরের সহিত ঐ শরাসন অর্পণ করিলেন। আর আমার ভুজদণ্ডে যে এই কোদণ্ড দেখিতেছ, ইহা বিষ্ণু মহর্ষি ঋচীককে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাতেজা ঋচীক আমার পিতা জমদগ্নিকে দেন। অনন্তর কোন সময়ে তপোবল-সম্পন্ন মহাত্মা জমদগ্নি এই বৈষ্ণব ধনু পরিত্যাগ করিলে অর্জুন অধর্মবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তাঁহার বধসাধন করিয়াছিলেন। রাম! আমি পিতার এই দারুণ বিসদৃশ বিনাশবার্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে বর্ধনশীল ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়াছি। তৎপরে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া যজ্ঞান্তে উহা মহাত্মা কাশ্যপকে দক্ষিণা দান করি। আমি কাশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে অধিবাসপূর্বক তপঃসাধন করিতেছিলাম, ইত্যবসরে শুনিলাম, তুমি জনকালয়ে হরকার্মুক ভাঙ্গিয়াছ। আমি এই বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্মের মর্যাদা পালনপূর্বক আমার এই পৈতৃক শরাসন গ্রহণ ও ইহাতে শর সংযোজন কর। যদি তুমি এই বিষয়ে কৃতকার্য হও, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ ॥ দাশরথি রাম জামদগ্ন্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃসন্নিধি নিবন্ধন মৃদুমন্দ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহাবীর! আপনি পিতার বৈরশুদ্ধি আশ্রয় করিয়া যে কার্য করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। নির্যাতন-স্পৃহা বীরের অবশ্যই শ্লাঘনীয়, সুতরাং ইহা যে আপনার সমুচিতই হইয়াছে, অঙ্গীকার করিলাম। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, আমাকে যে আপনি বীর্যহীন অশক্তের ন্যায় অবমাননা করিতেছেন, ইহা কোনমতেই সহনীয় হইতে পারে না। অতএব অদ্য আপনি আমার তেজ ও পরাক্রম উভয়ই প্রত্যক্ষ করুন।

এই বলিয়া রাম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে অবলীলাক্রমে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ধনুতে গুণযোগ ও শর সংযোগ করিয়া কোপাকুলিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জামদগ্ন্য! তুমি ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজনীয় হইতেছ; কেবল এই কারণেই আমি এই প্রাণহর শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এই দিব্য শর সামর্থ্যে বিপক্ষের বলদর্প চূর্ণ করিতে পারে। ইহার সন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। এক্ষণে বল, ইহা দ্বারা তোমার তপঃসঞ্চিত লোকসমুদয়, কি এই আকাশগতি, কোন্‌টি নষ্ট করিব?

ঐ সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ ঋষিবর্গ এবং গন্ধর্ব অপ্সর, সিদ্ধ চারণ কিন্নর, যক্ষ রক্ষ ও উরগগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত তথায়

সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমক্ষেই জামদগ্ন্যের তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল। জামদগ্ন্যও নির্বীর্য ও স্তম্ভিত হইলেন এবং রামের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর তিনি পদ্মপলাশলোচন রামকে মৃদুবচনে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, রাম! আমি যখন মহর্ষি কাশ্যপকে সমগ্র বসুন্ধরা দান করি, তখন তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, তুমি আমার রাজ্যে আর বাস করিতে পারিবে না। তিনি এইরূপ প্রতিষেধ করিলে আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম। তদবধি পৃথিবীতে আর রাত্রি বাস করি না। অতএব, তুমি এক্ষণে আমার গতি নাশ করিও না। আমি এই গতিবলে মানসবৎ বেগে মহেন্দ্র পর্বতে যাত্রা করিব। আর আমি যে তপ অনুষ্ঠান দ্বারা লোকসকল সঞ্চয় করিয়াছি, তুমি এই দণ্ডে এই শরদণ্ডে তৎসমুদয় সংহার কর। হে বীর! এই বৈষ্ণব শরাসন গ্রহণ করাতেই আমি বুঝিয়াছি, তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম। তুমি অবিনাশী মধুরিপু! এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই এবং তোমার কার্য অলৌকিক। এই সকল দেবতারা সমাগত হইয়া তোমাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বর, তুমি যে আমাকে পরাভব করিলে, ইহাতে আমার লজ্জা কি। এক্ষণে তুমি এই অসম শর শরাসন হইতে মোচন কর। আমিও মহেন্দ্র পর্বতে যাত্রা করি।

মহাপ্রতাপ জামদগ্ন্য এইরূপ কহিলে শ্রীমান্ রাম লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিলেন। জামদগ্ন্যের তপোবল-সঞ্চিত লোকসকল বিনষ্ট ও সমস্ত দিক তিমির-নির্মুক্ত হইল। তদ্দর্শনে সুরগণ ও ঋষিবর্গ রামের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জামদগ্ন্যও পূজিত হইয়া রামকে প্রদক্ষিণপূর্বক মহেন্দ্র পর্বতে গমন করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ ॥ জামদগ্ন্য প্রস্থান করিলে দাশরথি রাম রোষ পরিহারপূর্বক নীরাধিপতি বরুণকে ঐ বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিলেন। তিনি বরুণকে ধনু প্রদান করিয়া বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে অভিবাদনপূর্বক পিতা দশরথকে ভীত দর্শনে কহিলেন, পিতঃ! এক্ষণে জামদগ্ন্য প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব আমাদের চতুরঙ্গ সৈন্য আপনার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করুক।

রাজা দশরথ জামদগ্ন্যের প্রস্থান-বার্তা শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি রামকে বারংবার আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং বিবেচনা করিলেন যেন তাঁহার ও আপনার পুনর্জন্ম লাভ হইল।

অনন্তর তিনি সসৈন্যে রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রমণীয় অযোধ্যা কুসুমের সুষমায় সুশোভিত এবং উহার রাজমার্গসকল সলিলসেকে সুসিক্ত ও ধ্বজপটে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। নিরন্তর তূর্যরব উহার চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। পুরবাসীরা মাঙ্গল্যদ্রব্যহস্তে দণ্ডায়মান; সর্বত্রই লোকারণ্য, রাজপ্রবেশ দর্শনে সকলেরই মুখ একান্ত উজ্জ্বল।

তখন মহারাজ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে পৌরবর্গ ও পুরবাসী বিপ্রগণ কর্তৃক প্রত্যুদ্গত হইয়া হিমাচলের ন্যায় ধবল স্বীয় প্রিয় আবাসে প্রবেশ

করিলেন। তিনি গৃহপ্রবেশপূর্বক ভোগবিলাসে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বজনগণের সহিত নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীরা মঙ্গলাচরণ সহকারে হোমপূত কৌশেয়-বসনসুশোভিত বধূগণের প্রতিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উঁহাদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং উঁহাদিগকে লইয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্যাদিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রবেশোপযোগী আচারপরম্পরা পরিসমাপ্ত হইলে বধূগণ নির্জনে পুলকিতমনে ভর্তৃগণের সহিত ভোগসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও সধন সজন কৃতদার ও কৃতাস্ত্র হইয়া পিতৃশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীতনয় ভরতকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তোমার মাতুল কেকয়রাজকুমার মহাবীর যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব তুমি উঁহার সমভিব্যাহারে গমন কর। তখন রাজকুমার ভরত পিতার আদেশে শত্রুঘ্নের সহিত মাতামহের আবাসে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পিতা মাতৃগণ ও প্রিয়কারী রামকে সম্ভাষণ-পূর্বক শত্রুঘ্নের সহিত তথায় যাত্রা করিলেন। মহাবীর যুধাজিৎও তাঁহাদিগকে লইয়া আনন্দিত মনে স্বনগরে উপস্থিত হইলেন। তখন ভরত ও শত্রুঘ্নকে দেখিয়া তাঁহার পিতার হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না।

ভরত মাতুলালয়ে গমন করিলে রাম ও মহাবল লক্ষ্মণ দেবসদৃশ পিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাম তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া পৌরকার্যসমুদয় পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রযত্নে পুরবাসীদিগের প্রিয় ও হিতকর বিষয়সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্বক মাতৃগণের প্রতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি কর্তব্য অভিনিবেশপূর্বক সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দশরথ রামের এইরূপ চরিত্রে অতিমাত্র প্রীতি লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ বণিক ও দেশবাসী অন্যান্য সকলেই তাঁহার প্রতি সবিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দশরথের তনয়গণমধ্যে সত্যপরাক্রম রামই অতি যশস্বী ও ভূতগণমধ্যে স্বয়ম্ভূর ন্যায় গুণবান ছিলেন। সেই মনস্বী দ্বাদশ বৎসরকাল সীতার সহিত নানাপ্রকার সুখভোগ করিলেন। তিনি জানকীগতপ্রাণ ছিলেন, জানকীও একক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিতেন না। তাঁহার পিতা রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মবিধানের অনুরূপ করিয়াই তাঁহাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন এই কারণে এবং তাঁহার রমণীয় রূপ ও কমনীয় গুণে রাম তাঁহার প্রতি সবিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জানকীর মনেও রামের প্রতি দ্বিগুণতর প্রীতির আবেশ প্রকাশিত হইল। রাম জানকীর অভিপ্রায় স্পষ্টই জানিতেন এবং সুরকন্যার ন্যায়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়, সুরূপা জানকীও রামের অভিপ্রায় অপেক্ষাকৃত বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন।

তখন সুরেশ্বর বিষ্ণু যেমন কমলাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সেই প্রিয়দর্শন রাম এই মনোহারিণী জনকনন্দিনীকে পাইয়া যারপর-নাই হৃষ্ট ও সুশোভিত হইলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড

প্রথম সর্গ ॥ রাজকুমার ভরত যৎকালে মাতুলালয়ে গমন করেন তখন প্রেমাস্পদ শত্রুঘ্নকেও সমভিব্যাহারে লইয়া যান। ঐ উভয় ভ্রাতা তথায় মাতুল যুধাজিতের প্রযত্নে অপত্য-নির্বিশেষে আদৃত ও প্রতিপালিত হইয়াও বৃদ্ধ পিতাকে একক্ষণের নিমিত্তও ভোলেন নাই। রাজা দশরথও তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি স্বদেহনির্গত বাহুচতুষ্টয়ের ন্যায় চারিটি পুত্রকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু যদিও তাঁহার তনয়েরা তাঁহার অতিমাত্র স্নেহের পাত্র ছিলেন, তথাচ তিনি রামকেই অপেক্ষাকৃত প্রীতির সহিত দেখিতেন। রাম ভূতগণের মধ্যে স্বয়ম্ভূর ন্যায় অনন্যসাধারণ গুণ ধারণ করিতেন। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ; সুরগণের অনুরোধে বাহুবলগর্বিত রাক্ষসরাজ রাবণের বধসাধন করিবার নিমিত্ত মর্ত্যলোকে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ দেবমাতা অদিতি যেমন বজ্রধর পুরন্দর দ্বারা শোভিত হন, সেইরূপ দেবী কৌশল্যাও এই অমিততেজা আত্মজ রামকে পাইয়া যারপরনাই শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।

এই মহাবীর রাম অসূয়াশূন্য ও প্রিয়দর্শন। ভূতলে তাঁহার তুলনা নাই। তিনি পিতার ন্যায় গুণবান্ এবং প্রশান্তস্বভাব। তিনি মৃদুবচনে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি ঐরূপ কথা কখনই ওষ্ঠের বাহির করেন না। অন্যকৃত একটিমাত্র উপকারেও তাঁহার পরিতোষ জন্মে এবং অপকার অনন্ত হইলে স্বীয় উদার গুণে সমগ্র বিস্মৃত হন। তিনি অস্ত্রাভ্যাসের অবকাশকালেও সুশীল বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী সাধুগণে পরিবৃত হইয়া শাস্ত্ররহস্য অনুশীলন করিয়া থাকেন। তিনি বুদ্ধিমান ও প্রিয়ংবদ। কেহ অভ্যাগত হইলে তিনি সর্বাগ্রে তাহার সহিত আলাপ করিয়া থকেন। তিনি অতি বলবান, কিন্তু আপনার বীর্যমদে কখনই উন্মত্ত হন না। তিনি সত্যবাদী, বিদ্বান ও বৃদ্ধবর্গের মর্যাদাপালক। তিনি প্রজারঞ্জন, প্রজারাও তাঁহার প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি বিপ্রভক্তিপরায়ণ ও দীনশরণ। তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র। তিনি দুষ্টের নিয়ন্তা, ধর্মজ্ঞ ও দেশকালজ্ঞ। তাঁহার বুদ্ধি স্বীয় বংশেরই অনুরূপ, এই কারণে তিনি ক্ষত্রিয় ধর্মকে বহু মান করিয়া থাকেন এবং ঐ ধর্ম রক্ষা করিলে যে স্বর্গলাভ হয় এই-ই তাঁহার স্থির বিশ্বাস। অমঙ্গল প্রসঙ্গে ও ধর্মবিরুদ্ধ কথায় তাঁহার অভিরুচি নাই। কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তাহাতে উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমুদয় সুলক্ষণসম্পন্ন। তিনি তরুণ ও নীরোগ এবং পুরুষ-পরীক্ষায় সুদক্ষ। জগতে তিনিই একমাত্র সাধু। সেই রাজকুমার প্রকৃতিবর্গের বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় একান্ত প্রিয়তর। তিনি বেদ-বেদাঙ্গে অধিকার লাভ করিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিয়াছেন। সমন্ত্র ও অমন্ত্রক অস্ত্রশস্ত্রে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কল্যাণের জন্মভূমি, তেজস্বী ও সরল। সংকটস্থলেও তিনি কখন মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ করেন না। ধর্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আচার্য। তিনি

ত্রিবর্গতত্ত্বজ্ঞ, স্মৃতিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন। তিনি লৌকিককার্যকুশল, বিনীত, গম্ভীর, গূঢ়মন্ত্র ও সহায়সম্পন্ন। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখনই নিষ্ফল হয় না। অর্থ যে ন্যায়ানুসারে উপার্জন ও সৎপাত্রে দান করিতে হয়, তিনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার ভক্তি অতি অসাধারণ। তিনি অসৎ বস্তু গ্রহণে কখনই লোলুপ নহেন। তিনি আলস্যশূন্য, সাবধান এবং স্বদোষদর্শী। তিনি কৃতজ্ঞ ও লোকের অন্তরজ্ঞ। তিনি ন্যায়ানুসারে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছে এবং তিনি ধর্ম ও অর্থের অবিরোধে সুখ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কর্তব্যভার বহনে তাঁহার আলস্য নাই। যে-সমস্ত শিল্প বিহারকালে বিশেষ উপযোগী, তিনি তৎসমুদয় আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি অর্থবিভাগে সুপটু। হস্তী ও অশ্বে আরোহণ ও উহাদিগকে শিক্ষাদান—এই উভয় কর্মেই তিনি সুদক্ষ। বিপক্ষ সৈন্যের অভিমুখে গমন, শত্রুসংহার ও ব্যূহরচনা—এই সমস্ত কর্মে তিনি সুপারগ। তিনি ধনুর্বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও অতিরথ। দেবাসুরগণ রোষাবিষ্ট হইলেও তাঁহাকে সংগ্রামে পরাভব করিতে পারেন না। তিনি কোন অংশে লোকের অবজ্ঞাভাজন নহেন। তিনি কালের অনায়ত্ত ও ত্রিলোকপূজিত; তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্যে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। রাম পিতার প্রীতিকর প্রকৃতিবর্গের কমনীয় এইরূপ গুণগ্রামে করজালমণ্ডিত প্রদীপ্ত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন দেবী বসুমতী এই সচ্চরিত্র অধৃষ্যপরাক্রম লোকনাথসদৃশ রামকে অধিনাথরূপে প্রার্থনা করিলেন।

বৃদ্ধ রাজা দশরথ রাম এই প্রকারে গুণবান হইয়াছেন দেখিয়া ভাবিলেন, আমার জীবদ্দশায় বৎস রাজা হইবেন—তদ্দর্শনে না জানি আমার কিরূপ আনন্দই হইবে। কবে আমি প্রিয় পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব। রাম সততই লোকের অভ্যুদয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সকল জীবেই তাঁহার দয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং তিনি জলবর্ষী জলদের ন্যায় আমা অপেক্ষা সকলেরই প্রিয়। যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য। অধিক কি, তিনি আমা অপেক্ষা সর্বাংশেই গুণবান। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে এই পৃথিবী-সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখিয়া স্বর্গ লাভ করিব।

অনন্তর মহারাজ দশরথ রামকে এইরূপ ও অন্যান্যরূপ অন্যনৃপতিদুর্লভ অপরিচ্ছিন্ন সর্বোৎকৃষ্ট গুণে অলংকৃত দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদানের বাসনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদানের বাসনা করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন,—মন্ত্রিগণ! আমার দেহে জরার সঞ্চার হইয়াছে এবং অন্তরীক্ষে গ্রহনক্ষত্রের প্রতিকূলতা, বাত্যা ও ভূমিকম্প প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎপাতও হইতেছে; এই কারণে এই যৌবরাজ্য প্রদান-প্রস্তাব আমার শোকাপহরণ পূর্ণচন্দ্রসুন্দরানন লোকাভিরাম রামের ও প্রকৃতি-বর্গের সবিশেষ প্রীতিকর হইবে।

তখন সেই রাজাধিরাজ যোগ্য অবসরে আপনার ও প্রজাগণের হিতার্থ এবং রামের ও প্রজাগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনার্থ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি মন্ত্রিগণ দ্বারা নানা নগর ও জনপদের প্রধান

প্রধান লোকদিগকে আনয়ন করাইলেন এবং মর্যাদা অনুসারে তাঁহাদিগকে বাসগৃহ ও নানাপ্রকার আভরণ প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে কেকয়রাজ ও মিথিলাধিনাথ জনককে এই সংবাদ প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না। তিনি মনে করিলেন, ইঁহারা অতঃপর এই প্রিয় সমাচার অবশ্যই পাইবেন।

অনন্তর বিজয়ী রাজা দশরথ সভাভবনে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে লোকপ্রিয় পার্থিবগণ আগমন করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত অধীন রাজা উপস্থিত হইয়া দশরথপ্রদর্শিত আসনে তাঁহারই অভিমুখে উপবেশন করিলেন। ইঁহারা রাজভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রায়ই অযোধ্যায় বাস করিয়া থাকেন। ইঁহারা অতি বিনীত। রাজা দশরথও ইঁহাদিগকে সবিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। ইঁহারা ও জনপদবাসী প্রধান প্রধান লোকেরা দশরথের সম্মুখে উপবেশন করিলে তিনি অমরগণপরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।
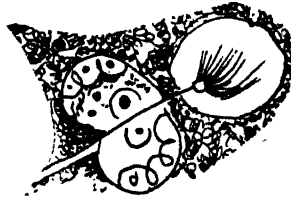
দ্বিতীয় সর্গ ॥ অনন্তর রাজা দশরথ দুন্দুভিসদৃশ গম্ভীর, মধুর ও অদ্ভুত স্বরে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পারিষদবর্গকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাদিগের অভিনিবেশ আকর্ষণপূর্বক হিতকর ও প্রীতিকর-বাক্যে কহিলেন,—পারিষদগণ! আমার পূর্বপুরুষেরা এই বিস্তীর্ণ রাজ্য পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন—ইহা তোমরা অবশ্যই জান। এক্ষণে আমি সেই ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতি-প্রতিপালিত সুখোচিত সমস্ত সাম্রাজ্যে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতেছি। দেখ, আমি পূর্বতন নিয়ম অবলম্বনপূর্বক আত্মসুখ-নিরপেক্ষ হইয়া প্রতিনিয়ত শক্ত্যনুসারে প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি। আমি সমস্ত লোকের হিতাচরণে দীক্ষিত হইয়া শ্বেতছত্রের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে বহু সহস্র বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে, অতঃপর আমার ইচ্ছা এই যে, এই জীর্ণ দেহকে এককালে বিশ্রাম দেই। আমি লোকের যে গুরুতর ধর্মভার বহন করিতেছি, নিরংকুশ মনুষ্য ইহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না এবং ইহা বীর পুরুষেরই উপযুক্ত। আমি এক্ষণে এই গুরুভারে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতএব এই সমস্ত সন্নিহিত ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণপূর্বক পুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োগ করিয়া বিশ্রাম-লাভের ইচ্ছা করি। আমার আত্মজ মহাবীর রাম আমারই সমস্ত গুণ অধিকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলবীর্যে সুররাজ পুরন্দরেরই অনুরূপ। এক্ষণে সেই পুষ্যাবিহারী চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ধার্মিকপ্রধান রামকে প্রীত মনে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিব। তিনি তোমাদিগেরই যোগ্য, ত্রৈলোক্যও তাঁহাকে পাইয়া নাথবান হইবে। অতএব আমি অদ্যই বসুমতীর এই হিতানুষ্ঠান করিব এবং রামের প্রতি সমস্ত সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সুখী হইব। এক্ষণে বল, আমার এই সাধু অভিপ্রায় তোমাদিগের অনুকূল হইবে কি না? অথবা

যদি প্রীতিনিবন্ধন এইরূপ প্রস্তাব করিয়া থাকি তবে এতদপেক্ষা হিতকর যাহা হইতে পারে তোমরা তাহারও প্রসঙ্গ কর। কারণ মধ্যস্থ লোকের চিন্তা পূর্বাপর পক্ষ সংঘর্ষে অধিকতর ফলোপধায়ক হইয়া থাকে।

জলভারপূর্ণ জলধরকে দেখিয়া ময়ূর যেমন সন্তুষ্ট হয়, ভূপালগণ সেইরূপ মহারাজ দশরথের বাক্য সন্তোষসহকারে স্বীকার করিলেন। তখন রাজসভায় অগ্রে সামন্তগণের আনন্দ-কোলাহলের প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল; তৎপরে সাধারণের এতৎবিষয়ক আন্দোলনে যেন মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ ও সেনাপতিগণ পুরবাসী ও জানপদবর্গের সহিত ধর্মার্থকুশল মহীপাল দশরথের অভিপ্রায় অবগত হইয়া একমতে পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং ভূপালকৃত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার বয়ঃক্রম বহু সহস্র বৎসর হইল। আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; এই কারণে রামকেই যৌবরাজ্যে অভিষেক করা আপনার শ্রেয়। মহাবীর রাম একটি বৃহৎকায় মাতঙ্গের পৃষ্ঠে ছত্রে আনন সংবৃত করিয়া গমন করিতেছেন, আমরা এইটি দেখিতেই ইচ্ছা করি।

তখন অবনিপাল তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রাজগণ! আমার প্রস্তাবমাত্র তোমরা যে রামের যৌব-রাজ্যে সম্মত হইতেছ, ইহাতেই মনে একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে বল, তোমাদিগের অভিপ্রায় কি। আমি যখন জীবিত থাকিয়া ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেছি, তখন তোমরা কি কারণে মহাবল রামকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কর?

অনন্তর ভূপালগণ এবং পৌর ও জানপদবর্গ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আত্মজ রামের বহু প্রকার সদ্‌গুণ আছে। এক্ষণে আপনার সমক্ষে তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই অমোঘবীর্য দেবরাজসদৃশ রাম আপনার অসামান্য গুণে স্বীয় পূর্বপুরুষগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। ভূলোকে তিনিই একমাত্র সৎপুরুষ ও সত্যপরায়ণ। ধর্ম ও অর্থ তাঁহা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্রজাগণের সুখোৎপাদনে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে বসুন্ধরার ন্যায়, বুদ্ধিবলে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্যে শচীপতি ইন্দ্রের ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্য-প্রতিজ্ঞ, সচ্চরিত্র ও অসূয়াশূন্য। কেহ দুঃখিত হইলে তিনিই সান্ত্বনা প্রদান করেন। তিনি ক্ষমাশীল প্রিয়বাদী কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি কোমলস্বভাব স্থিরচিত্ত ও সুদৃশ্য। তিনি জ্ঞানবান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া থাকেন। এই গুণে ইহলোকে তাঁহার অতুল কীর্তি যশ ও তেজ পরিবর্ধিত হইতেছে। সুরাসুর মনুষ্যে যে-সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই তিনি অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যা তাঁহার সম্যক আয়ত্ত হইয়াছে এবং তিনি অঙ্গের সহিত সমুদয় বেদ অবগত আছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তিনি শ্রেয়ের বাসভূমি ও সাধু। ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না। ধর্মার্থনিপুণ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার শিক্ষক। ঐ মহাবীর গ্রাম বা নগররক্ষার্থ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে জয়শ্রী অধিকার না করিয়া লক্ষ্মণের সহিত প্রত্যাগমন করেন না। তিনি যখন রণস্থল হইতে হস্তী বা রথে আরোহণপূর্বক প্রত্যাগমন করেন, তখন স্বজনের ন্যায় পুরবাসীবর্গের সর্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসিয়া থাকেন। তিনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের

প্রত্যেককেই পুত্র কলত্র প্রেষ্য শিষ্য ও অগ্নিসংক্রান্ত সমগ্র সংবাদ আনুপূর্বিক জিজ্ঞাসা করেন। "কেমন শিষ্যেরা আপনাদিগের শুশ্রূষা করিতেছে? ভৃত্যেরা একান্তমনে আপনাদিগের সেবা করিতেছে?" তিনি প্রায়ই আমাদিগকে এইরূপ কহিয়া থাকেন। প্রজাদের দুঃখ দেখিলে তিনি যারপরনাই দুঃখিত হন এবং উহাদের উৎসবেই পিতার ন্যায় পরিতোষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি যখন কথা কহেন, তাঁহার বদনারবিন্দে মন্দ মন্দ হাস্য নির্গত হয়। তিনি প্রাণপণে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহার সমুদয় উদ্দেশ্যই শুভ ফল প্রসব করিয়া থাকে। বিবাদে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহার ভ্রূদ্বয় অতি সুদৃশ্য এবং লোচনযুগল বিস্তীর্ণ ও তাম্রবর্ণ, বোধ হয় যেন স্বয়ং বিষ্ণুই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শৌর্য বীর্য এবং রণক্ষেত্রে লঘু সঞ্চরণ এই সমস্ত গুণে সাধারণে যারপরনাই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি প্রজাপালক। বিষয়স্পৃহা তাঁহার চিত্ত বিকৃত করিতে পারে না। এই সামান্য পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক ত্রৈলোক্যের ভারও তিনি অনায়াসে বহন করিতে পারেন। তাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। তিনি নিয়মানুসারে বধার্হকে বধদণ্ড প্রদান করেন, কিন্তু যাহারা নির্দোষ তাহাদের উপর তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ উপস্থিত হয় না; প্রত্যুত তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া আপনার প্রসাদ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাম প্রজাগণের স্পৃহনীয় সাধারণের প্রীতিকর অতি উদার গুণযোগে ভাস্করের ন্যায় সর্বত্র বিকাশ লাভ করিয়াছেন। মহারাজ! প্রজারা আপনার এই গুণবান পুত্রকে প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি আমাদেরই ভাগ্যে প্রজাপালনরূপ শ্রেয়স্কর কার্যে চতুর হইয়াছেন। বলিতে কি, মরীচিতনয় কশ্যপের ন্যায় আপনি ভাগ্যক্রমেই এইরূপ গুণের পুত্রকে পাইয়াছেন। সুরাসুর মনুষ্য গন্ধর্ব ও উরগগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই রামের বল আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই কি সায়ংকাল কি প্রাতঃকাল, সকল কালেই রামের অভ্যুদয় কামনায় তদ্গতমনে দেবগণকে নমস্কার করেন। এক্ষণে আপনার প্রসাদে সকলের এই মনোরথ সিদ্ধ হউক। নরনাথ! আমরা ইন্দীবরশ্যাম রামকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত দেখিব। এক্ষণে আপনি সেই দেবদেবসদৃশ প্রিয়কারী পুত্রকে প্রফুল্ল মনে রাজ্যে অভিষেক করুন।

তৃতীয় সর্গ ॥ অনন্তর মহারাজ দশরথ পৌর ও জানপদবর্গের সহিত ভূপালগণের বিনীত ব্যবহারে শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক প্রিয় ও হিতকর বাক্যে কহিলেন, তোমরা আমার সর্বজ্যেষ্ঠ প্রিয় পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা করিতেছ; কি আনন্দ! কি আশ্চর্যই বা আমার প্রভাব!

দশরথ সকলকে এইরূপে সমাদর করিয়া সকলের সমক্ষে বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ! এক্ষণে পবিত্র চৈত্রমাস উপস্থিত, কাননসকল নানাবিধ কুসুমে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। অতএব এই সময়েই আপনারা রামকে যৌবরাজ্য প্রদানের সমুদয় আয়োজন করুন।

রাজা দশরথ এইরূপ কহিবামাত্র সভামধ্যে একটি তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। ক্রমশঃ সেই কোলাহল উপশমিত হইলে দশরথ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন,

ভগবন্! রামের রাজ্যাভিষেকার্থ যেরূপ উপকরণ প্রয়োজন হইবে, আপনি তৎসমুদয় সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অধিকৃত ব্যক্তিবর্গকে অনুমতি প্রদান করুন। ঐ সময় মন্ত্রিগণ রাজার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিলেন; বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকেই সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মন্ত্রিগণ! সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন-সমুদয়, পূজাদ্রব্য, সর্বৌষধি, শুক্লমাল্য, লাজ, পৃথক পৃথক পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশাযুক্ত বস্ত্র, রথ, সমস্ত অস্ত্র, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামর-দ্বয়, ধ্বজদণ্ড, পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শতসংখ্য হেমময় অত্যুজ্জ্বল কুম্ভ, সুবর্ণ শৃঙ্গসম্পন্ন ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম এবং অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়ই প্রাতে মহারাজের অগ্নিহোত্র গৃহে সংগ্রহ করিয়া করিয়া রাখ। মাল্য চন্দন ও সুগন্ধি ধূপে রাজপ্রাসাদ ও সমস্ত নগরের দ্বারদেশ সুশোভিত কর। বহুসংখ্য ব্রাহ্মণের অভিমত ও পর্যাপ্ত হইতে পারে, এইরূপ দধি ও ক্ষীরমিশ্রিত সুদৃশ্য সুসংস্কৃত অন্নসম্ভার, ঘৃত, লাজ ও প্রভূত দক্ষিণা প্রভাতে বিপ্রগণকে সমাদরপূর্বক প্রদান করিও। কল্য সূর্যোদয় হইবামাত্র স্বস্তিবাচন হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ ও আসনসকল প্রস্তুত কর। সর্বত্র পতাকা উড্ডীন করিয়া দেও। রাজপথে জলসেক কর। গায়িকা-গণিকা-সকল সুসজ্জিত হইয়া প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান করুক। দেবতায়তন ও চৈত্যসমুদয়ে অন্ন, অন্যান্য ভক্ষদ্রব্য ও দক্ষিণার সহিত গন্ধ পুষ্প প্রভৃতি পূজার উপকরণ দ্বারা দেবপূজা কর। বীর পুরুষেরা বেশভূষা করিয়া সুদীর্ঘ অসিচর্ম ও বর্ম ধারণপূর্বক উৎসবময় অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করুক। বিপ্রবর বশিষ্ঠ ও বামদেব রাজকার্যে অধিকৃত ব্যক্তিবর্গের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়া পৌরোহিত্যকর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই আজ্ঞাদান ভিন্ন অন্যান্য আবশ্যক কার্য রাজা দশরথের গোচরে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদয় প্রস্তুত হইলে তাঁহারা প্রীতিসহকারে মহীপালকে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সারথি সুমন্ত্রকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি ধার্মিক রামকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র "যথাজ্ঞা মহারাজ!" বলিয়া তাঁহার নিদেশে রথী রামকে রথে আরোপণপূর্বক আনয়ন করিতে লাগিলেন। ঐসময় চতুর্দিকের রাজগণ এবং ম্লেচ্ছ আর্য আরণ্য ও পার্বত্য লোকসকল সভামধ্যে উপবেশনপূর্বক রাজা দশরথের উপাসনা করিতে-ছিলেন। দশরথ সুরগণপরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থানপূর্বক প্রাসাদ হইতে দেখিলেন, গন্ধর্বরাজসদৃশ সুবিখ্যাত বীর দীর্ঘবাহু মহাবল মত্তমাতঙ্গগামী চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরানন অতীব প্রিয়দর্শন রাম রূপ ও উদার গুণযোগে সকলের নয়ন ও মন অপহরণপূর্বক নিদাঘতপ্ত প্রজাদিগকে জলদের ন্যায় সকলকে পুলকিত করত আগমন করিতেছেন। তৎকালে দশরথ নির্নিমেষলোচনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াও সম্পূর্ণ তৃপ্তি-সুখ অনুভব করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজকুমার রামকে রথ হইতে অবতারিত করিলেন এবং রাম দশরথের সমীপে গমন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরে দাশরথি সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার আশয়ে সেই কৈলাস-শিখর-সদৃশ প্রাসাদে উত্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া আপনার নামোল্লেখপূর্বক তাঁহার

চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন মহীপাল দশরথ প্রিয় পুত্র রামকে আপনার পার্শ্বদেশে প্রণত দেখিয়া তাঁহার অঞ্জলি গ্রহণ ও আকর্ষণপূর্বক তাঁহাকে বার বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহারই নিমিত্ত উপস্থাপিত মণিমণ্ডিত সুবর্ণখচিত রমণীয় সিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন সুনির্মল সূর্যমণ্ডল উদয়কালে স্বীয় প্রভাজালে যেমন সুমেরুকে উদ্ভাসিত করেন, সেইরূপ রাম উপবিষ্ট হইয়া সেই উৎকৃষ্ট আসনকে যারপরনাই সুশোভিত করিলেন। যেমন গ্রহনক্ষত্রসঙ্কুল শারদীয় অম্বর শশাঙ্কবিম্বে অলঙ্কৃত হয়, তদ্রূপ সেই বশিষ্ঠাদি বিপ্রবর্গবিরাজিত রাজসভা সমধিক শোভা ধারণ করিল। লোকে বেশবিন্যাস করিয়া আদর্শতলসংক্রান্ত আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শনে যেমন পরিতোষ লাভ করে, সেইরূপ মহারাজ দশরথ সেই প্রাণাধিক পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর কশ্যপ যেমন সুরেন্দ্রকে, তদ্রূপ তিনি রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার সর্বপ্রধানা সর্বাংশসদৃশী মহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি সর্বাংশে আমার অনুরূপ এবং সকল পুত্রের মধ্যে তুমিই সর্বগুণে গুণবান্, এইজন্য আমি তোমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিয়া থাকি। তুমি নিজগুণে এই প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়াছ; অতএব এক্ষণে চন্দ্রের পুষ্যাসংক্রম হইলে যৌবরাজ্য গ্রহণ কর। রাম! তুমি স্বভাবতই গুণবান। তথাচ আমি স্নেহের বশবর্তী হইয়া তোমাকে কিছু হিতোপদেশ প্রদানের ইচ্ছা করি। দেখ, তুমি যদিও বিনীত, তথাচ অপেক্ষাকৃত বিনয়ী হইয়া প্রতি-নিয়ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নবান হও। কাম ক্রোধ নিবন্ধন ব্যসন পরিত্যাগ কর। আয়ুধাগার ধনাগার ও ধান্যাগার পরিপূর্ণ করিয়া পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার দ্বারা অমাত্যাদি প্রজাবর্গের অনুরাগ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও। যিনি অভিমত প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যপালন করেন, তাঁহার মিত্রগণ অমৃতলাভে অমরগণের ন্যায় আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব বৎস! তুমি আপনাকে এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বকার্য পর্যালোচনে যত্নবান হও।

তখন রামের প্রিয়কারী সুহৃদেরা মহারাজের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র দ্রুতপদে রাজমহিষী কৌশল্যার নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে এই প্রিয় সমাচার নিবেদন করিলেন। কৌশল্যা এই সংবাদ পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং ঐসমস্ত প্রিয় প্রচারককে প্রচুর সুবর্ণ, রত্নভার ও ধেনু প্রদানে আদেশ দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

এদিকে রাম পিতা দশরথের পাদবন্দনপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। পুরবাসীরাও অভিলষিত বস্তুলাভের ন্যায় ভূপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্বক গৃহে গমন করিলেন। গৃহে গিয়া রামের অভিষেক-বিঘ্ন শান্তির আশয়ে দেবার্চনা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ ॥ পৌরবর্গ বিদায় গ্রহণ করিলে রাজা দশরথ মন্ত্রিগণকে পুনর্বার কহিলেন, মন্ত্রিগণ! আগামী দিবসে চন্দ্রের পুষ্যাসংক্রম হইবে; ঐ দিনেই রাজীবলোচন রামকে রাজ্যে অভিষেক করা যাইবে। তিনি মন্ত্রিগণকে এইরূপ কহিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রামকে

পুনরায় এই স্থানে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজা দশরথের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া দ্রুতপদে রামের নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। রাম সুমন্ত্রের আগমন শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি কি কারণে পুনরায় আগমন করিলে সবিশেষ প্রকাশ করিয়া বল। তখন সুমন্ত্র কহিলেন, রাজকুমার! মহারাজ আপনাকে পুনর্বার দেখিবার বাসনা করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, আজ্ঞা করুন।

অনন্তর রাম মহারাজ দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার আশয়ে অবিলম্বে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। মহারাজও তাঁহাকে প্রীতিজনক কোন কথা কহিবার উদ্দেশে নিজ গৃহে প্রবেশে অনুজ্ঞা দিলেন। রাম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে পিতাকে দর্শন ও কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিলেন। তখন রাজা দশরথ তাঁহাকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন করিয়া আসন গ্রহণে অনুমতি প্রদানপূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি দীর্ঘ আয়ু লাভ ও ইচ্ছানুরূপ বিষয়-সুখ উপভোগ করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি যাচককে প্রার্থনাধিক অর্থ দান ও অধ্যয়ন করিয়াছি এবং অন্নদান ও প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবগণেরও অর্চনা করিয়াছি। আজ যাহার তুলনা এই ভূলোকে নাই সেই তুমিই আমার আত্মজ। বৎস! এইরূপে দেবতা, ঋষি, বিপ্র ও আত্মঋণ হইতে আমার সম্পূর্ণই মুক্তিলাভ হইয়াছে। এক্ষণে তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করা ব্যতিরেকে কর্তব্যের আর কিছুই অবশেষ নাই। অতএব আমি তোমাকে যাহা আদেশ করিতেছি, তুমি তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ প্রদান কর।

বৎস! অদ্য প্রজাবর্গ পালনভার তোমারই হস্তে দেখিবার বাসনা করিতেছেন, এই কারণে আমি তোমাকেই রাজ্যে অভিষেক্ করিব। বিশেষতঃ আজই আমি নিদ্রাযোগে অশুভ স্বপ্নসমুদয় দেখিতেছি; যেন দিবসে বজ্রাঘাত ও ঘোররবে উল্কাপাত হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা কহিতেছেন, সূর্য মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহ আমার জন্মনক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছেন। এইরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়ই রাজা বিপদস্থ হন; এমন কি, ইহাতে তাঁহার মৃত্যুও সম্ভবপর হইতে পারে। বিশেষতঃ মনুষ্যের মতি স্বভাবতই চপল। অতএব বৎস! আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর। অদ্য পুনর্বসু নক্ষত্রে চন্দ্রের সঞ্চার হইয়াছে। জ্যোতির্বেত্তারা কহিতেছেন, চন্দ্রের পুষ্যাভোগ আগামী দিবসে অবশ্যই ঘটিবে। এক্ষণে আমার মন একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কল্যই আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। তুমি অদ্যকার রাত্রি বধূ সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাক। বৎস! শুভকার্যে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, এই কারণে অদ্য তোমার সুহৃদেরা সাবধান হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে বৎস ভরত প্রবাসে কালযাপন করিতেছেন, এই অবসরে তোমার অভিষেক সুসম্পন্ন হয়, ইহাই আমার প্রার্থনীয়। যথার্থতই তোমার ভ্রাতা ভরত ভ্রাতৃবৎসল ও অতি সজ্জন। ঈর্ষা তাঁহার মনকে কদাচই কলুষিত করিবে না এবং তিনি তোমার একান্ত অনুগত। কিন্তু আমার এই একটি স্থির বিশ্বাস আছে যে, কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের চিত্ত অবশ্যই বিকৃত হইবে। যাঁহারা ধর্মপরায়ণ ও সাধু, তাঁহাদিগের মনও রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা আকুল হইয়া উঠে। অতএব

বৎস! এক্ষণে তুমি যাও, কল্যই তোমাকে রাজ্যভার লইতে হইবে।

অনন্তর রাম পিতা দশরথকে সম্ভাষণপূর্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং জানকীকে পিতার আদেশ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত স্বীয় বাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তিনি তথায় জানকীকে দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে জননীর অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

এদিকে দেবী কৌশল্যা রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দেবগৃহে গমনপূর্বক নিমীলিতনেত্রে প্রাণায়াম দ্বারা পুরাণ-পুরুষকে ধ্যান করিতেছিলেন এবং সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। ইত্যবসরে রাম তথায় গিয়া দেখিলেন, জননী পট্টবস্ত্র পরিধান ও মৌনাবলম্বনপূর্বক দেবভবনে দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারই রাজশ্রী প্রার্থনা করিতেছেন।

তখন রাম তাঁহার নিকট গমন ও অভিবাদনপূর্বক তাঁহাকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করিয়া কহিতে লাগিলেন, জননি! পিতা আমাকে প্রজাপালনকার্যে নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা হইল যে, কল্যই আমার রাজ্যাভিষেক হইবে। এক্ষণে জানকী এই রজনী আমার সহিত উপবাস করিয়া থাকিবেন; উপাধ্যায়েরা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পিতাও আমাকে এইরূপ কহিয়া দিয়াছেন। অতএব কল্য রাজ্যাভিষেকে জানকীর যে-সকল মঙ্গলাচার আবশ্যক, আপনি আজই তাহার আয়োজন করুন।

দেবী কৌশল্যা রামের মুখে চিরদিনের কামনা সফল হইবে শুনিয়া গদগদ বাক্যে কহিলেন, রাম! চিরজীবী হও, তোমার শত্রু দূর হউক। তুমি শ্রীলাভ করিয়া আমার ও সুমিত্রার অন্তরঙ্গদিগকে আনন্দিত কর। বাছা! আমি কি শুভক্ষণেই তোমাকে গর্ভে ধারিয়াছিলাম। তুমি আমার আপনার গুণে মহারাজকে পরিতুষ্ট করিয়াছ। আহ্লাদের কথা কি বলিব আমি যে কমললোচন হরির প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া ব্রত উপবাস করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইল। দেখ, রাজশ্রী তোমাকেই আশ্রয় করিবেন।

অনন্তর রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অতঃপর আমার সহিত তোমাকেও এই রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার অপর অন্তরাত্মা, সুতরাং রাজশ্রী আমার ন্যায় তোমাকেও আশ্রয় করিয়াছেন। বৎস! আমার জীবন ও রাজ্য কেবল তোমারই নিমিত্ত; অতএব তুমি অভিলষিত ভোগ্য পদার্থসমুদয় উপভোগ কর। রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অভিবাদন-পূর্বক তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে জানকীর সহিত স্বভবনে গমন করিলেন।

পঞ্চম সর্গ ॥ এদিকে রাজা দশরথ আগামী দিবসের অভিষেকবিষয়ে রামকে ঐরূপ আদেশ করিয়া কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তপোধন! অদ্য আপনি রামের বিঘ্নশান্তি ও রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত সীতা ও তাঁহাকে উপবাস করাইয়া আসুন।

বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মহর্ষি রাজাজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিপ্রের অনুরূপ রথে আরোহণপূর্বক রাজকুমার রামের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অশ্ব মহাবেগে ধাবমান হইল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যে সেই পাণ্ডুবর্ণ অভ্রখণ্ডের

ন্যায় শোভমান ভবন-সন্নিধানে উপনীত হইয়া সবাহনে তিনটি প্রবেশ-দ্বার পার হইলেন। রামও সবিশেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ত্বরিতপদে গৃহ হইতে বহির্গত এবং তাঁহার রথের নিকট উপস্থিত হইয়া সাদরে করগ্রহণপূর্বক স্বয়ং তাঁহাকে অবতারিত করিলেন।

অনন্তর পুরোহিত বশিষ্ঠ রামের এইরূপ বিনীত ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার আনন্দবর্ধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছেন। কারণ তিনি তোমারই হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্য-ভার অর্পণ করিবেন। অদ্য তুমি বৈদেহীর সহিত উপবাস করিয়া থাক। কল্য প্রাতে মহারাজ রাজা যযাতিকে নহুষের ন্যায় প্রীতিসহকারে তোমাকে রাজপদে অধিরূঢ় দেখিবেন। এই বলিয়া বিশুদ্ধস্বভাব মহর্ষি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বৈদেহীর সহিত রামকে উপবাসের সংকল্প করাইলেন এবং রামের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহার অভিমতে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রামও কিয়ৎক্ষণ প্রিয়বাদী সুহৃদগণের সহবাসে কালযাপনপূর্বক তাঁহাদেরই অনুমতিক্রমে বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বাসগৃহে নরনারী সকলেই আমোদপ্রমোদ করিতেছিল। তৎকালে বিকশিত-সরোজ-বিরাজিত মদমত্ত-বিহঙ্গগণশোভিত সরোবরের ন্যায় উহার অপূর্ব এক শোভা হইল।

এদিকে বশিষ্ঠদেব রাজকুমার রামের রাজপ্রাসাদসদৃশ আবাস হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, রাজমার্গ লোকারণ্য হইয়াছে। সকলে পরম কুতূহলে দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। পথে তিলার্ধ স্থান নাই। লোকের সংঘর্ষ ও হর্ষে মহাসাগরের ন্যায় তুমুল শব্দ হইতেছে। ঐ দিবস সকল পথই পরিচ্ছন্ন ও জলসিক্ত এবং নগরীর চতুর্দিক তোরণমালায় অলংকৃত এবং সমস্ত গৃহে ধ্বজদণ্ড উচ্ছ্রিত হইয়াছে। নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমোদে উন্মত্ত আছে এবং রামাভিষেক দর্শনের অভিলাষে সূর্যোদয় প্রতীক্ষা করিতেছে। ফলতঃ তৎকালে সকলেই প্রজাগণের শ্রীবৃদ্ধির নিদান প্রীতিবর্ধন এই মহোৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে।

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ রাজমার্গে এইরূপ লোকের কোলাহল অবলোকন-পূর্বক সেই জনসংবাধ বিভাগ করিয়াই যেন মৃদু-গমনে রাজকুলে প্রবেশ করিলেন এবং হিমগিরিসদৃশ রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের সহিত
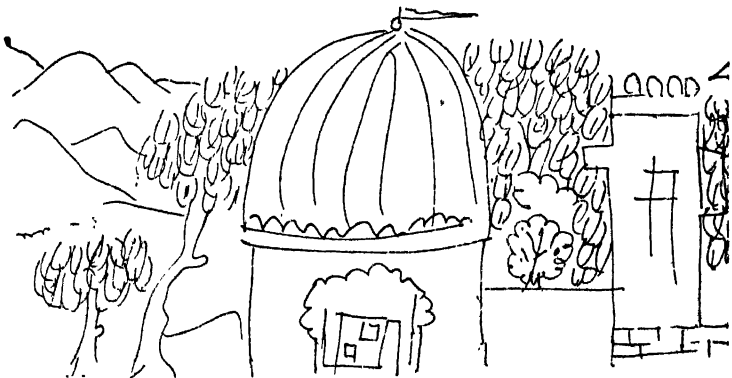
বৃহস্পতির ন্যায় নরেন্দ্র দশরথের সহিত সমাগত হইলেন। তখন অবনিপাল মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি গাত্রোত্থান করিলে সভাস্থ সমস্ত লোকই মহর্ষিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা বিনীতভাবে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! আমার অভিপ্রেত কার্য কি আপনি সমাধা করিয়া আইলেন? মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! আপনার আদেশানুরূপ সমুদয়ই সাধন করা হইয়াছে।

তখন রাজা দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠের অনুমতি গ্রহণপূর্বক সভাস্থ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া গিরিদরী মধ্যে কেশরীর ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে শশাঙ্ক যেমন তারাগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলকে একান্ত উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাজা দশরথও সেই সুসজ্জিত নারীজন-পরিপূর্ণ অমরাবতীপ্রতিম অন্তঃপুরকে যারপরনাই সমুদ্ভাসিত করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ ॥ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ বিদায় গ্রহণ করিলে রাম কৃতস্নান হইয়া বিশাললোচনা জানকীর সহিত একান্তমনে নারায়ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ মহান দেবতাকে নমস্কার করিয়া হবিঃপাত্র গ্রহণপূর্বক তাঁহার উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে হবির শেষাংশ ভক্ষণপূর্বক নারায়ণ-ধ্যান ও তাঁহার নিকট আপনার অভিপ্রেত প্রার্থনা করিয়া মৌনভাবে ঐ দেবালয়ের মধ্যেই সীতার সহিত কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রহরমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাম শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অধিকৃত লোকদিগকে সুপ্রণালীক্রমে গৃহসজ্জায় অনুমতি প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে সূত মাগধ ও বন্দিগণ শর্বরী প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া মধুর স্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম পূর্বসন্ধ্যার উপাসনা সমাপন-পূর্বক সমাহিতচিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্বক নারায়ণের স্তুতিবাদ ও বন্দনা করিয়া বিপ্রগণ দ্বারা

স্বস্তিবাচন করাইলেন। তূর্যধ্বনি এবং বিপ্রগণের মধুর ও গম্ভীর পুণ্যাহ-ঘোষে রাজধানী অযোধ্যা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নগরবাসী সকলেই রাম জানকীর সহিত উপবাস করিয়া আছেন শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল।

অনন্তর পৌরবর্গ পুরীর শোভা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। শুভ্র অভ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন গিরিশিখরসদৃশ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য, অট্টালিকা, পণ্যদ্রব্যপরিপূর্ণ বাণিজ্যাগার, সুসমৃদ্ধ সুদৃশ্য লোকালয়, সভা ও অত্যুচ্চ বৃক্ষসমূহে ধ্বজ ও পতাকা সুশোভিত হইতে লাগিল। রমণীয় রাজপথ ধূপ-গন্ধে সুবাসিত ও কুসুমদামে অলংকৃত হইল। অভিষেক সমাপনান্তে যদি রাম রাত্রিকালে নগর পরিভ্রমণে নির্গত হন, এই আশংকায় সকলে পথপ্রান্তে আলোক প্রদান বাসনায় বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভসকল প্রস্তুত করিয়া রাখিল। সকলে নট নর্তক ও গায়কদিগের হৃদয়হারী নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিল। লোকের গৃহমধ্যে ও প্রাঙ্গণে রামাভিষেক সংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ হইল। বালকেরাও গৃহদ্বারে দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়াকালে পরস্পর অভিষেকের কথা কহিতে লাগিল। কতকগুলি লোক সভা ও প্রাঙ্গণে সঙ্গত হইয়া মহারাজ দশরথের প্রশংসা করিয়া কহিল, এই ইক্ষ্বাকু-কুলপ্রদীপ রাজা অতি মহাত্মা; দেখ, ইনি আপনার স্থবিরাবস্থা সমুপস্থিত দেখিয়া রামের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেছেন। রাম লোকপরীক্ষায় সুচতুর, তিনি যে চিরকালের জন্য আমাদের রক্ষক হইবেন, ইহাতেই আমরা যারপরনাই অনুগৃহীত হইলাম। রাম অতি বিনীত বিদ্বান ধর্মশীল ও ভ্রাতৃবৎসল। তিনি ভ্রাতৃনির্বিশেষে আমাদিগকেও স্নেহ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগের ধার্মিক রাজা চিরজীবী হউন; আমরা তাঁহারই প্রসাদে রামের রাজ্যাভিষেক স্বচক্ষে দর্শন করিব।

ঐ সময়ে জনপদবাসীরা দিগ্‌দিগন্ত হইতে রামের অভিষেকবৃত্তান্ত শ্রবণ-পূর্বক দর্শন করিবার মানসে অযোধ্যায় আসিয়াছিল, তাহারা পৌরগণের মুখে ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিল। ক্রমশঃ বিদেশীয় লোকে রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পর্বকালে প্রবলবেগ সাগরের ঘোর শব্দের ন্যায় চতুর্দিকে প্রবেশ-শীল লোকের কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন সেই অমরাবতী-সদৃশ অযোধ্যা অভিষেক দর্শনার্থী অভ্যাগত লোকসমূহের কলরবে একান্ত আকুল হইয়া জলজন্তু-বিলোড়িত মহাসাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সপ্তম সর্গ ॥ রাজমহিষী কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্নী এক কিংকরী ছিল। তিনি ঐ অনাথাকে মাতৃকুল হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং আপনার নিকটে রাখিয়াই তাহাকে প্রতিপালন করিতেন। কিংকরী মন্থরা প্রাতঃকালে চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল শ্রবণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে শশাংকধবল প্রাসাদের উপর আরোহণ করিয়া দেখিল, অযোধ্যার রাজপথসকল চন্দনসলিলে সিক্ত এবং উহার সর্বত্র উৎপলদল বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইতস্ততঃ উৎকৃষ্ট ধ্বজদণ্ড ও পতাকা শোভা পাইতেছে। রাজধানীর স্থলবিশেষে নিম্নোন্নত পথ এবং স্থলবিশেষে স্বেচ্ছানুসারে গমনাগমন করিবার নিমিত্ত সুবিস্তৃত পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সকলে অভ্যঙ্গ স্নান করিয়াছে। বিপ্রগণ মাল্য ও মোদক হস্তে লইয়া কোলাহল

করিতেছেন। দেবালয়ের দ্বারসকল সুধায় ধবলিত হইয়াছে। চারিদিকে বাদ্যধ্বনি হইতেছে। সকলে আমোদে উন্মত্ত। বেদধ্বনি নগর ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে। হস্তী অশ্ব গো বৃষ পর্যন্ত আনন্দনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। পরিচারিকা মন্থরা অযোধ্যায় এইরূপ উৎসবের আয়োজন দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। অনন্তর সে অদূরে এক ধাত্রীকে ধবল পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্বক হর্ষোৎফুল্ল লোচনে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ধাত্রি! রামজননী কৌশল্যা ব্যয়কুণ্ঠ হইয়াও অদ্য কি কারণে মহা আনন্দে ধন দান করিতেছেন? আজ সকলের এই আত্যন্তিক হর্ষের কারণ কি? আজ মহীপালই বা এমন কি কার্য করিবেন? তখন ধাত্রী হর্ষভরে বিদীর্ণ হইয়াই যেন কহিল, মন্থরে! আজ মহারাজ পুষ্যা নক্ষত্রে শান্তপ্রকৃতি সুশীল রামকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন।

অসাধুদর্শিনী মন্থরা ধাত্রীমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সেই কৈলাসশিখরাকার প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শয়নগৃহে কৈকেয়ীকে গিয়া কহিল, মূঢ়ে! গাত্রোত্থান কর, কি বৃথা শয়ন করিয়া আছ, তোমার সর্বনাশ উপস্থিত; তুমি কি বুঝিতেছ না যে, দুঃখভার প্রবলবেগে তোমাকে পীড়ন করিতেছে? তুমি মহারাজের অপ্রিয়, তবে কেন নিরর্থক সৌভাগ্যগর্বে স্ফীত হও। গ্রীষ্মকালীন নদীস্রোতের ন্যায় তোমার সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই।

মন্থরা ক্রোধভরে এইরূপ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মন্থরে! আমার কি কোন অমংগল উপস্থিত হইয়াছে? আজি কি কারণে তোমাকে বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখিতেছি?

বচনচতুরা মন্থরা যথার্থতই কৈকেয়ীর হিতার্থিনী ছিল, সে তাঁহার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বাহ্য আকারে অপেক্ষাকৃত বিষাদের লক্ষণ প্রদর্শন এবং তাহার অন্তরে রামের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদনপূর্বক পূর্ববৎ ক্রোধে কহিতে লাগিল, দেবি! তোমার সর্বনাশের উপক্রম হইতেছে। মহারাজ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি আপাততঃ এই বিপদের প্রতিকার কিছুই দেখিতেছি না। রামের অভিষেকের কথা শুনিয়া আমার মনে ভয় দুঃখ শোক

যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে। সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। বলিতে কি, কেবল তোমার হিতার্থই এক্ষণে আমি এই স্থানে আইলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি তোমার দুঃখে দুঃখী এবং তোমারই সুখে সুখী হই। তুমি রাজার কন্যা এবং রাজার মহিষী হইয়া রাজধর্মের কঠোরতা কেন বুঝিতে পার না? তোমার ভর্তার কেবল মুখেই ধর্ম, বস্তুতঃ তিনি অতিশয় শঠ; তাঁহার বাক্য অতি মধুর, কিন্তু হৃদয় যারপরনাই ক্রূর। এইরূপ লোককে তুমি শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া জান এই কারণেই বঞ্চিত হইতেছ। আজ রাজা তোমাকে কতকগুলি বৃথা প্রিয় কথায় ভুলাইয়া কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ঐ দুষ্ট ভরতকে মাতুলগৃহে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে পৈতৃক রাজ্য নির্বিঘ্নে রামকে দিবেন। দেখ, তুমি নিতান্ত নির্বোধ; তুমি আপনার হিতাভিলাষে পতিব্যপদেশে ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রূর শত্রুকে মাতৃস্নেহে পোষণ ও অঙ্গে ধারণ করিয়াছ। কিন্তু সর্প কি বিপক্ষ উপেক্ষিত হইলে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, রাজা দশরথ হইতে তোমার ও তোমার পুত্রের সেইরূপই ঘটিল। তিনি পাপাত্মা, তাঁহার সান্ত্বনাবাক্য সমুদয়ই নিরর্থক। তিনি রামের রাজ্যদান প্রসঙ্গে তোমাকেই সপরিবারে বিনাশ করিতেছেন। এক্ষণে সময় উপস্থিত, যাহা আপনার হিতকর, অবিলম্বেই তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হও এবং এই বিপদ হইতে আপনাকে আমাকে ও ভরতকে রক্ষা কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী কিঙ্করী মন্থরার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শরতের শশাঙ্কলেখার ন্যায় হাস্যমুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং রামের অভিষেকরূপ শুভ সংবাদে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া মন্থরাকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার দিলেন। তিনি মন্থরাকে অলঙ্কার প্রদান করিয়া প্রফুল্লমনে কহিলেন, মন্থরে! তুমি আমাকে কি আহ্লাদের কথাই শুনাইলে; ইহার অনুরূপ এমন আমার কি আছে, যাহা দিয়া তোমার পরিতোষ করিতে পারি। আমার চক্ষে রাম ও ভরত উভয়ের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই; অতএব মহারাজ যে রামকে রাজ্যদান করিবেন, ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা প্রিয় সমাচার আর আমার কিছুই নাই, আজি তুমিই আমাকে তাহা শুনাইলে। এক্ষণে বল, তোমার কি প্রার্থনীয় আছে, আমি তোমাকে তাহাই দান করিব।

অষ্টম সর্গ ॥ তখন মন্থরা দুঃখ-ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া পারিতোষিক অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিল এবং কৈকেয়ীর প্রতি অসূয়া প্রদর্শনপূর্বক কহিতে লাগিল, কৈকেয়ি! তুমি কি কারণে অস্থানে হর্ষপ্রকাশ করিতেছ। তুমি কি জানিতেছ না যে, তুমি দুঃখের পারাবারে পতিত হইয়াছ। আমি এক্ষণে অতি দুঃখে মনে মনে এই বলিয়া হাসিতেছি যে, তুমি বিপদে পড়িয়াও যে-বিষয়ে শোক করিতে হয়, তাহাতেই আমোদ করিতেছ। কালস্বরূপ পরম শত্রু সপত্নীপুত্রের বৃদ্ধি দেখিয়া কোন্ বুদ্ধিমতী নারী আমোদ করিয়া থাকে? কিন্তু তোমার যে এই দুর্বুদ্ধি উপস্থিত, ইহারই নিমিত্ত আমি শোকাকুল হইতেছি। দেখ, রাজ্য ভ্রাতৃসাধারণের ভোগ্য, এই নিমিত্ত ভরত হইতে রামের ভয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ইহাও নিশ্চয় জানিও যে, ভীত ব্যক্তিই ভয়ের কারণ হয়। বীর লক্ষ্মণ সকল প্রকারে রামের আশ্রিত,

সুতরাং তিনি রামের কোনমতেই ভয়ের কারণ হইতে পারেন না; যেমন লক্ষ্মণ রামের আশ্রিত, শত্রুঘ্নও সেইরূপ ভরতের অনুগত, সুতরাং শত্রুঘ্ন হইতেও রামের স্বতন্ত্র কোনরূপ ভয়প্রসঙ্গ নাই। জন্মক্রম ঘনিষ্ঠ বলিয়া ভরতেরই রাজ্যাক্রম সম্ভব, কিন্তু কনিষ্ঠত্ব নিবন্ধন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের এই চেষ্টা সুদূর-পরাহত হইয়া যাইতেছে। রাম আলস্যশূন্য শাস্ত্রজ্ঞ এবং সন্ধি-বিগ্রহাদি কার্যের বিশেষজ্ঞ। সে যে ভবিষ্যতে ভরতের সর্বনাশ করিবে, আমি এই চিন্তাতেই কম্পিত হইতেছি। দেবী কৌশল্যা অতি ভাগ্যবতী, কারণ আজ শুভক্ষণে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। রাজ্য তাঁহার হইল, শত্রু সব দূর হইয়া গেল, এক্ষণে তিনি মনের আনন্দে থাকিবেন, আর তুমি দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুবৃত্তি করিবে। এইরূপে তোমাকে আমাদিগের সহিত কৌশল্যার দাস্য স্বীকার করিতে হইবে এবং তোমার পুত্র ভরতও রামের দাস হইয়া থাকিবে। জানকী সহচরীদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদে কালযাপন করিবে, আর ভরতের প্রভাব পরাহত দেখিয়া তোমার বধূরা মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইবে।

কৈকেয়ী মন্থরাকে রামের প্রতি এইরূপ অপ্রীতিভাব বিস্তার করিতে দেখিয়া রামের গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, মন্থরে! বৎস রাম ধার্মিক গুণবান সুশিক্ষিত কৃতজ্ঞ সত্যবাদী ও পবিত্র। তিনি মহারাজের জ্যেষ্ঠ সন্তান, সুতরাং রাজ্য সম্পূর্ণই তাঁহাকে অর্শিতে পারে। ঐ দীর্ঘজীবী, ভ্রাতা ও ভৃত্যদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন; অতএব তুমি কেন তাঁহার অভিষেক-সংবাদ পাইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতেছ? ভরত রামের শত বৎসর পরে নিশ্চয়ই পৈতৃক রাজ্য পাইবেন, তবে কেন তুমি এই উৎসবের সময়

অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতেছ? আমি যেমন ভরতের কল্যাণ কামনা করি, সেইরূপ বা তদপেক্ষা অনেক গুণে রামের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। এই কারণে রামও জননীর অধিক আমার সেবা করেন। এক্ষণে রাজ্য যদিও রামের হয়, তথাচ

উহা ভরতেরই হইবে, কারণ রাম আত্মনির্বিশেষে ভ্রাতৃগণকে দর্শন করিয়া থাকেন।

মন্থরা কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে কহিল, কৈকেয়ি! যাহা শুভ তাহাই তুমি কুদৃষ্টিতে দেখিতেছ। দুঃখ শোক ও বিপদ তোমাকে আক্রমণ করিতেছে; কিন্তু তুমি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ আপনার দুরবস্থা বুঝিতেছ না। এখন রাম রাজা হইতেছে, আবার রামের পুত্রও রাজ্যে অধিকার পাইবে; সুতরাং ভরত এককালেই রাজবংশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। দেখ, রাজার সকল পুত্রেরা কিছু রাজ্য পান না: প্রাপ্ত হইলে একটি মহান অনর্থ উপস্থিত হয়; এই কারণে নৃপতিরা পুত্রগণের মধ্যে হয় সর্বজ্যেষ্ঠ না হয় যিনি সর্বাপেক্ষা গুণশ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই রাজকার্য পর্যালোচনের ভারার্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই কহিতেছি, তোমার তনয় ভরত অনাথের ন্যায় রাজবংশ ও সুখসৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। দেবি! আমি তোমারই মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণপণ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমাকে বুঝিতেছ না· প্রত্যুত সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতে পারিতোষিক দিতেও ইচ্ছা করিতেছ। তুমি নিশ্চয়ই জানিও রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্যলাভ করিয়া ভরতকে দেশান্তর বা লোকান্তর প্রেরণ করিবে। ভরত বালক, কিছুই জানেন না, কেবল তুমিই তাঁহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছ। এ সময় তিনি এস্থানে থাকিলে মহারাজ তাঁহার প্রতি অবশ্যই অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। তৃণ লতা গুল্ম একস্থানে থাকে বলিয়াই পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। এসময় না হয় কেবল ভরতই যান, তাঁহার সঙ্গে আবার শত্রুঘ্নও গিয়াছেন। তিনি থাকিলে অবশ্যই বিপদের একটা প্রতিকার হইত। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, বনজীবীরা একটি বৃক্ষকে ছেদন করিবার বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু কণ্টকবন বেষ্টন করিয়াছিল বলিয়া উহা রক্ষা পায়। রাম ও লক্ষ্মণ পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে, অশ্বিনী-কুমার যুগলের ন্যায় তাহাদের সৌভ্রাত্র ত্রিলোকে প্রথিতই আছে। এই কারণে রাম লক্ষ্মণের কিছুমাত্র অনিষ্টাচরণ করিবে না। কিন্তু সে যে ভরতের প্রাণ-হন্তারক হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব ভরত মাতুলবাসভূমি রাজগৃহ হইতে বনপ্রস্থান করুন, আমার ত ইহাই প্রীতিকর বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ ইহাতে তোমার ও তোমার পরিজনদিগেরও মঙ্গল হইবে। আর যদি ভরত ধর্মানুসারে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই যে শুভলাভ হইবে, ইহার আর বক্তব্য কি আছে। হা! তোমার বালক লক্ষ্মীর কোমল অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন তিনি রামের সহজ শত্রু· রামের উন্নতি তাঁহার অবনতি, সুতরাং তিনি রামের বশে থাকিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন। দেবি! তুমি অরণ্যে মৃগেন্দ্রানুসৃত করীন্দ্রের ন্যায় ভরতকে এই পরাভব হইতে রক্ষা কর। রামের জননী কৌশল্যা তোমার সপত্নী, তুমি ভর্তৃসৌভাগ্যে গর্বিত হইয়া তাঁহাকে অপহেলা করিয়াছিলে, এক্ষণে তিনি কেনই না বৈর নির্যাতন করিবেন। কৈকেয়ি! অধিক আর কি কহিব, যখন রাম এই শৈলসাগরপূর্ণা পৃথিবীর অধিরাজ হইবে, তখন তুমি পুত্রের সহিত নিশ্চয়ই পরাভব সহ্য করিবে। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে ভরতের রাজ্যলাভ হইতে পারে, কি উপায়েই বা রামের বনবাস সিদ্ধ হয়, তুমি তাহা অবধারণ কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী মন্থরার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, মন্থরে! আজিই আমি রামকে বনবাস দিব এবং আজিই ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কি উপায়ে আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে, তুমিই তাহা আলোচনা করিয়া দেখ।

নবম সর্গ ॥ তখন অসাধুদর্শিনী মন্থরা রামের রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিবার আশয়ে কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! এক্ষণে যে উপায়ে কেবল তোমার পুত্র ভরতেরই রাজ্য হইবে, তাহা কহিতেছি শুন, এবং উহা সঙ্গত হয় কিনা স্বয়ংই তাহার বিচার করিয়া দেখ। ভদ্রে! এখন কি আর তোমার কিছু স্মরণ হয় না, তুমি স্বয়ং যে কথা অনেকবার আমায় কহিয়াছিলে, তাহা কি কেবল আমার মুখে শুনিবার আশয়ে গোপন করিতেছ? যদি সেইরূপই অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী মন্থরার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরচিত শয়নতল হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া কহিলেন, মন্থরে! বল, এমন কি উপায় আছে, যাহাতে রাজ্য রামের না হইয়া কেবল ভরতেরই হইবে। মন্থরা কহিল, দেবি! দক্ষিণদিকে দণ্ডকারণ্য নামক প্রদেশে বৈজয়ন্ত নামে একটি নগর আছে। তথায় তিমিধ্বজ নামা মায়াবী এক অসুর বাস করিত। ইহার অপর নাম শম্বর। ইহারই সহিত পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই দেবাসুর সংগ্রামে মহারাজ দশরথ তোমাকে লইয়া রাজর্ষিগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্য করিতে যান। ঐ যুদ্ধে সৈনিক পুরুষেরা অস্ত্রশস্ত্রে ছিন্নভিন্ন হইয়া রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিত আর রাক্ষসেরা তাহাদিগকে বলপূর্বক লইয়া গিয়া বিনাশ করিত। রাজা দশরথ তৎকালে অসুরগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। তিনি রণস্থলে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে তুমি তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলে। তুমি তাঁহাকে মূর্ছিত দেখিয়া তথা হইতে অপসারিত করিয়া রক্ষা কর। তখন মহারাজ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিবার বাসনা করেন, কিন্তু তুমি কহিয়াছিলে, নাথ! আমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখন বর গ্রহণ করিব। তৎকালে মহারাজও তোমার এই কথায় সম্মত হন। দেবি! আমি এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না, পূর্বে তুমিই আমাকে ইহা কহিয়াছিলে। ফলতঃ তোমার প্রতি স্নেহ আছে বলিয়া আমি ইহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে তুমি মহারাজকে বলপূর্বক রামের রাজ্যাভিষেক হইতে ক্ষান্ত কর এবং তাঁহার নিকট উহার চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও ভরতের অভিষেক প্রার্থনা কর। চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত রামকে বনবাস দিলে তোমার পুত্র ভরত এতাবৎকালের মধ্যে প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যে অটল হইয়া বসিতে পারিবেন। অতএব তুমি অদ্য মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্বক ক্রোধাগারে গিয়া ক্রোধভরে ধরা-শয্যায় শয়ন করিয়া থাক। সাবধান, মহারাজ আসিলে তুমি তাঁহার পানে চাহিও না, তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিও না; কেবল শোকে আকুল হইয়া রোদন করিবে। তোমাকে মহারাজ যে বড়ই ভালবাসেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার নিমিত্ত তিনি অনলেও প্রবেশ করিতে পারেন। তোমাকে

ক্রোধাবিষ্ট করিতে তাঁহার কিছুতেই সাহস হইবে না এবং তুমি ক্রুদ্ধ হইলে তোমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও পারিবেন না। তিনি তোমার প্রীতির উদ্দেশে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। তিনি যে তোমার কথা উল্লঙ্ঘন করিবেন মনেও এইরূপ করিও না। এক্ষণে তুমি নিজের সৌভাগ্য-বল বুঝিয়া দেখ। আমি তোমাকে আরো সতর্ক করিয়া দিতেছি, মহারাজ তোমার ক্রোধ-শান্তির নিমিত্ত মণিমুক্তা সুবর্ণ ও অন্যান্য বিবিধ রত্ন প্রদান করিতে চাহিবেন; কিন্তু দেখিও তোমার মন যেন তাহাতে লোলুপ না হয়। দেবাসুর সংগ্রামে তিনি যে তোমাকে দুইটি বর দিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবে এবং যাহাতে কৃতকার্য হইতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান থাকিবে। যখন মহারাজ স্বয়ং তোমাকে ধরাসন হইতে তুলিয়া বরদানে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিবেন, তখন তুমি অগ্রে তাঁহাকে বচনবদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার নিকট আপনার অভিমত বিষয় প্রার্থনা করিবে। দেবি! রামকে নির্বাসিত করিতে পারিলে তোমার পুত্র ভরতের সকল অভিলাষই সিদ্ধ হইবে। রাম নির্বাসিত হইলে তাহার উপর প্রজাগণের অনুরাগ আর থাকিবে না এবং ভরতও নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবে। যে সময়ে রাম বন হইতে আসিবে, ততদিনে ভরত সকলের প্রীতি-ভাজন হইয়া সুহৃদগণের সহিত প্রকৃতিবর্গের অন্তর্বাহ্যে লব্ধাস্পদ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি নির্ভয়ে মহারাজকে রামের অভিষেক-সংকল্প হইতে নিবৃত্ত কর, তাঁহাকে অভিষেক-সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার ইহাই প্রকৃত অবসর।

এইরূপে মন্থরা কৈকেয়ীর অন্তরে এই অসংগত বিষয়কে সংগতরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিল। কৈকেয়ী পুলকিত মনে তাহার বাক্য প্রতিগ্রহ করিলেন। তিনি বালবৎসা বড়বার ন্যায় মন্থরার প্রবর্তনায় অসৎপথে প্রবর্তিত হইয়া বিস্ময়াবেশ সহকারে কহিতে লাগিলেন, মন্থরে! তুমি অতি সৎকথাই কহিতেছ। আমি তোমার প্রজ্ঞাব অবমাননা করিতেছি না। পৃথিবীতে যত কুব্জা আছে বুদ্ধিনিশ্চয় বিষয়ে তুমি তাহাদের সকলেবই অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি নিয়তই আমার হিতৈষণা করিয়া থাক এবং নিয়তই আমার শুভসাধনে নিযুক্ত আছ। ফলতঃ আমি মহারাজের এই দুশ্চেষ্টাব বিষয় অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। মন্থরে! এই পৃথিবীতে তদ্ব্যতিরিক্ত অনেকানেক বিকৃতাকার বক্র ও পাপদর্শন কুব্জা আছে, কিন্তু তুমি ন্যুব্জভাবাপন্ন হইয়াও বায়ুভগ্ন উৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছ। তোমার বক্ষ উভয় পার্শ্বে অবনত এবং মধ্য হইতে স্কন্ধদেশ পর্যন্ত উন্নত হইয়াছে; বক্ষেব অধঃস্থলে শোভননাভিযুক্ত উদর উহার এতাদৃশ উন্নতিদর্শন করিয়া যেন লজ্জায় কৃশ হইয়া গিয়াছে। তোমার স্তনযুগল অতি কঠিন, জঘন অতি বিস্তীর্ণ ও কাঞ্চীদাম-শোভিত এবং উহাতে ক্ষুদ্র ঘণ্টাসকল শব্দায়মান হইতেছে। তোমার বদনমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় নির্মল। মন্থরে! মরি, তোমার কি শোভাই হইয়াছে! তোমার চরণ ও উরুযুগল কেমন আয়ত! তুমি যখন আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাও, তখন রাজহংসীর ন্যায় বিরাজ করিয়া থাক। অসুররাজ শম্বরের যে সহস্র মায়া আছে, তৎসমুদয় ও অন্যান্য তোমার এই হৃদয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। তোমার বক্ষঃস্থলে এই যে রথঘোণের ন্যায় উন্নতাকার মাংসপিণ্ড আছে, উহা ঐ সমস্ত মায়ার সন্নিবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাতে তোমাব বুদ্ধি ও রাজনীতি বাস করিতেছে। সুন্দরি! রামকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজ্যে

অভিষেক করিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার এই মাংসপিণ্ডে চন্দন লেপন করিয়া উত্তম সুবর্ণের আভরণ পরাইব এবং তোমার মুখে সুবর্ণময় বিচিত্র তিলক প্রস্তুত করিয়া দিব। তুমি উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অলংকার ধারণ করিয়া দেবীর ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে। তোমার এই বদনকমল চন্দ্রমাকেও স্পর্ধা করিতে থাকিবে, ইহার উপমাই মিলিবে না। তুমি শত্রুবর্গে গর্ব প্রকাশ করিয়া সর্বোৎকর্ষ লাভ করিবে। তুমি যেমন নিরন্তর আমার চরণ সেবা করিয়া থাক, সেইরূপ অন্যান্য কুব্জারা তোমারও করিবে।

কৈকেয়ী বেদিমধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া মন্থরাকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মন্থরা তাঁহার বাক্যে একান্ত উৎসাহিত হইয়া কহিল, ভদ্রে! জল নির্গত হইলে আলিবন্ধন করা বিধেয় নহে। এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া যাহাতে আপনার কল্যাণ হয়, তাহারই চেষ্টা দেখ এবং সত্বরে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া রাজাকে রোষ প্রদর্শন কর।

অনন্তর কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যে সবিশেষ উৎসাহ পাইয়া সৌভাগ্যগর্বে তাহারই সহিত ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া আপনার কণ্ঠ হইতে বহুমূল্যে মুক্তাহার এবং অন্যান্য অলংকার দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সেই স্বর্ণবর্ণা ভূমিতে উপবেশনপূর্বক কহিলেন, মন্থরে! এই ক্রোধাগারে হয় প্রাণত্যাগ করিব, না হয় বৎস ভরতকে রাজ্য দিব। আমার ধনরত্ন ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তুতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যদি মহারাজ রামকে রাজ্যে অভিষেক করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি এই প্রাণ আর রাখিব না।

তখন কিংকরী মন্থরা ভরতের হিতকর রামের অহিতকর ক্রূর বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! যদি রাম রাজ্যলাভ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে পুত্রের সহিত অনুতাপ করিতে হইবে। অতএব রাজ্য যাহাতে ভরতের হয়, তুমি তাহারই চেষ্টা কর।

কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যবাণে বারংবার আহত হইয়া বিস্ময়াবেশে হৃদয়ে হস্তার্পণপূর্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, মন্থরে! আমায় এই স্থানে দেহত্যাগ করিতে শুনিয়া হয় তুমি মহারাজের গোচর করিবে, না হয় রামের বহুদিনের নিমিত্ত বনবাস ও ভরত পূর্ণোভিলাষ হইবে। যদি রাম অরণ্যে না যায়, তাহা হইলে আমার শয্যা মাল্যচন্দন অঞ্জন পানভোজন, অধিক কি জীবনেও প্রয়োজন নাই। দেবী কৈকেয়ী এইরূপ কঠোর কথা ওষ্ঠের বাহির করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট কিন্নরীর ন্যায় ধরাসনে শয়ন করিলেন। ক্রোধান্ধকার তাহার মুখশ্রীকে আক্রমণ করিল, দেহে আভরণ নাই, সুতরাং তৎকালে তারকাশূন্য তামসী নিশার আকাশের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব এক শোভা হইল। তিনি একান্ত বিমনায়মান হইলেন।

দশম সর্গ ॥ অনন্তর কৈকেয়ী নাগকন্যার ন্যায় দীনভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কিয়ৎক্ষণ আপনার সুখের পথ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে কর্তব্য স্থির করিয়া মন্থরার নিকট মৃদুবচনে সমুদয়ই কহিলেন। তখন তাঁহার হিতকরী সুহৃৎ তাঁহার অধ্যবসায়ের বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া স্বয়ং কৃতকার্য হইয়াই যেন আনন্দিত হইল। রাজমহিষী

কৈকেয়ী রোষারুণলোচনে ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। তাঁহার বিচিত্র মাল্য দিব্য আভরণ গৃহের ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ছিল, তৎকালে উহা নক্ষত্রমালাসংকুল নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বেণিবন্ধনপূর্বক মলিন বসনে বলহীনা কিন্নরীর ন্যায় পতিত হইয়া রহিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকের অনুমতি গ্রহণপূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য যে রামের অভিষেক হইবে, কৈকেয়ী ইহা জানিতে পারেন নাই, তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত ধবল-জলদ-পরিশোভিত রাহুযুক্ত অম্বরমধ্যে শশধরের ন্যায় তাঁহার কক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, কুব্জা ও বামনাকার স্ত্রীলোকসকল উহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। শুক ময়ূর ক্রৌঞ্চ ও হংস কলরব করিতেছে। বাদ্য বাদিত হইতেছে। লতাগৃহ ও চিত্রিত-গৃহসকল শোভা পাইতেছে। যাহা প্রতিনিয়ত পুষ্প ও ফল প্রদান করিয়া থাকে, এইরূপ বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোকসকল শ্রেণীবন্ধ হইয়া আছে। গজদন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেদি ও আসন প্রস্তুত রহিয়াছে। দীর্ঘিকাসকল অতি সুন্দর। মহারাজ দশরথ সেই নানাবিধ অন্নপানে ও মহামূল্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ সুরপুরপ্রতিম সুসমৃদ্ধ স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয়নতলে প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে তিনি অনঙ্গের বশবর্তী হইয়াছিলেন। পূর্বে কৈকেয়ী ঐ সময় কোন স্থলেই থাকিতেন না এবং মহারাজও পূর্বে কখনই এইরূপ শূন্যগৃহে প্রবেশ করেন নাই। ঐ অসাধু-দর্শিনী যে স্বপুত্র ভরতের রাজশ্রী অভিলাষ করিতেছেন, তিনি ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি কখন কৈকেয়ীকে দেখিতে না পাইলে যেমন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, শূন্যহৃদয়ে সেইরূপে এক প্রতিহারীকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসিলেন। প্রতিহারী ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! রাজ্ঞী অতিশয় রোষপরবশ হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। তখন রাজা দশরথ প্রতিহারীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত বিমনায়মান হইলেন। তাঁহার চিত্ত নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয় দুঃখতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ রাজা প্রাণপ্রিয়া তরুণী ভার্যা পাপীয়সী কৈকেয়ীকে ছিন্নলতার ন্যায় সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায় পরিচিত্ত-মোহন-প্রযুক্ত মায়ার ন্যায় বাগুরাবদ্ধ হরিণীর ন্যায় এবং নিষাদের বিষাক্ত বাণবিদ্ধ করেণুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া চকিত মনে স্নেহভরে তাঁহার কলেবরে কর পরামর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই কামী ঐ কমললোচনা দুঃখিতা কামিনীকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যে কি নিমিত্ত ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহার কিছুই জানি না। বল কে তোমার অবমাননা, কেই বা তোমাকে তিরস্কার করিল? তুমি ধূলির উপর শয়ন করিয়া কেন আমায় অসুখী করিতেছ? আমি তোমার শুভ কামনাই করিয়া থাকি, সুতরাং আমার প্রাণসত্ত্বে তুমি কেন এইরূপ অবস্থায় কুগ্রহগ্রস্তার ন্যায় নিপতিত রহিয়াছ? আমার অধিকারে বহুসংখ্য সুবিজ্ঞ বৈদ্য আছেন। আমি তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে তোমার কিরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে বল, ঐ

সমস্ত বৈদ্যেরাই তাহার প্রতিকার করিবে। প্রিয়ে! তোমার প্রেমে মন উন্মত্ত হইয়া আছে; এক্ষণে অকপটে বল, তুমি কাহার উপকার ও কাহারই বা অপকার করিবার বাসনা করিয়াছ? আর আপনার শরীরে নিরর্থক ক্লেশ প্রদান করিও না। দেখ, আমি ও আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলেই তোমার বশংবদ। এক্ষণে বল, কোন্ নিরপরাধকে বধ এবং কোন্ অপরাধীকেই বা মুক্ত করিতে হইবে? কোন্ অসম্পন্নকে সম্পন্ন এবং কোন্ সম্পন্নকেই বা অসম্পন্ন করিতে
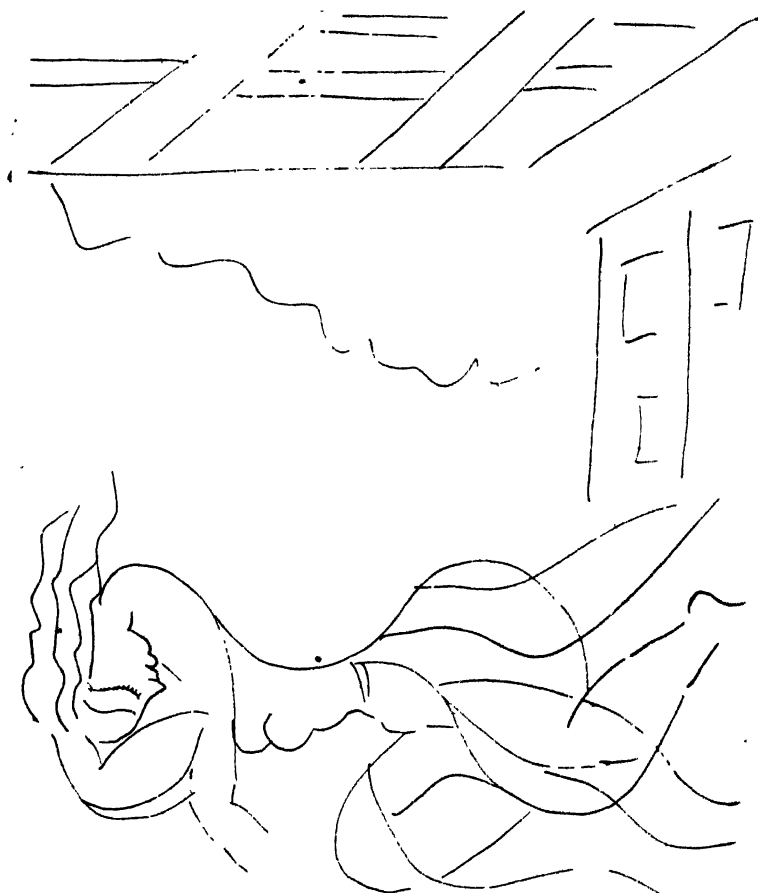
হইবে? আমি তোমার কোন ইচ্ছারই প্রতিরোধ করিতে সাহসী নহি। যদি নিজের প্রাণ দিয়াও তাহা পূর্ণ করিতে পারি, করিব। এক্ষণে বল তোমার মনে কি উদয় হইয়াছে? আমি যে তোমার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকি, তুমি ইহা অবশ্যই জান; সুতরাং আমা হইতে তোমার মনোরথ সফল হইবে কিনা, এইরূপ আশঙ্কা কখনই করিও না। আমি নিজের সুকৃতি দ্বারা শপথ করিতেছি, তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করিব। এই বসুন্ধরায় যে পর্যন্ত সূর্যের কিরণ স্পর্শ করে, তাবৎ আমার অধিকার। দ্রাবিড় সিন্ধু সৌবীর

সৌরাষ্ট্র দাক্ষিণাপথ অঙ্গ বঙ্গ মগধ মৎস্য কাশী ও কোসলা এই সমুদয়ই আমার শাসনে রহিয়াছে। এই সমস্ত দেশে ধন ধান্য পশু প্রভৃতি যা কিছু পদার্থ আছে সমুদয়ই আমার। এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহা তোমার মনে লয় প্রার্থনা কর। এইরূপে ক্লেশ স্বীকার করিবার আর আবশ্যক নাই। গাত্রোত্থান কর। তোমার ভয়ের প্রকৃত কারণ কি বল, যেমন দিবাকর স্বীয় করজালে নীহারকে বিনষ্ট করেন, সেইরূপ আমিও তোমার আশঙ্কা সমূলে উন্মূলিত করিব।

একাদশ সর্গ ॥ অনন্তর কৈকেয়ী কামার্ত মহারাজ দশরথের এইরূপ প্রীতিকর বাক্যে সম্যক আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর যন্ত্রণা প্রদানার্থ নিদারুণ-ভাবে কহিলেন, নাথ! কেহ আমাকে অবমাননা ও কেহই আমাকে তিরস্কার করেন নাই। আমি মনে মনে একটি সঙ্কল্প করিয়াছি, তোমাকে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এক্ষণে যদি তুমি আমার মনোরথ সিদ্ধির বাসনা করিয়া থাক, তবে আমার প্রত্যয়ের নিমিত্ত অগ্রে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হও। নচেৎ কিছুতেই আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিব না।

তখন মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মস্তক ধরাসন হইতে আপনার উৎসঙ্গে লইয়া কহিতে লাগিলেন, সৌভাগ্যমদগর্বিতে! তুমি কি জান না, যে রাম ভিন্ন তোমা অপেক্ষা জগতে আর কেহই আমার প্রিয় নাই। এক্ষণে আমি সেই সকলের অজেয় সকলের শ্রেষ্ঠ আমার জীবনের অবলম্বন রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, বল তোমার মনে কি উদয় হইয়াছে? যিনি একক্ষণের নিমিত্ত নয়নের অন্তরাল হইলে প্রাণ অস্থির হয়, কৈকেয়ি! আমি সেই রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমি আপনার অপেক্ষা এবং অন্যান্য পুত্রের অপেক্ষা যাঁহাকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি, কৈকেয়ি! সেই রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। আমার বাক্যের ন্যায় মনও যে তোমার কার্যসাধনে উন্মুখ রহিয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া অকপটে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশপূর্বক আমাকে এই দুঃখ হইতে উদ্ধার কর। তুমি আমার অনুরাগের উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় প্রার্থনাভঙ্গে অণুমাত্র আশঙ্কা করিও না। আমি স্বীয় সুকৃতি দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তোমার যাহা অভিলাষ, অসঙ্কুচিত মনে তাহাই করিব।

রাজা দশরথ এইরূপে বচনবদ্ধ হইলে দেবী কৈকেয়ী আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে একপ্রকার নিঃসংশয় হইলেন এবং হৃষ্টমনে ভরতের রাজ্যাভিষেক কামনা করিয়া কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি যে যথাক্রমে শপথ করিয়া অঙ্গীকৃত বর প্রদানে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছ, ইহা ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতারা শ্রবণ করুন। চন্দ্র সূর্য দিবা রাত্রি দশ দিক আকাশ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভুবনদেবতা গৃহদেবতা গন্ধর্ব রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণিসমুদয়ও তোমার এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হউন। একজন শুদ্ধস্বভাব সত্যপ্রতিজ্ঞ সত্যবাদী ধার্মিক আমাকে বর প্রদান করিতেছেন, দেবতারা তাহা শ্রবণ করুন। কৈকেয়ী স্বকার্যে স্থৈর্য সম্পাদনার্থ রাজা দশরথকে এইরূপ স্তব করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণে দেবাসুর

সংগ্রামের বিষয় একবার স্মরণ করিয়া দেখ। ঐ সময় অসুরেশ্বর শম্বর তোমার প্রাণনাশ করিতে পারে নাই; কিন্তু তোমাকে অত্যন্তই বলহীন করিয়া ফেলে। তৎকালে আমি জাগরণ-ক্লেশ সহ্য করিয়া সবিশেষ যত্নসহকারে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম, এই কারণে তুমি আমায় বর দিবার বাসনা কর। কিন্তু আমি কিছুই লই নাই। এক্ষণে সময় উপস্থিত, আমিও প্রার্থনা করিতেছি। তুমি ধর্মানুসারে অংগীকার করিয়া যদি আমায় বর দান না কর, তাহা হইলে আমি আজিই এই অপমানে প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী কামোন্মত্ত রাজা দশরথকে স্বসৌন্দর্যে বশীভূত করিয়াছিলেন। দশরথ আর তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মৃগ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত পাশে বন্ধ হয়, সেইরূপ তিনি সত্যপালন করিব বলিয়া আপনার মৃত্যু-পাশে বন্ধ হইলেন। তখন কৈকেয়ী কহিলেন, মহারাজ! তুমি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া ভরতকেই অভিষেক কর। আর সুধীর রাম চীর চর্ম পরিধান ও মস্তকে জটাভার ধারণপূর্বক দণ্ডকারণ্যে চতুর্দশ বৎসর তপস্বী-বেশে কাল যাপন করুন। মহারাজ! আজিই ভরত নির্বিঘ্নে যৌবরাজ্য গ্রহণ এবং আজিই রাম অরণ্যে প্রস্থান করিবেন এই আমার ইচ্ছা, তোমার নিকট এই-ই আমার প্রার্থনা। মহারাজ! তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া আপনার কুলশীল, রক্ষা কর, তপস্বীরা কহিয়া থাকেন, যে সত্য বাক্য লোকান্তরে মনুষ্যের হিতকর হয়।

দ্বাদশ সর্গ ॥ তখন দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণপূর্বক ক্ষণকাল পরিতাপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি দিবাভাগে স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। ইহা কি গ্রহবিশেষের আবেশ, না আমার মনের বাস্তবিকই কোন বিপ্লব ঘটিয়াছে। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মূর্ছিত হইলেন। পুনরায় সংজ্ঞালাভ হইল। কৈকেয়ীর সেই নিদারুণ বাক্য তাঁহার মনে পড়িল। তিনি যারপরনাই সন্তপ্ত এবং ব্যাঘ্রী দর্শনে মৃগের ন্যায় ব্যথিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন। তৎপরে মন্ত্রবলে যন্ত্রমণ্ডল-নিরুদ্ধ মহাবিষ আশীবিষের ন্যায় সামর্ষচিত্তে 'হা-ধিক' এই বলিয়া শোকভরে পুনরায় মূর্ছিত হইলেন।

অনন্তর তিনি বহুক্ষণের পর চেতনা পাইয়া দুঃখানলে কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়াই যেন রোষাবিষ্ট মনে কহিতে লাগিলেন, নৃশংসে! দুশ্চারিণি! কুল-নাশিনি! পাপীয়সি! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছেন এবং আমিই বা এমন কি অনিষ্ট করিয়াছি। রাম জননীর ন্যায় তোমার শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তবে তুমি কি কারণে তাঁহার সর্বনাশের উপক্রম করিতেছ? হা! আমি আত্মনাশার্থ না জানিয়াই তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীর ন্যায় তোমায় গৃহে আনিয়া-ছিলাম। যখন সমুদয় লোক রামের গুণে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আমি কোন্ অপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব। আমি কৌশল্যা সুমিত্রা ও রাজশ্রী সকলকেই ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জীবনধন পিতৃবৎসল রামকে কিছুতেই পারি না। হা! তাঁহাকে দেখিলে আমার মন প্রসন্ন হয়, কিন্তু তিনি চক্ষের অন্তরাল হইলে আর আমার জ্ঞান থাকে না। সূর্য-বিরহে লোকসকল

থাকিতে পারে, সলিল ব্যতিরেকেও শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রাম বিনা আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না। অতএব তুমি এখনই এই অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর। আমি তোমার নিকট প্রণত হইতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই নিদারুণ বিষয় মনে আর আনিও না।

পাপীয়সি! আমি ভরতকে ভালবাসি কিনা তুমি কখন কখন ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, কর, তাহাতে রামের প্রতি স্নেহ সঙ্কোচ হইবে না, কিন্তু শ্রীমান রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সকলের অপেক্ষা রামই ধার্মিক, পূর্বে তুমি যে এইরূপ কহিতে, বোধ হয় ইহা আমার মনোরঞ্জনার্থই হইবে; নতুবা তুমি রামের রাজ্যাভিষেক-সংবাদে শোকাকুল হইতে না এবং আমাকেও এইরূপ সন্তপ্ত করিতে না। অথবা বোধ হয় তোমাতে ভূতাবেশ হইয়াছে, তুমি ভূতাবেশে বিবশ হইয়াই এইরূপ কহিতেছ, সেইরূপ না হইলে কখনই তোমার মনের এই প্রকার ভাবান্তর হইত না।

দেবি! তুমি পূর্বে আমার কোনরূপ অন্যায় আচরণ কি অপকার কিছুই কর নাই, এই নিমিত্ত বিশেষ কারণ ভিন্ন তোমার চিত্তের যে এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, এই বিষয়ে আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না। ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠাতিক্রমরূপ দুর্নীতি এই সর্বপ্রথম উপস্থিত হইতেছে, এই বিষয়ে তোমার বিকৃত বুদ্ধিই কারণ। তুমি অনেকবার আমাকে কহিয়াছ যে, আমি রামকে ভরতের সহিত অভিন্নভাবে দেখিয়া থাকি, এক্ষণে সেই ধর্মশীল যশস্বী রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস কিরূপে অভিলাষ করিতেছ। তিনি অত্যন্ত সুকুমার, নিদারুণ অরণ্য কিরূপে তাঁহার যোগ্য হইতে পারে। লোকাভিরাম রাম সর্বদাই তোমার সেবা করিয়া থাকেন, বল দেখি, তুমি কি বলিয়া তাঁহাকে বনে পাঠাইবে। রাম তোমার পুত্র ভরত হইতে অধিক গুণে তোমার শুশ্রূষা করেন, রাম অপেক্ষা ভরতের বিশেষ কিছুই তোমাতে লক্ষিত হয় না। তোমার সেবা সম্মান ও নিদেশ পালন রাম বিনা অধিকতররূপে আর কে করিবে। বহুসংখ্য স্ত্রী ও বহুসংখ্য ভৃত্যের মধ্যে একজনও তাঁহার অযশ খ্যাপন করিতে পারে না। তিনি নির্মল মনে সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া প্রিয়কার্যে দেশবাসীদিগকে বশীভূত করিয়া থাকেন। তিনি সত্য ব্যবহারে সকল লোককে, দানে ব্রাহ্মণগণকে, সেবায় গুরুজনদিগকে এবং শরাসনে শত্রুগণকে আয়ত্ত করিয়াছেন। সত্য, তপ, মিত্রতা, বিশুদ্ধাচার, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই সমস্ত গুণ রামে বিদ্যমান আছে। দেবি! সেই মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী অমরপ্রভাব রামের এইরূপ বনবাস-দুঃখ কিরূপে প্রার্থনা করিতেছ। যিনি প্রিয় বাক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ স্মরণ হইলেও কষ্টবোধ হয়, এক্ষণে তোমার অনুরোধে তাঁহাকে কি প্রকারে এই নিদারুণ কথা কহিব। যিনি অহিংস্রক, ক্ষমার আধার, ধর্ম ও কৃতজ্ঞতা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, হা! সেই রাম বিনা আমার আর কি গতি আছে। কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ, আমার চরমকাল উপস্থিত, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দীনভাবে তোমার নিকট বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে দয়া কর। এই সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি সমুদয়ই তোমায় দিতেছি, তুমি এই দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমি করযোড়ে কহিতেছি, তোমার চরণে ধরিতেছি, তুমি আমায় রক্ষা কর। দেখিও, যেন নিরাপরাধকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় অধর্ম সঞ্চয় করিতে না হয়।

মহারাজ দশরথ দুঃখে ও শোকে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি কখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, কখন মূর্ছিত হইলেন, কখন তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, কখন এই দুঃখার্ণব হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ী কঠোর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! বরদান করিয়া যদি তোমাকে পুনরায় পরিতাপই করিতে হইল, তবে তুমি পৃথিবীতে আপনার ধার্মিকতা কি প্রকারে প্রচার করিবে। যখন রাজর্ষিগণ তোমার সহিত সমবেত হইয়া আমার এই বরদানের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুমি তাঁহাদিগের প্রশ্নে কিরূপ প্রত্যুত্তর দিবে? আমি যাহার প্রযত্নে জীবন পাইয়াছি, যে আমাকে নানাপ্রকারে পরিচর্যা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ করিতে পারি নাই, এই কথাই কি বলিবে? মহারাজ! তুমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিয়া পুনর্বার অন্যপ্রকার কহিতেছ, তোমার এই দোষে বংশের সকল রাজারই অযশ হইবে। দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বদ্ধ হইয়াই শ্যেন ও কপোতকে আপনার মাংস প্রদান করিয়াছিলেন, রাজা অলর্ক কোন অন্ধ ব্রাহ্মণকে আপনার চক্ষু দিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করেন, স্রোতস্বতীপতি সমুদ্র অদ্যাপি বেলাভূমি লঙ্ঘন করেন না। অতএব তুমি এক্ষণে এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দর্শন কর, কিছুতেই আপনার প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিও না। নরনাথ! দেখিতেছি, তোমার নিতান্ত দুর্বুদ্ধি উপস্থিত, তুমি ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক রামকে রাজ্য দিয়া কৌশল্যার সহিত নিরন্তর বিহারের বাসনা করিতেছ। সুতরাং আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাতে ধর্ম বা অধর্মই হউক এবং তুমি আমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা সত্য বা মিথ্যাই হউক, কিছুতেই ইহা ব্যতিক্রম হইবার নহে। যদি তুমি রামকে রাজ্যে অভিষেক কর, তাহা হইলে নিশ্চয় কহিতেছি, আমি আজিই তোমার সমক্ষে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমায় একদিনের নিমিত্তও কৌশল্যার সম্মান দেখিতে হয়, তবে মরণই শ্রেয়। আমি প্রাণাধিক ভরতকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি যে, রামের বনবাস ব্যতিরেকে কিছুতেই আমার সন্তোষ হইবে না। দেবী কৈকেয়ী এইরূপ কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; তিনি মহীপালের বিলাপে কর্ণপাতও করিলেন না।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মুখে এই দুঃখশোকজনক বজ্রসম অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মন অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল কৈকেয়ীর সহিত বাক্যালাপ করিলেন না এবং মনে মনে তাঁহার এই আশয় ও আপনার শপথের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে হা রাম! এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক ছিন্নতরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় তাঁহাকে বিকৃতচিত্ত উন্মত্তের ন্যায় বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ও নিস্তেজ ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি দীনমনে করুণ বচনে কৈকেয়ীকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, কৈকেয়ি! বল তোমাকে কে এই অসৎ বিষয় সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল? ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমায় এইরূপ কহিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? তোমার স্বভাব যে এইরূপ দূষিত, পূর্বে আমি ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই, এখন বস্তুতই বিপরীতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। বল, তুমি আমার

নিকট কেন এই নিদারুণ বর প্রার্থনা করিতেছ, কি কারণেই বা রাম হইতে তোমার এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যদি প্রজাবর্গের, ভরতের ও আমার প্রিয়কার্য সাধন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি ক্ষান্ত হও। বৃথা কথা লইয়া আর আন্দোলন করিও না।

নৃশংসে! আমি ও রাম আমরা উভয়ে কি অপরাধ করিয়াছি? তোমায় দুঃখ দিবার নিমিত্তই বা কি মন্ত্রণা করিতেছি? দেখ, তোমার এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার নহে; আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্মিক বিবেচনা করিয়া থাকি, তিনি যে রামকে বঞ্চিত করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন, কিছুতেই ইহা সম্ভব হয় না। হা! যখন রামকে কহিব, বৎস! আমি তোমায় বনবাস দিলাম, আমার এই কথা শুনিয়া রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া যাইবে, বল দেখি তৎকালে কিরূপে তাহা চক্ষে দেখিব। আমি এইমাত্র মিত্রগণের সহিত রামের রাজ্যাভিষেকের কথা স্থির করিয়া আইলাম, এখন পরাভূত সেনার ন্যায় কিরূপে তাহার প্রত্যাহার দর্শন করিব। আমি অনুরোধে এইরূপ অবিবেচনার কার্য করিলে মহীপালগণ দিক-দিগন্ত হইতে আগমন করিয়া নিশ্চয়ই কহিবেন যে, এই ইক্ষ্বাকুতনয় রাজা অতিশয় বালক, ইনি কেন এতকাল রাজ্যপালন করিলেন? যখন শাস্ত্রজ্ঞ গুণবান বৃদ্ধবর্গ আসিয়া আমাকে রামের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কিরূপে কহিব যে, কৈকেয়ীর যন্ত্রণায় তাঁহাকে বনবাস দিয়াছি। যদি এই সত্য কথাও ব্যক্ত করি, তথাচ ইহা কাহারই বিশ্বাস-যোগ্য হইবে না।

হা! রামের এই দশা ঘটিলে কৌশল্যা আমায় কি বলিবেন! আমিই বা এইপ্রকার অপকার করিয়া তাঁহাকে কি কহিব! তিনি সেবায় কিঙ্করীর ন্যায় রহস্যকথায় সখীর ন্যায় ধর্মাচরণে ভার্যার ন্যায় হিতোপদেশ দানে ভগিনীর ন্যায় এবং স্নেহ প্রদর্শনে জননীর ন্যায় আমার অনুবৃত্তি করেন। সেই প্রিয়-বাদিনী রমণী নিরন্তর আমার শুভানুধ্যান করিয়া থাকেন। তিনি সম্মানের যোগ্য হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত তাঁহাকে সম্মান করি নাই। আমি এতদিন যে তোমার ছন্দানুবর্তন করিতাম, অপথ্যব্যঞ্জনসম্পন্ন অন্ন যেমন আতুর ব্যক্তিকে পীড়া দিয়া থাকে, সেইরূপ আমাকেও পীড়া দিতেছে। দেবী সুমিত্রা রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত হইবেন। তিনি আর আমায় বিশ্বাস করিবেন না।

হা! বধূ জানকীকে আমার মরণ ও রামের নির্বাসন এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিতে হইবে। তিনি হিমাচলে কিন্নরবিরহিত কিন্নরীর ন্যায় শোকে শোকে জীবন ত্যাগ করিবেন। যখন আমি জানকীকে অশ্রুজল মোচন ও রামকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিব, তখন আর আমায় বড় অধিক দিন প্রাণধারণ করিতে হইবে না; সুতরাং তুমি বিধবা হইয়া ভরতের সহিত রাজ্যপালন করিবে। লোকে দৃষ্টিপ্রিয়া মদিরা পান করিয়া পশ্চাৎ চিত্তবিকার দর্শনে তাহা বিষাক্ত বোধ করে, সেইরূপ আমি বাহ্য ব্যাপারে এতকাল তোমাকে সতী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে ব্যবহারে অসতী বলিয়া জানিলাম। তুমি বৃথা কথায় আমার তুষ্টি সম্পাদনপূর্বক আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ; ব্যাধ যেমন সঙ্গীতস্বরে মৃগকে মোহিত করিয়া বধ করে, তোমার এই কার্য তদ্রূপই হইল। আমি পুত্রের বিনিময়ে স্ত্রী-সুখ ক্রয় করিলাম, অতঃপর ভদ্রলোকে সুরাপায়ী বিপ্রের ন্যায় আমাকে পথমধ্যে নীচাশয় বলিয়া নিশ্চয়ই তিরস্কার করিবেন।

হা কি কষ্ট! বরদান অংগীকার করিয়া আমায় এইরূপ কথা সহ্য করিতে এবং জন্মান্তরীণ অশুভ ফলের ন্যায় দুর্নিবার দুঃখও অনুভব করিতে হইল! কৈকেয়ি! আমি অতি নরাধম, কণ্ঠলগ্না উদ্বন্ধনী রজ্জুর ন্যায় তোমাকে মোহবশতই বহুকাল পালন করিয়াছি। তোমাকে লইয়া কতই আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু তুমি যে সাক্ষাৎ মৃত্যু, এতদিন তাহা জানিতে পারি নাই, বালক যেমন নির্জনে কালসর্পকে স্বহস্তে স্পর্শ করে, ভাগ্যে তদ্রূপই ঘটিয়াছে। আমি অতি দুরাত্মা, আমি এমন মহাত্মা পুত্রকে পিতৃহীন করিলাম! লোকে এই বিষয়ের নিমিত্ত নিশ্চয়ই আমাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে, রাজা দশরথ অতি কামুক ও মূর্খ, তিনি স্ত্রীর অনুরোধে পুত্রকে বনবাস দিলেন। হা! বৎস রাম বাল্যাবধি বেদ ব্রহ্মচর্য ও আচার্য এই তিনের অনুবৃত্তি করিয়া কৃশ হইয়াছেন, এই ভোগের সময়ও আবার কি বনবাসক্লেশ সহ্য করিবেন? তিনি আমার কথায় দ্বিরুক্তি করেন না, বনগমনে আদেশ পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা শিরোধার্য করিয়া লইবেন। যদি তিনি অস্বীকার করেন, তাহা আমার পক্ষে উত্তমই হয়, কিন্তু কদাচই করিবেন না। রাম বনে গমন করিলে এই দুঃসহচরিত্র সকলের ধিক্কৃত পামরকে মৃত্যু নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিবেন। কৈকেয়ি! আমি লোকান্তরিত ও রাম নির্বাসিত হইলে আর যাঁহারা আমার প্রিয়জন থাকিবেন, জানি না তুমি তাঁহাদিগের কিরূপ দুর্দশা করিবে। দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা আমাদিগের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আমার দেহান্তেই লোকান্তর দর্শন করিবেন। পাপীয়সি! তুমি এখন কৌশল্যা সুমিত্রা রাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ও আমাকে নরকানলে নিক্ষেপ করিয়া সুখী হও। এই ইক্ষ্বাকুকুল কোনরূপেই আকুল হইবার নহে, কিন্তু কালসহকারে তাহাই ঘটিল; ইহার সহিত রাম ও আমার সম্পর্ক শূন্য হইয়া গেল, এক্ষণে তুমি এই বংশ স্বয়ংই পালন কর। রামের নির্বাসন যদি ভরতের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সে যেন আমার দেহান্তে অগ্নিসংস্কারাদি কিছুই অনুষ্ঠান না করে।

কৈকেয়ি! তুমি যখন দুর্দৈববশতঃ আমার আলয়ে বাস করিতেছ, তখন আমাকে অকীর্তি পরাভব এবং পাপীর ন্যায় সকলের অবজ্ঞা সহ্য করিতে হইবে। হা! বৎস রাম হস্তী অশ্ব রথে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকেন, তিনি এক্ষণে মহারণ্যে কিরূপে পাদচারে সঞ্চরণ করিবেন। যাঁহার ভোজনবেলা উপস্থিত হইলে কুণ্ডলমণ্ডিত পাচকেরা সর্বাগ্রে ব্যগ্র হইয়া প্রসন্নমনে পান ভোজন প্রস্তুত করে, তিনি এক্ষণে বনের কটু তিক্ত কষায় ফলমূল ভক্ষণ করিয়া কিরূপে দিনপাত করিবেন। রাম জন্মাবধি দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না; তিনি সকল সময়েই মহামূল্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন, এক্ষণে কাষায় বস্ত্র কিরূপে ধারণ করিবেন। রামকে বনে প্রেরণ ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন, জানি না তুমি কোন্ নিষ্ঠুর হইতে এই নিদারুণ উপদেশ পাইয়াছ। স্ত্রীলোক অতিশয় শঠ ও স্বার্থপর, তাহাদিগকে ধিক! না, আমি স্ত্রীজাতিকেই লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি না, কেবল ভরত-জননী কৈকেয়ীকেই এইরূপ কহিলাম।

নৃশংসে! বিধাতা কি আমায় যন্ত্রণা দিবার নিমিত্তই তোমার মন এইরূপে নির্মাণ করিয়াছেন। তুমি আমার ও হিতকারী রামের কি অপরাধ দেখিতেছ? রামের দুঃখ দেখিলেই সমুদয় জগতে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে; পিতা পুত্রকে এবং প্রণয়িনী ভার্যা পতিকে পরিত্যাগ করিবেন। হা! আমি যখন সেই দেবকুমারের ন্যায় সুরূপ রামকে সুবেশে আমার নিকট আসিতে শুনি, তখন যেন চাক্ষুষ দর্শনের

আনন্দ পাই এবং তাঁহাকে দেখিলে এই বৃদ্ধ দশায়ও যুবার ন্যায় সজীবতা লাভ করিয়া থাকি। সূর্য-বিরহে লোকের অবস্থান সম্ভব, মেঘ ব্যতিরেকেও সকলে তিষ্ঠিতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, রামকে বনে প্রস্থান করিতে দেখিলে কেহই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে না। কৈকেয়ি! তুমি অহিতকারী শত্রু হইয়া আমার বিনাশ কামনা করিতেছ। আমি আপনার মৃত্যুর ন্যায় তোমাকে নিজগৃহে স্থান প্রদান করিয়া তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীর ন্যায় এতদিন ক্রোড়ে রাখিয়াছিলাম, সেই কারণেই এককালে উৎসন্ন হইতেছি। এক্ষণে রাম লক্ষ্মণ ও আমার সংস্রবশূন্য হইয়া ভরত কেবল তোমার সহিত রাজ্যশাসন করুন এবং তুমিও পতিপুত্র বিনাশ করিয়া আমার শত্রুবর্গের আনন্দবর্ধন কর। তুমি অতি নিষ্ঠুর, আমার এই চরম দশাতেও পুত্রবিচ্ছেদ-যাতনা প্রদান করিতেছ। আজি যখন তুমি পতি-পত্নী-ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই দারুণ কথা মুখাগ্রে আনয়ন করিলে, তখন তোমার দন্ত সহস্রধা চূর্ণ হইয়া কেন ভূতলে নিপতিত হইল না। রাম তোমার প্রতি কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, তিনি নিষ্ঠুর কথা ওষ্ঠে আনিতে জানেন না, সুতরাং কি প্রকারে তাঁহার বনবাস প্রার্থনা করিতেছ। এক্ষণে তুমি ক্লেশই পাও, ভূগর্ভেই লীন হও, অগ্নিপ্রবেশ বা বিষপানই কর, তোমার এই অনিষ্টকর কঠিন অনুরোধ কখনই রক্ষা করিব না। তুমি খরধার ক্ষুরের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ, বৃথা প্রিয় কথায় লোকের মনোরঞ্জন করাই তোমার কার্য, তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণমন সমুদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে; প্রার্থনা করি, তুমি এখনই কালগ্রাসে পতিত হও।

হা! সুখের কথা দূরে থাকুক, আমার জীবনেই সংশয় উপস্থিত; আত্মজ ব্যতীত আত্মজদিগের সুখ সম্ভবই নহে। দেবি! তুমি আমার অহিতাচরণ করিও না, আমি তোমার চরণে ধরি, প্রসন্ন হও।

কৈকেয়ী চরণ প্রসারণপূর্বক উপবেশন করিয়াছিলেন; দশরথ যেমন তাহা স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন, তৎক্ষণাৎ মূর্ছা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তিনি ভূতলে নিপতিত হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ ॥ ভোগাবসানে দেবলোক-পরিভ্রষ্ট রাজা যযাতির ন্যায় দশরথ হতচেতন হইয়া ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন, তদ্দৃষ্টে কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন-পূর্বক নির্ভয়ে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আপনাকে সত্যবাদী ও সত্যসংকল্প বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক, এক্ষণে বল কি কারণে আমায় বরদান করিতে সঙ্কুচিত হইতেছ।

মহীপাল দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! তুমি অতি নীচাশয়, এক্ষণে রাম বনে গমন এবং আমি লোকলীলা সম্বরণ করিলে তুমি পূর্ণকাম হইয়া সুখী হও। হা! আমি দেহান্তে স্বর্গে আরোহণ করিলে সুরগণ যখন আমাকে রামের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর দিব; তাঁহারা রামের বনবাসের কথা শুনিয়া অবশ্যই ভর্ৎসনা করিবেন, তাহাই বা কিরূপে সহ্য করিব? আমি কৈকেয়ীর মনোরঞ্জনার্থ রামকে নির্বাসিত করিয়াছি, যদি এই কথা কহি, কেহই বিশ্বাস করিবেন না। দেখ, আমি নিঃসন্তান ছিলাম, অতি

যত্নে রামকে লাভ করিয়াছি, এক্ষণে বল কিরূপে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব। রাম মহাবীর কৃতবিদ্য ক্ষমাশীল ও শান্ত-প্রকৃতি, আমি সেই পদ্মপলাশ-লোচনকে কিরূপে বনবাস দিব। আমি সেই ইন্দীবরশ্যাম রামকে কোন্ প্রাণে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিব। তিনি কখনই দুঃখের মুখ অবলোকন করেন নাই, জন্মাবধিই ভোগসুখে কালহরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে তাঁহার দুর্দশা দর্শন করিব। অতঃপর তাঁহাকে কোন ক্লেশ না দিয়া যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সুখী হই। কৈকেয়ি! তুমি কি কারণে আমার প্রিয়তম রামের অপকার-চেষ্টা করিতেছ। যদি সত্যই রামকে বনবাস দিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রৈণ অপবাদ আমার চিরসঞ্চিত যশ নিশ্চয় বিলুপ্ত করিবে।

রাজা দশরথ এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল। সেই শশাঙ্ক-লাঞ্ছিত শর্বরী দুঃখার্ত রাজাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিল না। প্রত্যুত, তাঁহার শোকাবেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতরভাবে কহিলেন, অয়ি নক্ষত্রমালিনি রজনি! প্রভাত হইও না, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, কৃপা কর। অথবা শীঘ্রই প্রভাত হও, প্রাতে রামের বনগমন ও আমার মৃত্যু হইলে, যাহার নিমিত্ত আমায় এত দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে, সেই নির্দয় নিষ্ঠুর কৈকেয়ীকে আর দেখিতে হইবে না।

দশরথ শর্বরীকে এইরূপ কহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীকে কহিলেন, দেবি! দেখ, আমি ধনপ্রাণ সমুদয়ই তোমায় অর্পণ করিয়াছি। আমার শেষ দশা উপস্থিত, আমি অতি দীন, এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হও। প্রিয়ে! আমি যে রাজা, রাজা বলিয়াও কি তোমার দয়া হইবে না। আমি অতি দুঃখেই কার্যাকার্য-বিবেকশূন্য হইয়া তোমার প্রতি কটূক্তি করিয়াছি। সরলে! প্রসন্ন হও; ভাল, আমার রাম তোমারই প্রদত্ত রাজ্যসম্পদ লাভ করুন; ইহাতে জগতে তোমারই যশ হইবে এবং ইহা আমার, রামের, ভরতের ও বশিষ্ঠাদি গুরুজনেরও প্রীতিকর হইবে।

বলিতে বলিতে রাজা দশরথের নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ ও তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি করুণভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেও কৈকেয়ী কর্ণপাত করিলেন না। প্রত্যুত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিকূল বাক্যে বারংবার রামের নির্বাসন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় মূর্ছিত হইলেন, ব্যথিত হৃদয়ে ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রজনীও অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বৈতালিকেরা স্তুতিগান দ্বারা তাঁহাকে জাগরিত করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি দুঃখাবেগে উহা অসহ্য বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন।

চতুর্দশ সর্গ॥ অনন্তর কৈকেয়ী রাজা দশরথকে পুত্রবিয়োগশোকে ভূতলে মুমূর্ষুর ন্যায় বিকৃতভাবে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি কি নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া পাপীর ন্যায় বিষণ্ণভাবে শয়ান রহিয়াছ? নিজের মর্যাদা পালন করা তোমার কর্তব্য। ধার্মিকেরা সত্যকেই পরম ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমিও সেই সত্য পালনের উদ্দেশেই বরদান বিষয়ে

তোমায় উৎসাহিত করিতেছি। দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বদ্ধ হইয়া শ্যেন-পক্ষীকে আপনার দেহ অর্পণপূর্বক উৎকৃষ্ট গতিলাভ করেন। তেজস্বী রাজা অলর্ক প্রার্থিত হইয়া কোন এক বেদজ্ঞ বিপ্রকে অসঙ্কুচিত মনে আপনার নেত্র উৎপাটনপূর্বক দান করিয়াছিলেন। মহাসাগর সাধ্যসত্ত্বে কেবল সত্যানুরোধে পর্বকালেও তীরভূমি অতিক্রম করেন না। সত্যই ব্রহ্ম, সত্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সত্যই অক্ষয় বেদ এবং সত্যের প্রভাবেই পরমপদ লাভ হয়। অতএব তোমার যদি ধর্মে কিছুমাত্র আস্থা থাকে, তাহা হইলে সত্যের অনুবৃত্তি কর। তুমি যে বরদান অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা যেন নিষ্ফল না হয়। আমি তোমার ধর্মের ফলসিদ্ধি উদ্দেশ করিয়াই কহিতেছি, বার বার কহিতেছি, তুমি রামকে নির্বাসিত কর। যদি তুমি ইহা না কর, আমি এই উপেক্ষা-দোষে তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী অকাতরে এইরূপ কহিলে রাজা দশরথ বামনের বলে বলির ন্যায় কৈকেয়ীর সত্যপাশে বদ্ধ হইলেন। তৎকালে তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি যুগচক্রের মধ্যবর্তী ধুরকাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর কথঞ্চিৎ মনের আবেগ সংবরণ করিয়া অস্পষ্ট দর্শনে যেন কৈকেয়ীকে না দেখিয়াই কহিতে লাগিলেন, পাপীয়সি! আমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া মন্ত্রসংস্কারপূর্বক তোর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোকে ও আমার ঔরসজাত পুত্র তোর ভরতকেও পরিত্যাগ করিলাম। রজনী প্রভাত হইয়াছে। গুরুজনেরা সূর্যোদয় হইলেই রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই ত্বরা দিবেন। তৎকালে আমি কিছুতেই তোর কথা শুনিব না। তোকে অবমাননা করিব ও রামকে রাজ্য দিব। যদি তুই গুরুলোকদিগকে অবহেলা করিয়া আমার এই মনোরথ সিদ্ধ করিতে না দিস, তবে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি মরিলে রামই অভিষেকের সমস্ত উপকরণ লইয়া আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন। এই বিষয়ে ভরত ও তোর কিছুতেই অধিকার থাকিবে না। অধিক আর কি কহিব, আমি রামের যে মুখ একবার প্রফুল্ল দেখিয়াছি, আজ কোন-মতেই তাহা মলিন ও ম্লান দেখিতে পারিব না।

কৈকেয়ী এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি এখন এ আবার কি প্রকার কথা কহিতেছ? শুনিয়া আমার সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তুমি এখনই রামকে এই স্থানে আনাও এবং তাহাকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজা কর। তুমি আমার শত্রু দূর না করিয়া এ স্থান হইতে একপদও যাইতে পারিবে না।

তখন অশ্ব যেমন কশাহত হইয়া আরোহীর বশীভূত হয়, সেইরূপ রাজা দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে বশীভূত হইয়া কহিলেন, কৈকেয়ি! আমি ধর্মবন্ধনে বদ্ধ বলিয়া হতজ্ঞান হইয়াছি; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, কর; আমি আর দ্বিরুক্তি করিব না। অতঃপর কেবল রামকে একবার চক্ষে দেখিয়া লইব।

এদিকে দিবাকর উদিত এবং শুভ নক্ষত্র ও মুহূর্ত উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠদেব শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অভিষেকের সামগ্রীসম্ভার গ্রহণপূর্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহার পথসকল সলিলসিক্ত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। আপণসকল পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। চতুর্দিকে পতাকা উড্ডীন হইতেছে। চন্দন অগুরু ও ধূপের গন্ধ চারিদিক আমোদিত করিতেছে। সর্বত্রই মহোৎসব, সকলেই আহ্লাদে উন্মত্ত ও রামের অভিষেক দর্শনার্থে

উৎসুক। বশিষ্ঠ সেই পুরন্দর-পুর-প্রতিম পুরী অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তথায় ধ্বজদণ্ড শোভা পাইতেছে। পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাসকল সমবেত হইয়াছে এবং যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণ আগমন করিয়াছেন। তখন তিনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত সেই জনসম্মর্দ ভেদ করিয়া প্রীতমনে গমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রিয়দর্শন সারথি সুমন্ত্র নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, বশিষ্ঠদেব দ্বারদেশে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি মহারাজকে শীঘ্র আমার আগমন-সংবাদ প্রদান কর এবং তাঁহাকে গিয়া বল, সাগরজলে এবং গঙ্গাসলিলে সুবর্ণময় কলস পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। ঔদুম্বর পীঠ, সর্বপ্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, সর্বাঙ্গসুন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত মাতঙ্গ, অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথ, খড়্গ, উৎকৃষ্ট ধনু, মনুষ্যবাহ্য যান, শ্বেত ছত্র, শ্বেত চামর, সুবর্ণের ভৃঙ্গার, স্বর্ণশৃঙ্খলবদ্ধ ককুদধারী পাণ্ডুবর্ণ বৃষ, দংষ্ট্রাচতুষ্টয়সম্পন্ন মহাবল সিংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম, সমিধ, হুতাশন, সকলপ্রকার বাদ্য, সুসজ্জিত গণিকা, ব্রাহ্মণ, আচার্য, ধেনু ও নানাপ্রকার পবিত্র মৃগপক্ষী আনীত হইয়াছে। নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোক এবং ভৃত্যবর্গের সহিত বণিকেরা আসিয়াছেন। ইঁহারা ও অন্যান্য অনেকেই নানা দেশের নৃপতিগণের সহিত রামের অভিষেক দর্শনার্থ প্রীতমনে অবস্থান করিতেছেন। অতএব যাহাতে এই পুষ্যা নক্ষত্রে রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়, তুমি এক্ষণে তদ্বিষয়ে মহারাজ দশরথকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বল।

তখন মহাবল সুমন্ত্র মহর্ষির আদেশে মহীপাল দশরথের বাসগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুরের সর্বত্রই তাঁহার অবারিতদ্বার ছিল; সুতরাং তৎকালে দ্বারপালগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় মহীপাল দশরথের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, সুমন্ত্র অগ্রে তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি পূর্ববৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি আমাদিগের প্রীতির একমাত্র আশ্রয়। সূর্যোদয়কালে সমুদ্র যেমন ঊষারাগরঞ্জিত সলিলে সকলকে আনন্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এক্ষণে আপনি প্রীতমনে আমাদিগকে আনন্দিত করুন। পূর্বে দেবসারথি মাতলি প্রত্যূষ সময়েই ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন, দেবরাজ তাঁহার স্তুতিবাদে উৎসাহিত হইয়া দানবগণকে পরাজয় করেন; সেইরূপ আমিও আপনাকে স্তব করিতেছি। যেমন সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও অন্যান্য বিদ্যা, সকলের প্রভু স্বয়ম্ভূকে বোধিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে বোধিত করিতেছি। যেমন চন্দ্রসূর্য উদয়াস্তকালে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বোধিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও অদ্য আপনাকে বোধিত করিতেছি। মহারাজ! এক্ষণে গাত্রোত্থান করুন। অদ্য রাজকুমার রামের অভিষেক-মহোৎসব; আপনি বিচিত্র বস্ত্র ও আভরণ ধারণপূর্বক উজ্জ্বল কলেবরে সুমেরু পর্বত হইতে দিবাকরের ন্যায় গাত্রোত্থান করুন। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। নগর ও জনপদের লোকসকল এবং বণিকেরা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আছেন। বশিষ্ঠদেব বিপ্রবর্গের সহিত দ্বারে উপস্থিত। এক্ষণে আপনি অবিলম্বে রামের রাজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান করুন। মহারাজ! যে রাজ্যে রাজা নাই, তাহা রক্ষকবিরহিত পশুর ন্যায় নায়কশূন্য সেনার ন্যায় এবং বৃষবিযুক্ত ধেনুর

ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইয়া থাকে।

মন্ত্রী সুমন্ত্র এইরূপ শান্ত ও সুসঙ্গত বাক্যে স্তব করিলে মহীপাল দশরথ পুনর্বার শোকে অভিভূত হইলেন এবং নিরানন্দ মনে আরক্তলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তোমার এই স্তুতিবাদ আমায় অধিকতর মর্মবেদনা প্রদান করিতেছে।

সহসা রাজা দশরথের মুখে এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাঁহার দীন দশা দর্শন করিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। তখন দেবী কৈকেয়ী মহারাজকে ঘন বিষাদে আবৃত ও বাক্য প্রয়োগে অসমর্থ দেখিয়া সুমন্ত্রকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, মহীপাল রামাভিষেক-হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন, এক্ষণে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত আছেন। অতএব তুমি অকুণ্ঠিতমনে রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। তোমার মঙ্গল হইবে। সুমন্ত্র কহিলেন, দেবি! রাজাজ্ঞা ভিন্ন এক্ষণে আমি কিরূপে গমন করিব।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সূতনন্দন! আমি প্রিয়দর্শন রামকে দেখিবার বাসনা করিয়াছি, তুমি সত্বর তাঁহাকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রামের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বোধ করিয়া হৃষ্টমনে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইবার কালে কৈকেয়ী পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি রাজকুমারকে শীঘ্র আনয়ন কর। সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মুখে বারংবার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন, বুঝি দেবী রাজকুমারের অভিষেক-মহোৎসব দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়াই ত্বরা দিতেছেন। এক্ষণে মহারাজও বোধ হয় জাগরণ-ক্লেশে বহির্দেশে আর আসিবেন না। সুমন্ত্র এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্রান্তর্বর্তী হ্রদের ন্যায় অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রী সৈন্যাধ্যক্ষ বণিক ও রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের সমভিব্যাহারে দ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা পুষ্যা নক্ষত্র এবং রামের জন্মকালস্থ কর্কটলগ্ন লাভ করিয়া অভিষেকের সমুদয় উপকরণ আনয়ন করিয়াছেন। অলঙ্কৃত পীঠ, ব্যাঘ্রচর্মের আস্তরণযুক্ত রথ, গঙ্গা-যমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থল হইতে আনীত জল, অন্যান্য নদী হ্রদ কূপ সরোবর ও সমুদ্রের জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, পরমসুন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত হস্তী, বটপল্লবশোভিত কমলদল-সমলঙ্কৃত বারিপূর্ণ সুবর্ণ ও রজতনির্মিত কুম্ভ, জ্যোৎস্নার ন্যায় ধবল রত্নদণ্ড চামর, চন্দ্রমণ্ডল-সদৃশ পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত অশ্ব, বাদ্য, বন্দী এবং সূর্যবংশীয়দিগের অভিষেকার্থ যে-সমস্ত বস্তু আহৃত হইয়া থাকে, রাজার আদেশে সমুদয়ই তাঁহারা আনয়ন করিয়াছেন। তৎকালে ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ মহীপালের সন্দর্শন না পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে রাজা দশরথকে আমাদিগের আগমন-সংবাদ নিবেদন করিবে। দিবাকর গগনে উদিত হইয়াছেন। রামের অভিষেকসামগ্রীও প্রস্তুত, কিন্তু মহারাজকে এখনও দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজসারথি সুমন্ত্র তথায় আগমন করিলেন, কহিলেন, আমি রাজার নিয়োগে রাজকুমার রামকে

আনয়ন করিতে চলিয়াছি। কিন্তু আপনারা মহারাজ ও রাম উভয়েরই পূজনীয়, সুতরাং আপনাদিগের হইয়া আমিই সুখশয়ন প্রশ্নপূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তিনি প্রবোধিত হইয়াও কি নিমিত্ত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতেছেন না।

বৃদ্ধ সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বেচ্ছানুসারে রাজা দশরথের শয়নগৃহে গমনপূর্বক যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, মহারাজ! চন্দ্র সূর্য শিব বৈশ্রবণ বরুণ হুতাশন ও ইন্দ্র আপনাকে বিজয় প্রদান করুন। এক্ষণে রজনী অতিক্রান্ত এবং শুভদিনও সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করুন। মহারাজ! ব্রাহ্মণ সেনাপতি ও বণিকেরা দ্বারদেশে আপনার দর্শনের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করুন।

তখন দশরথ কণ্ঠস্বরে সুমন্ত্র আসিয়াছেন বুঝিয়া তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! রামকে এই স্থানে আনিবার নিমিত্ত আমি তোমায় আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি কি কারণে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ। আমি এক্ষণে নিদ্রিত নহি; তুমি শীঘ্র যাও, গিয়া রামকে আনয়ন কর।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত রাজপথে উপস্থিত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপপূর্বক হৃষ্টমনে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে সকলের মুখে রামাভিষেক সংক্রান্ত কথা শুনিতে পাইলেন। ক্রমশঃ কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, রাজকুমার রামের প্রাসাদ কৈলাস পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার দ্বারদেশে অতি বিশাল দুই কপাট লম্বমান, চতুর্দিকে শত-শত বেদি প্রস্তুত, এবং শিখরে বহুসংখ্য কাঞ্চনময়ী প্রতিমা রহিয়াছে। উহার তোরণসমুদয় প্রবালনির্মিত ও মণিমুক্তাখচিত এবং বর্ণ শারদীয় জলদের ন্যায় শুভ্র। ঐ প্রাসাদের সর্বত্রই সুবর্ণের কুসুমমালা মধ্যমণিসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া লম্বিত রহিয়াছে, স্বর্ণাদি ধাতুনির্মিত ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ও শিল্পিগণের সূক্ষ্ম শিল্পকার্যে খচিত আছে এবং ইতস্ততঃ সারস ও ময়ূরগণ নিরন্তর কলরব করিতেছে। ঐ প্রাসাদ সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, চন্দ্রসূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও অমরাবতীর ন্যায় সুদৃশ্য। উহাতে দৃষ্টিপাত মাত্রই মন ও চক্ষু প্রলোভিত হয়, প্রবেশমাত্রেই অগুরু ও চন্দনের গন্ধ উন্মত্ত করিয়া তুলে।

সুমন্ত্র সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, ঐ প্রাসাদের দ্বারে জনপদবাসী প্রজারা নানাবিধ উপহার লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্ধ্বমুখে রামাভিষেক দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ক্রমশঃ তিনি রথ লইয়া সেই জনসঙ্কুল রাজপথ সুশোভিত ও পুরবাসিগণের মন পুলকিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই সুসমৃদ্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া কণ্টকিত কলেবরে তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইলেন এবং রামের বশবর্তী বহুসংখ্য ব্যক্তিকে অপসারিত করিয়া অপ্রতিহত গমনে রত্নাকরমধ্যে মকরের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় সকলেই হৃষ্টমনে রামের রাজ্যাভিষেক সংক্রান্ত কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছিল, তদ্দর্শনে সুমন্ত্র যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। তিনি গমনকালে কোন স্থলে দেখিলেন রামের প্রিয় অমাত্যেরা অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থলে অশ্ব ও

রথ সুসজ্জিত আছে। কোন স্থলে বা রামের গমনাগমনের নিমিত্ত শত্রুঞ্জয় নামে এক মহাকায় মত্ত মাতঙ্গ জলদ-জাল-জড়িত পর্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। সুমন্ত্র ক্রমশঃ এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া রামের নিকট যাইতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ ॥ অনন্তর রাজমন্ত্রী রামের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় লোকের কিছুমাত্র কোলাহল নাই; কেবল কুণ্ডলধারী যুবকেরা প্রাস ও শরাসন ধারণপূর্বক সাবধানে প্রহরীর কার্য সমাধান করিতেছে এবং কতকগুলি বৃদ্ধা স্ত্রী কাষায়বস্ত্র পরিধানপূর্বক সুসজ্জিত হইয়া বেত্রহস্তে দ্বারে উপবিষ্ট আছে। এই সমস্ত দ্বাররক্ষক সুমন্ত্রকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। তখন সুমন্ত্র বিনীতহৃদয়ে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা গিয়া শীঘ্র রাজকুমারকে আমার আগমন সংবাদ দেও। দ্বারপালগণ তাঁহার আদেশ পাইয়া যে স্থানে রাম জানকীর সহিত উপবেশন করিয়া আছেন তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, যুবরাজ! সুমন্ত্র আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। রাম পিতার অন্তরঙ্গ মন্ত্রী সুমন্ত্র আসিয়াছেন শুনিয়া পিতারই হিতাভিলাষে তাঁহাকে গৃহপ্রবেশে অনুমতি প্রদান করিলেন।

সুমন্ত্র গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাম উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক উত্তরচ্ছদমণ্ডিত সুবর্ণময় পর্যঙ্কে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার কলেবর বরাহরুধিরাকার সুগন্ধি রক্তচন্দনে রঞ্জিত। দেবী জানকী চামরহস্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন; বোধ হইতেছে যেন চিত্রার সহিত ভগবান্ শশাঙ্ক মিলিত হইয়াছেন। তখন বিনীত সুমন্ত্র মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ন্যায় স্বতেজঃপ্রদীপ্ত রামের সন্নিহিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে বিহারাসনে আসীন ও প্রসন্ন দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, যুবরাজ! রাজা দশরথ ও দেবী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব অনতিবিলম্বে তথায় গমন করা আপনার কর্তব্য হইতেছে।

রাম হৃষ্টমনে সুমন্ত্রের বাক্য প্রতিগ্রহ করিয়া জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমার নিমিত্ত পিতা দেবী কৈকেয়ীর সহিত সমাগত হইয়া আমারই অভিষেকের পরামর্শ করিতেছেন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণলোচনা কৈকেয়ী নিরন্তর মহারাজের শুভ কামনা করিয়া থাকেন। রাজা আমায় রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া তিনি প্রফুল্লমনে আমারই নিমিত্ত তাঁহাকে ত্বরা দিতেছেন। ভাগ্যগুণেই তাঁহারা এই মন্ত্রীকে প্রেরণ করিয়াছেন। মন্ত্রী আমারই হিতাভিলাষপরতন্ত্র। অন্তঃপুরে সভা যেরূপ দূতও তাহার অনুরূপ আসিয়াছেন। পিতা নিশ্চয়ই আজ আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। অতএব তুমি সহচরীদিগের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে অবস্থান কর, আমি গিয়া শীঘ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আসি।

রাম পরম সমাদরে এইরূপ কহিলে জনকদুহিতা সীতা মঙ্গলাচরণার্থ দ্বারদেশ পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন, কহিলেন, নাথ! যেমন ব্রহ্মা সুররাজ ইন্দ্রকে সুররাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ মহারাজ্য প্রদান করুন। তুমি দীক্ষিত ও ব্রতপরায়ণ হইয়া মৃগচর্ম ও কুরঙ্গশৃঙ্গ ধারণ করিবে; আমি এক্ষণে তাহাই

দর্শন করিব। অতঃপর ইন্দ্র তোমার পূর্ব দিক, যম দক্ষিণ দিক, বরুণ পশ্চিম দিক ও কুবের উত্তর দিক রক্ষা করুন।

জানকী এইরূপে অভিষেকার্থ মঙ্গলাচার পরিসমাপ্ত করিলে রাম তাঁহার সম্মতি লইয়া সুমন্ত্রের সহিত গিরিদরীবিহারী কেশরীর ন্যায় বাসভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দ্বারদেশে বিনীত লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। তৎপরে দেখিলেন মধ্যপ্রকোষ্ঠে তাঁহারই সুহৃদেরা একত্র সমবেত হইয়া আছেন। অনন্তর তিনি অর্থীদিগকে সবিশেষ সমাদর করিয়া ব্যাঘ্রচর্মসম্বৃত রজতনির্মিত মণিকাঞ্চনমণ্ডিত রথে আরোহণ করিলেন। করিশাবকের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বযান বায়ুবেগে ধাবমান হইল। মেঘের ন্যায় রথের ঘর্ঘর শব্দ হইতে লাগিল। পথে একদৃষ্টে সকলেই উঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। রাম দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিয়া বহির্গত হইলেন। বোধ হইল যেন চন্দ্র জলদপটল ভেদ করিয়া চলিয়াছেন। তৎকালে মহাবীর লক্ষ্মণ বিচিত্র চামরহস্তে রথপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্বক রামকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। বহুসংখ্য পর্বতাকার হস্তী ও অশ্ব রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। চন্দনচর্চিতকলেবর বীর পুরুষেরা অসি চর্ম ও বর্ম ধারণপূর্বক অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল এবং সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি ও বন্দিবর্গের স্তুতিবাদ গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সর্বাঙ্গসুন্দরী পুরনারীগণ বেশভূষা ধারণ ও গবাক্ষে আরোহণ-পূর্বক রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ হর্ম্যে ও কেহ কেহ নিম্নে অবস্থানপূর্বক রামের তুষ্টি সম্পাদনার্থ কহিতে লাগিল, আজ রাজমহিষী কৌশল্যা রামকে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণে নির্গত দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইতেছেন। রামের হৃদয়হারিণী সীতা সকল সীমন্তিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি জন্মান্তরে নিশ্চয়ই অতি কঠোর তপঃসাধন করিয়াছিলেন, নতুবা চন্দ্রের প্রণয়িনী রোহিণীর ন্যায় কদাচই ইঁহার সহচারিণী হইতেন না। রাজকুমার রাম চতুর্দিকে এইরূপ শ্রুতিসুখকর মধুর বাক্য শ্রবণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন।

এক স্থলে বহুসংখ্য লোক একত্র হইয়া পরস্পর কহিতেছিল, এই রাজকুমার আজ রাজার প্রসাদে রাজশ্রী লাভার্থ পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন। ইনি যখন শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখন আমাদের সকল মনোরথই পূর্ণ হইবে। ইনি যে এককালে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিতেছেন প্রজাবর্গের ইহাই পরম লাভ; ইঁহার রাজ্যকালে কাহাকেই কখন কোনরূপ অশুভ দর্শন করিতে হইবে না।

রাম সকলের মুখে স্বসংক্রান্ত এই সমস্ত কথা শ্রবণ এবং সূত মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিবাদ গ্রহণপূর্বক পিতৃভবনে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ সর্গ ॥ তিনি ক্রমশঃ রাজপথে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, পৌরদিগের অঙ্গনে দধি অক্ষত হবি লাজ ও ধূপ নিপতিত আছে। করী করিণী অশ্ব ও রথ রাজপথ আকুল করিয়া তুলিয়াছে। সর্বত্রই লোকারণ্য ও পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। নানাস্থানে ধ্বজ ও পতাকা শোভা পাইতেছে। কোথাও বা মুক্তা-

স্তবক ও স্ফটিক মণি রহিয়াছে। কোন স্থলে চন্দন ও উৎকৃষ্ট অগুরুর গন্ধ চতুর্দিক আমোদিত এবং পট্টবস্ত্রের বিচিত্র রচনা সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। ঐ রাজপথের পরিসর অতি বিস্তীর্ণ। উহার ইতস্ততঃ পুষ্পসকল বিকীর্ণ হইয়াছে। চতুর্দিকে নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রস্তুত। রাজকুমার রাম সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় এইরূপ সুসজ্জিত রাজপথ দর্শন এবং বহু লোকের আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার বন্ধুবর্গের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

তাঁহারা রামকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, যুবরাজ! অদ্য তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তোমার পূর্বপুরুষগণের প্রবর্তিত প্রণালী অবলম্বনপূর্বক আমাদিগকে প্রতিপালন কর। তোমার পিতা ও পিতামহগণ আমাদিগকে যেরূপ সুখে রাখিয়াছিলেন, তুমি রাজা হইলে আমরা তদপেক্ষা অধিকতর সুখে বাস করিতে পারিব। যদি আজ আমরা তোমাকে অভিষিক্ত ও পিতৃগৃহ হইতে নির্গত দেখিতে পাই, তাহা হইলে ঐহিক ও পারত্রিক কিছুই প্রার্থনা করি না। তোমার রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা আমাদিগের প্রিয়তর আর কিছুই নাই। রাম সুহৃদগণের মুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অবিকৃত মনে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি রাজমার্গে সকলের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেও কেহ তাঁহা হইতে মন ও চক্ষু আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিল না। ফলতঃ যে রামকে দর্শন না করে এবং রাম যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন সে ব্যক্তি সকলের নিন্দিত, সে আপনাকেও হেয় জ্ঞান করিয়া থাকে। ধর্মপরায়ণ রাম চাতুর্বর্ণ্যের মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকলকেই কৃপা করেন বলিয়া সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল।

অনন্তর তিনি চতুষ্পথ দেবালয় চৈত্য ও আয়তনসকল বামপার্শ্বে রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, রাজপ্রাসাদ জলদজালসদৃশ কৈলাসশিখরাকার ধবলবর্ণ বিমানের ন্যায় বিবিধ শৃঙ্গে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তিনি উজ্জ্বলবেশে সেই অমরাবতীপ্রতিম সর্বোত্তম প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া কার্মুকধারী পুরুষ-রক্ষিত তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইলেন। তৎপরে পাদচারে আর দুইটি অতিক্রম করিয়া অনুচরগণকে প্রতিগমনে অনুমতিপ্রদানপূর্বক অন্তঃপুরে চলিলেন। তৎকালে সকলে রাজকুমারকে পিতৃসন্নিধানে গমন করিতে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং মহাসমুদ্র যেমন চন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ তাঁহার বহির্গমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ সর্গ ॥ রাজা দশরথ শুষ্ক মুখে ও দীনভাবে দেবী কৈকেয়ীর সহিত পর্যঙ্কে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে রাম তাঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং বিনয়সহকারে অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পশ্চাৎ প্রসন্ন মনে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। তখন দশরথ রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, রাম! —নাম গ্রহণমাত্র তাঁহার নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি আর তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর রাজকুমার পাদস্পৃষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায়, নৃপতির এই অদৃষ্টপূর্ব অতি ভীষণ রূপ নিরীক্ষণপূর্বক মনে মনে যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন।

মহীপাল দশরথ শোকসন্তাপে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া ব্যথিত মনে ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তরঙ্গমালাসঙ্কুল ক্ষুভিত সাগরের ন্যায় রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত আকুল হইয়াছিল। ঋষি অনৃতভাষী হইলে যেরূপ নিষ্প্রভ হন, তিনি তৎকালে সেইরূপেই হইয়াছিলেন।

পিতৃবৎসল সুচতুর রাম তাঁহার এইরূপ অসম্ভাবিত শোক অকস্মাৎ কি প্রকারে উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, মহারাজ আজ কেন আমায় লইয়া হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন না। অন্য দিন আমাকে দেখিলে যদি কোন কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন, প্রসন্ন হন, কিন্তু আজ কেন এইরূপ দুঃখিত হইতেছেন। রাম এই চিন্তা করিয়া শোকাকুলিত মনে বিষণ্ণ বদনে কৈকেয়ীকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, অম্ব! আমি ভ্রমপ্রমাদে কি কোন অপরাধ করিয়াছি? বলুন, পিতা কেন আমার প্রতি কুপিত হইয়াছেন? এক্ষণে আমারই দোষ পরিহারের নিমিত্ত আপনি ইঁহাকে প্রসন্ন করুন। পিতা আমায় সর্বদা যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিয়া থাকেন, আজি কি নিমিত্ত আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না? কি কারণেই বা এইরূপ বিষণ্ণ মনে রহিয়াছেন? শরীরধারণে সকল সময় সুখ সুলভ হয় না; ইঁহার শারীরিক বা মানসিক কি কোন অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে? প্রিয়দর্শন কুমার ভরত এবং মহামতি শত্রুঘ্নের তো কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? আমার মাতৃগণ তো কুশলে আছেন? আমি মহারাজের অবাধ্য হইয়া রোষ ও অসন্তোষ উৎপাদনপূর্বক মুহূর্তকালও বাঁচিতে চাহি না। মনুষ্য যাঁহার প্রসাদে এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছে, কোন্ ব্যক্তি সেই প্রত্যক্ষ দেবতা পিতার প্রতিকূলাচরণ করিবে। মাতঃ! আপনি অভিমানে বা ক্রোধে পিতাকে কি কিছু কঠোর কথা কহিয়াছেন? তাহাতেই কি ইঁহার মন এইরূপ বিরূপ রহিয়াছে? যাহাই হউক, ইহার নিগূঢ় কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত আমার মন অস্থির হইয়াছে। বলুন, মহারাজের এইপ্রকার অদৃষ্টপূর্ব চিত্তবিকার কি নিমিত্ত উপস্থিত হইল?

তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বার্থ সাধনার্থ গর্বিতভাবে কহিলেন, রাম! রাজা ক্রোধাবিষ্ট হন নাই, ইঁহার বিপদও কিছুই দেখিতেছি না। ইনি মনে মনে কোন সংকল্প করিয়াছেন, তোমার ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তুমি ইঁহার অতিশয় প্রিয়, সুতরাং তোমায় কোনরূপ অপ্রিয় কহিতে ইঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইবেক না। কিন্তু মহারাজ যে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা তোমার অনিষ্টকর হইলেও তোমায় অবশ্যই পালন করিতে হইবে। ইনি অগ্রে আমাকে সম্মান ও বরদান করিয়া পশ্চাৎ নিতান্ত নীচের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। জল নির্গত হইয়াছে, আলিবন্ধনে যত্ন নিরর্থক। কিন্তু, রাম! মহারাজ ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। মহাত্মাদিগের সত্যই ধর্ম, বোধ হয় তুমি ইহা অবশ্যই জান। এক্ষণে সাবধান, রাজা যেন তোমার অনুরোধে আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া সেই সত্য পরিত্যাগ না করেন। এক্ষণে ইনি যাহা কহিবেন, তুমি তাহার ভাল-মন্দ কিছুই বিচার করিবে না, অমনিই শিরোধার্য করিয়া লইবে, যদি এইরূপ হয় তবে আমি সমুদয় বৃত্তান্তই তোমায় কহিতে পারি। অথবা মহারাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলিবেন না, ইঁহার নিদেশে আমি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিলাম, যদি তাহাতে সম্মত হও তাহা হইলে আমি সমুদয়ই ব্যক্ত করিব।

রাম কৈকেয়ীর মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ব্যথিত মনে নৃপতি-সন্নিধানে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না। আমি মহারাজের নিদেশে অগ্নিপ্রবেশ ও বিষপান করিতে পারি। ইনি পিতা, পরম-গুরু, বিশেষতঃ রাজা; ইঁহার নিয়োগে সাগরগর্ভেও নিমগ্ন হইতে পারি। অতএব ইনি যেরূপ সংকল্প করিয়াছেন বলুন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি অবশ্যই তাহা রক্ষা হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাম কখনই দুই প্রকার কথা কহিতে জানে না।

তখন অনার্যা কৈকেয়ী ঋজুস্বভাব সত্যবাদী রামকে নিষ্ঠুর বচনে কহিলেন, রাম! পূর্বে দেবাসুরসংগ্রামে মহারাজ বিপক্ষশরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন, তৎকালে কেবল আমিই ইঁহার প্রাণ রক্ষা করি। আমার এই পরিচর্যায় রাজা সবিশেষ প্রীত হইয়া আমাকে দুইটি বর দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ উভয় বরের মধ্যে এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, দ্বিতীয় বরে তোমার দণ্ডকারণ্য বাস প্রার্থনা করিয়াছি। রাম! যদি তুমি পিতার ও আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য রাখিতে চাও, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। তোমার পিতা আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইঁহার নিদেশের বশীভূত হওয়া তোমার কর্তব্য। অদ্যই রাজ্যাভিষেকের লোভ সংবরণপূর্বক মস্তকে জটাভার বহন ও বল্কল ধারণ করিয়া চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনচারী হও। মহারাজ তোমার নিমিত্ত যে অভিষেকের আয়োজন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভরতই অভিষিক্ত হইবেন। তিনি হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল রত্নবহুল বসুন্ধরাকে শাসন করিবেন। মহারাজ আমায় এইরূপ বর দান করিয়াছেন বলিয়া এক্ষণে শোকে শুষ্কমুখ হইয়া গিয়াছেন এবং এই কারণেই ইনি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছেন না। অতএব, রাম! তুমি মহারাজের এই বাক্য রক্ষা করিয়া ইঁহাকে উদ্ধার কর।

মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না। তৎকালে কেবল দশরথই ভাবী পুত্রবিয়োগদুঃখে যারপরনাই যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

একোনবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম কৈকেয়ীর এই করাল কালবাক্য শ্রবণ করিয়া অবিষণ্ণ মনে কহিলেন, অম্ব! আপনি যেরূপ অনুমতি করিলেন, তাহাই হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ জটাবল্কল ধারণপূর্বক এ স্থান হইতে বনপ্রস্থান করিব। কিন্তু এইটি জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে, মহীপাল পূর্ববৎ কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছেন না? দেবি! আপনার সমক্ষেই কহিতেছি, এই প্রশ্নে রুষ্ট হইবেন না, প্রসন্ন হউন, আমি এইটি জানিতে পারিলেই জটাবল্কল ধারণপূর্বক বনপ্রস্থান করিব। হিতকারী, গুরু, পিতা, কার্যজ্ঞ রাজা নিয়োগ করিলে এমন কি আছে, যাহা প্রিয়জ্ঞানে অশঙ্কিত মনে সাধন করিতে না পারি। কিন্তু মনের এই দুঃখে আমার অন্তর্দাহ হইতেছে যে, মহারাজ স্বয়ং কেন ভরতের অভিষেকের কথা উল্লেখ করিলেন না। দেবি! রাজাজ্ঞার অপেক্ষা কি, আপনার অনুমতি পাইলে ভ্রাতা ভরতকে নিজেই রাজ্যধনপ্রাণ ও প্রফুল্লমনে সীতা পর্যন্ত প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন ও আপনার হিতসাধন করিব। এক্ষণে মহারাজ অতিশয় লজ্জিত হইয়াছেন, আপনি ইঁহাকে সান্ত্বনা করুন। ইনি কি নিমিত্ত অধোদৃষ্টি করিয়া মন্দ মন্দ

অশ্রুপাত করিতেছেন? দূতেরা আজিই ইঁহার আদেশে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিতে যাক। আমি এখনই পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অবিচারিত মনে চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করি।

কৈকেয়ী রামের এইরূপ অধ্যবসায় দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বনগমন বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় না করিয়া কহিলেন, দূতেরা না হয় দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ভরতকে মাতুলকুল হইতে আনিবার নিমিত্ত যাত্রা করিবে; কিন্তু রাম! তোমায় এক্ষণে বনগমনে একান্ত উৎসুক দেখিতেছি, আমার মতে তোমার আর বিলম্ব করা বিধেয় হয় না, তুমি এখনই এ স্থান হইতে যাও। দেখ, মহারাজ লজ্জিত হইয়াছেন বলিয়া তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না। লজ্জা ভিন্ন ইঁহার এইরূপ মৌন থাকিবার অন্য কোন কারণই নাই। অতএব তুমি শীঘ্র বহির্গত হইয়া ইঁহার এই দীন দশা অপনীত কর। যতক্ষণ না তুমি এই পুরী হইতে বনবাসোদ্দেশে নির্গত হইতেছ, তদবধি তোমার পিতা স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না।

রাজা দশরথ স্বকর্ণে কৈকেয়ীর এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া হা ধিক, কি কষ্ট! এই বলিয়া এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক শোকভরে সেই হেমমণ্ডিত পর্যঙ্কে মূর্ছিত হইলেন। তখন রাম শশব্যস্তে তাঁহাকে উত্থাপনপূর্বক স্বয়ং কশাহত অশ্বের ন্যায় বনগমনে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং কৈকেয়ীর কঠোর বাক্যে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া এই পৃথিবীতে বাস করিতে চাহি না। আপনি আমাকে তত্ত্বদর্শীর ন্যায় বিশুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়ী বলিয়া জানিবেন। প্রাণান্ত করিয়াও যদি পূজনীয় পিতার হিতসাধন আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা করাই হইয়াছে, মনে করিবেন। পিতৃশুশ্রূষা ও পিতৃআজ্ঞা পালন অপেক্ষা জগতে মহৎ ধর্ম আর কিছুই নাই। এক্ষণে পিতার আদেশ না পাইলেও আপনার নিদেশেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্জন অরণ্যে গিয়া বাস করিব। দেবি! আপনি আমার অধীশ্বরী হইয়াও যখন এই বিষয়ের নিমিত্ত মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে, আমার কোন গুণই আপনার গোচর নাই। আমি আজিই জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্বক জানকীকে অনুনয় করিয়া দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব: এক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতৃশুশ্রূষা করেন, আপনি তদ্বিষয়ে যত্নবতী থাকিবেন। দেবি! পিতার সেবা করাই পুত্রের পরম ধর্ম।

দশরথ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক শোকে বাক্যস্ফূর্তি করিতে না পারিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুধীর রাম তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ এতক্ষণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তিনিও ক্রোধে একান্ত আকুল হইয়া বাষ্পপূর্ণ লোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রাম অভিষেকশালা প্রদক্ষিণপূর্বক তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়াই মৃদুমন্দ সঞ্চারে চলিলেন। তিনি সর্বজনকমনীয় ও প্রিয়দর্শন ছিলেন, সুতরাং চন্দ্রের যেমন হ্রাস, সেইরূপ রাজ্যনাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না। জীবন্মুক্ত যেমন সুখে দুঃখে একইভাবে থাকেন, তিনি তদ্রূপই রহিলেন; ফলতঃ ঐ সময় তাঁহার চিত্তবিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।

অনন্তর রাম মনে মনে দুঃখাবেগ সংবরণ এবং দুঃখের বাহ্য লক্ষণ সংহরণ-

পূর্বক উৎকৃষ্ট ছত্র চামর আত্মীয় স্বজন ও পৌরজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই অপ্রিয় সংবাদ দিবার আশয়ে জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং মধুর বাক্যে তত্রত্য সকলকেই সবিশেষ সমাদর করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তুল্যগুণাবলম্বী বিপুলপরাক্রম ভ্রাতা লক্ষ্মণও দুঃখ গোপনপূর্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ সময় দেবী কৌশল্যার অন্তঃপুরে অভিষেকমহোৎসব প্রসঙ্গে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই বিপদেও ধৈর্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না, সেইরূপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না। পাছে আমার বিচ্ছেদে জনক-জননী জীবন বিসর্জন করেন, তাঁহার অন্তরে কেবল এই আশংকাই উপস্থিত হইতে লাগিল।

বিংশ সর্গ ॥ ক্রমশঃ পুরীমধ্যে রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস-বার্তা প্রচারিত হইল। তখন রাজমহিষীরা প্রাণাধিক রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় গ্রহণার্থ আগমন করিতে দেখিয়া আর্তস্বরে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, হা! যে রাম পিতার নিয়োগ ব্যতিরেকেও আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন, আজ তিনিই বনে চলিলেন। যিনি জননীনির্বিশেষে জন্মাবধি আমাদিগকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন, যাঁহাকে কেহ কঠোর কথায় কিছু কহিলে কদাচ ক্রোধ করেন না, যিনি অন্যের ক্রোধজনক বাক্য মুখেও আনেন না, প্রত্যুত কেহ ক্রোধাবিষ্ট হইলে প্রসন্ন করিয়া থাকেন, আজ তিনিই বনে চলিলেন। দশরথের প্রিয় মহিষীরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অবিরলগলিত নেত্রজলে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল এবং সকলেই বারংবার রাজার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দশরথ অন্তঃপুরমধ্যে এই ঘোরতর আর্তরব শ্রবণপূর্বক পুত্রশোকে দেহ কুণ্ডলিত করিয়া আসনে অধোমুখে লীন হইয়া রহিলেন।

অনন্তর রাম মাতৃগণের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া বদ্ধ কুঞ্জরের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করত জননীর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। উহার দ্বারদেশে একটি বৃদ্ধ ও অন্যান্য অনেকেই উপবিষ্ট ছিল। তাহারা রামকে

দেখিবামাত্র সন্নিহিত হইয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ করিল। তৎপরে রাম প্রথম প্রকোষ্ঠ অতিক্রমপূর্বক দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাজার বহু মানপাত্র বহুসংখ্য বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় আবাল-বৃদ্ধাবনিতা সকলেই দ্বাররক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিল। তন্মধ্য হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোক রামকে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক সম্বর্ধনা করিয়া হৃষ্টমনে অগ্রে গৃহপ্রবেশপূর্বক কৌশল্যাকে তাঁহার আগমনবার্তা প্রদান করিল।

কৌশল্যা সংযমপূর্বক রজনী যাপন করিয়া প্রাতে পুত্রের হিতার্থ স্বয়ং বিষ্ণুপূজা করিয়াছেন। তৎপরে শুক্লবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান ও মঙ্গলাচার সমাপনপূর্বক পুলকিতমনে ঋত্বিকগণ দ্বারা হোম করাইতেছিলেন। গৃহমধ্যে দধি ঘৃত অক্ষত মোদক হবনীয় দ্রব্য লাজ শ্বেতমাল্য পায়স কৃশর সমিধ ও পূর্ণকুম্ভ রহিয়াছে। কৌশল্যা ব্রতপালন-ক্লেশে কৃশাঙ্গী হইয়া দৈবকার্য সাধনে ব্যতিব্যস্ত আছেন। ঐ সময় তিনি দেবতর্পণ করিতেছিলেন। এই অবসরে তাঁহার বহুদিনের বাসনার ধন আনন্দবর্ধন রাম উপস্থিত হইলে তিনি দৈবকার্য পরিত্যাগ করিয়া বালবৎসা বড়বার ন্যায় তাঁহার নিকটস্থ হইলেন।

অনন্তর রাম কৌশল্যার চরণে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পুত্রবাৎসল্যে প্রিয়বাক্যে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্মশীল বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের আয়ুঃ কীর্তি এবং কুলোচিত ধর্মলাভ কর। দেখ, মহারাজ কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি আজ নিশ্চয়ই তোমাকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিবেন। এই বলিয়া কৌশল্যা রামকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান-পূর্বক ভোজনে অনুরোধ করিলেন। তখন বিনীতস্বভাব রাম উপবিষ্ট না হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিবার উদ্দেশে মাতৃগৌরব রক্ষার্থ অবনতমুখে অঞ্জলি প্রসারণপূর্বক কহিলেন, জননি! আপনার জানকীর ও লক্ষ্মণের কোন দুঃখ-জনক ঘটনা উপস্থিত, বোধ হয় আপনি তাহা জানিতে পারেন নাই। আমি এখনই দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। আর আসনে আমার প্রয়োজন কি? এক্ষণে আমাকে ঋষিগণের বিষ্টরাসন ব্যবহার এবং তাঁহাদিগেরই ন্যায় আমিষ পরিত্যাগপূর্বক কন্দমূলফলে শরীর ধারণ করিয়া বনে বনে চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত করিতে হইবে। মহারাজ আজ আমায় তপস্বিবেশে অরণ্যে নির্বাসিত করিয়া ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতেছেন। অতএব আমি চতুর্দশ বৎসর বল্কল ধারণ ও বানপ্রস্থের ন্যায় আচরণ করিব।

কৌশল্যা এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কুঠারছিন্ন শালযষ্টির ন্যায় সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। যিনি কখনই দুঃখ সহ্য করেন নাই, রাম তাঁহাকে কদলীর ন্যায় ধরাসনে শয়ান ও মূর্ছিত দেখিয়া ব্যস্তসমস্তচিত্তে উত্থাপিত করিলেন এবং বড়বা যেমন ভারবহনপূর্বক শ্রমাপনোদনার্থ ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হয়, তাঁহাকে সেইরূপ লুণ্ঠিত ও ধূলি-ধূসরিত দেখিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাঁহার সর্বাঙ্গ মুছাইতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা এই অপ্রিয় সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে রামকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! কেবল ক্লেশের নিমিত্ত যদি না তোমায় উদরে ধরিতাম, তাহা হইলে লোকে নয় আমাকে বন্ধ্যা বলিত, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দুঃখ আর আমায় সহ্য করিতে হইত না। 'আমি

নিঃসন্তান', বন্ধ্যার কেবল এই একটিমাত্রই দুঃখ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। রাম! স্বামী অনুরক্ত হইলে স্ত্রীলোকের যে সুখ-সৌভাগ্য লাভ হয়, ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; একটি পুত্র হইলে সব দুঃখই দূর হইবে. এই আশ্বাসেই এতকাল প্রাণ ধারণ করিয়াছিলাম। আমি রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী, অতঃপর আমায় কনিষ্ঠাদিগের হৃদয়বিদারক অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হইবে। বৎস! সপত্নীগণের বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কষ্টকর আর কি আছে। আমার যেমন দুঃখশোকের সীমা নাই. এরূপ আর কাহারই দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি থাকিতেই যখন সপত্নীরা আমার এইরূপ দুর্দশা করিল, তখন তুমি নির্বাসিত হইলে যে কি হইবে বলিতে পারি না; হায়! পতি প্রতিকূল বলিয়া কৈকেয়ীর কিঙ্করীসকল কতই অবমাননা করিয়াছে; আমি উহাদের সমান বা উহাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া আছি। যাহারা আমার অনুগত হয়, আমার সেবাশুশ্রূষা করে, তাহারা কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে আসিতে দেখিলে ভয়ে আর আমায় সম্ভাষণ করে না। বৎস! কৈকেয়ী সর্বদাই ক্রোধভরে রহিয়াছে, তোমাকে বনে বিসর্জন দিয়া বল কিরূপে ঐ কর্কশভাষিণীর মুখ দর্শন করিব। উপনয়নের পর তোমার বয়স সপ্তদশ বৎসর হইয়াছে, এতদিন কেবল দুঃখাবসানের আশাতেই অতিবাহিত হইয়া গেল; এখন আমি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি, চিরদিনের নিমিত্ত তোমার এই অক্ষয় বনবাসদুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না এবং সপত্নীদিগের অত্যাচারও আর আমায় সহিবে না। তোমার এই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর আনন সন্দর্শন না করিয়া বল কিরূপে দীনভাবে কালাতিপাত করিব। হা! অতঃপর সকলে এই বলিয়া আক্ষেপ করিবে যে. কৌশল্যার জীবন কেবল ক্লেশে ক্লেশেই গিয়াছে। আমি অতি মন্দভাগিনী. কত কষ্ট, কত উপবাস করিয়া তোমায় বাড়াইলাম. দুরদৃষ্টক্রমে সমুদয় পণ্ড হইয়া গেল। বর্ষাসলিলে নদীকূলের ন্যায় আমার হৃদয় যখন এই দুঃখেও বিদীর্ণ হইল না. তখন বোধ হইতেছে ইহা নিতান্তই কঠিন। এই হতভাগিনীর মৃত্যু নাই—যমালয়েও স্থল নাই। মৃগরাজ সিংহ যেমন সহসা সজলনয়না কুরঙ্গীকে লইয়া যায়, কৃতান্ত আজ কেন আমায় সেইরূপ লইলেন না। এখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার এই হৃদয় লৌহময়! তোমার মুখে এই দুঃখের কথা যেমন শুনিলাম দণ্ডবৎ অমনিই ভূতলে পড়িলাম. কিন্তু ইহা বিদীর্ণ হইল না. এই দুঃখভারশ্রান্ত দেহও শতধা চূর্ণ হইয়া গেল না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, অসময়ে মৃত্যু সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে। যদি হইত, তবে তোমা বিনা আজিই তাহা দেখিতে পাইতাম। বাছা! তোমারে বনবাস দিয়া আমার এই জীবনে প্রয়োজন কি? ধেনু যেমন বৎসের অনুসরণ করে, সেইরূপ স্নেহের প্রেরণায় আজ অরণ্যে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। হা! আমি পুত্রের নিমিত্ত এত যে তপ-জপ করিয়াছি, ঊষর-ক্ষেত্র-নিপতিত বীজের ন্যায় সমুদয়ই নিষ্ফল হইয়া গেল।

দেবী কৌশল্যা রামকে সত্যপাশে বদ্ধ দেখিয়া এবং তাঁহার বিয়োগে সপত্নীকৃত দুঃখপরম্পরা পর্যালোচনা করিয়া পাশ-সংযত পুত্র-দর্শনে কিন্নরীর ন্যায় শোকাবেগে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

একবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দীন লক্ষ্মণ রামজননী কৌশল্যাকে এইরূপ

শোকাকুল দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্যে! এই রঘুপ্রবীর রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া যে বনপ্রস্থান করিবেন, ইহা সুসংগত হইতেছে না। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতির বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। তিনি বিষয়াসক্ত কামার্ত ও স্ত্রৈণ, সুতরাং স্ত্রীলোকের মন্ত্রণায় তিনি কি না বলিবেন। আর্য রাম নির্বাসিত হইবেন, এমন কি অপরাধ করিয়াছেন; পরোক্ষেও ইঁহার দোষকীর্তনে সাহস করিতে পারে, অপরাধী শত্রুর মধ্যেও আমি অদ্যাবধি এমন কাহাকেই দেখি না। ইনি দেবপ্রভাব সরল-স্বভাব ও নির্লোভ। শত্রুর প্রতিও ইঁহার অসাধারণ স্নেহ। এক্ষণে ধর্মের মুখাপেক্ষা করিয়া কোন্ ব্যক্তি অকারণে এইরূপ গুণবান্ পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে। মহারাজ পুনরায় বালকের ন্যায় নিতান্ত অবিবেচক হইয়াছেন, কোন্ পুত্রই বা পূর্ব-নৃপতি-চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইবে। আর্য! আপনার এই নির্বাসন-সংবাদ প্রচার না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করুন। আমি যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শরাসন ধারণপূর্বক আপনার পার্শ্ব রক্ষা করিব, তখন কাহার সাধ্য যে, অভিষেকের বিঘ্ন সম্পাদন করিবে। যদি বিঘ্নের কোন সূচনা দেখি, নিশ্চয়ই কহিতেছি, সুতীক্ষ্ন শরে অযোধ্যানগরী নির্মনুষ্য করিব। যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষ, যে তাহার হিতাভিলাষ করিয়া থাকে, আমি আজ তাহাদের সকলকেই বিনষ্ট করিব। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, মৃদুতাই পরাভবের কারণ হইয়া থাকে। আর্য! অধিক আর কি কহিব, পিতা কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারই উৎসাহে যদি আমাদিগের বিপক্ষতা করেন, তবে তাঁহাকেও সংহার করিতে হইবে। গুরু যদি কার্যাকার্য-বিচার-শূন্য ও গর্বিত হন, তাঁহাকে শাসন করা ধর্মসংগত। দেখুন, জ্যেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন রাজ্য আপনারই প্রাপ্য, সুতরাং মহারাজ কোন্ বলে এবং কোন্ যুক্তিতেই বা কৈকেয়ীকে তাহা দিবার অভিলাষ করিয়াছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, আপনার ও আমার সহিত শত্রুতা করিয়া অদ্য কেহই ভরতকে রাজ্যপ্রদান করিতে পারিবে না।

দেবি! আমি যথার্থতই হৃদয়ের সহিত রামকে প্রীতি করিয়া থাকি। এক্ষণে সত্য, শরাসন ও প্রিয় বস্তুব উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, যদি রাম হুতাশন বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি ইঁহার অগ্রেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইব। দিবাকর যেমন অন্ধকার নষ্ট করেন, সেইরূপ আমি স্ববীর্যপ্রভাবে আপনার দুঃখ দূর করিব। এক্ষণে আপনি ও আর্য রাম—আপনারা উভয়েই আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করুন। আমি কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত, বৃদ্ধ হইয়াও বালস্বভাবাপন্ন পিতাকে এখনই বিনাশ করিব।

দেবী কৌশল্যা মহাবীর লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিত মনে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, বৎস! লক্ষ্মণ যাহা কহিলেন, তুমি ত তাহা শ্রবণ করিলে? এক্ষণে যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তবে ইঁহারই মতানুবর্তী হও। তুমি আমার সপত্নী কৈকেয়ীর অধর্মজনক বাক্যে শোকবিহ্বলা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। যদি তোমার ধর্মানুষ্ঠানের বাসনা হইয়া থাকে, গৃহে অবস্থান করিয়াই আমার সেবা কর তাহাতেই তোমার ধর্ম সঞ্চয় হইতে পারিবে। দেখ, মহর্ষি কাশ্যপ নিয়তকাল গৃহে থাকিয়াই মাতৃসেবা করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যবলেই স্বর্গলাভ করেন। গুরুত্ব

নিবন্ধন মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার পূজনীয়, এই কারণে আমি তোমায় বনগমন করিতে দিব না। বৎস! তোমাকে বিদায় দিয়া আমার জীবন ও সুখেই বা প্রয়োজন কি, তোমায় লইয়া তৃণভক্ষণপূর্বক কালাতিপাত করাও আমার শ্রেয়। তুমি আমাকে শোকাকুল দেখিয়াও যদি পরিত্যাগ করিয়া বনে যাও, তাহা হইলে আমি অনশনে দেহপাত করিব। আমি আত্মঘাতিনী হইলে সমুদ্র যেমন ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও এই অধর্মে নরকস্থ হইবে।

রাম জননীকে দীনভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া ধর্মসংগত বাক্যে কহিলেন, মাতঃ! আমি পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না; আপনার চরণে ধরি, বনগমনে আমায় অনুজ্ঞা করুন। দেখুন, বনবাসী মহর্ষি কণ্ডু অধর্ম জানিয়াও পিতৃআজ্ঞায় ধেনু নষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্বে আমাদিগেরই বংশে মহারাজ সগরের আদেশে তাঁহার ষষ্টি সহস্র পুত্র ভূমি খননে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হন। জমদগ্নিনন্দন মহাবীর রামও পিতৃ-নিয়োগ লাভ করিয়া অরণ্যে কুঠার দ্বারা জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। দেবি! এই সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মা এবং অন্যান্য অনেকেই পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন, অতএব যাহাতে পিতার মঙ্গল হয়, আমি তাহাই করিব। দেখুন, কেবল আমিই যে পিতার আজ্ঞানুবর্তী হইতেছি তাহা নহে, যে-সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মার নামোল্লেখ করিলাম ইঁহারা অগ্রেই ইহার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পূর্বে যাহার অনুষ্ঠান না হইয়াছে, আমি এইরূপ ধর্মে আপনাকে প্রবর্তিত করিতেছি না। পূর্বতন মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত ও অনুসৃত পথই আমার স্পৃহণীয়। জননি! পিতৃআজ্ঞা পালন মনুষ্যের একটি কর্তব্য কর্ম, এইজন্যই আমি এই বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছি। আপনি কিছুতেই ইহা অধর্ম বিবেচনা করিবেন না। দেখুন, পিতার আজ্ঞানুবর্তী হইলে কোনকালে কাহারই ধর্মহানি হয় না।

মহাবীর রাম জননী কৌশল্যাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি যে আমাকে স্নেহ করিয়া থাক, আমি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি এবং তোমার বল বীর্য ও দুর্বিষহ তেজও সম্যক্ জানিয়াছি। এক্ষণে জননী আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া আমার বনগমন-বার্তায় যারপরনাই কাতর হইতেছেন। দেখ, লোকে ধর্মকেই উৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে, এবং ধর্মেই সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। পিতা আমাকে যে বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন, তাহা ধর্মসংক্রান্ত। যে ব্যক্তি ধার্মিক, পিতামাতা বা ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া রক্ষা না করা তাঁহার নিতান্ত অকর্তব্য। সুতরাং আমি যখন পিতার নির্দেশ ও দেবী কৈকেয়ীর আদেশ পাইয়াছি, তখন বনগমনে কোনমতে ক্ষান্ত হইতে পারি না। এই কারণে কহিতেছি, তুমি নিতান্ত গর্হিত ক্ষত্রিয় ধর্মানুরূপ বুদ্ধি এখনই পরিত্যাগ কর। যে ধর্ম অতি কঠোর, তাহা আশ্রয় করিও না। এক্ষণে আমারই মতানুবর্তী হও।

রাম ভ্রাতৃস্নেহে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি বনে যাইব আপনি অনুমতি প্রদান করুন। আমার দিব্য, আপনি আমার এই শ্রেয়ের বিঘ্নাচরণ করিবেন না। রাজর্ষি যযাতি যেমন ভূমি হইতে স্বর্গে আগমন করেন, সেইরূপ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিব। শোক করিবেন না, মনের দুঃখ মনেই সংবরণ

করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পিতার আদেশ পালন করিয়া বনবাস হইতে পুনর্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিব। দেখুন, আপনি, আমি, জানকী, লক্ষ্মণ ও সুমিত্রা আমরা এই কয়েকজন, পিতা যাহা বলিবেন তাহাই করিব, ইহাই যথার্থ ধর্ম। এক্ষণে দুঃখ শোক পরিত্যাগ করুন এবং অভিষেক ব্যাপারে ক্ষান্ত হইয়া আমারই এই ধর্মবুদ্ধির অনুসারিণী হউন।

রাম অবিকৃত মনে বিনীত বচনে এইরূপ যুক্তিসংগত বাক্য প্রয়োগ করিলে দেবী কৌশল্যা মূর্ছিতের ন্যায় যেন পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং নির্নিমেষ লোচনে রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে অতি যত্নে ও স্নেহে লালন-পালন করিয়া থাকি, সুতরাং মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার গুরু। বল, তুমি কি বলিয়া এক্ষণে এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগপূর্বক বনে যাইবে। রাম! তোরে বিদায় দিয়া পৃথিবীতে বাঁচিবার ফল কি, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেই প্রয়োজন কি, দেবপূজা ও তত্ত্বজ্ঞানেই বা আর কি হইবে, যদি সংসারের সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তোরে মুহূর্তেকের নিমিত্তও দেখিতে পাই, তাহাও ভাল।

তখন অন্ধকারপ্রবিষ্ট হস্তী যেমন উল্কাদণ্ডস্পৃষ্ট হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ রাম জননী কৌশল্যার এই প্রকার করুণ বাক্যে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। সম্মুখে মাতা শোকে বিচেতনপ্রায়, ভ্রাতা লক্ষ্মণও দুঃখে একান্ত আর্ত ও সন্তপ্ত, তদ্দর্শনে রাম আপনার ধর্মবুদ্ধিরই অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমার উপর তোমার যে ঐকান্তিক ভক্তি আছে, আমি তাহা জ্ঞাত আছি এবং তোমার পরাক্রম যে অসাধারণ তাহাও জানি; কিন্তু আমি তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া জননীর সহিত আমাকে আর দুঃখিত করিও না। এই জীবলোকে পূর্বকৃত ধর্মের ফলোৎপত্তিকাল উপস্থিত হইলে ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং যে কার্যে ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হৃদয়হারিণী একান্ত বশ্যা পুত্রবতী ভার্যার ন্যায় অবশ্যই স্পৃহণীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে ধর্মাদি কিছুরই সমাবেশ দৃষ্ট হয় না, তাহার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর নহে। যাহাতে ধর্ম সংগ্রহ হয়, তাহাই করিবে। যে ব্যক্তি উপেক্ষা-দোষে ধর্ম নষ্ট করিয়া স্বার্থপর হয়, সে লোকের দ্বেষভাজন হইয়া থাকে। আর ধর্মবিরহিত কামও কোনরূপে প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। দেখ, আমাদিগের বৃদ্ধ পিতা ধনুর্বেদ প্রভৃতিতে আমাদিগকে সম্যক্ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি কাম ক্রোধ অথবা হর্ষবশতই হউক, যেরূপ আজ্ঞা দিবেন; ধর্মবোধে কে তাহার অনুষ্ঠান না করিবে? এই কারণে পিতা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আমি সমর্থ হইতেছি না। মহারাজ আমাদিগের পিতা, আমাদিগের উপর তাঁহার সর্বাঙ্গীণ প্রভুতা আছে। বিশেষতঃ দেবীর তিনি ভর্তা, তিনিই গতি ও তিনিই ধর্ম। অধিক আর কি কহিব, তিনি জীবিত আছেন, বিশেষতঃ পুত্র পরিত্যাগ করিয়াও ধর্মরক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছেন, এইরূপ অবস্থায় তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দেবীও অন্য অনাথা স্ত্রীলোকের ন্যায় আমার সহিত এই স্থান হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারেন। অতএব ইনি বনগমন বিষয়ে আমায় আদেশ করুন, আমি ব্রতকাল পূর্ণ করিয়া যাহাতে প্রত্যাগমন করিতে পারি, আমায় এইরূপ আশীর্বাদ করুন। দেবি! আমি রাজ্যলোভে মহাফলজনক যশে

কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবন কাহারই চিরস্থায়ী নহে, সুতরাং অধর্মানুসারে অদ্য এই তুচ্ছ পৃথিবীকে হস্তগত করিতে আমার কিছুতেই স্পৃহা হইবে না।

মনুজপ্রধান রাম অক্ষুব্ধচিত্তে দণ্ডকারণ্য প্রস্থান করিবার নিমিত্ত বীর লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রসন্ন করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার ইচ্ছা করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ রামের এইরূপ রাজ্যনাশ ও বনবাস আলোচনা করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। রামের দুর্দশা তাঁহার কোনমতেই সহ্য হইল না; নেত্রযুগল ক্রোধে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তখন সুধীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হস্তীর ন্যায় প্রিয়মিত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে সম্মুখীন করিয়া অবিকৃতমনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এক্ষণে ক্রোধ শোক এবং এই অবমাননাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিও না। আমার নিমিত্ত যে অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে, ধৈর্য ও হর্ষের সহিত তাহা বিদূরিত কর এবং এই বনগমনরূপ অবিনশ্বর যশের সাহায্যে প্রবৃত্ত হও। আমার অভিষেকের দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তুমি যেরূপ যত্ন স্বীকার করিয়াছিলে, অভিষেক-নিবৃত্তির নিমিত্তও সেইরূপ যত্ন কর। রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া যাঁহার সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগের সেই মাতা কৈকেয়ীর যাহাতে শঙ্কা দূর হয়, তুমি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হও। তাঁহার অন্তরে যে অনিষ্ট-আশঙ্কা-মূলক দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে, আমি মুহূর্তকালের নিমিত্তও তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতই হউক, পিতামাতার নিকট যে সামান্যমাত্র অপরাধ করিয়াছি, ইহা কদাচই আমার স্মরণ হয় না। আমার পিতা সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি পরলোকভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ভয় দূর হউক। অভিষেকের অভিলাষে ক্ষান্ত না হইলে পিতা আপনার কথা রক্ষা হইল না দেখিয়া যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ পাইবেন, তাঁহার দুঃখ আমাকেও মর্মবেদনা দিবে; এই কারণে আমি রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করিয়া এখনই এই পুরী হইতে নির্গত হইবার ইচ্ছা করি। আমি নির্গত হইলে আজ কৈকেয়ী কৃতকার্য হইয়া নিষ্কণ্টকে আপনার পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটাবল্কল ধারণপূর্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলে তিনি মনের সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। যিনি কৈকেয়ীকে এই বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন তিনিই আবার এই বুদ্ধির অনুযায়ী কার্যসাধনে তাঁহাকে অটল রাখিয়াছেন; সুতরাং আমি দেবীর মনঃক্ষোভ জন্মাইতে কোনমতেই পারিব না, এখনই বনবাসোদ্দেশে প্রস্থান করিব। লক্ষ্মণ! প্রাপ্ত রাজ্যের পুনঃপ্রত্যাহরণ ও আমার নির্বাসন এই দুই বিষয়ে দৈবই কারণ সন্দেহ নাই। আমার প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে, দৈবই ইহার নিদান, তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমায় দুঃখ দিবার নিমিত্ত কখনই এইরূপ অধ্যবসায় করিতেন না। ভাই! তুমি ত জানই যে, আমি কোনকালে মাতৃগণের মধ্যে

কাহাকেই ইতরবিশেষ করি নাই, আর কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে কখন ভিন্নভাবে দেখেন নাই; সুতরাং তিনি অতি কঠোর বাক্যে যে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দৈব ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখি না। দেবী কৈকেয়ী সংস্বভাবা ও গুণবতী হইয়া ভর্তৃসমক্ষে সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় যে আমায় ক্লেশকর বাক্য প্রয়োগ করিবেন, দৈব ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণই দেখি না। যাহা অচিন্তনীয় তাহাই দৈব; জীবগণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাদি দেবতারাও এই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। এই দৈবপ্রভাবেই কৈকেয়ীর ভাব-বৈপরীত্য ও আমার রাজ্যনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বৎস! কর্মফল ব্যতীত যাহার জ্ঞেয় আর কিছুই নাই, সেই দৈবের সহিত কোন্ ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইবে। সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ ক্ষতি লাভ বন্ধন ও মুক্তি, এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে দুজ্ঞেয় কারণ এমন যাহা কিছু ঘটিতেছে, তৎসমুদয়ের মূলই দৈব। দেখ, উগ্রতপা তাপসেরা দৈববশতই কঠোর নিয়মসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকেন। এই জীবলোকে আরব্ধ কার্য প্রতিহত করিয়া অকস্মাৎ যে কোন অসঙ্কল্পিত বিষয় প্রবর্তিত হয়, তাহা দৈবের বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

লক্ষ্মণ! এক্ষণে যদিও অভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিতেছে, কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আপনাকে প্রবোধিত করিতে পারিলে তোমার আর কিছুমাত্র পরিতাপ উপস্থিত হইবে না। তুমি এই উপদেশবলে দুঃখ সংবরণ করিয়া আমার মতানুবর্তী হও এবং অভিষেকের আয়োজনে শীঘ্র সকলকে নিরস্ত কর। আমার অভিষেক সাধনার্থ যে-সকল জলপূর্ণ কলস স্থাপিত রহিয়াছে এক্ষণে ঐ সমস্ত দ্বারা আমার তাপস-ব্রতের স্নানক্রিয়া সমাহিত হইবে। অথবা অভিষেক সংক্রান্ত এই সমুদয় দ্রব্যে দৃষ্টিপাত করিবার আর আবশ্যকতা নাই, আমি স্বহস্তেই কূপ হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া বনবাস-ব্রতে দীক্ষিত হইব। ভাই! রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগত হইল না বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না, রাজ্য ও বন এই উভয়ের মধ্যে বনই প্রশস্ত। দৈবের প্রভাব যে কিরূপ তুমি তো তাহা জ্ঞাত হইলে; সুতরাং এই রাজ্যনাশ বিষয়ে দৈবোপহত পিতা ও কনিষ্ঠা মাতার দোষাশঙ্কা করা আর তোমার কর্তব্য হইতেছে না।

ত্রয়োবিংশ সর্গ॥ রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনতমুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাটপট্টে ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতি ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানাপ্রকারে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ-পূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য! ধর্মদোষ পরিহার এবং স্বদৃষ্টান্তে লোক-দিগকে মর্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বনগমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আপনার যদি আবেগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে ভবাদৃশ ব্যক্তির মুখ হইতে কি এইরূপ বাক্য নির্গত হওয়া সম্ভব? আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত

একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন? মহারাজ অতি পাপাত্মা, রাজমহিষী কৈকেয়ী অতি পাপীয়সী, ইঁহাদিগের পাপস্বভাবে আপনার কেন বিশ্বাস জন্মিতেছে না? ধর্মাত্মন্! আপনি কি বিদিত নহেন যে, এই জীবলোকে অনেকেই কেবল ধর্মের ভান করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে? দেখুন, মহারাজ ও কৈকেয়ী স্বার্থের অনুরোধে ভবাদৃশ সচ্চরিত্র পুত্রকে শঠতাপূর্বক পরিত্যাগ করিতেছেন। শঠতা দ্বারা আপনাকে বঞ্চিত করা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় না হইলে, তাঁহারা রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করিয়া কদাচই তাহার বিঘ্নাচরণ করিতেন না। আর যদি বরপ্রসঙ্গ সত্য হইত, অভিষেক আরম্ভের পূর্বেই কেন তাহার সূচনা না হইল? যাহাই হউক জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক নিতান্ত গর্হিত, মহারাজ তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছেন। হে বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও, আপনি যে-ধর্মের মর্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সেই ধর্মকেই দ্বেষ করি। আপনি কর্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বরদানছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ: ফলতঃ আপনার এই ধর্মবুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। আপনি অকারণে রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া যে অরণ্যে প্রস্থান করিবেন, ইহাতে ইতরসাধারণ সকলেই আপনার অযশ ঘোষণা করিবে। মহারাজ ও কৈকেয়ী কেবল নামমাত্রে পিতা-মাতা, বস্তুতঃ তাঁহারা পরম শত্রু, যাহাতে আমাদিগের অনিষ্ট হয়, প্রতিনিয়ত তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন; আপনি ব্যতিরেকে মনে মনেও তাঁহাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে কেহই সম্মত নহে। তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করিলেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নিবীর্য, সেই-ই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বলবিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে দৈবকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃংখল দুর্দান্ত মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ তাহাদিগকেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্বিষহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের

কারণ হইবে, তদ্রূপ দৈববল কদাচই সুখের নিমিত্ত হইবেক না। আর্য! আপনি সহস্র বৎসর অন্তে বন-প্রবেশ করিলে, আপনার পুত্রেরাই রাজসিংহাসন অধিকার করিবে। পুত্র অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ হইলে তাহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণপূর্বক পূর্ব রাজর্ষিগণের দৃষ্টান্তানুসারে বন-প্রস্থান করাই শ্রেয়।

মহারাজ চপলতাদোষে প্রতিকূল হইলে পাছে রাজ্য হস্তান্তর হয়, এই আশঙ্কায় রাজসিংহাসন গ্রহণে আপনি অসম্মত হইবেন না। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্নবান হইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোন প্রকার বিরোধাচরণ করেন, আমি একাকীই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য! আমার যে এই ভুজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কী শরীরের সৌন্দর্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গে কি কাষ্ঠবন্ধন, এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়?—মনেও করিবেন না; এই চারিটি পদার্থ শত্রুবিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্রই কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন না, বিদ্যুতের ন্যায় ভাস্বর তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শুণ্ড অশ্বের ঊরুদেশ এবং পদাতির মস্তক আমার খড়্গে চূর্ণ হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিত-লিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দামশোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে। আমি যখন গোধাচর্মনির্মিত অঙ্গুলিত্রাণ ও শরাসন ধারণ করিয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইব, তখন পুরুষের মধ্যে এমন কে আছে যে বীরদর্পে জয়ী হইতে পারিবে। আমি বহুসংখ্য শরে এক ব্যক্তিকে এবং একমাত্র শরে বহু ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যের মর্মদেশ অনবরত বিদ্ধ করিব। অদ্য মহারাজের প্রভুত্বনাশ এবং আপনার প্রভুত্ব সংস্থাপন—এই উভয় কারণে আমার অস্ত্রপ্রভাব প্রদর্শিত হইবে। যে হস্ত চন্দনলেপন, অঙ্গদধারণ, ধনদান ও সুহৃদ্‌বর্গের প্রতিপালনের সম্যক্ উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনকার অভিষেক-বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহৃদ্‌গণ হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার চিরকিঙ্কর; আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

রঘুবংশাবতংস রাম লক্ষ্মণের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণপূর্বক বারংবার তাঁহাকে সান্ত্বনা ও তাঁহার অশ্রুজল মার্জনা করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিব, সর্বাবয়বে ইহাই সৎ পথ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

চতুর্বিংশ সর্গ॥ অনন্তর দেবী কৌশল্যা ধার্মিক রামকে পিতৃআজ্ঞা পালনে একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় দেখিয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা!

যিনি আমার গর্ভে মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাকে কখনই দুঃখের মুখ দর্শন করিতে হয় নাই, সেই প্রিয়ংবদ রাম কি প্রকারে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করিবেন। যাঁহার ভৃত্যেরা সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, তিনি অরণ্যে কিরূপে ফলমূল আহার করিবেন। রাজার প্রিয় পুত্র গুণবান রাম নির্বাসিত হইতেছেন এই বাক্যে কে বিশ্বাস করিবে, বিশ্বাস করিলেও কাহার না অন্তরে ভয় উপস্থিত হইবে। যখন হৃদয়রঞ্জন রামের বনবাস ঘটনা হইল, তখন সকলের নিয়ন্তা দৈবই যে সর্বাপেক্ষা প্রবল, তাহা নিঃসংশয়েই বোধ হইতেছে। বৎস! গ্রীষ্মকালে হুতাশন যেমন তৃণলতাসকল দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই শোকানল আমার হৃদয় ভেদ করিয়া উত্থিত হইবে, তোমার অদর্শন রূপ বায়ু উহাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে; দুঃখ উহার কাষ্ঠ, চক্ষের জল আহুতি এবং চিন্তাজনিত বাষ্প ধূমস্বরূপ হইবে। বৎস! এক্ষণে তুমি যথায় যাইবে, বৎসানুসারিণী ধেনুর ন্যায় আমি তোমার সর্মাভিব্যাহারিণী হইব।

পুরুষপ্রধান রাম শোকাতুরা জননীর এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! কৈকেয়ী বঞ্চনা করিয়া মহারাজকে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত করিয়াছেন; এক্ষণে আমি ত বনে চলিলাম, আবার আপনিও যদি আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জন করিবেন। স্ত্রীলোকের স্বামী পরিত্যাগ অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কিছুই নাই. সেই জঘন্য বিষয় আপনি মনেও স্থান দিবেন না। জগতের পতি পিতা যতদিন জীবিত থাকিবেন, আপনি কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করুন, ইহাই আপনার ধর্ম।

শুভদর্শনা কৌশল্যা রামের এই কথা শুনিয়া প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! স্বামীর শুশ্রূষা করা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্তব্য সন্দেহ নাই। জননী স্বামী-সেবায অনুমোদন করিলে ধর্মপরায়ণ রাম পুনর্বার কহিলেন, মাতঃ! মহারাজ আপনার ভর্তা এবং আমার পরম গুরু পিতা, বিশেষতঃ তিনি সকলের অধীশ্বর ও প্রভু, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা আমাদের উভয়েরই কর্তব্য। নিশ্চয়ই কহিতেছি আমি এই চতুর্দশ বৎসরকাল অরণ্য পর্যটনপূর্বক প্রত্যাগমন করিয়া প্রীতমনে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিব।

তখন পুত্রবৎসলা কৌশল্যা দুঃখিত মনে বাষ্পপূর্ণ লোচনে কহিলেন. বৎস! আমি তোমাকে বিদায় দিয়া এই সপত্নীদিগের মধ্যে কোনমতেই তিষ্ঠিতে পারিব না। যদি পিতার নিমিত্ত বনবাসই স্থির করিয়া থাক. তবে আমাকেও বন্যমৃগীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া যাও। এই বলিয়া কৌশল্যা করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে রাম স্বয়ং কাতর না হইয়া কহিলেন, জননি! স্ত্রীলোক যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন ভর্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু; সুতরাং, মহারাজ আপনার ও আমার উপর যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। তিনি সত্ত্বে নির্মস্তকের ন্যায় জ্ঞান করা আমাদিগের কর্তব্য নহে। ভরত অতি প্রিয়বাদী ও ধর্মনিষ্ঠ. তিনি সর্বতোভাবেই আপনার মনোরঞ্জন করিবেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে সাবধান, আমি নিষ্ক্রান্ত হইলে মহারাজ আমার শোকে যেন ক্লান্তি অনুভব না করেন। আমার বিয়োগ-দুঃখ তাঁহার পক্ষে অতি দারুণ হইয়া উঠিবে, দেখিবেন, যেন অতঃপর তাঁহার প্রাণান্তকর কিছুই উপস্থিত না হয়। মাতঃ! কায়মনে সেই বৃদ্ধ রাজার হিতসাধন করা আপনার বিধেয়। যে

নারী ব্রতোপবাসশীল হইয়া ভর্তৃসেবা না করে, তাহার অধোগতি লাভ হয়; ভর্তৃসেবা করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেবতাকে পূজা ও নমস্কার করিতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার ভর্তৃসেবা করাই শ্রেয়। দেবি! বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এইরূপই ধর্ম নির্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আপনি স্বামিসেবায় মনোনিবেশ করিয়া আহার সংযমপূর্বক আমারই শুভোদ্দেশে অগ্নিকার্যে দেবগণের অর্চনা এবং ব্রতশীল বিপ্রবর্গের পূজা করিবেন। এইভাবে কিছুদিন আমার আগমন প্রতীক্ষায় ক্ষেপণ করুন। যদি মহারাজ জীবিত থাকেন, আমি প্রত্যাগমন করিলে ইহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

দেবী কৌশল্যা রামের এইরূপ প্রবোধজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে সজলনয়নে কহিলেন, রাম! তুমি বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ, তোমাকে ক্ষান্ত করা আর আমার সাধ্য নহে। বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী বিয়োগকাল অতিক্রম করা নিতান্তই সুকঠিন। যাহাই হউক, তুমি এক্ষণে একাগ্রমনে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি প্রত্যাগমন করিলে আমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইবে। তুমি এই চতুর্দশ বৎসর ব্রতপালনপূর্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলে আমি পরমসুখে নিদ্রা যাইব। বৎস! আমার অনুরোধ না রাখিয়া অচিন্তনীয় দৈবই তোমায় অরণ্যবাসে প্রেরণ করিতেছেন। এক্ষণে প্রস্থান কর, নির্বিঘ্নে আসিয়া হৃদয়হারী সান্ত্বনায় আমাকে আনন্দিত করিও। বাছা! ভাগ্যে কি সেই দিন উপস্থিত হইবে, যে-দিনে দেখিব তুমি জটাবল্কলধারণপূর্বক বন হইতে আগমন করিলে? এই বলিয়া কৌশল্যা সাদরমনে রামকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর কৌশল্যা শোক সম্বরণপূর্বক পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া রামের নিমিত্ত নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিও। তুমি প্রীতিভরে নিয়মসহকারে যে-ধর্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ সেই ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন। তুমি দেবালয়ে যে-সমস্ত দেবতাদিগকে প্রতিনিয়ত প্রণাম করিয়া থাক, বনমধ্যে তাঁহারা তোমায় রক্ষা করুন। ধীমান বিশ্বামিত্র তোমাকে যে-সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও তোমায় রক্ষা করুন। বৎস! পিতৃসেবা মাতৃসেবা ও সত্যপালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও। সমিধ কুশ পবিত্র বেদি আয়তন স্থণ্ডিল পর্বত বৃক্ষ হ্রদ পতঙ্গ পন্নগ ও সিংহসকল তোমায় রক্ষা করুন। সাধ্য বিশ্বদেব মরুত ইন্দ্রাদি লোকপাল বসন্তাদি ছয় ঋতু মাস সংবৎসর দিনরাত্রি মুহূর্ত কলা এবং বিরাট বিধাতা পূষা ভগ অর্যমা শ্রুতি স্মৃতি ও ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন। ভগবান স্কন্দ সোম বৃহস্পতি সপ্তর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমায় রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিকসমুদয় আমার স্তুতিবাদে প্রসন্ন হইয়া বনমধ্যে প্রতিনিয়ত তোমায় রক্ষা করুন। তুমি যখন মুনিবেশে অটবীমধ্যে পর্যটন করিবে, তখন কুল পর্বত, বরুণদেব, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, স্থির ও অস্থির বায়ু, সমস্ত নক্ষত্র, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত গ্রহসমুদয় এবং উভয় সন্ধ্যা তোমায় রক্ষা করিবেন। দেবতা ও দৈত্যেরা তোমাকে নিরন্তর সুখে রাখিবেন। ক্রূরকর্মপরায়ণ অতিভীষণ রাক্ষস পিশাচ ও মাংসভোজী অন্যান্য হিংস্র জন্তু হইতে যেন তোমার অন্তরে ভয়সঞ্চার না

হয়। বানর বৃশ্চিক দংশ মশক সরীসৃপ ও কীটসকল বনমধ্যে তোমার যেন কোনরূপ অনিষ্টাচরণ না করে। হস্তী ব্যাঘ্র বিশালদশন ভল্লুক শৃঙ্গসম্পন্ন করালদর্শন মহিষ এবং অন্যান্য মনুষ্যমাংসভোজী ভয়ংকর জন্তুসকলকে আমি এই স্থান হইতে পূজা করিব, তাহারা যেন তোমায় প্রাণে বিনাশ না করে। তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, পথের বিঘ্ন দূর হউক। তুমি পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলমূল প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদে প্রস্থান কর। অন্তরীক্ষচর ও পার্থিব প্রাণিসমুদয় এবং যে-সমস্ত দেবতা তোমার প্রতিকূল তাঁহারা তোমার মঙ্গলবিধান করুন। শুক্র সোম সূর্য কুবের যম অগ্নি বায়ু ধূম এবং ঋষিমুখোচ্চারিত মন্ত্রসকল স্নানকালে তোমায় রক্ষা করুন। সর্বলোকপ্রভু ভূতভাবন ভগবান স্বয়ম্ভু এবং অন্যান্য দেবতারা তোমায় রক্ষা করুন।

বিশাললোচনা কৌশল্যা রামকে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া মাল্য গন্ধ ও স্তুতিবাদ দ্বারা দেবগণকে অর্চনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে বিপ্রগণের সাহায্যে বহ্নিস্থাপনপূর্বক রামের শুভোদ্দেশে হোম করাইবার সংকল্প করিলেন এবং এই কার্যের উপযোগী ঘৃত শ্বেতমাল্য সমিধ ও সর্ষপ আহরণ করিয়া দিলেন। তখন উপাধ্যায় শান্তি ও আরোগ্য উদ্দেশ করিয়া বিধানানুসারে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং হুতাবশেষ দ্বারা লোকপালাদি বলি সমাধান ও ব্রাহ্মণগণকে মধুপর্ক প্রদান করিয়া রামের বনবাসোদ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন।

অনন্তর যশস্বিনী রামজননী উপাধ্যায়কে ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা দান করিয়া রামকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! বৃত্রাসুর বিনাশকালে সর্বদেবপূজিত দেবরাজ ইন্দ্রের যে শুভ লাভ হইয়াছিল, তোমার তাহাই হউক। পূর্বে বিনতা অমৃতপ্রার্থী বিহগরাজ গরুড়ের যে শুভ কামনা করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। অমৃতোদ্ধার সময়ে বজ্রধর ইন্দ্র দৈত্যদলনে প্রবৃত্ত হইলে দেবী অদিতি তাঁহার নিমিত্ত যে শুভ অনুধ্যান করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই লাভ কর। অতুলবল বামন যখন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আক্রমণ করেন, তৎকালে তাঁহার যে শুভ উপস্থিত হইয়াছিল, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। এক্ষণে মহাসাগর দ্বীপ ত্রিলোক বেদ ও দিকসমুদয় তোমার মঙ্গল করুন। এই বলিয়া দেবী কৌশল্যা রামের মস্তকে অক্ষত প্রদান, সর্বাঙ্গে গন্ধলেপন এবং মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক পরীক্ষিত ওষধি ও শুভ বিশল্যকরণী হস্তে বন্ধন করিয়া দিলেন।

তৎপরে তিনি বারংবার রামকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার মস্তক আনয়ন ও আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাষ্পগদগদ কণ্ঠে, মনের সহিত নহে, বাঙমাত্রে দুঃখিতা হইয়াও যেন হৃষ্টার ন্যায় কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। তুমি নীরোগে অভীষ্ট সাধনপূর্বক অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইবে, আমি পরম সুখে তাহাই দর্শন করিব। তুমি আবার নির্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়া বধূ জানকীর বাসনা পূর্ণ করিবে। আমি রুদ্রাদি দেবগণ ভূতগণ ও উরগগণকে অর্চনা করিয়াছি, তুমি এক্ষণে বহুদিনের নিমিত্ত বনবাসী হইতেছ, ইঁহারা তোমার শুভসাধন করুন। এই বলিয়া কৌশল্যা স্বস্ত্যয়ন সমাপনপূর্বক জলধারাকুললোচনে রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া দেহপ্রভায় জনসঙ্কুল রাজপথ সুশোভিত এবং গুণগ্রামে তত্রত্য সকলের হৃদয় চমকিত করত তথা হইতে জানকীর আবাসাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে জানকী রামের বনবাসবৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই, অদ্য তাঁহার যৌবরাজ্য হস্তগত হইবে মনের এই উল্লাসেই মগ্ন হইয়া আছেন। তিনি ঐ সময় রাজধর্মের অনুরূপ আচার অবলম্বনপূর্বক প্রীতমনে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দেবপূজা সমাপন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই অবসরে রাম লজ্জাবনত বদনে তথায় প্রবেশ করিলেন। তখন জানকী প্রিয়তমকে একান্ত চিন্তিত ও শোকসন্তপ্ত দেখিয়া কম্পিত কলেবরে উত্থিত হইলেন। জানকীর সমক্ষে রামের মনোগত শোক আর গোপন রহিল না, আকার ইঙ্গিতে যেন সুস্পষ্টই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অনন্তর জানকী রামের মুখকান্তি মলিন দেখিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন. নাথ! এখন কেন তোমার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত? অদ্য চন্দ্রের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, এই শুভলগ্নে বৃহস্পতি দেবতা আছেন. বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিতেছেন, আজিকার দিনই রাজ্যাভিষেকে প্রশস্ত, তবে কেন তুমি এইরূপ বিমনা হইয়াছ? শতশলাকারচিত শ্বেতছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল কেন আবৃত নাই! শশাঙ্ক ও হংসের ন্যায় ধবল চামরযুগল লইয়া
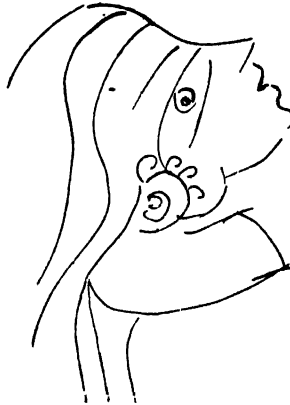
ভৃত্যেরা কি নিমিত্ত ইহা বীজন করিতেছে না! সূত মাগধ ও বন্দিগণ প্রীতমনে মঙ্গলগীতি গান করিয়া আজ কৈ, তোমায় স্তুতিবাদ করিল। বেদপারগ বিপ্রেরা স্নানান্তে কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই! গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ এবং প্রধান প্রধান সমস্ত পারিষদ বেশভূষা করিয়া অভিষেকান্তে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না! সর্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরথ চারিটি সুসজ্জিত বেগবান অশ্বে যোজিত হইয়া কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না! মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পর্বতাকার সুদৃশ্য সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই! পরিচারকেরা সুবর্ণনির্মিত ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া কৈ তোমার অগ্রে অগ্রে আগমন করিল। যখন অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত তোমার মুখশ্রী কেন মলিন হইল! কেনই বা সেইরূপ মধুর হাস্য আর দেখিতে পাই না!

রাম জানকীর এইরূপ করুণ বিলাপ কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, জানকি! পূজ্যপাদ পিতা আমাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতেছেন। আজ যে সূত্রে আমার ভাগ্যে এই ঘটনা উপস্থিত হইল, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা পূর্বে দেবী কৈকেয়ীকে দুইটি বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আজ তিনি আমায় রাজ্যে নিয়োগ করিবার বাসনায় সকল আয়োজন করিলে কৈকেয়ী তাঁহাকে বরসংক্রান্ত পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেন। মহারাজ ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বরপ্রভাবে আমার চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্য বাস আদেশ হইয়াছে। যৌবরাজ্য ভরতেরই হইল। প্রিয়ে! আমি এক্ষণে বিজন বনে গমন করিব, এই কারণেই তোমায় একবার দেখিতে আইলাম।

সাবধান, তুমি ভরতের নিকট কদাচ আমার প্রশংসা করিও না, যাহারা বিভবশালী হয়, অন্যের গুণানুবাদ কখনই সহ্য করিতে পারে না। তুমি যদি সর্বাংশে অনুকূল হইতে পার, তবেই ভরতের নিকট তিষ্ঠিতে পারিবে। মহারাজ তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন, এক্ষণে তিনিই রাজা, সুতরাং তাঁহাকে প্রসন্ন রাখা তোমার কর্তব্য। জানকি! আমি পিতার অঙ্গীকাররক্ষার্থ এখন বনে চলিলাম, কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিলে তুমি ব্রত উপবাস লইয়া থাকিবে। প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্বক বিধানানুসারে দেবপূজা করিয়া আমার সর্বাধিপতি পিতার পাদবন্দন করিবে। আমার জননী অতিদুঃখিনী, বিশেষ তাঁহার শেষ দশা উপস্থিত, তুমি কেবল ধর্মের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে সেবাভক্তি করিবে। আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই আমাকে একরূপে স্নেহ ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি প্রতিদিন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে। ভরত এই দেশ ও বংশের অধীশ্বর হইলেন, দেখিও তুমি কখনই তাঁহার অপকার করিও না। সৌজন্য ও যত্নে মনোরঞ্জন করিতে পারিলে মহীপালগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, বৈপরীত্য ঘটিলে কুপিত হন। তাঁহারা আপনার ঔরসজাত পুত্রকে অহিতকারী দেখিলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু সুযোগ্য হইলে একজন নিঃসম্বন্ধ লোককেও আদর করিয়া থাকেন। জানকি! আমি এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রাজা ভরতের মতে থাকিয়া এই স্থানে বাস কর। আমি অরণ্যে চলিলাম, আমার অনুরোধ এই, আমি তোমায় যে-সকল কথা কহিলাম, তাহার একটিও যেন বিফল না হয়।

সপ্তবিংশ সর্গ ॥ প্রিয়বাদিনী জানকী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশপূর্বক কহিলেন, নাথ! তুমি কি জঘন্য ভাবিয়া আমায় ঐরূপ কহিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া যে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। তুমি যাহা কহিলে ইহা একজন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত অযোগ্য, একান্তই অপযশের, বলিতে কি একথা শ্রবণ করাই অসঙ্গত বোধ হইতেছে।

নাথ! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ভার্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দেখ, অন্যান্য স্বসম্পর্কীয়ের কথা দূরে থাক, স্ত্রীলোক,

আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না, ইহলোক বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। প্রাসাদশিখর, স্বর্গের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া স্বামীর চরণছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতামাতাও উপদেশ দিয়াছেন যে, সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব নাথ! তুমি যদি অদ্যই গহন বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকেরা যেমন পানাবশেষ সলিল লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি অশঙ্কিত মনে আমায় সঙ্গী করিয়া লও। আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই, যে আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য চাহি না, তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহণীয় নহে। এক্ষণে এই উপস্থিত প্রসঙ্গে আমি যাহা করি, আমায় কোন কথাই কহিও না।

জীবিতনাথ! আমার একান্তই অভিলাষ যে, যে স্থানে মৃগ ও ব্যাঘ্রসকল বাস করিতেছে, পুষ্পের মধুগন্ধ চারিদিক আমোদিত করিতেছে, সেই নিবিড় নির্জন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণ সেবা করি। যে জলাশয়ে কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস ও কারণ্ডব কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিয়মপূর্বক তথায় গিয়া অবগাহন করি। সেই বানরসঙ্কুল বারণবহুল প্রদেশে পিতৃগৃহের ন্যায় অক্লেশে তোমার চরণযুগল গ্রহণপূর্বক তোমারই আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া থাকি এবং তোমার সহিত নির্ভয়ে শৈল সরোবর ও পল্বলসকল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। জানি, তুমি আমাকে বনেও সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আমার কথা দূরে থাকুক, অসংখ্য লোকের ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা হইবে না। এই কারণে কহিতেছি, আজ কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোনমতেই আমাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনের ফলমূল আছে, আমি উৎকৃষ্ট অন্নপানের নিমিত্ত তোমায় কোন কষ্টই দিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারান্তে আহার করিব। এইরূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলেও দুঃখ কিছুই জানিতে পারিব না।

নাথ! আমি একান্তই তৎসংক্রান্তমনা ও অনন্যপরায়ণা হইয়া আছি। যদি আমায় ত্যাগ করিয়া যাও, এ প্রাণ আর কিছুতেই রাখিব না। এখন আমার অনুরোধ রক্ষা কর, আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল, দেখ আমারে লইলে তোমার কিছুই ভার বোধ হইবে না।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মবৎসল রাম মনে মনে বনবাসের দুঃখসকল আলোচনা করিয়া সীতাকে সমভিব্যাহারে লইতে অভিলাষী হইলেন না এবং তাঁহাকে এই বিষয়ে বিরত করিবার আশয়ে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার ধর্মনিষ্ঠাও আছে; এক্ষণে আমার প্রতীক্ষায় এই স্থানে থাকিয়া ধর্মাচরণ কর, তাহা হইলেই আমি সুখী হই। যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি সেই বিবেচনা করিয়াই কহিতেছি, তুমি বনগমনের বাসনা এককালেই পরিত্যাগ কর। প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরিকন্দরবিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জন করিতেছে। উহা নির্ঝরজলের পতনশব্দে মিশ্রিত হইয়া কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলে। দুর্দান্ত হিংস্র জন্তুসকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্বত্র
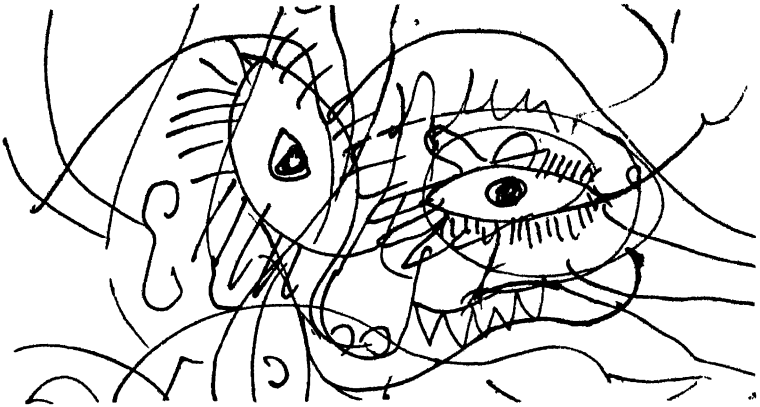
বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদীসকল নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথে অনবরত কুক্কুটরব শ্রুতিগোচর হয়, এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিতপত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ংপতিত ফলে ক্ষুধাশান্তি করিতে হয়। শক্তি অনুসারে উপবাস, জটাভার বহন, বল্কল ধারণ, এবং প্রতিদিন দেবতা পিতৃ ও অতিথিগণকে বিধিপূর্বক অর্চন করা আবশ্যক। যাঁহারা দিবাভাগে নিয়মাবলম্বন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া বানপ্রস্থদিগের প্রণালী অনুসারে বেদিতে উপহার প্রদান করাও কর্তব্য। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে, কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টকবৃক্ষের শাখাসকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার বহুসংখ্য সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে। স্রোতের ন্যায় বক্রগতি নদীগর্ভস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক কীট এবং পতঙ্গ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি, অরণ্য সুখের নহে। তথায় ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, এবং ভয়ের কারণ সত্ত্বেও নির্ভয় হইতে হইবে, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না। বনবাস তোমায় সাজিবে না, জানকি! আমি এখন হইতেই দেখিতেছি তথায় বিপদেরই আশঙ্কা অধিক।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর সীতা রামের নিবারণ না শুনিয়া দুঃখিতমনে সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, নাথ! তোমার স্নেহ যখন আমায় অগ্রসর করিয়া দিতেছে তখন এইমাত্র বনবাসের যে-সকল দোষের উল্লেখ করিলে ঐগুলি আমার পক্ষে গুণেরই হইবে। দেখ, তোমায় সকলেই ভয় করে; বনমধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী শরভ চমর গবয় প্রভৃতি যে-সকল বন্যজন্তু আছে তাহারা তোমাকে

দেখে নাই, দেখিলেই পলায়ন করিবে। আমি এক্ষণে গুরুজনের অনুমতি লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব; তোমার বিরহ সহ্য হইবে না, নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। নাথ! তোমার সন্নিহিত থাকিলে সুররাজ ইন্দ্রও আমায় পরাভব করিতে পারিবেন না। তুমি অরণ্যে যে-সকল দুঃখের কথা কহিলে, তাহা সত্য; কিন্তু স্ত্রীলোক স্বামিবিরহে কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না; উপদেশকালে তুমিই আমাকে এইরূপ কহিয়াছ, সুতরাং তোমার সহিত গমন করা সর্বতোভাবে আমার শ্রেয় হইতেছে। আরও পূর্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে, তদবধি বনবাস বিষয়ে আমারও বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে। দৈবজ্ঞেরা যাহা সূচনা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ফলিবে; সময়ও উপস্থিত; এক্ষণে আমি কোনমতেই ক্ষান্ত হইব না। তুমি বনগমনে অনুমোদন কর, ব্রাহ্মণগণের বাক্যও যথার্থ হউক। নাথ! যে পুরুষ জিতেন্দ্রিয় নহে, স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে তাহাকেই অরণ্যবাসের ক্লেশপরম্পরা সহিতে হয়, কিন্তু তুমি নির্লোভ, সুতরাং তোমার কোন আশঙ্কাই নাই। শুনিয়াছি, আমি যখন বালিকা ছিলাম, সেই সময় এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা কহিয়াছিলেন। তিনি তপোবলে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কি অলীক? তোমার সহিত বনবাসে আমার অত্যন্তই অভিলাষ, আমি পূর্বে এমন অনেক দিন অনুনয় করিয়া তোমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমিও সম্মত হও, এই কারণেই এক্ষণে তথায় তোমার পরিচর্যা করা আমার একান্তই প্রীতিকর হইতেছে। নাথ! স্বামী স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, সুতরাং প্রীতিভাবে তোমার অনুগমন করিলে আমি নিষ্পাপ হইব। ইহলোকের কথা কি, লোকান্তরেও তোমার সমাগম আমার সুখের কারণ হইয়া উঠিবে। যে স্ত্রী দানধর্মানুসারে যাহার হস্তে জলপ্রোক্ষণপূর্বক প্রদত্ত হইয়াছে, পরলোকে সে তাহারই হইবে, আমি যশস্বী ব্রাহ্মণগণের মুখে এই পবিত্র শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তুমি কি কারণে সুশীলা পতিব্রতা স্বীয় দয়িতাকে সঙ্গে লইতে অভিলাষ করিতেছ না। আমি তোমার সুখে সুখী ও তোমারই দুঃখে দুঃখী হই; আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্তই অনুরক্ত, দীনভাবে কহিতেছি, আমারে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। যদি তুমি এই দুঃখিনীকে না লইয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিষপান, অগ্নি বা সলিলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

জানকী বনগমনের নিমিত্ত এইরূপ বহুপ্রকার কহিলেও রাম কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তখন সীতা প্রিয়তমকে একান্ত অসম্মত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। তৎকালে রামও তাঁহাকে বনবাসরূপ অধ্যবসায় হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর উৎকণ্ঠিতা সীতা প্রীতিভরে অভিমান সহকারে মহাবীর রামকে উপহাসপূর্বক কহিলেন, নাথ! আমার পিতা যদি তোমাকে আকারে পুরুষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হস্তে কখনই আমায় সম্প্রদান করিতেন না। লোকে কহিয়া থাকে যে, রামের যেরূপ তেজ প্রখর সূর্যের সে-প্রকার নাই, এই কথা এক্ষণে বৃথা প্রলাপ হইয়া উঠিবে। তুমি কি কারণে বিষণ্ণ হইয়াছ, কিসেরই বা এত আশঙ্কা যে

অনন্যপরায়ণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছ? তুমি আমাকে দ্যুমৎসেন-তনয় সত্যবানের সহধর্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবর্তিনী জানিবে। আমি কুলকলঙ্কিনীর ন্যায় তোমা ভিন্ন অন্যপুরুষকে কখন মনেও দর্শন করি নাই। এই কারণে কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব। তুমি আমাকে অনন্যপূর্বা জানিয়াই আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, বহুদিন হইল, আমি তোমার আলয়ে অবস্থান করিতেছি, এক্ষণে জায়াজীবের ন্যায় আমাকে কি অন্য পুরুষের হস্তে সমর্পণ করা তোমার শ্রেয় হইতেছে?

নাথ! সতত যাহার হিতাভিলাষ করিতেছ, যাহার নিমিত্ত রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইলে তুমিই সেই ভরতের বশবর্তী হইয়া থাক, আমাকে তদ্বিষয়ে কিছুতে সম্মত করিতে পারিবে না। ভূয়োভূয়ঃ কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব। তোমার সহিত তপস্যা হউক, অরণ্য বা স্বর্গই হউক, কোনটিতে সঙ্কুচিত নহি। আমি যখন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব, বিহার-শয্যার ন্যায় পথমধ্যে কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব করিব না। কুশ কাশ শর ও ইষীকা প্রভৃতি যে-সকল কণ্টকবৃক্ষ আছে, আমি তাহা তুল ও মৃগচর্মের ন্যায় সুখস্পর্শ বোধ করিব। প্রবল বায়ুবেগে যে ধূলিজাল উড্ডীন হইয়া আমায় আচ্ছন্ন করিবে, তাহা অত্যুত্তম চন্দনের ন্যায় জ্ঞান করিব। আমি যখন বনমধ্যে তৃণশ্যামল ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিব, পর্যঙ্কের চিত্রকম্বল কি তদপেক্ষা অধিকতর সুখের হইবে? ফলমূলপত্র অল্প বা অধিকই হউক, তুমি স্বয়ং যাহা আহরণ করিয়া দিবে, আমি অমৃতের ন্যায় তাহা মধুর বিবেচনা করিব। বসন্তাদি ঋতুর ফলপুষ্প ভোগ করিয়া সুখী হইব। পিতামাতার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইব না, গৃহের কথাও মনে আনিব না। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে থাকিব বলিয়া তোমায় কিছুমাত্র দুঃখ দিব না। এই কারণেই কহিতেছি, তুমি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। তোমার সহবাস স্বর্গ, বিচ্ছেদই নরক, এইটি তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক। অধিক কি, আমি বনবাসে কিছুই দোষ দেখিতেছি না, যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, আমি বিষ পান করিব, কোনমতেই বিপক্ষ ভরতের বশবর্তিনী হইয়া এই স্থানে থাকিব না। নাথ! তুমি বনে গমন করিলে তোমার বিরহে জীবন ধারণ করা আমার সুকঠিন হইবে। চতুর্দশ বৎসরের কথা দূরে থাকুক, আমি মুহূর্তেকের নিমিত্তও তোমার শোক সংবরণ করিতে পারিব না।

জনকনন্দিনী বিষাক্ত-বাণ-বিদ্ধ করিণীর ন্যায়, রামের প্রতিষেধবাক্যে একান্ত আহত হইয়াছিলেন। তিনি সন্তপ্তমনে করুণবচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রিয়তমকে গাঢ়তর আলিঙ্গনপূর্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অরণি কাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গার করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার নেত্র হইতে বহুকালসঞ্চিত অশ্রু উদ্গত হইল; কমলদল হইতে যেমন নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ ঐ সময় স্ফটিকধবল জলধারা দরদরিতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং প্রবল শোকানলে সেই বিশাললোচনার পূর্ণচন্দ্র-সুন্দর বদনমণ্ডল বৃন্তচ্ছিন্ন পঙ্কজের ন্যায় একান্ত ম্লান হইয়া গেল।

তখন রাম জানকীকে দুঃখশোকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া কণ্ঠালিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, দেবি! তোমায় যন্ত্রণা দিয়া আমি স্বর্গও প্রার্থনা করি না। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার ন্যায় আমার কুত্রাপি ভয় সম্ভাবনা নাই। তোমার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি তাহা জানিতাম না, তোমাকে রক্ষা করিতে

আমার সামর্থ্য থাকিলেও কেবল এই কারণে আমি এতক্ষণ সম্মত হই নাই। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি আমার সহিত বনগমনে সম্যক্ প্রস্তুত হইয়াছ, সুতরাং আত্মজ্ঞ যেমন দয়া ত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ আমিও তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। পূর্বে সদাচারপরায়ণ রাজর্ষিগণ সস্ত্রীক হইয়া এই বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই করিব; তুমি সূর্যানুসারিণী সুবর্চলার ন্যায় আমার অনুগমন কর। পিতা সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া যখন আমায় আদেশ করিতেছেন, তখন আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। জানকি! পিতামাতার বশ্যতা স্বীকার করাই পুত্রের পরম ধর্ম; আমি তাহা লঙ্ঘন করিয়া জীবন ধারণ করিতে চাহি না। দৈব অপ্রত্যক্ষ, ধ্যান ধারণাদি সাধন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিতে হয়, কিন্তু পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া দৈবের শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয়স্কর নহে, এই কারণে পিতৃআজ্ঞার উপেক্ষা ও দৈবের মুখাপেক্ষা করিয়া এই স্থানে বাস করা উচিত বোধ করি না। পিতার উপাসনা করিলে ত্রিলোকের উপাসনা করা হয় এবং ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে, এই জীবলোকে ইহা অপেক্ষা পবিত্র বিষয় আর কিছুই নাই; এই কারণেই আমি পিতার আদেশ পালনে যত্নবান হইয়াছি। দেখ, পিতৃসেবার ন্যায় সত্য দান মান ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞও পরলোকে হিতকর হয় না। পিতার চিত্তবৃত্তি অনুবৃত্তি করিলে স্বর্গ ধন ধান্য বিদ্যা পুত্র ও সুখ সুলভ হইয়া থাকে। যে-সমস্ত মহাত্মা মাতাপিতার শরণাগত হন, তাঁহাদিগের দেবলোক গন্ধর্বলোক গোলোক ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। সুতরাং সত্যপরায়ণ পিতা যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমি তাহাই করিব, ইহাই আমার যথার্থ ধর্ম। জানকি! তোমার দণ্ডকারণ্য গমনে আমার অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তুমি যখন তদ্বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছ, তখন অবশ্যই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি কহিতেছি, যাহা আমার ধর্ম, তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। প্রিয়ে! তুমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা সর্বাংশে উত্তম এবং আমাদের বংশেরও অনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বনগমনের উপযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণকে রত্ন এবং ভক্ষণার্থী ভিক্ষুকদিগকে ভোজ্য প্রদান কর। মহামূল্য অলংকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র ক্রীড়াসাধন রমণীয় উপকরণ শয্যা যান এবং আমার ও তোমার অন্যান্য যা-কিছু আছে, বিপ্রগণকে দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদয়ই ভৃত্যগণকে বিতরণ কর। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এখনই প্রস্তুত হও।

তখন জানকী বনগমনে রামের সম্মতি পাইয়া অবিলম্বে হৃষ্টমনে সমস্ত দান করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ ॥ মহাবীর লক্ষ্মণ রামের অগ্রেই তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তিনি উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং রামের বিরহদুঃখ সহিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণপূর্বক কহিলেন, আর্য! মৃগমাতঙ্গসংকুল অরণ্যে যদি একান্তই আপনার যাইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও ধনুর্ধারণপূর্বক আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। যে স্থান পতঙ্গ ও মৃগযূথের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই রমণীয় প্রদেশে আপনি আমার সহিত বিচরণ করিবেন। আপনাকে ছাড়িয়া আমি

উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহি না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্যও প্রার্থনা করি না।

তখন রাম লক্ষ্মণকে অনুগমনে একান্ত সমুৎসুক দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ নিরস্ত হইলেন না, কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় কহিলেন, আর্য! পূর্বে আপনি আমাকে আপনারই অনুসরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তবে কি কারণে এখন নিবারণ করিতেছেন? বলুন, এবিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইল।

অনন্তর রাম সুধীর লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্মপরায়ণ শান্তস্বভাব ও সৎপথাবলম্বী। আমি তোমায় প্রাণাধিক প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি এবং তুমি আমার বশ্য ও সখা। আজ তুমিও যদি আমার সহিত বনে যাও, তবে যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে প্রতিপালন করিবে? যিনি কামনা পূর্ণ করিবেন, সেই মহীপাল কামের বশবর্তী হইয়া কৈকেয়ী-সংক্রান্ত অনুরাগে আসক্ত হইয়াছেন; কৈকেয়ী রাজ্য হস্তগত করিলে দুঃখিত সপত্নীদিগের যন্ত্রণার আর পরিশেষ রাখিবেন না; ভরতও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতারই পক্ষ হইবেন, কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে স্মরণও করিবেন না। এই কারণেই কহিতেছি তুমি নিজে বা রাজার অনুগ্রহে যেরূপেই পার, এই স্থানে থাকিয়া উঁহাদিগকে ভরণপোষণ কর। এইরূপ অনুষ্ঠানে আমার প্রতি তোমার যথার্থতই ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। বৎস! গুরুলোকের সেবা করিলে সবিশেষ ধর্মসঞ্চয় হইয়া থাকে; অতএব তুমি আমার জন্য আমার জননীর ভার গ্রহণ কর। যদি আমরা সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাই, তাহা হইলে তিনি কোনরূপে সুখী হইতে পারিবেন না।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক বিনীতভাবে কহিলেন, বীর! ভরত আপনারই প্রতাপে ভীত ও তৎপর হইয়া আর্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রতিপালন করিবে, যদি সে রাজ্য হস্তগত করিয়া কুপথগামী হয়, দুরভিসন্ধিক্রমে ও গর্বপ্রভাবে যদি ইঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে যত্ন না করে, তাহা হইলে সেই দুরাশয় ক্রূরকে নিঃসংশয়েই সংহার করিব; ত্রিলোকের সমস্ত ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইলেও আমি সকলকেই বিনাশ করিব। আর দেখুন, যিনি উপজীব্যদিগকে বহুসংখ্য গ্রাম প্রদান করিয়াছেন, সেই দেবী কৌশল্যা আমাদিগের ন্যায় সহস্র লোকের ভরণপোষণ করিতে পারেন; সুতরাং তিনি নিজের ও আমার মাতা সুমিত্রার উদরান্নের নিমিত্ত যে লালায়িত হইবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব হয় না। অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার অনুসরণে অনুমতি প্রদান করুন, এই কার্যে বিধর্ম কিছুই নাই; প্রত্যুত ইহাতে আপনার স্বার্থসিদ্ধি হইবে এবং আমিও কৃতার্থ হইব। আর্য! আমি খনিত্র পেটক ও সগুণ শরাসন গ্রহণপূর্বক আপনার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে যাইব। প্রতিদিন তাপসগণের আহারোপ-যোগী বন্য ফলমূল আনিয়া দিব। আপনি দেবী জানকীর সহিত গিরিশৃঙ্গে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনকার সকল কর্মই আমি সাধন করিব।

রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সবিশেষ প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তবে তুমি আত্মীয়-স্বজনের অনুমতি লইয়া আমার সঙ্গে আইস। মহাত্মা বরুণ রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে ভীষণদর্শন দিব্য শরাসন দুর্ভেদ্য বর্ম তূণ অক্ষয় শর এবং সূর্যের ন্যায় নির্মল কনকখচিত খড়্গ এই সকল অস্ত্র দুই প্রস্থ প্রদান করিয়াছিলেন। যৌতুকস্বরূপ সকলই আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমি আচার্যের গৃহে আচার্যকে পূজা করিয়া তৎসমুদয় রাখিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে

তুমি ঐগুলি লইয়া শীঘ্রই আগমন কর।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ বনবাসে দৃঢ়সংকল্প হইয়া স্বজনবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে গুরুগৃহে গমন এবং অর্চিত মাল্যসমলংকৃত অস্ত্রগ্রহণপূর্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমার বাঞ্ছিত সময়েই তুমি আসিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার সহিত একত্রে আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি তপস্বী ও বিপ্রদিগকে বিতরণ করিব। সুদৃঢ় গুরুভক্তিপরায়ণ অনেক ব্রাহ্মণ আমার আশ্রয়ে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য পোষ্যবর্গকে অর্থ দান করিতে হইবে। তুমি বশিষ্ঠতনয় আর্য সুযজ্ঞকে শীঘ্র আনয়ন কর। আমি তাঁহাকে ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে সমুচিত অর্চনা করিয়া অরণ্যযাত্রা করিব।

দ্বাত্রিংশ সর্গ॥ তখন সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ রামের এই হিতজনক আদেশ শিরোধার্য করিয়া সুযজ্ঞের আয়তনে গমন করিলেন এবং অগ্নিহোত্র গৃহে তাঁহাকে অধ্যাসীন দেখিয়া অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, সখে! আর্য রাম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিবেন, অতএব তুমি একবার শীঘ্র তাঁহার আলয়ে আইস।

অনন্তর বেদবিদ্ সুযজ্ঞ মধ্যাহ্নসন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামের রমণীয় সম্পদপূর্ণ নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। সেই হুতহুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত ঋষিকুমার তথায় উপস্থিত হইবামাত্র রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার সহিত গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মুক্তাহার, কেয়ূর, বলয় ও নানাবিধ রত্ন প্রদান করিয়া সীতার অভিপ্রায়ক্রমে কহিলেন, সখে! তুমি তোমার ভার্যাকে গিয়া এই হার ও কণ্ঠমালা দেও; আমার অরণ্যসহচরী জানকী তোমায় এই রশনা দিতেছেন, বিচিত্র অঙ্গদ ও কেয়ূর দিতেছেন; এবং উৎকৃষ্ট আস্তরণের সহিত নানারত্নখচিত পর্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন। আমি মাতুলের নিকট শত্রুঞ্জয় নামে যে হস্তী প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে নিষ্ক-সহস্র দক্ষিণার সহিত তাহাও তোমাকে অর্পণ করিলাম।

ঋষিতনয় সুযজ্ঞ ধনরত্নসমুদয় প্রতিগ্রহ করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে তদ্রূপ রাম প্রিয়ংবদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অতঃপর মহর্ষি অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্রকে আহ্বান এবং অর্চনা সহকারে গোসহস্র, সুবর্ণ, রজত ও মহামূল্য রত্ন প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত কর। যিনি দেবী কৌশল্যাকে প্রতিনিয়ত আশীর্বাদ করিতে আইসেন, সেই তৈত্তিরীয় শাখার অধ্যাপক, প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণকে পরিতোষপূর্বক কৌষেয় বস্ত্র, যান ও পরিচারিকা প্রদান কর। আর্য চিত্ররথ আমাদিগের মন্ত্রী ও সারথি, তিনি অত্যন্তই বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্র, রত্ন, পশু ও সহস্র গো দান কর। আমার আশ্রয়ে কঠ-শাখাধ্যায়ী দণ্ডধারী বহুসংখ্য ব্রহ্মচারী আছেন। তাঁহারা বেদানুশীলনে সততই ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া কোন কার্যই করিতে পারেন না। সুস্বাদু খাদ্যে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রয়াস আছে, কিন্তু তাঁহারা অত্যন্তই অলস। তুমি সেই সমস্ত সাধুসম্মত মহাত্মাদিগকে রত্নভারপূর্ণ অশীতি উষ্ট্র সহস্র বলীবর্দ চণক মুদ্গ এবং দধি-দুগ্ধের নিমিত্ত বহুসংখ্য ধেনু প্রদান কর। আমার জননীর নিকটেও ঐরূপ অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র নিষ্ক দেও। এবং যাহাতে মাতার মনস্তুষ্টি জন্মে, সেই পরিমাণে

উঁহাদিগকে দক্ষিণা দান কর।

তখন লক্ষ্মণ রামের নির্দেশানুসারে ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় বিপ্রগণকে ধনদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভৃত্যেরা তাঁহাদের বনগমনের এইরূপ উদ্যোগ দেখিয়া দুঃখিত মনে রোদন করিতেছিল। রাম তাহাদিগকে জীবিকার উপযোগী অর্থ প্রদান করিয়া কহিলেন, দেখ, যতদিন না আমি প্রত্যাগমন করি, তাবৎ তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের প্রত্যেক গৃহে ক্রমান্বয়ে বাস করিবে। রাম অনুচরদিগকে এইরূপ অনুমতি দিয়া ধনাধ্যক্ষকে ধন আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র পরিচারকেরা ধন আনিয়া তথায় স্তূপাকার করিল। রাম লক্ষ্মণের সহিত দীনদুঃখী আবালবৃদ্ধ সকলকেই অকাতরে তাহা বিতরণ করিতে লাগিলেন।

ঐ প্রদেশে ত্রিজট নামে গর্গ-গোত্র-সম্ভূত পিঙ্গলকলেবর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ফাল কুদ্দাল ও লাঙ্গল দ্বারা বনমধ্যে ভূমি খনন করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। ত্রিজটের পত্নী তরুণী, দারিদ্র্যদুঃখে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিলেন। রাম ধন দান করিতেছেন এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি শিশু সন্তান সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণকে গিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এক্ষণে ফাল কুদ্দাল পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আজ রাজকুমার রাম বনে যাইবেন, এই উদ্দেশে তিনি দীন দুঃখীদিগকে ধন দান করিতেছেন। তুমি যদি এই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার, তোমার অবশ্যই কিঞ্চিৎ লাভ হইবে।

অনন্তর ভৃগু ও অঙ্গিরার ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিজট এক ছিন্ন শাটী দ্বারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্বক ভার্যার সহিত রামের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অনিবার্যগমনে রাজভবনে প্রবেশপূর্বক রামের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! আমি নির্ধন, অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি হইয়াছে, ভূমি খনন করিয়াই আমাকে দিনপাত করিতে হয়, অতএব তুমি আমার প্রতি একবার কটাক্ষপাত কর। তখন রাম বিপ্রকে পরিহাসপূর্বক কহিলেন, দেখ, আমার অসংখ্য ধেনু আছে, কিন্তু তন্মধ্যে এক সহস্রও বিতরণ করা হয় নাই। এক্ষণে তুমি যতদূর এই দণ্ড নিক্ষেপ করিতে পারিবে, ততদূর যে পরিমাণে ধেনু থাকিবে সমুদয়ই তোমার। তখন ব্রাহ্মণ সত্বর কটিতটে শাটী বেষ্টনপূর্বক দণ্ডকাষ্ঠ ঘূর্ণিত করিয়া প্রাণপণে নিক্ষেপ করিলেন। দণ্ড নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবেগে সরযূর পরপারবর্তী বৃষভবহুল গোষ্ঠে গিয়া পতিত হইল।

তদ্দর্শনে ধর্মপরায়ণ রাম নদীর অপর পার পর্যন্ত যত ধেনু ছিল সমুদয়ই ত্রিজটের আশ্রমে প্রেরণপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি তোমায় পরিহাস করিতেছিলাম, এই বিষয়ে তুমি কিছুমাত্র ক্রোধ করিও না। দূরে দণ্ডনিক্ষেপশক্তি তোমার আছে কিনা, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমি তোমায় ঐরূপ কার্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার আর যদি কোন অভিলাষ থাকে প্রকাশ কর। সত্যই কহিতেছি, তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না। আমার যা কিছু ধনসম্পত্তি আছে, সমুদয়ই বিপ্রবর্গের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত নিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি। ধর্মানুসারে সঞ্চিত এই সমস্ত অর্থ তোমাদিগকে দান করিলে অবশ্যই সার্থক হইবে।

তখন ত্রিজট হৃষ্টমনে বহুসংখ্য ধেনু প্রতিগ্রহ করিয়া যশ, বল, প্রীতি ও সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত রামকে আশীর্বাদপূর্বক ভার্যার সহিত প্রস্থান করিলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে প্রবলপৌরুষ রাম বান্ধবগণের নির্বাচনে প্রবর্তিত হইয়া ধর্মবলোপার্জিত অর্থ ব্রাহ্মণ ভৃত্য সুহৃৎ এবং ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র সকলকেই আদর সহকারে দান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ॥ এইরূপে রাম ও লক্ষ্মণ সমুদয় ধনসম্পত্তি বিতরণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে সীতা সমভিব্যাহারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সীতা স্বহস্তে যে-সমস্ত অস্ত্র মাল্যচন্দনে অলংকৃত করিয়াছেন, দুইটি পরিচারিকা তৎসমুদয় গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। রাজপথ লোকাকীর্ণ, তথায় গমনাগমন করা নিতান্তই সুকঠিন, এই কারণে তৎকালে সকলে প্রাসাদ হর্ম্য ও বিমানশিখরে আরোহণপূর্বক দীননয়নে রামকে অবলোকন করিতে লাগিল। তাহারা রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পদব্রজে যাইতে দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, হা! যাঁহার গমনকালে চতুরঙ্গ বল সঙ্গে যাইত, আজ সেই রাম একাকী, কেবল লক্ষ্মণ ও জানকী তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। রাম ঐশ্বর্য সুখ ও ভোগবিলাসের সম্পূর্ণ আস্বাদন পাইয়াছেন, তথাচ ধর্মগৌরব নিবন্ধন পিতার কথা অন্যথা করিতে পারিলেন না। যাঁহাকে পূর্বে অন্তরীক্ষচর পক্ষীরাও দেখিতে পায় নাই, আজ সেই সীতাকে পথের লোকসকল অবলোকন করিতেছে। অরণ্যে গ্রীষ্মের উত্তাপ বর্ষার জলধারা ও দুরন্ত শীত শীঘ্রই ইঁহার এই রক্তচন্দনরঞ্জিত অঙ্গ বিবর্ণ করিয়া ফেলিবে। আজ রাজা দশরথ নিশ্চয়ই পিশাচগ্রস্ত হইয়াছেন, নতুবা তিনি কখনই রামকে বনবাস দিতেন না, বলিতে কি, এইরূপ প্রিয় পুত্রকে নির্বাসিত করা তাঁহার একান্তই অন্যায় হইল। যাঁহার চরিত্রে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়া আছে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, যে পুত্র নির্গুণ, তাহার প্রতিও লোকে এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে না। অহিংসা দয়া শাস্ত্রজ্ঞান সুশীলতা এবং বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, রাজকুমার রামের এই ছয়টি গুণ বিদ্যমান আছে, প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে সরোবরের জলশোষ হইলে মৎস্যাদি জলজন্তু যেমন আকুল হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রজারা ইঁহার বিরহে যারপরনাই আকুল হইবে। এই ধর্মশীল মহাত্মা সকল মনুষ্যেরই মূল; অন্যান্য সকলে ইঁহার শাখা পল্লব পুষ্প ও ফল। সুতরাং মূলের উচ্ছেদ হইলে ফলপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ যেমন বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ ইঁহার বিপদে সকলকেই বিপদস্থ হইতে হইবে। অতএব আইস, আমরা গৃহ উদ্যান ও ক্ষেত্রসকল পরিত্যাগপূর্বক দুঃখের দুঃখী ও সুখের সুখী হইয়া ইঁহারই অনুসরণ করি। ইনি যে পথে যাইবেন, আমরা লক্ষ্মণের ন্যায় ভার্যা ও সুহৃদ্‌গণের সহিত তাহাই আশ্রয় করি। অতঃপর গৃহদেবতারা আমাদিগের এই বাস্তুভূমিতে আর অবস্থিতি করিবেন না। যাগ যজ্ঞ হোম জপ মন্ত্র ও বলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যে-সকল ধন ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে তাহা উদ্ধৃত এবং ধেনু ও ধান্য অপহৃত হইবে। গৃহের সর্বস্থল ধূলি-ধূসর এবং প্রাঙ্গণ নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। মৃৎপাত্রসকল চূর্ণ এবং ভিত্তিসকল বিপ্লব-কালের ন্যায় ভগ্ন হইয়া যাইবে। মূষিকেরা গর্ত হইতে নির্গত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিবে। রন্ধনের ধূম উদ্গত হইবে না, জলের সম্পর্কও থাকিবে না। আমরা আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম, কৈকেয়ী আসিয়া স্বচ্ছন্দে অধিকার করুন। অতঃপর রাম যে বন দিয়া যাইবেন, তাহা নগর হউক, এবং আমাদের

পরিত্যক্ত নগরও অরণ্য হউক। ভুজঙ্গেরা আমাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া বিবর, মৃগপক্ষিগণ গিরিশৃঙ্গ এবং মাতঙ্গ ও সিংহসকল বন পরিত্যাগ করুক। আমরা যাহা অতিক্রম করিয়া যাইব, উহাদিগকে সেই প্রদেশ অধিকার এবং যে স্থানে তৃণ মাংস ফল মূল সুলভ দেখিব উহাদিগকে তাহা পরিহার করিতে হইবে। আমরা রামের সহিত বনে গিয়া পরম সুখে বাস করিব, এক্ষণে কৈকেয়ী পুত্র ও মিত্রবর্গের সহিত নির্বিঘ্নে এই দেশ শাসন করুন।

রাম তৎকালে অনেকের মুখে এইপ্রকার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মৃদুমন্দগমনে কৈলাস-গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ পিতৃভবনে যাইতে লাগিলেন। দ্বারে বিনীত বীরপুরুষেরা প্রহরীর কার্য সম্পাদন করিতেছিল, তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া অদূরে দেখিতে পাইলেন সুমন্ত্র ঘন-বিষাদে আবৃত হইয়া আছেন। তদ্দর্শনে তিনি স্বয়ং বিমর্ষ না হইয়া ফুল্লোরবিন্দ বদনে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর সেই পদ্মপলাশলোচন ঘনশ্যাম রাম সুমন্ত্রকে আহ্বান-পূর্বক কহিলেন, সূত! তুমি গিয়া পিতার নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। তখন সুমন্ত্র অবিলম্বে রাজা দশরথের নিকট গমন করিলেন, দেখিলেন, তিনি রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, সলিল-শূন্য তড়াগের ন্যায় সন্তাপে একান্ত কলুষিত হইয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক রামের উদ্দেশে শোক করিতেছেন। সারথি সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক ভয়সম্বিগ্ন মনে মৃদুমন্দ বচনে কহিলেন, মহারাজ! করজালমণ্ডিত সূর্যের ন্যায় বিবিধ গুণালঙ্কৃত রাম ব্রাহ্মণ ও অনুজীবিগণকে ধন দান ও সুহৃদ্‌বর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি শীঘ্রই বনে যাইবেন, আপনার আদেশ হয় ত এখনই প্রবেশ করিতে পারেন।

তখন সমুদ্রসদৃশ গম্ভীর আকাশের ন্যায় নির্মল ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! এই আলয়ে আমার যতগুলি পত্নী আছেন, তুমি অগ্রে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর। আমি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া রামকে দর্শন করিব।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজপত্নীদিগকে কহিলেন, মহীপাল আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন,

আপনারা শীঘ্রই তাঁহার নিকট আগমন করুন। তখন তিনশত পঞ্চাশৎ রাজপত্নী সুমন্ত্রের মুখে রাজা দশরথের এইরূপ আদেশ পাইয়া রামজননী কৌশল্যাকে পরিবেষ্টনপূর্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তুমি অতঃপর রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। সুমন্ত্রও তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন।

তখন দশরথ দূর হইতে রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে আগমন করিতে দেখিয়া দুঃখিত মনে শীঘ্র আসন পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন এবং তাহার সন্নিহিত না হইতেই ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মূর্ছিত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। সভাস্থলে সহসা বহুসংখ্য স্ত্রীলোক 'হা রাম' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে অনবরত করাঘাত করিতে লাগিলেন; ভূষণের শব্দ হইতে লাগিল। তখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বাষ্পাকুললোচনে বিচেতন রাজাকে গ্রহণপূর্বক পর্যঙ্কে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দশরথ ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিলে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, নরনাথ! আমি এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে গমন করিব; আপনি আমাদিগের সকলেরই অধীশ্বর, আমি আপনাকে সম্ভাষণ করিতেছি, আপনি সৌম্যদৃষ্টিতে দর্শন করুন। আমি, লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রকৃত হেতুপ্রদর্শনপূর্বক নিবারণ করিয়াছি; কিন্তু ইঁহারা বারণ না শুনিয়া আমার অনুসরণে অভিলাষ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ আদেশ করিয়াছিলেন আপনি বীতশোক হইয়া সেইরূপে আমাদের সকলকেই বনগমনে আদেশ করুন।

রাজা দশরথ রামের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছি, অতএব অদ্য তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ংই অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ কর। ধার্মিক রাম পিতার এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি অতঃপর সহস্র বৎসর আয়ুলাভ করিয়া পৃথিবী শাসন করুন। রাজ্যে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, আমি চতুর্দশ বৎসর অরণ্যপর্যটন এবং আপনারই প্রতিজ্ঞা পূরণপূর্বক পশ্চাৎ আসিয়া আপনাকে অভিবাদন করিব।

ইত্যবসরে কৈকেয়ী রামের এই বাক্যে অনুমোদন করিবার নিমিত্ত অন্তরাল হইতে রাজা দশরথকে সংকেত করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ জলধারাকুললোচনে কাতর বচনে কহিলেন, বৎস! তুমি ইহলোক ও পরলোকে অভ্যুদয়-কামনায় নির্ভাবনায় গমন কর; তোমার সুখ ও শান্তি লাভ হউক, চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইলেই পুনরায় প্রত্যাগমন করিও। বৎস! তুমি সত্যপরায়ণ ও ধর্মনিষ্ঠ, তোমার মতবৈপরীত্য-সম্পাদন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার ও তোমার জননীর মুখাপেক্ষা করিয়া আজিকার এই রজনী এই স্থানে অবস্থান কর। আমি আজ তোমাকে নয়নে নয়নে রক্ষা করিয়া তোমার সহিত পানাহার করিব। তুমি সকলপ্রকার ভোগ্যপদার্থে তৃপ্তিলাভ করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে। বলিতে কি, তুমি অতি দুষ্কর কার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এবং আমারই লোকান্তর সুখের নিমিত্ত অরণ্যযাত্রা স্বীকার করিতেছ। কিন্তু বৎস! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি তোমার বনবাসে

আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। যে কৈকেয়ী ভস্মাবগুণ্ঠিত অনলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন, যাহার অভিপ্রায় অতিশয় ক্রূর ও গূঢ় সেই তোমার অভিষেক-বাসনা হইতে আমায় বিরত করিয়াছে। আমি ঐ কুলধর্মনাশিনীর অনুরোধে যে বঞ্চনাজালে পতিত হইয়াছি, তুমি তাহারই ফলভোগ করিতে চলিলে। বৎস! পুত্রগণের মধ্যে তুমি সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ; তুমি যে পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ যত্ন করিবে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে।

রাম শোকার্ত রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনভাবে কহিলেন, পিতঃ! আজ আমি যেরূপ রাজভোগ প্রাপ্ত হইব, কল্য তাহা আমাকে কে প্রদান করিবে? সুতরাং এক্ষণে সর্বাপেক্ষা নিষ্ক্রমণই আমার প্রার্থনীয় হইতেছে। আমি এই ধনধান্যপূর্ণ লোকসংকুল রাজ্যবহুল বসুমতীকে ত্যাগ করিতেছি, আপনি ভরতকেই ইহা প্রদান করুন। অদ্য বনবাসের যে সংকল্প করিয়াছি তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবে না। অতঃপর আপনি, সুরাসুর সংগ্রামকালে দেবী কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিয়া সত্যবাদী হউন। আর আমি আপনার আজ্ঞা পালনার্থ চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে থাকিয়া তাপসগণের সহিত কালযাপন করি। পিতঃ! আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। স্বচ্ছন্দে ভরতকে রাজ্যদান করুন। আমি নিজের বা আত্মীয়স্বজনের সুখাভিলাষে রাজ্যলাভে লোলুপ নহি। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন তাহা সাধন করাই আমার উদ্দেশ্য। এক্ষণে আপনার দুঃখ দূর হউক, আর রোদন করিবেন না; সুগভীর সমুদ্র কখনই নিজের সীমা অতিক্রম করে না। পিতঃ! আমি এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু, স্বর্গ ও জীবনকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি; আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও সুকৃতির উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, আপনি যে কথার অন্যথা করিবেন ইহা আমার বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্য এক্ষণে আমি এই পুরমধ্যে ক্ষণকালও থাকিতে সমর্থ হইতেছি না। দেবী কৈকেয়ী আমার অরণ্যবাস প্রার্থনা করাতে আমি কহিয়াছিলাম 'চলিলাম'। এখন সেই সত্য পালন করা আমার আবশ্যক; বিপরীত আচরণ কোনমতেই হইবে না। এক্ষণে আপনি আমার বিয়োগশোক সংবরণ করুন, আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না। যথায় হরিণেরা প্রশান্তভাবে সঞ্চরণ এবং বিহঙ্গেরা কলকণ্ঠে কূজন করিতেছে, আমরা সেই কানন-মধ্যে পরমসুখে পর্যটন করিব। শাস্ত্রে কহে যে, পিতা দেবগণেরও দেবতা; দেবতা বলিয়াই আমি পিতৃবাক্য পালনে তৎপর হইতেছি। পিতঃ! চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলেই আবার প্রত্যাগমন করিব; তবে কেন আপনি অকারণ সন্তপ্ত হইতেছেন। দেখুন, আমার নিমিত্ত সকলেই ক্রন্দন করিতেছেন, ইঁহাদিগকে শান্ত রাখা আপনার কর্তব্য, কিন্তু নিজেই যদি অধীর হন তবে এই উদ্দেশ্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে? মহারাজ! আমি এক্ষণে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি ইহা ভরতকে প্রদান করুন। ভরত নিরাপদ প্রদেশে অবস্থান করিয়া এই শৈলকাননশোভিত গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবীকে শাসন করুন। আপনি কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা সফল হউক। উদার রাজভোগে আমার অভিলাষ নাই, প্রীতিকর কোন পদার্থেরই স্পৃহা করি না; আপনকার শিষ্টানুমোদিত আদেশই আমার শিরোধার্য। আপনি আমার জন্য আর পরিতাপ করিবেন না। আমি আপনাকে মিথ্যাবাদিতা-দোষে লিপ্ত করিয়া আজ বিপুল রাজ্য অতুল ভোগ ও প্রিয়তমা মৈথিলীকেও চাহি না। অধিক কি, আপনি যে

আমার নিমিত্ত এত চিন্তিত হইয়াছেন, আপনারও মুখাপেক্ষা করিতে পারি না। পিতঃ! আপনার সংকল্প সত্য হউক। আমি গহন কাননে প্রবেশ করিয়া ফলমূল ভক্ষণ এবং সরিৎ সরোবর ও শৈলদর্শন করিয়াই সুখী হইব, আপনি নির্বিঘ্নে থাকুন।

তখন রাজা দশরথ যারপরনাই দুঃখিত হইয়া রামকে আলিঙ্গনপূর্বক মূর্ছিত হইলেন; তাঁহার সর্বাঙ্গ নিস্পন্দ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে কৈকেয়ী ভিন্ন অন্যান্য মহিষীরা রোদন করিতে লাগিলেন; পরিচারিকাসকল হাহাকার করিতে লাগিল; সুমন্ত্রও নেত্রজলে প্লাবিত ও মূর্ছিত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ ক্ষণকাল পরে সুমন্ত্রের সংজ্ঞালাভ হইল। তিনি ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। করে অনবরত কর পরামর্শন এবং দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখশ্রীও বিবর্ণ হইল। তিনি মহারাজের মানসিক ভাব সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া সন্তপ্তমনে বাক্যবাণে কৈকেয়ীর হৃদয় কম্পিত ও মর্ম স্পর্শ করত কহিতে লাগিলেন, রাজ্ঞি! চরাচর জগতের অধিপতি দশরথ তোমার স্বামী, তুমি যখন ইঁহাকেও ত্যাগ করিতে পারিলে, তখন জগতে তোমার অকার্য আর কিছুই নাই। বুঝিলাম তুমি পতিঘাতিনী ও কুলনাশিনী। রাজা দশরথ ইন্দ্রের ন্যায় অজেয়, পর্বতের ন্যায় নিশ্চল এবং মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর, তুমি স্বীয় কর্মদোষে ইঁহাকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছ। ইনি তোমার স্বামী, তুমি ইঁহার অবমাননা করিও না; ভর্তার ইচ্ছানুসারে কার্যসাধন স্ত্রীলোকের কোটিপুত্র অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে। দেখ, রাজার লোকান্তর হইলে রাজকুমারদিগের বয়ঃক্রম অনুসারে রাজ্যাধিকার হয়, এই আচারটি অনাদিকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু মহারাজের জীবদ্দশাতেই তুমি তাহা লোপ করিবার চেষ্টা পাইতেছ। এক্ষণে তোমার পুত্র ভরত রাজা হইয়া পৃথিবী শাসন করুন, আমরা রামেরই অনুসরণ করিব। তুমি আজ যে জঘন্য আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার রাজ্যে আর কি প্রকারে ব্রাহ্মণ বাস করিবেন। রামের যে পথ সকলেরই সেই পথ। এক্ষণে বল দেখি, আত্মীয়স্বজন ও বিপ্রগণ তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইলে কেবল রাজ্য

লইয়া কি সুখোদয় হইবে? আশ্চর্য! তোমার এইরূপ ব্যবহারে মেদিনী কেন সদ্যই বিদীর্ণ হইল না, ব্রহ্মর্ষিগণ ভয়ংকর অগ্নিকল্প ধিক্কারে তোমাকে কেন ভস্মসাৎ করিলেন না। মহারাজ যে তোমার অনুবৃত্তি করিতেছেন, জানি না তাহার পরিণাম কিরূপ হইবে। কুঠারাঘাতে আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া কে নিম্বের পরিচর্যা করিয়া থাকে? মূলে জলসেক করিলে নিম্ব কি কখনো মধুর হয়? দেবি! তোমার জননীর যেমন আভিজাত্য, তোমারও তদ্রূপ। লোকে কহিয়া থাকে যে, নিম্ববৃক্ষ হইতে কখনই মধু নিঃসৃত হয় না, একথা অলীক নহে। আমি বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি যে, তোমার প্রসূতির পাপে আসক্তি ছিল। এক্ষণে যে কারণে আমি এইরূপ কহিতেছি তাহাও শ্রবণ কর।

পূর্বে কোন এক মহাতপা মহর্ষি তোমার পিতা কেকয়রাজকে বরদান করিয়াছিলেন। ঋষিপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তিনি পশুপক্ষী প্রভৃতি সকল জীবেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন। একদা কেকয়নাথ শয়ন করিয়া আছেন ইত্যবসরে একটি স্বর্ণকান্তি জৃম্বপক্ষী ডাকিতেছিল। তোমার পিতা তাহা শ্রবণ ও তাহার অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তোমার জননী রাজাকে অকারণ এইরূপ হাস্য করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট মনে কহিলেন, দেখ, তুমি কি কারণে হাসিতেছ? যদি না প্রকাশ কর, এখনই আত্মহত্যা করিব। কেকয়াধিনাথ কহিলেন, দেবি! আমি যদি এই হাস্যের বিষয় ব্যক্ত করি তাহা হইলে সদ্যই আমার মৃত্যু ঘটিবে সন্দেহ নাই। তোমার জননী পুনর্বার কহিলেন, মহারাজ! তুমি বাঁচ আর মর, অবশ্যই কহিতে হইবে; কারণ অবগত হইলে অতঃপর আর কখনই আমায় লক্ষ্য করিয়া হাসিতে পাইবে না।

তখন কেকয়রাজ রাজমহিষীর নির্বন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া যাঁহার বর-প্রভাবে এই শক্তি অধিকার করিয়াছেন, সেই মহর্ষির নিকট গমন ও আনুপূর্বিক সমুদয় জ্ঞাপন করিলেন। ঋষি কহিলেন, মহারাজ! তোমার পত্নী আত্মহত্যা করুন আর যাই করুন, তুমি কিছুতেই এই রহস্য প্রকাশ করিও না।

তপোধন প্রসন্নমনে এইরূপ কহিলে তোমার পিতা তদ্দণ্ডে তোমার জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৈকেয়ী! তুমিও মহারাজকে মোহে অভিভূত করিয়া অসৎপথে প্রবর্তিত করিতেছ। প্রবাদ আছে যে, পুরুষেরা পিতার এবং স্ত্রীলোক মাতার স্বভাবানুযায়ী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, এক্ষণে ইহা সত্যই বোধ হইল। বারণ করি, তুমি তোমার জননীর ন্যায় ব্যবহার
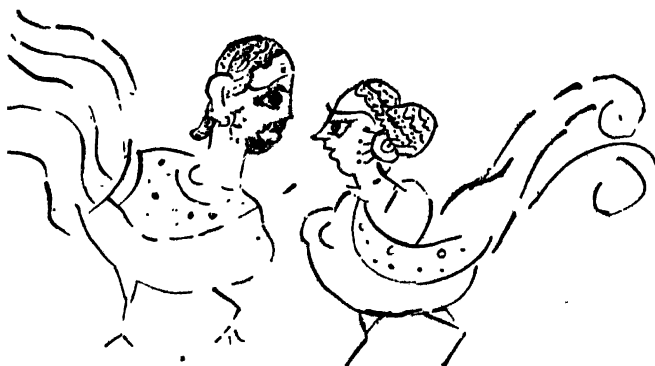
করিও না, মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, তাহাতেই সম্মত হও। তুমি ইঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। নীচ কামনায় উৎসাহিত হইয়া ইন্দ্রতুল্য, সর্বলোকপালক স্বামীকে বিধর্মে প্রবর্তিত করা উচিত হইতেছে না। এই কমললোচন শ্রীমান মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা হইবার নহে। রাম সর্বজ্যেষ্ঠ মহাবল কার্যকুশল স্বধর্মরক্ষক ও জীবলোকের প্রতিপালক, অতএব ইঁহাকেই রাজ্যে নিয়োগ কর। যদি রাম পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যান, তাহা হইলে জগতে তোমার অপযশ ঘটিবে। এক্ষণে ইনি আপনার রাজ্য রক্ষা করুন, তুমিও নিশ্চিন্ত হও। রাম ব্যতীত এখানকার আর কেহই তোমার অনুকূল হইতে পারিবেন না। ইনি যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলে মহারাজ পূর্বতন নৃপতিগণের দৃষ্টান্তে বনপ্রস্থান করিবেন।

সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সভামধ্যে এইরূপ তীক্ষ্ম ও শান্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী ক্ষুব্ধ হইলেন না, তাঁহার মুখরাগও কিছুমাত্র বিকৃত হইল না।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞা করিয়া অত্যন্তই ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি বাষ্পাকুল লোচনে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি এক্ষণে অরণ্যে রামের সুখসেবার্থ চতুরঙ্গবল শীঘ্র সুসজ্জিত কর। সৈন্যের সঙ্গে বচনচতুরা গণিকারা গমন করুক, ধনবান বণিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া যাক। যাহারা রামের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছে এবং যে-সকল মল্লেরা বীর্য পরীক্ষার নিমিত্ত ইঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে তাহাদিগকে অর্থ দিয়া প্রেরণ কর। সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র ও শকটসকল সমভিব্যাহারে দেও, অরণ্যমর্মজ্ঞ ব্যাধ এবং নগরের সমুদয় লোকই গমন করুক। ইহারা কাননে গিয়া মৃগবধ বন্য মধু পান ও নদনদী সন্দর্শন করিয়া নগরবাস বিস্মৃত হইয়া যাইবে। ধনকোষ ধান্যকোষ যা কিছু আমার অধিকারে আছে, পরিচারকেরা এই সমুদয় লইয়া প্রস্থান করুক। কুমার পবিত্র স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান ও প্রচুর দক্ষিণা দান করিয়া ঋষিগণের সহিত পরমসুখে বাস করিবেন। অতএব সকল প্রকার ভোগ্য দ্রব্য ইঁহারই সমভিব্যাহারে দেও, তৎপরে ভরত আসিয়া অযোধ্যা শাসন করিবেন।

মহীপাল দশরথ সুমন্ত্রকে এইরূপ আদেশ করিবামাত্র কৈকেয়ীর যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল, তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। তিনি অত্যন্তই বিষণ্ণ হইয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! যদি সমুদয় বিলাস-সামগ্রী বহির্ভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে ভরত পীতসার সুরার ন্যায় শূন্য রাজ্য লইয়া কি করিবে।

কৈকেয়ী নির্লজ্জা হইয়া এইরূপ নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে রাজা দশরথ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অনার্যে! তুমি ভারবহনে আমায় নিযুক্ত করিয়াছ আমিও বহিতেছি, তবে কেন আর ব্যথিত কর। তুমি এক্ষণে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলে রামের বনবাস প্রার্থনাকালে কি নিমিত্ত ইহা প্রকাশ কর নাই। তখন কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত কহিলেন, দেখ তোমারই বংশে সগররাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করেন, এক্ষণে রামকে সেইরূপেই বহিষ্কৃত কর।

দশরথ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র কহিলেন, দুঃশীলে! তোরে ধিক! সভাস্থ

সকলেই লজ্জিত হইলেন; কিন্তু কৈকেয়ী ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে কি কহিলেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ঐস্থানে মহারাজের প্রিয় পাত্র সিদ্ধার্থ নামে সর্বপ্রধান একজন বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন, তিনি কৈকেয়ীর এইরূপ অসম্বন্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! অসমঞ্জ অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল। ঐ দুর্মতি পথে যে-সকল বালকেরা ক্রীড়া করিত, তাহাদিগকে ধরিয়া সরযূর জলে নিক্ষেপপূর্বক আমোদ করিত। তদ্দর্শনে প্রজারা যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া একদা রাজাকে গিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি অসমঞ্জকে চাহেন? না আমরা রাজ্যে বাস করিয়া থাকিব এইরূপ অভিলাষ করেন? অবনিপাল কহিলেন, প্রকৃতিগণ! বল, আজ কি কারণে তোমরা এইরূপ ভীত হইয়াছ? প্রজারা কহিল, মহারাজ! আমাদের যে-সকল শিশু পথে ক্রীড়া করে আপনার অসমঞ্জ মূর্খতাবশতঃ তাহাদিগকে সরযূর জলে নিক্ষেপপূর্বক আমোদ করিয়া থাকে। তখন নৃপতি প্রকৃতিগণের শুভোদ্দেশে অনুচরদিগকে কহিলেন, দেখ, প্রজাগণের অহিতকারী অসমঞ্জকে নির্বাসনবেশ পরিধান করাইয়া যাবজ্জীবন ভার্যার সহিত বনবাস দিয়া আইস। পাপচারী অসমঞ্জও তৎক্ষণাৎ ফাল ও পেটক লইয়া আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং চতুর্দিকে গিরিদুর্গ দর্শন ও পর্যটন করিতে লাগিল। কৈকেয়ি! অসমঞ্জ এইরূপ দুর্বিনীত ছিল বলিয়া ধর্মশীল সগর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামের এমন কি অপরাধ আছে যে, তুমি ইঁহার এইরূপ দুর্দশা করিবে। আমরা ত রামের কোন দোষই দেখিতেছি না। রাম চন্দ্রের ন্যায় নির্মল। এক্ষণে তুমি যদি ইঁহার কোনপ্রকার দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া থাক প্রকাশ কর, পশ্চাৎ ইঁহাকে বনবাস দিবে। যিনি শিষ্ট ও সাধু, তাঁহাকে ত্যাগ করিলে ধর্মবিরোধনিবন্ধন সুররাজ ইন্দ্রেরও মহিমা খর্ব হইয়া যায়। দেবি! এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রামের রাজশ্রী বিনষ্ট করিও না, ইহাতে তোমার অত্যন্ত লোকাপবাদ ঘটিবে।

মহারাজ দশরথ সিদ্ধার্থের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে শোকাকুলিত বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিলেন, পাপে! দেখিতেছি বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের কথা তোমার প্রীতিকর হইল না। আমার ও তোমার যাহাতে হিত হইবে সেদিকেই তুমি যাইবে না। এইরূপ নীচ পথ আশ্রয় করিয়া নীচ কার্যের অনুষ্ঠানই তোমার উদ্দেশ্য। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি সুখ-সম্পদ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া রামের অনুগমন করিব। তুমি রাজা ভরতের সহিত বহুদিনের নিমিত্ত রাজ্য উপভোগ কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাম রাজা দশরথকে বিনয় সহকারে কহিলেন, পিতঃ! আমি ভোগসুখ ও অন্যান্য সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন বনমধ্যে ফলমূলে মাত্র ভক্ষণপূর্বক প্রাণযাত্রা নির্বাহ করিতে চলিলাম, তখন সৈন্যসামন্ত লইয়া আর আমার কি হইবে? হস্তী দান করিয়া বন্ধনরজ্জুর মমতা করা নিরর্থক। এক্ষণে আমি সমস্তই ভরতকে দিতেছি। অতঃপর কেহ আমার অরণ্য গমনের নিমিত্ত চীরবস্ত্র, খনিত্র ও পেটক আনয়ন করিয়া দিন।

রাম এইরূপ কহিবামাত্র কৈকেয়ী স্বয়ং গিয়া চীরবস্ত্র আনয়ন করিলেন এবং নির্লজ্জা হইয়া রামকে সেই সভামধ্যে কহিলেন, রাম! আমি এই চীর

আনয়ন করিলাম, তুমি ইহা পরিধান কর। তখন সেই পুরুষপ্রধান পরিধেয় সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগপূর্বক মুনিবস্ত্র গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণও পিতার সমক্ষে তাপস-বেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর কৌষেয়বসনা জানকী চীর গ্রহণ করিয়া বাগুরা দর্শনে হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং একান্ত বিমনায়মান হইয়া জলধারাকুললোচনে গন্ধর্বরাজপ্রতিম ভর্তাকে কহিলেন, নাথ! বনবাসী ঋষিরা কিরূপে চীর বন্ধন করিয়া থাকেন? এই বলিয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া একখণ্ড কণ্ঠে ও অপর খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জাবনতবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম সত্বর তাঁহার সন্নিহিত হইয়া স্বয়ংই কৌষেয় বস্ত্রের উপর চীর-বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরনারীগণ জানকীর অঙ্গে রামকে চীর বন্ধন করিতে দেখিয়া কাতর মনে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জন করিতে লাগিলেন, কহিলেন, বৎস! জানকী তোমার ন্যায় বনবাসে নিযুক্ত হন নাই। তুমি নৃপতির অনুরোধে বনে গমন করিয়া যতদিন না আসিবে, তাবৎ সীতাকে দেখিয়া আমরা শীতল হইব। এক্ষণে তুমি সহচর লক্ষ্মণের সহিত প্রস্থান কর। সীতা তাপসীর ন্যায় বনবাস আশ্রয় করিতে পারিবেন না। তুমি ধর্মপরায়ণ; তুমি স্বয়ং এই স্থানে থাকিতে সম্মত হইবে না, কিন্তু অনুরোধ করি, জানকীকে রাখিয়া যাও।

রাজকুমার রাম পুরনারীগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও বিরত হইলেন না।। তদ্দর্শনে কুলগুরু বশিষ্ঠ বাষ্পাকুললোচনে জানকীকে চীর ধারণে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন, দুষ্টে! তুমি মহারাজকে বঞ্চনা করিয়াছ। বঞ্চনা করিয়া যতদূর বাসনা ছিল, এক্ষণে তাহাও অতিক্রম করিতেছ। দুঃশীলে! দেবী জানকীর কখনই বনে গমন করা হইবে না। ইনিই রামের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন। ভার্যা গৃহীদিগের অর্ধাঙ্গ। সুতরাং সীতা রামের অর্ধাঙ্গ বলিয়া রাজ্যপালন করিবেন। যদি ইনি রামের সহচারিণী হন, তাহা হইলে আমরা নগরের অন্যান্য সকলেরই সহিত যথায় রাম সেই স্থানেই যাইব। অন্তঃপুররক্ষকেরাও গমন করিবে। ভরত ও শত্রুঘ্ন চীরধারী হইয়া জ্যেষ্ঠ রামের অনুসরণ করিবেন। জীবনযাত্রার উপযোগী অর্থ দাসদাসী কিছুই এই স্থলে থাকিবে না। অতঃপর এই রাজ্য নির্জন, শূন্য এবং বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ
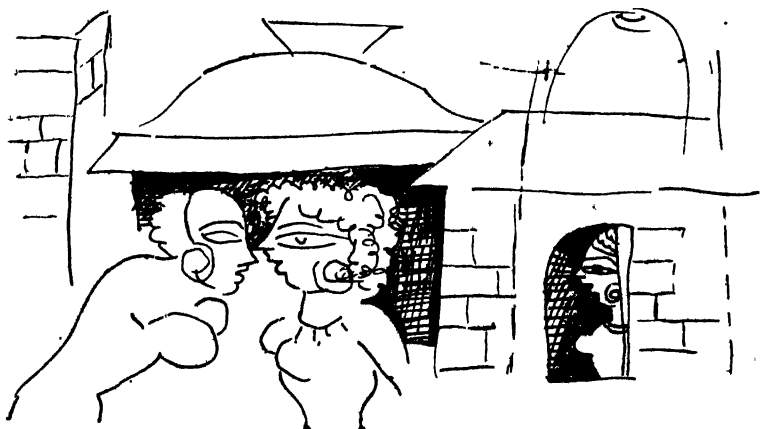
হইয়া উঠিবে, তুমি প্রজাগণের অহিতকারিণী হইয়া একাকিনী ইহা শাসন কর। যথায় রাম রাজা নহেন তাহা রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না এবং ইনি যে স্থানে অবস্থিতি করিবেন, সেই বনই রাজ্য হইবে। যখন মহারাজ অনুরুদ্ধ হইয়া দিতেছেন তখন ভরত এই রাজ্য কখন শাসন করিবেন না এবং তিনি যদি দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তোমার প্রতি পুত্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শনেও পরাঙ্মুখ হইবেন। ভরত নিজের বংশাচার বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছেন, তুমি যদি ভূতল হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হও তথাচ অহার অন্যথাচরণ করিবেন না। সুতরাং তুমি এক্ষণে পুত্রের রাজ্য কামনা করিয়া পুত্রেরই অনিষ্ট সাধন করিলে। রামের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে না এই জীবলোকে এমন লোকই নাই। তুমি আজই দেখিতে পাইবে বনের পশুপক্ষীরাও রামের অনুসরণ করিতেছে এবং বৃক্ষসকল ইঁহার প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি জানকীর চীর অপনীত করিয়া ইঁহাকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান কর। মুনিবস্ত্র কোনরূপেই ইঁহার যোগ্য বোধ হইতেছে না। দেখ, তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, কিন্তু যিনি প্রতিনিয়ত বেশবিন্যাস করিয়া থাকেন, সেই সীতা সুবেশে রামসহবাসে কালযাপন করিবেন, ইহাতে তোমার ক্ষতি কি? এক্ষণে এই রাজকুমারী উৎকৃষ্ট যান, পরিচারক, বস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ লইয়া গমন করুন। দেবি! বরগ্রহণকালে তুমি রামকেই লক্ষ্য করিয়াছিলে, কিন্তু সীতাকে প্রার্থনা কর নাই।

জানকী রামের ন্যায় মুনিবেশ ধারণে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন বিপ্রবর বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলেও তদ্বিষয়ে কিছুতেই বিরত হইলেন না।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ ॥ জনকনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় চীর ধারণে প্রবৃত্ত হইলে তত্রত্য সকলেই দশরথকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি! জানকী সুকুমারী ও বালিকা এবং ইনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখেই কালহরণ করিয়া থাকেন। গুরুদেব কহিলেন, ইনি বনবাসের ক্লেশ সহিবার যোগ্য নহেন, একথা যথার্থই বোধ হইতেছে। এই সুশীলা রাজকুমারী কাহারও কোন অপকার করেন নাই, ইনি বনবাসিনী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীর গ্রহণ করিয়া বিন্যাস-প্রসঙ্গে বিমোহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইহা পরিত্যাগ করুন, রামের ন্যায় ইঁহাকেও চীরবাস পরিগ্রহ করিতে হইবে, আমি কিছু পূর্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। এক্ষণে ইনি সকলপ্রকার রত্নভার লইয়া বনে গমন করুন। আমি মুমূর্ষু হইয়াই শপথপূর্বক রামের বনবাস বিষয়ে নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে জানকীর তাপসী-বেশ অভিলাষ করিতেছ, ইহা তোমার অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুষ্পোদ্গম হইলে রেণু যেমন বিনষ্ট হয় তদ্রূপ তোমার এই প্রবৃত্তিই আমার বিনাশের মূল হইবে। পাপীয়সি! স্বীকার করিলাম যে রাম তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বল দেখি, এই হরিণনয়না মৃদুস্বভাবা জানকী তোমার কি অপকার করিয়াছেন? রামের নির্বাসনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে, তাহার পর এই সমস্ত দুঃখাবহ পাতকের অনুষ্ঠানে আর ফল কি? রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অভিলাষে এই স্থানে আগমন করিলে তুমি ইঁহাকে জটাচীরধারী হইয়া বনগমনের আদেশ

করিয়াছিলে আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার অত্যন্ত দুরাশা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি জানকীকেও চীরবাস পরিধান করাইবার বাসনা করিয়াছ। বলিতে কি, এইরূপ ব্যবহারে তোমায় অচিরাৎ নরকস্থ হইতে হইবে।

রাম রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনতমুখে কহিলেন, পিতঃ! এই উদারশীলা জননী কৌশল্যা আমাকে বনপ্রস্থানে উদ্যত দেখিয়াও আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। ইনি কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, অতঃপর আমার বিয়োগ-শোকে অত্যন্তই কষ্ট পাইবেন, এই কারণে কহিতেছি, আপনি ইঁহাকে সম্মানে রাখিবেন। আমি যে চক্ষের অন্তরালে থাকি ইঁহার সে ইচ্ছা নাই; এক্ষণে দেখিবেন যেন আমার শোকে ইঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে না হয়।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ মহারাজ দশরথ রামের এই কথা শ্রবণ এবং তাঁহার মুনিবেশ নিরীক্ষণ করিয়া পত্নীগণের সহিত হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। দুর্নিবার দুঃখ তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছিল, তৎকালে তিনি আর রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না; দেখিলেও আর কথা কহিতে পারিলেন না, একান্তই বিমনা হইলেন এবং ক্ষণকাল যেন বিহ্বল হইয়া রহিলেন।

অনন্তর তিনি রামের চিন্তায় যারপরনাই আকুল হইয়া কহিলেন, হা! পূর্বে আমি নিশ্চয়ই অনেক ধেনুকে বিবৎসা করিয়াছি, এবং অনেক জীবের প্রাণ হিংসা করিয়াছি, সেই পাপেই আমার এই দুর্গতি ঘটিল। অনলের ন্যায় তেজস্বী রাম আমার সম্মুখে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিবেশ ধারণ করিলেন, আমি স্বচক্ষেই তাহা দেখিলাম। বোধ হয় অসময়ে মৃত্যু হয় না, নতুবা কৈকেয়ী যে আমায় এত যন্ত্রণা দিতেছে, সম্ভবতঃ ইহাতেই তাহা হইত। যে বঞ্চনা দ্বারা আপনার স্বার্থ সাধন করিতেছে সেই এক কৈকেয়ীই এই সকল লোককে ক্লেশ প্রদান করিল।

রাজা দশরথ জলধারাকুললোচনে কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া রামকে কহিলেন, রাম!—নামগ্রহণ করিবামাত্র বাষ্পভরে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তৎপরে মুহূর্তমধ্যে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া সজলনয়নে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি বাহনোপযোগী রথ অশ্বসমূহে যোজিত করিয়া আন এবং রামকে জনপদের বহির্ভূত করিয়া রাখিয়া আইস। একজন সাধু মহাবীরকে পিতা মাতা নির্বাসিত করিতেছেন ইহাই গুণবানদিগের গুণের যথেষ্ট পরিচয়, সন্দেহ নাই।

অনন্তর সুমন্ত্র ত্বরিতপদে নির্গত হইয়া রথ সুসজ্জিত ও অশ্বে যোজিত করিয়া আনিলেন। রথ আনীত হইলে দশরথ ধনাধ্যক্ষকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, তুমি বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীর নিমিত্ত শীঘ্র উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার আনয়ন কর।

রাজার আদেশমাত্র ধনাধ্যক্ষ অবিলম্বে কোষগৃহে গমন ও বসনভূষণ গ্রহণপূর্বক আসিয়া সীতাকে প্রদান করিল। অযোনিসম্ভবা জানকী সুশোভন অঙ্গে ঐ সমস্ত বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। প্রাতঃকালে উদিত দিবাকরের প্রভা যেমন নভোমণ্ডলকে রঞ্জিত করে, সীতার কমনীয় কান্তি তৎকালে ঐ

গৃহ সেইরূপ সুশোভিত করিল।
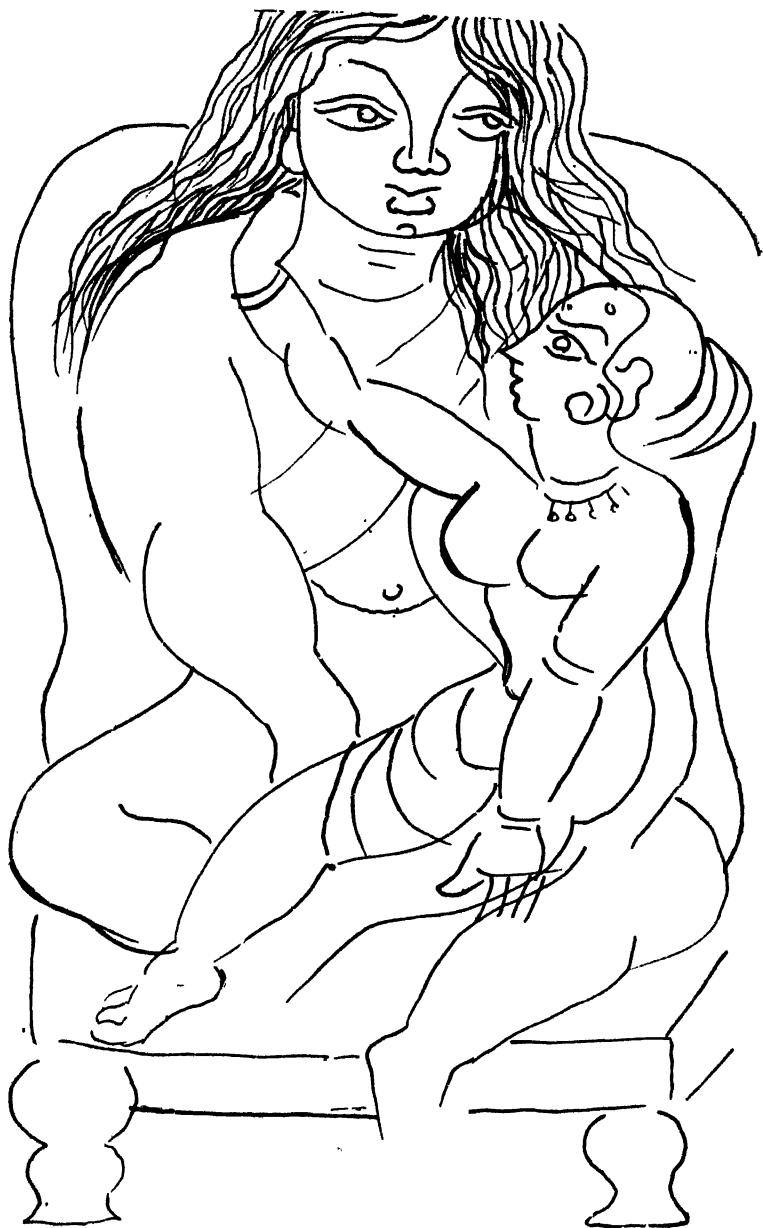
অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎসে! যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামী-সেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখ-ভোগ করে কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নানা দোষে দূষিত অধিক কি পরিত্যাগও করিয়া থাকে। উহারা মিথ্যা কহে, দুর্গম স্থানে গমন ও নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে এবং পতির প্রতি একান্ত বিরস বলিয়া অল্প কারণে বিরক্ত হইয়া উঠে। ঐ সকল স্ত্রীলোক অত্যন্তই অস্থিরচিত্ত; উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসনভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতঘ্ন হয়, ধর্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনার কুলমর্যাদা পালন করেন, যাঁহারা সত্যবাদী ও শুদ্ধস্বভাব সেইসকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইঁহাকে অনাদর করিও না, ইনি দরিদ্র বা সম্পন্নই হউন, তুমি ইঁহাকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে।

জানকী দেবী কৌশল্যার এইরূপ ধর্মসংগত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, আর্যে! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। আপনি আমাকে অসতীদিগের তুল্য মনে করিবেন না। শশাঙ্ক হইতে রশ্মির ন্যায় আমি ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। যেমন তন্ত্রীশূন্য বীণা এবং চক্রশূন্য রথ নিরর্থক হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোক শত পুত্রের মাতা হইয়াও যদি ভর্তৃহীন হয়, কদাচই সুখী হইতে পারে না। পিতা মাতা ও পুত্র পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকেন, কিন্তু জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহ নাই, সুতরাং তাঁহাকে কে না আদর করিবে? আর্যে! আমি মাতার নিকট সামান্য ও বিশেষ ধর্মোপদেশ পাইয়াছি, আমি কি কারণে স্বামীর অবমাননা করিব। পতিই আমার পরম দেবতা।

দেবী কৌশল্যা জানকীর এইরূপ হৃদয়হারী বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ ও হর্ষ উভয় কারণেই অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্মপরায়ণ রাম সেই সর্বজনপূজনীয়া জননীকে নিরীক্ষণ করিয়া মাতৃগণসমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মাতঃ! তুমি দুঃখে-শোকে বিমনা হইয়া আমার পিতাকে দেখিও না। এই চতুর্দশ বৎসর চক্ষের পলকেই অতিবাহিত হইবে; তৎপরেই দেখিবে, আমি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছি।

রাম অসন্দিগ্ধ বচনে জননীকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া অনুক্রমে শোকার্ত মাতৃগণকে দর্শন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীত বাক্যে কহিলেন, মাতৃগণ! একত্র অধিবাস-নিবন্ধন ভ্রান্তিক্রমেও যদি কখন রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রার্থনা করি, ক্ষমা করিবেন।

শোকাতুরা রাজপত্নীরা সুধীর রামের এইরূপ ধর্মানুকূল কথা শ্রবণপূর্বক আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্বে যে গৃহে মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বাদ্য মেঘের ন্যায় ধ্বনিত হইত, তাহা এখন মহিলাগণের বিলাপ ও পরিতাপে আকুল হইয়া উঠিল।

চত্বারিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে তাঁহার

নিকট বিদায় লইয়া শোকসন্তপ্তমনে জননীকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সর্বাগ্রে কৌশল্যা, তৎপরে সুমিত্রাকে প্রণাম করিলে, সুমিত্রা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্বক হিতাভিলাষে কহিলেন, বৎস! যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইঁহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যেষ্ঠের বশবর্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে। বিশেষতঃ এইরূপ কার্য এই বংশের যোগ্য; দান যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে দেহত্যাগ এই সমস্ত কার্য এই বংশেরই সমুচিত। এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে জননী এবং গহন কাননকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। সুমিত্রা প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, বাছা! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।

অনন্তর সুমন্ত্র বিনীতভাবে রামকে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে রথে আরোহণ কর। তুমি যে স্থানে বলিবে শীঘ্রই তথায় লইয়া যাইব। দেবী কৈকেয়ী অদ্য তোমাকে গমনের আদেশ দিয়াছেন, সুতরাং আজ হইতেই চতুর্দশ বৎসর বনবাসকালের আরম্ভ করিতে হইতেছে।

তখন সীতা পুলকিত মনে সর্বাগ্রে সেই সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল কনকখচিত রথে আরোহণ করিলেন। তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ, পিতা বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীকে যে-সমস্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিয়াছেন, সেইগুলি এবং বিবিধ অস্ত্র, বর্ম, চর্মপরিবৃত পেটক ও খনিত্র রথমধ্যে রাখিয়া উত্থান করিলেন। সুমন্ত্র বায়ুর ন্যায় বেগবান মনোমত অশ্বে কশাঘাত করিবামাত্র রথ ঘর্ঘর রবে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে নগরবাসীরা মূর্ছিত হইয়া পড়িল। চতুর্দিকে তুমুল আর্তনাদ উত্থিত হইল। মাতঙ্গগণ উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অনবরত গর্জন করিতে লাগিল। সর্বত্রই ভয়ঙ্কর কোলাহল। নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া নীর দর্শনে উত্তাপ-তপ্ত পথিকের ন্যায় রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বিস্তর লোক রথে লম্বমান হইয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে পৃষ্ঠ ও

পার্শ্ব হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, সুমন্ত্র! তুমি অশ্বরশ্মি আকর্ষণ-পূর্বক মৃদু বেগে যাও, আমরা রাজকুমারের মুখকমল বহু দিন আর দেখিতে পাইব না, একবার ভাল করিয়া দেখিব। বোধ হয়, রামজননী কৌশল্যার হৃদয় লৌহময়, নতুবা এমন কার্ত্তিকেয়তুল্য তনয়কে বনে বিসর্জন দিয়া কেন বিদীর্ণ হইল না। ধর্মপরায়ণা জানকী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইয়া কৃতার্থা হইলেন। সূর্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে পরিত্যাগ করে না, ইনিও সেইরূপ রামের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না। লক্ষ্মণ! তুমিই ধন্য, তুমি বনমধ্যে প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব রামের পরিচর্যা করিবে। তুমি যে ইঁহার অনুগমন করিতেছ, এই বুদ্ধি অতি প্রশংসনীয়, ইহাই তোমার উন্নতি এবং ইহাই স্বর্গের সোপান। এই বলিয়া সকলে রোদন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহারাজ দশরথ রামকে দেখিবার আশয়ে দীনভাবে ভার্যাদিগের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। হস্তী বদ্ধ হইলে করিণীরা যেমন আর্তনাদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সর্বাগ্রে কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই রোদনের মহাশব্দ শ্রুতি-গোচব হইতে লাগিল। তৎকালে মহারাজ রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিষাদে অবসন্ন হইয়া রহিলেন। অচিন্ত্যগুণ রামও সুমন্ত্রকে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া চল। একদিকে রাম ত্বরা দিতে লাগিলেন, অন্যদিকে পৌরজন রথবেগ সংবরণ করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতে লাগিল; সুমন্ত্র কোন দিক রাখিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। লোকের চক্ষের জলে পথেব ধূলিজাল নির্মূল হইয়া গেল। পুরমধ্যে সর্বত্রই হাহাকার, সকলেই বিচেতন। মৎস্যের আস্ফালনে পঙ্কজদল চঞ্চল হইলে যেমন তাহা হইতে নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের নেত্র হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। রাজা দশরথ নগরবাসীদিগের মনের ভাব দুঃখভরে একই প্রকার হইয়াছে দেখিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামের পশ্চাৎভাগে যে-সকল লোক ছিল, মহাবাজকে মূর্ছিত দেখিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। তাঁহাকে ভার্যাগণের সহিত মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কতকগুলি লোক হা রাম! অনেকে হা কৌশল্যা! এই বলিয়া শোক করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, জনক-জননী বিষণ্ণ ও
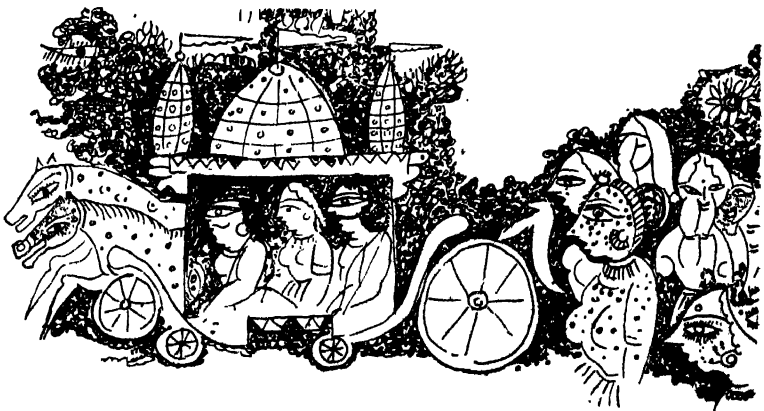
উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পদব্রজে আগমন করিতেছেন। শৃঙ্খলবন্ধ অশ্বশাবক যেমন মাতাকে দেখিতে পারে না, সেইরূপ তিনি সত্যপাশে সংযত হওয়াতে তৎকালে তাঁহাদিগকে আর সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পারিলেন না। পিতামাতার দুঃখের সেই বিষণ্ণ মূর্তি তাঁহার একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। যাঁহারা যানে গমনাগমন করেন, আজ তাঁহারা পথে পদব্রজে, যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করেন আজ তাঁহাদের দুর্বিষহ দুঃখ; তদ্দর্শনে রাম অংকুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বারংবার সুমন্ত্রকে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া চল। এদিকে বদ্ধবৎসা ধেনু যেমন বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠাভিমুখে ধাবমান হয়, দেবী কৌশল্যা সেইরূপে ধাবমান হইলেন। তিনি কখন রামের কখন সীতার ও কখন বা লক্ষ্মণের নামগ্রহণপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র রাজা দশরথ রথবেগ সংবরণ এবং রাম দ্রুতগমন করিতে কহিতেছেন দেখিয়া, যুদ্ধার্থী উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যগত পুরুষের ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহাকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি প্রত্যাগমন করিলে মহারাজ যদি তোমায় তিরস্কার করেন, লোকের কোলাহলে আদেশ শুনিতে পাও নাই বলিলেই চলিবে, কিন্তু বিলম্ব ঘটিলে আমায় বিষম ক্লেশ পাইতে হইবে। সুমন্ত্র সম্মত হইলেন এবং রথের সঙ্গে যে-সকল লোক আসিতেছিল, তাহাদিগকে প্রতিগমন করিতে কহিয়া অধিকতর বেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজ-পরিবার ও অন্যান্য লোক মনে মনে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু যে দিকে রাম সেই দিকেই তাঁহাদের মন প্রধাবিত হইল।

অনন্তর অমাত্যেরা কহিলেন, মহারাজ! যাহার পুনরাগমন অপেক্ষা করিতে হইবে, বহুদূর তাহার সমভিব্যাহারে গমন করা নিষিদ্ধ। সস্ত্রীক দশরথ অমাত্যগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের অনুগমনে ক্ষান্ত হইলেন এবং তথায় ঘর্মাক্ত কলেবরে বিষণ্ণ মুখে রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক দণ্ডায়মান রহিলেন।

একচত্বারিংশ সর্গ ॥ রাম নিষ্ক্রান্ত হইলে অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকেরা হাহাকার করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হা! যিনি অনাথ, দুর্বল ও শোচনীয় ব্যক্তির
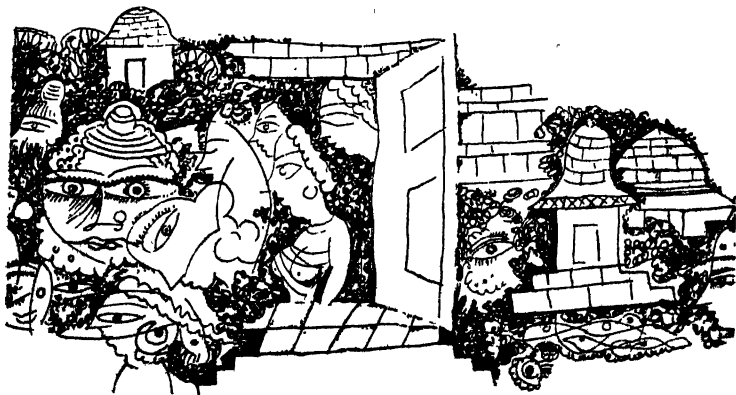
আশ্রয় ছিলেন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন? যিনি অতিশয় শান্তস্বভাব, মিথ্যা দোষ প্রদর্শনেও যিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, যিনি অপ্রীতিকর কথা কহেন না, যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রসন্ন করেন এবং লোকের দুঃখে দুঃখিত হন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন? যিনি জননীনির্বিশেষে আমাদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি আমাদের সকলের রক্ষক তিনি কৈকেয়ী-নিপীড়িত রাজার নিয়োগে এখন কোথায় চলিলেন। হা! রাজা কি হতজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, যিনি জীবলোকের আশ্রয় সত্যব্রতপরায়ণ ও ধার্মিক তাঁহাকেও বনবাস দিলেন। এই বলিয়া রাজমহিষীরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় দুঃখিত মনে করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দশরথ অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ ঘোরতর আর্ত স্বর শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে যারপরনাই দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইলেন। তৎকালে রামবিরহে আর কাহারই অগ্নিপরিচর্যায় প্রবৃত্তি রহিল না। দিবাকর উত্তাপদানে বিরত ও তিরোহিত হইলেন, সমীরণ উষ্ণভাবে বহিতে লাগিল, চন্দ্র প্রখর মূর্তি ধারণ করিলেন, হস্তিসকল মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিল, ধেনুগণ বৎস রক্ষায় বিরত হইল। ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও বুধ প্রভৃতি গ্রহসকল চন্দ্রে সংক্রান্ত হইয়া অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। নক্ষত্রসকল নিস্তেজ, শনৈশ্চর প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থসকল নিষ্প্রভ হইয়া বিপথে সধূমে প্রকাশিত হইতে লাগিল। জলদজাল প্রবল বায়ুবেগে নভোমণ্ডলে উত্থিত ও মহাসাগরের ন্যায় প্রসারিত হইয়া নগর কম্পিত করিয়া তুলিল। সমস্ত দিক আকুল, যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, নগরবাসীরা সহসা দীন-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল, আহার ও বিহারে আর কাহারই অভিরুচি রহিল না; শোকে সকলেই কাতর, বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ও দশরথের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহারা রাজপথে ছিল, অনবরত রোদন করিতে লাগিল, কাহারই অন্তরে হর্ষের লেশমাত্র রহিল না। সমস্ত জগৎ যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পুত্র পিতামাতার, ভ্রাতা ভ্রাতার এবং স্বামী ভার্যার অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল রামকে চিন্তা করিতে লাগিল। যাঁহারা রামের সুহৃৎ তাঁহারা দুঃখভারে আক্রান্ত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। তখন সুররাজ পুরন্দরের বজ্রাস্ত্রে এই সশৈলা পৃথিবী যেমন কম্পিত হইয়াছিল, সেইরূপ রাম-বিরহে অযোধ্যা কম্পিত হইল এবং হস্তী অশ্ব ও যোদ্ধাসকল ভয় ও শোকে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ রাম নির্গত হইলে যতক্ষণ রথের ধূলি দৃষ্ট হইল, দশরথ ততক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। যতক্ষণ ধর্মপরায়ণ রামকে দেখিতে পাইলেন, তদবধি তিনি উপবিষ্ট ছিলেন; রামও চক্ষের অন্তরাল হইলেন, তিনিও বিষণ্ণ ও কাতর হইয়া ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে উত্থাপন ও তাঁহার দক্ষিণ বাহু গ্রহণপূর্বক তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং কৈকেয়ী তাঁহার বামপার্শ্বে থাকিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন নীতিনিপুণ বিনয়ী ধার্মিক দশরথ বামপার্শ্বে কৈকেয়ীকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, পাপীয়সি! তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস না, আমি তোরে আমার পত্নী কি দাসীভাবেও দেখিতেছি না।

যাহারা তোর আশ্রয়ে আছে, তাহারা আমার নহে এবং আমিও তাহাদের নহি। তুই অত্যন্তই অর্থলুব্ধ, ধর্ম কিরূপ তাহা জানিস না, এক্ষণে আমি তোকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি তোর পাণিগ্রহণপূর্বক তোকে যে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলাম ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফল কিছুই চাহি না। যদি ভরত এই অক্ষয় রাজ্য হস্তগত করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে সে আমার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্যের উদ্দেশে যাহা দান করিবে লোকান্তরে তাহা যেন আমার ত্রিসীমায় না যায়।

শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা সেই ধূলিধূসর মহারাজ দশরথের দক্ষিণ বাহু গ্রহণপূর্বক গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মহত্যা ও জ্বলন্ত অংগার-মধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে যেমন অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে হয়, রামচিন্তায় রাজা দশরথের সেইরূপই হইতে লাগিল। তিনি গমনকালে এক একবার ফিরিয়া রথের পথের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অমনি অবসন্ন হন। তাঁহার কান্তি রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় অত্যন্তই মলিন হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, এতক্ষণে রাম নগরান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া দুঃখিত মনে কহিতে লাগিলেন, হা! যে-সকল অশ্ব আমার রামকে বহিতেছে, পথে তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু সেই মহাত্মা আর দৃষ্ট হইতেছেন না। যিনি চন্দনরাগে রঞ্জিত হইয়া উপাধানে অংগ বিন্যাসপূর্বক সুখে শয়ন করিলে স্ত্রীলোকেরা চামর বীজন করিত, আজ তিনি কোন এক স্থানে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া পাষাণ বা কাষ্ঠে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেন এবং গিরিপ্রস্থ হইতে মাতংগের ন্যায় ধূলিলুণ্ঠিত দেহে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক উত্থিত হইবেন। সেই লোকনাথ অনাথের ন্যায় তরুতল পরিহারপূর্বক গমন করিবেন, বনচারী পুরুষেরা ইহা নিশ্চয় দেখিতে পাইবে। রাজা জনকের প্রিয় তনয়া সীতা সততই সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন, আজ তিনি পথে কণ্টকক্ষত ও ক্লান্ত হইয়া বনপ্রবেশ করিবেন। জানকী অরণ্যের কিছুই জানেন না, আজ হিংস্র জন্তুগণের লোমহর্ষণ ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইবেন। কৈকেয়ি! এক্ষণে তোর কামনা পূর্ণ হউক, তুই বিধবা হইয়া রাজ্য শাসন কর, আমি রামবিরহে কোনমতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

রাজা দশরথ জনসমূহে পরিবৃত হইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতে করিতে মৃতোদ্দেশে কৃতস্নান পুরুষের ন্যায় সেই দুঃখপূর্ণ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহসকল সর্বতোভাবে শূন্য হইয়া আছে, পণ্যস্থাপন-বেদিসমুদয় সংবৃত রহিয়াছে; লোকেরা ক্লান্ত দুর্বল ও দুঃখার্ত, রাজপথে জনসঞ্চার নিতান্তই বিরল হইয়া পড়িয়াছে। দশরথ নগরীর এইরূপ দুরবস্থা অবলোকনপূর্বক রাম-চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া মেঘ-মধ্যে সূর্যের ন্যায় স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা প্রস্থান করিয়াছেন, সুতরাং বিহংগরাজ যাহার গর্ভ হইতে ভুজংগ অপহরণ করিয়াছে, সেই অগাধ গম্ভীর হ্রদের ন্যায় উহা হইল। তখন দশরথ গদগদলক্ষিত বাক্যে ক্ষীণ স্বরে দ্বার-প্রদর্শকদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে রাম-জননী কৌশল্যার বাসভবনে লইয়া চল, এখন আমি অন্যত্র থাকিয়া নির্বৃতি লাভ করিতে পারিব না।

অনন্তর দ্বারদর্শকেরা তাঁহাকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া গেল। রাজা তন্মধ্যে বিনীতের ন্যায় অবনতমুখে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মন একান্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তিনি ঐ গৃহ শশাংকহীন আকাশের ন্যায়

শূন্য দেখিলেন এবং বাহুযুগল উত্তোলনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, হা রাম! তুমি কি তোমার জনক-জননীকে ত্যাগ করিয়া গেলে? যাঁহারা তোমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত জীবিত থাকিবে এবং তোমাকে আলিঙ্গন ও তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে তাহারাই সুখী।

অনন্তর তিনি আপনার কালরাত্রির ন্যায় রজনী উপস্থিত হইলে দ্বিপ্রহরের সময় কৌশল্যাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, দেবি! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি পাণিতল দ্বারা আমার অঙ্গ স্পর্শ কর। আমার দৃষ্টি রামের সঙ্গে গিয়াছে, এখনও প্রত্যাগমন করিতেছে না। তখন কৌশল্যা মহারাজকে শয়নতলে রাম-চিন্তায় আকুল দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর তিনি শোকাকুলিত মনে কহিলেন, মহারাজ! কুটিল-মতি কৈকেয়ী বৎস রামের প্রতি বিষত্যাগ করিয়া নির্মোকমুক্তা উরগীর ন্যায় বিচরণ করিবে। সে রামকে নির্বাসিত করিয়া আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছে, অতঃপর আবাসমধ্যস্থ দুষ্ট সর্পের ন্যায় আমাকে অধিকতর ভয় প্রদর্শন করিবে। যদি রাম গৃহে থাকিয়া নগরে ভিক্ষা করিত, যদি তাহাকে কৈকেয়ীর দাস করিয়া দিতাম, তাহাও বরং আমার শ্রেয় ছিল। পর্বকালে যাজ্ঞিক যেমন রাক্ষসদিগের যজ্ঞভাগ নিক্ষেপ করে, কৈকেয়ী সেইরূপ স্বেচ্ছাক্রমে রামকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সেই গজরাজগতি মহাবীর এতক্ষণে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা অরণ্যের দুঃখ কিছুই জানে না, তুমি কৈকেয়ীর কথায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে, এখন বল দেখি তাহাদের কি দুর্দশা ঘটিবে? তাহাদিগের সঙ্গে কিছু নাই, সকলেরই তরুণ বয়স. ভোগের সময়েই তুমি আবার বনবাস দিলে, জানি না, এখন তাহারা ফলমূল আহার করিয়া কিরূপে দিনপাত করিবে। ভাগ্যে কি এখনই সেইদিন উপস্থিত হইবে যে, বৎস রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে দেখিয়া শোকতাপ বিস্মৃত হইয়া যাইব। কবে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ আসিয়াছেন শুনিয়া অযোধ্যার অধিবাসীরা পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় হর্ষে পুলকিত হইবে এবং সমস্ত নগর মাল্যে অলঙ্কৃত ও পতাকায় পরিশোভিত করিবে। কবে বহুসংখ্য লোক উহাদিগকে পুরপ্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজপথে উহাদের মস্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। কবে দেখিব, আমার দুইটি বৎস কর্ণে কুন্ডল এবং করে ধনু ও খড়্গ ধারণ করিয়া সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় আসিতেছে। কবে তাহারা, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ফলপুষ্প প্রদানপূর্বক হৃষ্টমনে পুরী প্রদক্ষিণ করিবে। কবে সেই পরিণতমতি ধর্মপরায়ণ রাম জানকীকে সঙ্গে লইয়া বর্ষার জলধারার ন্যায় সকলকে পুলকিত করিয়া উপস্থিত হইবে। মহারাজ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পূর্বে শিশুগণ দুগ্ধপানে লালস হইলে এই জঘন্যা তাহাদের মাতৃস্তন ছেদন করিয়াছিল, সেই পাপেই বালবৎসা ধেনুর ন্যায় এই পুত্রবৎসলাকে কৈকেয়ী বলপূর্বক বিবৎসা করিল। দেখ, আমার একটি বৈ আর পুত্র নাই, জ্ঞান ও গুণ সমুদয়ই তাহার জন্মিয়াছে, তাহাকে বিসর্জন দিয়া এখন কিরূপে জীবন ধারণ করিব। হা! রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। যেমন

গ্রীষ্মকালে সূর্যদেব পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন, সেইরূপ পুত্রশোকানল আজ আমাকে যারপরনাই সন্তপ্ত করিতেছে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মশীলা সুমিত্রা কৌশল্যাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া ধর্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্যে! তোমার রাম সদ্‌গুণসম্পন্ন, কুত্রাপি তাঁহার বিপদ-সম্ভাবনা নাই, তাঁহার নিমিত্ত দীনভাবে রোদন ও পরিতাপ করিবার প্রয়োজন কি? দেখ, তোমার রাম সত্যবাদী পিতার সংকল্প সিদ্ধ করিবার আশয়ে রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক গমন করিলেন। যাহার ফল লোকান্তরে হইবে, সেই সজ্জনাচরিত ধর্মে তাঁহার অনুরাগ আছে, সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কোন মতেই উচিত বোধ হয় না। দয়াশীল নিষ্পাপ লক্ষ্মণ নিরন্তর তাঁহার পুত্রবৎ পরিচর্যা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগবিলাসে কালযাপন করিয়া আসিয়াছেন, সেই জানকী অরণ্যবাস-দুঃখ সম্যক জানিতে পারিলেও ধর্মপরায়ণ রামের অনুগমন করিয়াছেন। দেবি! যে সর্বলোকপালক রাম ত্রিলোকে আপনার কীর্তি প্রচার করিতেছেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ, ইহাই কি তাঁহার যথেষ্ট হইতেছে না? সূর্য তাঁহার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়া কঠোর কিরণে তাঁহাকে পরিতপ্ত করিতে সাহসী হইবেন না। সর্বকাল-শুভ সুখস্পর্শ সমীরণ কানন হইতে নিঃসৃত হইয়া অনতিশীত ও অনতিউষ্ণভাবে তাঁহার সেবা করিবেন। রজনীতে চন্দ্র তাঁহাকে শয়ান দেখিয়া পিতার ন্যায় সন্তাপহর করজাল দ্বারা আলিঙ্গন ও আনন্দিত করিবেন। যিনি রণস্থলে অসুররাজ সম্বরের পুত্রকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মা হইতে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছেন, সেই মহাবীর স্বভুজবীর্যে নির্ভয় হইয়া অরণ্যেও গৃহের ন্যায় বাস করিতে সমর্থ হইবেন। শত্রুসকল যাঁহার শরাঘাতে দেহপাত করে, সকলকে শাসন করা তাঁহার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর' দেবি! রামের কি আশ্চর্য মঙ্গলভাব! কি সৌন্দর্য! কি শৌর্য! ইহা দ্বারাই বোধ হইতেছে যে, তিনি শীঘ্রই অরণ্য হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক রাজ্যগ্রহণ করিবেন। তিনি সূর্যের সূর্য, অগ্নির অগ্নি, প্রভুর প্রভু, সম্পদের সম্পদ, কীর্তির কীর্তি, ক্ষমার ক্ষমা, দেবতার দেবতা এবং ভূতসমুদয়ের মহাভূত; তিনি বনে বা

নগরে থাকুন, তাঁহার কোন দোষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে না। তিনি পৃথিবী জানকী ও জয়শ্রীর সহিত অবিলম্বে অভিষিক্ত হইবেন। দেখ, অযোধ্যার অধিবাসীরা তাঁহাকে অত্যন্তই স্নেহ করিয়া থাকে। উহারা তাঁহাকে বনবাসার্থ নিষ্ক্রান্ত দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন শোকাশ্রু বিসর্জন করিতেছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জানকী যাঁহার অনুগমন করিলেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? ধনুর্ধরাগ্রগণ্য স্বয়ং লক্ষ্মণ অসি শর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে. তাঁহার আর অভাব কি? দেবি! দেখিবে, সেই উদিত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন পুনরায় আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিবেন। এক্ষণে আর দুঃখ-শোক প্রকাশ করিও না; রামের অশুভ সম্ভাবনা কোনরূপই নাই। আর্যে! কোথায় তুমি আর আর সকলকে সান্ত্বনা করিবে, তা নয়, নিজেই বিকল হইলে। বলি, রাম যখন তোমার পুত্র, তখন কি তোমার শোক করা উচিত? রাম অপেক্ষা জগতে কেহ সাধু নাই। তিনি অবিলম্বেই লক্ষ্মণের সহিত আসিয়া তোমায প্রণাম করিবেন এবং তুমি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বর্ষার মেঘের ন্যায দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রু মোচন করিবে।

অনিন্দনীয়া সুমিত্রা এইরূপ প্রবোধবাক্যে কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিরত হইলেন। কৌশল্যারও দুঃখ-শোক শরদের জলশূন্য নীরদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ অযোধ্যার অধিবাসীরা রামকে যথোচিত স্নেহ করিত, রাজা দশরথ সুহৃৎ ধর্মানুসারে দূরগমন নিষিদ্ধ বলিয়া নিবৃত্ত হইলেও উহারা ক্ষান্ত হইল না; রাম অরণ্যে প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া উহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ঐ গুণবান পৌর্ণমাসী শশীর ন্যায় নগরবাসীদিগের একান্তই প্রিয় ছিলেন। উহারা যদিও সকাতরে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিল, তথাচ বিরত হইলেন না; তিনি পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ অরণ্যের দিকেই যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে রথ হইতে পুত্রসদৃশ প্রজাবর্গের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে যেরূপ প্রীতি ও বহুমান করিয়া থাক, আমার অনুরোধে ভরতকে তদপেক্ষা অধিক করিবে। সেই কৈকেয়ীর হৃদয়নন্দন অতিশয় সুশীল, তিনি তোমাদিগের প্রিয়ঙ্কর ও হিতকর কার্য অবশ্যই সাধন করিবেন। ভরত বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বল বীর্য প্রচুর হইলেও স্বভাব সুকোমল। তিনি তোমাদিগের সকল ভয়ই নিবারণ করিতে পারিবেন। রাজার যে-সকল গুণ থাকা আবশ্যক. আমা অপেক্ষা ভরতের তাহা যথেষ্টই আছে। তিনি এক্ষণে যুবরাজ এবং তোমাদের অনুরূপ প্রভু, তাঁহার আজ্ঞাপালন তোমাদের সর্বতোভাবেই কর্তব্য। আমি বনপ্রস্থান করিলে যাহাতে তাঁহার সন্তাপ উপস্থিত না হয়, আমার হিতোদ্দেশে তোমরা সেইরূপই করিবে।

রাম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে প্রজারা 'রামই রাজা হন' অশ্রুপূর্ণ লোচনে মনে মনে কেবল এই আকাঙ্ক্ষাই করিতে লাগিল। তৎকালে রামও উহাদিগকে যেন স্বগুণে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা বার্ধক্যনিবন্ধন শিরঃকম্পনপূর্বক রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। তাঁহারা একান্ত ক্লান্ত

পরিশ্রান্ত ও গমনে অশক্ত হইয়া দূর হইতে কহিতে লাগিলেন, হে বেগবান উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্বগণ! নিবৃত্ত হও, যাইও না, যাহাতে রামের হিত হয়, তোমরা তাহাই কর। তোমাদের কর্ণ আছে, আমাদের প্রার্থনা শুন। রামের অন্তঃকরণ নির্মল, ইনি বীর ও দৃঢ়ব্রতপরায়ণ, তোমরা ইঁহাকে লইয়া অভ্যন্তরে আইস, কদাচই পুরের বাহির হইও না।

রাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের এইরূপ কাতরবাক্য শ্রবণ ও তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মৃদুপদে অরণ্যের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সেই সজ্জনবৎসল অত্যন্তই দয়াপরবশ ছিলেন, তিনি বিপ্রগণকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া রথবেগ অবলম্বনপূর্বক তাঁহাদিগকে বিমুখ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দ্বিজগণ প্রার্থনাসিদ্ধি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া সসম্ভ্রমে সন্তপ্ত মনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তুমি অতিশয় ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তোমার অনুগমন করিতেছেন। অগ্নিসমুদয় বিপ্রস্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। দেখ, আমাদের শারদীয় অভ্রের ন্যায় শুভ্র বাজপেয় যজ্ঞলব্ধ ছত্রসকল তোমার সঙ্গে চলিয়াছে। তুমি ছত্র পাও নাই, রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে আমরা ইহা দ্বারা তোমায় ছায়া দান করিব। আমাদের যে বুদ্ধি বেদমন্ত্রানুসারিণী, আজ তোমার নিমিত্ত তাহা বনবাসে নিয়োগ করিলাম। যাহা আমাদিগের পরম ধন, সেই বেদ সততই হৃদয়ে রহিয়াছে, এবং আমাদের সহধর্মিণীরাও পাতিব্রত্য ধর্মে রক্ষিত হইয়া অনায়াসেই গৃহে বাস করিতে পারিবেন। যখন আমরা তোমার অনুসরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছি, তখন অরণ্য গমনে আমাদের সংশয় হইবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু দেখ, তুমি যদি আমাদিগের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া ধর্মনিরপেক্ষ হও, তাহা হইলে বল দেখি, ধর্মপথে অবস্থান আর কিরূপ? আমরা এই হংসবৎ শুক্লকেশশোভিত মস্তক ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বনে যাইও না। যে-সমস্ত ব্রাহ্মণ তোমার অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তুমি নিবৃত্ত না হইলে, উহার সমাপ্তি হইবে না। জগতের সকল প্রকার জীব তোমায় স্নেহ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই প্রার্থনা করিতেছে, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। দেখ, অত্যুচ্চ বৃক্ষসকল ভূগর্ভে বদ্ধমূল বলিয়া একান্ত হতবেগ হইয়া রহিয়াছে, উহারা তোমার অনুগমনে অশক্ত হইয়া প্রবল বায়ুবেগশব্দে যেন তোমাকে নিবারণ করিতেছে। ঐ দেখ, বৃক্ষের পক্ষিগণও আহারান্বেষণে ক্ষান্ত ও নিস্পন্দ হইয়া তোমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছে।

ব্রাহ্মণেরা উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাম অদূরে দেখিলেন, তমসা তাঁহাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া যেন তাঁহাকে বনগমনে নিবারণ করিতেছেন। অনন্তর সুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। উহারা বিমুক্ত হইবামাত্র ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তৎপরে সুমন্ত্র উহাদিগকে স্নান করাইয়া আহারার্থ তৃণ প্রদান করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম সুরম্য তমসাতটে উপবেশন করিয়া জানকীকে নিরীক্ষণপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন বৎস! আজ বনবাসের এই প্রথম নিশা

উপস্থিত। এক্ষণে তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। দেখ, এই শূন্য কাননে মৃগপক্ষিগণ স্ব-স্ব নিলয়ে আসিয়া কোলাহল করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, উহা আমাদিগকে দেখিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পিতার রাজধানী অযোধ্যার স্ত্রীপুরুষেরা আজ অবধি আমাদিগের নিমিত্ত শোকাকুল হইবে। পিতা, তুমি, আমি, শত্রুঘ্ন ও ভরত আমাদের সকলেরই গুণে উহারা বশীভূত হইয়া আছে। এক্ষণে জনক-জননীর নিমিত্ত আমার অত্যন্তই কষ্ট হইতেছে, তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশ্চয়ই অন্ধ হইবেন। ধর্মশীল ভরত ধর্মসম্মত বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বাস-প্রদান করিবেন। তাঁহার সেই অমায়িক ভাব স্মরণ করিলে উঁহাদের নিমিত্ত আর কষ্ট হয় না। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমার অনুসরণ করিয়া ভালই করিয়াছ, নতুবা জানকীর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত আমার অন্যের সাহায্য লইতে হইত। বৎস! আজ আমরা এই নদীতীরে আশ্রয় লইলাম; এই স্থানে বন্য ফলমূল যথেষ্টই রহিয়াছে, কিন্তু সংকল্প করিয়াছি, আজিকার এই রাত্রি কেবল জলপান করিয়া থাকিব।

রাম লক্ষণকে এইরূপ কহিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি এক্ষণে অশ্বগণের তত্ত্বাবধান কর। অনন্তর দিবাকর অস্তশিখরে আরোহণ করিলে সুমন্ত্র অশ্বদিগকে সুপ্রচুর তৃণ আহার করাইলেন এবং সন্ধ্যাবন্দনাবসানে নিশা উপস্থিত দেখিয়া লক্ষ্মণের সাহায্যে রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রামও ঐ পর্ণশয্যায় ভার্যার সহিত শয়ন করিলেন। তিনি শয়ন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে পরিশ্রান্ত ও নিদ্রিত দেখিয়া সুমন্ত্রের নিকট তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইল এবং সূর্যদেব গগনে উদিত হইলেন।

অনন্তর রাম সেই গোষ্ঠবহুল তমসার উপকূলে প্রকৃতিগণের সহিত রজনী যাপন করিলেন এবং প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্বক তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! প্রজারা গৃহধর্মে নিরপেক্ষ হইয়া কেবল আমাদিগেরই মুখাপেক্ষা করিতেছে। দেখ ইহারা এখনও বৃক্ষমূলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে। আমাদিগকে বনবাসের অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইহাদের অত্যন্তই যত্ন; বরং ইহারা প্রাণত্যাগ করিবে, কিন্তু স্বসংকল্প হইতে কিছুতেই বিরত হইবে না। এক্ষণে সকলে নিদ্রিত আছে, ক্ষণকাল পরেই জাগরিত হইবে, আইস, আমরা এই অবকাশে শীঘ্র রথারোহণ-পূর্বক নির্ভয়ে প্রস্থান করি। প্রজাগণকে স্বকৃত দুঃখ হইতে মুক্ত করাই রাজকুমারদিগের কর্তব্য, কিন্তু আত্মকৃত দুঃখে লিপ্ত করা কোনমতেই শ্রেয় নহে।

লক্ষ্মণ ধর্মস্বরূপ রামের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, ইহা অতি উত্তম, আর বিলম্বে কাজ নাই, রথে আরোহণ করুন। তখন রাম সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রথ আনয়ন কর, আমি এখনই অরণ্যে যাত্রা করিব।

অনন্তর সুমন্ত্র শীঘ্র অশ্বযোজনা করিয়া রামের নিকট আগমনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! রথ আনিয়াছি, তুমি এক্ষণে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ কর।

রাম সপরিচ্ছদে শর-শরাসন লইয়া রথারোহণপূর্বক সেই আবর্তবহুলা তমসা অতিক্রম করিলেন। তিনি তমসা পার হইয়া ভীত লোকেরও অভয়প্রদ নিরাপদ রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে প্রকৃতিবর্গের চিত্ত-

বিশ্রম উৎপাদনের নিমিত্ত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি একাকীই রথ লইয়া উত্তরাভিমুখে গমনপূর্বক শীঘ্র ফিরিয়া আইস। আমি বনে চলিলাম, সাবধান, যেন প্রজারা কোনরূপে এইটি না জানিতে পারে। রাম এই বলিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

রামের আদেশমাত্র সুমন্ত্র উত্তরাভিমুখে গমন ও পুনরায় আগমন করিলেন এবং রাম সীতা ও লক্ষ্মণ পুনরায় রথে আরোহণ করিলে, তিনি গমনমঙ্গলার্থ উহা একবার উত্তরাস্যে রাখিলেন, তৎপরে পরাবৃত্ত করিয়া তপোবনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে শর্বরী প্রভাত হইলে পুরবাসিগণ রামের অদর্শনে শোকে আক্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সজলনয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার রথধূলিও আর দেখিতে পাইল না। অনন্তর সকলে বিষাদে ম্লান হইয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগিল, নিদ্রাকে ধিক! আমরা এই নিদ্রারই প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া আজ সেই বিশালবক্ষ বৃহৎবাহুকে আর দেখিতে পাইলাম না। তিনি এই সমস্ত অনুরক্ত লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তাপস-বেশে প্রবাসে গমন করিলেন! পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে পালন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি সর্বদাই আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, এক্ষণে সেই রঘুপ্রবীর কি বলিয়া সকলকে ফেলিয়া অরণ্যে গেলেন! আজ আমরা মহা-প্রস্থান বা এই স্থানেই তনুত্যাগ করিব। এই তমসাতীরে সুপ্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ রহিয়াছে, ইহা দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া অনলপ্রবেশ করিব। আমরা যখন রামশূন্য হইয়াছি, তখন আর আমাদের জীবনে প্রয়োজন কি? লোকে যখন রামের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে, তখন কোন প্রাণে কহিব যে, আমরা সেই প্রিয়ংবদকে বনবাস দিয়া আইলাম। অযোধ্যার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা আমাদের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্তই ক্ষুণ্ণ হইবে। আমরা তাঁহার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া কিরূপে নগরে যাইব। প্রকৃতিগণ তৎকালে দুঃখিত মনে হস্তোত্তোলনপূর্বক হৃতবৎসা ধেনুর ন্যায় এইরূপ ও অন্যান্য রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

অনন্তর উহারা রথের গমনপথ লক্ষ্য করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে আর পথ দেখিতে পাইল না, তখন বিষণ্ণ মনে সকলে কহিতে লাগিল, হা! একি! কি করিব! দৈবই আমাদের প্রতিকূল হইয়াছেন! এই বলিতে বলিতে আবার সেই পথ অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং ক্লান্ত মনে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেল। অযোধ্যায় রাম-বিরহে সকলেই আকুল, তদ্দর্শনে উহাদের মনও যারপরনাই বিকল হইয়া উঠিল এবং উহারা শোকাবেগে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জন করিতে লাগিল। পতগরাজ যাহার গর্ভ হইতে সর্প বাহির করিয়া লইয়াছেন, সেই নদীর ন্যায়, শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় ও বারিশূন্য সাগরের ন্যায় ঐ পুরী নিতান্তই হতশ্রী হইয়াছিল। পৌরেরা প্রবেশ করিয়া দেখিল, উহাতে আনন্দের লেশমাত্র নাই। তৎকালে সকলে দুঃখে ক্ষিপ্তপ্রায় হওয়াতে প্রত্যক্ষেও আত্মপরবিচারে সমর্থ হইল না, এবং অতিকষ্টে গৃহপ্রবেশ করিলেও স্বগৃহ ও পরগৃহ নির্বাচন করিয়া লইতে পারিল না।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ পৌরজন পুনর্বার নগরে আগমন করিল। সকলেই দুঃখে বিষণ্ণ ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, সকলেই বিমনায়মান ও মৃতপ্রায়। উহারা স্ব-স্ব গৃহে প্রবেশপূর্বক পুত্রকলত্রে পরিবৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতে লাগিল। আমোদ-আহ্লাদ বিলুপ্ত হইয়া গেল। বণিকেরা আর আপণ প্রসারিত করিল না, করিলেও পণ্যদ্রব্য যেন সকলের বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। গৃহস্থেরা রন্ধনকার্যে বিরত হইলেন। অপহৃত অর্থ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও আর কেহ হৃষ্ট হইল না এবং জননী প্রথমজাত পুত্রকে পাইয়াও নিরানন্দে রহিল।

অনন্তর পৌরস্ত্রীরা ভর্তৃগণকে প্রত্যাগত দেখিয়া দুঃখিত মনে গলদশ্রু-লোচনে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, যাহারা রামকে আর দর্শন করিতে না পাইল, তাহাদিগের স্ত্রী পুত্র গৃহ ধন ও সুখে প্রয়োজন কি? জগতে এক লক্ষ্মণই সাধু এবং জানকীই সাধ্বী, তাঁহারা সেবাপর হইয়া রামের অনুসরণ করিলেন। রাম যে পথ দিয়া যাইবেন, তথায় যে-সকল নদী ও সরোবর থাকিবে তাহারাই ধন্য, কারণ রাম উহাদের নির্মল সলিলে অবগাহন করিবেন। তাঁহার প্রসাদে সুরম্য বৃক্ষপূর্ণ কানন এবং সশৃঙ্গ পর্বত সুশোভিত হইবে এবং উহারা প্রিয় অতিথির ন্যায় তাঁহাকে পাইয়া সেবা করিবে। তিনি দেখিবেন, বৃক্ষে বিচিত্র পুষ্পসকল বিকশিত ও মঞ্জরী উত্থিত হইয়াছে এবং ভৃঙ্গেরা মধুগন্ধে তাহাতে গিয়া উপবেশন করিতেছে। তরুদল পল্লবশয্যা দিয়া রামকে আরামে রাখিবে। পর্বতসকল কৃপা করিয়া অকালের উৎকৃষ্ট ফল পুষ্প এবং প্রস্রবণ স্বচ্ছ পানীয় জল প্রদান করিবে। যেখানে রাম তথায় ভয় ও পরাভব কিছুই নাই। এক্ষণে চল, সেই মহাবীর বহুদূরে যাইতে না যাইতে আমরা তাঁহার অনুগমন করি। তাদৃশ মহাত্মার চরণছায়া আমাদিগের সুখজনক হইবে। তিনিই সকলের গতি ও আশ্রয়। অরণ্যে আমরা জানকীর সেবা করিব ও তোমরা রামের পরিচর্যা করিবে। রাম হইতে তোমাদিগের এবং জানকী হইতে আমাদিগের অলব্ধলাভ ও লব্ধরক্ষা হইবে। দেখ, সকলেই উৎকণ্ঠিত, হর্ষ আর নাই, মনও উদাস হইয়াছে, বল দেখি এখন এই গৃহে থাকিয়া আর কে সন্তুষ্ট হইবে? যদি কৈকেয়ীর রাজ্যে ধর্মাধর্মের বিচার না থাকে, যদি ইহা নিতান্ত অরাজকের ন্যায় হইয়া উঠে, তাহা হইলে ধনপুত্রের কথা দূরে থাক, জীবনেই বা ফল কি? যে ঐশ্বর্যের নিমিত্ত পতিপুত্র পরিত্যাগ করিল, সেই কুলকলঙ্কিনী অতঃপর আর কাহাকে পরিত্যাগ করিবে? আমরা পুত্রের উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি যে, কৈকেয়ী যতদিন জীবিত থাকিবে, আমরা প্রাণসত্ত্বে তাহার পোষ্য হইয়া এই রাজ্যে বাস করিব না। যে নির্লজ্জা রাজার এমন গুণের পুত্রকে নির্বাসিত করিতে পারিল, তাহার আশ্রয়ে কে সুখে থাকিবে? এই রাজ্য অরাজক হইল; অতঃপর ইহাতে বিস্তর উপদ্রব ঘটিবে, যাগ-যজ্ঞও বিলুপ্ত হইবে; বলিতে কি, কৈকেয়ী হইতে এই সমুদয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। রাম বনবাসী হইলেন, মহারাজ আর বাঁচিবেন না, তিনি দেহত্যাগ করিলে সবই ছারখার হইবে। অতএব আইস, আমরা শিলায় পেষণ করিয়া বিষপান করি, অথবা রামের অনুগমন কিম্বা যথায় কৈকেয়ীর নামগন্ধও নাই, সেই স্থানে প্রস্থান করি। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অকারণ নির্বাসিত হইলেন, এক্ষণে আমরা ঘাতক সন্নিধানে পশুর ন্যায় ভরতের নিকট নিবদ্ধ হইলাম। জলদশ্যাম রাম, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়-দর্শন, তাঁহার জত্রুদ্বয় গূঢ় এবং বাহু আজানুলম্বিত; সেই পদ্মপলাশলোচন অত্যন্ত মধুরস্বভাব, সত্যবাদী ও সাধু। দেখা হইলে তিনি অগ্রেই আলাপ

করিয়া থাকেন, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহার বিক্রম, এক্ষণে অরণ্য তাঁহার পাদস্পর্শে অলংকৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

পৌরস্ত্রীরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এই বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর মড়ক উপস্থিত হইলে যেরূপ হয়, সকলেই সেইরূপ কাতর হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে দিবাকর যেন উহাদের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও আগত হইল। তৎকালে নগরমধ্যে হোমাগ্নি আর প্রজ্বলিত হইল না, অধ্যয়ন ও শাস্ত্রালাপের সম্পর্ক রহিল না, অন্ধকার যেন চারিদিক অবগুণ্ঠিত করিল। নৃত্য গীত বাদ্য বিলুপ্ত হইল। সকলেই বিষণ্ণ, নিরাশ্রয়, আপণসকল অবরুদ্ধ, অযোধ্যা শুষ্ক সমুদ্রের ন্যায় তারকাশূন্য আকাশের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। রাম পৌরনারীগণের গর্ভের সন্তান অপেক্ষাও অধিক ছিলেন; উহারা তাঁহার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া পুত্র বা ভ্রাতাকে নির্বাসিত করিলে যেরূপ হয়, সেইভাবে আর্তস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ এদিকে রাম পিতৃআজ্ঞা পালন উদ্দেশে সেই রাত্রিশেষে বহুদূর অতিক্রম করিলেন। পথিমধ্যে প্রভাত হইল। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন-পূর্বক দেশান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং যাহার প্রান্তে হলকর্ষিত ক্ষেত্রসকল শোভা পাইতেছে, এইরূপ গ্রাম ও কুসুমিত কানন অবলোকনপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রথ মহাবেগে যাইতেছিল, কিন্তু ঐ সমস্ত রমণীয় দৃশ্যদর্শনপ্রসঙ্গে তিনি উহা অনুভব করিতে পারিলেন না।

গমনপথে গ্রাম্য লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, কামপরায়ণ রাজা দশরথকে ধিক! তাঁহার পুত্রস্নেহ কিছুমাত্র নাই, যিনি প্রকৃতিগণের প্রতি কখন কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করেন না, তিনি তাঁহাকেই পরিত্যাগ করিলেন। পাপীয়সী কৈকেয়ী নিতান্ত ক্রূরস্বভাবা, তিনি অতি নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজার এমন গুণবান, দয়াশীল, ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয় পুত্রকেও বনবাস দিলেন!

রাম ঐ সমস্ত গ্রাম্য লোকের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক কোশলদেশের অন্ত্য সীমায় উপনীত হইলেন। এবং পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতী বেদশ্রুতি পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অদূরে সাগরগামিনী গোমতী প্রবাহিত হইতেছে। উহার কচ্ছদেশে গোসকল সঞ্চরণ করিতেছিল, রাম উহা পার হইয়া হংস-ময়ূর-মুখরিত স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিলেন। পূর্বে রাজা মনু ইক্ষ্বাকুকে যে জনপদপরিবৃত প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রাম স্যন্দিকা উত্তীর্ণ হইয়া সীতাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি বারংবার সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি আবার কবে পিতামাতার সহিত সমাগত হইয়া সরযূর কুসুমকাননে মৃগয়া করিব। মৃগয়া আমার তাদৃশ প্রীতিকর নহে, কিন্তু ইহা রাজর্ষিগণের সম্মত বলিয়া নিষিদ্ধও বলিতে পারি না। রাম মধুর বাক্যে সুমন্ত্রের সহিত এইরূপ ও অন্যান্য রূপ নানাপ্রকার কথোপকথনপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর তিনি রাজধানী অযোধ্যার দিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে রঘুকুলপ্রতিপালিতে! আমি তোমাকে এবং যে-সমস্ত দেবতা তোমাতে বাস ও তোমায় রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আমি ঋণমুক্ত, বন হইতে প্রত্যাগত এবং পিতামাতার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় তোমায় দর্শন করিব। রাম এই বলিয়া অযোধ্যাকে সম্ভাষণপূর্বক দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমায় যথোচিত আদর ও কৃপা করিলে, অতঃপর বহুক্ষণ দুঃখ সহ্য করা আর শ্রেয় নহে, অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও, আমরাও স্বকার্যসাধনে গমন করি।

তখন জনপদবাসীরা রামকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিবার আশয়ে এক একবার দাঁড়াইয়া রহিল। উহারা যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, নেত্রের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না।

ক্রমে সায়ংকালীন সূর্যের ন্যায় রাম অদৃশ্য হইলেন এবং যথায় বিস্তর বদান্য লোকের বসতি আছে, চৈত্য ও যূপসকল শোভা পাইতেছে এবং নিরন্তর বেদধ্বনি হইতেছে, যথায় সকলেই হৃষ্টপুষ্ট, যে স্থান আম্রকাননে পরিপূর্ণ, জলাশয়-শোভিত এবং ধনধান্য ও ধেনুসম্পন্ন, রাম ক্রমশঃ সেই রাজগণের দর্শনীয় রমণীয় কোশল দেশ অতিক্রম করিলেন এবং মন্দবেগে সুরম্যোদ্যানশোভিত সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন। তথায় দেখিলেন, ত্রিপথগামিনী পাপনাশিনী জাহ্নবী কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। জাহ্নবীর জল মণির ন্যায় নির্মল শীতল ও পবিত্র। উহাতে কিছুমাত্র শৈবাল নাই। মহর্ষিরা ঐ জলে স্নান ও পানক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। নিকটে উৎকৃষ্ট আশ্রম এবং তটে দেবগণের উদ্যান ও ক্রীড়াপর্বত। এই গঙ্গা দেবলোকে সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। তথায় দেবসেব্য সুবর্ণপদ্ম বিকসিত হইতেছে এবং দেব দানব গন্ধর্ব কিন্নর ও অপ্সরোগণ পুলকিত মনে বিহার করিতেছেন। জাহ্নবী কোন স্থলে শিলাঘাতনিবন্ধন যেন ভীষণ অট্টহাস্য করিতেছেন; কোথাও ফেন ভাসিতেছে, কোন স্থলে প্রবাহ বেণীর আকারে চলিয়াছে, কোথাও বা আবর্ত হইতেছে। এক স্থলে স্থির ও গম্ভীর, আর এক স্থলে অত্যন্তই বেগ। কোথাও প্রবাহশব্দ অতি সুমধুর, কোথাও বা একান্তই কঠোর। স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ বালুকাময় স্থান, স্থানে স্থানে হংস সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের কলরব। কোন স্থলে তীরের তরুশ্রেণী যেন মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে, কোথাও বা পদ্ম কুমুদ ও কহ্লারসকল মুকুলিত ও বিকসিত হইয়া আছে এবং পুষ্পপরাগ প্রবাহবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। এই পবিত্র নদী রাজা ভগীরথের তপোবলে বিষ্ণুপাদচ্যুত ও হরজটাপরিভ্রষ্ট হইয়া সাগরে মিলিত হইতেছেন। ইহাতে শিশুমার নক্র কুম্ভীর ও উরগগণ বাস করিতেছে। উহার তীর তরুলতা-গুল্মে একান্ত গহন হইয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে দিগ্‌গজ বন্য গজ ও সুরমাতঙ্গ-সকল অনবরত গর্জন করিতেছে। রাম ভাগীরথীকে দর্শন করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! ঐ দেখ, এই নদীর অদূরে পল্লবকুসুমসুশোভিত ইঙ্গুদী বৃক্ষ রহিয়াছে, আজ আমরা ঐ স্থানেই বাস করিব। তখন লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র উভয়েই তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

অনন্তর রথ অবিলম্বে বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা অবতীর্ণ হইলে সুমন্ত্র অশ্বগণকে মোচন করিয়া দিলেন এবং রামকে ইঙ্গুদী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার

সেবা করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে সন্নিহিত হইলেন।

ঐ স্থানে গুহ নামে নিষাদ-জাতীয় এক বলবান রাজা বাস করিতেন। তিনি রামের প্রাণসম সখা ছিলেন। রাম নিষাদরাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমার এই রাজধানী অযোধ্যার ন্যায় তোমারই বিবেচনা করিবে। বল, এক্ষণে তোমার কি করিব? ভবাদৃশ প্রিয় অতিথি ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকেন।

এই বলিয়া নিষাদাধিপতি গুহ শীঘ্র নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন ও অর্ঘ্য আনয়ন-পূর্বক কহিলেন, সখে! তুমি ত সুখে আসিয়াছ? এই নিষাদরাজ্য সমগ্রই তোমার, তুমি আমাদিগের ভর্তা, আমরা তোমার ভৃত্য। এক্ষণে এই সমস্ত ভক্ষ্য, ভোজ্য, উৎকৃষ্ট শয্যা এবং অশ্বের ঘাস আনীত হইয়াছে, গ্রহণ কর। রাম গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যে দূর হইতে পাদচারে আগমন এবং স্নেহ প্রদর্শন করিলে, ইহাতেই আমরা সৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইলাম। এই বলিয়া তিনি বর্তুল বাহুযুগল দ্বারা গুহকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,

গুহ! ভাগ্যবশতই তোমাকে বন্ধু-বান্ধবের সহিত নীরোগ দেখিলাম, এক্ষণে তোমার রাজ্য ও অরণ্য ত নির্বিঘ্নে আছে? তুমি প্রীতিপূর্বক আমাকে যে-সকল আহারদ্রব্য উপহার দিলে, আমি কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারি না। এক্ষণে চীরচর্ম-ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণপূর্বক তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া অরণ্যে ধর্ম-সাধন করিতে হইবে, সুতরাং কেবল অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই লইতে পারি না। এই সমস্ত অশ্ব পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, ইহারা তৃপ্ত হইলেই আমার সৎকার করা হইল। গুহ রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র অধিকৃত পুরুষদিগকে অশ্বের আহার-পান শীঘ্র প্রদান করিবার অনুমতি করিলেন।

অনন্তর রাম উত্তরীয় চীরগ্রহণপূর্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন। তাঁহার সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ পানার্থ জল আনিয়া দিলেন এবং রাম জল পান করিয়া জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া তরুমূলে আশ্রয় লইলেন।

একপঞ্চাশ সর্গ ॥ লক্ষ্মণ রামকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুরাগে রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া গুহ সন্তুষ্ট মনে কহিলেন, রাজকুমার! তোমার জন্য এই সুখশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না; এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথপূর্বক সত্যই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইঁহার প্রসাদে ধর্ম অর্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্ছা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্বক পত্নীসহ প্রিয় সখাকে রক্ষা করিব। আমি নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই, যদি অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

তখন লক্ষ্মণ গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তোমার ধর্মদৃষ্টি আছে; তুমি যখন রক্ষাভার গ্রহণ করিতেছ, তখন আমাদিগের কোন বিষয়েই ভয় সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ, এই রঘুকুলতিলক রাম জানকীর সহিত ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আর আমার আহার-নিদ্রায় প্রয়োজন কি? কি বলিয়াই বা সুখভোগে রত হইব? রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পত্নীর সহিত পর্ণশয্যা গ্রহণ করিলেন! পিতা মন্ত্র তপস্যা ও নানাপ্রকার দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ইঁহাকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। ইঁহাকে বনবাস দিয়া তিনি আর অধিক দিন দেহধারণ করিতে পারিবেন না; দেবী বসুমতীও অচিরাৎ বিধবা হইবেন। নিষাদরাজ! বোধ হয় এতক্ষণে পুরনারীগণ আর্তরবে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন, রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। হা! দেবী কৌশল্যা, জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি এরূপ সম্ভাবনা করি না, যদি থাকেন, তবে এই রাত্রি পর্যন্ত। আমার মাতা ভ্রাতা শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু বীরপ্রসবা কৌশল্যা যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইই আমার দুঃখ! দেখ, আর্য রামের প্রতি পুরবাসিগণের বিশেষ অনুরাগ আছে; এক্ষণে পুত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা অত্যন্তই কষ্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে পিতার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে 'সর্বনাশ হইল! সর্বনাশ হইল!' কেবল এই বলিয়াই মর্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তর লাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবনত্যাগ করিবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাঁহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান। যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথসকল রহিয়াছে, যে স্থানে হর্ম্যপ্রাসাদ উদ্যান ও উপবন শোভা পাইতেছে এবং বারাঙ্গনারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ সুপ্রচুর আছে ও নিরন্তর তূর্যধ্বনি হইতেছে, যে স্থানে সকলেই হৃষ্টপুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সততই সন্নিবিষ্ট, ঐ সমস্ত ব্যক্তি আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় পরম সুখে বিচরণ করিবে। হা! পিতা কি জীবিত থাকিবেন? আমরা অরণ্য হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কি আর দেখিতে পাইব? আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় কি পুনরায় আসিতে পারিব?

লক্ষ্মণ জাগরণ-ক্লেশ সহ্য করিয়া দুঃখিত মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। নিষাদরাজ লক্ষ্মণের এই সমস্ত প্রকৃত কথা শ্রবণ করিয়া বন্ধুত্বনিবন্ধন অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ শর্বরী প্রভাত হইলে রাম শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস ; রাত্রি অতীত ও সূর্যোদয়কাল উপস্থিত হইল। ঐ দেখ, অরণ্যে কৃষ্ণবর্ণ কোকিল কুহুরব করিতেছে এবং ময়ূরগণের কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। আইস, আমরা এক্ষণে গঙ্গা পার হই।

লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় অনুসারে গুহ ও সুমন্ত্রকে নৌকা আনয়নের সঙ্কেত করিয়া তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন গুহ সচিবগণকে আহ্বান-পূর্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা কর্ণ ও ক্ষেপণীযুক্ত নাবিকসহিত একখানি সুদৃঢ় তরণী শীঘ্র এই তীর্থে আনয়ন কর। নিষাদগণ গুহের আজ্ঞামাত্র প্রস্থান করিল এবং এক রমণীয় নৌকা আনয়নপূর্বক তাঁহাকে সংবাদ দিল।

অনন্তর নিষাদরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, সখে! তরণী আনীত হইয়াছে, এক্ষণে আরোহণ কর; বল, অতঃপর আমায় আর কি করিতে হইবে? রাম কহিলেন, গুহ! তোমার প্রযত্নে আমি পূর্ণকাম হইলাম, এক্ষণে আমার এই সমস্ত দ্রব্য নৌকায় তুলাইয়া দেও। এই বলিয়া রাম বর্ম ধারণ এবং তূণীর খড়্গ ও শরাসন গ্রহণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবতরণপথ দিয়া নামিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র তাঁহার সম্মুখে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে আমি কি করিব, আদেশ কর।

তখন রাম দক্ষিণ করে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি পুনরায় ত্বরায় রাজার নিকট যাও, আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্যন্তই শেষ হইল; অতঃপর আমি পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিব। সুমন্ত্র রামের এইরূপ আদেশ পাইয়া কাতরভাবে কহিলেন, রাজকুমার! সামান্য লোকের ন্যায় ভ্রাতা ও ভার্যার সহিত তুমি যে বনবাসী হইতেছ, ইহাতে অযোধ্যার কাহারই অভিলাষ নাই। তোমায় যখন এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইল, তখন বোধ হয় জগতে ব্রহ্মচর্য, অধ্যয়ন, মৃদুতা ও সরলতার কোন ফলই নাই, কিন্তু বলিতে কি এই কার্যে তুমি ত্রিভুবন পরাজয় করিয়া সর্বোৎকর্ষ লাভ করিবে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া চলিলে, সুতরাং আমরাই কেবল বিনষ্ট হইলাম। হা! অতঃপর এই হতভাগ্যদিগকে পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশীভূত হইতে হইবে। সারথি সুমন্ত্র রামকে দূরদেশে যাইতে উদ্যত দেখিয়া এইরূপ সুসংগত বাক্য প্রয়োগপূর্বক দুঃখিত মনে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি বাষ্প বিসর্জনপূর্বক আচমন করিয়া পবিত্র হইলে রাম বারংবার তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! ইক্ষ্বাকু-বংশে তোমার সদৃশ সুহৃৎ আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে পিতা যাহাতে আমার নিমিত্ত অধীর না হন, তুমি তাহাই কর। আমার বিয়োগ-দুঃখে তিনি একান্তই আক্রান্ত হইয়াছেন, এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া অত্যন্তই বিষণ্ণ হইয়াছেন, তিনি বৃদ্ধ এই কারণেই আমি তোমাকে ঐরূপ কহিতেছি। সেই মহীপাল দেবী কৈকেয়ীর শুভোদ্দেশে তোমায় যা-কিছু আদেশ করিবেন,

তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবে। দেখ, কাম-ক্রোধ-কৃত যে-কোন কার্যই হউক, তাহাতে অন্যে প্রতিকূলাচরণ করিবে না, এই কারণেই মহীপালগণ রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে পিতা যাহাতে কোন বিষয়ে অসুখী না হন এবং আমার শোকে একান্ত আকুল হইয়া না উঠেন, তুমি তাহাই করিও। তুমি তাঁহাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া আমার নিমিত্ত এই কথা কহিবে, আমরা যে নগর হইতে নির্বাসিত হইলাম এবং আমাদিগকে যে অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইল, তন্নিমিত্ত আমি দুঃখিত নাহি, লক্ষ্মণও কিছুমাত্র কাতর নহেন। চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলেই তিনি জানকীর সহিত আমাদিগকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন। সুমন্ত্র! তুমি আমার জনক-জননীকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য মাতা ও কৈকেয়ীকে অবিকল ইহাই কহিবে। তৎপরে কৌশল্যাকে আমাদিগের প্রণাম জানাইয়া সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল জ্ঞাত করিবে। মহারাজকেও বলিবে, তিনি যেন ভরতকে শীঘ্রই আনয়ন করেন এবং আসিলে তাঁহাকেই যেন রাজপদে স্থাপিত করেন। তিনি তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ও আলিঙ্গন করিয়া আমাদিগের বিয়োগ-দুঃখে আর অভিভূত হইবেন না। প্রাণাধিক ভরতকেও কহিবে যে, তিনি যেমন মহারাজের প্রতি আচরণ করিবেন, মাতৃগণের প্রতিও যেন সেইরূপ করেন। কৈকেয়ীকে যেমন দেখিবেন, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকেও যেন সেইরূপ দেখেন। তিনি পিতার হিতোদ্দেশে যৌবরাজ্য শাসন করিয়া ইহলোক ও পরলোকে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

সুমন্ত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তৎসত্ত্বেও আমি প্রগলভ হইয়া স্নেহপ্রযুক্ত যে কথা কহিব, ভক্ত বলিয়া তাহা ক্ষমা করিবে। দেখ, তোমার বিরহে নগরের তাবৎ লোক যেন পুত্রশোকে আকুল হইয়া আছে, এখন বল দেখি, তোমায় রাখিয়া তথায় কিরূপে প্রবেশ করিব। তুমি যখন নগর হইতে নির্গত হও, তৎকালে পুরবাসীরা তোমায় এই রথে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, এখন ইহাতে তোমায় দেখিতে না পাইলে উহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। যে রথের রথী রণে নিহত হইয়াছে, কেবল সারথিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা দর্শন করিলে স্বপক্ষ সৈন্যেরা যেমন কাতর হয়, পৌরগণ এই রথ দেখিয়া তদ্রূপই হইবে। তুমি যদিও বহুদূরে আসিয়াছ, কিন্তু কল্পনা-বলে উহারা যেন তোমায় সম্মুখেই অবলোকন করিতেছে, আজ তুমি না যাইলে নিশ্চয়ই উহাদের প্রাণসংশয় ঘটিবে। রাম! নিষ্ক্রমণকালে তোমার শোকে উহারা যেরূপ বিষম ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল, তুমি ত তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছ। ঐ সময় সকলে তোমার বিরহ-দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যেরূপ চীৎকার করে এক্ষণে কেবল আমায় দেখিলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক করিবে। হা! আমি দেবী কৌশল্যাকে গিয়া কি কহিব, আমি তোমার রামকে মাতুল-কুলে রাখিয়া আইলাম, আর কাতর হইও না, তাঁহাকে কি এই বলিয়া প্রবোধ দিব? না, আমি প্রাণান্তে এইরূপ অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিতে পারিব না। তোমায় বনে ত্যাগ করিয়া যাওয়া যদিও অলীক নহে, কিন্তু অত্যন্তই অপ্রিয়, ইহা আমি কোন্ সাহসে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব। রাম! আমার নিয়োগস্থ এই সমস্ত অশ্ব তোমার স্বজনবর্গকে বহন করিয়া থাকে, ইহারা এক্ষণে এই শূন্য রথ লইয়া কিরূপে যাইবে? যদি কাননে তুমি ইহাদিগকে আপনার পরিচর্যায় নিযুক্ত কর, ইহাদের পরম গতি লাভ হইবে। যাহাই হউক, আমি তোমায় ফেলিয়া কদাচই অযোধ্যায়

যাইতে পারিব না, তুমি আমাকে তোমার অনুসরণে অনুমতি প্রদান কর। আমি বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও তৎক্ষণাৎ এই রথের সহিত অগ্নিপ্রবেশ করিব। দেখ, অরণ্যে তোমার তপোবিঘ্ন ঘটিতে পারে, কিন্তু আমি থাকিলে রথী হইয়া তৎসমুদয় নিবারণ করিতে পারিব। তোমার জন্য রথচর্যা-কৃত সুখলাভ করিয়াছি, আবার তোমারই প্রসাদে বনবাস-সুখ প্রাপ্ত হইব, এই আমার বাসনা। প্রসন্ন হও, অরণ্যে তোমার সন্নিহিত থাকি, ইহাই আমার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি তথায় প্রাণপণে তোমার সেবা করিব, অযোধ্যা কি সুরলোকের নামও করিব না। এক্ষণে, অধিক আর কি, আজ আমি তোমায় ছাড়িয়া কোনমতে নগরে প্রবেশ করিতে পারিব না। বনবাস-কাল অতিক্রান্ত হইলে, আমার অভিলাষ এই যে, আমি এই রথে পুনরায় তোমাকে লইয়া অযোধ্যায় যাইব। তোমার সঙ্গে থাকিলে চতুর্দশ বৎসর যেন পলকে অতিবাহিত হইয়া যাইবে, নচেৎ উহা শতগুণ বোধ হইবে সন্দেহ নাই। ভৃত্যবৎসল! প্রভু-পুত্রের নিকট ভৃত্যের যেরূপ থাকা আবশ্যক, আমি সেইরূপই আছি; আমি তোমার একজন ভক্ত, তুমিও আমায় ভৃত্যোচিত মর্যাদা প্রদান করিয়া থাক; এক্ষণে আমাকে উপেক্ষা করা তোমার উচিত হইতেছে না।

রাম সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভর্তৃবৎসল! আমাতে যে তোমার অনুরাগ আছে, আমি তাহা জানি, এক্ষণে যে কারণে তোমায় নগরে প্রেরণ করিতেছি, শ্রবণ কর। দেখ, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী, আমার বনবাসে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইবেন, কিন্তু তুমি প্রতিনিবৃত্ত না হইলে, তিনি বিরস মনে ধার্মিক রাজাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অযথা আশংকা করিবেন। আমার মুখ্য অভিপ্রায়ই এই যে, কৈকেয়ী ভরতের রাজ্য পরম সুখে ভোগ করেন। অতএব তুমি আমার ও মহারাজের জন্য অযোধ্যায় গমন কর। আমি তোমায় যাহা যাহা কহিয়া দিলাম, গিয়া সেইগুলি সকলকে অবিকল কহিও।

এই বলিয়া, রাম সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা করিয়া গুহকে কহিলেন, গুহ! অতঃপর এই সজন বনে থাকা আর আমার কর্তব্য হইতেছে না, আশ্রম-বাস ও তদুপযুক্ত বেশ আবশ্যক। অতএব আমি পিতার হিতকামনায় নিয়ম অবলম্বনপূর্বক সীতা ও লক্ষ্মণের মতানুসারে তাপসের ন্যায় গমন করিব। এক্ষণে তুমি আমার জটা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বটনির্যাস আনাইয়া দেও।

অনন্তর বটনির্যাস আনীত হইল। ঐ চীরধারী বীরযুগল বানপ্রস্থ-ধর্ম অবলম্বনার্থ তদ্দ্বারা মস্তকে জটা প্রস্তুত করিয়া ঋষির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে প্রস্থানকাল সন্নিহিত হইলে রাম পরম সহায় গুহকে কহিলেন, সখে! রাজ্য অতি দুঃখে রক্ষা করিতে হয়, অতএব তুমি সৈন্য কোষ দুর্গ ও জনপদে সততই সাবধান হইয়া থাকিবে। তিনি গুহকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে অনতিবিলম্বে ভাগীরথীতীরে গমন করিলেন এবং তথায় নৌকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি অগ্রে জানকীকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থান কর। তখন লক্ষ্মণ অগ্রে সীতাকে উঠাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থিত হইলেন। তৎপরে রামও আরোহণ করিলেন এবং আপনার শুভোদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি-সাধারণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও যথাবিধি আচমন করিয়া সীতার সহিত জাহ্নবীকে প্রীতমনে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর রাম, সুমন্ত্র ও গুহকে প্রতিগমনে অনুমতি করিয়া নাবিকদিগকে পার করিয়া দিতে বলিলেন। তরণী ক্ষেপণীপ্রক্ষেপবেগে শীঘ্র যাইতে লাগিল।

জানকী গঙ্গার মধ্যস্থলে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, গঙ্গে! এই রাজকুমার তোমার কৃপায় নির্বিঘ্নে এই নিদেশ পূর্ণ করুন। ইনি চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া পুনরায় আমাদের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আমি নিরাপদে আসিয়া মনের সাধে তোমায় পূজা করিব। তুমি সমুদ্রের ভার্যা, স্বয়ং ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া আছ। দেবি! আমি তোমাকে প্রণাম করি। রাম ভালয় ভালয় পেঁীছিলে এবং রাজ্য পাইলে আমি ব্রাহ্মণগণকে দিয়া তোমারই প্রীতির উদ্দেশে তোমাকে অসংখ্য গো ও অশ্ব দান করিব, সহস্র কলস সুরা ও পলান্ন দিব। তোমার তীরে যে-সকল দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং তীর্থস্থান ও দেবালয় অর্চনা করিব।

অনতিবিলম্বে নৌকা নদীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইল। তখন সকলে তাহা হইতে অবতীর্ণ হইলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! সজন বা বিজনই হউক সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হও। তুমি সর্বাগ্রে গমন কর, সীতা তোমার অনুগমন করুন, আমি পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়েরই রক্ষক হইয়া যাই। দেখ, এখন অবধি আমাদিগকে অতি দুষ্কর কার্য সংসাধন করিতে হইবে, সুতরাং, এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা আবশ্যক হইতেছে। যে স্থানে জনমানুষের সম্পর্ক নাই, ক্ষেত্র ও উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয় না এবং গর্ত ও নিম্নোন্নত ভূমিই অধিক, জানকী আজ সেই বনে প্রবেশ করিবেন এবং বনবাসের যে কি দুঃখ আজই তাহা জানিতে পারিবেন।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বাগ্রে চলিলেন। রামও সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে সুমন্ত্র এতক্ষণ রামকে নির্নিমেষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিবামাত্র ব্যথিতমনে অশ্রু বিসর্জনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাম সুসমৃদ্ধ শস্যবহুল বৎসদেশে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত বরাহ ঋষ্য পৃষত ও মহারুরু এই চারি প্রকার মৃগ বধ করিলেন এবং উহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণপূর্বক সায়ংকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ॥ অনন্তর রাম সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! জনপদের বাহিরে সবে এই প্রথম নিশা দর্শন করিলাম, আজ আর সুমন্ত্র নাই, এক্ষণে তুমি নগর স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্যাবধি আমাদিগকে আলস্যশূন্য হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে; সীতার অলব্ধলাভ ও লব্ধরক্ষা আমাদিগেরই আয়ত্ত। আইস, আজ আমরা স্বয়ংই তৃণ-পত্র আনিয়া ভূতলে শয্যা প্রস্তুত করিয়া কষ্টেসৃষ্টে শয়ন করি।

এই বলিয়া রাম ভূমিতে শয়ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, বৎস! আজ মহারাজ অতি দুঃখে নিদ্রা যাইতেছেন, কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু বোধ হয়, ভরত উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে মহারাজ্যে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রাজাকে আর প্রাণে বাঁচিতে দিবেন না। হা! পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আমিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং তিনি অনাথ, জানি না, অতঃপর কামের অনুরোধে তিনি কৈকেয়ীর বশবর্তী হইয়া কি করিবেন। রাজার মতিভ্রম

এবং এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। দেখ, পিতা যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এইরূপ স্ত্রীর প্রবর্তনায় মূর্খও কি আজ্ঞানুবর্তী পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারে? ভার্যার সহিত ভরতই সুখী, তিনি একাকী অধিরাজের ন্যায় সমগ্র কোশল রাজ্য উপভোগ করিবেন। পিতা জীর্ণ হইয়াছেন, আমিও অরণ্য আশ্রয় করিলাম, সুতরাং তিনি একাকীই রাজা হইবেন। যিনি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কামের অনুসরণ করেন, তিনি শীঘ্রই রাজা দশরথের ন্যায় এইরূপ বিপন্ন হন, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমার বোধ হইতেছে যে, ভরতকে রাজ্যে নিয়োজিত আমাকে নির্বাসিত ও পিতার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্তই কৈকেয়ী আসিয়াছেন। এখন কি তিনি সৌভাগ্যমদে মোহিত হইয়া কেবল আমায় দুঃখিত করিবার জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে যন্ত্রণা দিবেন? তোমার জননী আমাদের নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিবেন, অতএব তুমি কল্য প্রাতে এ স্থান হইতে অযোধ্যায় প্রতি-গমন কর। আমি একাকী জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। কৌশল্যা নিতান্ত নিরাশ্রয়। কিন্তু কৈকেয়ী একান্তই নীচাশয়, তিনি বিদ্বেষবশতঃ অন্যায় আচরণ করিতে পারেন; বলিতে কি আমাদের জননীর প্রাণবিনাশ করিবার নিমিত্ত বিষপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইবেন না। দেবী কৌশল্যা জন্মান্তরে নিশ্চয়ই অনেক স্ত্রীলোককে পুত্রহীন করিয়াছিলেন, সেই জন্য আজ তাঁহার এইরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। তিনি আমায় এতদিন লালন-পালন করিলেন, বহু দুঃখে বাড়াইলেন, কিন্তু সুখী করিবার সময়েই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আইলাম! লক্ষ্মণ! আমায় ধিক! আমি জননীকে বিস্তর যন্ত্রণা দিলাম, অতঃপর আর কোন সীমন্তিনী যেন আমার ন্যায় কুপুত্রকে গর্ভে না ধারণ করেন। বোধ হয়, আমা অপেক্ষা সারিকা মাতার সমধিক স্নেহের পাত্র হইবে, তিনি উহার মুখে শত্রুনির্যাতন করিবার কথাও শুনিতে পান, কিন্তু আমি তাঁহার পুত্র হইয়া কি উপকার করিলাম! তিনি নিতান্ত দুর্ভাগ্যা, এক্ষণে আমার বিয়োগে শোকে নিমগ্ন ও যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। মনে করিলে আমি রোষভরে একাকী শরনিকরে অযোধ্যা কি সমগ্র পৃথিবীও নিষ্কণ্টক করিতে পারি, কিন্তু নিরর্থক বল প্রদর্শন শ্রেয় নহে। ভাই! আমি কেবল পরলোকভয় ও অধর্মভয়েই রাজ্য গ্রহণ করিলাম না। মহাবীর রাম নির্জনে করুণ মনে এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ জ্বালাশূন্য হুতাশনের ন্যায়, হতবেগ সাগরের ন্যায় রামকে নিস্তব্ধ দেখিয়া আশ্বাসপ্রদানপূর্বক কহিতে লাগিলেন,—আর্য! আজ আপনি নিষ্ক্রান্ত হওয়াতে অযোধ্যা নিশ্চয়ই শশাঙ্কহীন শর্বরীর ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর এইরূপ দুঃখিত হইবেন না, আপনি দুঃখিত হইলে আমরাও বিষণ্ণ হই। জল হইতে মৎস্য উদ্ধৃত হইলে যেমন জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ আপনার বিয়োগে আমরা ক্ষণকালও প্রাণধারণ করিতে পারিব না। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও স্বর্গই বা কি, কিছুই অভিলাষ করি না।

রাম লক্ষ্মণের এইরূপ দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া তাঁহাকে বনবাসব্রত অবলম্বনে অনুমতি করিলেন এবং অদূরে বটবৃক্ষমূলে পর্ণশয্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া সীতার সহিত তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অরণ্য জনসঞ্চারশূন্য,

তাঁহাদের সঙ্গে কেহ নাই, কিন্তু গিরিশৃঙ্গগত সিংহ যেমন নির্ভয়ে থাকে, তাঁহারা সেইরূপ অকুতোভয়ে তরুতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাত্রি অতীত ও সূর্য উদিত হইলে তাঁহারা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যথায় যমুনা গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছেন, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া বনপ্রবেশপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে বিবিধ ভূবিভাগ, অদৃষ্টপূর্ব রমণীয় দেশ এবং নানাপ্রকার কুসুমিত বৃক্ষ তাঁহাদের নয়নগোচর হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসিলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন—বৎস! ঐ দেখ, প্রয়াগের অভিমুখে ধূম উত্থিত হইতেছে; বোধ হয়, ঐ স্থানে কোন ঋষি বাস করিয়া আছেন। আমরা নিশ্চয়ই এক্ষণে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে উপস্থিত হইলাম, এস্থান হইতে দুই নদীর প্রবাহসংঘর্ষশব্দ কেমন সুস্পষ্ট শুনা যাইতেছে। অদূরেই আশ্রমপদ, বনজীবীরা আশ্রমবৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ ভেদ করিয়া লইয়াছে,—তাহাও দেখা যাইতেছে।

অনন্তর সূর্যাস্ত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ মৃগপক্ষিগণের ভয়োৎপাদনপূর্বক কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বেদিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন উগ্রতপা ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান-পূর্বক শিষ্যগণের সহিত একাগ্রমনে উপবিষ্ট আছেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিলেন এবং জানকীকেও প্রণাম করাইলেন। পরে মহর্ষিকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক কহিলেন,—ভগবন! আমরা মহারাজ দশরথের আত্মজ, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। রাজর্ষি জনকের কন্যা কল্যাণী সীতা আমারই ভার্যা। ইনি এক্ষণে বিজন বনে আমার অনুসরণ করিতেছেন। অনুজ লক্ষ্মণও ব্রতধারণপূর্বক আমার সঙ্গে যাইতেছেন। আমরা পিতার নিদেশে বনবাসে কালযাপন এবং ফলমূল ভক্ষণপূর্বক ধর্ম সাধন করিব।

মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বাগতপ্রশ্ন-পূর্বক অর্ঘ্য, বৃষ, নানাপ্রকার বন্য ফল-মূল ও জল প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত স্থান নিরূপণ করিয়া অন্যান্য মুনিগণের সহিত তাঁহাকে বেষ্টনপূর্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কথাপ্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাম! বহুদিনের পর তোমায় এই আশ্রমে দেখিলাম; তোমাকে যে অকারণ নির্বাসিত করা হইয়াছে, আমি তাহা শুনিয়াছি। যাহাই হউক, এই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমক্ষেত্র নির্জন, পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এক্ষণে পরমসুখে এই স্থানে অবস্থান কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্! এই তপোবনের অদূরে পৌর ও জানপদ লোকসকল বাস করিয়া থাকে; বোধ হয়, তাহারা আমাকে ও জানকীকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে, জানিলে সততই গমনাগমন করিবে—এই কারণে এই স্থান আমার তাদৃশ প্রীতিকর হইতেছে না। জানকী যথায় সুখে থাকিতে পারেন, আপনি এমন কোন জনশূন্য আশ্রম আমায় দেখাইয়া দিন।

ভরদ্বাজ কহিলেন,—রাম! এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ দূরে গন্ধমাদনতুল্য চিত্রকূট নামে এক পর্বত আছে। ঐ পর্বতে বিস্তর গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও

বানর বাস করিয়া থাকে। উহার শৃঙ্গ দর্শন করিলে মঙ্গল হয় এবং মোহপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। তথায় বহুসংখ্য বৃদ্ধ মহর্ষি শত বৎসর তপঃসাধন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, চিত্রকূটই তোমার পক্ষে নির্জন ও সুখকর হইবে। অথবা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এই আশ্রমে আমারই সহিত কালাতিপাত কর।

এই বলিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রিয় অতিথি রামকে ভ্রাতা ও ভার্যার সহিত পরিতুষ্ট করিয়া সকল প্রকার উপচারে সৎকার করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল, রাম অত্যন্তই পরিশ্রান্ত ছিলেন, তিনি সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া ঐ তপোবনে পরম সুখে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে রাম তেজঃপুঞ্জকলেবর ভরদ্বাজের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন,—ভগবন্! আজ আমরা আপনার আশ্রমে নিশাযাপন করিলাম, এক্ষণে আপনি চিত্রকূটগমনে আমাদিগকে অনুমতি করুন। ভরদ্বাজ কহিলেন, রাম! চিত্রকূটবাস সর্বাংশেই তোমার যোগ্য। ঐ পর্বতে ফল, মূল ও মধু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে। তথায় বিস্তর বৃক্ষ আছে, কিন্নর ও উরগ নিরন্তর বাস করিতেছে। কোকিলের কুহুরব, ময়ূরের কেকাধ্বনি সততই শুনা যাইতেছে। টিট্টিভকুল কুলায়ে বসিয়া কূজন করিতেছে, মত্ত মৃগ ও হস্তিযূথ দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতেছে। রাম! ঐ স্থানে তুমি সীতার সহিত নদী, প্রস্রবণ ও গিরিগুহায় পরিভ্রমণ করিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইবে; এক্ষণে সেই শুভজনক সুখকর প্রদেশে গিয়া স্বচ্ছন্দে বাস কর।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদনপূর্বক চিত্রকূটে যাত্রা করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। তখন পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে দেখিলে স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন সেইরূপে মহর্ষি তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিয়া কহিলেন,—রাম! তুমি এই সঙ্গমতীর্থে গিয়া পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বনপূর্বক গমন করিবে। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া এক তীর্থ দেখিতে পাইবে। সেই তীর্থে অবতীর্ণ হইয়া ভেলাদ্বারা নদী পার হইতে হইবে। পথে শ্যাম নামে অত্যুচ্চ এক বটবৃক্ষ আছে। উহার দলগুলি হরিদ্বর্ণ, চারিদিক বিবিধ পাদপে পরিবেষ্টিত; মূলে সিদ্ধ পুরুষেরা বাস করিয়া আছেন। গমনকালে সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ বৃক্ষকে প্রণাম করিবেন। উহার শীতল ছায়ায় তোমরা বিশ্রাম কর আর নাই কর, তথা হইতে এক ক্রোশ অন্তরে গিয়া, শল্লকী ও বদরীযুক্ত এবং যমুনাতীরজ অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত নীলবর্ণ এক কানন দেখিতে পাইবে। আমি অনেকবার চিত্রকূটে গিয়াছি, ঐ পথ দিয়াই তথায় গমনাগমন করা যায়। উহা অতিসুদৃশ্য ও বালুকাময় এবং উহার কুত্রাপি দাবানল নাই।

মহর্ষি ভরদ্বাজ এইরূপে চিত্রকূটের পথ নির্দেশ করিয়া দিলে রাম তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনকার নির্দিষ্ট পথ অনুসারেই চলিলাম। এক্ষণে আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন।

অনন্তর ভরদ্বাজ প্রতিগমন করিলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! মুনি যে এইরূপ অনুকম্পা করিলেন ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া রাম সীতাকে অগ্রে লইয়া লক্ষ্মণের সহিত যমুনাভিমুখে
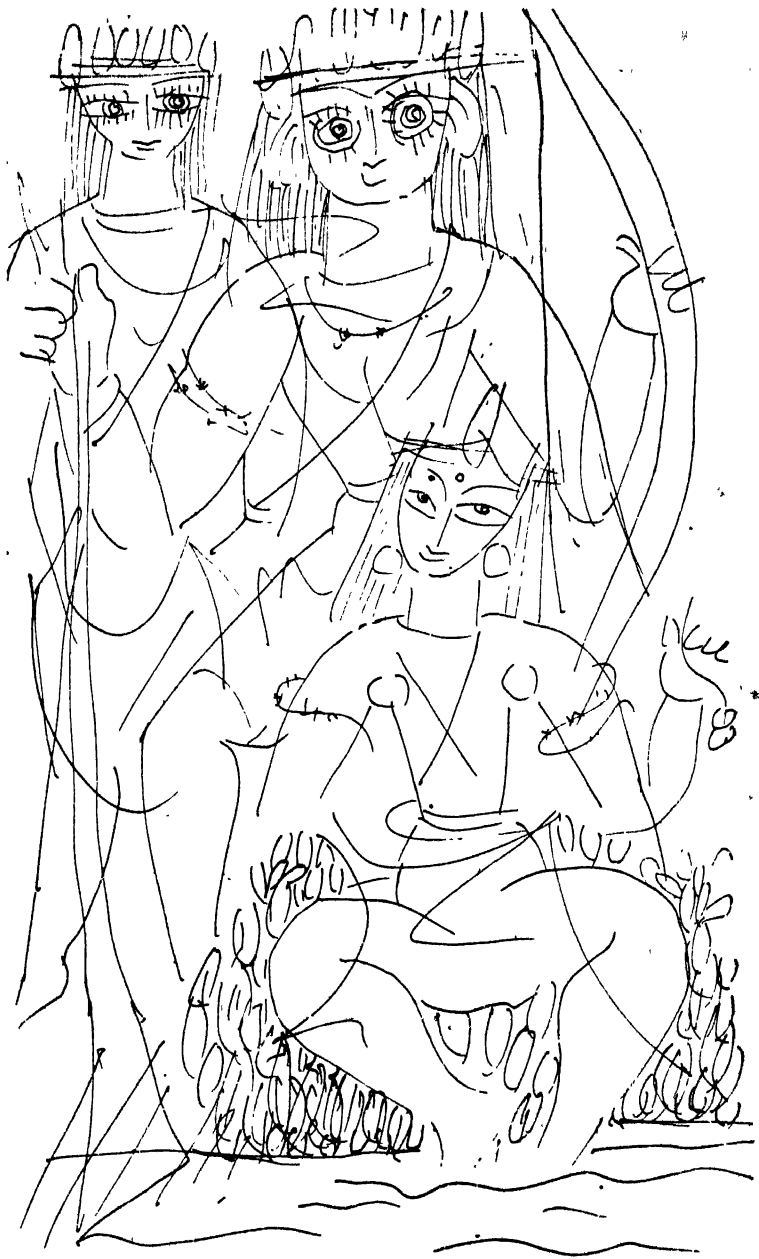
চলিলেন এবং ঐ বেগবতী নদীর সন্নিহিত হইয়া উহা কি প্রকারে পার হইবেন ভাবিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ এবং উশীরদ্বারা তাহা
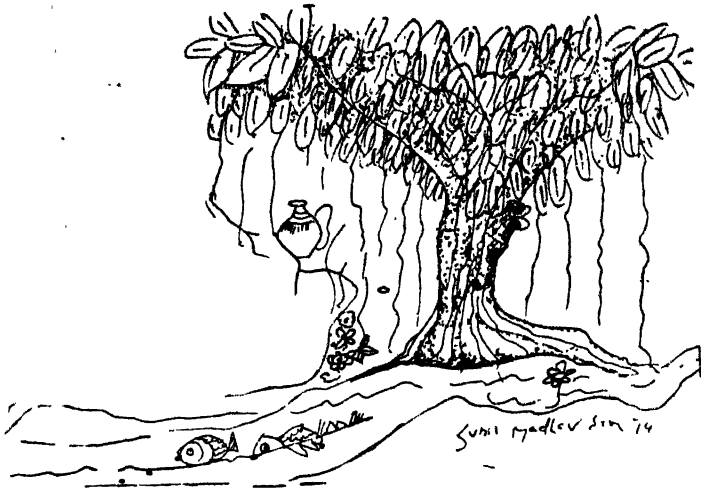
বেষ্টন করিয়া ভেলা নির্মাণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ জম্বু ও বেতসের শাখা ছেদনপূর্বক জানকীর উপবেশনার্থ আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তখন রাম সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাবা ঈষৎ লজ্জিতা প্রিয়দয়িতাকে অগ্রে ভেলায় তুলিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে বসনভূষণ, খনিত্র এবং ছাগচর্মসংবৃত পেটক রাখিয়া লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ং উত্থিত হইলেন এবং সেই ভেলা অবলম্বন করিয়া প্রীতমনে সাবধানে পার হইতে লাগিলেন। জানকী যমুনার মধ্যস্থলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমায় অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, এক্ষণে যদি আমার স্বামী সুমঙ্গলে ব্রত পালন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে সহস্র গো ও শত কলস সুরা দিয়া তোমার পূজা করিব। সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ প্রার্থনা করত তরঙ্গবহুলা কালিন্দীর দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

পরে সকলে সেই ভেলা পরিত্যাগপূর্বক যমুনাতটের বনস্থল অতিক্রম করিয়া শ্যাম বটের সন্নিহিত হইলেন। জানকী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তরুবর! আমার পতি ব্রতকাল পালন করুন, আমরা আবার আসিয়া যেন আর্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার, এই বলিয়া তিনি বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে গমন কর, আমি সশস্ত্র হইয়া সকলের পশ্চাতে যাইব। দেখ, গমনকালে জানকী যে ফল এবং যে পুষ্প চাহিবেন, যে বস্তুতে ইঁহার স্পৃহা হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিবে।

সীতা যাইতে যাইতে বৃক্ষ, গুল্ম এবং অদৃষ্টপূর্ব পুষ্পগুচ্ছসুশোভিত লতা—যাহা কিছু দেখেন অমনি রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণও ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহা আনিয়া দেন। তৎকালে তিনি সেই নির্মলজলবাহিনী হংসসারসনাদিনী যমুনাকে দেখিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ তথা হইতে ক্রোশমাত্র গমনপূর্বক বহুসংখ্য পবিত্র মৃগ বধ করিয়া বনমধ্যে ভোজন করিলেন এবং মাতঙ্গসঙ্কুল বানরবহুল বিপিনে সুখে বিচরণ করিয়া নিশাকালে সমতল নদীতীরে আশ্রয় লইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ রজনী প্রভাত হইলে রাম লক্ষ্মণকে জাগরিত অথচ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন দেখিয়া মৃদুবচনে প্রবোধিত করত কহিলেন,—লক্ষ্মণ! ঐ শুন, বনের পক্ষিসকল মনোহর স্বরে কলরব করিতেছে। এক্ষণে আমাদিগের প্রস্থানের সময় হইয়াছে, চল আমরা গমন করি। তখন লক্ষ্মণ যথাসময়ে প্রবুদ্ধ হইয়া পূর্বদিনের পর্যটনশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সকলে যমুনার জলে স্নান করিয়া ঋষি-নিষেবিত পথে চিত্রকূটাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। গমনকালে রাম কমললোচনা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ, বসন্তে পুষ্প-বিকাশ-নিবন্ধন কিংশুক বৃক্ষ যেন মাল্য ধারণ করিয়াছে এবং বোধ হইতেছে যেন উহার চতুর্দিক দাবানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, ভল্লাতক, বিল্ব ফলপুষ্পে অবনত হইয়া আছে, কিন্তু ভোগ করিবার কেহ নাই। প্রতি বৃক্ষে দ্রোণপ্রমাণ মধুক্রম লম্বমান রহিয়াছে। দাত্যূহ চীৎকার করিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে এবং বনস্থল বৃক্ষের স্বয়ংপতিত পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঐ অদূরে চিত্রকূট পর্বত। উহার শৃঙ্গ অতিশয় উচ্চ, উহাতে হস্তিসকল দলবদ্ধ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এবং বিহঙ্গেরা কোলাহল করিয়া চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। লক্ষ্মণ! আমরা এই চিত্রকূটের সমতল রমণীয় কাননে পরম সুখে বিহার করিব।

অনন্তর তাঁহারা পাদচারে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই পর্বতে ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ হইবে, ইহার জলও অতি সুস্বাদু। বোধ হয়, এখানে জীবিকার নিমিত্ত আমাদিগকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। এই স্থানে বহুসংখ্য ঋষি বাস করিয়া আছেন। ইহা বাস করিবার যোগ্য স্থান। আইস, আমরা এই চিত্রকূটেই আশ্রয় লইব। এই বলিয়া তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে আত্মনিবেদন ও অভিবাদন করিলেন। বাল্মীকিও তাঁহাদিগকে স্বাগতপ্রশ্নপূর্বক অভ্যর্থনা ও সৎকার করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে দৃঢ় উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ আনিয়া গৃহ প্রস্তুত কর, চিত্রকূটে বাস করিতে আমার অত্যন্তই অভিলাষ হইয়াছে। লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র অরণ্য হইতে নানাপ্রকার বৃক্ষ আনিয়া একখানি গৃহ নির্মাণ করিলেন। ঐ গৃহের চতুর্দিক কাষ্ঠাবরণে আবৃত, উপরি-ভাগ পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত এবং উহা অতি সুদৃশ্য হইয়াছে,—দেখিয়া রাম পরিচারণপর লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমাদিগকে মৃগমাংস আহরণ করিয়া গৃহযাগ করিতে হইবে। যাঁহারা বহুদিন জীবনধারণের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের বাস্তুশান্তি করা আবশ্যক। অতএব তুমি অবিলম্বে মৃগবধ করিয়া আন। শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি পালন করা সর্বতোভাবেই শ্রেয় হইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ বন হইতে মৃগ বধ করিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে রাম পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া এই মৃগের মাংস পাক কর; আমি স্বয়ংই বাস্তুশান্তি করিব। দেখ, অদ্যকার দিবসের নাম ধ্রুব এবং এই মুহূর্তও সৌম্য, অতএব তুমি এই কার্যে যত্নবান হও। তখন লক্ষ্মণ প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে পবিত্র মৃগমাংস নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা শোণিতশূন্য ও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছে দেখিয়া রামকে কহিলেন, আর্য! আমি এই সর্বাঙ্গপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ মৃগ অগ্নিতে পাক করিয়া আনিলাম, আপনি এক্ষণে গৃহযাগ আরম্ভ করুন।

অনন্তর দৈবকার্যনিপুণ গুণবান রাম স্নান করিয়া যাগসমাপক মন্ত্রদ্বারা বাস্তুশান্তি করিলেন এবং দেবগণের পূজা সমাধানান্তে পবিত্র হইয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি গৃহপ্রবেশ করিয়া পাপহর রৌদ্র, বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিয়া বাস্তুদোষপ্রশমন নানাপ্রকার মাঙ্গলিক কার্যের অনুষ্ঠান ও জপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দৈব কার্যসকল সম্পন্ন হইলে রাম প্রীতমনে বিধিপূর্বক নদীতে স্নান করিয়া তথায় আশ্রমের অনুরূপ চৈত্য আয়তন ও বেদি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন এবং দেবতারা যেমন সুধর্মা নাম্নী দেবসভায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত যোগ্য স্থানে প্রস্তুত বায়ুসঞ্চার-বিরহিত মনোহর পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রমণীয় চিত্রকূট এবং উৎকৃষ্ট অবতরণপথযুক্ত মৃগপক্ষিশোভিত মাল্যবতী নদীকে লাভ করিয়া তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি যে অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন, তৎকালে সেই দুঃখ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ এদিকে রাম দুঃখিত মনে বহুক্ষণ সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন করিয়া ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইলে, নিষাদরাজ গুহ স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। সুমন্ত্রও প্রয়াগে রামের মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন, তথায় আতিথ্য গ্রহণ এবং চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান—গুহ-প্রেরিত লোক-মুখে এই সকল সম্যক্ জ্ঞাত হইলেন এবং গুহের অনুজ্ঞাক্রমে রথে অশ্ব যোজনা করিয়া দীনমনে শীঘ্র অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গ্রাম, নগর, সরিৎ, সরোবর এবং কুসুমিত কাননসকল তাঁহার নেত্রগোচর হইতে লাগিল। পরে শৃঙ্গবের পুর হইতে যে দিবস নিষ্ক্রান্ত হন, তাহার দ্বিতীয় দিনে সায়াহ্নকালে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা জনশূন্য স্থানের ন্যায় নিঃশব্দ ও নিরানন্দ। তদ্দর্শনে সুমন্ত্র শোকে আক্রান্ত ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া মনে করিলেন, বুঝি এই নগরী রামের শোকানলে হস্তী অশ্ব রাজা প্রজা সকলেরই সহিত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি মহাবেগে নগরদ্বারে উপনীত হইয়া শীঘ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণ সুমন্ত্র

আগমন করিতেছেন দেখিয়া, 'এক্ষণে রাম কোথায়'—কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করত রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন সুমন্ত্র তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, গঙ্গাতীরে ধর্মপরায়ণ মহাত্মা রাম আমায় অনুজ্ঞা করিলে আমি তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলাম, ইহার অধিক তাঁহার বিষয় আর কিছুই জানি না।

তখন পুরবাসীরা রাম গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছেন জানিয়া, বাষ্পপূর্ণ-লোচনে হা হতোঽস্মি বলিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে উহারা স্থানে স্থানে দলবন্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, হা! আমরা এই রথে আর রামকে দেখিতে পাইলাম না। দান, যজ্ঞ, বিবাহ, সমাজ ও উৎসবে তাঁহার দর্শনলাভ নিতান্তই দুর্লভ হইল। তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, আমাদিগের উপযুক্ত কি, ইষ্ট কি, কিরূপেই বা আমরা সুখী হইব,—তিনি সততই এই চিন্তায় আকুল হইতেন। ঐ সময় স্ত্রীলোকেরাও গবাক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রামের শোকে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিল, সুমন্ত্র বিপণীপথে গমনকালে তাহাও শুনিতে পাইলেন এবং বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাজনপূর্ণ সাতটি কক্ষা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তৎকালে প্রাসাদ হইতে পুরনারীগণ সুমন্ত্রকে দেখিয়া রামের অদর্শনে হাহাকার আরম্ভ করিলেন এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া অতি বিশাল, ধবল, জলধারাকুল লোচনে অস্পষ্টভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। রাজ-মহিষীরা হর্ম্য হইতে অবতরণপূর্বক শোকাকুল মনে মৃদুবচনে কহিলেন, হা! সুমন্ত্র রামের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে আইলেন; জানি না, এখন কাতরা কৌশল্যাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন। রাম রাজ্যাভিষেক উপেক্ষা করিয়া নির্গত হইলে যখন কৌশল্যা প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, তখন বোধ হয়, জীবন কেবলই দুঃখের এবং মৃত্যুও সহজে হয় না।

সুমন্ত্র মহিষীগণের এইরূপ সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণপূর্বক শোকে প্রদীপ্ত হইয়া অষ্টম কক্ষায় প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, তথায় রাজা দশরথ পুত্রশোকে ম্লান হইয়া পাণ্ডুরাগশোভিত গৃহে দীনমনে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং রাম যেরূপ কহিয়া দিয়াছেন, অবিকল সেই কথা কহিতে লাগিলেন। দশরথ নিস্তব্ধভাবে তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মূর্ছিত হইলে রাজমহিষীরা দুঃসহ দুঃখে আহত হইয়া বাহু উত্তোলনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা ও সুমিত্রা অবিলম্বে ধরাতল হইতে তাঁহাকে উত্থাপন-পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! সেই দুষ্কর কার্যসম্পাদক রামের বার্তাহারক বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তুমি কেন ইঁহার সহিত আলাপ করিতেছ না? রামকে বনবাস দিয়া তোমার কি আজ লজ্জা হইয়াছে? এক্ষণে উত্থিত হও। তুমি এইরূপ কাতর হইলে তোমার পরিজনেরা আর বাঁচিবে না। তুমি যাহার ভয়ে সুমন্ত্রকে কোন কথা জিজ্ঞাসিতেছ না, সেই কৈকেয়ী এখানে নাই। এক্ষণে অশঙ্কিত মনে ইঁহার সহিত বাক্যালাপ কর।

শোকাকুলা কৌশল্যা বাষ্পগদগদ বাক্যে মহারাজ দশরথকে এইরূপ কহিয়াই ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন আর আর মহিষীরা তাঁহাকে পতিত এবং পতিকে অত্যন্তই বিষণ্ণ দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার আবালবৃদ্ধবনিতারা নৃপতির অন্তঃপুরে আর্তরব উত্থিত হইয়াছে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল; পুনরায় অযোধ্যায় তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর বীজনাদি দ্বারা দশরথের সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি রামের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন। তৎকালে ঐ বৃদ্ধ রাজা দুঃখশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অচিরধৃত হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কখন রামের নিমিত্ত পরিতাপ এবং কখন বা চিন্তা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র ধূলিধূসরিত কলেবরে সজলনয়নে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কাতর মনে কহিলেন,—সূত! ধর্মপরায়ণ রাম তরুমূল আশ্রয় করিয়া কোন্ স্থানে আছেন? তিনি অত্যন্ত সুখী, এক্ষণে কি আহার করিবেন? দুঃখ তাঁহার যোগ্য নহে, কিরূপে তাহা সহ্য করিতেছেন? উত্তম শয্যায় শয়ন করা তাঁহার অভ্যাস, এখন অনাথের ন্যায় কেমন করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন? গমনকালে যাঁহার সহিত হস্তী, পদাতি ও রথ যাইত, তিনি বনে কিরূপে কালাতিপাত করিবেন? অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসকল বাস করিতেছে, কালভুজঙ্গ নিরন্তর রহিয়াছে, তিনি লক্ষ্মণের সহিত কিরূপে তথায় থাকিবেন? হা! বল দেখি, তাঁহারা সুকুমারী জানকীকে লইয়া রথ হইতে কিরূপে পদব্রজে গমন করিলেন? সূত! তুমি তাঁহাদিগকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসিয়াছ, তুমিই ধন্য। আমার রাম কি কহিয়াছেন? লক্ষ্মণ কি কহিলেন? সীতাই বা বনে গিয়া কি কথা বলিয়া দিলেন? তুমি রামের শয়ন, অশন, উপবেশন—সকলই বল। আমি এই সকল শুনিয়াই প্রাণধারণ করিয়া থাকিব।

সুমন্ত্র রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পগদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! রাম কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাকে প্রণাম করিয়া ধর্মে মনোনিবেশপূর্বক কহিয়াছেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার কথানুসারে সেই সুবিখ্যাত মহাত্মা পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিবে। অন্তঃপুরের সকল স্ত্রীলোককে আমার নমস্কার ও মঙ্গলসমাচার নির্বিশেষে জানাইবে। জননী কৌশল্যাকে আমার অভিবাদন ও সর্বাঙ্গীণ কুশল নিবেদন করিয়া আমি ধর্মপথে যে অটল আছি এই কথা কহিবে; আরও বলিবে, দেবি! তুমি ধর্মশীলা হইয়া যথাকালে অগ্ন্যাগারে অগ্নি-পরিচর্যা করিবে এবং আমার পিতার চরণযুগল দেবতার ন্যায় দেখিবে। আমার মাতৃগণের সহিত ব্যবহারকালে মানাভিমান কিছুই মনে আনিও না এবং আর্যা কৈকেয়ীকে মহারাজ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া বিবেচনা করিও না। নৃপতিরা জ্যেষ্ঠ না হইলেও পূজ্য হইয়া থাকেন, অতএব তুমি রাজধর্ম স্মরণ করিয়া কুমার ভরতকে রাজার ন্যায় সমাদর করিও। সুমন্ত্র! তুমি জননীকে এইরূপে কহিয়া ভরতকে আমার মঙ্গল জানাইবে এবং আমার বাক্যানুসারে বলিবে—তিনি যেন মাতৃগণের মধ্যে সকলের সহিত ন্যায়ানুসারে ব্যবহার করেন এবং যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতাকে যেন রাজ্যেশ্বর করিয়া রাখেন। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা অকর্তব্য,

অতএব তাঁহারই আজ্ঞা প্রচার করিয়া তাঁহাকে যেন সন্তুষ্ট করেন। মহারাজ! রাম সকলকে এইরূপ কহিয়া দিয়া গলদশ্রুলোচনে আমায় বলিলেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার মাতাকে স্বীয় জননীর ন্যায় দেখিও। সেই পদ্মপলাশলোচন এই কথা কহিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, সারথি! মহারাজ এই রাজকুমারকে কোন্ অপরাধে নির্বাসিত করিলেন? কৈকেয়ীর লঘু আদেশে এইরূপ কার্যানুষ্ঠান তাঁহার যোগ্য বা অযোগ্যই হউক, কিন্তু ইহাতে আমরা অত্যন্তই ব্যথিত হইয়াছি। আর্য রামের নির্বাসন কৈকেয়ীর লোভনিবন্ধন বা বস্তুতই বরদানবশতঃ ঘটিয়া থাকুক, মহারাজ যে অকার্য করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় এইরূপ হইয়া থাকে তাহাতে আর বক্তব্য কি, কিন্তু রামকে ত্যাগ করিতে হয়, এইরূপ কোন কারণই আমি দেখিতেছি না। মহারাজ কেবল বুদ্ধি-লাঘবহেতু কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ না করিয়া এই কর্ম করিয়াছেন, ইহাতে ইহকাল ও পরকালে তাঁহাকে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। আমি তাঁহাতে পিতৃভাব অণুমাত্র দেখিতে পাই না; রামই আমার ভ্রাতা, প্রভু, বন্ধু ও পিতা। যিনি সকল লোকের হিতসাধনে নিবিষ্ট এবং সকল লোকেরই প্রিয়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ কিরূপে সকলকে অনুরক্ত করিবেন। যিনি প্রজাগণের স্পৃহণীয়, সেই ধার্মিককে নির্বাসন ও সকলের সহিত বিরোধ উৎপাদনপূর্বক তিনি কিরূপেই বা রাজা হইবেন।

মহারাজ! ঐ সময় জানকী ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ভূতাবিষ্ট-চিত্তার ন্যায় অবান্তর কার্যসকল বিস্মৃত ও বিস্ময়াবেশে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুঃখ কাহাকে বলে তিনি তাহা জানেন না, তৎকালে ভাগ্যে এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। আমাকে কিছুই কহিলেন না, কেবল শুষ্কমুখে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন এবং আপনার এই রথ ও আমাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর আমি রাম ও লক্ষ্মণের বিয়োগ-দুঃখে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্বক তথা হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিলাম। মহারাজ! যদি রাম আমাকে পুনরায় আহ্বান করেন, এই প্রত্যাশায় শৃঙ্গবের পুরে নিষাদপতি গুহের সহিত বহুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আসিবার সময় আমার অশ্বগণ রামের বনগমনে দুঃখিত হইয়া উষ্ণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, পূর্ববৎ আর রথ বহন করিতে পারিল না। দেখিলাম, আপনার অধিকারে বৃক্ষসকল পুষ্প, অঙ্কুর ও মুকুলের সহিত দুঃখে ম্লান হইয়া গিয়াছে। নদী, পল্বল ও সরোবরের জল অত্যন্ত আবিল ও উত্তপ্ত, কমলদল সঙ্কুচিত এবং বন ও উপবনের পল্লবসকল শুষ্ক হইয়াছে। মৎস্য ও জলচর পক্ষীরা সলিলে লীন রহিয়াছে, প্রাণিসকল নিস্পন্দ, হিংস্র জন্তুগণও সঞ্চরণ করিতেছে না, বন রামের শোকে যেন নীরব হইয়া আছে। জলজ ও স্থলজ পুষ্পের গন্ধ পূর্ববৎ আর নাই এবং ফলও বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। পুষ্প-বাটিকাসকল শূন্য, তথায় বিহঙ্গেরা কোলাহল করিতেছে না এবং উপবনের রমণীয়তাও বিদূরিত হইয়াছে। মহারাজ! আমি যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করি,

তৎকালে কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না এবং রামকে দেখিতে না পাইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পথের লোকেরা দূর হইতে রথে রামকে না দেখিয়া অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জনে প্রবৃত্ত হইল। প্রাসাদ হইতে সমস্ত পৌরস্ত্রী পুরমধ্যে রথ উপস্থিত দেখিয়া, রামের অদর্শনে হাহাকার আরম্ভ করিল এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া অতি বিশাল ধবল জলধারাকুল লোচনে অস্পষ্টভাবে পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিল। ঐ সময় দেখিলাম, সকল লোকই কাতর, সুতরাং কে মিত্র, কে শত্রু, কেই বা উদাসীন--ইহার কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। রাজন্! বলিব কি, অযোধ্যার অধিবাসীরা বিষণ্ণ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে; কাহারই মনে হর্ষের লেশমাত্র নাই, হস্তী অশ্ব পর্যন্ত দীনভাবে কালযাপন করিতেছে। দেখিয়া বোধ হয়, যেন নগরী পুত্রহীনা কৌশল্যারই ন্যায় শোচনীয় হইয়াছে।

মহীপাল দশরথ সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনমনে বাষ্পগদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! আমি যখন পাপকুলোৎপন্না কৈকেয়ীর কথায় রামের নির্বাসন অঙ্গীকার করি, তখন মন্ত্রণানিপুণ বৃদ্ধগণের সহিত এই বিষয়ের কিছুই বিচার করি নাই। আমি অমাত্য ও সুহৃদগণের পরামর্শ না লইয়া স্ত্রীর অনুরোধে মোহের বশীভূত হইয়াই সহসা এই কার্য করিয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ভবিতব্যতা ও দৈবের ইচ্ছাবশতঃ এই কুল উৎসন্ন হইবে, এইজন্য আমার ভাগ্যে এই বিপদ ঘটিয়াছে। সুমন্ত্র! আমি যদি কখনও তোমার কিছুমাত্র প্রিয়কার্য সাধন করিয়া থাকি, তবে এক্ষণে তুমি আমাকে শীঘ্র রামের নিকট লইয়া চল; তাঁহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইয়াছে। অথবা এখনও আমি আজ্ঞা দান করিতেছি, তুমি রামকে প্রত্যানয়ন কর, তাঁহার বিয়োগে মুহূর্তকালও আর দেহ ধারণ করিতে পারি না। আমার বোধ হইতেছে, এতদিনে তিনি বহুদূর গিয়া থাকিবেন, অতএব অবিলম্বে আমাকেই রথে লইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া আন। হা! এক্ষণে সেই কুন্দকুট্মলদন্ত মহাবীর কোথায় আছেন? যদি ভাগ্যে জীবিত থাকি, তবে জানকীর সহিত তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আমার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে, এ সময়েও যদি তাঁহার দর্শন না পাইলাম, তবে বল দেখি, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি কষ্ট আছে? হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা জানকি! আমি অনাথের

ন্যায় দুঃখে প্রাণত্যাগ করিতেছি, কিন্তু তোমরা তাহা জানিতেছ না।

অনন্তর দশরথ পুত্রবিয়োগ-দুঃখে জ্ঞানশূন্য হইয়া শোকাকুল মনে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি রাম বিনা যে দুঃখসাগরে নিপতিত হইয়াছি, জীবদ্দশায় তাহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিব, এরূপ সম্ভাবনা করি না। রামের শোক এই সাগরের বেগ, নিঃশ্বাস উহার তরঙ্গবহুল আবর্ত, বাহু-বিক্ষেপ মৎস্য, রোদন গভীর কল্লোলশব্দ, বিক্ষিপ্ত কেশজাল শৈবাল. কৈকেয়ী বড়বানল, কুব্জার বাক্য নক্রকুম্ভীর, প্রার্থিত বর তীরভূমি এবং রামের নির্বাসনই বিস্তার। এই সাগর বাষ্পরূপ-নদীজলে সততই আবিল হইতেছে এবং উহা আমার নেত্রনীরেই উৎপন্ন। দেখ, আজ আমার রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিবার অত্যন্তই অভিলাষ হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা আমার পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বলিয়া রাজা দশরথ তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া শয্যায় নিপতিত হইলেন। কৌশল্যাও তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া এবং তাঁহার এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

ষষ্টিতম সর্গ॥ অনন্তর তিনি ভূতাবিষ্টার ন্যায় বারংবার কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং ধরাতলে নিপতিত ও মৃতকল্প হইয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! যথায় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অবস্থান করিতেছেন. তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল। আজ আমি তাঁহাদের বিয়োগ-যাতনায় আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। তুমি রথ ফিরাইয়া আন, আমাকেও শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাও; যদি আমি তাঁহাদের অনুসরণ না করি, আমার প্রাণ কিছুতেই রক্ষা হইবে না।

তখন সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদগদ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান-পূর্বক কহিতে লাগিলেন. দেবি! আপনি এক্ষণে শোক মোহ ও দুঃখাবেগ পরিত্যাগ করুন। রাম অসন্তপ্ত মনে বনে বাস করিতেছেন। জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত হইয়া পরলোকের শুভসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত আছেন। জানকী রামসংক্রান্তমনা হইয়া নির্জন অরণ্যেও গৃহবাসের অনুরূপ প্রীতি লাভ করিতেছেন। বনে আছেন বলিয়া কিছুমাত্র কাতর নন। বোধ হয়, তিনি যেন প্রবাসে থাকিবার সম্পূর্ণই যোগ্য হইয়াছেন। দেবি! বলিব কি, জানকী পূর্বে এই নগরের উপবনে গিয়া যেমন বিহার করিতেন, গহন কাননেও সেইরূপ করিতেছেন। সেই পূর্ণচন্দ্রাননা বালিকার ন্যায় অক্লেশে রামসহবাসে রহিয়াছেন। রামেই যাঁহার হৃদয়-মন আসক্ত এবং রামেই যাঁহার জীবন আয়ত্ত রহিয়াছে এই রামহীন অযোধ্যা তাঁহার পক্ষে অরণ্যবৎ হইত। তিনি নদী, গ্রাম, নগর ও বিবিধ বৃক্ষ দর্শন করিয়া, রামকে বা লক্ষ্মণকেই হউক, জিজ্ঞাসিতেছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া তৎসমুদয় সম্যক্ জ্ঞাত হইতেছেন। তিনি এক্ষণে যেন অযোধ্যার ক্রোশান্তরে বিহারক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া আছেন। দেবি! জানকীর বিষয় এই পর্যন্তই জানি, আর তিনি যে কৈকেয়ীসংক্রান্ত কথা আমায় কহিয়াছিলেন, তাহা এখন আমার আর স্মরণ হইতেছে না।

প্রমাদবশতঃ কৈকেয়ীর কথা উপস্থিত হইবামাত্র, সুমন্ত্র তাহার আর উল্লেখ না করিয়া কৌশল্যার যাহাতে তুষ্টিলাভ হইতে পারে, এইরূপ বাক্যে কহিলেন, দেবি! পর্যটনশ্রম, বায়ুবেগ, আবেগ ও রৌদ্রের উত্তাপেও সীতার চন্দ্রাংশুসদৃশী কান্তি মলিন হইতেছে না। তাঁহার সেই পূর্ণ শশধর ও শতদল-

তুল্য আনন ম্লান হয় নাই। তাঁহার চরণযুগল এক্ষণে অলক্তকরাগশূন্য, কিন্তু স্বভাবতঃ অলক্তকেরই ন্যায় রক্তবর্ণ, সুতরাং আজিও কমলকলিকাসদৃশ প্রভা-সম্পন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি এখনও অনুরাগনিবন্ধন ভূষণ ধারণ করেন এবং নূপুর দ্বারা হংসের লীলা অপহেলা করিয়াই যেন সবিলাসে গমন করিয়া থাকেন। তিনি অরণ্যে রামের বাহু আশ্রয় করিয়া আছেন, সুতরাং সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তী যাহাই কেন দেখুন না, তাঁহার অন্তরে কিছুই ভয় হয় না। দেবি! এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে এবং আপনি ও মহারাজ—আপনারাও শোচ্য হইতেছেন না। রামের এই চরিত্র অনন্তকাল জীবলোকে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহারা এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া পুলকিত মনে মহর্ষিগণের পথ আশ্রয় করিয়াছেন এবং বন্য ফলমূলে তৃপ্তিলাভ করিয়া পিতৃকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন।

পুত্রশোকার্তা দেবী কৌশল্যা সুমন্ত্রের প্রকৃত কথায় নিবারিতা হইয়াও বিরত হইলেন না। তিনি হা রাম! হা রাম! বলিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর কৌশল্যা অবিরলগলিতজলধারাকুল লোচনে কাতর মনে রাজা দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! ত্রিলোকের সর্বত্র তোমার যশ ঘোষিত হইয়া থাকে। তুমি প্রিয়বাদী ও বদান্য. এক্ষণে বল দেখি, তুমি সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে কিরূপে পরিত্যাগ করিলে? তাঁহারা সুখে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন কি প্রকারে দুঃখ ভোগ করিবেন? জানকী অতি সুকুমারী ও তরুণী, এখন কি প্রকারে শীতোত্তাপ সহিয়া থাকিবেন? তিনি ব্যঞ্জনসহিত উত্তম অন্ন ভোজন করিয়া এখন কিরূপে নীবার ধান্যের অন্ন আহার করিতেছেন? তিনি গীতবাদ্য শ্রবণ করিয়া এখন কিরূপে অশোভন সিংহের গর্জন শুনিবেন? ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় আনন্দপ্রদ মহাবীর রাম অর্গলসদৃশ ভুজদণ্ড উপাধান করিয়া কোথায় শয়ন করেন? তাঁহার বদনমণ্ডল পদ্মবর্ণ, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, নিঃশ্বাসবায়ু পদ্মের ন্যায় সুগন্ধি এবং কেশপ্রান্ত অতি সুন্দর, হা! আবার কবে আমি সেই মুখখানি দেখিতে পাইব। রামকে না দেখিয়া যখন আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন ইহা যে বজ্রের ন্যায় কঠিন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলে যদি রাম পুনরায় আগমন করেন, তখন ভরত যে রাজ্য ও ধনসম্পদ পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। কেহ কেহ শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অগ্রে আপনার বান্ধবদিগকে আহার করান, পরে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু যে-সকল ব্রাহ্মণ দেবতুল্য বিদ্বান্ ও গুণবান্ তৎকালে তাঁহারা সুধা-সদৃশ সুস্বাদু অন্নও স্পর্শ করেন না। শৃঙ্গচ্ছেদ যেমন বৃষদিগের অসহ্য হইয়া থাকে, অন্যের ভোজনাবসানে ভোজন ইঁহাদিগের পক্ষেও সেইরূপ। মহারাজ! কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে-রাজ্য ভোগ করিল, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ তাহা কিরূপে গ্রহণ করিবে? দেখ, ভোজ্য দ্রব্য অন্যে আহরণ করিলে, ব্যাঘ্র তাহা কদাচই ভক্ষণ করে না, যে ব্যক্তি সর্বাংশে সর্বাপেক্ষা উত্তম, পরাস্বাদিত বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি কদাচই হইতে পারে না। ঘৃত, পুরোডাশ, কুশ ও খদির কাষ্ঠের যূপ—এই

সকল দ্রব্য এক যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, যজ্ঞান্তরে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ: সুতরাং রাম হৃতসার সুরাসদৃশ পীতসোম যজ্ঞের অনুরূপ ভরতভুক্ত রাজ্য কিরূপে গ্রহণ করিবেন? প্রবল শার্দূল যেমন পুচ্ছমর্দন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি এতাদৃশ অসম্মান কখনই সহিবেন না। সুরাসুর সহিত সমুদয় লোক রণস্থলে তাঁহার পরাক্রমে ভীত হন। লোকে অধর্মে প্রবৃত্ত হইলে যে ধর্মশীল তাহাদিগকে ধর্মে সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং কি প্রকারে অধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন? সেই মহাবল মহাবাহু যুগান্ত কালের ন্যায় সুবর্ণপুঙ্খ শর দ্বারা সমুদয় প্রাণীকে সংহার এবং মহাসাগরকেও শুষ্ক করিতে পারেন। মৎস্য যেমন আপনার সন্ততিকে নষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি তাঁহাকে স্বয়ংই বিনাশ করিয়াছ। সনাতন ঋষিগণ শাস্ত্রে যে ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা যাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহা যদি তোমার সত্য বোধ হইত, তাহা হইলে তুমি রামকে কখনই নির্বাসিত করিতে না। দেখ, স্ত্রীলোকের তিনটি গতি; তন্মধ্যে প্রথম পতি, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় জ্ঞাতি, এতদ্ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। কিন্তু তুমি আর আমার আপনার নও, রামকে নির্বাসিত করিয়াছ, এক্ষণে বনে গমন করাও আমার পক্ষে সংগত হইতে পারে না, সুতরাং তোমা হইতেই আমার প্রাণান্ত হইল। তুমি রাজ্য নাশ ও পৌরগণের সর্বনাশ করিলে, মন্ত্রীরা এককালে গেলেন এবং আমিও পুত্রের সহিত উৎসন্ন হইলাম; এক্ষণে কেবল তোমার পত্নী ও পুত্রই সুখী হইবেন।

দশরথ কৌশল্যার এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণপূর্বক হা রাম! বলিয়া দুঃখিত ও বিমোহিত হইলেন। প্রবল শোক তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিল এবং পূর্বকৃত দুষ্কৃত বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ শোকাতুরা কৌশল্যা রোষাবেশে এইরূপ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজা দশরথ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মোহপ্রভাবে তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনার এই দুঃখের কারণ উপলব্ধি করিলেন এবং কৌশল্যাকে পার্শ্বে অবলোকনপূর্বক দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন। পূর্বে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া মুনিকুমার-বধরূপ যে অকার্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। পুত্রশোক ও মুনিকুমার-বধজনিত দুঃখ তাঁহাকে যারপরনাই পরিতপ্ত করিতে লাগিল। তখন তিনি অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কম্পিতকলেবরে কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি শত্রুকেও স্নেহ এবং তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাক, এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতেছি, প্রসন্ন হও। যে-সকল স্ত্রীলোকের ধর্মজ্ঞান আছে, স্বামী গুণবান বা নির্গুণই হউন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্তব্য। তুমি অতি ধর্মশীলা, সৎ ও অসৎই বা কি তাহাও জান, অতএব বিশেষ দুঃখিত হইলেও এই শোকের উপর আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় না।

কৌশল্যা দশরথের এইরূপ দীন বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণালী যেমন বর্ষার জলধারা বহন করে সেইরূপ নেত্র হইতে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে দশরথের সেই পদ্মকলিকাকার অঞ্জলি স্বহস্তে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ-

পূর্বক ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভীতমনে কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে ইহাতে নিশ্চয়ই আমার সর্বনাশ হইবে। অতঃপর আমি আর তোমার ক্ষমার যোগ্য নহি। ইহলোক ও পরলোকের শ্লাঘনীয় পতি যাহাকে প্রসন্ন করেন, সে কখনই কুলস্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। নাথ! আমার ধর্মজ্ঞান আছে, তুমি যে সত্যবাদী, তাহাও জানি; আমি কেবল পুত্রশোকে কাতর হইয়াই তোমায় ঐরূপ অপ্রিয় কথা কহিলাম। দেখ, শোক হইতে ধৈর্য, শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়, শোকের সদৃশ শত্রু আর নাই। বিপক্ষের প্রহার অনায়াসে সহ্য করা যায়, কিন্তু যদি শোক অল্পমাত্রও উপস্থিত হয়, তাহা সহিয়া থাকা সহজ নহে। আজ পাঁচ দিন হইল রাম বনে গিয়াছেন, কিন্তু শোকে নিতান্ত নিরানন্দ আছি বলিয়া, এই পাঁচ দিন যেন আমার পাঁচ বৎসর বোধ হইতেছে। নদীর বেগে সমুদ্রের জল যেমন পরিবর্ধিত হয়, সেইরূপ রামের চিন্তায় হৃদয়মধ্যে শোক ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কৌশল্যা এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনী উপস্থিত হইল। শোকাকুল রাজা দশরথও কৌশল্যার বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর তিনি মুহূর্তমধ্যে জাগরিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের নির্বাসননিবন্ধন রাহু যেমন সূর্যকে আবরণ করে তদ্রূপ শোকান্ধকার সেই ইন্দ্রসদৃশ রাজার মনকে আবৃত করিল। পুত্রনির্বাসনের ষষ্ঠ রজনীর অর্ধ যামে মুনিপুত্র-বধরূপ আপনার দুষ্কর্ম তাঁহার স্মরণ হইল। সেই বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইলে তিনি শোকাকুলা কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! মনুষ্য শুভ বা অশুভ যেরূপ কার্য করুন, তাহার অনুরূপ ফল তাহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্যের প্রারম্ভে কর্ম-ফলের গৌরব লাঘব, দোষগুণ বিচার না করে, সে বালক। যে আম্রকানন ছেদন করিয়া পলাশ বৃক্ষে জলসেক করে, সে পুষ্পশোভা দর্শনে ফললুব্ধ হয় বলিয়া ফলকালে হতাশ হইয়া থাকে। আমি অতি নির্বোধ, আমিও আম্রবন ছেদন করিয়া পলাশ বৃক্ষে জলসেক করিয়াছিলাম, এক্ষণে পুত্র লইয়া সুখী হইবার সময়ে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অনুতাপ করিতেছি। দেবি! যে কারণে আমার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

আমি যখন কৌমারাবস্থায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করি, তৎকালে শব্দমাত্র শুনিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিতাম, এই জন্য লোকে আমায় শব্দবেধী বলিত। ঐ সময়েই আমি এই পাপের অনুষ্ঠান করি। আমার যে এই দুঃখ, ইহা স্বকৃত কর্মনিবন্ধনই ঘটিয়াছে। বালক অজ্ঞানতাবশতঃ বিষপান করিলে বিষপ্রভাব কি বিনষ্ট হয়? আমার ভাগ্যে সেইরূপই হইয়াছে। যেমন কেহ না জানিয়া পলাশ পুষ্পে মোহিত হয়, আমি তদ্রূপ না জানিয়াই শব্দানুসারে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে শিখিয়াছিলাম। দেবি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই, আমি যুবরাজ, এই অবস্থায় আমার কামোদ্দীপক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য ভূমির রস আকর্ষণপূর্বক কঠোর কিরণে সমস্ত জগৎ পরিতপ্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলে তৎক্ষণাৎ উত্তাপ দূর হইয়া গেল; স্নিগ্ধ মেঘ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট

হইল। ভেক, চাতক ও ময়ূরগণ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃক্ষশাখাসকল বৃষ্টির পতনবেগ ও বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিল; বিহঙ্গেরা বর্ষাজলে স্নাত ও পক্ষের উপরিভাগ সিক্ত হওয়াতে অতি কষ্টে তথায় গিয়া আশ্রয় লইল। মত্তময়ূরশোভিত পর্বত নিরন্তরনিপতিত জলধারায় আচ্ছন্ন হওয়াতে জলরাশির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। জলস্রোত স্বভাবতঃ নির্মল হইলেও গৈরিকাদি ধাতুসংযোগে কোথায় পাণ্ডুবর্ণ, কোথায় রক্তবর্ণ, কোথায়ও বা ভস্ম-মিশ্রিত হইয়া তথা হইতে ভুজঙ্গবৎ বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবি! এই সুখময়কালে মৃগয়াবিহারে আমার ইচ্ছা হইল। তখন আমি রাত্রি-যোগে নিপানে জলপানার্থ আগত মহিষ, হস্তী বা যে-কোন জন্তু হউক, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শর-শরাসন গ্রহণ ও রথারোহণপূর্বক সরযূতটে উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর অন্ধকারে চতুর্দিক আবৃত হইলে, ঐ অদৃশ্য সরযূর জলমধ্যে করিকণ্ঠস্বরের ন্যায় কুম্ভপূরণরব শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া আমার নিশ্চয়ই হস্তী বোধ হইল। তখন আমি তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ সুতীক্ষ্ম শর তূণীর হইতে গ্রহণপূর্বক পরিত্যাগ করিলাম। শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র একজন বনবাসীর হাহাকার সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। তিনি আমার শরে মর্মে আহত ও সলিলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, আমি একজন তাপস, কি কারণে আমার উপর শস্ত্র নিপতিত হইল? আমি রাত্রিকালে নির্জন নদীতে জল লইতে আসিয়াছিলাম, এ সময় কে আমায় শর প্রহার করিল? কাহার কি অপকার করিয়াছি? আমি বনমধ্যে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিয়া থাকি, যাহাতে অন্যের ক্লেশ জন্মে এমন কার্য কখন করি না, সুতরাং আমার প্রতি শস্ত্রপ্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইল? আমি মস্তকে জটাভার বহন করিতেছি, বল্কল ও চর্মই আমার পরিধান, আমাকে বধ করিতে কাহার ইচ্ছা হইল? আমি কি ক্ষতি করিয়াছিলাম? যেমন গুরুদারগমন সাধারণের বিদ্বিষ্ট, এই নিষ্ফল কার্যও তদ্রূপ হইয়াছে। প্রাণনাশ হইল বলিয়া আমি অনুতাপ করি না, আমার বিনাশে আমার বৃদ্ধ পিতামাতার যে দুর্দশা হইবে তন্নিমিত্তই দুঃখিত হইতেছি। আমি তাঁহাদিগকে চিরকাল ভরণপোষণ করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে আমার অভাবে তাঁহারা কিরূপে দিনপাত করিবেন? হা! এক শরে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম। এমন লুব্ধস্বভাব বালক কে আছে, যে আমাদিগকে বধ করিল?

দেবি! সেই নিশাকালে মুনিকুমারের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হস্ত হইতে শরকার্মুক ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। আমি অত্যন্তই ভীত ও শোকাবেগে বিমোহিত হইলাম এবং একান্ত বিমনস্ক ও নির্বীর্য হইয়া তথায় গমনপূর্বক দেখিলাম, সরযূতীরে একজন তাপস শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। তাঁহার জটাসকল বিক্ষিপ্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধূলি ও শোণিতে লিপ্ত এবং জলপূর্ণ কলস ভূমিতে পতিত হইয়াছে।

তখন তিনি আমাকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্বক স্বতেজে দগ্ধ করিয়াই যেন কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি বনবাসী, পিতামাতার নিমিত্ত জল লইতে সরযূতে আসিয়াছি, তুমি কেন আমায় প্রহার করিলে? আমি তোমার কি অপকার করিয়াছিলাম? তুমি এক শরে আমাকে বিদ্ধ করিয়া আমার অন্ধ পিতামাতারও প্রাণনাশ করিলে। তাঁহারা দুর্বল, অন্ধ ও

পিপাসার্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি জল লইয়া যাইব, বহুক্ষণ এইরূপ প্রত্যাশায় আছেন; এক্ষণে তৃষ্ণা সংবরণ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয়, আমার জ্ঞান ও তপস্যার কোন ফলই নাই। আমি যে ভূতলে পতিত ও শয়ান রহিয়াছি, পিতা তাহা জানিলেন না, জানিলেই বা কি করিবেন, তিনি স্বয়ং অশক্ত এবং অন্ধত্বনিবন্ধন গমনে সম্পূর্ণই অক্ষম। একটি বৃক্ষ বায়ুবেগে ভিদ্যমান হইলে আর একটি বৃক্ষ তাহাকে কিরূপে রক্ষা করিবে? যাহাই হউক, তুমি এক্ষণে স্বয়ংই আমার পিতার নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাত কর। কিন্তু সাবধান, অগ্নি পরিবর্ধিত হইয়া যেমন সমগ্র বন দগ্ধ করে, সেইরূপ তিনি যেন তোমাকে দগ্ধ না করেন। তুমি এই সূক্ষ্ম পথ দিয়া যাও, আমার পিতার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। তুমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিও, কিন্তু দেখিও, তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেন তোমাকে অভিশাপ প্রদান করেন না। মহারাজ! নদীবেগ যেমন অন্তঃস্ফীত বালুকাবহুল তীরভূমিকে আহত করে, সেইরূপ তোমার এই সুতীক্ষ্ন শর আমার মর্মদেশে যন্ত্রণা দিতেছে, অতএব তুমি এক্ষণে আমার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লও।

দেবি! ঋষিকুমার আমাকে শর আকর্ষণ করিতে বলিলে ভাবিলাম, যদি শল্য থাকে অধিকতর বেদনা দিবে; যদি উত্তোলন করি, এখনই প্রাণবিয়োগ হইবে; এই ভাবিয়া আমি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল ও দুঃখিত হইলাম।

অনন্তর মুনিকুমার ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় উদ্বর্তিত হইয়া গেল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিস্পন্দ হইল। তিনি আমাকে চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ দেখিয়া অতি কষ্টে কহিলেন, মহারাজ! আমি ধৈর্যের সহিত চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদন এবং শোক সংবরণপূর্বক কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মহত্যা করিলাম বলিয়া তোমার মনে যে সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ কর। আমি ব্রাহ্মণ নহি, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে। মুনিকুমার কথঞ্চিৎ এই কথা কহিলে আমি তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘূর্ণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল এবং অধিকতর যন্ত্রণায় আকুঞ্চিত হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। আমিও যারপরনাই বিষণ্ণ হইলাম।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ দেবি! অজ্ঞানতঃ এই পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মনে অত্যন্তই ক্ষোভ উপস্থিত হইল। এখন ইহার সদুপায় কি, তৎকালে আমি একাকী কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরিশেষে সেই বারিপূর্ণ কলস লইয়া নির্দিষ্ট পথ অনুসারে আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম তথায় দুর্বল বৃদ্ধ অন্ধ তাপসদম্পতী ছিন্নপক্ষ বিহগমিথুনের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে উত্থান করাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়, এমন আর কেহ নাই। ঐ সময় তাঁহারা পুত্রের কথা আন্দোলন করিতেছিলেন, তন্নিবন্ধন তাঁহাদের কিছুমাত্রই শ্রান্তি ছিল না। আমি যদিও আশা ছেদন করিয়াছি, তথাচ পুত্র জল আনয়ন করিবে, অনাথের ন্যায় এইরূপ প্রত্যাশাপন্ন হইয়া আছেন। দেবি! আমি একে ত ভীত ও শোকাক্রান্ত হইয়াছিলাম, আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র আমার অধিকতর ভয় ও শোক উপস্থিত হইল।

অনন্তর মুনি আমার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া পুত্রভ্রমে কহিলেন, বৎস!

তোমার কেন এত বিলম্ব হইল? তুমি শীঘ্র জল আনয়ন কর। বহুক্ষণ নদীতে ক্রীড়া করিতেছিলে বলিয়া তোমার মাতা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি ত্বরিতপদে আশ্রমে আইস। আমরা যদিও কোনরূপ অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকি, তন্নিমিত্ত তুমি কিছু মনে করিও না। তুমি এই অগতিদিগের গতি, এই অন্ধদিগের চক্ষু। আমাদের জীবন তোমাকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। বৎস! তুমি কেন আমার কথায় প্রত্যুত্তর করিতেছ না?

মুনি ব্যঞ্জনাক্ষরবিরহিত গদগদ ও অস্ফুট স্বরে এইরূপে কহিলে আমি অত্যন্তই ভীত হইলাম এবং সবিশেষ যত্নসহকারে তাৎকালিক ভাব গোপন করিয়া কহিলাম, তপোধন! আমি ক্ষত্রিয়বংশীয় দশরথ, আমি আপনার পুত্র নহি। সাধুলোকে যে বিষয়ে ঘৃণা করেন, আমি এইরূপ একটি কার্য করিয়া এক্ষণে অত্যন্তই দুঃখিত ও পরিতাপিত হইয়াছি। ভগবন্! অদ্য নিপানে জলপান করিবার নিমিত্ত হস্তী বা যে-কোন জন্তুই আসুক, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় শরাসনহস্তে সরযূতীরে আসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে নদীর জলমধ্যে কুম্ভপূরণরব আমার শ্রুতিগোচর হইল। সেই শব্দ শ্রবণে হস্তী আসিয়াছে মনে করিয়া আমি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরে নদীতীরে গিয়া দেখিলাম একজন তাপসের বক্ষে শর বিদ্ধ হইয়াছে। তিনি মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তখন আমি সন্নিহিত হইয়া তাঁহারই আদেশানুসারে তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। শল্য উদ্ধৃত হইবামাত্র তিনি পিতামাতা বৃদ্ধ বলিয়া শোকাকুল মনে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ভগবন্! আমি না জানিয়াই আপনকার পুত্রবিনাশ করিয়াছি। এক্ষণে যাহা হইবার হইয়াছে, অতঃপর যাহা কর্তব্য হয়, আপনি আমাকে আদেশ করুন।

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিকে এইরূপ কঠোর কথা শ্রবণ করাইবামাত্র তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু করিলেন না কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি এই অকার্যের বিষয় স্বয়ং আসিয়া না জানাইতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক সদ্যই সহস্রধা স্খলিত হইয়া পড়িত। ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাক, অনাথ অন্ধ বানপ্রস্থকে হত্যা জ্ঞানকৃত হইলে উহা ইন্দ্রকেও স্থানচ্যুত করিতে পারে। আমার পুত্র তপঃপরায়ণ ও ব্রহ্মবাদী, তাদৃশ লোকের প্রতি জ্ঞানপূর্বক শস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, তোমার মস্তক সপ্তধা বিশীর্ণ হইয়া যাইত। তুমি অজ্ঞানতঃ এই কার্য করিয়াছ বলিয়া জীবিত রহিয়াছ, যদি জানিয়া করিতে তাহা হইলে কেবল তুমি নও, সবংশেই ধ্বংস হইয়া যাইতে। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল। যিনি শোণিতলিপ্ত দেহে স্খলিতবল্কলে ভূতলে মৃত পতিত রহিয়াছেন, আমরা সেই পুত্রের শেষ দেখা দেখিয়া লইব।

অনন্তর আমি একাকী তাঁহাদিগকে সরযূতীরে লইয়া গিয়া সেই মৃতদেহ স্পর্শ করাইলাম। স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহারা তদুপরি পতিত হইলেন। পরে মুনি সকাতরে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আজ কেন তুমি আমাকে অভিবাদন করিতেছ না? কেন আমার সহিত কথা কহিতেছ না? কি নিমিত্তই বা ভূতলে শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি ক্রোধ করিলে? বাছা! আমি যদি অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে তোমার এই ধর্মশীলা জননীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি কি কারণে আলিঙ্গন ও কোমল বাক্যে সম্ভাষণ করিলে না? আমি অতঃপর

রাত্রিশেষে আর কাহার হৃদয়হারী মধুর শাস্ত্রাধ্যয়ন শ্রবণ করিব? আমাকে পুত্রশোকভয়ে নিতান্ত কাতর দেখিয়া আর কে সন্ধ্যাবন্দনাবসানে হুতাশনে আহুতি প্রদানপূর্বক আমায় স্নান করাইবে? আমি একান্ত অকর্মণ্য, দরিদ্র ও সহায়হীন, এক্ষণে কন্দ মূল ফল আহরণপূর্বক আর কে আমায় প্রিয় অতিথির ন্যায় আহার করাইবে? বৎস! আমি তোমার এই অন্ধ ও বৃদ্ধ মাতাকে কিরূপে ভরণপোষণ করিব? নিবারণ করি, তুমি একাকী যমালয়ে যাইও না, কল্য আমাদের উভয়েরই সহিত তথায় গমন করিবে। আমরা শোকার্ত, অনাথ ও দীন হইলাম, তোমাবিহীনে আমাদিগকেও অচিরাৎ মৃত্যুর পথ আশ্রয় করিতে হইবে। বৎস! আমি যমালয়ে গিয়া, যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইরূপ কহিব, ধর্মরাজ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার এই পুত্র আমাদিগকে ভরণপোষণ করুন; তুমি লোকপাল, অতএব অনাথের এই এক অক্ষয় অভয় দক্ষিণা দান করা তোমার কর্তব্য হইতেছে।

হা! তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু এই পাপাচারী ক্ষত্রিয় তোমায় বিনাশ করিয়াছে, অতএব তুমি আমার সত্যের বলে অবিলম্বে বীরলোক লাভ কর। বীর পুরুষেরা সমরপরাঙ্মুখ না হইয়া সম্মুখযুদ্ধে দেহত্যাগ করিলে যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। মহারাজ সগর, শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ ও ধুন্ধুমার—এই সমস্ত মহাত্মাদিগের যে গতি, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। স্বাধ্যায়, তপস্যা, ভূমিদান, একপত্নীব্রত, গোসহস্র প্রদান, গুরুসেবা এবং প্রায়োপবেশনাদি দ্বারা তনুত্যাগ—এই সকল কার্যে যে গতি নির্দিষ্ট আছে, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। আহিতাগ্নির যে গতি সকল প্রাণীর যে গতি, তুমি তাহাই অধিকার কর। যে আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে, অশুভ গতি তাহার কদাচই হয় না, কিন্তু বৎস! যে তোমাকে বিনাশ করিল, ঐ প্রকার গতি তাহারই হইবে। এই বলিয়া মুনি পত্নীর সহিত জল লইয়া পুত্রের তর্পণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মুনিকুমার স্বকর্মপ্রভাবে দিব্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া সুররাজ ইন্দ্রের সঙ্গে অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং পুনরায় তাঁহার সহিত প্রত্যাগমন করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক কহিলেন, আমি আপনাদের পরিচর্যা করিয়া দিব্যস্থান অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে আপনারাও আর বিলম্ব না করিয়া আমার নিকট আগমন করুন। এই বলিয়া মুনিকুমার সুপ্রশস্ত দিব্য বিমানযোগে স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর তাপস ভার্যা সমভিব্যাহারে পুত্রের উদকক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক আমায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি আজই আমাকে বিনাশ কর; আমার সবেমাত্র এক পুত্র ছিল, তুমিই তাহার প্রাণ সংহার করিলে, সুতরাং মৃত্যুতে আমার আর কোন যন্ত্রণা হইবে না। তুমি না জানিয়া আমার সেই বালকটিকে নষ্ট করিয়াছ, এই কারণে আমি নিদারুণভাবে তোমায় এই অভিশাপ দিতেছি যে, সম্প্রতি আমার যেমন পুত্রশোক হইয়াছে, এইরূপ পুত্রশোকে তোমাকেও দেহপাত করিতে হইবে। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া অজ্ঞানতঃ এই কার্য করিয়াছ, সুতরাং এইক্ষণে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ পাপ তোমায় স্পর্শিতেছে না বটে, কিন্তু অচিরাৎই পুত্রবিয়োগ-দুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।

মুনি আমার এইরূপে অভিশাপ দিয়া ভার্যার সহিত বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করত চিতায় আরোহণ ও স্বর্গে গমন করিলেন। দেবি! বালকত্ব-নিবন্ধন শব্দানুসারে লক্ষ্যে শরক্ষেপ করিয়া আমি যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলাম চিন্তাসহকারে তাহা আমার স্মরণ হইয়াছে। অপথ্য ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন ভোজন করিলে যেমন ব্যাধি জন্মে, তদ্রূপ সেই দুষ্কর্মের ফল ফলিত হইল। উদারাশয় ঋষি যে প্রকার কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ঘটিল।

এই বলিয়া দশরথ ভীতমনে গলদশ্রুলোচনে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি!
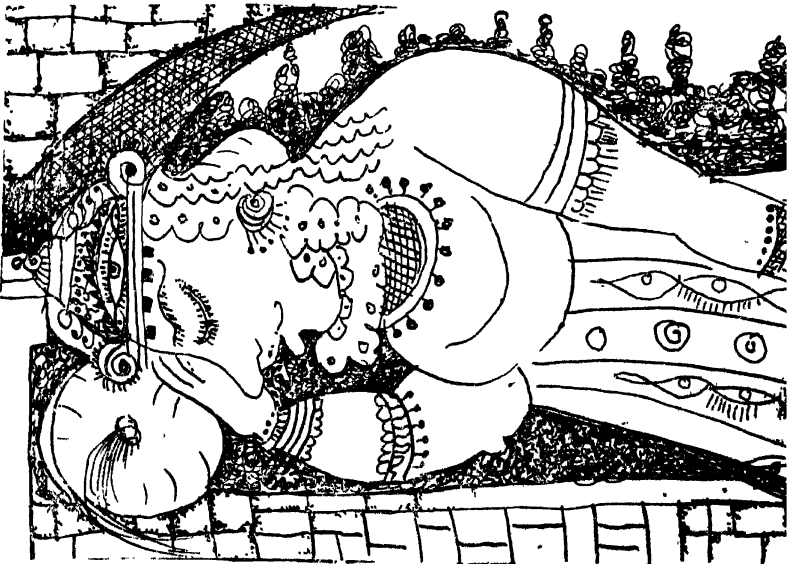
পুত্রশোকে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে; আমি আর তোমায় চক্ষে দেখিতে পাই না, তুমি আমাকে স্পর্শ কর; দেখ, মৃত্যু হইলে কাহারই সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব হইবে না। হা! এক্ষণে রাম যদি আমায় একবারও স্পর্শ করেন এবং যদি আমার ধন ও যৌবরাজ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমি বাঁচিতে পারি। আমি রামের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছি, তাহা আমার উচিত হয় নাই, কিন্তু তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। পুত্র দুর্বৃত্ত হইলেও এই জীবলোকে বিচক্ষণ হইয়া কোন্ ব্যক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? আর কোন্ পুত্রই বা নির্বাসনের আদেশ পাইয়া পিতার প্রতি অসূয়া প্রদর্শন না করে? দেবি! আমি আর তোমাকে দেখিতে পাই না, আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, এক্ষণে এই সকল যমদূত আমায় ত্বরা দিতেছে। হায়! প্রাণান্ত হইলে সত্যনিষ্ঠ রামকে যে আর দেখিতে পাইব না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের আর কিছুই নাই। রৌদ্র যেমন বারিবিন্দু শুষ্ক করিয়া ফেলে, তদ্রূপ রামের অদর্শন-শোক আমার প্রাণ শুষ্ক করিতেছে। চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলে যাঁহারা রামের কুণ্ডলশোভিত মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিবেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন—দেবতা! রামের লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত, ভ্রূযুগল বিস্তৃত, দশন সুন্দর ও নাসিকা অতি মনোহর; যাঁহারা ধন্য ও কৃতপুণ্য তাঁহারাই সেই শারদীয় শশাঙ্কতুল্য, প্রফুল্ল কমলসদৃশ মুখ অবলোকন করিবেন। যাঁহারা উচ্চস্থানস্থ শুক্রগ্রহের ন্যায় রামকে আসিতে দেখিবেন তাঁহারাই ভাগ্যবান। কৌশল্যে! মোহবশতঃ আমার মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, ইন্দ্রিয় সংযোগে শব্দ, স্পর্শ, রস—কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। তৈলশূন্য হইলে ভস্মীভূত দীপবর্তি যেমন অবশ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানবৈলক্ষণ্যে ইন্দ্রিয়সকল অবশ হইয়া যাইতেছে। প্রবাহবেগ যেমন

নদীতীরকে নিপাতিত করে, সেইরূপ আত্মকৃত শোকই আমায় বিনাশ করিল। হা রাম! হা দুঃখবিনাশন! হা পিতৃপ্রিয়! তুমি আমার নাথ, এখন কোথায় রহিলে? হা কৌশল্যে! আর যে দেখিতে পাই না। হা সুমিত্রে! হা নৃশংসে কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ি! তুই আমার পরম শত্রু। রাজা দশরথ কৌশল্যা ও সুমিত্রার সমক্ষে এইরূপ পরিতাপ করিয়া, রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে সুশিক্ষিত সূত, কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, তন্ত্রীনাদনির্ণায়ক গায়ক ও স্তুতিপাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিল এবং স্ব-স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্বাদ ও স্তুতিবাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাণিবাদকেরা ভূতপূর্ব ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্যসকল উল্লেখ করিয়া করতালিপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালিশব্দে বৃক্ষশাখায় ও পঞ্জরে যে-সকল বিহঙ্গ বাস করিতেছিল, তাহারা প্রতিবুদ্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। পবিত্র স্থান ও তীর্থের নামকীর্তন আরম্ভ হইল, বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। বিশুদ্ধাচার সেবানিপুণ বহুসংখ্য স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্নানবিধানজ্ঞেরা যথাকালে স্বর্ণকলসে হরিচন্দন-সুরভিত সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। বহুসংখ্য কুমারী ও সাধ্বী স্ত্রীরা মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় ধেনু, পানীয় গঙ্গোদক এবং পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে নৃপতির নিমিত্ত যে-সমস্ত পদার্থ আহৃত হইল, তৎসমুদয়ই সুলক্ষণ, সুন্দর ও উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন; সকলে সেই সকল দ্রব্য লইয়া সূর্যোদয় কাল পর্যন্ত রাজদর্শনার্থ উৎসুক হইয়া রহিল, পরিশেষে তদ্বিষয়ে হতাশ হইয়া মনে মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিল।

অনন্তর যে-সকল মহিষীরা রাজা দশরথের শয্যাসন্নিধানে ছিলেন, তাঁহারা মৃদু ও বিনয়বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার শয্যা স্পর্শ করিয়া হৃদয়, হস্ত ও মূল নাড়িতে স্পন্দনাদি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা রাজার জীবনে অত্যন্তই শঙ্কিত হইয়া প্রবাহের প্রতিস্রোতোগত তৃণাগ্রভাগের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পূর্বরাত্রিতে রাজা যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহা সত্য বলিয়াই তাঁহাদের প্রত্যয় জন্মিল।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে কাতর হইয়া নিদ্রিত ছিলেন, রাত্রিজাগরণ-নিবন্ধন তখনও প্রবোধিত হন নাই। রামজননী তিমিরাবৃত তারকার ন্যায় প্রভাশূন্য, শোকে অবসন্ন ও বিবর্ণ হইয়া হস্তপদ সংকোচনপূর্বক রাজার পার্শ্বে শয়ান আছেন এবং সুমিত্রা তাঁহারই সন্নিহিত রহিয়াছেন। সুমিত্রার মুখকমল নেত্রজলে মলিন হইয়াছে এবং শোভাও পূর্ববৎ আর নাই। অন্তঃপুরের অন্যান্য স্ত্রীলোক তাঁহাদিগকে নিদ্রিত এবং রাজা দশরথকে নিদ্রাবস্থায় মৃত দেখিয়া অরণ্যে যূথপতিবিরহিত করেণুর ন্যায় আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দনশব্দে কৌশল্যা ও সুমিত্রার চেতনালাভ হইল। তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া হা নাথ!—এই বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কৌশল্যা ভূতলে বিলুণ্ঠিত ও ধূলিধূসরিত হইয়া

আকাশচ্যুত তারার ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন। অন্তঃপুরের সকলে দেখিলেন যেন তিনি নিহত করিণীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইয়াছেন। কৈকেয়ী প্রভৃতি মহিষীগণ ভর্তৃশোকে রোদন করিতে করিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদের রোদনশব্দ কৌশল্যাদির রোদনশব্দে মিলিত ও বর্ধিত হইয়া পুনরায় গৃহকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। রাজভবনের সকলেই ভীত, সকলেই তটস্থ এবং সকলেই পূর্ব-বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। সর্বত্রই তুমুল রোদন-ধ্বনি, আত্মীয়স্বজন সন্তাপে অত্যন্ত কাতর, কাহারই মনে আনন্দ নাই এবং দৃশ্য অতিশয় মলিন বোধ হইতে লাগিল। মহিষীরা রাজা দশরথের মৃতদেহ পরিবেষ্টন এবং তাঁহার বাহুদ্বয় গ্রহণপূর্বক করুণ মনে রোদন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর শোকাকুলা কৌশল্যা লোকান্তরিত রাজা দশরথকে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় শুষ্ক সাগরের ন্যায় নিরীক্ষণ এবং তাঁহার মস্তক অঙ্কে গ্রহণপূর্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কৈকেয়ীকে কহিলেন, নৃশংসে! এক্ষণে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, মহারাজকে বিসর্জন দিয়া তদ্গতমনে নির্বিঘ্নে রাজ্যভোগ কর। রাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমার স্বামীও দেহত্যাগ করিলেন, অতঃপর অরণ্যে সঙ্গহীনার ন্যায় আর আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ স্বামীকে ত্যাগ করিয়া ধর্মভ্রষ্টা কৈকেয়ী ব্যতিরেকে আর কোন্ নারী বাঁচিবার বাসনা করিবে? তুমি যে রঘুকুল উৎসন্ন করিলে, ইহার মূলই কুব্জা; লুব্ধ ব্যক্তি লোভবশতঃ অপরের বিষ পান করিয়া আত্মহত্যাদোষ বুঝিতে পারে না, তোমার পক্ষে তদ্রূপই ঘটিয়াছে। মহারাজ অনুচিত কার্যে নিযুক্ত হইয়া সীতার সহিত রামকে নির্বাসিত করিয়াছেন, এই কথা রাজর্ষি জনক শুনিলে আমারই ন্যায় পরিতাপ করিবেন। আমি যে অনাথা বিধবা হইয়াছি আজ তিনি তাহা জানিতেছেন না। হা! কমললোচন রাম জীবদ্দশাতেই অদৃশ্য হইলেন। বনমধ্যে মৃগপক্ষিগণ নিশাকালে ভীষণ স্বরে চীৎকার করিয়া থাকে, তাহা শুনিয়া সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিবেন। রাজর্ষি জনক বৃদ্ধ হইয়াছেন, সন্তানের মধ্যে তাঁহার ঐ একটিমাত্র কন্যা, তিনি তাহার চিন্তায় শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই শরীরপাত করিবেন। যাহাই হউক, আমি পতিব্রতা, আজ আমি স্বামীর এই দেহ আলিঙ্গনপূর্বক অনলে প্রবেশ করিব।

কৌশল্যা রাজা দশরথের দেহ আলিঙ্গনপূর্বক দুঃখিত মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন দেখিয়া অমাত্যেরা তাঁহাকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের আদেশে সেই দেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপনপূর্বক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে পুত্রব্যতিরেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন না।

অমাত্যগণ তৈলদ্রোণিমধ্যে রাজাকে শয়ন করাইলেন দেখিয়া মহিষীরা তাঁহার মৃত্যু অবধারণপূর্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শোকাকুল হইয়া বাহু উত্তোলনপূর্বক দীন মনে গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, মহারাজ! আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রিয়বাদী রামকে হারাইয়াছি, আবার তুমি কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিলে? আমরা বিধবা হইলাম; অতঃপর রামশূন্য হইয়া

দুষ্টা সপত্নী কৈকেয়ীর নিকট কিরূপে বাস করিব? রাম তোমার এবং আমাদের সকলেরই প্রভু, তিনি রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়াছেন। তাঁহাকে ও তোমাকে বিসর্জন দিয়া আমরা কি প্রকারে কৈকেয়ীর তিরস্কার সহ্য করিয়া থাকিব। যে নারী রাজার মুখাপেক্ষা না করিয়া জানকীর সহিত রাম-লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিল, সে আর কাহাকে না দূর করিতে পারে? মহিষীরা শোকাবিষ্ট হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে নিরানন্দ মনে এই বলিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে নগরী অরাজক হইয়া নক্ষত্রশূন্য শর্বরীর ন্যায়, ভর্তৃহীনা নারীর ন্যায় নিতান্ত মলিন হইয়া গেল। সকলেই রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কুলস্ত্রীরা হাহাকার করিতে লাগিল, নরনারী দলবদ্ধ হইয়া কৈকেয়ীর নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল, চত্বর ও গৃহসমুদয় শূন্য, কাহারই মনে আনন্দের লেশমাত্র রহিল না। ইত্যবসরে দিনকর করনিকর সঙ্কোচ করিয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন এবং রজনীও গাঢ়তর তিমিরে চতুর্দিক আবৃত করিয়া উপস্থিত হইল।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ॥ অনন্তর দুঃখের সেই সুদীর্ঘ রাত্রি অতীত ও সূর্য উদিত হইলে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, গৌতম এবং মহাযশা জাবালি এই সমস্ত ব্রাহ্মণ রাজসভায় আগমন করিলেন। আগমন করিয়া অমাত্যগণের সহিত রাজকার্যসংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ের কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, পরিশেষে প্রধান পুরোহিত বশিষ্ঠের অভিমুখীন হইয়া বলিলেন, তপোধন! রাজা দশরথ পুত্রশোকে লোকান্তরিত হইলে, যে রাত্রি শত বৎসরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, অতিকষ্টে তাহা অতীত হইয়াছে। মহারাজ মর্ত্যলীলা সংবরণ করিলেন, রাম অরণ্যে গিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহার সহগামী হইয়াছেন এবং

ভরত ও শত্রুঘ্নও রাজগৃহে মাতামহের আলয়ে অবস্থান করিতেছেন; অতএব এই অবস্থায় ইক্ষ্বাকুবংশের এক ব্যক্তিকে রাজা করা কর্তব্য হইতেছে; আমাদিগের রাজ্য অরাজক থাকিলে নিশ্চয়ই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যে রাজ্যে রাজা নাই, তথায় মেঘ বিদ্যুৎমালা বিস্তার করিয়া গভীর গর্জনসহকারে বর্ষণ করে না, বীজ-রোপণ হয় না, পুত্র পিতার ও ভার্যা ভর্তার অবাধ্য হইয়া উঠে এবং ধন ও স্ত্রী রক্ষা করা অত্যন্তই কঠিন হয়। অরাজক হইলে লোকের এই সকল অনিষ্ট তো হইয়াই থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অপকার যে ঘটিবেক তাহার আর অসম্ভাবনা কি? দেখুন, অরাজক রাজ্যে সভাস্থাপনে এবং সুরম্য উদ্যান ও পুণ্যগৃহ নির্মাণে কাহারই প্রবৃত্তি জন্মে না; যজ্ঞশীল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হন; ধনবান যাজ্ঞিক ঋত্বিকদিগকে অর্থদান করেন না; উৎসব বিলুপ্ত ও নট-নর্তক অহৃষ্ট হয় এবং দেশের উন্নতিসাধক সমাজের শ্রীবৃদ্ধিও রহিত হইয়া যায়। অরাজক রাজ্যে ব্যবহারার্থীরা অর্থসিদ্ধিবিষয়ে সম্পূর্ণই হতাশ হন; পৌরাণিকেরা শ্রোতার অভাবে পুরাণ কীর্তনে বীতরাগ হইয়া থাকেন; কুমারীসকল সায়াহ্নে মিলিত ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যায় না; গোপালক কৃষকেরা কপাট উদ্ঘাটনপূর্বক শয়ন করে না; এবং বিলাসীরাও কামিনীগণের সহিত বেগবান বাহনে আরোহণপূর্বক বনবিহারে নির্গত হয় না।

অরাজক রাজ্যে দূরগামী বণিকেরা বিপুল পণ্যদ্রব্য লইয়া দূর পথে যাইতে ভীত ও সংকুচিত হয়; অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত বীরপুরুষদিগের তলশব্দ আর কেহ শুনিতে পায় না; অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে; রণস্থলে শত্রুর বিক্রম সৈন্যগণের একান্ত দুঃসহ হয়; বিশালদশন ষষ্টি বৎসরের মাতঙ্গ-সকল কণ্ঠে ঘণ্টা বন্ধনপূর্বক রাজপথে ভ্রমণ করে না; কেহ উৎকৃষ্ট অশ্বে বা সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্বক সহসা বহির্গত হইতে সাহসী হয় না; শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণ বন বা উপবনে গিয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বিরত হন এবং ধর্মশীল লোকেরাও দেবপূজার উদ্দেশে দক্ষিণা দান ও মাল্য, মোদক প্রস্তুত করিতে সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। অরাজক রাজ্যে রাজকুমারেরা চন্দন ও অগুরুরাগে রঞ্জিত হইয়া বসন্তকালীন বৃক্ষের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হন না; যাঁহারা একাকী পর্যটন করেন এবং যথায় সায়ংকাল প্রাপ্ত হন সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিও ব্রহ্মে চিত্ত সমাধানপূর্বক ভ্রমণ করিতে পারেন না; অধিক আর কি, যেমন জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন এবং পালকহীন গো, অরাজক রাজ্যও তদ্রূপ।

এই অবস্থায় জীবন রক্ষা করা নিতান্তই দুষ্কর হয়, এবং এই অবস্থায় মনুষ্যেরা মৎস্যের ন্যায় প্রতিনিয়ত পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে-সমস্ত নাস্তিক ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও এই সময়ে প্রভুত্ব প্রদর্শন করে। চক্ষু যেমন শরীরের হিতসাধন ও অহিতনিবারণে নিযুক্ত আছে, প্রজাদিগের পক্ষে রাজাও তদ্রূপ। তিনি সত্য ও ধর্মের প্রবর্তক, কুলীনদিগের কুলপালক; তিনি পিতা ও মাতা, তাঁহা হইতে সকলের শুভ সম্পাদন হইয়া থাকে। সদাচারসম্পন্ন রাজা যম, কুবের, ইন্দ্র ও বরুণকেও অতিক্রম করেন। এই জীবলোকে সৎ ও অসতের ব্যবস্থাপক রাজা যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে গাঢ়তর অন্ধকারে যেমন কিছুরই অভিব্যক্তি হয় না, তদ্রূপ কোন বিষয়েরই বিশেষ অনুভব হইত না। যেমন ধূম ও ধ্বজদণ্ড

অগ্নি ও রথের প্রকাশক, সেইরূপ মহারাজ দশরথও আমাদিগের প্রতি রাজ্যভার প্রতিষ্ঠার জ্ঞাপক ছিলেন, এক্ষণে তিনি স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। ভগবন্! তিনি জীবিত থাকিতেই আমরা আপনার বাক্য অতিক্রম করি নাই, এক্ষণে নৃপতিবিরহে আমাদিগের কার্য উচ্ছিন্নপ্রায় এবং রাজ্য অরণ্যপ্রায় পর্যালোচনা করিয়া আপনি কুমার ভরত বা অন্য যাহাকেই হউক অভিষিক্ত করুন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥ মহর্ষি বশিষ্ঠ বিপ্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে এবং মিত্র ও অমাত্যগণকে কহিলেন, দেখ, মহারাজ দশরথ যাঁহাকে রাজ্যদান করিয়াছেন, সেই ভরত ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত পরম কুতূহলে মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন, এক্ষণে আমরা অধিক আর কি বিবেচনা করিব, দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক শীঘ্র তাঁহাদিগেই আনয়ন করুক।

বশিষ্ঠ এইরূপ কহিবামাত্র সকলেই তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। তাঁহারা সম্মত হইলে তিনি সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত ও অশোকনন্দন—এই কয়েকজন দূতকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, এখন যাহা কর্তব্য আমি তাহাব আদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা শোক পরিত্যাগ করিয়া কেকয়রাজ ও ভরতেব নিমিত্ত কৌষেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার লইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক শীঘ্র রাজগৃহে গমন কর। গিয়া আমার বাক্যানুসারে ভরতকে এই কথা কহিও, রাজকুমার! পুরোহিত এবং অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন যে তুমি বিলম্ব না করিয়া এ স্থান হইতে নির্গত হও; কালাতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন একটি কার্য উপস্থিত। কিন্তু সাবধান, তোমরা তথায় গিয়া রামের নির্বাসন ও রাজার মৃত্যু এই দুই অশুভ সংবাদ তাঁহাকে কদাচই শুনাইও না।

অনন্তর দূতেরা কেকয় দেশে যাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া পাথেয় গ্রহণপূর্বক বেগবান অশ্বে স্ব-স্ব আবাসে গমন করিল এবং প্রস্থানের উপযোগী কার্যবিশেষ সমাধান করিয়া বশিষ্ঠের অনুজ্ঞাক্রমে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালিনী নদী অতিক্রমপূর্বক অপরতাল নামক দেশের পশ্চিম ভাগ দিয়া প্রলম্ব দেশের উত্তরে যাইতে লাগিল। অনন্তর পঞ্চাল দেশে উপনীত ও হস্তিনাপুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিল। তথায় প্রফুল্লকমলসুশোভিত সরোবর এবং স্বচ্ছসলিলা নদী দেখিতে দেখিতে কার্যগৌরব নিবন্ধন মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে স্রোতস্বতী শরদণ্ডার সন্নিহিত হইল। ঐ নদীতে নানাবিধ বিহঙ্গ নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে এবং উহার জল অতি নির্মল। দূতেরা শরদণ্ডা অতিক্রমপূর্বক উহার পশ্চিম তীরে সত্যোপযাচন নামক এক দিব্য বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কুলিঙ্গ নগরীতে প্রবেশ করিল। পরে অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দুইটি গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া ইক্ষ্বাকুদিগের পৈতৃক নদী ইক্ষুমতী পার হইল এবং ঐ নদী-তীরে অঞ্জলিজলপায়ী বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে দর্শনপূর্বক বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া সুদামন পর্বতে গমন করিল। তথায় ভগবান্ বিষ্ণুর যে এক পদচিহ্ন ছিল, উহারা তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বিপাশা ও শাল্মলী নামক দুই নদী, দীর্ঘিকা, তড়াগ, পল্বল ও সরোবর এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও নানাপ্রকার মৃগ দেখিতে লাগিল। বৃহদূর পর্যটন নিবন্ধন উহাদের বাহনসকল একান্ত ক্লান্ত ও

পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল; রাত্রিও উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বশিষ্ঠের প্রীতি সম্পাদন, প্রজাগণের রক্ষাসাধন এবং রাজকার্যে ভরতের হস্তাবলম্বন—এই কয়েকটি অনুরোধে নিরাপদে কিয়দ্দূরে যাইয়া গিরিব্রজ নগরে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ যে রাত্রিতে দূতেরা নগর-প্রবেশ করিল, সেই রাত্রি-শেষে ভরত একটি দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যেরা তাঁহার অন্তরে সন্তাপ উপস্থিত জানিয়া তাহা অপনোদন করিবার নিমিত্ত সভামধ্যে নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বীণাবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নর্তকী-দিগকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা হাস্যরসপ্রধান নাটকপাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভরত ঐ সকল বয়স্যের গোষ্ঠীসমুচিত ক্রীড়াকৌতুক বা হাস্যপরিহাসে কিছুতেই হৃষ্ট হইলেন না।

অনন্তর তাঁহার এক প্রিয়সখা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! সুহৃদেরা তোমার মনের ভাবান্তর সম্পাদনের নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তুমি কি কারণে উদাসীন হইয়া আছ? ভরত কহিলেন, সখে! যে কারণে অদ্য মনের এইরূপ আকুলতা উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ কর। আমি আজ রাত্রিশেষে স্বপ্নাবেশে পিতাকে দেখিয়াছি। তাঁহার বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে, তিনি এক পর্বতের শিখর হইতে মুক্তকেশে গোময়পূর্ণ হ্রদমধ্যে নিপতিত হইতেছেন। দেখিলাম, তিনি সেই গোময়হ্রদে ভাসিতেছেন এবং যেন হাসিতে হাসিতে অঞ্জলিদ্বারা তৈল পান করিতেছেন। অনন্তর তিনি পুনঃ পুনঃ অধঃশিরা হইয়া তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজনপূর্বক তৈলাক্ত দেহে তৈলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আরও দেখিলাম, যেন সমগ্র সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে নিপতিত, সমুদয় বিশ্ব গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত এবং প্রজ্বলিত অগ্নি অকস্মাৎ নির্বাণ হইয়া গিয়াছে; মেদিনী বিদীর্ণ, সধূম পর্বতসকল ধ্বংস এবং বৃক্ষসমুদয় নীরস হইয়াছে। যে হস্তী মহারাজের বাহন ছিল, তাহারও দন্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত আছে। আবার দেখিলাম, পিতা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণলৌহময় পীঠের উপর উপবিষ্ট আছেন এবং কৃষ্ণকলেবর পিঙ্গলদেহ প্রমদা-সকল তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। তিনি রক্তচন্দনে চর্চিত হইয়া রক্তমাল্য ধারণপূর্বক গর্দভযোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে যাইতেছেন। রক্তবসনা কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং বিকৃতবদনা রাক্ষসী তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি ভীষণ রাত্রিশেষে এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। এক্ষণে রাম, রাজা, আমি বা লক্ষ্মণ, যে কেহ হউন, একজনকে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখ দেখিতে হইবে। স্বপ্নে যে মনুষ্যকে গর্দভযোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, অচিরাৎই তাহার চিতার ধূমশিখা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। বয়স্য! এক্ষণে কেবল এই কারণে দুঃখিত হইয়া তোমাদিগের বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি না। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, মনও অসুস্থ হইয়াছে। আমি আপাততঃ ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতেছি না, তথাচ পদে পদে বিলক্ষণ ভয় সম্ভাবনা করিতেছি। আমার স্বর বিকৃত, কান্তিও মলিন হইয়া গিয়াছে এবং অকারণ জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হইতেছে। সখে! এই অচিন্তিতপূর্ব দুঃস্বপ্ন দর্শন এবং যাঁহার সাক্ষাৎকার
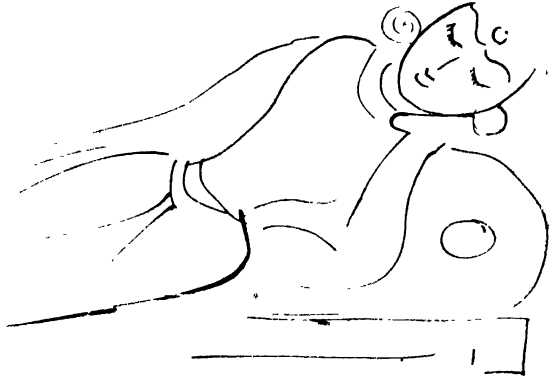
লাভের আর প্রত্যাশা নাই, সেই রাজাকে স্মরণ করিয়া, আমার অন্তর হইতে কিছুতেই শঙ্কা অপনীত হইতেছে না।

সপ্ততিতম সর্গ॥ রাজকুমার ভরত বয়স্যগণের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছেন, এই অবসরে দূতেরা পরিশ্রান্তবাহনে সুদৃঢ় অর্গলসম্পন্ন সুরম্য রাজগৃহে প্রবেশপূর্বক কেকয়রাজ ও যুধাজিতের সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাদিগের কৃত সৎকারে সবিশেষ প্রীত হইয়া ভরতের সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে

অভিবাদনপূর্বক কহিল, রাজকুমার! কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং মন্ত্রিগণ আপনকার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন যে, 'কালাতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে এমন কোন কার্য উপস্থিত, তোমাকে তাহা সাধন করিতে হইবে।' এক্ষণে আমরা বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিয়াছি, আপনি এই সকল লইয়া মাতামহ ও মাতুলকে প্রদান করুন। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিংশতি কোটি আপনার মাতামহের এবং দশ কোটি আপনার মাতুলের।

ভরত বশিষ্ঠপ্রেরিত বস্ত্রাভরণ গ্রহণ এবং দূতদিগকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান-পূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, দূতগণ! মহারাজ তো কুশলে আছেন? আর্য রাম ও লক্ষ্মণের ত কোনো বিঘ্ন ঘটে নাই? ধর্মজ্ঞা, ধর্মপরায়ণা দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ত মঙ্গল? আমার প্রজ্ঞাভিমানিনী ক্রোধনস্বভাবা আত্মম্ভরী মাতাই বা কিরূপ? তিনি কি তোমাদিগকে কোন কথা কহিয়া দিয়াছেন?

তখন দূতেরা বিনীতভাবে কহিল, রাজকুমার! আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। এক্ষণে দেবী কমলা আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি অবিলম্বেই রথ যোজনা করিতে অনুমতি করুন। ভরত কহিলেন, দূতগণ! তোমরা যে আমাকে গমনের ত্বরা দিতেছ, আমি অগ্রে এই বিষয় মহারাজের গোচর করি।

অনন্তর তিনি মাতামহকে গিয়া কহিলেন, মহারাজ! দূতেরা আমায় লইতে আসিয়াছে; আমি এক্ষণে পিতার নিকট যাত্রা করিব, আবার যখন আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন, উপস্থিত হইব। তখন কেকয়রাজ ভরতের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কহিলেন, বৎস! কৈকেয়ী তোমা হইতে সৎপুত্রের সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, প্রস্থান কর। তুমি গিয়া তোমার মাতা ও পিতাকে আমাদের কুশল কহিও, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বিপ্রগণকে এবং তোমার ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকেও অনাময় জানাইও। এই বলিয়া কেকয়রাজ ভরতকে সবিশেষ সৎকার করিয়া উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম, অন্তঃপুরপালিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন বৃহৎকায় করালদশন কুক্কুর, দুই সহস্র নিষ্ক এবং ষোড়শ শত অশ্ব উপহার দিলেন। পরিশেষে ভরতের অনুচর হইবার নিমিত্ত কতকগুলি গুণবান, বিশ্বাস্য মনোমত অমাত্য প্রদান করিলেন। তাঁহার মাতুল যুধাজিৎও তাঁহাকে ইন্দ্রশির দেশে ঐরাবত নাগের বংশোৎপন্ন বহুসংখ্য সুদৃশ্য হস্তী এবং শীঘ্রগামী গর্দভ দিলেন। কিন্তু ভরত গমনত্বরাবশত তৎকালে কেকয়রাজপ্রদত্ত ধনলাভে সবিশেষ হৃষ্ট হইলেন না। দুঃস্বপ্ন স্মরণ ও দূতগণের ব্যগ্রতা প্রদর্শন—এই দুই কারণে তিনি যারপরনাই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া হস্ত্যশ্বসঙ্কুল লোকবহুল রাজপথ অতিক্রমপূর্বক মাতামহের অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন এবং অবারিত গমনে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাতামহ, মাতুল যুধাজিৎ ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে সম্ভাষণ ও শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণপূর্বক তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রস্থানকালে ভৃত্যেরা বহুসংখ্য রথ যোজনা করিয়া এবং উষ্ট্র, গো, অশ্ব ও গর্দভ লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। তিনি মাতামহের সৈন্যসমূহে পরিরক্ষিত এবং অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রলোক হইতে সিদ্ধপুরুষের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন।

একসপ্ততিতম সর্গ॥ মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্বাভিমুখে নির্গত হইয়া সর্বাগ্রে সুদামা নাম্নী এক নদী পার হইলেন। পরে হ্লাদিনী নামে পশ্চিম-বাহিনী অতি বিস্তীর্ণা এক নদী উত্তীর্ণ হইয়া শতদ্রু লঙ্ঘন করিলেন। অনন্তর ঐলধান নামক গ্রামে আর একটি নদী পার হইয়া অপরপর্বত নামে জনপদসকল অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরে শিলা ও আকুর্বতী নাম্নী দুই নদী সন্তরণ করিয়া, অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক এক দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে শিলাবহা নাম্নী এক নদী প্রবাহিত হইতেছিল; সত্যপ্রতিজ্ঞ ভরত পবিত্র হইয়া সেই নদী সন্দর্শন ও অনেকানেক পর্বত লঙ্ঘন করিয়া চৈত্ররথ কাননে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা-সরস্বতীসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া বীরমৎস দেশের উত্তরে যে-সকল গ্রাম ছিল, তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া ভারুণ্ড নামক বনে উপনীত হইলেন। পরে পর্বতপরিবৃতা বেগবতী স্রোতস্বতী কুলিঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, অদূরে কালিন্দী প্রবাহিত হইতেছেন। তিনি সেই কালিন্দী-তীরে গিয়া সৈন্যগণকে ক্লান্তি দূর করিতে অনুমতি প্রদানপূর্বক পরিশ্রান্ত অশ্বসকলকে জলসেকে শীতল করাইতে লাগিলেন এবং স্বয়ংও তথায় স্নান করিয়া লইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ যমুনার জল পান ও কলসে গ্রহণ করিয়া নভোমণ্ডলে দেবতার ন্যায় উৎকৃষ্ট যানে শূন্যপ্রায় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে অংশুধান গ্রামে গমনপূর্বক তথায় গঙ্গা পার হওয়া দুষ্কর দেখিয়া প্রাগ্বটপুরে চলিলেন এবং ঐ স্থানে গঙ্গা পার হইয়া কুটিকোষ্টিকা নদীতে উপনীত ও সৈন্যগণের সহিত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া ধর্মবর্ধন গ্রামে যাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থে, জম্বুপ্রস্থ হইতে বরূথ জনপদে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ স্থানের এক সুরম্য বনে বিশ্রাম করিয়া যথায় প্রিয়ক নামক বৃক্ষসকল রহিয়াছে, উজ্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানে চলিলেন। অনন্তর তিনি ঐ সকল বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া এক বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে অনুমতি দিয়া একাকী দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। পরে সর্বতীর্থ গ্রামে উপনীত হইয়া বহুসংখ্য পার্বত্য তুরগের সহিত স্রোতস্বতী উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হইলেন। অদূরেই হস্তিপৃষ্ঠক গ্রাম, তথায় কুটিকা নদী বহিতেছিল, তিনি তাহাও উত্তীর্ণ হইয়া লৌহিত্য গ্রামে কপীবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রম করিলেন। অনন্তর কলিঙ্গ নগরে শালবন পার হইয়া রাত্রিশেষে পরিশ্রান্ত অশ্বে অযোধ্যার সন্নিহিত হইলেন।

ভরত সাত রাত্রি কেবল পথে পথেই আসিয়াছেন, তিনি সম্মুখে অযোধ্যা নিরীক্ষণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, দেখ, আজ এই যশস্বিনী অযোধ্যাকে দূর হইতে নিতান্ত নিরানন্দ বোধ হইতেছে। এই নগরী গুণবান যাজ্ঞিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও বহুসংখ্য ধনী লোকে পরিপূর্ণ এবং প্রধান রাজর্ষির যত্নে প্রতিপালিত হইলেও আজ যেন শূন্য শূন্য দেখিতেছি, ইহার মৃত্তিকাও পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হইতেছে। পূর্বে এই নগরীতে নরনারীগণের তুমুল কোলাহল চতুর্দিকে শ্রুতিগোচর হইত, আজ যেন নীরব। পূর্বে বিলাসীরা ইহার যে-সমস্ত উদ্যানে সায়াহ্নে প্রবেশ করিয়া প্রাতে নির্গত হইত, সেই সকল এখন অন্যরূপ বোধ হইতেছে। তাঁহারা আইসেন নাই বলিয়া যেন রোদনই করিতেছে। সারথি! আমি আজ এই রাজধানীকে অরণ্যময় দেখিতেছি;

এই স্থানের প্রধান প্রধান লোকেরা পূর্ববৎ হস্তী অশ্ব বা অন্য কোন যানে গমনাগমন করিতেছেন না। লতাগৃহ প্রভৃতি বিলাসের দ্রব্য আছে বলিয়া যে-সকল উপবন বিহারকালে সর্বাংশেই অনুকূল বোধ হয়, যথায় মদিরামত্ত নায়ক-নায়িকারা আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকে, আজ সেইগুলি যেন নিস্তব্ধ রহিয়াছে। প্রতি পথের বৃক্ষ হইতে পত্রসকল স্খলিত হইতেছে, কলকণ্ঠ বিহঙ্গ ও মত্ত মৃগগণের মধুর ধ্বনি আর শুনা যাইতেছে না। নির্মল বায়ু চন্দন, অগুরু ও ধূপে সুগন্ধি হইয়া পূর্ববৎ বহন করিতেছে না। কি কারণেই বা ভেরী মৃদঙ্গ ও বীণারব বিরত হইয়া আছে? এক্ষণে চতুর্দিকেই অশুভ-সূচক বিবিধ পক্ষী এবং অপ্রীতিকর নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, আমার আত্মীয়-স্বজনের নিরবচ্ছিন্ন কুশল লাভ দুর্লভ বটে, কিন্তু অমঙ্গলের কারণ না থাকিলেও আজ আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

এই বলিতে বলিতে ভরত উৎকণ্ঠিত মনে শ্রান্তবাহনে বৈজয়ন্ত দ্বার দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তখন দ্বারপালেরা গাত্রোত্থানপূর্বক বিজয়প্রশ্নে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিয়া তাঁহারই সমভিব্যাহারে চলিল। তিনি সাদরে তাহাদিগকে প্রতিগমনের অনুমতি দিয়া অস্থিরচিত্তে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে কেকয়রাজের সারথিকে কহিলেন, সূত! দূতেরা কি নিমিত্ত অকারণ আমায় ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিল? আমার অন্তরে সততই অশুভ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, আমি ক্রমশঃই অধীর হইতেছি; রাজার মৃত্যু হইলে যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সকল আকারই চতুর্দিকে দেখিতেছি। দেখ, গৃহস্থের বাস্তুসকল অপরিচ্ছন্ন, প্রতি গৃহের কপাট উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, সমুদয় হতশ্রী, দেবতাদি বলি ও ধূপবাস কোন স্থলেই নাই, এবং অনাহারে সকলেই হতজ্ঞান হইয়া আছে। দেবালয় শোভাহীন ও শূন্য এবং উহা পুষ্পমাল্যে অনলঙ্কৃত, উহার অঙ্গনও পরিষ্কৃত নহে। দেবগণের পূজা ও যজ্ঞগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান কিছুই দেখিতেছি না। মাল্যবিপণীতে বিক্রেয় মাল্য নাই, ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপার সম্পূর্ণ রহিত হইয়াছে বলিয়া বণিকেরা আপণসকল রুদ্ধ করিয়াছে। পূর্বে ইহাদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতাম আজ তাহার কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না, সকলেই যেন ব্যাকুল। এই সকল দেবায়তন ও চৈত্য বৃক্ষে মৃগ ও পক্ষিগণ দীনভাবে রহিয়াছে। বলিতে কি, অদ্য নগরের স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই উৎকণ্ঠিত চিন্তিত দীনবদন অশ্রুপূর্ণলোচন মলিন ও কৃশ দেখিতেছি।

ভরত সারথিকে এইরূপ কহিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তিনি সেই ইন্দ্রনগরী অমরাবতীর তুল্য পুরীর এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। উহার চতুষ্পথ ও রথ্যায় জনসঞ্চার নাই এবং কপাট ও দ্বারযন্ত্রসকল ধূলিধূসর হইয়াছে। ভরত পিতার জীবদ্দশায় যে-সমস্ত অপ্রিয় অবলোকন করেন নাই, এক্ষণে সেই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া অবনতবদনে দীনমনে পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ তিনি পিতৃগৃহে পিতার দর্শন না পাইয়া মাতৃগৃহে মাতার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৈকেয়ী পুত্রকে প্রবাস হইতে আসিতে দেখিয়া প্রফুল্লমনে স্বর্ণাসন পরিত্যাগপূর্বক উত্থিত হইলেন। ভরতও গৃহপ্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর কৈকেয়ী তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া অঙ্কে গ্রহণপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! বল, আজ কয় রাত্রি মাতামহের আবাস হইতে নির্গত হইয়াছ? দ্রুতগতিতে রথে আসিতে কি তোমার পথশ্রম হয় নাই? তোমার মাতামহ ও মাতুলের কুশল ত? তুমি প্রবাসী হইয়া অবধি সুখে ছিলে কি না?

কমললোচন ভরত কহিলেন, জননি! আজ সাত রাত্রি হইল, আমি মাতামহের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই কুশলে আছেন। কেকয়রাজ আমাকে যে ধনরত্ন প্রদান করিয়াছেন তাহা বহন করিতে বাহনেরা পথে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণে আমি অগ্রে আগমন করিলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, পিতার বার্তাহারকেরা কেন আমাকে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিয়াছে? তোমার এই শয়ন করিবার স্বর্ণময় পর্যঙ্ক শূন্য, ইক্ষ্বাকুকুলের কেহই প্রফুল্ল নহেন; পিতা তোমার এই গৃহে প্রায়ই থাকেন, আমি আজ আসিয়া তাঁহাকেও দেখিলাম না; ইহার কারণ কি? এক্ষণে আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিব, বল তিনি এখন কোথায় রহিয়াছেন? তিনি কি জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার গৃহে কালযাপন করিতেছেন?

তখন রাজ্যলোভমোহিত কৈকেয়ী ঘোর অপ্রিয় কথা প্রিয়জ্ঞানে কহিলেন, বৎস! সেই যজ্ঞশীল সজ্জনশরণ মহারাজ জীবসাধারণের যে গতি এক্ষণে তাহাই অধিকার করিয়াছেন।

ভরত এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া হা হতোঽস্মি! বলিয়া বাহু প্রসারণপূর্বক ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রান্ত ও আকুলিত মনে কহিলেন, হা! শরৎকালের রজনীতে নির্মল চন্দ্র যেমন নভোমণ্ডলকে সুশোভিত করেন, পিতা থাকিতে এই শয্যা সেইরূপই সুশোভিত ছিল; আজ তাঁহার অভাবে ইহার আর প্রভা নাই। এক্ষণে ইহা শশাঙ্কহীন আকাশ ও সলিলশূন্য সাগরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। এই বলিয়া মহাবীর ভরত বসনে বদন আচ্ছাদনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন কৈকেয়ী সূর্যচন্দ্রসঙ্কাশ মাতঙ্গসদৃশ অমরপ্রভাব শোকার্ত পুত্র ভরতকে অরণ্যে কুঠারছিন্ন শালবৃক্ষের শাখার ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া স্বয়ং তাঁহাকে উত্থাপনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি কি কারণে ধরাসনে শয়ন করিয়া আছ? গাত্রোত্থান কর; দেখ, তোমার ন্যায় সুসভ্য সাধুলোকেরা কদাচই শোকে অভিভূত হন না। তোমার বুদ্ধি শ্রুতি শীল ও তপস্যার অনুগামিনী এবং দান ও যজ্ঞের সম্পূর্ণই অধিকারিণী। সূর্যমণ্ডলে প্রভার ন্যায় ইহা তোমার অন্তরে সততই বিরাজ করিতেছে।

অনন্তর ভরত ভূতলে অঙ্গ পরিবর্তনপূর্বক বহুক্ষণ রোদন করিয়া শোকাকুল মনে জননীকে কহিলেন, অম্ব! পিতা আর্য রামকে রাজ্যে অভিষেক ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, এই ভাবিয়া আমি মহা আনন্দে রাজগৃহে গিয়াছিলাম, কিন্তু যা ভাবিয়াছিলাম তাহাব সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে। আমি যে প্রিয়কারী পিতাকে দেখিতেছি না, ইহাতেই আমার মন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জননি! আমার অনুপস্থিতিকালে পিতা কোন্ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন? সেই কীর্তিমান রাজা আমি যে আসিয়াছি তাহা নিশ্চয়ই জানিতেছেন না, জানিলে সত্বর আমার মস্তক সন্নত করিয়া আঘ্রাণ

করিতেন। আমার অঙ্গ ধূলিধূসর হইলে যে সুখস্পর্শ হস্ত মার্জনা করিয়া দিত, হা! এখন তাহা কোথায় রহিল? বলিতে কি যাঁহারা পিতার দেহান্তে অগ্নিসংস্কারাদি কার্য করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। যাহাই হউক মাতঃ! অতঃপর তুমি রামকে শীঘ্র আমার আগমন সংবাদ দেও। তিনি আমার ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু এবং আমি তাঁহার প্রিয় দাস। যে ব্যক্তি ধার্মিক ও বিজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখা তাহার কর্তব্য। আমি এক্ষণে রামের চরণে প্রণাম করিব, তিনিই আমার আশ্রয়। আর্যে! অন্তকালে সেই ধর্মজ্ঞ, ধর্মশীল, সত্যনিরত, দৃঢ়ব্রত মহারাজ কি কহিয়া গিয়াছেন? বল, শুনিতে আমার অত্যন্তই ইচ্ছা হইতেছে।

কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! তোমার পিতা 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতা!' কেবল এই বলিতে বলিতে লোকান্তরে গিয়াছেন। হস্তী যেমন রজ্জুবদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি মৃত্যুপাশে সংযত হইয়া পরিশেষে কেবল এইমাত্র কহিলেন যাহারা জানকীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পুনরায় অযোধ্যায় আগমন করিতে দেখিবে, তাহারাই ধন্য।

ভরত এই দ্বিতীয় অপ্রিয় কথা শুনিয়া বিষণ্ণ বদনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! সেই ধর্মপরায়ণ রাম এক্ষণে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কোথায় আছেন? তখন কৈকেয়ী রামের বনবাসে ভরত সুখী হইবেন জ্ঞান করিয়া কহিলেন, বৎস! সেই রাজকুমার চীর পরিধানপূর্বক লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিয়াছেন।

ভরত আপনার কুলনিয়ম সম্যক্ অবগত ছিলেন, তিনি জননীর মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রামের চরিত্রদোষ আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, মাতঃ! রাম কি কোন কারণে ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছেন? সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক নিরপরাধে কি কাহারো ক্ষতি করিয়াছেন? পরস্ত্রীতে ত তাঁহার অভিলাষ হয় নাই? বল, এক্ষণে কি কারণে তাঁহাকে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত করা হইল?

তখন তাঁহার প্রজ্ঞাভিমানিনী চঞ্চলা জননী স্ত্রীস্বভাব-নিবন্ধন পুলকিত মনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! রাম ব্রহ্মস্ব হরণ করেন নাই, সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক, নিরপরাধে কাহারও ক্ষতি করেন নাই, এবং পরস্ত্রীও চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু বৎস! আমি তাঁহার অভিষেকের কথা শুনিয়াই নৃপতির নিকট তোমার রাজ্য ও তাঁহার বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম। রাজা পূর্বে আমাকে দুইটি বর দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সত্যরক্ষার অনুরোধে তোমাকেই রাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে রাম সৌমিত্রি ও সীতার সহিত নির্বাসিত হইয়াছেন। মহারাজ সেই প্রিয়পুত্রের অদর্শনে শোকে আকুল হইয়া দেহপাত করিয়াছেন। অতঃপর তুমি রাজ্য গ্রহণ কর: আমি কেবল তোমারই নিমিত্ত এই কাণ্ড ঘটাইয়াছি। এই নগরী ও সমস্ত সাম্রাজ্য তোমারই হইয়াছে। তুমি শোকসন্তাপ বিসর্জন কর এবং বিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিকার্য করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ তখন ভরত পিতৃমরণ এবং রাম ও লক্ষ্মণের নির্বাসন এই দুই অপ্রীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্তমনে কহিলেন, হা! আমি পিতা এবং পিতৃতুল্য ভ্রাতা উভয়কেই হারাইয়াছি, এক্ষণে এই হতভাগ্যের রাজ্যে

আর কি হইবে? পাপীয়সি! তুই আমার পিতাকে নাশ ও ভ্রাতাকে তাপসবেশে বনবাস দিয়া দুঃখের উপর দুঃখ এবং ক্ষতের উপর যেন ক্ষার প্রদান করিয়াছিস। তুই আমাদিগের কুলক্ষয় করিবার নিমিত্ত কালরাত্রিস্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলি। আমার পিতা না বুঝিয়াই অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কুলকলঙ্কিনি! তুই আপনার বুদ্ধিদোষে এই বংশে সুখের পথে কণ্টক দিয়াছিস। মহারাজ আজ তো হইতেই দুঃখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে বল, তুই কি কারণে আমার ধর্মবৎসল পিতার প্রাণান্ত করিলি? কি কারণে রামকে বনবাস দিলি? কেনই বা তিনি অরণ্যে গেলেন? শোকাতুরা কৌশল্যা ও সুমিত্রা যদিও প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তোর জন্য তাহা ঘটিবে না। ধর্মপরায়ণ রাম মাতৃনির্বিশেষে তোকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, এবং জ্যেষ্ঠা মাতা দূরদর্শিনী কৌশল্যাও ভগিনীর তুল্য স্নেহ করেন, কিন্তু তুই তাঁহারই পুত্রকে অক্ষুব্ধমনে বল্কল পরাইয়া বনবাসী করিয়াছিস। রাম সাধুদর্শী যশস্বী ও মহাবীর, তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া তোর কি ইষ্টলাভ হইল? তুই অত্যন্ত লুব্ধস্বভাব, আমি রামকে কিরূপ চক্ষে দেখিতাম, বোধ হয় তাহা জানিতে পারিস নাই, সেই কারণেই রাজ্যের নিমিত্ত এতদূর অনর্থ ঘটাইয়াছিস। এক্ষণে আমি পুরুষপ্রধান রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া কোন্ শক্তিপ্রভাবে রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হইব। সুমেরু যেমন আত্মরক্ষার্থ স্বশিখরসঞ্জাত বন আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহারাজও প্রতিনিয়ত সেই মহাবীরকে আশ্রয় করিতেন। সুতরাং আমি প্রবলধৃত ভার কোন্ সাহসে বহন করিব? যোগপ্রভাব বা বুদ্ধিবলে যদিও এই বিষয়ে সমর্থ হই, তথাচ তোর মনস্কামনা প্রাণান্তেও পূর্ণ করিব না। এক্ষণে যদি তোর উপর রামের মাতৃবৎ মর্যাদা না থাকিত, তাহা হইলে আমি তোকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। রে দুঃশীলে! আমাদের কুলবিগর্হিত এই পাপবুদ্ধি কিরূপে তোর উপস্থিত হইল? আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠেরই রাজ্যাধিকার হয় এবং অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার অধীন হইয়া থাকেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তুই এই রাজধর্ম কিছুই জানিস না এবং রাজধর্মের অব্যভিচারিণী গতিও জ্ঞাত নহিস। রাজকুমারদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠই রাজা হন এই ব্যবহার সকল রাজকুলে, বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুদিগের বিশেষ আদরণীয়, কিন্তু আজ তুই সেই সকল ধর্মরক্ষক কুলাচার প্রতিপালকদিগের চরিত্রগর্ব খর্ব করিয়া দিলি। রাজবংশে তোর জন্ম হইয়াছে, বল দেখি, এইরূপ গর্হিত বুদ্ধি-ভ্রংশ কিরূপে উপস্থিত হইল? পাপে! তুই-ই আমার প্রাণান্তকর বিপদ ঘটাইয়াছিস, আমি কোনমতেই তোর ইচ্ছা সম্পন্ন করিব না। আমি এখনই তোর অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত সকলের প্রিয় রামকে ফিরাইয়া আনিব। তাঁহাকে আনিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহার দাস হইয়া থাকিব।

ভরত শোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এইরূপ অপ্রীতিকর কথায় কৈকেয়ীর মর্মচ্ছেদপূর্বক মন্দর পর্বতের কন্দরগত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ॥ তৎকালে ভরত মাতাকে এই প্রকার তিরস্কার করিয়া ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, নৃশংসে! তুই এখনই এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া দূর হইয়া যা। তুই অধর্মী, লোকান্তরিত স্বামীর উদ্দেশে তোর রোদন

করিবার অধিকারই নাই। রাম এবং ধর্মশীল রাজা তোরে এমন কোন্ বিষয়ে দোষী করিয়াছিলেন, যে তোর জন্য একজন বনে গেলেন, আর একজন কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই কুলনাশের নিমিত্ত তোর নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাপাতক ঘটিয়াছে। তুই নরকে যা, পিতার যে লোকে গতি হইয়াছে, তোর কদাচই তাহা না হউক। তুই সর্বলোকপ্রিয় রামকে বনবাস দিয়া যে পাতক সঞ্চয় করিয়াছিস তাহাতে তোর পুত্র বলিয়া আমার মনেও লোককলঙ্কের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। তো হইতেই পিতা দেহত্যাগ করিলেন, রাম বনচারী হইলেন এবং আমিও ইহলোকে অযশস্বী হইয়া রহিলাম। রাজ্যকামুকি! তুই আমার মাতৃরূপিণী শত্রু। পতিঘাতিনি! দুর্বৃত্তে! তুই আমার কথা মুখেও আনিস না। তোরই জন্য কৌশল্যা সুমিত্রা এবং অন্যান্য মাতৃগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখ পাইতেছেন। তুই ধর্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নহিস, তাঁহার আলয়ে আমার পিতৃকুলনাশিনী রাক্ষসী জন্মিয়াছিস। তুই অত্যন্ত পাপিষ্ঠা, তোর পাপেই আমি পিতৃহীন ও ভ্রাতৃহীন এবং লোকের ঘৃণার পাত্র হইলাম। তুই ধর্মশীলা কৌশল্যাকে পতিপুত্রবিহীন করিয়া, বল দেখি আজ কোন্ নরকে যাইবি? ক্রূরে! সর্বজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য আর্য রাম যে সকলেরই আশ্রয়, তুই কি তাহা জানিস না? অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন পুত্র হৃদয়পুণ্ডরীক হইতে সঞ্জাত হয়, এইজন্য সে যে অন্যান্য স্বসম্পর্কীয় অপেক্ষা মাতার অধিকতর প্রীতির পাত্র হইয়া থাকে, এক্ষণে এইটি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমি এক উপাখ্যান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর্।

কোন এক সময়ে সুরপ্রভাব সুরভি আকাশপথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, তাঁহার দুইটি পুত্র বলীবর্দ পৃথিবীতে হল বহন করিতেছে। উহারা দিবসের অর্ধভাগ পর্যন্ত হলবহনে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিচেতনপ্রায় হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সুরভি পুত্রশোকে কাতর হইয়া বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র তাঁহার নিম্ন দিয়া গমন করেন। ইন্দ্রের দেহে সুরভির ঐ সূক্ষ্ম সুগন্ধি বাষ্পবিন্দু সহসা নিপতিত হইল। তখন ইন্দ্র ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাতপূর্বক দেখিলেন, আকাশে সুরভি শোকাকুল ও দুঃখিত মনে রোদন করিতেছেন। দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সুরভি! দেবগণের ত কুত্রাপি ভয়সম্ভাবনা নাই? এক্ষণে বল তুমি কি কারণে এইরূপ কাতর হইলে?

তখন কামধেনু সুরভি ধীরভাবে কহিলেন, সুররাজ! অমঙ্গল দূর হউক, কুত্রাপি তোমাদিগের ভয় নাই সত্য, কিন্তু ঐ দেখ, আমার দুইটি পুত্র বলীবর্দ উন্নতানত ভূমিতে অবস্থিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছে। একে উহারা কৃশ, হলভারপীড়িত ও রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার দুরাত্মা কৃষক উহাদিগকে তাড়না করিতেছে। উহারা আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই এক্ষণে উহাদিগের দুরবস্থায় আমি যারপরনাই পরিতপ্ত হইতেছি। দেবরাজ! পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছুই নাই।

যাঁহার সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, ইন্দ্র সেই সুরভিকে রোদন করিতে দেখিয়া পুত্রকে অধিকতর প্রিয়বোধ করিলেন এবং তদবধি সুরভিকেও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে দেখ, যাঁহার পুত্র অসংখ্য, সেই সাধুশীলা শ্রীমতী গুণবতী সুরভিও পুত্রার্থ শোক করিয়া থাকেন, সুতরাং কৌশল্যা যে রাম ব্যতিরেকে প্রাণত্যাগ করিবেন,

ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র, কিন্তু তো হইতেই তিনি নিঃসন্তান হইয়াছেন; বলিতে কি এই পাপে তোরেও অচিরাৎ ইহকাল ও পরকালে কষ্ট পাইতে হইবে। এক্ষণে আমি পিতার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য অনুষ্ঠান করিয়া আর্য রামকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিব। তাঁহাকে আনিয়া স্বয়ংই মুনিজনসেবিত অরণ্যে প্রবেশপূর্বক যশস্বী হইব। কিন্তু রে পাপশীলে! পৌরগণ সজলনয়নে আমায় নিরীক্ষণ করিবে, আর আমি যে তোর পাপকার্যের ভার বহন করিব, ইহা কখনই হইবে না। অতঃপর তুই অগ্নিতে প্রবিষ্ট হ, বা দণ্ডকারণ্যেই যা, অথবা কণ্ঠে রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রাণত্যাগ কর, তোর গত্যন্তর নাই। এক্ষণে রাম অযোধ্যা রাজ্যে আগমন করিলে আমি কৃতকার্য হইব এবং আমার কলঙ্কও দূর হইয়া যাইবে।

এই বলিয়া ভরত অঙ্কুশাহত আরণ্য মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র রোষে আরক্ত হইয়া উঠিল, এবং কটিতটের বস্ত্র শিথিল হইয়া গেল। তিনি অঙ্গের সমস্ত আভরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া উৎসবাবসানে শক্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর ভরত বহুক্ষণের পর চেতনালাভ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে দুঃখিতা মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করত অমাত্যগণ-মধ্যে কহিতে লাগিলেন, আমি কখন রাজ্য কামনা করি না, এবং রাজ্য গ্রহণার্থ জননীকেও প্রেরণ করি নাই। আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতিদূরতর প্রদেশে বাস করিতেছিলাম, সুতরাং মহারাজ যে অভিষেকের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারি নাই, এবং লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত আর্য রাম যেরূপে নির্বাসিত হইয়াছেন, তাহাও জ্ঞাত নহি।

যখন ভরত জননীকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, তৎকালে দেবী কৌশল্যা তাঁহার কণ্ঠের শব্দ পাইয়া সুমিত্রাকে কহিলেন, দেখ, ক্রুরস্বভাবা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছেন। ভরত দূরদর্শী, এক্ষণে আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব। এই বলিয়া কৌশল্যা বিবর্ণমুখে কম্পিতদেহে যথায় ভরত সেই স্থানে চলিলেন। ঐ সময় ভরতও তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার আলয়ে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে আলিঙ্গন করিলেন। তখন কৌশল্যা দুঃখভরে কাঁদিতে কাঁদিতে ভরতকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি রাজ্যাভিলাষী, এক্ষণে নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছ। তোমার জননী কৈকেয়ী অতি নিষ্ঠুর উপায়ে উহা হস্তগত করিয়াছেন। জানি না, সেই ক্রূরদর্শিনী আমার রামকে চীরবসনে বনে পাঠাইয়া কি ফল লাভ করিতেছেন? যাহাই হউক, সুবর্ণবর্ণ-নাভিসম্পন্ন রাম যথায় আছেন, কৈকেয়ী সেই স্থানে আমাকেও শীঘ্র প্রেরণ করুন। অথবা আমি স্বয়ংই সুমিত্রার সহিত অগ্নিহোত্র লইয়া পরমসুখে তথায় যাত্রা করি। কিম্বা, বৎস! রাম যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তুমিই আমাকে তথায় লইয়া চল। দেখ, এই হস্ত্যশ্ববহুল ধনধান্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য তোমারই হইয়াছে।

কৌশল্যা এই প্রকার কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিলে ক্ষতস্থানে সূচিবিদ্ধ করিলে যেমন হয়, ভরত সেইরূপই ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে নিপতিত

হইয়া বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপপূর্বক কিয়ৎক্ষণ বিচেতন হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আর্যে! আমি এই বৃত্তান্ত কিছুই জানি না, এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, আপনি অকারণ কেন আমায় ভর্ৎসনা করিতেছেন? আর্য রামের প্রতি আমার যে অবিচলিত প্রীতি আছে, আপনি তাহা কি জানেন না? এক্ষণে অধিক আর কি কহিব, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম যাহার মতক্রমে বনে গিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি যেন কদাচই শিক্ষিত শাস্ত্রের অনুগামিনী না হয়; সে পাপাচারীদিগের দাস হইয়া থাকুক; সূর্যের অভিমুখে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ ও নিদ্রিত ধেনুর দেহে পদাঘাত করুক; কর্মসমাধানান্তে যে ব্যক্তি ভৃত্যকে বেতন প্রদান না করে, তাহার যে অধর্ম সে তাহাই প্রাপ্ত হউক; পুত্রনির্বিশেষে যে রাজা প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, যে দুরাচার তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই অধিকার করুক, এবং যিনি ষষ্ঠাংশ কর লইয়া প্রজাদিগকে পালন না করেন তাঁহার যে অধর্ম, সে তাহাতেই লিপ্ত হউক। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, তাপসগণকে যজ্ঞীয় দক্ষিণা অঙ্গীকার করিয়া যে তাহার অপলাপ করে উহার পাপ তাহাকে স্পর্শ করুক; সে যেন হস্ত্যশ্বসঙ্কুল শস্ত্রসমাকুল সংগ্রামে পরাঙমুখ হয়; বুদ্ধিমান আচার্য যে সূক্ষ্মার্থ শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন, ঐ দুর্মতি তাহা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলুক, এবং সে সেই আজানুলম্বিতবাহু বিশালস্কন্ধ সূর্যচন্দ্রসঙ্কাশ মহাবীর রামের রাজ্যাধিকার পর্যন্ত যেন জীবিত না থাকে। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই নির্ঘৃণ শ্রাদ্ধাদিনিমিত্ত ব্যতিরেকে পায়স কৃশর ও ছাগমাংস ভোজন করুক, গুরুলোকের অবমাননা নিন্দা ও মিত্রদ্রোহে প্রবৃত্ত হউক; কেহ বিশ্বাস-বশতঃ কাহারও কোন অপযশের কথা কহিলে ঐ দুর্মতি তাহা প্রকাশ করিয়া দিক এবং সে অকৃতজ্ঞ সজ্জনপরিত্যক্ত ও সকলের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকুক। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে স্বগৃহে পুত্রকলত্রভৃত্যে পরিবৃত হইয়া একাকী সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করুক; অনুরূপ ভার্যা না পাইয়া এবং ধর্মকর্ম না করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হউক; রাজা স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধকে বধ করিলে যে পাপ হয়, এবং ভৃত্যত্যাগে যে পাপ হয়, সে তাহাই লাভ করুক। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে লাক্ষা লৌহ মধু মাংস ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণপোষণে প্রবৃত্ত হউক; অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করত শত্রুহস্তে নিহত হউক; উন্মত্তের ন্যায় চীরবস্ত্র পরিধান ও নরকপাল গ্রহণপূর্বক ভিক্ষার্থী হইয়া পৃথিবী পর্যটন করুক, এবং প্রতিনিয়ত মদ্য স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ও কামক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকুক। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, তাহার যেন ধর্মদৃষ্টি না থাকে; সে অধর্মের আশ্রয় গ্রহণ ও অপাত্রে অর্থ বিতরণ করুক; তাহার যাহা কিছু ধনসম্পদ আছে, দস্যুগণ তাহা অপহরণ করিয়া লউক; উভয় সন্ধ্যা ব্যাপিয়া যে নিদ্রিত থাকে তাহার যে পাপ, ঐ দুরাচার তাহাই অধিকার করুক; অগ্নিদায়কের যে পাপ, গুরুদারগামীর যে পাপ এবং মিত্রদ্রোহীর যে পাপ, সে তাহাই প্রাপ্ত হউক, ঐ পামর দেবগণ পিতৃগণ এবং পিতামাতার যেন শুশ্রূষা না করে; সে আজি সাধুগণের লোক, সাধুগণের কীর্তি এবং সাধুজনসেবিত কার্য হইতে পরিভ্রষ্ট হউক; নানাপ্রকার অনর্থকর বিষয়ে তাহার যেন আসক্তি জন্মে; সে বহু

পোষ্যবর্গে পরিবৃত জ্বররোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশভোগ করুক এবং যে-সমস্ত যাচক মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক দীনভাবে স্তুতিবাদ করিয়া থাকে, সে তাহাদেরও আশা নিষ্ফল করুক। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই অধার্মিক, রুক্ষস্বভাব খল অশুচি ও রাজভয়ে ভীত হইয়া সকলকে প্রতারণা করিবে; সাধ্বী সহধর্মিণী ঋতু-স্নানানন্তর সন্নিহিত হইলে ঐ দুর্মতি তাহাকে উপেক্ষা করিবে; আহারাদি প্রদান না করাতে যে ব্রাহ্মণের সন্তানাদি বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহার যে পাপ, ঐ ব্যক্তি তাহাই প্রাপ্ত হইবে; সে বিপ্রগণের অর্চনার ব্যাঘাত এবং বালবৎসা ধেনুকে দোহন করুক; সে ধর্মানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মপত্নী পরিহারপূর্বক পরদারে আসক্ত হউক; যে পানীয় জল দূষিত করে এবং যে বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই লাভ করুক, জল থাকিতে যে ব্যক্তি পিপাসার্তকে বঞ্চনা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই প্রাপ্ত হউক; যাহারা শাস্ত্র আশ্রয়পূর্বক ভক্তিযোগ সহকারে স্ব-স্ব দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বিবাদ করে, তাহাদের যে পাপ, এবং যে ব্যক্তি ঐ বিবাদে কর্ণপাত করিয়া থাকে তাহার যে পাপ, সে তাহাই লাভ করুক। রাজকুমার ভরত এইরূপ শপথ করিয়া পতিপুত্রহীনা আর্যা কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক দুঃখিতমনে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর শোকার্তা কৌশল্যা ভরতকে কহিলেন, বৎস! তুমি এইরূপ শপথ করিয়া আমার অন্তরে মর্মবেদনা প্রদান করিলে, এক্ষণে আমার দুঃখ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমেই তোমার স্বভাব ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। এক্ষণে যদি তোমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি সাধুলোক প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া কৌশল্যা ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে অঙ্কে গ্রহণ ও আলিঙ্গনপূর্বক ব্যাকুল হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে প্রবল শোক ও মোহপ্রভাবে ভরতেরও মন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার বুদ্ধিও বিকল হইয়া উঠিল।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে বশিষ্ঠদেব ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! বৃথা আর শোক করিয়া কি হইবে, রাজা দশরথের দেহ দাহ করিবার সময় হইয়াছে, এক্ষণে তোমায় তাহারই উদ্‌যোগ করিতে হইবে।

তখন ভরত বশিষ্ঠকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পিতার প্রেতকৃত্য সাধনে উদ্‌যুক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে তৈলদ্রোণি হইতে উত্তোলনপূর্বক ভূতলে সন্নিবেশিত করিলেন। দশরথের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি নিদ্রিত হইয়া আছেন। অনন্তর ভরত নানারত্নখচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করাইয়া দীনমনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি প্রবাসে ছিলাম, তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিতে আপনি আর্য রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে নির্বাসিত করিয়া কি অকার্যই করিয়াছেন! আমি রামশূন্য হইয়াছি, এক্ষণে এই দীনকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন? রাম অরণ্যে গিয়াছেন, আপনারও লোকান্তর হইয়াছে, অতঃপর এই নগরে আর কে স্থিরমনে প্রজাগণের অলব্ধ লাভ ও লব্ধরক্ষায়

বলবান হইবে? পিতঃ! এই বসুমতী আপনার অভাবে বিধবা হইয়াছেন, এবং নগরীও শশাঙ্কহীন শর্বরীর ন্যায় একান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে।

বশিষ্ঠদেব ভরতকে দীনভাবে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, রাজকুমার! দশরথের যে-সমস্ত ঔর্ধ্বদেহিক কার্যসাধন করিতে হইবে, তুমি ব্যাকুল না হইয়া অবিচারিত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন ভরত বশিষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য করিয়া, আচার্য ঋত্বিক ও পুরোহিতদিগকে তদ্বিষয়ে ত্বরা দিতে লাগিলেন। অগ্ন্যাগার হইতে রাজার যে অগ্নি অগ্রে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, ঋত্বিক ও যাজকেরা বিধানক্রমে উহাতে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পরিচারকেরা মৃত দশরথকে শিবিকায় আরোপণপূর্বক বাষ্পকণ্ঠে শূন্যহৃদয়ে সরযূতীরে লইয়া চলিল। বহুসংখ্য লোক, গমনপথে স্বর্ণ রৌপ্য ও বিবিধ বস্ত্র নিক্ষেপপূর্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ইত্যবসরে অনেকে চন্দন অগুরু ও গুগগুল প্রভৃতি নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য এবং সরল পদ্মক ও দেবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ আহরণপূর্বক চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ঋত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে ঐ চিতামধ্যে স্থাপন করাইলেন এবং জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদানপূর্বক তাঁহার পরলোকশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সামবেদগায়কেরা শাস্ত্রানুসারে সামগানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ-মহিষীগণ বৃদ্ধবর্গে পরিবৃত হইয়া শিবিকা ও যানে আরোহণপূর্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তথায় আগমনপূর্বক শোকসন্তপ্ত মনে ক্রৌঞ্চীর ন্যায় করুণকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ঋত্বিকগণের সহিত রাজাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

পরে মহিষীরা যান হইতে সরযূতীরে অবতরণপূর্বক ভরতের সহিত প্রেতোদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবং তর্পণ সমাপনান্তে মন্ত্রী ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে বাষ্পাকুললোচনে পুরপ্রবেশ করিয়া ভূতলে শয়ন ও অতিক্লেশে দশাহ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।
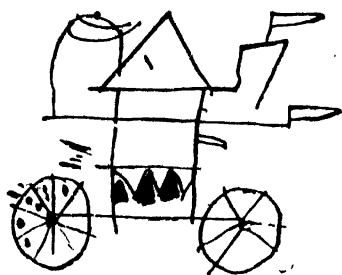
সপ্তসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর দশাহ অতীত হইলে ভরত শ্রাদ্ধ করিয়া পবিত্র হইলেন এবং দ্বাদশাহে দ্বিতীয় মাসিক প্রভৃতি সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া পিতার পারলৌকিক ফল আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণগণকে ধনরত্ন প্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্য ছাগ বহুসংখ্য গো দাসী দাস বাসভবন ও যান প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে ত্রয়োদশাহে তিনি প্রভাতকালে চিতাভস্ম উত্তোলনপূর্বক স্থলশুদ্ধি

করিবার নিমিত্ত সরযূতটে গমন করিলেন এবং পিতৃশোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া পিতার চিতামূলে দুঃখিতমনে মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, তাত! আপনি যে রামের হস্তে আমায় অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে বনে, সুতরাং আপনি আমায় শূন্যে রাখিয়া গিয়াছেন। হা! যে অনাথার আশ্রয়স্বরূপ পুত্রকে আপনি বনে নির্বাসিত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই কৌশল্যাকে ফেলিয়া আপনি কোথায় গমন করিলেন?

এই বলিয়া ভরত যথায় দশরথের অস্থিসকল দগ্ধ হইয়া দেহনির্বাণ হইয়া গিয়াছে, সেই ভস্মাকীর্ণ অরুণবর্ণ চিতাস্থান দর্শন করিয়া বিষাদভরে অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। লোকে ইন্দ্রধ্বজকে যেমন উত্তোলিত করে, তৎকালে সকলে তাঁহাকে সেইরূপে উত্থাপিত করিল। অনন্তর অমাত্যেরা ভর্তৃবিয়োগশোকে মূর্ছিত হইলেন। শত্রুঘ্নও ভরতকে শোকাকুল দেখিয়া ও পিতাকে মনে করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন এবং পিতৃগুণ-স্মরণে উন্মত্তের ন্যায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন, হা! মন্থরা হইতে যে শোকসাগর উৎপন্ন হইল, কৈকেয়ী যাহার জলজন্তু, আমরা সকলেই সেই বরদানরূপ অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম। পিতঃ! এই সুকুমার বালক ভরতকে আপনি সততই লালন পালন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি আপনার উদ্দেশে বিলাপ করিতেছেন, আপনি ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন? পান, ভোজন, বসন, ভূষণ সকলই আপনি আমাদিগকে আদর করিয়া দিতেন, আজ আর সেরূপ কে করিবে? এই পৃথিবী আপনার ন্যায় ধর্মপরায়ণ পতিকে বিসর্জন দিয়া প্রকৃত সময়েই বিদীর্ণ হইল না। হা! পিতার লোকান্তর লাভ হইয়াছে, রাম অরণ্যে গিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার প্রাণধারণের সামর্থ্য কি? আমি হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিব; ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন হইয়া শূন্য অযোধ্যায় কদাচ প্রবেশ করিব না, এক্ষণে নিশ্চয়ই তপোবনে যাইব।

অনন্তর অনুগামিগণ ভরত ও শত্রুঘ্নের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ এবং এই বিপদ দর্শন করিয়া পুনরায় কাতর হইয়া উঠিল। ঐ উভয় রাজকুমারও ভগ্ন-শৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় বিষণ্ণ ও শ্রান্ত হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সত্ত্বপ্রকৃতি সর্বজ্ঞ ইক্ষ্বাকুকুলগুরু বশিষ্ঠ ভরতকে ভূতল-হইতে উত্থাপনপূর্বক কহিলেন, রাজকুমার! আজ ত্রয়োদশ দিবস হইল, তোমার পিতার অগ্নিসংস্কার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে কেবল অস্থিসঞ্চয়ন কার্য অবশেষ থাকিতে তুমি কেন তদ্বিষয়ে কালবিলম্ব করিতেছ? দেখ, ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ ও জরামৃত্যু এই তিনটি নির্বিশেষে শরীর ধারণে সাধারণের ঘটিয়া থাকে, ইহা যখন জীবের অপরিহার্য হইতেছে, তখন দুঃখে এককালে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত হয় না। তত্ত্বদর্শী সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে উত্থাপনপূর্বক প্রসন্ন করিয়া জীবের উৎপত্তিবিনাশের বিষয়ে নানাপ্রকার কহিতে লাগিলেন।

তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন অশ্রুজল মার্জনা করত আরক্তলোচনে গাত্রোত্থান করিয়া বর্ষা ও উত্তাপ-প্রভাবে যে ইন্দ্রধ্বজ ম্লান হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অমাত্যেরাও অস্থিসঞ্চয়ন কার্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বারংবার ত্বরা দিতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর সুমিত্রাতনয় শত্রুঘ্ন শোকার্ত ভরতকে রামের সন্নিধানে যাত্রা করিতে কৃতসংকল্প দেখিয়া কহিলেন, আর্য! সংকটকালে যিনি সকলকেই আশ্রয় দিয়া থাকেন, সেই রাম যে নিজের ও আমাদের গতি, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিল? আর্য লক্ষ্মণ মহাবলপরাক্রান্ত, তিনি পিতৃনিগ্রহ করিয়া উঁহাকে কেন বনবাসদুঃখ হইতে বিমুক্ত করিলেন না? যে রাজা স্ত্রীলোকের কথায় অসৎ পথ অবলম্বন করিলেন, ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়া তাঁহাকে অগ্রেই নিগ্রহ করা উচিত ছিল।

শত্রুঘ্ন ভরতকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে কুব্জা দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধানপূর্বক সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত ও ভূষণে বিভূষিত করিয়া রজ্জুবন্ধ বানরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভরত সেই পাপকারিণী কুব্জাকে দ্বারদেশে দর্শন করিয়া নির্দয়ভাবে গ্রহণ ও শত্রুঘ্নের নিকট আনয়নপূর্বক কহিলেন, বৎস! যাহার নিমিত্ত রামের বনবাস ও আমাদের পিতার প্রাণনাশ হইয়াছে, এই সেই পাপীয়সী কুব্জা, এক্ষণে তোমার যা অভিরুচি হয়, তাহাই কর।

শত্রুঘ্ন ভরতের বাক্য শিরোধার্য করিয়া দুঃখিতভাবে অন্তঃপুরচরদিগকে কহিলেন, দেখ, এই কুহকিনী আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণের মনে মর্মবেদনা দিয়াছে, সুতরাং এ এখনই এই ক্রূর কার্যের ফলভোগ করুক। এই বলিয়া তিনি সেই সখীজনপরিবৃতা কুব্জাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিলেন। কুব্জা আর্তনাদে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। তাহার সখীরা যৎপরোনাস্তি সন্তপ্ত হইল, এবং শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়নকালে পরস্পর মন্ত্রণা করিল, দেখ, শত্রুঘ্ন যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, হয়ত আমাদিগকেও নিঃশেষ করিবেন। এখন আইস, আমরা সকলে গিয়া ধর্মিষ্ঠা বদান্যা কৌশল্যার শরণাপন্ন হই, এক্ষণে তিনিই আমাদিগের গতি।

এদিকে শত্রুঘ্ন ক্রোধভরে কুব্জাকে ভূতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুব্জা আর্তস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইতস্ততঃ আকর্ষণে তাহার নানাপ্রকার অলংকাব স্খলিত হইয়া পড়িল। স্খলিত ভূষণে সুশোভন গৃহ শারদীয় আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল শত্রুঘ্ন প্রবল ক্রোধে তাহাকে গ্রহণ করিয়া কঠোর বাক্যে কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী শত্রুঘ্নের কথায় যারপরনাই দুঃখিত ও তাঁহার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া ভরতের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভরত শত্রুঘ্নকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, বৎস! স্ত্রীলোককে বধ করিতে নাই, ক্ষমা কর। দেখ, যদি রাম মাতৃঘাতক বলিয়া আমার উপর ক্রোধ না করিতেন, তাহা হইলে আমি এই
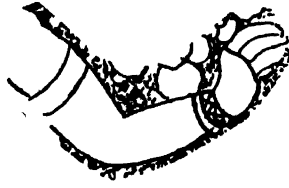
দুষ্টা কৈকেয়ীকে বিনাশ করিতাম। এক্ষণে তুমি এই কুব্জাকে বধ করিলে তিনি আর কখনই আমাদের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিবেন না।

শত্রুঘ্ন ভরতের আদেশে ঐ দোষকর কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং মূর্ছিতা মন্থরাকেও পরিত্যাগ করিলেন। কাতরা মন্থরা পরিত্যক্ত হইবামাত্র উত্থিত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে কৈকেয়ীর চরণতলে নিপতিত হইল এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া করুণভাবে রোদন করিতে লাগিল। কৈকেয়ীও তাহাকে শত্রুঘ্নের আকর্ষণে হতজ্ঞান দেখিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর চতুর্দশ দিবসের প্রত্যূষে বহুসংখ্য বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! যিনি আমাদিগের গুরুতর গুরু ছিলেন, সেই মহীপাল রাম ও লক্ষ্মণকে নির্বাসিত করিয়া লোকান্তরে গিয়াছেন, অদ্য তুমিই আমাদিগের রাজা হও; এই রাজ্য অরাজক হইয়াও অমাত্যগণের ঐকমত্যে রক্ষিত হইলে কদাচই উচ্ছিন্ন হইবে না। এক্ষণে মন্ত্রীরা পৌরগণের সহিত অভিষেকার্থ এই সমস্ত উপকরণ লইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি অভিষিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ ও আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।

তখন ভরত অভিষেকের দ্রব্যসকল প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, জ্যেষ্ঠের রাজ্যাধিকার হওয়া আমাদিগের কুলব্যবহার; তদ্বিষয়ে আমায় অনুরোধ করা তোমাদিগের উচিত হইতেছে না। আর্য রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ, অতঃপর তিনিই রাজা হইবেন, আর আমি গিয়া অরণ্যে চতুর্দশ বৎসর অবস্থান করিব। এক্ষণে চতুরঙ্গ সৈন্য সুসজ্জিত কর, আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। অভিষেকের নিমিত্ত যে-সকল সামগ্রী আহরণ করা হইয়াছে, রামের জন্য তৎসমুদয় অগ্রে করিয়া লইব, এবং বনমধ্যেই তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞশালা হইতে যেমন অগ্নিকে আনয়ন করে, তাঁহাকে সেইরূপেই আনিব। বলিতে কি, এই নামমাত্র জননীর মনোরথ কোনক্রমেই পূর্ণ করিব না। এক্ষণে শিল্পীরা আমার বনগমনের পথ প্রস্তুত করুক, যে-সমস্ত ভূমি অত্যন্ত উন্নতানত হইয়া আছে, তৎসমুদয় সমতল করিয়া দিক্ এবং যাহারা দুর্গম স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে, এইরূপ রক্ষকসকল সমভিব্যাহারে চলুক।

ভরতের এই প্রকার কথা শুনিয়া তত্রত্য সকলে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সর্বজ্যেষ্ঠ রামকে রাজ্যদানের সংকল্প করিয়াছ, তোমার শ্রীলাভ হউক। এই বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অমাত্য ও পারিষদেরা বীতশোক হইয়া কহিলেন, যুবরাজ! তোমার বাক্যানুসারে শিল্পী ও রক্ষক-দিগকে আদেশ করা হইয়াছে। উহারা তোমার গমনের পথ প্রস্তুত ও দুর্গম স্থানে রক্ষা করিবে।

অশীতিতম সর্গ॥ অনন্তর সূত্রকর্মপর, ভূভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, সুদক্ষ খনক, অবরোধক, স্থপতি, বর্ধকী, সূপকার, সুধাকার, বংশকার, চর্মকার, যন্ত্রনির্মাতা কর্মান্তিক ভৃত্য ও পথপরীক্ষকেরা যাত্রা করিল। বহুসংখ্য লোক হর্ষভরে নির্গত হইলে পূর্ণিমার খরবেগ মহাসাগরের তরঙ্গরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পথশোধকেরা সর্বাগ্রে দলবল সমভিব্যাহারে কুদ্দালাদি অস্ত্র লইয়া চলিল এবং তরুলতা গুল্ম স্থাণু ও প্রস্তরসকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। যে স্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল এবং অনেকে কুঠার, টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা নানাস্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল। কোন কোন মহাবল বদ্ধমূল উশীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল, এবং অনেকেই উন্নত স্থান সমতল ও গভীর গর্ত পূর্ণ করিয়া দিল। কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কর্কর চূর্ণ এবং কেহ কেহ বা জল নির্গমার্থ মৃৎপাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল। স্বল্পকাল মধ্যেই সূক্ষ্ম প্রবাহসকল জলপূর্ণ ও সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়া গেল এবং যে প্রদেশে জল নাই তথায় বেদি-পরিশোভিত কূপাদি প্রস্তুত করিল। বৃক্ষে পুষ্প ফুটিতে লাগিল, পক্ষিসকল আহ্লাদে কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোথায় কুট্টিম সুধাধবলিত, কোথায় চন্দনজলে সংসিক্ত, কোথায় কুসুমসমূহে অলঙ্কৃত, কোথায়ও বা পতাকা উড্ডীন হইল। এইরূপে সৈন্যগণের গমনপথ দেবপথের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল।

অনন্তর যাহারা শিবিরাদি সন্নিবেশে আদেশ পাইয়াছে, তাহারা স্বাদুফল-বহুল প্রদেশে প্রশস্ত নক্ষত্র ও মুহূর্তে ভরতের ইচ্ছানুরূপ শিবিরাদি স্থাপনে অনুচরদিগকে প্রবর্তিত করিল এবং প্রস্তুত হইলে তৎসমুদয় বিবিধ সজ্জায় সুশোভিত করিয়া দিল। পরে ঐ সমস্ত নিবেশের চতুর্দিক ধূলিধূসরিত সগর্ত প্রান্তভিত্তি দ্বারা পরিবৃত করিয়া ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত প্রতিমায় সুশোভিত ও প্রশস্ত রথ্যায় পরিব্যাপ্ত করিল। স্থানে স্থানে প্রাসাদ, প্রাকার, এবং যাহার শিখরে কপোতগৃহ রহিয়াছে, এইরূপ উন্নত সপ্তভূমিক ভবন নির্মিত হইল। ফলতঃ তৎকালে ঐ সকল নিবেশ শিল্পিগণের প্রযত্নে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল। যাহার তীরে নানা প্রকার বৃক্ষ ও কানন শোভা পাইতেছে, যাহার জল শীতল নির্মল ও মৎস্যপূর্ণ, সেই জাহ্নবী অবধি ঐ উৎকৃষ্ট রাজপথ এইরূপে প্রস্তুত হইয়া চন্দ্রতারামণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

একাশীতিতম সর্গ॥ অনন্তর যে দিবস অভিষেকার্থ নান্দীমুখ প্রভৃতি কার্যের অনুষ্ঠান হইবে, উহার পূর্বরাত্রির শেষভাগে সূত ও মাগধেরা মঙ্গল-প্রতিপাদক স্তুতিবাদ দ্বারা ভরতের স্তব আরম্ভ করিল। নিশাবসানসূচক দুন্দুভি সুবর্ণময় দণ্ডদ্বারা আহত হইয়া ধ্বনিত ও বহুসংখ্য শঙ্খ বাদিত হইতে লাগিল। তূর্যঘোষ ও অন্যান্য বিবিধ বাদ্যে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

তখন শোকসন্তপ্ত ভরত প্রবুদ্ধ ও অধিকতর শোকাকুল হইয়া বাদ্যরব নিবারণপূর্বক বাদকদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি রাজা নহি। এই বলিয়া তিনি শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! কৈকেয়ী হইতেই ইহারা এইরূপ অনুচিত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং রাজা দশরথও আমার উপর দুঃখভার অর্পণপূর্বক

লোকান্তরে গিয়াছেন। এক্ষণে সেই ধর্মরাজের ধর্মমূলা রাজশ্রী, প্রবাহোপরি কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। আর যিনি আমাদিগের প্রভু, তাঁহাকে আমার এই জননী ধর্মমর্যাদা উল্লঙ্ঘনপূর্বক নির্বাসিত করিয়াছেন। তিনি থাকিলে এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই বলিয়া ভরত যারপরনাই পরিতপ্ত হইয়া বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা দীনমনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজধর্মজ্ঞ বশিষ্ঠ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সুরসভাসদৃশ সুবর্ণ-নির্মিত মণিখচিত সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্বক উৎকৃষ্ট আস্তরণসংযুক্ত হেমময় পীঠে উপবেশন করিয়া দূতদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনাপতি ও যোদ্ধৃগণের সহিত ভরত শত্রুঘ্ন ও অন্যান্য রাজপুত্র, এবং যুধাজিৎ সুমন্ত্র ও অপরাপর হিতকারী ব্যক্তিকে শীঘ্র আনয়ন কর, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন কোন কার্য উপস্থিত হইয়াছে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ আদেশ করিবামাত্র সকলেই হস্তী অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্বক আগমন করিতে লাগিলেন। উঁহাদিগের আগমনে চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। প্রজারা রাজকুমার ভরতকে আসিতে দেখিয়া রাজা দশরথের ন্যায় তাঁহার সম্বর্ধনা করিল। তখন সেই তিমিনাগসঙ্কুল সুবর্ণবহুল স্থির হ্রদের ন্যায় রাজসভা ভরত ও শত্রুঘ্ন কর্তৃক সুশোভিত হইয়া পূর্বে রাজা দশরথ থাকিতে যেরূপ ছিল সেইরূপই পরিদৃশ্যমান হইল:

দ্ব্যশীতিতম সর্গ ॥ ধীমান ভরত সেই বিদ্বজ্জনপূর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সভাস্থলে যে-সকল আর্য আসনে উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহাদিগের বস্ত্র ও অঙ্গরাগপ্রভায় উহা উদ্ভাসিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রমণ্ডিত শারদীয় শর্বরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তিনি প্রবেশ করিলে ধর্মজ্ঞ বশিষ্ঠ প্রজাগণকে অবলোকন করিয়া মৃদুবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ সত্যপালনরূপ ধর্মসাধন করিয়া এই ধনধান্যবতী বসুমতী তোমায় অর্পণ-পূর্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সত্যপরায়ণ রামও সাধুগণের ধর্ম স্মরণ করিয়া তাঁহার নিদেশানুরূপ কার্য করিতেছেন। এক্ষণে তুমি অভিষিক্ত হইয়া পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত রাজ্য নির্বিঘ্নে উপভোগ কর। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম দেশের রাজগণ এবং দ্বীপবাসী ও সামুদ্রিক বণিকেরা তোমায় উপহার দিবার নিমিত্ত অসংখ্য ধনরত্ন আনয়ন করুক।

রাজকুমার ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্যে শোকে একান্ত অভিভূত হইলেন এবং ধর্ম কামনায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কলহংসস্বরে বাষ্পগদগদবচনে বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! যিনি ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান ও অধ্যয়নান্তে স্নান করিয়াছেন, সেই ধর্মশীল ধীমান রামের রাজ্য মাদৃশ লোকে কিরূপে গ্রহণ করিবে? কিরূপেই বা আমি রাজা দশরথের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রাজ্য অপহরণে প্রবৃত্ত হইব? এই রাজ্য ও আমি উভয়েই রামের। তপোধন! এই সকল অনুধাবন করিয়া ধর্মসঙ্গত কথা বলা আপনার উচিত হইতেছে। দিলীপতুল্য নহুষসদৃশ আর্য রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতার ন্যায় তিনিই রাজ্য অধিকার করিবেন। এক্ষণে যদি আমি এই অসাধুসেবিত নরকপ্রদ পাপকর্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা

হইলে আমাকে নিশ্চয়ই ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্কস্বরূপ থাকিতে হইবে। আমার জননী যে অসৎকার্য সাধন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোনমতে আমার অভিরুচি নাই। আমি এ স্থান হইতেই সেই বনদুর্গস্থ রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করি। তিনি এই রাজ্যের রাজা, তিনি ত্রৈলোক্যরাজ্যেরও রাজা, অতঃপর আমি তাঁহার অনুসরণ করিব।

তখন রামানুরাগী সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি ভরতের এই ধর্মানুগত কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত পুনরায় কহিলেন, যদি রামকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিতে না পারি, তবে তাঁহার ও লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও তথায় অবস্থান করিব। তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য আপনাদিগের সমক্ষে আমায় সমস্ত উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। অভৃতিক কর্মকর, কর্মান্তিক ভৃত্য, পথশোধক ও রক্ষকদিগকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমার যাত্রা করা আবশ্যক।

এই বলিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরত সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি শীঘ্র গিয়া অরণ্যযাত্রা ঘোষণা কর এবং অবিলম্বে এই স্থানে সৈন্যগণকে আন। সুমন্ত্র আদেশমাত্র পুলকিতচিত্তে এই সমাচার সর্বত্র প্রচার করিলেন। প্রকৃতিগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা সৈন্যদিগকে রামের আনয়নার্থ প্রস্থানের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্তই সন্তুষ্ট হইল। প্রতিগৃহে সৈনিকগণের গৃহিণীরা এই সংবাদ পাইয়া ভর্তৃগণকে হৃষ্টমনে ত্বরা প্রদান করিতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতিরা অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গের সহিত সৈন্যদিগকে অশ্ব গোযান ও মনোবেগ রথে আরোপণপূর্বক ভরতের সন্নিধানে প্রেরণ করিল। তদ্দর্শনে ভরত বশিষ্ঠের সমক্ষে পার্শ্ববর্তী সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তুমি সত্বর আমার রথ আনয়ন কর। সুমন্ত্র আজ্ঞামাত্র হৃষ্টমনে উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সত্যানুরাগী সত্যপরাক্রম ভরত পুনরায় কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র যাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সৈন্যসংযোগের নিমিত্ত আদেশ কর; আমি জগতের হিতসাধনের জন্য আর্য রামকে প্রসন্ন করিয়া এ স্থানে আনিবার বাসনা করিয়াছি। তখন সুমন্ত্র পূর্ণমনোরথ হইয়া সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সৈন্যসংযোগের আজ্ঞা জ্ঞাপনপূর্বক প্রকৃতিপ্রধান ও সুহৃদগণকে বনগমনার্থ আহবান করিলেন। প্রতিগৃহে সকলেই উদ্যুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, গর্দভ, ও রথসকল যোজনা করিতে লাগিল।
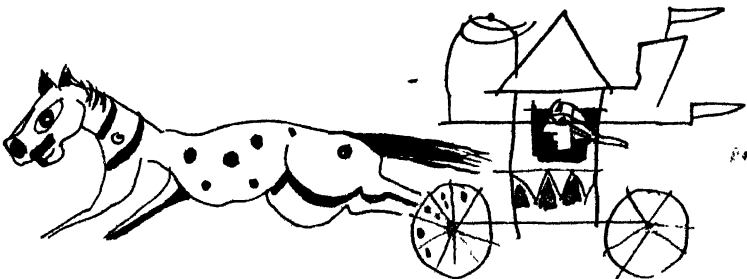
ত্র্যশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে ভরত রথে আরোহণ করিয়া রামের দর্শন কামনায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে মন্ত্রী ও পুরোহিতেরা চলিলেন। সুসজ্জিত নয় সহস্র হস্তী, লক্ষ অশ্বারোহী, ষষ্টি সহস্র রথ ও বিবিধ আয়ুধধারী বীরপুরুষেরা তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। যশস্বিনী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী হৃষ্টমনে উজ্জ্বল যানে গমন করিতে লাগিলেন। আর্যেরা যাত্রাকালে পুলকিত চিত্তে রামের অত্যাশ্চর্য কথাসকল কহিতে আরম্ভ করিলেন। নগরবাসীরাও হর্ষভরে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, আমরা কখন সেই জগতের শোকনাশন ঘনশ্যাম রামকে দর্শন করিব। যেমন দিবাকর উদিত হইয়াই অন্ধকার নিরাস করেন, সেইরূপ তিনি দৃষ্টি-মাত্রই আমাদিগের শোকসন্তাপ অপনীত করিবেন। ইঁহাদিগের পশ্চাৎ নগরের সুপ্রসিদ্ধ বণিক, মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মার, ময়ূরক, ক্রাকচিক বেধকার, রোচক, দন্তকার, সুধাকার, গন্ধোপজীবী, সুবর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দক, বৈদ্য, ধূপক, শৌণ্ডিক, রজক, তুন্নবায়, স্ত্রীগণের সহিত নট ও কৈবর্তেরা সুবেশে শুভ্রবসনে কুঙ্কুমাদিমিশ্রিত অনুলেপন ধারণপূর্বক গোযানে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণও অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সকলে হস্ত্যশ্ব রথে বহুদূর অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গার সন্নিহিত হইলেন। নিষাদপতি গুহ ঐ স্থান শাসন করিতেছেন এবং জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তথায় অপ্রমাদে বাস করিয়া আছেন। সকলে তথায় উপস্থিত হইলে ভরতের অনুযায়িনী সেনা ঐ চক্রবাক-শোভিত ভাগীরথীর তীর আশ্রয়পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিল। ভরত সৈন্যগণকে গমনে উদ্যোগ-শূন্য দেখিয়া এবং পুণ্যসলিলা গঙ্গাকে নিরীক্ষণ করিয়া অমাত্যবর্গকে কহিলেন, দেখ, আজ আমরা এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া কল্য এই সাগরগামিনী নদী পার হইব, এই সংবাদ দিয়া এক্ষণে সৈন্যসকল সন্নিবেশিত কর। আর আমিও এই নদীতে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গস্থ মহারাজের পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত তর্পণ করিব।

তখন অমাত্যেরা ভরতের আজ্ঞাক্রমে সৈন্যগণের মধ্যে যাহার যে স্থানে ইচ্ছা তাহাকে তথায় নিবেশিত করিলেন। ভরত বিবিধ উপকরণযুক্ত সৈন্য-সকলকে গঙ্গাতীরে সুব্যবস্থায় স্থাপন করাইয়া রামকে কি প্রকারে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম সর্গ ॥ এদিকে নিষাদপতি গুহ, গঙ্গাতীরে সৈন্যসকলকে সন্নিবিষ্ট ও নানাকার্যে ব্যাপৃত দেখিয়া জ্ঞাতিবর্গকে কহিলেন, দেখ, ঐ গঙ্গাতীরে সাগর-সঙ্কাশ বহুসংখ্য সৈন্য দৃষ্ট হইতেছে, আমি ভাবিয়াও ইহার

অন্ত পাইতেছি না। যখন রথের উপর মহাপ্রমাণ কোবিদার ধ্বজ উচ্ছ্রিত হইয়া আছে, তখন নিশ্চয়ই নির্বোধ ভরত স্বয়ং আসিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয়, ইনি অগ্রে আমাদিগকে পাশে বন্ধন বা বধ করিয়া, পশ্চাৎ নির্বাসিত রামকে বিনাশ করিবেন। ইনি মহারাজ রামের দুর্লভ রাজশ্রী সম্পূর্ণ অধিকার করিবার বাসনায় তাঁহার নিধন কামনা করিতেছেন। রাম আমার প্রভু ও মিত্র, এক্ষণে তোমরা তাঁহার জন্য বর্ম ধারণপূর্বক ভাগীরথীর উপকূলে অবস্থান কর। বলবান দাসেরা মাংস ও ফলমূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্য কৈবর্ত যুবা পাঁচশত নৌকায় আরোহণ ও কবচ ধারণ করিয়া স্থিতি করুক। যদি ভরত রামসংক্রান্ত কোন অসৎ সংকল্প সাধনের অভিসন্ধি করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে ইঁহার সৈন্য আজ নির্বিঘ্নে গঙ্গা পার হইতে পাইবে। নিষাদপতি জ্ঞাতিবর্গকে এইরূপ অনুমতি করিয়া মৎস্য মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরতের নিকট চলিলেন।

এদিকে সুমন্ত্র গুহকে আগমন করিতে দেখিয়া বিনয়সহকারে ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! রামের প্রিয়সখা গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া এই স্থানে আসিতেছেন। ইনি আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। এই বৃদ্ধ দণ্ডকারণ্যবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন, এবং এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণ যথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহাও জানেন। সুমন্ত্র এই কথা কহিলে ভরত তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অনন্তর নিষাদরাজ অনুজ্ঞা লইয়া জ্ঞাতিগণের সহিত হৃষ্টমনে ভরতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, রাজকুমার! এই দেশ তোমার গৃহবিশেষ, কিন্তু তুমি অগ্রে আগমনসংবাদ না দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছ। এক্ষণে আমরা আমাদের যথাসর্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি স্বীয় দাসগৃহে স্বচ্ছন্দে বাস কর। নিষাদেরা বন্য ফলমূল আহরণ করিয়া রাখিয়াছে, আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং অরণ্যসুলভ অন্যান্য খাদ্যও সংগৃহীত আছে। প্রার্থনা, তোমার সৈন্যেরা আজিকার রাত্রিতে প্রচুর আহার করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ ॥ ভরত কহিলেন, গুহ! তুমি আমার এই সকল সৈন্যকে অর্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হইল। এই বলিয়া তিনি পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক কহিলেন, দেখ, গঙ্গার এই কচ্ছদেশ নিতান্ত গহন ও দুষ্প্রবেশ; বল এক্ষণে আমি কোন্ পথ দিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিব?

তখন গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! নিষাদেরা সকল স্থানই অবগত আছে, প্রয়াণকালে তাহারা তোমার সঙ্গে যাইবে এবং আমিও যাইব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কোন অসৎ সংকল্প করিয়া রামের নিকট চলিয়াছ? বলিতে কি, তোমার এই বহুসংখ্য সেনা আমার মনে এই আশংকাই বলবৎ করিয়া দিতেছে।

গুহের এই কথা শ্রবণ করিয়া গগনতলের ন্যায় নির্মল ভরত মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, নিষাদরাজ! যে-কালে রামের কোন অনিষ্টাচরণ করিতে হইবে, এরূপ সময় যেন কখনো না আইসে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুল্য,

এক্ষণে আমি তাঁহাকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্তই চলিয়াছি। সত্যই কহিতেছি, তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

নিষাদপতি ভরতের এই কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন, রাজকুমার! তুমি যখন অযত্নসুলভ রাজ্য পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য; এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য আর কাহাকেও দেখি না। তুমি বিপন্ন রামকে প্রত্যানয়নের ইচ্ছা করিয়াছ বলিয়া তোমার এই কীর্তি অনন্তকাল-স্থায়িনী হইয়া ত্রিলোকে সঞ্চরণ করিবে।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সূর্য নিষ্প্রভ হইয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও উপস্থিত হইল। তখন ভরত নিষাদ-পতির পরিচর্যায় সবিশেষ প্রীত হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত শয়ন করিলেন। রামচিন্তাজনিত শোক সেই চিরসুখী ধর্মনিরত রাজকুমারকে আক্রমণ করিল। কোটরস্থ অগ্নি যেমন দাবানলশোষিত বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ঐ শোকবহ্নি চিন্তানলসন্তপ্ত ভরতকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হিমাচল যেমন সূর্যের উত্তাপে তুষার ক্ষরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ উহার প্রভাবে ভরতের দেহ হইতে ঘর্ম নির্গত হইতে লাগিল। ঐ সময় যে শোকরূপ শৈল তাঁহাকে নিপীড়িত করিল, রামের চিন্তা উহার অখণ্ড শিলা, নিঃশ্বাস—ধাতু, বিষয়বিরাগ—বৃক্ষ, দুঃখক্লেশ—শৃঙ্গ, মোহ—বন্যজন্তু, এবং সন্তাপ—ওষধি ও বেণু। ভরত তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। তৎকালে তিনি মানসিক জ্বরে একান্ত অভিভূত হইয়া যূথভ্রষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তিনি রামের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তখন নিষাদরাজ ভরতের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের সদ্‌গুণের প্রসঙ্গ করিয়া ভরতকে কহিলেন, যুবরাজ! আমি লক্ষ্মণকে শরশরাসন গ্রহণপূর্বক রামের রক্ষা বিধানার্থ রাত্রি জাগরণ করিতে দেখিয়া কহিয়াছিলাম, রাজকুমার! তোমার জন্য এই সুখশয্যা রচিত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না। দেখ, এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথপূর্বক সত্যই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইঁহার প্রসাদে ধর্মার্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্ছা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগকে লইয়া আমি কার্মুক গ্রহণপূর্বক জানকীর সহিত প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করি বলিয়া ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই, যদি অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, আমি সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

তখন লক্ষ্মণ আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে অনুনয়পূর্বক কহিলেন, নিষাদরাজ! এই রঘুকুলতিলক রাম জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এখন আর আমার আহার-নিদ্রায় প্রয়োজন কি, কি বলিয়াই বা সুখভোগে রত হইব। রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পত্নীর সহিত পর্ণশয্যা গ্রহণ করিলেন। পিতা

মন্ত্র তপস্যা ও নানাপ্রকার দৈব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ইঁহাকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। ইঁহাকে বনবাস দিয়া তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে পারিবেন না; দেবী বসুমতীও অচিরাৎ বিধবা হইবেন। নিষাদরাজ! বোধ হয় এতক্ষণে পুরনারীগণ আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি-নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন; রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। হা! দেবী কৌশল্যা, জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি এরূপ সম্ভাবনা করি না, যদি থাকেন, তবে এই রাত্রি পর্যন্ত! আমার মাতা ভ্রাতা শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু বীরপ্রসবা কৌশল্যা যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এই-ই আমার দুঃখ। দেখ, আর্য রামের প্রতি পুরবাসিগণের বিশেষ অনুরাগ আছে, এক্ষণে আবার পুত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা অত্যন্তই কষ্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে পিতার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে 'সর্বনাশ হইল, সর্বনাশ হইল' কেবল এই বলিয়াই মর্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তরলাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবন ত্যাগ করিবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাঁহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান। যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথসকল রহিয়াছে, যে স্থানে হর্ম্য প্রাসাদ উদ্যান ও উপবন আছে এবং বারাঙ্গনারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ সুপ্রচুর ও নিরন্তর তূর্যধ্বনি হইতেছে, যে স্থানে সকলেই হৃষ্টপুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সততই সন্নিবিষ্ট, আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় ঐ সমস্ত ব্যক্তি পরম সুখে বিচরণ করিবেন। হা! আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় কি পুনরায় আসিতে পারিব!

লক্ষ্মণ এইরূপে পরিতাপ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। অনন্তর সূর্য উদিত হইলে তাঁহারা এই জাহ্নবীতীরে মস্তকে জটাভার প্রস্তুত করিয়া আমার সাহায্যে পরম সুখে নদী পার হইয়া যান।

সপ্তাশীতিতম সর্গ ॥ মহাবল মহাবাহু কমললোচন প্রিয়দর্শন ভরত গুহের নিকট এই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই চিন্তিত হইলেন এবং মুহূর্ত-কাল দুঃখিত হইয়া আশ্বাসলাভপূর্বক অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় সহসা শোকভরে পুনরায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে নিষাদপতি গুহের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। সন্নিহিত শত্রুঘ্নও শোকাকুলিত ও বিমোহিত হইয়া ভরতকে আলিঙ্গনপূর্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে উপবাসকৃশ ভর্তৃবিরহপরিতাপিত কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীরা দীনমনে ভরতের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দেবী কৌশল্যা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক জলধারাকুল-লোচনে কহিলেন, বৎস! তোমার শরীরে কি কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে? এই সকল রাজপরিবার আজ তোমাকে লইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া আছে। রাম লক্ষ্মণের সহিত বনে গিয়াছেন, এখন আমি কেবল তোমাকে দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি। মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন, আজ তুমিই আমাদিগের রক্ষক। বাছা! লক্ষ্মণের কি কিছু অমঙ্গল শুনিয়াছ? এই একপুত্রার পুত্র, ভার্যার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, তাঁহার কি কোন অশুভ সমাচার পাইয়াছ?

অনন্তর ভরত মুহূর্তমধ্যে আশ্বস্ত হইয়া কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করত গুহকে সজলনেত্রে কহিলেন নিষাদরাজ! আর্য রাম কোথায় রাত্রি যাপন করিয়া-ছিলেন? জানকী ও লক্ষ্মণই বা কোথায় ছিলেন? তাঁহারা কি আহার করিলেন এবং কোন্ শয্যাতেই বা শয়ন করেন? তখন গুহ প্রিয় অতিথি রামের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! আমি রামের আহারের নিমিত্ত নানাবিধ ফলমূল ও নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রচুররূপ উপহার দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে প্রতিগ্রহ না করিয়া তৎসমুদয় আমাকেই প্রত্যর্পণ করেন এবং তৎকালে এই বলিয়া অনুনয় করিলেন, সখে! সর্বদা দানই আমাদিগের কর্তব্য, প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। পরে লক্ষ্মণ জাহ্নবী হইতে জল আনয়ন করিলে তিনি তাহা পান করিয়া সীতার সহিত উপবাস করিলেন; লক্ষ্মণও ঐ পীতাবশেষ সলিল পান করিয়া রহিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সুমন্ত্রের সহিত সমাহিতচিত্তে মৌনভাবে সন্ধ্যা উপাসনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ শীঘ্র কুশ আহরণ করিয়া রামের নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং রাম ও জানকী তাহাতে শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালনপূর্বক তথা হইতে অপসৃত হইলেন। রাজকুমার! ঐ সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূল, এই সেই তৃণ, ইহাতেই রাম ভার্যার সহিত যাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময় মহাবীর লক্ষ্মণ সগুণ শরাসন অঙ্গুলিত্রাণ এবং পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় ধারণ করিয়া রামের চতুর্দিক রক্ষা করেন। আমিও জ্ঞাতিবর্গের সহিত শরকার্মুক গ্রহণপূর্বক তথায় অবস্থান করি।

অষ্টাশীতিতম সর্গ ॥ ভরত নিষাদরাজ গুহের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত ইঙ্গুদীতলে গমন ও রামের শয্যা দর্শনপূর্বক মাতৃগণকে কহিলেন, দেখ, এই ভূমিতে মহাত্মা রাম শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, এই তাঁহার শয্যা। রাজকেশরী দশরথ হইতে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভূতলে শয়ন করা তাঁহার কর্তব্য নহে। যিনি চর্মাস্তরণকল্পিত শয্যায় নিশা অতিবাহন করিয়াছেন, তিনি এখন কিরূপে ভূতলে শয়ন করেন? যিনি বিমানসদৃশ প্রাসাদ, কূটাগার উত্তরচ্ছদসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় কুট্টিম এবং সুবর্ণভিত্তিশোভিত অগুরুচন্দনগন্ধী কুসুমসমলঙ্কৃত শুককুলমুখরিত শুভ্রমেঘসঙ্কাশ সুশীতল হর্ম্যে শয়ন করিয়া প্রভাতে পরিচারিকাগণের নূপুররব ও গীতবাদ্যের শব্দে প্রতিবোধিত হইতেন, বন্দিবর্গ অনুরূপ গাথা ও স্তুতিবাদে যাঁহার বন্দনা করিত, তিনি এখন কিরূপে ভূতলে শয়ন করিয়া

থাকেন। রামের ভূমিশয্যা কাহারই বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না; ইহা সত্য বলিয়াই আমার বোধ হইল না, শুনিয়া বিমোহিত হইতেছি, জ্ঞান হইতেছে যেন ইহা স্বপ্ন। কাল যে দৈব অপেক্ষা বলবান, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে দশরথতনয় রাম ভূতলে শয়ন করিতেন না, এবং বিদেহ-রাজের কন্যা রাজা দশরথের পুত্রবধূ প্রিয়দর্শনা জানকীকেও ভূতলে শয়ন করিতে হইত না। এই আমার ভ্রাতা রামের শয্যা; সায়ংকালে তিনি শ্রান্তি-নিবন্ধন যে অঙ্গ পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এই তাহার চিহ্ন। ঐ দেখ, তাঁহার অঙ্গঘর্ষণে কঠিন মৃত্তিকার উপর তৃণসকল মর্দিত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, এই শয্যাতে অলঙ্কৃতা সীতা শয়ন করিয়াছিলেন, কারণ ইহার ইতস্ততঃ সুবর্ণচূর্ণ পতিত হইয়া আছে। শয়নকালে সীতার উত্তরীয় এই স্থানে নিশ্চয়ই আসক্ত হইয়াছিল, ইহাতে এখনও কৌষেয় বসনের তন্তুসকল সংলগ্ন রহিয়াছে। স্বামীর শয্যা যেরূপই হউক, স্ত্রীলোকের সুখকর হইয়া থাকে, নতুবা সেই সুকুমারী সতী কি কারণে দুঃখ অনুভব করেন নাই। হায়! কি হইল! আমি কি পামর, কেবল আমারই নিমিত্ত ভ্রাতা রাম ভার্যার সহিত অনাথের ন্যায় পর্ণশয্যায় শয়ন করিতেছেন। যিনি সর্বাধিপতির কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সকল লোকেরই হিতকারক ও সুখজনক, যিনি কখনই দুঃখভোগ করেন নাই, সেই ইন্দীবরশ্যাম আরক্তলোচন প্রিয়দর্শন কিরূপে ভূতলে শয়ন করিতেছেন। লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি এই সংকটকালে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, জানকীও তাঁহার সঙ্গে গিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন; কেবল আমরাই তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া রহিলাম।—হা! পিতা স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন, রাম বনবাসী হইয়াছেন, এক্ষণে এই বসুন্ধরাকে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ হইতেছে। অরণ্যগত মহাত্মা রামের বাহুবলরক্ষিত এই পৃথিবীকে মনেও কেহ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে না। এক্ষণে অযোধ্যার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকারে প্রহরী নাই, পুরদ্বার অনাবৃত, হস্ত্যশ্বসকল উন্মুক্ত, সৈন্যসমুদয় বিষণ্ণ, আজ বিষ-মিশ্রিত অন্নের ন্যায় ইহাকে শত্রুরাও প্রার্থনা করিতেছে না। অদ্যাবধি আমি জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণপূর্বক ভূতলে বা তৃণশয্যায় শয়ন করিব। রামের ব্রত স্বয়ং গ্রহণ করিয়া চতুর্দশ বৎসর পরম সুখে অরণ্যে থাকিব, ইহাতে তাঁহার সংকল্পের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। বনবাসকালে শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে থাকিবেন, আর আর্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে রাজ্যে অভিষিক্ত হন, এই আমার অভিলাষ, দৈববলে ইহা সফল হউক। এক্ষণে আমি গিয়া তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে ধরিয়া নানাপ্রকারে প্রসন্ন করিব, যদি তিনি স্বীকার না করেন, তবে আমাকেও তাঁহার সঙ্গে বনে বাস করিতে হইবে, এই বিষয়ে তিনি আমাকে কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

একোননবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর ভরত ঐ গঙ্গাতীরে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! আর কেন শয়ন করিয়া আছ, এক্ষণে উত্থিত হইয়া অবিলম্বে নিষাদপতি গুহকে আহ্বান কর। তিনি আসিয়া আমার সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিবেন। শত্রুঘ্ন কহিলেন, আর্য! আমি আপনারই ন্যায় দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাই নাই, জাগরিতই রহিয়াছি।

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে নিষাদরাজ তথায় আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! এই নদীতটে সুখে ত নিশা যাপন করিয়াছ? সসৈন্যে ত কুশলে আছ? ভরত গুহের এই স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গুহ! শর্বরী সুখে অতিযোগে অতিবাহিত হইয়াছে, অতঃপর তোমার দাসেরা আসিয়া নৌকাদিগকে পার করিয়া দিক।

গুহ ভরতের আদেশমাত্র দ্রুতগমনে নগর প্রবেশ করিয়া জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! জাগরিত হও; আমি এক্ষণে ভরতের সৈন্যদিগকে গঙ্গা পার করিব, তোমরা গাত্রোত্থান করিয়া নৌকা আনয়ন কর; তোমাদের মঙ্গল হউক। তখন নিষাদেরা অধিপতি গুহের আজ্ঞায় উত্থিত হইয়া চারিদিক হইতে পাঁচ শত নৌকা আনিল। ঐ সমস্ত নৌকা ব্যতীত স্বস্তিকা নামক পতাকা ও ক্ষেপণীযুক্ত সুদৃঢ় নৌকাসকল লইয়া আইল। উহার মধ্যে একখানি সুবর্ণখচিত ও পাণ্ডুবর্ণ কম্বলে পরিবৃত, উপরে নিষাদেরা মঙ্গলবাদ্য বাদন করিতেছিল। গুহ সেই স্বস্তিকা লইয়া ভরতের নিকট উপনীত হইলেন। ভরত শত্রুঘ্নের সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন। সর্বাগ্রে গুরু ও পুরোহিতেরা নৌকায় উঠিয়াছিলেন, পরে কৌশল্যা প্রভৃতি রাজপত্নী, পশ্চাৎ প্রধান প্রধান অনুচরদিগের গৃহিণীরা উত্থিত হইলেন। প্রয়াণকালে সৈন্যেরা বাসগৃহে অগ্নিপ্রদান করিল, অনেকে শকট ও পণ্যদ্রব্য তুলিতে লাগিল, অনেকে তীর্থে অবতরণ এবং অনেকেই নানাপ্রকার উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় উহাদের তুমুল কোলাহলে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর নৌকাসকল আরোহীদিগকে লইয়া মহাবেগে ভাগীরথীর পরপারে উত্তীর্ণ হইল। উহার মধ্যে কোনখানিতে স্ত্রীলোক, কোনখানিতে অশ্ব, এবং কোনখানিতে বহুমূল্য শকট ও বলীবর্দ ছিল। তীরে সমস্ত অবরোপিত হইলে, নাবিকেরা জলমধ্যে নৌকার চিত্রগমন দেখাইতে লাগিল। ধ্বজদণ্ডধারী মাতঙ্গেরা আরোহীপ্রেরিত ও সন্তরণপ্রবৃত্ত হইয়া সশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় শোভমান হইল। তৎকালে কেহ নৌকা, কেহ ভেলা, কেহ কুম্ভ এবং কেহ বা কেবল বাহুদ্বয়ের সাহায্যে তীরে উঠিল। সৈন্যেরা এইরূপে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যাব তৃতীয় মুহূর্তে প্রয়াগের বনে উপস্থিত হইল। তথা হইতে ভরদ্বাজের তপোবন এক ক্রোশ ব্যবধান ছিল; পাছে আশ্রমপীড়া জন্মে, এই আশঙ্কায় ভরত বনমধ্যে সৈন্যদিগকে শ্রান্তি দূর করিবার আদেশ দিলেন এবং ভরদ্বাজকে সন্দর্শনার্থ একান্ত উৎসুক হইয়া ঋত্বিক ও সদস্যগণের সহিত গমন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।

নবতিতম সর্গ॥ যাত্রাকালে ভরত অস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং বশিষ্ঠকে অগ্রবর্তী করিয়া মন্ত্রিবর্গ সমভিব্যাহারে পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। পরে আশ্রম সন্নিহিত দেখিয়া মন্ত্রীদিগকেও রাখিলেন এবং কেবল বশিষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দেখিবামাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনয়নের আদেশ-পূর্বক আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ভরতও নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভরদ্বাজ বশিষ্ঠের সহিত আগমন-নিবন্ধন, তিনি যে রাজা দশরথের পুত্র, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য ও বিবিধ

ফলমূল প্রদানপূর্বক অনুক্রমে আশ্রমের ও অযোধ্যার সৈন্য ধনাগার মিত্র ও মন্ত্রীসংক্রান্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ যে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পরিজ্ঞাতই ছিল, এই কারণে তিনি তাঁহার আর কোন প্রসঙ্গ করিলেন না। অনন্তর বশিষ্ঠদেব ও ভরত তাঁহাকে অনাময় প্রশ্ন করিয়া, অগ্নি শিষ্য বৃক্ষ মৃগ ও পক্ষীর কুশল জিজ্ঞাসিলেন। মহাযশা মহর্ষিও আনুপূর্বিক সমস্ত জ্ঞাত করিয়া রামস্নেহে কহিলেন, ভরত! তুমি রাজ্য শাসন করিতেছিলে, তোমার এ স্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? বল, এক্ষণে আমার মনে নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। রাজমহিষী কৌশল্যা যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, মহারাজ দশরথ স্ত্রীর অনুরোধে যাঁহাকে চতুর্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যবাস দিয়াছেন, সেই নিষ্পাপ রামের রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবার নিমিত্ত, তুমি কি তাঁহার কোন অনিষ্টের ইচ্ছা করিতেছ?

ভরত ভরদ্বাজের এইরূপ কথা শুনিবামাত্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে গদগদবচনে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনিও আমায় এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে উৎসন্ন হইলাম। আমা হইতে কোন দোষকর কার্য ঘটিবে, আপনি এরূপ আশঙ্কা করিবেন না, এবং আমায় এইরূপ কঠোর বাক্য আর বলিবেন না। জননী আমার জন্য যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তদ্বিষয়ে সন্তুষ্ট নহি। এক্ষণে আমি রামের চরণবন্দনা ও প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে লইতে আসিয়াছি। আপনি আমার মনের ভাব এইরূপ বুঝিয়া আমার প্রতি নিঃসংশয় হউন। সেই মহারাজ রাম এক্ষণে কোথায় আছেন, আপনি আমাকে বলিয়া দিন।

অনন্তর ভরদ্বাজ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের অনুরোধে প্রসন্ন হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এই গুরুসেবা, লোভাদি ইন্দ্রিয়সংযম, ও সৎপথে প্রবৃত্তি, তোমার উচিতই হইতেছে। আমি তোমার অভিপ্রায় জ্ঞাত আছি, লোকের সমক্ষে তাহা আরও দৃঢ় হইবে বলিয়া তোমার কীর্তিবর্ধনের নিমিত্ত, ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি রামকে জানি; তিনি এক্ষণে লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত ঐ চিত্রকূট পর্বতে বাস করিয়া আছেন। কল্য তুমি তথায় মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিবে, অদ্য আমার এই আশ্রমে অবস্থান কর। তখন উদারদর্শন ভরত ভরদ্বাজের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তথায় নিশা যাপনের অভিলাষ করিলেন।

একনবতিতম সর্গ॥ অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত কহিলেন, তপোধন! বনে যাহা সুলভ, তদ্দ্বারা এই তো আতিথ্য করিলেন? তখন ভরদ্বাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ভরত! তুমি যে বনের ফলমূলে প্রীত হইয়াছ এবং যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াই যে সন্তোষ লাভ করিয়া থাক, আমি তাহা জানি। এক্ষণে তোমার সেনাগণ ক্ষুধিত হইয়াছে, আমি উহাদিগকে ভোজন করাইব, আর তুমিও আমার বাসনানুরূপ আতিথ্য গ্রহণ কর। তুমি কি জন্য বহুদূরে সৈন্য রাখিয়া এ-স্থানে আইলে? কি কারণেই বা সবলবাহনে আগমন করিলে না?

তখন ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আমি আপনারই ভয়ে সসৈন্যে আসিতে পারিলাম না। রাজা হউন, বা রাজপুত্রই হউন, তাপসগণের

অধিকার যত্নপূর্বক পরিহার করা সকলেরই কর্তব্য। এক্ষণে উৎকৃষ্ট অশ্ব, প্রমত্ত হস্তী ও মনুষ্যেরা প্রশস্ত ভূমিখণ্ড আবৃত করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়াছে। উহারা পাছে বৃক্ষসকল ভগ্ন ও জল নষ্ট করিয়া তপোবনের বাধা জন্মায়, এই আশঙ্কায় আমি একাকীই আসিয়াছি। তখন ভরদ্বাজ কহিলেন, বৎস' তুমি সেনাগণকে এই স্থানে আনয়ন কর। ভরতও তাঁহার বাক্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষি অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া সলিল দ্বারা আচমন ও দুইবার ওষ্ঠ মার্জনপূর্বক আতিথ্যের নিমিত্ত বিশ্বকর্মাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন,—আমি তক্ষণাদি কার্যকুশল বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমার এই অতিথিসৎকারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। আমি ইন্দ্রাদি তিনজন লোকপালকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আমার এই অতিথি সৎকারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। যাঁহাদের স্রোত পশ্চিমাভিমুখী এবং যাঁহারা তির্যকগামী, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সেই সকল নদী চতুর্দিক হইতে এই স্থানে আসুন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৈরেয় মদ্য, কেহ কেহ সুসংস্কৃত সুরা এবং কেহ কেহ বা ইক্ষুরস-স্বাদু সুশীতল জল প্রবাহিত করিতে থাকুন। আমি অন্যান্য দেবগন্ধর্ব দেবী ও গন্ধর্বীদিগকে আহ্বান করিতেছি,—ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা ও পর্বতবাসিনী সোমাকে আহ্বান করিতেছি;—সুররাজ পুরন্দর ও পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট যাঁহারা গমনাগমন করিয়া থাকেন, সেই সকল অপ্সরাকেও আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা এক্ষণে সুসজ্জিত হইয়া তুম্বুরুর সহিত এ স্থানে আগমন করুন। উত্তরকুরুতে যে দিব্য বন আছে, বসনভূষণ যাহার পত্র, সুন্দরী নারী যাহার ফল, তাহা এখানেই দৃষ্ট হউক। এই স্থানে ভগবান সোম, ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি চতুর্বিধ অন্নপ্রদান করুন। বৃক্ষচ্যুত বিচিত্র মাল্য, সুরা প্রভৃতি পানীয় ও নানাপ্রকার মাংস সুলভ করিয়া দিন। মহর্ষি ভরদ্বাজ, তপ ও সমাধি প্রভাবে শিক্ষাস্বর প্রয়োগপূর্বক এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন, এবং পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ঐ সমস্ত দেবতার আবির্ভাব কামনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আহূত দেবতারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক আসিয়া উপস্থিত
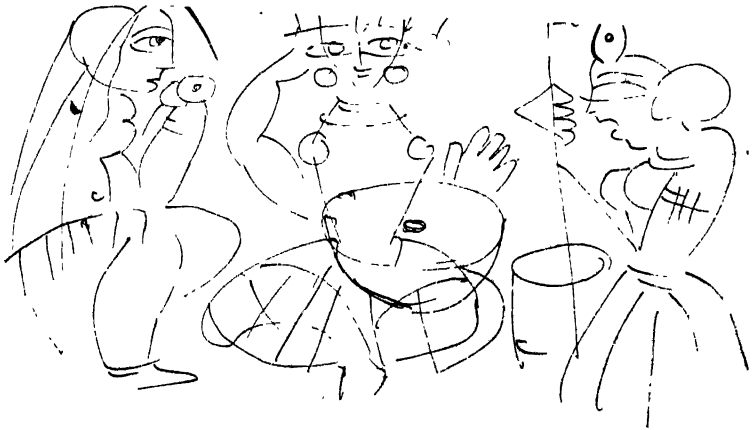
হইলেন। সমীরণ, মলয় ও দর্দুর পর্বত হইতে মৃদুমন্দ ও সুগন্ধ গুণে প্রীতিপদ ও সুখদ হইয়া বহিতে লাগিল; মেঘসকল পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল; চতুর্দিকে দেবদুন্দুভিরব; অপ্সরাসকল নৃত্য এবং গন্ধর্বেরা গান করিতে প্রবৃত্ত হইল; বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। উহার তাললয়সংগত মধুর স্বর ভূলোক ও অন্তরীক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। ঐ সমস্ত শোত্রসুখকর শব্দ উত্থিত হইলে রাজকুমার ভরতের সৈন্যেরা বিশ্বকর্মার আশ্চর্য রচনাসকল দেখিতে লাগিল। সেই ভূমি চারিদিকে পঞ্চযোজন হইয়াছে, সমতল ও নীলবৈদূর্যমণিতুল্য হরিৎবর্ণ তৃণে সমাচ্ছন্ন; বিল্ব কপিত্থ পনস সুকেশর আমলকী ও আম্র এই সকল বৃক্ষ ফলভারে অবনত হইয়া আছে। উত্তরকুরু হইতে দিব্যভোগপ্রদ চৈত্ররথ কানন আসিয়াছে। তীরতরুসমাকীর্ণ তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে। ধবল চতুর্শাল গৃহ, মন্দুরা, হর্ম্য, এবং শুভ্রমেঘতুল্য তোরণশোভিত চতুষ্কোণ সুপ্রশস্ত শুক্লমাল্যে অলংকৃত সুগন্ধি সলিলে সুবাসিত রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত হইয়াছে। উহার মধ্যে সুরচিত শয্যা, আস্তীর্ণ আসন, যান, উৎকৃষ্ট ভোজ্য, ধৌত পাত্র, বস্ত্র, ও নানাপ্রকার স্বাদু রসও সঞ্চিত আছে।

রাজকুমার ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুজ্ঞা লইয়া মন্ত্রী ও পুরোহিত-গণের সহিত গৃহপ্রবেশ করিলেন। বাস-ব্যবস্থা দর্শনে তৎকালে সকলেরই মনে হর্ষ জন্মিল। তথায় রাজসিংহাসন, দিব্য ব্যজন ও ছত্র ছিল, ভরত মন্ত্রিগণের সহিত তৎসমুদয় প্রদক্ষিণ করিয়া উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিলেন, এবং ঐ সিংহাসন পূজা করিয়া চামরহস্তে সচিবের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পর মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি ও শিবিররক্ষকেরাও আনুপূর্বিক বসিলেন।

ঐ সময়ে প্রজাপতি-প্রেরিত বিংশতি সহস্র এবং কুবের-প্রহিত বিংশতি সহস্র রমণী, মণিমুক্তাপ্রবালে ভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহারা যে পুরুষকে হস্তগত করে, সে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠে। অনন্তর নন্দনকানন

হইতে বিংশতি সহস্র অপ্সরা আগমন করিল। গন্ধর্বরাজ নারদ তুম্বুরু ও গোপ আসিয়া ভরতের অগ্রে গান করিতে লাগিলেন। অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা ও বামনা নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেবলোকে ও চৈত্ররথ কাননে যে মাল্য আছে, ভরদ্বাজের প্রভাবে প্রয়াগক্ষেত্রে তাহা নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। বিল্ববৃক্ষ মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক সমগ্রাহী ও অশ্বত্থেরা নর্তক হইল। সরল, তাল, তিলক ও তমাল, কুব্জা ও বামনের রূপ ধারণ করিল। শিংশপা আমলকী জম্বু প্রভৃতি পাদপ এবং মল্লিকাদি লতা প্রমদারূপে উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিল, সুরাপায়িগণ! সুরাপান কর। ক্ষুধার্তগণ! সুসংস্কৃত মাংস ও পায়স প্রচুররূপ আহার কর। তৎকালে প্রত্যেককে সাত-আটজন স্ত্রীলোক সুরম্য নদীতীরে লইয়া গিয়া স্নান এবং কেহ কেহ মধু পান করাইতে লাগিল। কোন কোন মহিলা পাদমর্দন এবং কেহ কেহ বা অঙ্গমার্জন আরম্ভ করিল। পালকেরা হস্তী অশ্ব উষ্ট্র গর্দভ ও বৃষভাদিগকে আহার করাইতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন মহাবল যোদ্ধৃগণের বাহনদিগকে ইক্ষু মধু ও লাজ যথেষ্ট ভোজন করিতে দিল। ঐ সময় সকলেই মধুপানে মত্ত, সুতরাং অশ্বরক্ষক অশ্বের এবং হস্তিপকেরা হস্তীর কোন বার্তাই রাখিল না। সৈন্যেরা পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত রক্তচন্দনে রঞ্জিত ও অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কহিতে লাগিল, অতঃপর আমরা আর অযোধ্যা কি দণ্ডকারণ্য কুত্রাপি গমন করিব না, এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের জয়জয়কার হউক। ফলতঃ সকলে এইরূপ স্বেচ্ছানুরূপ আহারবিধি লাভ করিয়া যারপরনাই পরিতুষ্ট হইল। কেহ কেহ ইহাকেই স্বর্গ মনে করিয়া হর্ষভরে নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কেহ নৃত্য, কেহ গান, ও কেহ বা হাস্য আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ বা গলে মাল্য ধারণপূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। যাহারা একবার আহার করিয়াছে, ঐ

সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোজ্য দর্শনে তাহাদের পুনরায় ভোজনেচ্ছা জন্মিল। দাস-দাসী ও বধূদিগের মধ্যে সকলেরই নূতন বস্ত্র পরিধান এবং সকলেই সন্তুষ্ট। পশুপক্ষিসকল সুপুষ্ট হইল, দ্রব্যান্তর গ্রহণে উহাদের আর প্রবৃত্তি রহিল না। তথায় প্রত্যেকের বস্ত্র ধবল, কেহ ক্ষুধিত বা মলিন নহে এবং কাহারই কেশ ধূলিতে অপরিচ্ছন্ন নাই। সকলে কুসুমস্তবকসুশোভিত শুক্লান্নপূর্ণ স্বর্ণ ও রজতময় বহুসংখ্য পাত্র বিস্ময়সহকারে দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত পাত্রে ফলরসসিদ্ধ সুগন্ধি সূপ, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস রহিয়াছে। বনবিভাগস্থ কূপসমূহে পায়সের কর্দম দৃষ্ট হইল। ধেনুগণ অভীষ্ট প্রদান এবং বৃক্ষসকল মধুক্ষরণ করিতে লাগিল। পরিতপ্ত পিঠরপক্ক মৃগ ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস এবং মদ্যে দীর্ঘিকাসকল পরিপূর্ণ হইয়াছে। অন্নাধার, ব্যঞ্জনস্থালী ও হেমময় হস্তপ্রক্ষালন পাত্র শত সহস্র সঞ্চিত আছে। কুম্ভ ও করম্ভে দধি, হ্রদে সুবিহিত সুগন্ধি কেশরগৌর তক্র, রসাল, দুগ্ধ ও শর্করা। স্নানঘাটে চূর্ণকষায়, কল্ক প্রভৃতি বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য সুসজ্জিত আছে। নির্মল কূর্চিতমুখ দন্তকাষ্ঠ, করঙ্কে শ্বেতচন্দনকল্ক, পরিষ্কৃত দর্পণ, বসন, পাদুকা, উপানহ, কজ্জলকরণ্ডিকা, কঙ্কত, কূর্চ, ছত্র, ধনু, বর্ম, শয্যা ও আসনসকল প্রস্তুত। হস্তী অশ্ব খর ও উষ্ট্রদিগের প্রতিপান হ্রদ, কমলদল-সুশোভিত স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন আকাশের ন্যায় শ্যামল সরোবর এবং নীলবৈদূর্যবর্ণ কোমল তৃণসকলও প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল।

সৈন্যেরা এই স্বপ্নকল্প অত্যদ্ভুত আতিথ্যব্যাপার দর্শন করিয়া যারপর-নাই বিস্মিত হইল এবং নন্দনকাননে সুরগণের ন্যায় ঐ আশ্রমে রাত্রি যাপন করিল। অনন্তর গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন। সৈন্যেরা মদিরামত্ত এবং মাল্যসকল মর্দিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল।

দ্বিনবতিতম সর্গ॥ অনন্তর ভরত সপরিবারে আতিথ্যসৎকারে প্রীত হইয়া রামের দর্শনলাভার্থ মহর্ষি ভরদ্বাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানপূর্বক আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, তিনি ভরতকে কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি ত আমার আশ্রমে সুখে রাত্রিযাপন করিয়াছ? তোমার সৈন্যেরা ত আতিথ্যে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে?

তখন ভরত তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি সবলবাহনে পরম সুখে নিশা অতিবাহন করিয়াছি। আমাদের শরীরে কিছুমাত্র গ্লানি নাই। আমরা উৎকৃষ্ট গৃহ, প্রচুর অন্নপান, আপনার প্রসাদে প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি রামের সন্নিধানে চলিলাম, আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আপনি আমায় স্নিগ্ধদৃষ্টিতে দর্শন করিবেন। সেই ধর্মপরায়ণ রামের আশ্রম কতদূর এবং উহা কোন্ দিক দিয়াই বা যাইতে হইবে আপনি তাহাও বলিয়া দিন।

ভরদ্বাজ ভ্রাতৃদর্শনার্থী ভরতকে কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে সার্ধ দ্বিক্রোশ অন্তর নিবিড় কাননমধ্যে চিত্রকূট নামক এক পর্বত আছে। উহার বন ও প্রস্রবণ অতি মনোহর। ঐ পর্বতের উত্তর পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন। তোমার ভ্রাতা ঐ চিত্রকূটে পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া বাস

করিয়া আছেন। তুমি এক্ষণে যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়া কিয়দ্দূর গমন কর। পরে ঐ পথের বাম ভাগে দক্ষিণাভিমুখী যে পথ গিয়াছে তাহা ধরিয়া এই চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলেই তুমি রামকে দেখিতে পাইবে।

অনন্তর রাজমহিষীরা গমনের কথা শুনিয়া যান হইতে অবতরণপূর্বক মহর্ষি ভরদ্বাজকে পরিবেষ্টন করিলেন। দেবী কৌশল্যা, সুমিত্রার সহিত দীনভাবে কম্পিতকলেবরে উঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। সর্বলোকনিন্দিতা কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হয় নাই, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অদূরে দীন মনে ভরতের সন্নিধানে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! আমি তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি। ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যাঁহাকে শোক ও অনশনে কৃশ দেখিতেছেন, ইনি পিতার মহিষী, ইঁহারই গর্ভে রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেবী অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে, ইনি সেইরূপ রামকে প্রসব করিয়াছেন। যিনি শীর্ণকুসুম কর্ণিকার শাখার ন্যায় ইঁহার বামপার্শ্বে বিরস মনে রহিয়াছেন, ইনি মহারাজের মধ্যমা মহিষী সুমিত্রা। মহাবীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইঁহারই পুত্র। আর যাঁহার নিমিত্ত রাম ও লক্ষ্মণ মৃত্যুতুল্য আপদে পতিত হইয়াছেন এবং মহারাজ দশরথ পুত্রবিহীন হইয়া স্বর্গে অধিরোহণ করিয়াছেন, এই সেই আর্যরূপিণী অনার্যা কৈকেয়ী, ইনি অত্যন্ত নির্বোধ ক্রোধনস্বভাব সৌভাগ্যগর্বিত ও ক্রূর। এই পাপীয়সীই আমার জননী, ইঁহা হইতেই আমার ভাগ্যে এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। ভরত বাষ্পগদগদ বচনে এই বলিয়া আরক্তলোচনে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তখন মহামতি ভরদ্বাজ তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি তোমার জননীর উপর দোষারোপ করিও না। রামের এই নির্বাসন সুফল প্রদর্শন করিবে; এই ঘটনায় দেব দানব ও ঋষিগণের হিতকর কার্য অবশ্যই সাধিত হইবে।

অনন্তর ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন, প্রদক্ষিণ ও আমন্ত্রণ করিয়া সৈন্যসংযোগের আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশমাত্র বহুসংখ্য লোক অশ্ব রথ সুসজ্জিত করিয়া প্রস্থানার্থ আরোহণ করিল। করী ও করেণু স্বর্ণ-শৃঙ্খলসংযত ও পতাকাশোভিত হইয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গর্জন-সহকারে গমন করিতে লাগিল। লঘুভারযুক্ত বিবিধ যানসকল চলিল। পদাতিরা পদব্রজে যাইতে প্রবৃত্ত হইল। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষী রামদর্শন-মানসে হৃষ্টমনে উৎকৃষ্ট যানে আরোহণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ভরত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক নবোদিত চন্দ্রসূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল শিবিকায় উত্থিত হইয়া চলিলেন। এইরূপে ঐ চতুরঙ্গ সৈন্য দক্ষিণ দিক আবৃত করিয়া উদিত মহামেঘের ন্যায় প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমশঃ গঙ্গার পশ্চিম তীর দিয়া মৃগ ও পক্ষীদিগকে চকিত ও ভীত করিয়া অতি নিবিড় বনে প্রবেশ করিল।

ত্রিনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর অরণ্যে যূথপতিসকল ঐ সমস্ত সৈন্যের কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মৃগযূথের সহিত পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। পৃষত, রুরু ও ভল্লুকেরা গিরিনদী ও কাননে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ভরতের সাগর-

প্রবাহসদৃশ সৈন্য বর্ষার মেঘ যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ বনভূমিকে আবৃত করিল, এবং উহাদের গমনকালে মহাবল হস্তী ও অশ্বে পূর্ণ হইয়া উহা বহুক্ষণ অদৃশ্য হইয়া রহিল। ক্রমশঃ ভরত বহুদূর অতিক্রম করিলেন। তাঁহার বাহনসকলও ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর তিনি বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! এই স্থান যেরূপ দেখিতেছি, যে-প্রকার শুনিয়াও ছিলাম, ইহাতে বোধ হইতেছে, আমরা সেই ভরদ্বাজ-নির্দিষ্ট প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। এই চিত্রকূট পর্বত, ইহার নিম্নে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। অদূরেই নিবিড় মেঘের ন্যায় বন। এক্ষণে আমার পর্বতাকার মাতঙ্গগণ সুরম্য গিরি-শৃঙ্গ মর্দিত করিতেছে, তন্নিবন্ধন সুনীল মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ শিখরজাত বৃক্ষসকল পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। শত্রুঘ্ন! ঐ সমস্ত কিন্নরজাতির অধিকার, উহা সাগরগর্ভে মকরের ন্যায় অশ্বে আকীর্ণ রহিয়াছে। মৃগেরা প্রেরিত হইয়া চারিদিকে শারদীয় অভ্রের ন্যায় বায়ুবেগে ধাবমান হইয়াছে। চর্মধারী বীরগণ দাক্ষিণাত্যদিগের ন্যায় কুসুমের শিরোভূষণ ধারণ করিতেছে। তুরগক্ষুরোড্ডীন ধূলিজাল গগনতল আবৃত করিয়া আছে, বায়ু শীঘ্র তাহা অপসারিত করিয়া যেন আমার ইষ্টসাধনই করিতেছে। এই অরণ্য জনশূন্য ও ঘোরদর্শন হইলেও আজ আমি ইহাকে লোকসঙ্কুল অযোধ্যার ন্যায় দেখিতেছি। বনমধ্যে রথসকল অশ্বসাহায্যে কেমন শীঘ্র যাইতেছে এবং রথশব্দে প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ভীত হইয়া বিহঙ্গের বাসভূমি পর্বতে আসিতেছে। ঐ সমস্ত মৃগ ও মৃগী কি সুন্দর, উহাদের দেহ যেন কুসুমে চিত্রিত হইয়াছে। এই স্থান অত্যন্ত মনোহর, এই তাপস-নিবাস নিশ্চয়ই স্বর্গ। এক্ষণে আমার সৈন্যসকল যথোচিত গমন করুক, এবং যাহাতে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পায়, সর্বত্র এইরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউক।

ভরতের আদেশমাত্র শস্ত্রধারী বীরপুরুষেরা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক স্থান হইতে ধূমশিখা উত্থিত হইতেছে। তদ্দর্শনে উহারা ভরতের সন্নি-হিত হইয়া কহিল, লোকালয়শূন্য স্থানে অগ্নি থাকা অসম্ভব, এক্ষণে নিশ্চয় কহিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণ এই বনে বাস করিয়া আছেন। অথবা তাঁহারা নাও হইতে পারেন, বোধ হয়, রামসদৃশ তাপসেরা অবস্থান করিতেছেন। তখন ভরত উহাদিগকে কহিলেন, এই স্থানে তোমরা নীরবে থাক, অতঃপর আর অগ্রসর হইও না। আমি সুমন্ত্র ও ধৃতি আমরাই কেবল এক্ষণে গমন করিব।

অনন্তর সৈন্যেরা এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র নিস্তব্ধভাবে রামের দর্শন প্রতীক্ষায় আনন্দমনে তথায় কালযাপন করিতে লাগিল। ভরতও যেদিকে ধূমশিখা সেই দিক লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ॥ এদিকে রাম বহুদিন চিত্রকূটে আছেন, তিনি আপনার চিত্তবিনোদন এবং জানকীর তুষ্টিসম্পাদন উদ্দেশে কহিলেন, জানকি! এই রমণীয় শৈলদর্শনে রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্বিচ্ছেদ আর আমায় তাদৃশ কাতর করিতেছে না। পর্বতের কি আশ্চর্য শোভা; ইহাতে বিহঙ্গেরা নিরন্তর বাস করিতেছে; শৃঙ্গসকল আকাশভেদী; গৈরিকাদি নানাপ্রকার ধাতু আছে বলিয়া ইহার কোন স্থান রজতবর্ণ, কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোন স্থান পীত, কোন স্থান মঞ্জিষ্ঠারাগযুক্ত, কোথাও নীলকান্ত মণির ন্যায় প্রভা, কোথাও বা

স্ফটিক ও কেতক পুষ্পের ন্যায় আভা, এবং কোন কোন স্থানে নক্ষত্র ও পারদের সদৃশ জ্যোতিও দৃষ্ট হইতেছে। এই পর্বতে অহিংস্রক নানাপ্রকার মৃগ এবং ব্যাঘ্র ও তরক্ষু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। আম্র, জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, ধব, অঙ্কোল, ভব্যাতিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, অরিষ্ট, বরণ, মধুক, তিলক, বদরী, আমলক, নীপ, বেত্র, ইন্দ্রযব, ও বীজক প্রভৃতি ফলপুষ্প-সুশোভিত ছায়াবহুল মনোহর বৃক্ষসকল বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত সুরম্য শৈলপ্রস্থে কিন্নরমিথুন পরমসুখে বিহার করিতেছে। অদূরে বিদ্যাধরীদিগের ক্রীড়াস্থান। ঐ স্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও খড়্গসকল বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন আছে। কোথাও জলপ্রপাত, কোথাও উৎস, এবং কোথাও বা নিঃস্যন্দ, সুতরাং শৈল যেন মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গুহাগর্ভ হইতে সমীরণ ঘ্রাণতর্পণ কুসুমগন্ধ বহন করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। জানকি! তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত যদি আমি বহুকাল এই পর্বতে বাস করি, শোক কোনমতেই আমায় অভিভূত করিতে পারিবে না। এই ফলপুষ্পপূর্ণ বিহঙ্গকুল-কূজিত সুরম্য গিরিশৃঙ্গে আমি যথেষ্টই প্রীতিলাভ করিতেছি। তুমি আমার সহিত চিত্রকূট পর্বতে বাক্য মন ও দেহের অনুকূল নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়া কি আনন্দিত হইতেছ না? আমার পূর্বপিতামহগণ দেহান্তে সংসারক্লেশ-শান্তির নিমিত্ত বনবাসকেই মোক্ষসাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাহাই হউক, এক্ষণে অরণ্য আশ্রয় করিয়া পিতার ঋণমুক্তি ও ভরতের প্রীতি উভয়ই প্রাপ্ত হইলাম। এই পর্বতে রজনীতে ওষধিসমুদয় স্বকান্তিপ্রভাবে অগ্নিশিখার ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে। ইহার চতুর্দিকে নানাবর্ণের বিশাল শিলাসকল রহিয়াছে, ইহার কোন স্থান গৃহসদৃশ ও কোন স্থান উদ্যানতুল্য। ঐ সমস্ত বিলাসিগণের আস্তরণ; উহা স্থগর, পুন্নাগ, ভূর্জপত্র ও উৎপলে বিরচিত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহারা ফল ভক্ষণ করিয়াছে এবং পদ্মের মাল্য দলিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রিয়ে! বোধ হইতেছে যেন, এই চিত্রকূট পৃথিবী
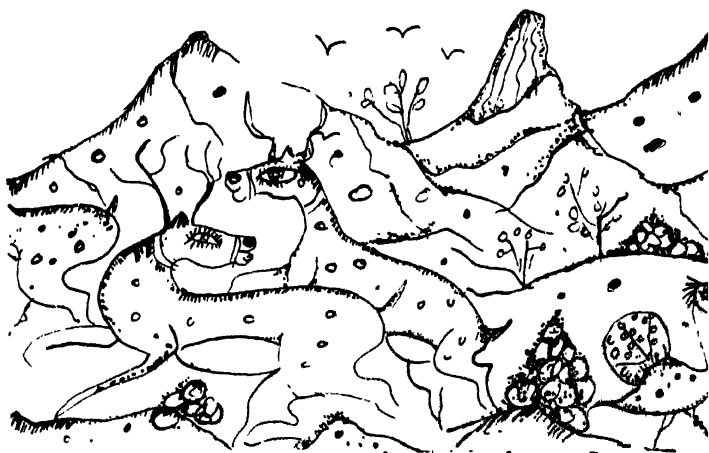
ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়াছে। ইহার শিখর অতি সুন্দর। কুবের নগরী বস্বৌকসারা, ইন্দ্রপুরী নলিনী, ও উত্তরকুরুকেও অতিক্রম করিয়া ইহা সুশোভিত আছে। এক্ষণে আমি সুনিয়ম অবলম্বনপূর্বক সৎপথে অবস্থান করিয়া এই চতুর্দশ বৎসর লক্ষ্মণ ও তোমার সহিত যদি এই স্থানে অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে কুলধর্মপালনজনিত সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই।

পঞ্চনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম চিত্রকূট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! এই স্থানে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই নদীর পুলিন অতি রমণীয়, ইহাতে হংস ও সারসেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে। তীরে ফলপুষ্পপূর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ইহার অবতরণপথ অতি মনোহর। এক্ষণে তটের সন্নিহিত জল অত্যন্ত আবিল হইয়াছে এবং তৃষ্ণার্ত মৃগেরা আসিয়া উহা পান করিতেছে। ঐ দেখ, জটাজিন-ধারী ঋষিগণ যথাকালে এই নদীতে অবগাহন করিতেছেন। ঊর্ধ্ববাহু মুনিরা সূর্যোপস্থান এবং অন্যান্য সকলে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তীরস্থ বৃক্ষসকল পুষ্প ও পল্লবে অলংকৃত, উহাদের শাখাগ্র বায়ুভরে পরিচালিত হইতেছে; তদ্দর্শনে বোধ হয়, যেন পর্বত স্বয়ংই নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। মন্দাকিনীর কোন স্থলে জল যেন মণির ন্যায় নির্মল, কোন স্থলে পুলিন, কোন স্থলে বহুসংখ্য সিদ্ধপুরুষ, কোন স্থলে বা পুষ্পরাশি; ঐ সকল পুষ্প বায়ুবেগে প্রবাহিত হইয়া বারংবার জলে নিমগ্ন হইতেছে। চক্রবাকসকল কলরব করিয়া পুলিনে আরোহণ করিতেছে। প্রিয়ে! বোধ হয় মন্দাকিনী ও চিত্রকূট, পুরবাস ও তোমার দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর সুখাবহ। তপ সংযম ও শান্তি-গুণসম্পন্ন নিষ্পাপ সিদ্ধেরা ইহার জলে প্রতিনিয়ত স্নানাদি করিয়া থাকেন, তুমি সখীর ন্যায় আমার সহিত ইহাতে অবগাহন এবং রক্ত ও শ্বেতপদ্মসকল
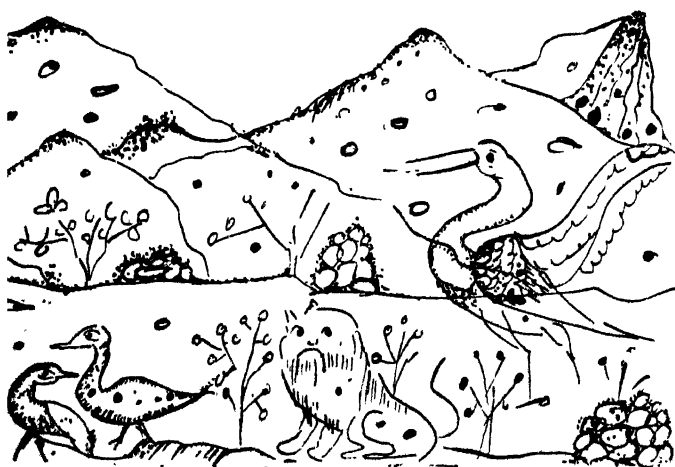
উত্তোলন কর। তুমি হিংস্র জন্তুসকলকে পৌরজনের ন্যায়, পর্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় অনুমান কর। ধর্মপরায়ণ লক্ষ্মণ আমার আজ্ঞাকারী এবং তুমিও আমার অনুকূল, এই উভয় কারণে এক্ষণে আমি যারপরনাই আনন্দিত হইতেছি। এই নদীতে ত্রিকালীন স্নান, বনের ফলমূল ভক্ষণ ও মধুপান করিয়া আমি আজ তোমার সহিত অযোধ্যা কি রাজ্য কিছুই অভিলাষ করি না। বলিতে কি, নদীতে অবগাহন করিয়া গতক্লম না হয়, এমন কেহই নাই। রাম মন্দাকিনী প্রসঙ্গে জানকীকে এইরূপ কহিয়া তাঁহারই সহিত কজ্জলের ন্যায় নীলপ্রভ চিত্রকূটে পাদচারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম পর্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া সীতাকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ এই মৃগমাংস অত্যন্ত স্বাদু ও পবিত্র এবং ইহা অগ্নিতে সংস্কার করা হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি সীতার চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, এই সময়ে সৈন্যের চরণোত্থিত রেণু নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, দিগন্তব্যাপী তুমুল কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন রাম অকস্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শুনিতে পাইয়া এবং মৃগযূথপতিদিগকে চতুর্দিকে মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, চতুর্দিকে মেঘনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর গম্ভীর রব শুনা যাইতেছে এবং মৃগ হস্তী ও মহিষেরা সিংহের ভয়ে ধাবমান হইয়াছে, ইহার কারণ কি? এক্ষণে কি কোন রাজা বা রাজপুত্র বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন? না, আর কোন দুষ্ট জন্তুর উপদ্রব উপস্থিত। ভাই! এই চিত্রকূট পক্ষিগণেরও অগম্য, অকস্মাৎ কেন এই প্রকার ঘটিল, তুমি শীঘ্রই ইহার কারণ অনুসন্ধান কর।

তখন লক্ষ্মণ অবিলম্বে এক কুসুমিত শালবৃক্ষে আরোহণপূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পূর্বদিকে হস্ত্যশ্বরথপূর্ণ বহু-সংখ্য সুসজ্জিত সৈন্য আসিতেছে। অনন্তর তিনি রামকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করত কহিলেন, আর্য! এক্ষণে অগ্নি নির্বাণ করিয়া ফেলুন; জানকী গুহমধ্যে প্রবিষ্ট হউন, আর আপনি বর্ম ধারণ, কার্মুকে জ্যা আরোপণ ও শর গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকুন।

রাম কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই সমস্ত সৈন্য কাহার বোধ হয়, তুমি অগ্রে তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখ। তখন লক্ষ্মণ ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সৈন্যগণকে দগ্ধ করিবার মানসেই যেন কহিতে লাগিলেন, আর্য! কৈকেয়ীর পুত্র ভরত অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার বাসনায় আমাদের নিধন কামনায়
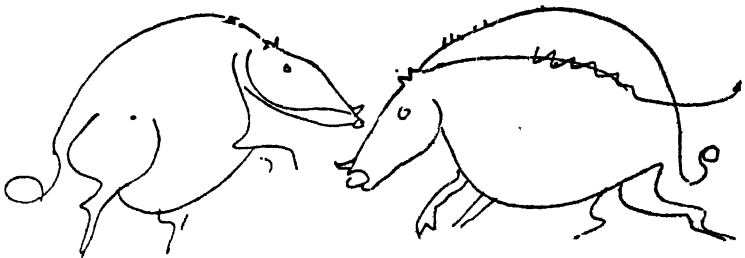
উপস্থিত হইয়াছে। সম্মুখে এই যে অত্যুচ্চ বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহার অন্তরালে রথের উন্নত কোবিদার-ধ্বজ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত অশ্বারোহী বেগগামী তুরগে আরোহণপূর্বক এই দিকে আসিতেছে। হস্তিপৃষ্ঠেও বহুসংখ্য লোক হৃষ্টমনে আগমন করিতেছে। আর্য! এক্ষণে আমরা শরাসনগ্রহণপূর্বক পর্বত আশ্রয় করিয়া থাকি; অথবা বর্ম ধারণ ও অস্ত্র উত্তোলন করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করি। অদ্য ভরত কি যুদ্ধে আমাদের বশীভূত হইবে? যাহার জন্য আমরা সকলে এইরূপ দুঃখ পাইতেছি, আজ আমি তাহাকে দেখিব। যাহার নিমিত্ত আপনি রাজ্যচ্যুত হইলেন, এক্ষণে সেই শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, সে আমাদের বধ্য; তাহাকে বধ করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। যে ব্যক্তি অগ্রে অপকার করিয়াছে, তাহার বিনাশে কখন অধর্ম স্পর্শিবে না। ভরত পূর্বাপরাধী, তাহাকে সংহার করিলে আমাদের ধর্মলাভ হইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি ঐ দুষ্টকে বধ করিয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। অদ্য রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী দুঃখিতচিত্তে ভরতকে আমার হস্তে হস্তিদন্তবিদীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় নিহত দেখিবে। অদ্য আমি মন্থরার সহিত কৈকেয়ীকেও বিনাশ করিব। অদ্য বসুমতী মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হউন। যেমন তৃণরাশিতে অগ্নি নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ আমি আজ শত্রুসৈন্যে সঞ্চিত ক্রোধ ও অসৎকার পরিত্যাগ করিব। অদ্য শাণিত শরসমূহে শত্রু-শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া চিত্রকূটের কানন শোণিতাক্ত করিয়া ফেলিব। এক্ষণে আমার শরদণ্ডে যে-সমস্ত হস্তী অশ্ব ও মনুষ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে, শৃগাল ও কুক্কুরসকল তাহাদিগকে আকর্ষণ করুক। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ভরতকে সসৈন্যে নিহত করিয়া অদ্য শরকার্মুকের ঋণ পরিশোধ করিব।

সপ্তনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম, লক্ষ্মণকে ভরতের প্রতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! মহাবল ভরত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে সচর্ম অসি ও শরাসনে কি প্রয়োজন? আমি পিতৃসত্য পালনের অঙ্গীকার করিয়াছি, সুতরাং যুদ্ধে ভরতকে সংহার করিয়া কলঙ্কিত রাজ্যেই বা আমার কি হইবে? আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে বিনাশ করিলে যে-সমস্ত দ্রব্যের অধিকার সম্ভব, আমি বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় তাহা কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, ধর্ম অর্থ কাম এবং পৃথিবীকেও কেবল তোমাদের নিমিত্ত অভিলাষ করি। অস্ত্র স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, ভ্রাতৃগণকে পালন ও তাঁহাদের সুখবর্ধনের জন্যই আমার রাজ্যলাভের বাঞ্ছা, লক্ষ্মণ!
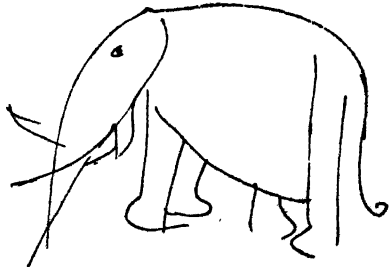
এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরা আমার পক্ষে দুর্লভ নহে, কিন্তু আমি অধর্মানুসারে ইন্দ্রত্বও প্রার্থনা করি না। অধিক কি তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমি যে সুখের স্পৃহা করিব, অগ্নি যেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বৎস! এক্ষণে বোধ হয়, প্রাণাধিক ভরত মাতুলগৃহ হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছেন। আসিয়া আমার জটাচীরধারণ এবং জানকী ও তোমার সহিত নির্বাসন এই অপ্রীতিকর সংবাদে যারপরনাই কাতর হইয়া স্নেহভরে কেবল আমায় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আসিবার অন্য কোন অভিপ্রায় সম্ভাবনা করিও না। এক্ষণে তিনি জননী কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ ও কটূক্তি করিয়া পিতার সম্মতিক্রমে আমায় রাজ্য সমর্পণ করিবেন। তিনি ভ্রাতা ভরত, সুতরাং আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার উচিতই হইতেছে। তিনি মনেও কখন আমাদের অহিতাচরণ করিবেন না। লক্ষ্মণ! তুমি যে আজ তাঁহাকে শংকা করিতেছ, ইহার কারণ কি? তিনি কি কখন তোমার কোন অপকার করিয়াছেন? এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা কি কখন তোমায় কহিয়াছেন? তাঁহার প্রতি কোনপ্রকার নিষ্ঠুর বাক্য আর প্রয়োগ করিও না। ভরতকে রূঢ় কথা কহিলে আমাকেই লক্ষ্য করা হইবে। জানি না, সংকটকালে পুত্র পিতাকে এবং ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে কি প্রকারে সংহার করে? যদি রাজ্যের নিমিত্ত ঐ প্রকার কহিয়া থাক, তাহা হইলে আমি ভরতের সাক্ষাতে বলিব, তুমি ইঁহাকে রাজ্য দেও। আমি এইরূপ কহিলে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না।

লক্ষ্মণ ধর্মপরায়ণ রামের এই কথা শুনিয়া লজ্জায় যেন দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া কহিলেন, আর্য! বোধ হয় পিতা স্বয়ংই আপনাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। তখন রাম লক্ষ্মণকে যৎপরোনাস্তি অপ্রস্তুত দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর সম্পাদনের নিমিত্ত কহিলেন, ভাই! জ্ঞান হয়, পিতা এখানে ঐ নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছেন। দেখ, ভোগবিলাসে কালক্ষেপ করা আমাদের অভ্যাস, তিনি তাহা জানেন; এক্ষণে আমরা অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইতেছি তিনি ইহা অনুধাবন করিয়া আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইবেন সন্দেহ নাই। ঐ সেই বায়ুবেগগামী মহাবল দুই অশ্ব পরিদৃশ্যমান হইতেছে। ঐ সেই শত্রুঞ্জয় নামে বৃহৎকায় বৃদ্ধ হস্তী সৈন্যগণের অগ্রে আগমন করিতেছে। কিন্তু তাঁহার সেই প্রখ্যাত শ্বেত ছত্র দেখিতেছি না; যাহাই হউক, এক্ষণে আমার মনে বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ! তুমি আমার কথা শুন এবং বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর। অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ না হয়, এইজন্য সৈন্যগণকে পর্বতের ইতস্ততঃ অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। উহারাও তথায় সার্ধযোজন অধিকার করিয়া বাস করিতে লাগিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ॥ অনন্তর ভরত গুরুজনসেবক রামের নিকট পদব্রজে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস! তুমি বহুসংখ্য লোক ও নিষাদগণকে লইয়া শীঘ্র অরণ্যের চতুর্দিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। গুহ শর-শরাসনধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে অন্বেষণ করুন এবং আমিও পুরবাসী, অমাত্য, গুরু, ও ব্রাহ্মণের সহিত পাদচারে পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত

হই। বলিতে কি, যতক্ষণ না আমি রাম লক্ষ্মণ ও জানকীর দর্শন পাইতেছি, যতক্ষণ না রামের সেই পদ্মপলাশলোচন চন্দ্রানন দেখিতেছি, যতক্ষণ না তাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশলাঞ্ছিত চরণযুগল মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, এবং যতক্ষণ না তিনি অভিষেক-সলিলে সিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতেছেন, তাবৎ আমার মনে শান্তিলাভ হইতেছে না। লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি আর্য রামের সেই নির্মল মুখকমল নিরন্তর অবলোকন করিতেছেন। জানকীই ধন্য, তিনি সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি রামের অনুগমন করিয়াছেন। এই গিরিরাজসদৃশ চিত্রকূটই ধন্য, যক্ষেশ্বর কুবের যেমন নন্দন কাননে তদ্রূপ রাম এই স্থানে বাস করিয়া আছেন। এই হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ দুর্গম অরণ্যই ধন্য, স্বয়ং রাম ইহা আশ্রয় করিয়া আছেন।

এই বলিয়া ভরত পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিলেন এবং পর্বতশৃঙ্গসঞ্জাত কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শীঘ্র এক শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, রামের আশ্রমগত অগ্নির ধূমশিখা উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি, রাম এই স্থানেই আছেন, বুঝিয়া সবান্ধবে যারপরনাই আনন্দিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞান হইল, যেন তিনি পারাবার উত্তীর্ণ হইলেন। পরে অন্বেষণ-প্রবৃত্ত সৈন্যদিগকে তথায় স্থাপন করিয়া গুহের সহিত রামের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

নবনবতিতম সর্গ ॥ গমনকালে ভরত বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! আপনি বিলম্ব না করিয়া আমার মাতৃগণকে আনয়ন করুন। তিনি বশিষ্ঠকে এই কথা বলিয়া উৎসুক মনে শত্রুঘ্নকে রামের আশ্রম-চিহ্নসকল প্রদর্শনপূর্বক দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। রামদর্শনের ইচ্ছা তাঁহার ন্যায় সুমন্ত্রেরও হইয়াছিল, সুতরাং সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ ভরত কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া তাপসনিবাসসদৃশ এক পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। উহার সম্মুখে ভগ্ন কাষ্ঠ এবং দেবার্চনার্থ আহৃত পুষ্প রহিয়াছে, অভ্যন্তরে শীত-নিবারণের জন্য মৃগ ও মহিষের করীষ সঞ্চিত আছে। আরও দেখিলেন, স্থানে স্থানে আশ্রমস্থ বৃক্ষে কুশ ও বল্কলের অভিজ্ঞানও প্রদত্ত হইয়াছে।

তখন ভরত অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া শত্রুঘ্ন ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, দেখ, মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। বোধ হয়, ইহার অদূরেই মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই সকল বৃক্ষে বল্কল নিবদ্ধ দেখিতেছি; জ্ঞান হইতেছে, লক্ষ্মণকে অসময়ে আশ্রমের বহির্ভাগে আসিতে হয়, এই কারণে তিনি পথ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শৈলপার্শ্বে বিশালদশন মাতঙ্গগণের গমনপথ, উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি তর্জন-গর্জন করিয়া ঐ স্থান দিয়াই ধাবমান হইয়া থাকে। মুনিরা বনমধ্যে নিরন্তর যাহা রক্ষা করেন, ঐ সেই অগ্নির নিবিড় ধূম উত্থিত হইতেছে। আমি এখানেই সেই গুরুশুশ্রূষানুরাগী মহর্ষিসদৃশ আর্য রামকে দেখিতে পাইব।

অনন্তর ভরত মন্দাকিনীর নিকট চিত্রকূট প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, আর্য রাম নির্জনে বীরাসনে বসিয়া আছেন, এক্ষণে আমার জন্ম ও জীবনে ধিক! তিনি আমারই নিমিত্ত বিপন্ন ও বিষয়বাসনাশূন্য হইয়া বনবাসী হইয়াছেন, অতঃপর

এই লোকাপবাদ আমায় সহিতে হইবে। আজ রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার পদতলে পড়িব, এবং লক্ষ্মণ ও জানকীরও চরণে ধরিব।

ভরত এইরূপ পরিতাপ করিতে করিতে নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, রামের পবিত্র পর্ণকুটীর শাল, তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রে আচ্ছাদিত, বিশাল, অল্প-বিস্তীর্ণ ও অতি সুন্দর। তন্মধ্যে ইন্দ্রায়ুধাকার মহাসার শত্রুনাশক গুরুকার্য-সাধক শরাসন আছে, উহার পৃষ্ঠ স্বর্ণপট্টে নিবন্ধ। যেমন পাতালপুরী সর্পে, তদ্রূপ তূণীর সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রদীপ্তমুখ তীক্ষ্ন শরে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থলে হেমময় কোষে অসি, স্বর্ণবিন্দুচিত্রিত চর্ম ও অঙ্গুলি-ত্রাণ। যেমন সিংহের গহ্বর মৃগের অগম্য, তদ্রূপ ঐ পর্ণকুটীর শত্রুবর্গের একান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইয়া আছে। তথায় এক প্রশস্ত বেদি প্রস্তুত ছিল, উহার উত্তরপূর্বাস্য ক্রমশঃ নিম্ন এবং উহাতে সতত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। ভরত এইসকল নেত্রগোচর করিয়া পরে দেখিলেন, পদ্মপলাশলোচন হুতাশনকল্প রাম, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুর ন্যায় পর্ণকুটীর মধ্যে চর্মাসনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পরিধান চীর বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাভার। ভরত সেই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ধার্মিককে দর্শন করিয়া দুঃখাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অত্যন্ত অধীর হইয়া বাষ্পগদগদবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা! প্রজারা রাজসভায় যাঁহার আরাধনা করিবে, এক্ষণে বন্য মৃগেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করা যাঁহার অভ্যাস, তিনি এক্ষণে মৃগচর্ম ধারণ করিতেছেন। বিচিত্র মাল্যে বেশবিন্যাস করা যাঁহার সমুচিত তিনি এক্ষণে কিরূপে মস্তকে জটাভার বহন করিতেছেন। যথাবিহিত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান-পূর্বক ধর্মসঞ্চয় করা যাঁহার যোগ্য, তিনি এক্ষণে কিরূপে কায়ক্লেশসাধ্য পুণ্য আহরণ করিতেছেন। যে অঙ্গ বহুমূল্য চন্দনে রঞ্জিত থাকিত, এক্ষণে তাহা কিরূপে মললিপ্ত আছে। হা! আর্য কেবল আমারই জন্য এই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, অতঃপর এই পামরের ঘৃণিত জীবনে ধিক!

এই বলিতে বলিতে ভরত ঘর্মাক্তমুখে রামের নিকট গমন করিলেন এবং সন্নিহিত না হইতেই রোদন করিতে করিতে ভূতলে নিপাতিত হইলেন। তাঁহার অন্তরে দুঃখানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে কহিলেন, আর্য!—একবার মাত্র সম্বোধন করিয়াছেন, অমনি বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি আর বাক্যস্ফূর্তি করিতে পারিলেন না। পরে পুনরায় রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আর্য!—এবারেও তদ্রূপ স্বরবন্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর শত্রুঘ্ন সজললোচনে রামের পাদবন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ও সূর্য যেমন নভোমণ্ডলে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, তদ্রূপ রাম ও লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সমাগত হইলেন। অরণ্যবাসীরা ঐ চারিজন রাজকুমারকে দেখিয়া বিষাদে অনর্গল নেত্রজল মোচন করিতে লাগিল।

শততম সর্গ ॥ এদিকে ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূতলে পতিত আছেন, তাঁহার মুখকান্তি মলিন, এবং তিনি যারপরনাই কৃশ হইয়া গিয়াছেন। রাম সেই যুগান্তকালীন সূর্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য জটাচীরধারী মহাবীরকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ, হস্তধারণ এবং তাঁহাকে

আলিঙ্গন ও অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এক্ষণে পিতা কোথায়? তুমি যে বনে আইলে? তাঁহার জীবদ্দশায় তোমার এ স্থানে আগমন করা উচিত হয় নাই। আমি বহুদিনের পর তোমায় মাতুলালয় হইতে আসিতে দেখিলাম। এক্ষণে বল, এই দুর্জ্ঞেয় অরণ্যে তুমি কি কারণে উপস্থিত হইলে? মহারাজ কি জীবিত আছেন? না, আমার বিয়োগে শোকাকুল হইয়া লোকান্তরে গিয়াছেন? তুমি বালক, রাজ্য ত বিহস্ত হয় নাই? পিতৃসেবায় ত রত আছ? যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, আমাদিগের সেই ধর্মপরায়ণ পিতা ত কুশলে আছেন? কুলগুরু বশিষ্ঠ ত যথোচিত আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ত মঙ্গল? আর্যা কৈকেয়ী ত আনন্দে

কালযাপন করিতেছেন? মহাকুলোৎপন্ন কার্যপরিদর্শক বিনয়ী বহুজ্ঞ আর্য সুযজ্ঞ ত সংকৃত হইয়া থাকেন? ধীমান মনুষ্যেরা ত তোমার অগ্নিকার্যে নিযুক্ত আছেন? উঁহারা যথাকালে হোমের সংবাদ তোমায় ত জ্ঞাপন করিয়া থাকেন? তুমি ত দেবতা. পিতৃ, পিতৃতুল্য গুরু, বৃদ্ধ. বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণকে সবিশেষ সম্মান কর? যিনি অমন্ত্র ও সমন্ত্রক শর প্রয়োগ করিতে সমর্থ, সেই অর্থশাস্ত্রবিৎ উপাধ্যায় সুধন্বার ত অবমাননা কর না? মহাবল বিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় সৎকুলপ্রসূত ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মসম লোকদিগকে ত মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছ? দেখ. শাস্ত্রবিশারদ অমাত্যগণের প্রযত্নে মন্ত্র সুরক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হয়। বৎস! তুমি ত নিদ্রার বশীভূত নও? যথাকালে ত জাগরিত হইয়া থাক? রাত্রিশেষে অর্থাগমের উপায় ত অবধারণ কর? তুমি একাকী বা বহু লোকের সহিত ত মন্ত্রণা কর না? যে বিষয় নির্ণীত হয়. তাহা ত গোপনে থাকে? যাহা অল্পায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ এইরূপ কোন কার্য অবধারণ করিয়া শীঘ্রই ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাক? তোমার যে কার্য সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা সম্পন্নপ্রায়, সামন্তরাজগণ সেইগুলিই ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন? যে-সমস্ত বিষয় অবশিষ্ট আছে. উঁহারা ত তাহা জানিতে পারেন না? তুমি ও তোমার মন্ত্রী, তোমরা. যাহা গোপন করিয়া রাখ তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহা ত কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে না? সহস্র মূর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটিমাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক? দেখ, অর্থসংকট উপস্থিত হইলে বিজ্ঞ লোকই সর্বতোভাবে শুভসাধন করিয়া থাকেন। যদি নৃপতি সহস্র বা অযুত মূর্খে পরিবৃত হন, তাহা হইলে উহাদের দ্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্যলাভ হয় না। বলিতে কি, মেধাবী মহাবল সুদক্ষ বিচক্ষণ একজন অমাত্যই, রাজা বা রাজকুমারের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। বৎস! উন্নত শ্রেণীতে উন্নত. মধ্যম শ্রেণীতে মধ্যম, এবং অধম শ্রেণীতে অধম ভৃত্য ত নিয়োগ করিয়াছ? যে-সকল অমাত্য কুলক্রমাগত ও সচ্চরিত্র, এবং যাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করেন না, তুমি তাঁহাদিগকে ত প্রধান প্রধান কার্যের ভার প্রদান কর? প্রজারা অতি কঠোর দণ্ডে নিপীড়িত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না? যেমন মহিলারা বল-প্রয়োগপর কামুককে ঘৃণা করে. তদ্রূপ যাজকেরা তোমায় পতিত জানিয়া ত অগৌরব করিতেছেন না? সামাদিপ্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞ, অবিশ্বাসী ভৃত্য, ও ঐশ্বর্যপ্রার্থী বীর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে. সে স্বয়ংই বিনষ্ট হয়, তুমি ত এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া থাক? যিনি মহাবীর ধীর ধীমান সৎ-কুলোদ্ভব সুদক্ষ ও অনুরক্ত, তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিয়াছ? যাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ এবং যাঁহারা লোকসমক্ষে আপনার পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে ত সমাদর কর? তুমি ত যথাকালে সৈন্যগণকে অন্ন ও বেতন প্রদান করিয়া থাক? তদ্বিষয়ে ত বিলম্ব কর না? অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা স্বামীর প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই তাঁহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। বৎস! প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা তোমার প্রতি ত বিশেষ অনুরক্ত আছেন? এবং তাঁহারা তোমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগেও ত প্রস্তুত? যাহারা জনপদবাসী বিদ্বান অনুকূল প্রত্যুৎপন্নমতি ও যথোক্তবাদী. এইরূপ লোকদিগকে ত দৌত্যকার্যে নিয়োগ করিয়াছ? তুমি অন্যের অষ্টাদশ ও স্বপক্ষে পঞ্চদশ. প্রত্যেক তীর্থে তিন তিন গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া ত সমুদয় জানিতেছ? যে শত্রু দূরীকৃত

হইয়া পুনর্বার আগমন করিয়াছে, দুর্বল হইলেও তাহাকে ত উপেক্ষা কর না? নাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তোমার ত বিশেষ সংস্রব নাই? ঐ সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী বালকেরা কেবল অনর্থ উৎপাদনেই সুপটু। উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র থাকিতে ঐ সকল কূটবোদ্ধা তর্কবিদ্যাজনিত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, নিরর্থক বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকে। বৎস! যথায় বহুসংখ্য হস্ত্যশ্ব ও রথ আছে, পুরদ্বার দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য, স্বকর্মপর উৎসাহশীল জিতেন্দ্রিয় আর্যগণ বাস করিতেছেন, এবং রমণীয় প্রাসাদসকল শোভা পাইতেছে, আমাদিগের পূর্বপুরুষগণের বাসভূমি সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যা ত তুমি রক্ষা করিতেছ? যথায় বহুসংখ্য চৈত্য, দেবস্থান, প্রপা ও তড়াগ রহিয়াছে, স্ত্রীপুরুষ সকলে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট, সমাজ ও উৎসব সততই অনুষ্ঠিত হইতেছে, যে স্থানে বিস্তর রত্নের খনি, সীমান্তে ক্ষেত্রসকল হলকর্ষিত ও শস্য সুপ্রচুর, যথায় দুরাচার পামরেরা স্থান পায় না, হিংসা ও হিংস্র জন্তু নাই, এবং নদীজলেই কৃষিকার্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ ত এক্ষণে উপদ্রবশূন্য? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে? এবং উহারা স্ব-স্ব কার্যে রত থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে? ইষ্টসাধন ও অনিষ্টনিবারণপূর্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক? অধিকারে যত লোক আছে, ধর্মানুসারে সকলকে রক্ষা করাই তোমার কর্তব্য। বৎস! স্ত্রীলোকেরা ত তোমার যত্নে সাবধানে আছে? উহাদিগকে ত সমাদর করিয়া থাক? বিশ্বাস করিয়া উহাদের নিকট কোন গুপ্ত কথা ত প্রকাশ কর না? তোমার পশুসংগ্রহে আগ্রহ কিরূপ? রাজ্যের অনেক বন হস্তীর আকর, তৎসমুদয়ের ত তত্ত্বাবধান করিয়া থাক? রাজবেশে সভামধ্যে ত প্রবেশ কর? প্রতিদিন পূর্বাহ্নে গাত্রোত্থান করিয়া রাজপথে ত পরিভ্রমণ করিয়া থাক? ভৃত্যেরা কি নির্ভয়ে তোমার নিকট আইসে, না—এককালেই অন্তরালে রহিয়াছে? দেখ, অতিদর্শন ও অদর্শন—এই উভয়ের মধ্যরীতিই অর্থপ্রাপ্তির কারণ। বৎস! দুর্গসকল ধনধান্য জল যন্ত্র অস্ত্র শস্ত্র এবং শিল্পী ও বীরে ত পরিপূর্ণ আছে? তোমার আয় ত অধিক, ব্যয় ত অল্প? অপাত্রে ত অর্থ বিতরণ কর না? দৈবকার্য, পিতৃকার্য, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের পরিচর্যা, যোদ্ধা ও মিত্রবর্গে ত তুমি মুক্তহস্ত আছ? কোন শুদ্ধস্বভাব সাধুলোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ধর্মশাস্ত্রবিৎ বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ না করিয়া তুমি ত অর্থলোভে তাঁহাকে দণ্ড প্রদান কর না? যে তস্কর ধৃত, লোপ্ত্রের সহিত পরিগৃহীত এবং বহুবিধ প্রশ্নে স্পষ্ট হইয়াছে, ধনলোভে তাহাকে ত মোচন করা হয় না? ধনী বা দরিদ্র যাহারই হউক না, বিবাদরূপ সংকটে তোমার অমাত্যেরা ত অপক্ষপাতে ব্যবহার পর্যালোচনা করেন? দেখ, যাহাদের মিথ্যাভিযোগের সম্যক্‌ বিচার না হয়, সেইসকল নিরীহ লোকের নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা ঐ ভোগাভিলাষী রাজার পুত্র ও পশুসকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বৎস! তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ও প্রধান প্রধান লোকদিগকে ত বাক্য ব্যবহার ও অর্থে বশীভূত করিয়াছ? গুরু, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, চৈত্য, ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে ত নমস্কার কর? অর্থ দ্বারা ধর্ম, ধর্ম দ্বারা অর্থ, এবং কাম দ্বারা ঐ উভয়কে ত নিপীড়িত কর না? তুমি ত যথাকালে ধর্ম অর্থ ও কাম সমভাবে সেবা করিয়া থাক? বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা, পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত তোমার ত শুভাকাঙ্ক্ষা করেন? নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ,

আলস্য, ইন্দ্রিয়সেবা, এক ব্যক্তির সহিত রাজ্যচিন্তা, ও অনর্থদর্শীদিগের সহিত পরামর্শ, নির্ণীত বিষয়ের অননুষ্ঠান, মন্ত্রণাপ্রকাশ, প্রাতে কার্যের অনারম্ভ এবং সমুদয় শত্রুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধযাত্রা, তুমি ত এই চতুর্দশ রাজদোষ পরিহার করিয়াছ? দশবর্গ, পঞ্চবর্গ, চতুর্বর্গ, সপ্তবর্গ, অষ্টবর্গ ও ত্রিবর্গের ফলাফল ত জানিয়াছ? ত্রয়ী বার্তা ও দণ্ডনীতি এই তিন বিদ্যা ত তোমার অভ্যস্ত আছে? ইন্দ্রিয়জয়, ষাড়্‌গুণ্য, দৈব ও মানুষ ব্যসন, রাজকৃত্য, বিংশতিবর্গ, প্রকৃতিবর্গ, মণ্ডল, যাত্রা, দণ্ডবিধান, দ্বিযোনি, সন্ধি ও বিগ্রহ এই সমুদয়ের প্রতি তোমার ত দৃষ্টি আছে? বেদোক্ত কর্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছ? ক্রিয়াকলাপের ফল ত উপলব্ধি হইতেছে? ভার্যাসকল ত বন্ধ্যা নহে? শাস্ত্রজ্ঞান ত নিষ্ফল হয় নাই? আমি যেরূপ কহিলাম, তুমি ত এইপ্রকার বুদ্ধির অনুসারে চলিতেছ? ইহা আয়ুষ্কর যশস্কর এবং ধর্ম অর্থ ও কামের পরিবর্ধক। আমাদিগের পূর্বপিতামহগণ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তুমি ত তাহারই অনুসরণ করিয়াছ? স্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য তুমি ত একাকী ভোজন কর না? যে-সকল মিত্র আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে ত উহা প্রদান করিয়া থাক? বৎস! দেখ, প্রজাগণের দণ্ডদাতা মহীপাল ধর্মানুসারে সমস্ত পালন ও সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়া অন্তে স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

একাধিকশততম সর্গ॥ রাম ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে প্রশ্নচ্ছলে এইরূপ উপদেশ দিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক জটাচীর ধারণ করিয়া কি কারণে এই স্থানে আইলে? স্পষ্ট বল, শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

তখন ভরত কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আর্য! পিতা কৈকেয়ীর নিয়োগে অতি দুষ্কর কার্য সাধন করিয়া পুত্রশোকে সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বলিতে কি, আমার জননী হইতেই এই অযশস্কর গুরুতর পাপ আচরিত হইয়াছে। রাজ্যভোগের কথা দূরে থাক, তিনি বিধবা ও শোকার্তা হইয়া অতঃপর ঘোর নরকে নিমগ্ন হইবেন। আর্য! আমি আপনার দাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এবং স্বয়ং দেবরাজের ন্যায় রাজ্য অধিকার করুন। এই সমস্ত প্রজা ও বিধবা মাতৃগণ আপনার সন্নিধানে আসিয়াছেন, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। আপনি সর্বজ্যেষ্ঠ, অভিষেক আপনাকেই অর্শে, এক্ষণে আপনি ধর্মানুসারে রাজ্যগ্রহণ করিয়া আত্মীয়-স্বজনের কামনা পূর্ণ করুন। বসুমতী আপনাকে পতিত্বে লাভ করিয়া বৈধব্য হইতে বিমুক্ত হউন। আমি মন্ত্রিগণের সহিত আপনার চরণে ধরি, আমি আপনার ভ্রাতা শিষ্য ও দাস, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমস্ত অমাত্য পুরুষপরম্পরাগত, ইঁহারা কখন উপেক্ষিত হন নাই, ইঁহাদিগকে অতিক্রম করা আপনার উচিত হইতেছে না। এই বলিয়া ভরত বাষ্পাকুললোচনে রামের পদতলে নিপতিত হইলেন।

তখন রাম ভরতকে দুঃখভরে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, আমি সৎ-বংশোদ্ভব ও তেজস্বী, রাজ্যের নিমিত্ত মদ্বিধ লোক কিরূপে পাপ আচরণ করিবে? আমার বনবাস বিষয়ে তোমার অণুমাত্র দোষ নাই। তুমিও অজ্ঞানতা নিবন্ধন তোমার জননীর প্রতি অকারণ দোষারোপ করিও না। উপযুক্ত পুত্র

ও কলত্রে গুরুজনের স্বেচ্ছাচার অবিহিত নহে। ইহলোকে সাধুরা ভার্যা, পুত্র ও শিষ্যদিগকে যেমন স্বৈরনিয়োগের পাত্র বলিয়া জানেন, মহারাজের পক্ষে আমরাও তদ্রূপ। তিনি আমাকে চীর পরিধান করাইয়া বনে দিতে পারেন এবং রাজ্য অর্পণেও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভুতা আছে। পিতার যতদূর গৌরব, মাতারও তদ্রূপ, আমাকে যখন তাঁহারা বনবাসে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন কিরূপে অন্য প্রকার আচরণ করিব? এক্ষণে তুমি অযোধ্যায় গিয়া রাজ্য শাসন কর, আর আমি বল্কল পরিধান করিয়া দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করি। মহারাজ সর্বজন সমক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা ও আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বাক্য রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। তিনি তোমায় যে ভাগ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তুমি গিয়া তাহা উপভোগ কর। সেই ইন্দ্রতুল্য মহাত্মা আমায় যাহা কহিয়াছেন, তাহা আমার হিতকর, রাজ্য কোনমতেই প্রীতিকর হইতেছে না।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ ॥ ভরত কহিলেন, আর্য! আমি ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং রাজধর্মে আর আমার প্রয়োজন কি? জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার নিষিদ্ধ, এই ব্যবহারই আমাদের পুরুষপরম্পরায় আদৃত হইয়া আসিতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি আমার সহিত অযোধ্যায় চলুন এবং বংশের অভ্যুদয়কামনায় রাজ্যভার গ্রহণ করুন। যাঁহার কার্য ধর্মানুগত ও অলোকসামান্য সকলে যদিও সেই রাজাকে মনুষ্য বলিয়া নির্দেশ করে, কিন্তু তিনি দেবতা। আর্য! আমি যখন কেকয় দেশে, আপনি অরণ্যবাসে এই অবকাশে সেই যজ্ঞশীল রাজা দেহত্যাগ করিয়াছেন। অযোধ্যা হইতে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত আপনার নিষ্ক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি শোকভরে অভিভূত হইয়া লোকলীলা সংবরণ করেন; এক্ষণে আপনি উত্থিত হইয়া তাঁহার তর্পণ করুন; আমরা পূর্বেই এই কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, প্রিয়প্রদত্ত বস্তু পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া থাকে। হা! মহীপাল আপনার দর্শন লালসায়, উদ্দেশে কতই শোক করিয়াছেন; তিনি কোনমতে আপনা হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, আপনার বিয়োগেই রুগ্ন হইলেন, এবং আপনাকে স্মরণ করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

ত্র্যধিকশততম সর্গ ॥ রাম ভরতের মুখে এই বজ্রপাতসদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহুপ্রসারণপূর্বক পরশুচ্ছিন্ন কুসুমিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তদীয় ভ্রাতৃগণ ও জানকী উৎখাতকেলি-পরিশ্রান্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে ধরাশায়ী দেখিয়া বাষ্পাকুললোচনে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত জলসেক করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রামের সংজ্ঞালাভ হইল। তিনি রোদন করিতে করিতে দীনভাবে কহিলেন, ভরত! পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? সেই রাজকুলকেশরী-বিরহিত নগরীকে অতঃপর আর কেই বা প্রতিপালন করিবে? আমি অতি অশুভজন্মা, আমা হইতে পিতার কোন্ কার্য সাধিত হইবে? যিনি আমার শোকে দেহপাত করিয়াছেন, আমি তাঁহার অগ্নিসংস্কারাদি কিছুই করিতে পারিলাম না। ভরত! তুমি ধন্য, তুমি ও শত্রুঘ্ন তোমরা পিতার অন্ত্যেষ্টি

ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছ। এক্ষণে বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলেও আমি আর সেই নিরাশ্রয় বহুনায়ক অযোধ্যায় যাইব না; পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং যাইলেও অতঃপর কে আমায় হিতাহিত উপদেশ দিবে? আমি কোন কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিলে তিনি আমাকে যে-সমস্ত বাক্যে অভিনন্দন করিতেন, এক্ষণে সেই প্রকার শ্রুতিসুখকর কথাই বা আর কে শুনাইবে?

অনন্তর রাম পূর্ণচন্দ্রাননা জানকীর সম্মুখীন হইয়া শোকাকুলমনে কহিলেন, সীতে! তোমার শ্বশুর দেহত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। অদ্য ভ্রাতা ভরত এই শোক-সংবাদ প্রদান করিলেন!

রাম এইরূপ কহিলে তৎকালে সকলেরই নেত্র হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বহিতে লাগিল। তখন তাঁহারা রামকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আর্য! আপনি এক্ষণে মহারাজের তর্পণ করুন।

শ্বশুরের স্বর্গারোহণ-বার্তা শ্রবণে জানকীর নয়নযুগল বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন তিনি আব রামকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। তখন রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া দুঃখিত মনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ইঙ্গুদীফল ও নূতন বল্কল আনয়ন কর, আমি এক্ষণে মন্দাকিনীতে গিয়া পিতার তর্পণ করিব। জানকী অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন, তুমি ইঁহার অনুসরণ করিবে, আমি সর্বশেষে যাইব। দেখ, শোককালে এইরূপে গমন করাই শাস্ত্রসঙ্গত।

অনন্তর চিরানুচর সুমন্ত্র রামের হস্তধারণপূর্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে করিতে মন্দাকিনীতীর্থে আনয়ন করিলেন। ভরত প্রভৃতি অন্যান্য সকলেও তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাম দক্ষিণাস্য হইয়া অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া গলদশ্রু-লোচনে কহিলেন, পিতঃ! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে মৎপ্রদত্ত এই নির্মল জল আপনাকে পরিতৃপ্ত করুক। পরে তিনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নদীতীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং দর্ভময় আস্তরণে বদরীমিশ্রিত ইঙ্গুদীপিণ্ড সংস্থাপনপূর্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, পিতঃ! আপনি প্রীত হইয়া এই পিণ্ড ভক্ষণ করুন। আমরা এক্ষণে বনমধ্যে এইরূপ বস্তুই ভোজন করি। পুরুষের যে বস্তু ভোগের, তাহার পিতৃলোকেরও তাহাই উপযোগের হইয়া থাকে।

পরে তিনি নদীতট পরিত্যাগপূর্বক যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া পর্বতে উত্থিত হইলেন, এবং পর্ণকুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দুই হস্তে ভরত ও লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহারা পিতৃশোকে অধিকতর অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং জানকীর সহিত মিলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের রোদন-শব্দ সিংহনাদের ন্যায় পর্বত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। ঐ তুমুল ধ্বনি শ্রবণে ভরতের সৈন্যগণ মনে মনে নানা আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, বোধ হয়, ভরত রামের সহিত সমাগত হইয়া থাকিবেন। তাঁহারা পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, তাহারই এই মহাকোলাহল উত্থিত হইয়াছে। এই বলিয়া অনেকে অশ্ব পরিত্যাগপূর্বক সেই শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া অনন্যমনে ধাবমান হইল। যাহারা অত্যন্ত সুকুমার তাহাদের মধ্যে কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, এবং কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল। অল্পদিন হইল রাম বনবাসী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই যেন তাঁহাকে চিরপ্রবাসীর ন্যায় অনুমান করিল এবং তাঁহার দর্শন লাভার্থ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া ত্বরিৎপদে আশ্রমাভিমুখে চলিল। বনভূমি রথচক্রে দলিত ও

তুরগক্ষুরে সমাহত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন গগনের ন্যায় গভীর শব্দ করিতে লাগিল। করেণু-পরিবৃত মাতঙ্গেরা অতিশয় ভীত হইয়া মদগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত করত বনান্তরে প্রবেশ করিল। বরাহ, মৃগ, মহিষ, সিংহ, সৃমর, ব্যাঘ্র, গোকর্ণ, গবয় ও পৃষতসকল শঙ্কিত হইয়া উঠিল। চক্রবাক, বক, হংস, কোকিল, ও ক্রৌঞ্চগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং ভূলোক ও দ্যুলোক মনুষ্য ও পক্ষিগণে আকীর্ণ হইয়া অপূর্ব এক শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর ভরতের অনুচরগণ আশ্রমে প্রবেশপূর্বক দেখিল, নিষ্কলঙ্ক রাম চত্বরে উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিয়াই উহাদের নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল এবং উহারা মন্থরার সহিত কৈকেয়ীর যথোচিত নিন্দা করিতে করিতে তাঁহার নিকট গমন করিল। তখন রাম উহাদিগকে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্বক বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গন করিলেন; উহারাও তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মৃদঙ্গনাদসদৃশ রোদনধ্বনি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

চতুরধিকশততম সর্গ ॥ এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রামদর্শনাভিলাষে রাজমহিষীদিগকে অগ্রে লইয়া আশ্রমের সন্নিহিত হইলেন। মহিষীরা নদীতট দিয়া মৃদুপদে গমন করিতেছেন, দেখিলেন, মন্দাকিনীর এক স্থানে রাম-লক্ষ্মণের অবতরণার্থ সোপান-পথ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে কৌশল্যা সজলনয়নে শুষ্কমুখে দীনা সুমিত্রা ও অন্যান্য সপত্নীকে কহিলেন, দেখ, যাঁহারা রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন, এইটি সেই অনাথদিগেরই তীর্থ! সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ স্বয়ং নিরলস হইয়া রামের জন্য এই সোপানপথ দিয়া জল লইয়া যান। তিনি যদিও নীচকার্যে নিযুক্ত আছেন, তথাচ নিন্দনীয় হইতেছেন না, যাহা জ্যেষ্ঠের অনাবশ্যক, তাহাই তাঁহার গর্হিত। যাহা হউক, এক্ষণে লক্ষ্মণ যে ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, ইহা কোনও মতে তাঁহার যোগ্য নহে, তিনি আজ এই দুঃখজনক জঘন্য কার্য পরিত্যাগ করুন।

এই বলিয়া কৌশল্যা গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে ভূতলে দক্ষিণাভিমুখ দর্ভোপরি ইঙ্গুদীফলের পিন্ড নিরীক্ষণপূর্বক সপত্নীগণকে কহিলেন, দেখ, এই স্থানে রাম যথাবিধানে মহাত্মা ইক্ষ্বাকুনাথের পিন্ড দান করিয়াছেন। যিনি বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই দেবতুল্য মহারাজের কিছুতেই এইরূপ দ্রব্য ভোজন করা যোগ্য হইতেছে না। যাঁহার প্রভাব ইন্দ্রের ন্যায় এবং যিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ইঙ্গুদীফল কিরূপে ভক্ষণ করিবেন। রাজকুমার রাম এই প্রকার পিন্ড দান করিলেন, ইহা অপেক্ষা অসুখের আর আমার কিছুই নাই। যাহার যেরূপ অন্ন, তাহার পিতৃলোককে তাহাই আহার করিতে হয়, এই লোকপ্রসিদ্ধ কথা এক্ষণে সত্যবোধ হইল। যাহাই হউক, এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া আজ আমার হৃদয় কেন সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না!

অনন্তর মহিষীরা নিতান্ত কাতর হইয়া কৌশল্যাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ভোগপরিশূন্য স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা-সদৃশ রাম তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; দেখিয়াই শোকে অধীর হইলেন এবং সস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাম গাত্রোত্থান করিয়া উঁহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তিনি প্রণাম করিলে উঁহারা সুখস্পর্শ সুকোমল পাণিতল দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠের ধূলি মার্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ দুঃখিতমনে ভক্তিসহকারে উঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। উঁহারা রাম নির্বিশেষে তাঁহাকেও সবিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। পরে বনবাসকৃশা জানকী অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্বশ্রুগণের পাদবন্দনা করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে কৌশল্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে দুহিতার ন্যায় আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, হা! বিদেহরাজের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, রামের ভার্যা কিরূপে এই নির্জন বনে দুঃখ ভোগ করিতেছেন! বৎসে! তোমার মুখখানি শুষ্ক কমলের ন্যায়, দলিত রক্তোৎপলের ন্যায়, ধূলিলিপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় এবং মেঘান্তরিত চন্দ্রের ন্যায় মলিন দেখিয়া অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে সেইরূপ শোক আমার অন্তর্দাহ করিতেছে।

অনন্তর সুরপতি যেমন বৃহস্পতিকে, তদ্রূপ রাম অগ্নিতুল্য বশিষ্ঠকে নমস্কার করিয়া তাঁহারই সহিত উপবিষ্ট হইলেন। ভরতও মন্ত্রী সেনাপতি ও ধর্মপরায়ণ পৌরগণের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিলেন। তিনি রামকে যথোচিত সৎকার করিয়া কি বলিবেন, তৎকালে সকলেরই মনে এই এক কৌতূহল হইতে লাগিল। ঐ সময় ঐ তিন ভ্রাতা সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া সদস্যসহিত তিন অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রজনীও উপস্থিত হইল।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ ॥ রাজকুমারগণ আত্মীয়স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তখন উঁহারা ও অন্যান্য সকলে মন্দাকিনীতীরে প্রাতঃকালীন হোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া রামের সন্নিহিত হইলেন এবং তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত সুহৃজ্জনসমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য! পিতা যে রাজ্য দিয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আপনি নিষ্কণ্টকে ভোগ করুন। বর্ষাকালে প্রবল জলবেগ-ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই রাজ্যখণ্ড আপনি ভিন্ন আর কে আবরণ করিয়া রাখিতে পারিবে? যেমন গর্দভ অশ্বের এবং পক্ষী বিহগরাজ গরুড়ের গতি অনুকরণ করিতে পারে না, আপনার নিকট আমাকেও তদ্রূপ জানিবেন। আর্য! অন্যে যাহার অনুবৃত্তি করে, তাহার জীবন সুখের, আর যে ব্যক্তি অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার জীবন যারপরনাই অসুখের; সুতরাং রাজ্যভার গ্রহণ আপনারই সমুচিত হইতেছে। কেহ একটি বৃক্ষ রোপণ ও যত্নের সহিত পোষণ করিতে লাগিল; উহার স্কন্ধ ও শাখাপ্রশাখাসকল বিস্তীর্ণ এবং উহা খর্বাকার পুরুষের একান্ত দুরারোহ হইয়া উঠিল; এক্ষণে ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া যদি ফল প্রসব না করে, তবে যে ব্যক্তি রোপণ করিয়াছিল, তাহার কিরূপে সন্তোষলাভ হইবে? আর্য! এই দৃষ্টান্ত আপনারই নিমিত্ত প্রদর্শিত হইল। দেখুন, আপনি আমাদের রক্ষক, আমরা আপনার আশ্রিত ভৃত্য, পালন করিবার প্রকৃত সময়ে আপনি যখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন পিতার সমস্ত

প্রয়াস যে ব্যর্থ হইল, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? অতঃপর নানা শ্রেণীর প্রধান লোকেরা আপনাকে প্রখর সূর্যের ন্যায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দর্শন করুন; মত্ত মাতঙ্গসকল আপনার অনুগমনার্থ আনন্দনাদ পরিত্যাগ করুক, এবং অন্তঃপুরের মহিলারাও যারপরনাই আহ্লাদিত হউন। ভরত এইরূপ কহিবামাত্র তৎকালে তত্রত্য সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সুধীর রাম প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! জীব অস্বতন্ত্র, সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য করিতে পারে না, এই কারণে কৃতান্ত ইহকাল ও পরকালে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সমুদয় বস্তুর নাশ আছে, উন্নতির পতন আছে। সংযোগের বিয়োগ ও জীবনেরও মৃত্যু আছে। যেমন সুপক্ক ফলের বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্য কোনরূপ ভয় নাই, তদ্রূপ মৃত্যু ব্যতীত মনুষ্যের আর কোনও আশঙ্কা দেখি না। যেমন দৃঢ়স্তম্ভলম্বিত গৃহ জীর্ণ হইলেই ভঙ্গপ্রবণ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য জরামৃত্যুবশে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে রাত্রি অতিক্রান্ত হইল, তাহা আর প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; যমুনার স্রোত পূর্ণ সমুদ্রে যাইতেছে, তাহাও আর ফিরিবে না। যেমন গ্রীষ্মের উত্তাপ জলাশয়ের জলশোষ করে, সেইরূপ গমনশীল অহোরাত্র মনুষ্যের আয়ুক্ষয় করিতেছে। তুমি এক স্থানেই থাক, বা ইতস্ততঃ পর্যটন কর, তোমার আয়ু ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তুমি আপনার অনুশোচনা কর, অন্যের চিন্তায় তোমার কি হইবে? মৃত্যু তোমার সহিত গমন করিতেছে, তোমার সহিত উপবেশন করিতেছে এবং তোমারই সহিত বহু পথ পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। জরানিবন্ধন দেহে বলী দৃষ্ট হইল, কেশজাল শুক্ল হইয়া গেল, এবং পুরুষও জীর্ণ হইয়া পড়িল, বল দেখি, কি উপায়ে এইসকল নিবারিত হইবে? মনুষ্য সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয়, রজনীসমাগমে পুলকিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার যে আয়ুক্ষয় হইল, তাহা সে বুঝিল না। যখন সম্পূর্ণ নূতনাকারে ঋতুর আবির্ভাব হয়, তখন লোকে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ঋতুপরিবর্তে যে তাহার আয়ুক্ষয় হইল, তাহা সে জানিতে পারিল না। যেমন মহাসমুদ্রে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ, আবার কালবশে বিয়োগ হইয়া থাকে, ধনজন, স্ত্রীপুত্রের বিষয়ও সেইরূপ জানিবে। এই জীবলোকে জন্মমৃত্যুশৃঙ্খল অতিক্রম করা অসম্ভব, সুতরাং যে অন্যের দেহান্তে শোক করিতেছে, আপনার মৃত্যু নিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। যেমন একজন পথিক আর একজনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্বপুরুষেরা যে পথে গিয়াছেন সকলকেই তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব যখন তাহার ব্যতিক্রম দুঃসাধ্য, তখন মৃত লোকের নিমিত্ত শোক করা কি উচিত হয়? জলপ্রবাহের ন্যায় যাহার প্রত্যাবৃত্তি নাই, সেই বয়সের হ্রাস দেখিয়া আপনাকে সুখ-সাধন ধর্মে নিয়োগ করা শ্রেয় হইতেছে, কারণ সুখই সকলের লক্ষ্য। বৎস! সেই সজ্জন-পূজিত ধর্মপরায়ণ পিতা যজ্ঞানুষ্ঠানবলে স্বর্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত হইতেছে না। তিনি জীর্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক-বিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশে শোক করা তোমার বা আমার তুল্য জ্ঞানী বুদ্ধিমানের সঙ্গত হইতেছে না; সকল অবস্থাতেই শোক বিলাপ ও রোদন পরিত্যাগ করা সুধীর লোকের কর্তব্য। অতঃপর তুমি পিতৃবিয়োগ-দুঃখে অভিভূত হইও না, রাজধানীতে গিয়া বাস কর; পিতা তোমাকে এইরূপই অনুমতি করিয়াছেন। আর আমি যথায় যে কার্যে

নিযুক্ত হইয়াছি তথায় তাহারই অনুষ্ঠান করিব। তিনি আমাদের পিতা ও বন্ধু, তাঁহার আদেশ অতিক্রম করা আমার শ্রেয় হইতেছে না, তাঁহাকে সম্মান করা তোমারও উচিত। দেখ, যিনি পারলৌকিক শুভ সঞ্চয়ে অভিলাষ করেন, গুরুলোকের বশীভূত হওয়া তাঁহার বিধেয়। বৎস! পিতা স্বকর্মপ্রভাবে সদ্গতি-লাভ করিয়াছেন, তুমি তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হও, এবং ধর্মে মনোনিবেশপূর্বক আপনার হিতচিন্তা কর। ধর্মপরায়ণ রাম ভরতকে এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

ষড়ধিকশততম সর্গ॥ অনন্তর ভরত কহিলেন, আর্য! আপনি যেরূপ, এই জীবলোকে এপ্রকার আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত এবং সুখও পুলকিত করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধগণের নিদর্শনস্থল হইলেও ধর্মসংশয়ে উঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎ উভয়ই সমান; যখন আপনি এইরূপ বুদ্ধি ধারণ করিতেছেন, তখন আপনার আর পরিতাপের বিষয় কি? বলিতে কি, যিনি আপনার ন্যায় সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, বিপদ উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে বিষণ্ণ হইতে হয় না। আপনি দেবপ্রভাব সর্বদর্শী সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ; জীবের উৎপত্তি-বিনাশ আপনার অবিদিত নাই; সুতরাং দুর্বিষহ দুঃখ ভবাদৃশ ব্যক্তিকে কিরূপে অভিভূত করিবে? আর্য! আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, ঐ সময় ক্ষুদ্রাশয়া জননী আমার জন্য যে অকার্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হউন, আমি কেবল ধর্মানুরোধে ঈদৃশ অপরাধেও ঐ পাপীয়সীর প্রাণদণ্ড করিলাম না। পুণ্যশীল রাজা দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ এবং ধর্মাধর্ম অনুধাবন করিয়া কিরূপে গর্হিত আচরণ করিব? আর্য! মহারাজ আমাদের গুরু পিতা ও দেবতা, কেবল এইসকল কারণে এক্ষণে আমি তাঁহার নিন্দা করিলাম না, কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্মের মর্মজ্ঞ স্ত্রীর হিতকামনায় এইরূপ কামপ্রধান পাপকর্ম করা কি তাঁহার উচিত? প্রসিদ্ধি আছে যে, আসন্নকালে লোকের বুদ্ধি-বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, মহারাজের এই ব্যবহারে এক্ষণে তাহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে। যাহাই হউক, ক্রোধ মোহ ও অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন তাঁহার যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, শুভ সংসাধনোদ্দেশে আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন। পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই পুত্রের নাম অপত্য, এই বাক্য সার্থক হউক। পিতার দুর্ব্যবহার অনুমোদন করা আপনার উচিত নহে; তিনি যে কার্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ধর্মবহির্ভূত ও একান্তই গর্হিত। এক্ষণে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনি সকলকে পরিত্রাণ করুন। কোথায় অরণ্য, কোথায় বা ক্ষত্রিয় ধর্ম, কোথায় জটা, কোথায় বা রাজ্যশাসন, এইরূপ বিসদৃশ কার্য কোনও মতে আপনার উপযুক্ত হইতেছে না। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম, কোন্ ক্ষত্রিয়াধম এই প্রত্যক্ষ ধর্মে উপেক্ষা করিয়া সংশয়াত্মক ক্লেশদায়ক বার্ধক্য ধর্ম আচরণ করিবে? যদি ক্লেশসাধ্য ধর্ম আপনার এতই অভিমত হইয়া থাকে, আপনি ধর্মানুসারে বর্ণচতুষ্টয়কে পালন করিয়া ক্লেশ ভোগ করুন। ধার্মিকেরা কহেন যে, চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য সর্বোৎকৃষ্ট, আপনি কি নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছেন? আর্য! আমি বিদ্যায় আপনার নিকট বালক, এবং জন্মেও কনিষ্ঠ, আপনি বিদ্যমানে রাজ্যপালন করা আমার

কিরূপে সম্ভব হইবে? আমি বুদ্ধিহীন, আপনার সাহায্য ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতেও পারি না। এক্ষণে আপনি বন্ধুবর্গের সহিত সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ ঋত্বিকেরা প্রকৃতিগণের সহিত এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক করিবেন। অভিষেকান্তে আপনি অযোধ্যায় গমনপূর্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বাহুবলে প্রতিপক্ষীদিগকে পরাভূত করিয়া রাজ্যরক্ষায় প্রবৃত্ত হউন। দৈব পৈত্র্য প্রভৃতি তিন ঋণ হইতে আত্মমোচন, শত্রুবর্গের দুঃখবর্ধন ও সুহৃদগণের সুখসাধনপূর্বক আমাকে শাসন করুন। এবং আমার জননী কৈকেয়ীর কলঙ্ক দূর করিয়া পূজ্যপাদ পিতা দশরথকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার চরণে প্রণিপাতপূর্বক বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর যেমন সমস্ত ভূতের প্রতি কৃপা করিতেছেন, তদ্রূপ আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। যদি আপনি আমার অনুরোধ না রাখিয়া বনান্তরে প্রবেশ করেন, নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমিও আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব।

ভরত প্রণিপাতপূর্বক এইরূপ প্রার্থনা করিলে রাম তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন তত্রত্য সকলে তাঁহার পিতৃ-আজ্ঞা পালনে দৃঢ়তর অনুরাগ ও অদ্ভুত স্থৈর্য দর্শন করিয়া, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইল; অঙ্গীকার রক্ষায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া হর্ষ এবং প্রতিগমনে অসম্মতি দেখিয়া বিষাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর পুরবাসী, ঋত্বিক, ও কুলপতিগণ এবং রাজ-মহিষীরা বাষ্পাকুললোচনে ভরতের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং রামকে প্রতিগমনের নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ ॥ তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি রাজা দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এক্ষণে যেরূপ কহিলে তাহা তোমার সমুচিত হইতেছে। কিন্তু দেখ, পূর্বে পিতা তোমার মাতার পাণিগ্রহণকালে কেকয়রাজকে প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিয়াছিলেন, রাজন্! তোমার এই কন্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তিনি তোমার জননীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া দুইটি বর অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে তোমার জননী তোমার রাজ্য ও আমার বন এই দুই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজও অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হন, এবং আমাকে চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তাঁহার সত্য পালনার্থ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে আসিয়াছি, তুমিও পিতার নিদেশে এবং তাঁহারই সত্য রক্ষার উদ্দেশে অবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর। বৎস! আমার প্রীতির জন্য মহারাজকে ঋণমুক্ত করা এবং দেবী কৈকেয়ীকে অভিনন্দন করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ, গয়া প্রদেশে মহাত্মা গয় যজ্ঞকালে পিতৃলোকের প্রীতিকামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, "যিনি পুৎ নামে নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন, তিনি পুত্র এবং যিনি তাঁহাকে সকলপ্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন, তিনিও পুত্র। জ্ঞানী গুণবান বহুপুত্রের কামনা করা কর্তব্য, কারণ ঐ সমষ্টির মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়া যাত্রা করিতে পারে।" ভরত! পূর্বতন রাজর্ষিগণের এইরূপই বিশ্বাস ছিল। অতএব তুমি এক্ষণে পিতাকে নরক হইতে রক্ষা কর, এবং অযোধ্যায় গিয়া ব্রাহ্মণগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। অতঃপর আমায়ও অবিলম্বে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

ভাই! তুমি মনুষ্যের রাজা হও, আমি বন্য মৃগগণের রাজাধিরাজ হইয়া থাকিব; তুমি আজ হৃষ্টচিত্তে মহানগরে গমন কর, আমিও পুলকিতমনে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব; শ্বেতছত্র আতপ নিবারণপূর্বক তোমার মস্তকে শীতল ছায়া প্রদান করুক, আমিও এই সকল বন্য বৃক্ষের তদপেক্ষাও শীতল ছায়া আশ্রয় করিব; ধীমান শত্রুঘ্ন তোমার সহায়, লক্ষ্মণও আমার প্রধান মিত্র। এক্ষণে আইস, আমরা চারি জনে মিলিয়া এইরূপে পিতৃসত্য পালনে প্রবৃত্ত হই।

অষ্টাধিকশততম সর্গ॥ অনন্তর জাবালি কহিলেন, রাম! তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। দেখ, কে কাহার বন্ধু? কোন্ ব্যক্তিরই বা কোন্ সম্বন্ধে কি প্রাপ্য আছে? জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়। অতএব মাতা পিতা বলিয়া যাহার স্নেহাসক্তি হইয়া থাকে, সে উন্মত্ত। যেমন কোন লোক প্রবাসে গমন করিবার কালে গ্রামের বহির্দেশে বাস করে, আবার পরদিন সেই আবাস-সম্বন্ধ পরিত্যাগ-পূর্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, পিতা মাতা, গৃহ ও ধন তদ্রূপই জানিবে; সজ্জনেরা কোনও মতে উহাতে আসক্ত হন না। সুতরাং পিতার অনুরোধে পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুঃখজনক দুর্গম সংকটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর; সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া দেবলোকে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরমসুখে বিহার করিবে। দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমিও তাঁহার কেহ নও, তিনি অন্য, তুমিও অন্য, সুতরাং আমি যেরূপ কহিতেছি তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। দেখ, জন্মবিষয়ে পিতা নিমিত্তমাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হন, বস্তুতঃ মাতা ঋতুকালে গর্ভে যে শুক্রশোণিত ধারণ করেন, তাহাই জীবোৎপত্তির উপাদান। এক্ষণে রাজা দশরথ যেস্থানে যাইবার গিয়াছেন, ইহাই মনুষ্যের স্বভাব। কিন্তু বৎস! তুমি স্ববুদ্ধিদোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ কে কোথায় শুনিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে? যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর তৃপ্তিলাভ হইবে? কখনই না। যে-সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কার্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেইসকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। অতএব, রাম! পরলোকসাধন ধর্মনামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণপূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।

নবাধিকশততম সর্গ ॥ জাবালির এই কথা শুনিয়া রামের কিছুমাত্র ভাব-বৈপরীত্য ঘটিল না, তিনি তখন ধর্মবুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, তপোধন! আপনি আমার হিতকামনায় এক্ষণে যাহা কহিলেন, তাহা বস্তুতঃ অকার্য, কিন্তু কর্তব্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, বস্তুতঃই অপথ্য, কিন্তু পথ্যের ন্যায় সপ্রমাণ হইতেছে। যে পুরুষ পামর ও বিপথগামী এবং যে জনসমাজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া থাকে, সে সাধুলোকের নিকট কখনই সম্মান পায় না। উচ্চ কি নীচবংশীয়, বীর কি পৌরুষাভিমানী, শুচি কি অপবিত্র, চরিত্রই তাহার পরিচয় দিয়া থাকে। এক্ষণে আপনি যেরূপ কহিলেন, তদনুরূপ আচরণ করিলে নানা অনর্থ ঘটিবে। আপনার মত অত্যন্ত অপ্রশস্ত। ইহার বলে লোক কার্যতঃ অনার্য হইলেও যেন ভদ্র, কদাচার হইলেও যেন শুদ্ধ-স্বভাব এবং দুর্দর্শন হইলেও যেন লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপনাকে অনুমান করিয়া থাকে। আমি যদি এইরূপ লোকদূষণ অধর্মকে ধর্মবেশে গ্রহণ করি এবং প্রকৃত শ্রেয় পরিত্যাগপূর্বক অবৈধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে বিজ্ঞের নিকট অনাদৃত ও কুলাচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইব। প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন জন্য উৎকৃষ্ট গতি লাভের আর প্রত্যাশা থাকিবে না এবং প্রকৃতিরাও আমায় ধর্ম-বিপ্লবকারী ও স্বেচ্ছাচারী দেখিয়া, আমার অনুকরণ করিবে, কারণ রাজার যেরূপ আচার, প্রজার তদ্রূপই হইয়া থাকে। অতএব, তপোধন! আপনি যেরূপ কহিলেন, তাহা কোনও মতে প্রীতিকর বোধ হইতেছে না।

দেখুন, অনাদি শাস্ত্রসিদ্ধ দয়াপ্রধান রাজত্ব স্বয়ংসত্য, এই নিমিত্ত লোকে রাজাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। সত্যের প্রভাব অতি চমৎকার, সমস্ত লোক সত্যে বিধৃত রহিয়াছে, দেবতা ও ঋষিগণ সত্যেরই সবিশেষ সমাদর করেন, সত্যবাদীর ব্রহ্মলোক লাভ হয়, সত্যনিষ্ঠ ধর্ম সকলের মূল, সত্য ঈশ্বর, সত্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন, সকল বিষয়ই সত্যমূলক এবং সত্য অপেক্ষা পরম পদ আর কিছুই নাই। দান যজ্ঞ হোম ও তপঃপ্রতিপাদক বেদশাস্ত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ, তাঁহাকেই ভূমি যশ ও কীর্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে। অতএব সত্যপর হওয়া সর্বতোভাবেই কর্তব্য। ক্ষুদ্র নীচাশয় নৃশংস লুব্ধ পামরেরা যাহার সেবা করে, আমি অতঃপর সেই নামমাত্র ধর্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ করিব। কর্মপাতক তিন প্রকার—কায়িক, বাচিক ও মানসিক; ক্ষত্রিয়বৃত্তি সামান্যতঃ দেহসাধ্য হইলেও নিজের চিন্তা ও অন্যের সহিত পরামর্শ এই সম্বন্ধে অপর দুই পাতকেরও অন্তর্গত হইতেছে। একজনই কুল রক্ষা করে, একজনই নরকস্থ হয় এবং একজনেই দেবলোকে আদৃত হইয়া থাকে; এইরূপ ব্যবস্থাসত্ত্বে, আমার সত্যসন্ধ পিতা, ত্রিসত্যে বদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি কেন তাহা অবহেলা করিব? আমি তাঁহার নিকট সত্যে প্রতিশ্রুত আছি, এক্ষণে ক্রোধ লোভ মোহ বা অজ্ঞানতাবশতঃই হউক, কোনমতে গুরুলোকের সত্যসেতু ভেদ করিব না। যে ব্যক্তি অসত্যপ্রতিজ্ঞ ও অস্থিরমতি, শুনিয়াছি তাহার নিকট দেবতা ও পিতৃলোক কিছুই গ্রহণ করেন না। এই আধ্যাত্মিক সত্যপালনধর্ম সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সাধুলোকেরা ইহার ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আমি তদ্বিষয়ে এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে আপনি সবিশেষ অবধারণ ও হেতুবাদ প্রদর্শন-পূর্বক আমায় যে কথা কহিলেন, তাহা নিতান্ত গর্হিত বোধ হইতেছে। আমি পিতার অগ্রে অঙ্গীকার করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং ভরতের

কথায় কিরূপে সম্মত হইব। আরও আমি সত্যে বন্ধ হইয়াছি বলিয়া কৈকেয়ী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে কিরূপেই বা তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিব। অতএব অতঃপর আমাকে শ্রদ্ধাবান শুদ্ধসত্ত্ব ও মিতাহারী হইয়া ফলমূলে দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনপূর্বক লোকযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে। এই কর্মভূমিতে আসিয়া যাহা শুভ তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। অগ্নি বায়ু ও সোম ইঁহারা শুভ কর্মের প্রভাবে স্ব-স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র শতসংখ্য যজ্ঞ আহরণপূর্বক দেবলোক লাভ করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণও তপস্যার বলে উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন।

তপোধন! সত্য, ধর্ম, তপস্যা, দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেবপূজা ও অতিথি-সৎকার এইসকল স্বর্গের পথ, ব্রাহ্মণেরা ঐগুলিকে মুখ্যফলপ্রদ বলিয়া শ্রবণ এবং তর্কদ্বারা সম্যক অবধারণ করিয়া যথাবিহিত ধর্মাচরণপূর্বক, উৎকৃষ্ট লোক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আপনার বুদ্ধি বেদবিরোধিনী, আপনি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক, আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার এই কার্যকে যথোচিত নিন্দা করি। যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে, অতএব যাহাকে বেদবহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করিবেন না। আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা নিষ্কাম হইয়া শুভকার্য সাধন করিয়াছেন, এবং এখনও অনেকে অহিংসা, তপ ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহারা ধর্মপরায়ণ, দানশীল, অহিংস্রক ও পবিত্র সেইসকল মহর্ষিরাই লোকে পূজনীয় হইয়া থাকেন।

রাম রোষভরে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে জাবালি বিনয়বচনে কহিলেন, রাম! আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই, তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া আস্তিক হই আবার অবসরক্রমে নাস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই কাল উপস্থিত, এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত ঐরূপ কহিলাম এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহার প্রত্যাহার করিয়া লইলাম।

দশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ রামকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, বৎস! জাবালি লোকের গতাগতির বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইনি ঐরূপ কহিলেন। যাহা হউক, অতঃপর আমি লোকোৎপত্তির বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অগ্রে সমুদয়ই জলময় ছিল, ঐ জলমধ্যে এই পৃথিবী নির্মিত হয়। পরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইলেন এবং বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া, জল হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধারপূর্বক প্রজাগণের সহিত সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্য ও অবিনাশী। ইঁহা হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মেন। কশ্যপের আত্মজ বিবস্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হইয়াছেন। এই মনুই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু পিতা হইতে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেন। ইনিই অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের পুত্র মহাতপা

তেজস্বী অনরণ্য, ইঁহার শাসনকালে অনাবৃষ্টি কি দুর্ভিক্ষ কিছুই হয় নাই, এবং তস্করের নামও ছিল না। অনরণ্যের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ত্রিশংকু; ইনি স্বীয় সত্যের বলে সশরীরে স্বর্গলাভ করেন। মহারাজ ত্রিশংকুর ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির দুই পুত্র ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু, ইহারা এই অসিতের প্রতিপক্ষ হইয়াছিল। দুর্বল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং ঐ যুদ্ধে পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া মহিষীদ্বয়ের সহিত হিমাচলে গমনপূর্বক মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ অসিতের দুই মহিষী সসত্ত্বা ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন অপরটির গর্ভ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ রমণীয় হিমাচলে ভৃগুনন্দন ভগবান্ চ্যবন বাস করিতেন। রাজমহিষী কালিন্দী সপত্নীর অত্যাচারে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তাঁহাকে গিয়া অভিবাদন করেন। তখন মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্রোৎপত্তির উদ্দেশে কহিয়াছিলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ভে এক প্রবলপরাক্রম পুত্র অচিরাৎ গরলের সহিত জন্মিবেন এবং তাঁহা হইতেই বংশরক্ষা হইবে।

অনন্তর কালিন্দী ভগবান চ্যবনকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অচিরকালমধ্যে তাঁহার গর্ভে পদ্মপলাশলোচন পদ্মকোষসদৃশপ্রভ এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার সপত্নী গর্ভবিনাশ বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাও নির্গত হয়, এই কারণে উঁহার নাম সগর হইল। ইনিই দীক্ষিত হইয়া সকলের মনে ভয় উৎপাদনপূর্বক সাগর খনন করেন। ইঁহার পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ অতি পাপাত্মা ছিলেন, এই নিমিত্ত ইঁহার পিতা জীবদ্দশাতেই ইঁহাকে নগর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া

দেন। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্মগ্রহণ করেন। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইঁহার অপর নাম কল্মাষপাদ। ইনি শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন। প্রবৃদ্ধের পুত্র শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। অম্বরীষ হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ। অজের পুত্র দশরথ। রাম! তুমি সেই রাজা দশরথেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতএব এক্ষণে রাজ্যগ্রহণ এবং রাজকার্য সমুদয় পর্যবেক্ষণ কর। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠই রাজা হন, জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠ কখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারেন না, এই চির-প্রচলিত বংশাচার পরিহার করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। তুমি রাজা দশরথের ন্যায় ধনরত্নসংকুল রাষ্ট্রবহুল পৃথিবীকে শাসন কর।

একাদশাধিকশততম সর্গ ॥ বশিষ্ঠ পুনর্বার কহিলেন, বৎস! আচার্য, পিতা ও মাতা, পৃথিবীতে এই তিন জন গুরু। পিতা জন্মদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি গুরু, এবং আচার্য জ্ঞান প্রদান করেন, এই কারণে তাঁহাকেও গুরু বলা যায়। রাম! আমি তোমার পিতার ও তোমার আচার্য, আমার কথা রক্ষা করিলে সদ্গতিলাভ হইবে। এই তোমার পারিষদ, এই সকল বন্ধুবান্ধব, এবং এই সমস্ত অধীন রাজা, ইঁহাদিগের রক্ষাসাধন করিলে সদ্গতিলাভ হইবে। তোমার জননী কৌশল্যা ধর্মশীলা ও বৃদ্ধা, ইঁহার বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত হয় না। ভরত বারংবার তোমার প্রতিগমন প্রার্থনা করিতেছেন, ইঁহাকে উপেক্ষা করাও সংগত হইতেছে না।

রাম মহর্ষি বশিষ্ঠের এই মধুর বাক্য শ্রবণপূর্বক কহিলেন, তপোধন: মাতাপিতা সাধ্যানুসারে দুগ্ধাদি দান করেন, নিদ্রা আহরণ ও অঙ্গ মার্জন করিয়া দেন, এবং প্রিয়োক্তি প্রয়োগ ও ক্রীড়ায় নিয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহারা নিরন্তর সন্তানের যে উপকার সাধন করেন, তাহার প্রতিশোধ করা অত্যন্ত সুকঠিন। সুতরাং আমার জনয়িতা পিতা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না।

তখন ভরত নিতান্ত বিমনা হইয়া সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র এই স্থানে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া দেও, যাবৎ আর্য রাম প্রসন্ন না হন, তদবধি আমি ইঁহার উদ্দেশে প্রত্যুপবেশন করিব। উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন স্বধন গ্রহণের নিমিত্ত অধমর্ণের দ্বাররোধ করে, তদ্রূপ আমি সর্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া যতক্ষণ না ইনি প্রতিগমন করিবেন, অনাহারে এই পর্ণকুটীরের সম্মুখে শয়ন করিয়া থাকিব।

সুমন্ত্র আদিষ্ট হইলেও রামের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভরত স্বয়ংই কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন রাম কহিলেন, বৎস! আমি এমন কি করিতেছি যে, তুমি আমার জন্য প্রত্যুপবেশন করিলে? দেখ, এইরূপ বিধি ব্রাহ্মণেরই বিহিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ের ইহাতে অধিকার নাই। অতএব তুমি এক্ষণে এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগপূর্বক গাত্রোত্থান করিয়া মহানগরী অযোধ্যায় গমন কর।

অনন্তর ভরত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক গ্রাম ও নগরের অভ্যাগত সমস্ত লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা কি জন্য আর্যকে কিছু বলিতেছ না? উঁহারা কহিল, আপনি ইঁহাকে যাহা কহিলেন, তাহা কোন অংশে অসংগত নহে। আর এই মহানুভবও যে পিতৃ-আজ্ঞা পালনে নির্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাও অন্যায় হইতেছে না। এই কারণে আমরা এই বিষয়ে নিরুত্তর হইয়া আছি। তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি ত এই সকল সাধুদর্শী সুহৃদের কথা শুনিলে? এক্ষণে ইঁহারা উভয় পক্ষ আশ্রয় করিয়া যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিলেন, তুমি তাহা সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ, এবং গাত্রোত্থানপূর্বক আমার অংগ স্পর্শ করিয়া আচমন কর।

তখন ভরত ভূমিশয্যা হইতে উত্থান ও আচমন করিয়া কহিলেন, সভ্যগণ! শ্রবণ কর, মন্ত্রিবর্গ! তোমরাও শুন, আমি পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও অসৎ অভিসন্ধি সাধনের পরামর্শ দিই নাই, এবং ধর্মপরায়ণ রাম যে অরণ্য আশ্রয় করিবেন, তাহাও জানিতাম না। এক্ষণে পিতার বাক্যপালন এবং এইরূপে কালযাপন যদি ইঁহার অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই প্রতিনিধিরূপে চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া থাকিব।

ভরত এইরূপ বলিলে রাম নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং গ্রাম ও নগরের সকল লোককে অবলোকনপূর্বক কহিলেন, দেখ, পিতা জীবদ্দশায় যাহা ক্রয়, বিক্রয়, অথবা বন্ধকস্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন, তাহার অপলাপ করা আমার বা ভরতের উচিত হইতেছে না। সুতরাং এক্ষণে অরণ্যবাস বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ আমার পক্ষে অত্যন্ত অপযশের হইবে। দেবী কৈকেয়ী যাহা কহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সংগত এবং পিতা যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাও ন্যায়োপেত হইতেছে। আমি ভরতকে জানি, ইনি ক্ষমাশীল ও গুরুজনের মর্যাদারক্ষক ইঁহার কোন অংশে কিছুই দূষণীয় নহে। আমি বন হইতে প্রতিগমন করিলে ইঁহারই সহিত পৃথিবীর রাজা হইব। ভাই ভরত! কৈকেয়ী আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য করিয়াছি, এক্ষণে তুমিও পিতাকে প্রতিজ্ঞাঋণ হইতে মুক্ত কর।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ ॥ রাম ও ভরত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দেবর্ষি রাজর্ষি ও গন্ধর্বগণ তথায় আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। উঁহারা ঐ উভয় ভ্রাতার সমাগম দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া উঁহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, এই দুই ধর্মবীর যাঁহার পুত্র তিনিই ধন্য। ইঁহাদের বাক্যালাপ শুনিয়া অদ্য আমরা সবিশেষ প্রীত হইলাম। অনন্তর তাঁহারা মনে মনে রাবণের নিধনকামনা করিয়া ভরতকে কহিলেন, বীর! তুমি সৎবংশোদ্ভব যশস্বী ও বিজ্ঞ। এক্ষণে যদি পিতার মুখাপেক্ষা করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে রাম যাহা কহিতেছেন, তাহাতে সম্মত হও। ইনি সত্যপালনপূর্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, ইহাই আমাদের অভিলাষ। ইনি প্রতিজ্ঞা করাতেই দশরথ কৈকেয়ীর নিকট অঋণী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই বলিয়া উঁহারা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। উঁহারা প্রস্থান করিলে প্রিয়দর্শন রাম প্রফুল্লমনে উঁহাদিগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিতবাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য! আপনি আমাদিগের কুলক্রমানুরূপ রাজধর্ম পর্যালোচনা করিয়া জননী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি একাকী সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিতে পারিব না, এবং প্রজারঞ্জনও আমা হইতে হইবে না। কৃষিজীবী যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ সমস্ত প্রকৃতি জ্ঞাতি ও বন্ধু-বান্ধবেরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি রাজ্য গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করুন। আপনি যাহাকে অর্পণ করিবেন, সে অবশ্যই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।

নীরদশ্যাম পদ্মপলাশলোচন ভরত এই বলিয়া রামের পদতলে নিপতিত হইলেন, এবং তাঁহার সন্নিধানে বারংবার ইহাই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন রাম তাঁহাকে অঙ্কে গ্রহণপূর্বক কলহংসসদৃশ মধুর স্বরে কহিলেন, বৎস! যাহা শিক্ষাপ্রভাবোৎপন্ন ও স্বাভাবিক, তোমার সেই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। তুমি রাজ্যভারবহনেও সাহসী হইতেছ। এক্ষণে বুদ্ধিমান মন্ত্রী ও সুহৃদগণের পরামর্শ লইয়া তৎকার্যে প্রবৃত্ত হও। চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমালয় হিম পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং সাগরও হয়ত বেলাভূমি লঙ্ঘন করিবেন, কিন্তু আমি পিতৃসত্য-পালনে কখনই বিরত হইব না। বৎস! তোমার জননী তৎসংক্রান্ত স্নেহ বা লোভবশতঃই হউক যে কার্য করিয়াছেন, তাহা তুমি মনেও আনিও না, মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয়, তাহাই করিবে।

অনন্তর ভরত দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্বিতীয়া-চন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য! এক্ষণে আপনি পদতল হইতে এই কনকখচিত পাদুকাযুগল উন্মুক্ত করুন, অতঃপর ইহাই লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে। তখন রাম পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণিপাতপুরঃসর উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আর্য! আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার এই পাদুকাকে নিবেদনপূর্বক জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দশ বৎসর নগরের বহির্দেশে
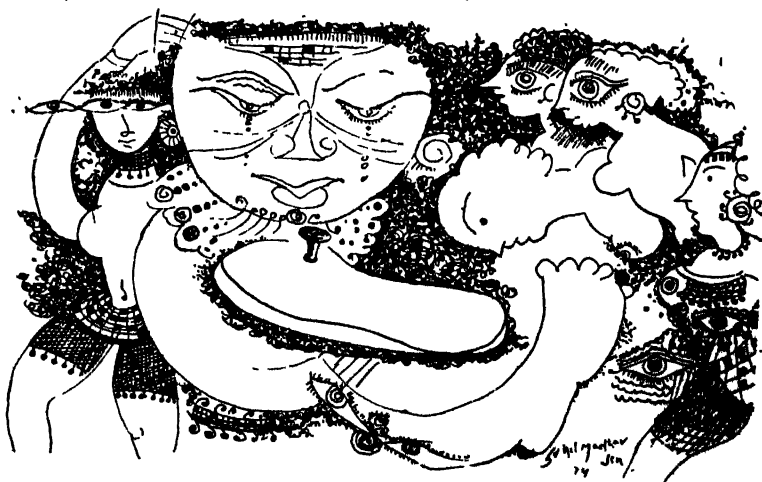
বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমায় হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি ও জানকী আমরা তোমায় দিব্য দিতেছি, তুমি জননী কৌশল্যাকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি কদাচ রুষ্ট হইও না। এই বলিয়া তিনি সজল নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর সুশীল ভরত ঐ উজ্জ্বল পাদুকা এক মাতঙ্গের মস্তকে অবস্থাপন-পূর্বক রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন ধর্মে হিমাচলের ন্যায় অটল রাম কুলগুরু বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চনা করিয়া অনুক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নকে এবং মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। ঐ সময় তদীয় মাতৃগণের কণ্ঠ বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন তাঁহারা আর বাক্যস্ফূর্তি করিতে পারিলেন না। রামও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর ভরত মস্তকে রামের পাদুকা লইয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণপূর্বক হৃষ্টমনে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, বামদেব ও জাবালি ইঁহারা অগ্রে অগ্রে চলিলেন। উত্তরে মন্দাকিনী, সকলে তথা হইতে পূর্বাভিমুখী হইলেন, এবং গিরিবর চিত্রকূটকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিবিধ ধাতু অবলোকনপূর্বক উহার পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিলেন। অদূরে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম দৃষ্ট হইল। ভরত তথায় উপনীত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বক তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভরদ্বাজ প্রীতমনে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! রামের সহিত তোমার ত সাক্ষাৎ হইয়াছিল? কার্য ত সফল হইয়াছে? ভরত কহিলেন, তপোধন! আমি ও বশিষ্ঠদেব, আমরা রামকে আনিবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠকে কহিলেন, পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়া আমায় যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি চতুর্দশ বৎসর তাহাই পালন করিব। তখন গুরুদেব কহিলেন, তবে তুমি এক্ষণে প্রসন্নমনে এই স্বর্ণোজ্জ্বল পাদুকাযুগল অর্পণ কর, এবং ইহা দ্বারা অযোধ্যায় যোগক্ষেমকর হও। তাপস! রাম এইরূপ অভিহিত হইবা-মাত্র পূর্বাস্য হইয়া রাজ্যের রক্ষাবিধানার্থ আমায় পাদুকা প্রদান করিলেন। আমি এক্ষণে তাহা লইয়া তাঁহারই আদেশে অযোধ্যায় চলিয়াছি।

ভরদ্বাজ ভরতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র, রামও লোকের স্বভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, তিনি যে তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি, উৎসৃষ্ট জল ত নিম্নাভিমুখী হইয়াই থাকে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তোমার ন্যায় ধর্মবৎসল পুত্র যাঁহার বিদ্যমান, মৃত্যু সেই দশরথকে এককালে লুপ্ত করিতে পারে নাই।

অনন্তর ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে কৃতাঞ্জলিপুটে আমন্ত্রণ, অভিবাদন, ও পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণপূর্বক মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যসকল হস্ত্যশ্বে রথে ও শকটে আরোহণপূর্বক নানা স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া চলিল। সম্মুখে ঊর্মিমালিনী যমুনা, উহারা ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া নির্মল-সলিলা জাহ্নবীকে দেখিতে পাইল। তখন ভরত সসৈন্যে

উহা পার হইয়া শৃঙ্গবের পুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে অযোধ্যাভিমুখী হইলেন। যাইতে যাইতে অযোধ্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! দেখ, এই নগরী অত্যন্ত শোভাহীন হইয়া আছে, আজ ইহাতে আনন্দ নাই, কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতেছে না।

চতুর্দশাধিকশততম সর্গ॥ এই বলিয়া ভরত রথের গম্ভীর রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উহার ইতস্ততঃ বিড়াল ও উলূকসকল সঞ্চরণ করিতেছে, গৃহদ্বারসমুদয় অবরুদ্ধ, তিমিরাচ্ছন্ন শর্বরীর ন্যায় যেন উহা প্রভাশূন্য হইয়া আছে। শশাঙ্কশ্রীলাঞ্ছিতা রোহিণী উদিত রাহুর উৎপাতে যেন অশরণা হইয়াছেন। আবিল-সলিলা উত্তাপ-সন্তপ্ত-বিহঙ্গকুল-সমাকুলা ক্ষীণপ্রবাহা লীনগ্রাহা গিরিনদীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অনলশিখা ধূমশূন্য ও স্বর্ণবর্ণ ছিল, পশ্চাৎ যেন জলসেকে নির্বাণ হইয়া গিয়াছে। যথায় যান-বাহন চূর্ণ, বর্ম ছিন্নভিন্ন, বীরেরা মৃতদেহে নিপতিত এবং অবশিষ্ট সৈন্যসকল বিষণ্ণ, এই নগরী সেই সমরাঙ্গনের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ মহাশব্দে ফেন উদ্গারপূর্বক উত্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোলে নীরবে কম্পিত হইতেছে। স্রুক-স্রুবাদি কিছু নাই, বেদজ্ঞ ঋত্বিক নাই, ইহা যেন যজ্ঞাবসানের সেই বেদির ন্যায় নিস্তব্ধ। ধেনু বৃষবিরহে গোষ্ঠে একান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর হইয়া যেন নূতন তৃণে নিস্পৃহ হইয়া আছে। মসৃণ উজ্জ্বল উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিহীন নবরচিত মুক্তাবলীর ন্যায় ইহা নিতান্তই শোভাবিহীন। তারকা পুণ্যক্ষয়-নিবন্ধন নিষ্প্রভ হইয়া যেন গগনতল হইতে স্খলিত হইয়াছে। বসন্তের অবসানে কুসুমশোভিত অলিকুলসঙ্কুল বনলতা যেন প্রবল দাবানলে ম্লান হইয়া গিয়াছে। রাজপথে লোকের সমাগম নাই, আপণসকল নিরুদ্ধ, নভোমণ্ডল যেন মেঘাচ্ছন্ন ও চন্দ্র-তারকা অন্তর্হিত হইয়াছে। সুরা নাই, শরাবসকল ভগ্ন এবং মদ্যপায়ীরাও মৃত্যুমুখে নিমগ্ন, সেই অপরিচ্ছন্ন পানভূমির ন্যায় ইহাকে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হইতেছে। ভগ্নমৃৎপাত্রপূর্ণ এবং ভগ্নস্তম্ভ-সমাকীর্ণ বিদীর্ণতল শুষ্কজল সরোবরের ন্যায় ইহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পাশসংযুক্ত অতিবিশাল মৌর্বী যেন শরচ্ছিন্ন হইয়া শরাসন হইতে স্খলিত হইয়াছে। বড়বা যেন সমরনিপুণ আরোহীর প্রযত্নে পরিচালিত ও প্রতিপক্ষীয় সৈন্যহস্তে নিহত হইয়া পতিত আছে।

সুমন্ত্র! আজ অযোধ্যাতে পূর্ববৎ গীতবাদ্যের গভীর শব্দ কেন শ্রুতিগোচর হইতেছে না। মদ্যের উন্মাদকর গন্ধ, মাল্য ধূপ ও অগুরুর সৌরভ সর্বত্র কেন বহিতেছে না। রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, এবং মত্ত হস্তীর বৃংহিতধ্বনি কেন শুনিতেছি না। তরুণবয়স্কেরা রামের বিয়োগে একান্ত বিমনা হইয়া আছেন, এক্ষণে তাঁহারা চন্দন লেপন ও মাল্য ধারণ করিয়া বহির্গত হন না, এবং উৎসবেরও আর আয়োজন নাই। ফলতঃ অযোধ্যার সেই শ্রী ভ্রাতা রামের সহিত এ স্থান হইতে অপসৃত হইয়াছে। মেঘাবৃত শুক্লপক্ষীয় যামিনীর ন্যায় এক্ষণে ইহার আর কিছুমাত্র শোভা নাই। হা! কবে রাম সাক্ষাৎ উৎসবের ন্যায়, নিদাঘের মেঘের ন্যায় উপস্থিত হইয়া সকলের মনে হর্ষ উৎপাদন করিবেন!

রাজকুমার ভরত এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে নগরপ্রবেশ করিয়া মৃগরাজবিরহিত গিরিগুহাসদৃশ পিতৃগৃহে উপনীত হইলেন এবং উহা সংস্কার-

শূন্য ও শ্রীহীন দেখিয়া দুঃখভরে অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।
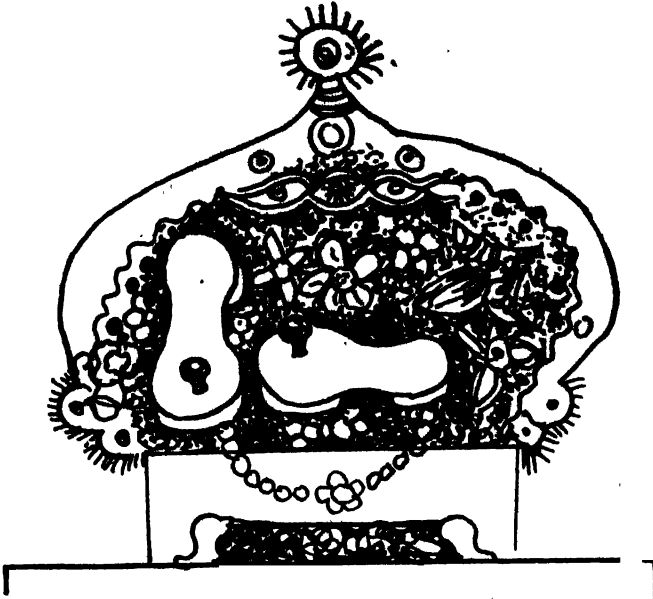
পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর তিনি মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া শোক-সন্তপ্ত মনে বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিতবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি নন্দিগ্রামে যাইব, তজ্জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ করিতেছি। তথায় গিয়া ভ্রাতৃবিয়োগ-জনিত সমস্ত দুঃখ সহিব। পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, গুরু রাম অরণ্যে আছেন, ইহা অপেক্ষা অসুখের আর আমার কিছুই নাই। এক্ষণে রাজ্যের নিমিত্ত রামেরই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, তিনিই রাজা।

তখন বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ ভরতের কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি ভ্রাতৃস্নেহে যাহা কহিলে, উহা সর্বাংশেই প্রশংসনীয় ও তোমারই অনুরূপ হইতেছে। তুমি অতি সাধু, স্বজনানুরাগ ও ভ্রাতৃবাৎসল্য তোমার বিলক্ষণই আছে, সুতরাং তোমার এই বাক্যে কে না অনুমোদন করিবেন?

ভরত তাঁহাদের মুখে অভিলাষানুরূপ প্রীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, সূত! তুমি রথে অশ্বযোজনা করিয়া আনয়ন কর। অনন্তর অবিলম্বে রথ আনীত হইল। তিনি মাতৃগণকে সম্ভাষণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন এবং মন্ত্রী ও পুরোহিতবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রীতমনে নন্দি-গ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ পূর্বাস্য হইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। হস্ত্যশ্ববহুল সৈন্যসকল ও পুরবাসীরা আহূত না হইলেও উঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। নিকটে নন্দিগ্রাম, ভরত রামের পাদুকা মস্তকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পুরোহিতগণকে কহিলেন, দেখুন, আর্য রাম অযোধ্যারাজ্য ন্যাসস্বরূপ আমায় অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে এই কনকখচিত পাদুকা তাহা পালন করিবে। এই বলিয়া তিনি পাদুকাকে প্রণিপাতপূর্বক দুঃখিত মনে প্রকৃতিগণকে কহিলেন,

প্রকৃতিগণ! তোমরা শীঘ্র এই পাদুকার উপর ছত্র ধারণ কর, ইহা রামের প্রতিনিধি, এক্ষণে ইহারই প্রভাবে রাজ্যে ধর্মব্যবস্থা থাকিবে। রাম সদ্ভাব-নিবন্ধন ন্যাসরূপে এই রাজ্য আমায় দিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার পুনরাগমনকাল পর্যন্ত ইহার রক্ষা-সাধন করিতে হইবে। তিনি আসিলে আমি স্বহস্তে এই পাদুকা পরাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব এবং তাঁহার উপর সমস্ত ভারার্পণপূর্বক তাঁহারই সেবায় বীতপাপ হইব।

এই বলিয়া সেই জটাচীরধারী সুধীর সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন এবং তথায় পাদুকাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া স্বয়ংই উহার সম্মানার্থ ছত্রচামর ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎকালে যা-কিছু রাজকার্য উপস্থিত হইতে লাগিল, অগ্রে উহাকে জ্ঞাপন করিয়া পশ্চাৎ তাহার যথাবৎ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন. এবং যা-কিছু উপহার উপনীত হইতে লাগিল, সমস্তই উহাকে নিবেদন করিয়া পরিশেষে কোষগৃহে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ ॥ এদিকে রাম চিত্রকূটে আছেন, একদা দেখিলেন, যে-সমস্ত তাপস পূর্বে হইতে তাঁহার আশ্রয়ে সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, তাঁহারা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। ঐ সময় উঁহারা রামকে নির্দেশ করিয়া সভয়ে নেত্র ও ভ্রূকুটি-সংকেতে একান্তে কথোপকথন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে রাম অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কুলপতিকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে তাপসগণের মন বিকৃত হইতে পারে আমার ব্যবহারে পূর্বরাজগণের অননুরূপ কি কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছেন? লক্ষ্মণ অসাবধানতা-নিবন্ধন কি কোন অবৈধ আচরণ করিয়াছেন? জানকী সততই আপনাদের পরিচর্যা করিয়া থাকেন, এক্ষণে তিনি আমার সেবানুরোধে সেই স্ত্রীজনোচিত কার্য হইতে কি বিরত হইয়াছেন?

তখন এক তপোবৃদ্ধ জরাজীর্ণ তাপস কম্পিতদেহে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তপস্বী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই কল্যাণী সীতার কিছুমাত্র শৈথিল্য

দেখি না। এক্ষণে আমাদের উপর অত্যন্ত রাক্ষসের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া নির্জনে নানাপ্রকার জল্পনা করিতেছি। এই স্থানে খর নামে এক নিশাচর বাস করিয়া থাকে, সে রাবণের কনিষ্ঠ। ঐ মাংসাশী অতি নৃশংস গর্বিত ও নির্ভয়, সে জনস্থাননিবাসী ঋষিগণকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে। তোমার প্রভাব উহার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। তুমি যদবধি এই স্থানে আসিয়াছ, ঐ দুরাত্মা সেই পর্যন্ত অন্যান্য নিশাচরের সহিত আমাদের প্রতি নানাপ্রকার উৎপাত করিতেছে। কখন ক্রূর ও বীভৎস বেশে আসিতেছে, কখন বিকট মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে, কখন বা নানারূপে বিরূপ হইয়া সকলের হৃৎকম্প জন্মাইতেছে। উহারা আসিয়া আমাদিগের উপর অপবিত্র বস্তুসকল নিক্ষেপ করে, এবং যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই যন্ত্রণা দিয়া থাকে। অল্পপ্রাণ তাপসেরা নিদ্রায় অচেতন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে উহারা নিঃশব্দপদসঞ্চারে আগমন ও উঁহাদিগকে বাহুপাশে বন্ধনপূর্বক মহাহর্ষে বিনাশ করিয়া থাকে। যজ্ঞকালে যজ্ঞীয় দ্রব্যসকল নষ্ট করে, কলস চূর্ণ করিয়া ফেলে এবং অগ্নি নির্বাণ করিয়া দেয়। জানি না, ঐ দুরাত্মারা আমাদের মধ্যে কবে কাহার প্রাণনাশ করিবে। এক্ষণে কেবল এই কারণে ঋষিরা আশ্রম ত্যাগের সংকল্প করিয়া অন্যত্র যাইবার নিমিত্ত বারংবার আমায় ত্বরা দিতেছেন। অদূরে মহর্ষি কণ্বের এক সুরম্য তপোবন আছে, ঐ স্থানে ফলমূল বিলক্ষণ সুলভ, অতঃপর আমরা সকলেই তথায় প্রস্থান করিব। বৎস! এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমিও আমাদের সমভিব্যাহারে চল। ঐ দুরাত্মা তোমার উপরও উপদ্রব করিবে, তুমি সতত সাবধান ও উৎপাত নিবারণে সমর্থ হইলেও ভার্যার সহিত এই স্থানে কখনই সুখে থাকিতে পারিবে না।

কুলপতি এইরূপ কহিলে রাম আর তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিলেন না। তখন মহর্ষি তাঁহাকে সম্ভাষণ, অভিনন্দন ও সান্ত্বনা করিয়া স্বগণে তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রস্থানকালে তিনি রামকে পুনঃপুনঃ স্থানত্যাগের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। রামও কিয়দ্দূর উঁহার অনুগমন করিলেন, এবং প্রণামান্তে তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পর্ণকুটীরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অবধি তিলেকের নিমিত্তও কুটীর পরিত্যাগ করিতেন না। তৎকালে যে-সকল ঋষি ঐ আশ্রমে ছিলেন, তাঁহারা উঁহার বিপত্তিনাশের শক্তি আছে জানিয়া উঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর নানা কারণে রামের তথায় বাস করিতে আর প্রবৃত্তি রহিল না। ভাবিলেন, আমি এখানে ভরত মাতৃগণ ও পুরবাসীদিগকে দেখিতে পাইলাম, উঁহারা সকলেই আমার শোকে একান্ত আকুল, আমি কোনমতে উঁহাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ ভরতের স্কন্ধাবার স্থাপনে এবং হস্তী ও অশ্বের করীষে এই স্থান অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে অন্যত্র প্রস্থান করাই শ্রেয় হইতেছে।

এই চিন্তা করিয়া রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে চলিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন অত্রি তাঁহাকে পুত্রনির্বিশেষে গ্রহণ ও আতিথ্য করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার সহধর্মিণী ধর্মপরায়ণা অনসূয়া

তথায় আগমন করিলেন। তপোধন সেই সর্বজনপূজনীয়া তাপসীকে আমন্ত্রণ ও সীতাকে প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এক্ষণে এই সীতাকে প্রতিগ্রহ কর। অত্রি অনসূয়াকে এই কথা বলিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! দশ বৎসর অনাবৃষ্টিপ্রভাবে লোকসকল নিরন্তর দগ্ধ হইতেছিল, তৎকালে এই অনসূয়া ফলমূল সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আশ্রমমধ্যে গঙ্গাকেও প্রবাহিত করিয়া দেন। তপ ও ব্রতে ইঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা। ইঁহার তপস্যায় দশ সহস্র বৎসর অতীত হইয়া যায় এবং কঠোর ব্রতে তাপসগণের তপোবিঘ্ন নিবারিত হয়। একদা মহর্ষি মাণ্ডব্য এক ঋষিপত্নীকে "রাত্রিপ্রভাতে বিধবা হইবি" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। তখন এই তাপসী প্রতিশাপে দশ রাত্রি পরিমিতকাল এক রাত্রিতে পরিণত করেন। বৎস! তুমি ইঁহাকে জননীর ন্যায় দেখিও। ইনি অতি শান্তশীলা, পূজনীয়া ও বৃদ্ধা। এক্ষণে অনুরোধ করি, তোমার সহচারিণী জানকী ইঁহার সন্নিহিত হউন।

মহর্ষি অত্রি এইরূপ কহিলে রাম জানকীকে নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, রাজপুত্রি! তুমি ত মহর্ষির কথা শুনিলে? এক্ষণে আত্মহিতের নিমিত্ত শীঘ্র ঋষিপত্নীর নিকটে যাও। যিনি স্বকার্যপ্রভাবে অনসূয়া নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকটে যাও।

তখন সীতা অনসূয়ার সন্নিহিত হইলেন। ঋষিপত্নী অত্যন্ত বৃদ্ধা, সর্বাঙ্গ বলিরেখায় অঙ্কিত, সন্ধিস্থল একান্ত শিথিল, এবং কেশজাল জরাপ্রভাবে শুক্ল হইয়া গিয়াছে। তিনি বায়ুভরে কদলীতরুর ন্যায় অনবরত কম্পিত হইতেছেন। সীতা স্বনাম উল্লেখপূর্বক সেই পতিব্রতাকে প্রণাম করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তখন অনসূয়া তাঁহাকে অবলোকনপূর্বক সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, জানকি! তোমার ধর্মদৃষ্টি আছে। তুমি আত্মীয়-স্বজন ও অভিমান বিসর্জন করিয়া ভাগ্যক্রমেই বনচারী রামের অনুসরণ করিয়াছ। স্বামী অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয় বোধ করেন, তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউন, পূজ্যস্বভাব স্ত্রীলোকের তিনিই পরম দেবতা। সেই সঞ্চিত তপস্যার ন্যায় সর্বাংশে স্পৃহণীয় স্বামী হইতে বিশেষ বন্ধু আমি ভাবিয়াও আর দেখিতে পাই না। যাহারা কেবল ভোগ সাধন করিতে তাঁহাকে অভিলাষ করে, সেই সকল স্বৈরিণীরা এই সমস্ত গুণ দোষ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। জানকি! তাদৃশ দুশ্চরিত্রাসকল অধর্মে পতিত ও অযশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমার তুল্য যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুণবতী, পুণ্যশীলার ন্যায় স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে পতিরই অনুব্রতা হইয়া থাক।

অষ্টদশাধিকশততম সর্গ ॥ জানকী অনসূয়ার এইরূপ কথা শুনিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, আপনি যে আমায় শিক্ষা দিবেন, আপনার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্যের কি! কিন্তু আর্যে! স্বামী যে স্ত্রীলোকের গুরু, আমি তাহা বিশেষ জানিয়াছি। তিনি যদিও দুশ্চরিত্র ও দরিদ্র হন, তথাচ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাঁহার পরিচারণায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয় গুণবান দয়ালু স্থিরানুরাগী ও ধার্মিক এবং যিনি মাতৃসেবাপর ও পিতৃবৎসল, তাঁহার বিষয়ে

আর বলিবার কি আছে। রাম যেমন কৌশল্যাকে, সেইরূপ অন্যান্য রাজপত্নীকেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাজা দশরথ যে নারীকে একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, রাম অভিমানশূন্য হইয়া তাঁহার প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করেন। তাপসি! আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আর্যা কৌশল্যা আমায় যাহা উপদেশ দেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই এবং বিবাহের সময় জননী অগ্নিসমক্ষে যে প্রকার আদেশ করেন, তাহাও ভুলি নাই। ফলতঃ পতিসেবাই স্ত্রীলোকের তপস্যা, আত্মীয়স্বজন একথা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ করিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রী ইহার বলে স্বর্গে পূজিত হইতেছেন। আপনি উঁহারই ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক আয়ত্ত করিয়াছেন এবং রমণীর অগ্রগণ্যা রোহিণীও শশাঙ্ক ব্যতীত মুহূর্তকাল আকাশে উদিত হন না। দেবি! বলিতে কি, এইরূপ বহুসংখ্য পতিব্রতা পুণ্যফলে সুরলোক অধিকার করিয়াছেন।

অনসূয়া সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কহিলেন, বৎসে! আমি নিয়মপরতন্ত্র হইয়া বিস্তর তপঃসঞ্চয়

করিয়াছি। বাসনা, সেই তপোবল আশ্রয় করিয়া তোমায় বর প্রদান করিব। তুমি যাহা কহিলে তাহা সর্বাংশে সংগত, শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। এক্ষণে তোমার সংকল্প কি, প্রকাশ কর। তখন সীতা অতিমাত্র বিস্মিতা হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, দেবি! আপনার প্রসন্নতাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম।

তখন অনসূয়া জানকীর এই কথায় অধিকতর প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার দিব্য বিভবে আজ আপনাকে চরিতার্থ করিব। এক্ষণে এই সুরুচির মাল্য বস্ত্র আভরণ ও অঙ্গরাগ প্রদান করিতেছি, ইহাতে তোমার দেহে অপূর্ব শ্রী হইবে। এই সমস্ত তোমারই যোগ্য, উপভোগেও এ সমুদয় কখন মসৃণ বা ম্লান হইবে না। তুমি এই অঙ্গরাগে সর্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া দেবী কমলা যেমন নারায়ণকে সেইরূপ রামকে সুশোভিত করিবে।

তখন সীতা অনসূয়ার প্রীতিদান গ্রহণপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই সমীপে উপবেশন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তপস্বিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! শুনিয়াছি, এই যশস্বী রাম স্বয়ংবরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্তন কর, শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। তখন জানকী কহিলেন, দেবি। শ্রবণ করুন। জনক নামে এক ধর্মপরায়ণ

মহীপাল ন্যায়ানুসারে মিথিলায় রাজ্যশাসন করেন। একদা তিনি লাঙ্গলহস্তে যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন, ঐ সময় আমি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া উত্থিত হই। তৎকালে তিনি মৃত্তিকামুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিষম স্থল সমতল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দেখিলেন, আমি ধূলিধূসরদেহে তথায় নিপতিত আছি। তদ্দর্শনে তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং নিঃসন্তান বলিয়া স্নেহপূর্বক আমায় ক্রোড়ে লইলেন। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হইতে যেন মনুষ্যকণ্ঠস্বরে এই কথা উচ্চারিত হইল, "মহারাজ! ধর্মানুসারে এই কন্যা তোমারই তনয়া হইলেন।" শুনিয়া জনক যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিলেন এবং আমাকে পাইয়া অবধি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন।

পরে তিনি আমায় লইয়া পুত্রার্থিনী জ্যেষ্ঠা মহিষীর হস্তে অর্পণ করিলেন। পুণ্যশীলা স্নিগ্ধহৃদয়া রাজমহিষীও মাতৃস্নেহে আমাকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে, অর্থনাশে দরিদ্র যেমন চিন্তিত হয়, রাজা জনক সেইরূপ চিন্তিত হইলেন। কন্যার পিতা যদিও ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন হন, তথাচ কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট হইতেও তাঁহাকে অবমাননা সহ্য করিতে হয়। জনক সেই অবমাননা অদূরবর্তিনী দেখিয়া অপার চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। আমি তাঁহার অযোনিসম্ভবা কন্যা, তিনি আমার জন্য কুলশীলে সুসদৃশ ও রূপগুণে অনুরূপ পাত্র বিশেষ অনুসন্ধানেও নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তখন ভাবিলেন, ধর্মতঃ কন্যার স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয় হইতেছে।

দেবি! পূর্বে মহাত্মা বরুণ প্রীত হইয়া যজ্ঞকালে রাজর্ষি দেবরাতকে এক উৎকৃষ্ট শরাসন, অক্ষয় শর ও দুই তূণীর প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ শরাসন অত্যন্ত ভারসম্পন্ন ছিল; মহীপালগণ বহুযত্নে স্বপ্নেও উহা সন্নত করিতে পারিতেন না। আমার সত্যবাদী পিতা সেই কার্মুক প্রাপ্ত হইয়া নৃপতিসমবায়ে সকলকে আমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, যিনি এই শরাসন উত্তোলনপূর্বক ইহাতে জ্যাগুণ যোজনা করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই আমার কন্যা অর্পণ করিব। পরে নৃপতিগণ গুরুত্বে পর্বততুল্য সেই ধনু দর্শন করিয়া উহাকে প্রণিপাতপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর তপোধন বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞ দর্শনার্থ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন এবং পূজিত হইয়া আমার পিতাকে কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ, কার্মুক দর্শন করিবার অভিলাষে এখানে আসিয়াছেন। পিতা এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সেই দেবদত্ত ধনু আনয়ন করাইয়া রামকে দেখাইলেন। মহাবল রাম মুহূর্তমধ্যে উহা আনত করিলেন এবং উহাতে গুণসংযোগ করিয়া মহাবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধনু তন্দণ্ডে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। উহা ভগ্ন হইবামাত্র বজ্রনিপাতের ন্যায় এক ভীষণ শব্দ হইল। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা জলপাত্র গ্রহণপূর্বক রামের সহিত আমার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সুশীল রাম তৎকালে মহারাজ দশরথকে না জানাইয়া পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন না। অনন্তর রাজা জনক আমার বৃদ্ধ শ্বশুরকে অযোধ্যা হইতে আনাইলেন এবং তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া রামের হস্তে আমায় সম্প্রদান করিলেন। ঊর্মিলা নাম্নী আমার এক প্রিয়দর্শনা ভগিনী আছেন, পিতা তাঁহারও লক্ষ্মণের সহিত বিবাহ দিলেন। দেবি! সেই অবধি আমি ধর্মতঃ স্বামীর প্রতি অনুরক্তই রহিয়াছি।

একোনবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ ধর্মপরায়ণা অত্রিপত্নী অনসূয়া সীতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মধুর বাক্যে স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে। শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এক্ষণে সূর্য রজনীকে নিকটে আনিয়া স্বয়ং অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। ঐ শুন, বিহঙ্গেরা সমস্ত দিন আহারান্বে-

ষণে পর্যটন ও সন্ধ্যাকালে বিশ্রামার্থ কুলায়ে অবস্থানপূর্বক মধুর ধ্বনি করিতেছে। মহর্ষিগণ অভিষেক-সলিলে সিক্ত হইয়া স্কন্ধে জলপূর্ণ কলস গ্রহণপূর্বক আর্দ্র বল্কলে আসিতেছেন। যথাবিধি হুত অগ্নিহোত্র হইতে কপোত-কণ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ ধূম বায়ুবশে উত্থিত হইতেছে। যে বৃক্ষের পত্র অতি বিরল, অন্ধকার প্রভাবে তাহা যেন ঘনীভূত হইয়াছে। এই সমস্ত আশ্রমমৃগ বেদিমধ্যে শয়ান। রাত্রিচর জীবজন্তুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। দূরতর প্রদেশে দিকসকল আর অনুভূত হইতেছে না। এক্ষণে নিশাকাল উপস্থিত, চন্দ্র জ্যোৎস্নায় অবগুণ্ঠিত হইয়া আকাশে উদিত হইয়াছেন, নক্ষত্রও দৃষ্ট হইতেছে। জানকি! এখন আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি গিয়া পতি-সেবায় প্রবৃত্ত হও। তুমি আজ মধুর কথা কীর্তন করিয়া আমায় পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে আবার আমার সমক্ষে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সন্তুষ্ট কর।

অনন্তর সুরকন্যারূপিণী সীতা নানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া তাপসীর পাদবন্দনপূর্বক রামের নিকট গমন করিলেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া অনসূয়ার প্রীতি-দানে অতিশয় প্রীত হইলেন। তাপসী যে বসন-ভূষণ ও মাল্য দিয়াছেন, সীতা তাহা তাঁহার গোচর করিলেন। তৎকালে উঁহার অমানুষসুলভ সৎকার নিরীক্ষণে লক্ষ্মণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর রাম তাপসগণ কর্তৃক সৎকৃত হইয়া অত্রির আশ্রমে নিশা যাপন করিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া মহর্ষিগণকে বনান্তর প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসিলেন। তখন ঐ সমস্ত বনবাসী ঋষিগণ তাঁহাদিগকে প্রস্থানার্থ উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, রাজকুমার! এই বনবিভাগ রাক্ষসে পরিপূর্ণ। মনুষ্যাশী নানাপ্রকার রাক্ষস ও শোণিতপায়ী হিংস্র জন্তুসকল এই মহারণ্যে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। তাপসেরা অশুচি বা অসাবধান থাকুন উহারা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করে। অতএব এক্ষণে তুমি উহাদিগকে নিবারণ কর। এইটি মুনিগণের ফলাহরণের পথ। এই পথ দিয়া তুমি দুর্গম বনে প্রবেশ করিতে পারিবে।

তাপসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক জানকীর সহিত মেঘমণ্ডলে সূর্যের ন্যায় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন।
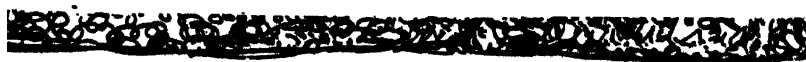
আরণ্যকাণ্ড
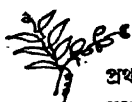
প্রথম সর্গ ॥ মহাবীর রাম মহারণ্য দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসগণের আশ্রমসকল দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মী শ্রী সতত বিরাজমান বলিয়া ঐ সমস্ত আশ্রম গগনতলে প্রদীপ্ত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। তথায় চীরচর্মধারী ফলমূলাহারী অনলসংকাশ বেদজ্ঞ বৃদ্ধ তাপসগণ বাস করিতেছেন। সর্বত্র কুশচীর, প্রাঙ্গণসকল পরিচ্ছন্ন, মৃগ ও পক্ষিগণ সঞ্চরণ করিতেছে। প্রশস্ত অগ্নিহোত্র গৃহসমুদয় প্রস্তুত; স্রুগ্‌ভাণ্ড, মৃগচর্ম, সমিধ ও জলকলস শোভিত হইতেছে, ফলমূল সঞ্চিত আছে, অনবরত বেদধ্বনি হইতেছে, কোথায় পুজোপহার রহিয়াছে, কোথায়ও হোম হইতেছে, স্থানে স্থানে কমলদলসমলংকৃত সরোবর, কোথায়ও বা স্বাদু ফলপূর্ণ বিবিধ বন্য বৃক্ষ; নির্মাল্য-পুষ্প ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং অপ্সরাসকল প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে। রাম সেই সর্বভূতশরণ্য পুণ্যাশ্রমসকল দর্শন করিয়া শরাসন হইতে জ্যাগুণ অবরোপণপূর্বক প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত পবিত্রস্বভাব তপস্বী উদয়োন্মুখ শশাঙ্কের ন্যায় প্রিয়দর্শন রাম এবং জানকী ও লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীত মনে প্রত্যুদ্‌গমন এবং মঙ্গলাচারপূর্বক গ্রহণ করিলেন। উঁহারা রামের স্বরূপ, সুকুমারতা, লাবণ্য ও সুবেশ দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অনিমেষনয়নে উঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা রামকে এক পর্ণশালায় উপবেশন করাইয়া, ফলমূল জল ও পুষ্প আহরণপূর্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র এক গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—রাম! তুমি ধর্মরক্ষক, শরণ্য, পূজনীয়, মান্য, দণ্ডদাতা ও গুরু। সুররাজ ইন্দ্রের চতুর্থাংশভূত নৃপতি ধর্মানুসারে প্রকৃতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে সাধারণে তাঁহার নিকট প্রণত হয় এবং এই কারণেই তিনি যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি নগরে বা বনেই থাক, আমাদের রাজা; আমরা তোমার অধিকারে বাস করিয়া আছি। আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। আমরা জিতেন্দ্রিয়, কখন কাহাকে নিগ্রহ করি না, ক্রোধও সম্যক্‌ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছি; সুতরাং জননীর গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় আমরা সর্বাংশে তোমারই রক্ষণীয় হইতেছি।

এই বলিয়া সেই সকল তপোধন উঁহাদিগকে ফলমূল প্রভৃতি বন্য আহারদ্রব্য ও নানাপ্রকার পুষ্প উপহার দিলেন। পরে সিদ্ধসংকল্প অগ্নিকল্প অন্যান্য তাপসেরাও বিবিধ প্রীতিকর কার্যে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ॥ পরদিন রাম সূর্যোদয়কালে মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন তন্মধ্যে নানাপ্রকার মৃগ আছে, ব্যাঘ্র ভল্লুকসকল সঞ্চরণ করিতেছে, তরুলতাগুল্ম ছিন্নভিন্ন, জলাশয়সমস্ত

আবিল, বিহঙ্গেরা কলরব করিতেছে এবং নিরন্তর ঝিল্লিকাধ্বনি হইতেছে। উঁহারা সেই ভীষণ ঘোরদর্শন স্থানে উপস্থিত হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ, বিকট ও বীভৎসবেশ এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। উহার আস্যদেশ অতি-বিস্তৃত, নেত্র কোটরান্তর্গত, সর্বাঙ্গ নিম্নোন্নত এবং উদর স্ফীত। সে শোণিত-লিপ্ত বসাদিগ্ধ ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়াছে। তিনটি সিংহ, দুইটি বৃক, চারিটি ব্যাঘ্র ও দশটি হরিণ এবং করালদশন বসাবাহী প্রকাণ্ড এক গজমুণ্ড লৌহময় শূলে বিদ্ধ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্বক ভৈরব রবে চীৎকার করিতেছে। ঐ মনুষ্যাশী রাক্ষস উঁহাদিগকে দেখিবামাত্র ক্রোধভরে যুগান্তকালীন অন্তকের ন্যায় ধাবমান হইল এবং ঘোররবে পৃথিবীকে কম্পিত করত সীতাকে হরণ করিয়া কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল; কহিল,—রে অল্পপ্রাণ! তোরা কে? কি কারণে পত্নীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিস? তোদের মস্তকে জটাজুট, পরিধান চীরবাস এবং করে কার্মুক; তোরা তপস্বী হইয়া কি কারণে উভয়ে এক ভার্যা লইয়া আছিস? এবং কি কারণেই বা মুনিবিরুদ্ধ বেশ ধারণ ও পাপাচরণ করিতেছিস? এই নারী পরমসুন্দরী, এক্ষণে এ আমারই ভার্যা হইবে। আমি রাক্ষস, আমার নাম বিরাধ; আমি প্রতিনিয়ত ঋষিমাংস ভক্ষণ করিয়া সশস্ত্র এই গহন কাননে পর্যটন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি সংগ্রামে নিশ্চয়ই তোদের রুধির পান করিব।

সীতা দুষ্ট নিশাচরের গর্বিত বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং বায়ুবেগে কদলীতরুর ন্যায় উদ্বেগে অনবরত কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন রাম যারপরনাই বিষণ্ণ হইয়া শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! দেখ, রাজা জনকের দুহিতা, আমার দয়িতা সীতা রাক্ষসের অঙ্কস্থা হইয়াছেন। কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী আমাদিগের জন্য যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং যে-প্রকার প্রীতিকর বর প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন, অদ্যই তাহা পূর্ণ হইল। যে দূরদর্শিনী পুত্রের রাজ্যাভিষেকমাত্রে পরিতুষ্ট হন নাই, সকলের প্রিয় আমারেও বনবাসী করিলেন, অদ্যই তাঁহার মনোরথ সফল হইল। বৎস! বলিতে কি, আজ আমি পিতৃবিনাশ ও রাজ্যনাশ অপেক্ষাও জানকীর পরপুরুষস্পর্শে অধিকতর শোকাকুল হইতেছি।

তখন লক্ষ্মণ দুঃখিতমনে সজলনয়নে ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিতে লাগিলেন,—আর্য! এই চিরকিঙ্কর আপনার সহচর, স্বয়ং সকলের নাথ, এক্ষণে অনাথের ন্যায় কেন শোক করিতেছেন? আজ আমি রোষভরে একমাত্র শরে এই দুষ্ট নিশাচরের প্রাণ সংহার করিব।

আজ বসুমতী ইহার শোণিত পান করিবেন। রাজ্যলোলুপ ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, সুররাজ ইন্দ্র যেমন পর্বতে বজ্রপাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ এই বিরাধের প্রতি সেই ক্রোধ নিক্ষেপ করিব। শরদণ্ড আমার বাহুবলে বেগবান হইয়া রাক্ষসের বিশাল বক্ষে পড়ুক, দেহ হইতে প্রাণ হরণ করুক এবং ইহাকে বিঘূর্ণিত করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করুক।

তৃতীয় সর্গ ॥ অনন্তর জ্বালাকরালমুখ রাক্ষস কণ্ঠস্বরে অরণ্যের আভোগ পরিপূর্ণ করিয়া কহিল,—বল, তোরা কে, কোথায় গমন করিবি? রাম কহিলেন, —আমরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়, সচ্চরিত্র, কোন কারণে বনে আসিয়াছি। এক্ষণে এই দণ্ডকারণ্যে তুই কে সঞ্চরণ করিতেছিস? বল, তোর পরিচয় জানিতে আমাদেরও ইচ্ছা হইতেছে।

বিরাধ কহিল,—শোন, আমি যবের পুত্র, আমার জননী শতহ্রদা, নাম বিরাধ। আমি তপ অনুষ্ঠানপূর্বক ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রসাদে অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। এক্ষণে তোরা এই প্রমদার আশা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র এ স্থান হইতে পলায়ন কর, নচেৎ আমি তোদিগকে বিনাশ করিব।

তখন রাম রোষারুণলোচনে পাপাত্মা বিরাধকে কহিলেন,—রে ক্ষুদ্র! তুই অতি দুরাচার, তোরে ধিক, তুই নিশ্চয় আপনার মৃত্যু অনুসন্ধান করিতেছিস; এক্ষণে থাক, জীবিত থাকিতে আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবি না। এই বলিয়া তিনি শরাসনে জ্যা আরোপণ ও সাতটি সুশাণিত শর সন্ধান করিয়া বিরাধের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণপুঙ্খ অগ্নির ন্যায় ভাস্বর শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র বায়ুবেগে উহার দেহ ভেদপূর্বক শোণিতাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন বিরাধ তথায় জানকীকে রাখিয়া, ক্রোধভরে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক শক্রধ্বজসদৃশ এক শূল উদ্যত করত উঁহাদিগের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। ঐ সময় বিরাধকে ব্যাদিতবদন অতিভীষণ কৃতান্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ উহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন প্রচণ্ডমূর্তি বিরাধ একস্থলে দাঁড়াইল এবং হাস্য করিয়া গাত্রভঙ্গ করিল। সে গাত্রভঙ্গ করিবামাত্র তাহার দেহ হইতে শরজাল স্খলিত হইয়া গেল। পরে সে ব্রহ্মার বরে প্রাণ রোধ করিয়া শূল উত্তোলনপূর্বক পুনরায় ধাবমান হইল। মহাবীর রাম সেই বজ্রসংকাশ জ্বলনসদৃশ শূল দুই শরে ছেদন করিলেন। শূল ছিন্ন হইবামাত্র সুমেরু হইতে বজ্রবিদীর্ণ শিলাখণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ভীষণ খড়্গ উদ্যত করিয়া উহার সন্নিহিত হইলেন এবং বল প্রয়োগপূর্বক উহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে বিরাধ উঁহাদিগকে বাহুমধ্যে গ্রহণপূর্বক প্রস্থানের উপক্রম করিল। তখন রাম উহার অভিপ্রায় অনুধাবন কয়িরা লক্ষ্মণকে কহিলেন,— বৎস! এই রাক্ষস স্বেচ্ছাক্রমে আমাদিগকে লইয়া যাক, এ যে স্থান দিয়া যাইতেছে, ইহাই আমাদের গমনপথ।

তখন বলদৃপ্ত বিরাধ রাম ও লক্ষ্মণকে বালকবৎ বাহুবলে উৎক্ষিপ্ত করিয়া স্কন্ধে লইল এবং ঘোর গর্জনসহকারে অরণ্যাভিমুখে চলিল। ঐ

অরণ্য ঘন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও বিবিধ পাদপে পরিপূর্ণ; তথায় বিহঙ্গেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে, শৃগাল ধাবমান হইতেছে এবং বহুসংখ্য হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে। বিরাধ তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ সর্গ ॥ তদ্দর্শনে জানকী বাহুযুগল উদ্যত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, ভীষণ নিশাচর এই সুশীল সত্যপরায়ণ রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যাইতেছে। এক্ষণে ব্যাঘ্র ভল্লুক আমায় ভক্ষণ করিবে। রাক্ষসরাজ! তোমাকে নমস্কার, তুমি উঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া যাও।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ জানকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর বিরাধের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ উহার বাম বাহু এবং রাম দক্ষিণ বাহু বলপূর্বক ভাঙিগয়া ফেলিলেন। জলদকায় বিরাধ ভগ্নবাহু হইয়া তৎক্ষণাৎ বজ্রবিদলিত পর্বতের ন্যায় যন্ত্রণায় মূর্ছিত হইয়া পড়িল। উঁহারা তাহার উপর মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত আরম্ভ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরাধ শরবিদ্ধ, খড়্গাহত ও ভূতলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও কিছুতে প্রাণত্যাগ করিল না। তখন সর্বভূতশরণ্য রাম উহাকে শস্ত্রের একান্ত অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! এই নিশাচর তপোবলসম্পন্ন, শস্ত্রাঘাতে কোনমতে ইহার প্রাণ নাশ করিতে পারিব না, এক্ষণে ইহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া বধ করাই কর্তব্য হইতেছে। ইহার দেহ কুঞ্জরবৎ বৃহৎ, সুতরাং তুমি ইহার জন্য একটি প্রশস্ত গর্ত অবিলম্বে প্রস্তুত করিয়া দেও। মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ দিয়া চরণদ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠ আক্রমণ করিয়া রহিলেন।

তখন বিরাধ রামের কথা কর্ণগোচর করিয়া কহিতে লাগিল,—পুরুষসিংহ! বুঝি নিহত হইলাম! আমি মোহবশতঃ অগ্রে তোমায় জানিতে পারি নাই, তুমি কৌশল্যাতনয় রাম; লক্ষ্মণ ও দেবী জানকীকেও জানিলাম। আমি শাপ-প্রভাবে এই ঘোরা রাক্ষসী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আছি। আমার নাম তুম্বুরু, জাতিতে গন্ধর্ব; আমি রম্ভাতে আসক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলাম, তজ্জন্য যক্ষেশ্বর কুবের ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমায় অভিশাপ দেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া শাপশান্তির উদ্দেশে আমায় কহিলেন,—যখন রাজা দশরথের পুত্র রাম যুদ্ধে তোমায় সংহার করিবেন, তখন তুমি গন্ধর্বপ্রকৃতি অধিকাব করিয়া পুনরায় স্বর্গে আগমন করিও। রাজন্! এক্ষণে তোমার কৃপায় এই দারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম, অতঃপর স্বলোকে অধিরোহণ করিব। এই স্থান হইতে সার্ধযোজন দূরে শরভঙ্গ নামে এক ধর্মপরায়ণ সূর্যসঙ্কাশ মহর্ষি বাস করিতেছেন। তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। রাম! অন্তিম কাল উপস্থিত, এক্ষণে তুমি আমায় গর্তে নিক্ষেপ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান কর। মৃত নিশাচর-গণের বিবরপ্রবেশই চিরব্যবহার, ইহাতে আমাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে।

তখন রাম বিরাধের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! তুমি এই স্থানে একটি সুপ্রশস্ত গর্ত খনন কর। লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশমাত্র খনিত্র গ্রহণ-পূর্বক ঐ মহাকায় রাক্ষসের পার্শ্বে এক গর্ত খনন করিলেন। বিরাধ কণ্ঠাক্রমণ

হইতে মুক্ত হইল। মহাবল লক্ষ্মণ উহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া গর্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। গর্তে প্রবেশকালে বিরাধ ঘোর স্বরে বনবিভাগ নিনাদিত করিয়া তুলিল। রাম ও লক্ষ্মণও উহার বধসাধনপূর্বক নভোমণ্ডলে চন্দ্রসূর্যের ন্যায় তথায় বিহার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম সর্গ ॥ তখন মহাবীর রাম নিশাচর বিরাধকে বধ করিয়া জানকীকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করত লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! এই বন নিতান্ত গহন ও দুর্গম, আমরা কখনও এইরূপ বনে প্রবেশ করি নাই, এক্ষণে চল, অবিলম্বে মহর্ষি শরভঙ্গের নিকট প্রস্থান করি।

অনন্তর তিনি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং সেই অমরপ্রভাব শুদ্ধস্বভাব তাপসের সন্নিধানে এক আশ্চর্য দেখিতে পাইলেন। তথায় স্বয়ং সুররাজ বিরাজমান, তাঁহার দেহ হইতে জ্যোতি নির্গত হইতেছে, পরিধান পরিচ্ছন্ন বস্ত্র; তিনি দিব্য আভরণে সুশোভিত আছেন এবং মহীতল স্পর্শ করিতেছেন না। বহুসংখ্য দেবতা তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন এবং অনেক মহাত্মা সুবেশে তাঁহার পূজা করিতেছেন। তিনি অন্তরীক্ষে হরিদ্বর্ণ অশ্বসংযুক্ত তরুণসূর্যপ্রকাশ রথে; অদূরে বিচিত্রমাল্যখচিত ধবল-জলদ-কান্তি শশাঙ্কচ্ছবি নির্মল ছত্র। দুইটি রমণী কনকদণ্ডমণ্ডিত মহামূল্য চামর মস্তকে বীজন করিতেছে এবং দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত আছেন।

তৎকালে তিনি শরভঙ্গের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, রাম উঁহাকে অনুভবে ইন্দ্র বোধ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! ঐ দেখ কি আশ্চর্য রথ, কেমন উজ্জ্বল! কি সুন্দর! উহা গগনতলে প্রভাবান ভাস্করের ন্যায়
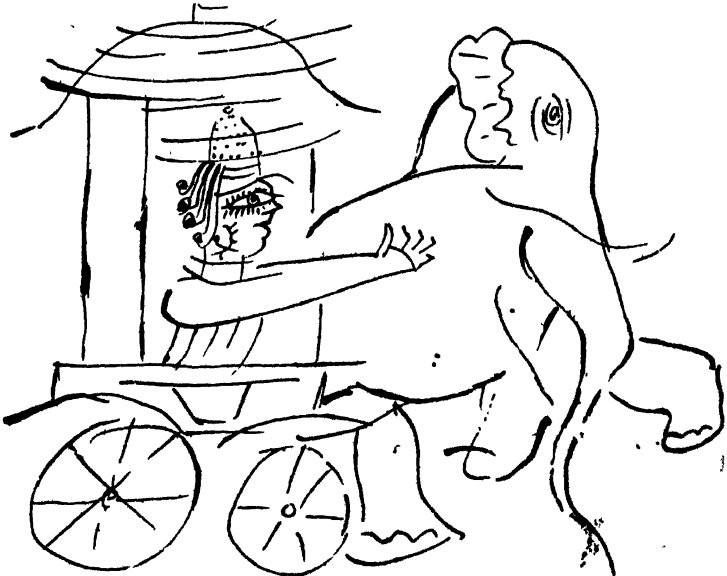
পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পূর্বে আমরা দেবরাজের যেরূপ অশ্বের কথা শুনিয়াছিলাম, নভোমণ্ডলে নিশ্চয় সেই সকল দিব্য অশ্ব দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত কুণ্ডলশোভিত যুবা কৃপাণহস্তে চতুর্দিকে আছেন, উঁহাদের বক্ষঃস্থল বিশাল এবং বাহু অর্গলের ন্যায় আয়ত। উঁহাদিগকে দেখিয়া যেন ব্যাঘ্রপ্রভাব বোধ হইতেছে। উঁহারা রক্তবসন পরিধান করিয়াছেন, অনলবৎ রত্নহারে শোভিত হইতেছেন এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরের রূপ ধারণ করিতেছেন। বৎস! ঐ সমস্ত প্রিয়দর্শন যুবা যেরূপ বয়স্ক, উহাই দেবগণের চিরস্থায়ী বয়স। এক্ষণে ঐ রথোপরি দিবাকর ও অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষটি স্পষ্ট কে যাবৎ না জানিয়া আসিতেছি তাবৎ তুমি জানকীর সহিত এই স্থানে থাক। এই বলিয়া রাম তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

তখন দেবরাজ রামকে আসিতে দেখিয়া দেবগণকে কহিলেন,—দেখ, রাম এই দিকে আগমন করিতেছেন; এক্ষণে আমাকে সম্ভাষণ না করিতেই চল আমরা স্থানান্তরে যাই, তাহা হইলে ইনি আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। রাম যখন বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিজয়ী হইবেন, তখন আমি ইঁহাকে দর্শন দিব। যাহা অন্যের দুষ্কর, ইঁহাকে সেই কার্যই সাধন করিতে হইবে। শচীপতি সুরগণকে এই বলিয়া শরভঙ্গকে সম্মান ও আমন্ত্রণপূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

তখন রাম ভ্রাতা ও ভার্যার সহিত আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নিহোত্রগৃহে আসীন ছিলেন, উঁহারা গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার আদেশ পাইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহর্ষি উঁহাদিগকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং উঁহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে শিষ্টাচার পরিসমাপ্ত হইলে রাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! সুররাজ কি কারণে তপোবনে আসিয়াছিলেন? শরভঙ্গ কহিলেন,—বৎস! আমি কঠোর তপঃসাধনপূর্বক সকলের অসুলভ ব্রহ্মলোক অধিকার করিয়াছি। এক্ষণে এই বরদাতা ইন্দ্রদেব আমাকে তথায় উপনীত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তোমাকে অদূরবর্তী জানিয়া এবং তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথিকে না দেখিয়া তথায় গমন করিলাম না। তুমি অতি ধর্মশীল, তোমার সমাগমলাভে তৃপ্ত হইয়া পশ্চাৎ দেবসেবিত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিব। বৎস! বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে, এক্ষণে বাসনা, তুমি তৎসমুদয় প্রতিগ্রহ কর।

শাস্ত্রবিশারদ রাম এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন,—তপোধন! আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য লোকসকল আহরণ করিব। এক্ষণে এই বনমধ্যে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, আপনি আমায় তাহাই বলিয়া দিন। তখন শরভঙ্গ কহিলেন,—বৎস! এই স্থানে সুতীক্ষ্ম নামে এক ধর্মপরায়ণ মহর্ষি বাস করিয়া আছেন, তিনি তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন। অদূরে কুসুমবাহিনী মন্দাকিনী বহিতেছেন, তুমি উহাকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেই তাঁহার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। রাম! আমি ত তোমার গমনপথ নির্দেশ করিয়া দিলাম, এক্ষণে তুমি মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর; ভুজঙ্গ যেমন জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি তোমার সমক্ষে এই দেহ বিসর্জন করিব।

এই বলিয়া শরভঙ্গ বহ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণসহকারে আহুতি প্রদানপূর্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হুতাশন তৎক্ষণাৎ তাঁহার কেশ, জীর্ণ

ত্বক, অস্থি মাংস ও শোণিত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। তখন শরভঙ্গ অনলের ন্যায় ভাস্বরদেহ এক কুমার হইলেন এবং সহসা বহ্নিমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সাগ্নিক ঋষিগণের লোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন এবং তথায় অনুচরবর্গের সহিত সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার পাইলেন। ব্রহ্মাও তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ ॥ মহর্ষি শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্মকুট্ট, পাত্রাহার, দন্তোলূখল, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, অশয্যা, অনবকাশিক, সলিলাহার, বায়ুভক্ষ, আকাশনিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী ও আর্দ্রপট্টবাস-- এই সমস্ত ঋষি তেজস্বী রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা জপপর ও তপঃপরায়ণ এবং ব্রাহ্মীশ্রীসম্পন্ন। ইঁহারা আসিয়া রামকে কহিলেন, রাম! যেমন দেবগণের ইন্দ্র সেইরূপ তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের ও সমগ্র পৃথিবীর প্রধান ও নাথ। তুমি যশ ও বিক্রমে ত্রিলোকমধ্যে প্রথিত হইয়াছ, পিতৃব্রত ও সত্য তোমাতেই রহিয়াছে; সর্বাঙ্গপূর্ণ ধর্ম তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তুমি ধর্মের মর্মজ্ঞ ও ধর্মবৎসল, এক্ষণে আমরা অর্থিত্বনিবন্ধন কঠোরভাবে তোমায় যাহা কিছু কহিব, ক্ষমা করিও। নাথ! যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর লইয়া থাকেন, অথচ অধিকারস্থ লোকদিগকে পালন করেন না, তাঁহার অত্যন্ত অধর্ম হয়। আর যিনি উঁহাদিগকে প্রাণের তুল্য, প্রাণাধিক পুত্রের তুল্য অনুমান করিয়া সবিশেষ যত্নে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করেন, ইহকালে তাঁহার শাশ্বতী কীর্তি এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গতি লাভ হইয়া থাকে। মুনিগণ ফলমূল আহার করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, তাহাতেও ধর্মতঃ প্রজাপালনে প্রবৃত্ত রাজার চতুর্থাংশ আছে। রাম! তুমি এই বিপ্রবহুল বানপ্রস্থগণের নাথ, এক্ষণে ইঁহারা নিশাচরের হস্তে অনাথের ন্যায় নিহত হইতেছেন। ঐ চল, ঘোররূপ রাক্ষসেরা যে-সকল তপস্বীকে নানা প্রকারে বিনাশ করিয়াছে, বনমধ্যে তাঁহাদের মৃতদেহ দেখিয়া আসিবে। যে-সকল মুনি পম্পার উপকূলে, মন্দাকিনী-তটে ও চিত্রকূটে বাস করিয়া আছেন, রাক্ষসেরা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে। ঐ সমস্ত দুরাচার অরণ্যে তাপসগণের উপর যেরূপ ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, আমরা কোনমতে তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি সকলের শরণ্য, তোমার শরণ লইবার জন্য আমরা আসিয়াছি। রাক্ষসেরা আমাদিগকে বধ করে, এক্ষণে রক্ষা কর। রাম! এই পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর আমাদের নাই।

তখন ধর্মশীল রাম উঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—তাপসগণ! আপনারা আমাকে এইরূপ করিয়া আর বলিবেন না, আমি সততই আপনাদের আজ্ঞাধীন হইয়া আছি। এক্ষণে যখন আমাকে পিতৃসত্যপালনোদ্দেশে বনপ্রবেশ করিতে হইয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে আপনাদের নিশাচরকৃত অত্যাচারের অবশ্য প্রতিকার করিয়া যাইব। বলিতে কি, ইহাতে আমারও এই বনবাসে বিশেষ ফল দর্শিবে সন্দেহ নাই। অতঃপর আপনারা আমার ও লক্ষ্মণের বিক্রম প্রত্যক্ষ করুন, আমরা নিশ্চয়ই ঋষিকুলকণ্টক রাক্ষসগণকে নিহত করিব। পূজ্যস্বভাব মহাবীর রাম মুনিগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম সর্গ ॥ অনন্তর তিনি বহু দূর অতিক্রম করিলেন এবং অগাধসলিলা অনেক নদী লঙ্ঘন করিয়া গিরিবর সুমেরুর ন্যায় উন্নত পবিত্র এক শৈল দেখিতে পাইলেন। অদূরে অত্যন্ত গহন ও ভীষণ এক কানন বিস্তৃত রহিয়াছে। তথায় নানা প্রকার বৃক্ষ কুসুমিত ও ফলভরে অবনত হইয়া আছে। রাম তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং উহার একান্তে কুশচীরচিহ্নিত এক তপোবন অবলোকন করিলেন। ঐ তপোবনে মললিপ্ত পঙ্কক্লিন্ন জটাধারী মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ আসীন ছিলেন। রাম তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন,—ভগবন্! আমি রাম, আপনার দর্শনকামনায় আগমন করিলাম। এক্ষণে আপনি মৌনভাব ত্যাগ করিয়া আমাকে সম্ভাষণ করুন।

তখন তপোধন সুতীক্ষ্ণ রামকে নিরীক্ষণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছ? এই তপোবন তোমার আগমনে এক্ষণে যেন সনাথ হইল। আমি কেবল তোমারই প্রতীক্ষায় ধরাতলে দেহ বিসর্জনপূর্বক এ স্থান হইতে সুরলোকে আরোহণ করি নাই। তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে কালযাপন করিতেছিলে, আমি তাহা শুনিয়াছি। আজ দেবরাজ ইন্দ্র আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন এবং আমি পুণ্যবলে যে উৎকৃষ্ট লোকসকল অধিকার করিয়াছি তিনি আমায় এই সংবাদ প্রদান করিলেন। বৎস! এক্ষণে আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রীতির উদ্দেশে সেই সমস্ত দেবর্ষিসেবিত মদীয় তপোবললব্ধ লোকে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বিহার কর।

তখন রাম ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে তদ্রূপ সেই উগ্রতপা মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমি তপোবলে স্বয়ংই লোকসকল আহরণ করিব। এক্ষণে আপনি এই অরণ্যমধ্যে আমায় একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিন। গৌতমগোত্রজাত মহাত্মা শরভঙ্গ কহিয়াছেন, আপনি সকলের হিতকারী ও সর্বত্র কুশলী।

অনন্তর সর্বলোকপ্রথিত সুতীক্ষ্ণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি আমারই আশ্রমে বাস কর। এ স্থানে বহুসংখ্য ঋষি আছেন এবং সকল সময়ে ফলমূলও বিলক্ষণ সুলভ। কেবল এই তপোবনে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি মৃগ আইসে; উহারা অত্যন্ত নির্ভয়, কিন্তু কখন কাহার কোনরূপ অনিষ্ট করে না। উহারা আসিয়া নানা প্রকারে লোভ প্রদর্শনপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। বৎস! তুমি নিশ্চয় জানিও এতদ্ব্যতীত এ স্থানে অন্য কোনরূপ ভয় নাই।

সুধীর রাম সুতীক্ষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি শরাসনে বজ্রপ্রভ সুশাণিত শর সন্ধান করিয়া যদি ঐ সমস্ত মৃগকে বিনাশ করি, তাহা হইলে আপনি মনে অত্যন্ত ক্লেশ পাইবেন। আপনাকে ক্লেশ প্রদান অপেক্ষা আমারও যন্ত্রণার আর কিছু হইবে না। সুতরাং এই আশ্রমে বহুকাল বাস কোনমতেই অভিলাষ করি না।

রাম সুতীক্ষ্ণকে এইরূপ কহিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং

সন্ধ্যা সমাপনান্তে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাসের ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইল, তদ্দর্শনে মহর্ষি উঁহাদিগকে সমাদরপূর্বক তাপসভোগ্য ভোজ্য প্রদান করিলেন।

অষ্টম সর্গ ॥ রাম সেই তাপসজনশরণ অরণ্যে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে প্রতিবোধিত হইলেন এবং জানকীর সহিত গাত্রোত্থানপূর্বক পদ্মগন্ধী সুশীতল সলিলে স্নান ও যথাকালে বিধিবৎ দেবতা ও অগ্নির পূজা সমাধান করিলেন। সূর্যোদয় হইল। তদ্দর্শনে তিনি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সন্নিধানে গমন এবং তাঁহাকে মধুর বচনে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,—তপোধন! আমরা আপনার সৎকারে তৃপ্ত হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমন্ত্রণ করি, প্রস্থান করিব। এই দণ্ডকারণ্যে পুণ্যশীল ঋষিগণের আশ্রমসকল দেখিতে আমাদের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। এই তাপসেরাও বারংবার আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ত্বরা দিতেছেন। ইঁহারা জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক ও বিধূম পাবকের ন্যায় তেজস্বী; এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি ইঁহাদের সহিত আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদান করুন। নীচ লোক অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিলে যে প্রকার হয়, সূর্যদেব তদ্রূপ উগ্রভাব ধারণ না করিতেই আমরা নিষ্ক্রান্ত হইবার সংকল্প করিয়াছি। এই বলিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম সুতীক্ষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তখন তপোধন উঁহাদিগকে উত্থাপনপূর্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে কহিলেন,—বৎস! তুমি এক্ষণে এই ছায়ার ন্যায় অনুগতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নির্বিঘ্নে যাও এবং এই দণ্ডকারণ্যবাসী তাপসগণের রমণীয় আশ্রমসকল দর্শন কর। পথে ফলমূলপূর্ণ কুসুমিত কানন, ময়ূরবরমুখরিত সুরম্য অরণ্য, শান্তস্বভাব পক্ষী, পবিত্র মৃগযূথ, প্রফুল্লকমলশোভিত প্রসন্নসলিল হংসসংকুল সরোবর ও সুদর্শন প্রস্রবণ দেখিতে পাইবে। রাম! তুমি এক্ষণে যাত্রা কর, লক্ষ্মণ! তুমিও যাও; কিন্তু তোমরা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় এই আশ্রমে আগমন করিও।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুতীক্ষ্ণের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। আয়তলোচনা জানকী উঁহাদের হস্তে শরাসন, তূণীর ও নির্মল খড়্গ আনিয়া দিলেন। উঁহারাও তূণীর বন্ধন ও ধনুর্ধারণপূর্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবম সর্গ ॥ তখন সীতা মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সম্মতিক্রমে রামকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া স্নেহপ্রবৃত্ত মনোজ্ঞ বাক্যে কহিলেন,—নাথ! যে মহৎ ধর্ম সূক্ষ্ম বিধানের গম্য কামজ ব্যসন হইতে মুক্ত হইলে লোকে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই ব্যসন তিন প্রকার,—মিথ্যাকথন, পরস্ত্রীগমন ও বৈর ব্যতীত রৌদ্রভাব ধারণ। কিন্তু শেষোক্ত দুইটি প্রথম অপেক্ষা গুরুতর পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নাথ! তুমি কখনও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কর নাই এবং কোন কারণে করিবেও না। ধর্মনাশক পরস্ত্রী-অভিলাষ তোমার কখন ছিল না এবং এখনও নাই। তুমি সতত স্বদারে অনুরক্ত আছ। ধর্ম ও সত্য তোমাতে বিদ্যমান; তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, পিতৃআজ্ঞাবহ ও জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছ বলিয়া ঐ দুইটি দোষ তোমাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু নাথ! অন্যে মোহবশতঃ অকারণ

জীবের প্রাণহিংসারূপ যে কঠোর ব্যসনে আসক্ত হয়, এক্ষণে তোমায় তাহাই ঘটিতেছে। তুমি বনবাসী ঋষিগণের রক্ষাবিধানার্থ যুদ্ধে রাক্ষস-বধ স্বীকার করিয়াছ এবং এই নিমিত্তই ধনুর্বাণ লইয়া লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইতেছ। কিন্তু তোমায় যাইতে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইতেছে। আমি তোমার কার্য আলোচনা করিতেছি, তোমার সুখ ও সুখসাধনই বা কি চিন্তা করিতেছি, চিন্তা করিতে গিয়া পদে পদে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে। তুমি যে দণ্ডকারণ্যে যাও, আমার এরূপ ইচ্ছা নয়। তথায় গমন করিলে নিশ্চয়ই রাক্ষস-দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ শরাসন সঙ্গে থাকিলে ক্ষত্রিয়দিগের তেজ সবিশেষ বর্ধিত হইয়া থাকে।

নাথ! পূর্বে কোন এক সত্যশীল ঋষি শান্ত মৃগবিহঙ্গে পূর্ণ বনমধ্যে তপঃসাধন করিতেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘ্নকামনায় যোদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া অসিহস্তে উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট ন্যাসস্বরূপ ঐ খড়্গ রাখিয়া দেন। তাপস ন্যাসরক্ষায় তৎপর ছিলেন এবং বিশ্বাসভঙ্গ-ভয়ে খড়্গ গ্রহণপূর্বক বনমধ্যে বিচরণ করিতেন। ফলমূল আহরণার্থ কোথাও গমন করিতে হইলে, তিনি ঐ অস্ত্র ব্যতীত যাইতেন না। এইরূপে তপোধন সতত উহা বহন করিতে করিতে ক্রমশঃ রৌদ্রভাব আশ্রয় করিলেন, প্রাণিহত্যায় মত্ত হইয়া উঠিলেন, তপোনিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন এবং অধর্মে লিপ্ত হইয়া নরকে নিমগ্ন হইলেন।

এই আমি অস্ত্রবিষয়ক এই একটি পুরাবৃত্তের উল্লেখ করিলাম। ফলতঃ অগ্নিসংযোগ যেরূপ কাষ্ঠের বিকার জন্মাইয়া দেয়; অস্ত্রসংস্রব সেইরূপ লোকের চিত্তবৈপরীত্য ঘটাইয়া থাকে। নাথ! এক্ষণে আমি তোমায় শিক্ষাদান করিতেছি না, কেবল স্নেহ ও বহুমানবশতঃ ইহা স্মরণ করাইয়া দিলাম। অতঃপর তুমি অকারণ দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। অপরাধ না পাইলে কাহাকেও হত্যা করা উচিত নহে। বনবাসী আর্তদিগের পরিত্রাণ হয়, ক্ষত্রিয় বীর শরাসনে এই পর্যন্তই করিবেন। শস্ত্র কোথায়, বনই বা কোথায়, ক্ষত্রিয় ধর্ম কোথায়, তপস্যাই বা কোথায়; এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী, ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহা তপোবনের ধর্ম তুমি তাহারই সম্মান কর। অস্ত্র সম্পর্কে লোকের বুদ্ধি একান্ত কলুষিত হইয়া থাকে। তুমি পুনরায় অযোধ্যায় গিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম আশ্রয় করিও। তোমাকে রাজপদ পরিত্যাগপূর্বক
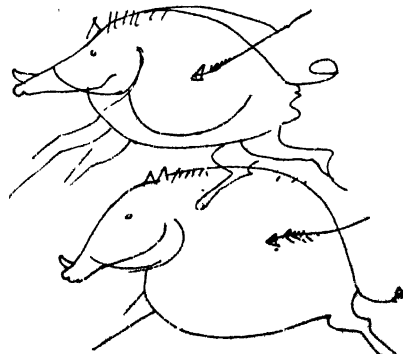
বনবাসী হইতে হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যদি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে পার, আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর অত্যন্ত প্রীত হইবেন। ধর্ম হইতে অর্থ, ধর্ম হইতে সুখ এবং ধর্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়; ফলতঃ জগতে ধর্মই সার পদার্থ। নিপুণ লোক বিশেষ যত্নে বিবিধ নিয়মে শরীর শোষণপূর্বক ধর্মসঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু সুখ হইতে কখনও সুখসাধন ধর্ম উপলব্ধ হইতে পারে না। নাথ! তুমি সকলই জান, ত্রিলোকে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া এই তপোবনে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হও। তোমায় ধর্মোপদেশ প্রদান করে এমন কে আছে? আমি কেবল স্ত্রীজনসুলভ চপলতায় এইরূপ কহিলাম এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ, এবং যাহা অভিরুচি হয়, অবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান কর।

দশম সর্গ॥ ধর্মপরায়ণ রাম পতিপ্রণয়িনী জানকীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি ক্ষত্রিয়কুল উল্লেখ করিয়া সস্নেহে হিত ও সমুচিতই কহিলে। আমি ইহার আর কি প্রত্যুত্তর করিব; আর্ত এই শব্দমাত্রও না থাকে, এই জন্য ক্ষত্রিয়ের শরাসন গ্রহণ, এ কথা তুমিই ত ব্যক্ত করিলে। এক্ষণে আর্ত হইয়াই দণ্ডকারণ্যের মুনিগণ আগমনপূর্বক আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা সর্বকাল ফলমূলে প্রাণ ধারণ করিয়া বনে বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রূর নিশাচরগণ ইঁহাদিগকে অত্যন্ত অসুখী করিয়াছে। ঐ সকল নরমাংস-লোলুপ ইঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। ইঁহারা বিশেষ বিপন্ন হইয়াই আমাকে সমস্ত জানাইলেন। আমি ইঁহাদের মুখে তৎসমুদয় শুনিয়া বিঘ্নশান্তির উদ্দেশে কহিলাম, তাপসগণ! প্রসন্ন হউন, ইহা আমার অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, ঈদৃশ উপাস্য ব্রাহ্মণেরা আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব।

তখন মুনিগণ আমাকে কহিলেন, রাম! কামরূপী বহুসংখ্য রাক্ষস দণ্ডকারণ্যে আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে, রক্ষা কর। ঐ সমস্ত মাংসাশী দুর্দান্ত দুরাত্মা হোমবেলায় ও পর্বকালে আমাদিগকে পরাভব করিয়া থাকে। আমরা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া শরণার্থী হইয়াছি, এক্ষণে রক্ষা কর। আমরা তপোবলে রাক্ষসগণকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু বহু বিঘ্নবিপত্তি ও কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া বহুকাল হইতে যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার ব্যয় হইয়া যায়, আমরা এইরূপ ইচ্ছা করি না। রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে সত্য, কেবল এই কারণেই আমরা উহাদিগকে অভিসম্পাত করিতেছি না। আমরা তোমার ভরসায় বনে বাস করিয়া আছি, এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। জানকি! আমি ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া ইঁহাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। সত্যই আমার প্রিয়, আমি স্বীকার করিয়া প্রাণান্তে অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। বরং অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, লক্ষ্মণের সহিত তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। প্রার্থনা না করিলেও যাহা করিতাম, অঙ্গীকার করিয়া কিরূপে তাহার বৈপরীত্য আচরণ করিব। জানকি! তুমি স্নেহ ও সৌহার্দ্য-নিবন্ধন যাহা কহিলে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। অপ্রিয়কে কেহ কখন কিছু কহিতে পারে না। তুমি যেরূপ কুলে

উৎপন্ন হইয়াছ, এই বাক্য তাহার ও তোমারও অনুরূপ সন্দেহ নাই; তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, এক্ষণে আমার এই সংকল্প অনুমোদন কর।

মহাত্মা রাম জানকীকে এইরূপ কহিয়া, লক্ষ্মণের সহিত শরাসনহস্তে রমণীয় তপোবনে গমন করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ ॥ তিনি সর্বাগ্রে, শোভনা জানকী মধ্যে এবং লক্ষ্মণ পশ্চাতে। গমনপথে উঁহারা বিচিত্র শৈলশিখর, অরণ্য, সুরম্য নদী, পুলিনচারী সারস ও চক্রবাক, জলবিহারী পক্ষিপূর্ণ প্রফুল্লকমল সরসী, যূথবদ্ধ হরিণ, মদোন্মত্ত সশৃংগ মহিষ, বৃক্ষবৈরী করী ও বরাহসকল দেখিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিলেন, দিবাও অবসান হইয়া আসিল।

অনন্তর উঁহারা যোজনপ্রমাণ এক দীর্ঘিকার সমীপবর্তী হইলেন। ঐ দীর্ঘিকার জল অতিশয় স্বচ্ছ, উহাতে রক্ত ও শ্বেত শতদল অবিরল শোভা পাইতেছে; জলচর পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে এবং হস্তিসকল উহার তীরে ও নীরে। ঐ রমণীয় সরোবরে গীতবাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, কিন্তু তথায় জনপ্রাণীর সম্পর্ক নাই। তদ্দর্শনে রাম ও লক্ষ্মণ কৌতুকাবেশে ধর্মভৃৎ নামে এক মহর্ষিকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত, দেখিয়া আমাদের একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল, এক্ষণে সবিস্তরে বলুন ব্যাপারটি কি।

ধর্মভৃৎ কহিলেন, রাম! ইহা পঞ্চাপ্সর নামে সরোবর, পূর্বে মহর্ষি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে ইহা নির্মাণ করেন, ইহার জল কখনও শুষ্ক হয় না। কোন সময়ে মাণ্ডকর্ণী বায়ু ভক্ষণপূর্বক এই সরোবরের মধ্যে দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিলেন, এই তাপস হয়ত আমাদিগের একজনের পদ প্রার্থনা করিতেছেন। এই চিন্তা করিয়া উঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং মহর্ষির তপোবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত চপলার ন্যায় চঞ্চলকান্তি প্রধান পাঁচ অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। উহারাও সুরকার্যোদ্দেশে মুনিকে কামের বশীভূত করিল এবং তাঁহার পত্নী হইল।

তখন মুনি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে যুবা হইলেন এবং ঐ সকল অপ্সরার নিমিত্ত এই সরোবরের অভ্যন্তরে এক গুপ্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। উহারা তথায় সুখে বাস করিয়া মহর্ষির সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে। এক্ষণে তাহাদিগেরই ভূষণরবমিশ্রিত বাদ্যধ্বনি ও মনোহর সংগীত শুনা যাইতেছে।

শুনিবামাত্র রাম কহিলেন, আশ্চর্য! অনন্তর তিনি অদূরে চীরশোভিত তেজঃপ্রদীপ্ত এক আশ্রম দর্শন করিলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তন্মধ্যে গমন করিয়া সুখসমাদরে বাস করিতে লাগিলেন। পরে তথা হইতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য তপোবন পর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহার আশ্রমে পূর্বে গিয়াছিলেন, তথায়ও গমন করিলেন। কোথায় দশ মাস, কোথায় সংবৎসর, কোথায় চার মাস, কোথায় পাঁচ মাস, কোথায় ছয় মাস, কোথায় বৎসরাধিক কাল, কোথায় বহু মাস, কোথায় দেড় মাস, কোথায় তদপেক্ষা অধিক মাস, কোথায় তিন মাস ও কোথায়ও বা আট মাস বাস করিলেন। এইরূপে তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর রাম পুনরায় মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের তপোবনে প্রত্যাগমনপূর্বক কিছুদিন যাপন করিলেন এবং একদা সবিনয়ে তাঁহাকে কহিলেন,—ভগবন্ অনেকের মুখে শুনিয়াছি, এই দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্য বাস করিয়া আছেন। কিন্তু এই বন অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, তজ্জন্য আমি ঐ স্থান জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বলুন, সেই সুরম্য তপোবন কোথায় আছে? আমি অগস্ত্যকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় যাত্রা করিব, গিয়া স্বয়ংই তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

তখন সুতীক্ষ্ণ প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! আমি স্বয়ংই এই কথার প্রসঙ্গ করিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমিই আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ। এক্ষণে যথায় অগস্ত্যের আশ্রম কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এই স্থান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন অতিক্রম করিয়া যাও, তাহা হইলে ইঁহার ভ্রাতা ইধ্মবাহের তপোবন পাইবে। ঐ প্রদেশ স্থলপ্রায় সুরম্য ও পিপ্পল বনে শোভিত। তথায় ফলপুষ্প প্রচুররূপ উৎপন্ন হইতেছে, নানাপ্রকার পক্ষী কলরব করিতেছে এবং হংস-সারসসঙ্কুল চক্রবাক-শোভিত স্বচ্ছ সরোবর আছে। তুমি ঐ তপোবনে একরাত্রি বাস করিয়া ঐ বনের পার্শ্ব দিয়া প্রভাতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিও, তাহা হইলে এক যোজন ব্যবধানে অগস্ত্যের আশ্রম দেখিতে পাইবে। ঐ স্থান অত্যন্ত রমণীয় ও নানাপ্রকার বৃক্ষে শোভিত; তোমরা তথায় গিয়া নিশ্চয় সুখী হইবে। বৎস! যদি তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে না হয় অদ্যই গমন কর।

তখন রাম সুতীক্ষ্ণকে অভিবাদন করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি অগস্ত্যের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে রমণীয় কানন, মেঘাকার শৈল, দীর্ঘিকা ও নদীসকল দর্শন করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ-প্রদর্শিত পথে সুখে বহুদূর অতিক্রম করিয়া হৃষ্টমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! অদূরে বোধ হয় পুণ্যশীল মহাত্মা ইধ্মবাহের আশ্রম। আমরা ইহার যে-সমস্ত চিহ্নের কথা শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে অবিকল তাহাই দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, পথপার্শ্বে বহুসংখ্য বন্য বৃক্ষ ফলপুষ্পে অবনত হইয়া আছে, কানন হইতে সুপক্ক পিপ্‌পলের কটু গন্ধ বায়ুভরে নির্গত হইতেছে, ইতস্ততঃ কাষ্ঠের স্তূপ, বৈদূর্য মণির ন্যায় উজ্জ্বল কুশসকল ছিন্ন দেখা যাইতেছে; আশ্রমস্থ অগ্নির ঘননীল শৈলশিখরাকার ধূমশিখা উঠিয়াছে এবং মুনিগণ পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া স্বহস্তসমাহৃত কুসুমে উপহার দিতেছেন। লক্ষ্মণ! মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ যেরূপ কহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় ইহাই ইধ্মবাহের আশ্রম হইবে। ইঁহার ভ্রাতা অগস্ত্য লোকহিতার্থ কৃতান্ততুল্য এক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক লোকের বাসযোগ্য করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্বে ইল্বল ও বাতাপি নামে ভীষণ দুই অসুর এই স্থান অধিকার করিয়াছিল, ঐ দুই ভ্রাতা ব্রহ্মহত্যা করিত। নির্দয় ইল্বল বিপ্রবেশ ধারণ ও সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণপূর্বক শ্রাদ্ধোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত এবং মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া যথানিয়মে উঁহাদিগকে আহার করাইত। বিপ্রগণের আহার সম্পন্ন হইলে ইল্বল উচ্চৈঃস্বরে কহিত, বাতাপে! নিষ্ক্রান্ত হও। বাতাপিও উঁহাদের দেহ ভেদপূর্বক মেষবৎ রবে বহির্গত হইত। বৎস! এইরূপে উহারা অনেক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়াছে।

একদা অগস্ত্যদেব সুরগণের অনুরোধে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ বাতাপিকে ভক্ষণ করেন। ইল্বল শ্রাদ্ধান্তে সম্পন্ন এই কথা বলিয়া হস্তোদক দানপূর্বক কহিল, বাতাপে! নিষ্ক্রান্ত হও! তখন ধীমান্ অগস্ত্য হাস্য করিয়া কহিলেন, ইল্বল! তোমার মেষরূপী ভ্রাতা আমার জঠরানলে জীর্ণ হইয়া যমালয়ে প্রস্থান করিয়াছে, এক্ষণে তাহার নিষ্ক্রান্ত হইবার শক্তি নাই। তখন ইল্বল ভ্রাতার নিধনসংক্রান্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্যের বিনাশকামনায় ক্রোধভরে ধাবমান হইল এবং তৎক্ষণাৎ ঐ তেজস্বী ঋষির অনলকল্প কটাক্ষে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। বৎস! যিনি বিপ্রগণের প্রতি কৃপা করিয়া এই দুষ্কর কর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই অগস্ত্যেরই ভ্রাতা মহর্ষি ইধ্মবাহের এই তপোবন।

অনন্তর সূর্য অস্তাচলে আরোহণ করিলেন, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত সায়ংসন্ধ্যা সমাপনপূর্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ইধ্মবাহকে অভিবাদন করিলেন এবং তথায় সাদরে গৃহীত হইয়া ফলমূল ভক্ষণপূর্বক একরাত্রি বাস করিয়া রহিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত ও সূর্যোদয় হইলে তিনি ইধ্মবাহের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন,—তপোধন! আমি সুখে নিশা যাপন করিয়াছি। এক্ষণে আপনার জ্যেষ্ঠ মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শনার্থ গমন করিব, আপনাকে অভিবাদন করি।

তখন রাম তাঁহার অনুমতি লইয়া, বিজন বন অবলোকনপূর্বক যথানির্দিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে জলকদম্ব, পনস, অশোক, তিনিশ, নক্তমাল, মধূক, বিল্ব ও তিন্দুক প্রভৃতি কুসুমিত বন্য বৃক্ষসকল দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ মঞ্জরিত লতাজালে বেষ্টিত আছে, হস্তিশুণ্ডে দলিত হইতেছে,

বানরগণে শোভিত এবং উন্মত্ত বিহঙ্গের কলরবে ধ্বনিত হইতেছে। তন্দর্শনে পদ্মপলাশলোচন রাম পশ্চাদ্বর্তী লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! যেমন শুনিয়াছিলাম এস্থানে তদ্রূপই দেখিতেছি, বৃক্ষের পল্লবসকল সুচিক্কণ এবং মৃগপক্ষিগণ শান্তস্বভাব। এক্ষণে বোধ হয়, মহর্ষির তপোবন আর অধিক দূরে নাই। যিনি স্বকর্মগুণে অগস্ত্য নামে খ্যাত হইয়াছেন, ঐ তাঁহারই শ্রমনাশক আশ্রম। দেখ, প্রভূত ধূমে বনবিভাগ আকুল হইতেছে, কুশচীর শোভা পাইতেছে, মৃগযূথ নির্বিরোধী এবং নানাপ্রকার পক্ষী চারুস্বরে বিরাব করিতেছে। যিনি লোকহিতার্থ কৃতান্ততুল্য অসুরকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক বাসযোগ্য করিয়া দিয়াছেন, সেই পুণ্যশীল মহর্ষি অগস্ত্যেরই এই আশ্রম সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রভাবে রাক্ষসেরা এই দিকে কেবল দৃষ্টিপাতমাত্র করিয়া থাকে, কিন্তু ভয়ে কখন অগ্রসর হইতে পারে না। যাবৎ তিনি এই দিক আশ্রয় করিয়াছেন, তদবধি নিশাচরগণ বৈরশূন্য ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া আছে। এইরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছি যে, অগস্ত্যের নাম গ্রহণ করিলে এই দিকে আর কোন বিপদ সম্ভাবনা থাকে না। গিরিবর বিন্ধ্য সূর্যের পথরোধ করিবার নিমিত্ত বর্ধিত হইতেছিল, কিন্তু উঁহারই আদেশে নিরস্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সেই প্রখ্যাতকীর্তি দীর্ঘায়ু মহর্ষির রমণীয় আশ্রম। তিনি সাধু, সকলের পূজনীয় এবং সজ্জনের

হিতকারী। আমরা উপস্থিত হইলে তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। আমি এই স্থানে তাঁহার আরাধনা করিয়া বনবাসের অবশিষ্ট কাল অতিবাহন করিব। এখানে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আহার সংযমপূর্বক নিয়ত তাঁহার উপাসনা করেন; এখানে মিথ্যাবাদী, ক্রূর, শঠ ও পাপাত্মা জীবিত থাকিতে পারে না; এখানে দেবতা, যক্ষ, পতঙ্গ ও উরগগণ মিতাহারী হইয়া ধর্মসাধনমানসে বাস করিতেছেন; এখানে সুরগণ সকলের শুভকার্যে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষত্ব, অমরত্ব ও রাজ্য প্রদান করেন; এবং এখান হইতেই মহর্ষিগণ তপঃসিদ্ধ হইয়া দেহবিসর্জন ও নূতন দেহ ধারণপূর্বক সূর্যপ্রভ বিমানে স্বর্গে আরোহণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণ! আমরা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, এক্ষণে তুমি সর্বাগ্রে প্রবিষ্ট হও এবং জানকী ও আমার আগমনসংবাদ মহর্ষিকে প্রদান কর।

দ্বাদশ সর্গ ॥ তখন লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া অগস্ত্যের এক শিষ্যকে কহিলেন, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র মহাবল রাম, পত্নী জানকীরে লইয়া, মহর্ষিকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম লক্ষ্মণ। শুনিয়াও থাকিবেন, আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত। আমরা পিতৃ-আজ্ঞা পালনে এই ভীষণ বনে আসিয়াছি। বাসনা, ভগবান্ অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে আপনি গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করুন।

তখন ঋষিশিষ্য লক্ষ্মণের এই কথায় সম্মত হইয়া অগ্নিগৃহে গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তপঃপ্রদীপ্ত মহর্ষিকে কহিলেন,—ভগবন্! রাজা দশরথের পুত্র রাম ভ্রাতা ও ভার্যাকে লইয়া আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাকে দর্শন ও আপনার শুশ্রূষা করিবেন। এক্ষণে যাহা উচিত হয়, আজ্ঞা করুন।

মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্যমুখে এই কথা শ্রবণপূর্বক কহিলেন, আমার ভাগ্য-গুণে রাম বহুদিনের পর আজ আমায় দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইনি আগমন করিবেন আমি এইরূপ প্রত্যাশা করিতেছিলাম। বৎস! এক্ষণে যাও, তাঁহাকে ভ্রাতা ও ভার্যার সহিত পরম সমাদরে আমার নিকট আনয়ন কর। তুমি স্বয়ংই কেন তাঁহাকে আনিলে না?

তখন শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার কথা শিরোধার্য করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক সত্বরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, রাম কোথায়? আসুন, তিনি স্বয়ংই মুনিকে দর্শন করিতে প্রবেশ করুন। তখন লক্ষ্মণ উঁহার সহিত আশ্রমপ্রান্তে গমন করিলেন এবং রাম ও জানকীকে দেখাইয়া দিলেন। অনন্তর মুনিশিষ্য রামকে বিনীতভাবে মহর্ষির কথা জ্ঞাপন-পূর্বক সাদরে তপোবনে লইয়া চলিলেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই প্রশান্ত হরিণপূর্ণ আশ্রম নিরীক্ষণপূর্বক যাইতে লাগিলেন। তিনি তথায় প্রজাপতি ব্রহ্মার স্থান, রুদ্রস্থান, ইন্দ্রস্থান, সূর্যের স্থান, সোমস্থান, ভগস্থান, কুবেরস্থান, ধাতা ও বিধাতার স্থান, বায়ুস্থান, পাশধারী মহাত্মা বরুণের স্থান, গায়ত্রীস্থান, বসুর স্থান, বাসুকিস্থান, গরুড়স্থান, কার্ত্তিকেয়স্থান ও ধর্মস্থান দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অগস্ত্য শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া রামের প্রত্যুদ্গমন করিতেছিলেন। তখন রাম মুনিগণের অগ্রে সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষিকে দর্শন করিয়া

লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব বহির্গত হইতেছেন। আমি এই তপোরাশি ঋষির গাম্ভীর্য দেখিয়াই ইঁহাকে অগস্ত্য বোধ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি সেই সূর্যসংকাশ মুনিকে অভিবাদন করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন অগস্ত্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং পাদ্য ও আসন দ্বারা অর্চনা করিয়া কুশলপ্রশ্নসহকারে কহিলেন, আইস। পরে অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোম সমাপনপূর্বক ঐ সমস্ত অতিথিকে অর্ঘ্য ও বানপ্রস্থের বিধি অনুসারে ভোজ্য দান করিয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। তখন ধর্মজ্ঞ রামও কৃতাঞ্জলি হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি কহিলেন, বৎস! অতিথিকে যথোচিত সৎকার না করিলে তাপস কূট সাক্ষীর ন্যায় লোকান্তরে আপনার মাংস আহার করিয়া থাকেন। তুমি রাজা ধর্মনিষ্ঠ মহারথ পূজ্য ও মান্য, তুমি প্রিয় অতিথিরূপে আমার তপোবনে আসিয়াছ। এই বলিয়া তিনি রামকে সুপ্রচুর ফলমূল ও পুষ্প দিয়া কহিলেন, বৎস! ইন্দ্র আমাকে এই হেমময় হীরকখচিত বিশ্বকর্মা-নির্মিত দিব্য বৈষ্ণব ধনু এবং ব্রহ্মদত্ত নামে সূর্যপ্রভ অমোঘ শর প্রদান করিয়াছেন। আর এই জ্বলন্ত অগ্নিবৎ বাণে পূর্ণ অক্ষয় তূণীর এবং স্বর্ণকোষে কনকমুষ্টি অসিও আছে। পূর্বে বিষ্ণু এই শরাসন দ্বারা সমরে অসুরগণকে সংহার করিয়া প্রদীপ্ত জয়শ্রী অধিকার করেন। এক্ষণে ইন্দ্র যেমন বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন তদ্রূপ তুমি এই সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ কর। এই বলিয়া অগস্ত্যদেব তৎসমুদয় রামকে প্রদান করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ ॥ অগস্ত্যদেব কহিলেন, তোমরা জানকীকে লইয়া আমায় অভিবাদন করিতে আসিয়াছ, রাম! ইহাতে প্রীত হইলাম, কুশলী হও; লক্ষ্মণ! আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে পথশ্রমে তোমাদের কষ্ট হইতেছে, জানকীও নিশ্চয় বিশ্রামার্থ উৎসুক হইয়াছেন। এই সুকুমারী কখনও ক্লেশ

সহ্য করেন নাই, কেবল পতিস্নেহে দুঃখপূর্ণ বনে আসিয়াছেন। রাম! এস্থানে যেরূপে ইনি আরাম পান, তুমি তাহাই কর। তোমার অনুসরণ করিয়া ইনি অতি দুষ্কর কার্য সাধন করিতেছেন। আবহমান কাল হইতে স্ত্রীলোকদিগের ইহাই স্বভাব যে উহারা সুসম্পন্নে অনুরাগিণী হয় এবং বিপন্নকে পরিত্যাগ করে। উহারা সঙ্গপরিহারে বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, স্নেহচ্ছেদনে অস্ত্রের তীক্ষ্নতা এবং অন্যায় আচরণে বায়ু ও গরুড়ের শীঘ্রতা অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার পত্নী সীতা এই সকল দোষশূন্য এবং সুরসমাজে দেবী অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতার অগ্রগণ্য হইয়াছেন। বৎস! তুমি ইঁহাকে ও লক্ষ্মণকে লইয়া বাস করিলে এই স্থান শোভিত হইবে সন্দেহ নাই।

রাম তেজঃপ্রদীপ্ত অগস্ত্যের এইরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বাক্যে কহিলেন,—তপোধন! আপনি গুরু, যখন আপনি আমাদের গুণে পরিতুষ্ট হইতেছেন, তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। এক্ষণে যে স্থানে বন আছে, জলও সুলভ, আপনি আমায় এইরূপ একটি প্রদেশ নির্দেশ করিয়া দিন। আমি তথায় আশ্রম নির্মাণপূর্বক নিয়তকাল সুখে বাস করিব।

তখন অগস্ত্যদেব মুহূর্তকাল ধ্যান করিয়া কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে প্রসিদ্ধ রমণীয় এক বন আছে। তথায় ফলমূল সুপ্রচুর, জলের অপ্রতুল নাই এবং মৃগপক্ষীও যথেষ্ট; তুমি ঐ বনে গিয়া আশ্রম নির্মাণপূর্বক পিতৃনিদেশ পালনের নিমিত্ত লক্ষ্মণের সহিত সুখে বাস কর। বৎস! আমি স্নেহনিবন্ধন তপোবলে তোমার এই বৃত্তান্ত ও দশরথের মৃত্যু সমস্তই অবগত হইয়াছি। তুমি অগ্রে এই স্থানে আমার সহিত বাস-সংকল্প করিয়া পরে অন্য মত করিতেছ, আমি ইহাতেই তোমার মনের ভাব সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছি এবং এই কারণেই কহিতেছি, তুমি পঞ্চবটীতে গমন কর। ঐ স্থান নিতান্ত দূরে নহে, উহা অত্যন্ত রমণীয় ও সর্বাংশেই প্রশংসনীয়, জানকী তথায় গিয়া নিশ্চয় সুখী হইবেন। তুমি ঐ পবিত্র নির্জন বনে বাস করিয়া অনায়াসে তাপসগণকে রক্ষা করিতে পারিবে। তুমি সদাচার ও সুসমর্থ। বৎস! অগ্রে ঐ মধূক বন দেখা যায়। তুমি ন্যগ্রোধাশ্রম লক্ষ্য করিয়া ঐ বনের উত্তর দিয়া গমন কর, তাহা হইলে এক স্থলপ্রায় ভূভাগে একটি পর্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্বতের অদূরেই পঞ্চবটী।

মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক শরাসন ও তূণীর লইয়া জানকীর সহিত পঞ্চবটীতে চলিলেন।

চতুর্দশ সর্গ ॥ যাইতে যাইতে রাম পথমধ্যে এক মহাকায় ভীমবল পক্ষীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ও লক্ষ্মণ উহাকে অবলোকন করিয়া রাক্ষসজ্ঞানে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে?

পক্ষী মধুর ও কোমল বাক্যে যেন প্রীত ও পরিতৃপ্ত করিয়া কহিল,— বৎস! আমি তোমাদের পিতার বয়স্য। রাম উহাকে পিতৃবয়স্য জানিয়া পূজা করিলেন এবং নিরাকুলমনে উহার নাম ও কুল জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন পক্ষী আপনার নাম ও কুলের পরিচয় প্রদানপূর্বক জীবোৎপত্তি প্রসঙ্গে কহিল, বৎস! পূর্বকালে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি আমূলতঃ

তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতিগণের মধ্যে কর্দমই প্রথম, এই কর্দমের পর বিকৃত, শেষ সংশ্রয়, মহাবল বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতা, দক্ষ, বিবস্বৎ, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ। প্রজাপতি দক্ষের ষাটটি যশস্বিনী কন্যা উৎপন্ন হন। ঐ কশ্যপই উহার মধ্যে আটটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উহাদের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা। পাণিগ্রহণান্তে কশ্যপ প্রীতমনে কহিলেন, পত্নীগণ! তোমরা এক্ষণে আমার তুল্য ত্রিলোকের প্রজাপতি পুত্রসকল প্রসব কর। তখন অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা—ইঁহারা তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন; কিন্তু কেহ কেহ অনুমোদন করিলেন না। অনন্তর অদিতির গর্ভে অষ্টবসু, দ্বাদশ রুদ্র ও যুগল অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি তেত্রিশটি দেবতা উৎপন্ন হইলেন। আর দিতির গর্ভে দৈত্যসকল জন্ম গ্রহণ করিল। পূর্বে সকাননা সাগরবসনা বসুমতী এই দৈত্যদিগেরই অধিকারে ছিল। পরে দনু হইতে অশ্বগ্রীব, কালকা হইতে নরক ও কালক এবং তাম্রা হইতে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী ত্রিলোক-প্রসিদ্ধ এই পাঁচ কন্যা উৎপন্ন হয়। আবার এই ক্রৌঞ্চী হইতে উলূক, ভাসী হইতে ভাস, শ্যেনী হইতে শ্যেন ও গৃধ্র, ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক এবং শুকী হইতে নতা জন্মে। নতারও বিনতা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়।

অনন্তর ক্রোধবশার গর্ভে মৃগী, মৃগমদা, হরি, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, সুলক্ষণা, সুরসা ও কদ্রু এই দশটি কন্যা জন্মে। মৃগসকল মৃগীর পুত্র। ভল্লুক, সৃমর ও চমরসকল মৃগমদার পুত্র। ভদ্রমদার ইরাবতী নামে এক কন্যা হয়। ইহারই পুত্র ঐরাবত। হরির গর্ভে সিংহ ও বানর জন্মে। শার্দূলী হইতে গোলাঙ্গুল ও ব্যাঘ্র, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ ও শ্বেতা হইতে দিগ্‌গজ উৎপন্ন হয়। সুরভির দুই কন্যা, রোহিণী ও যশস্বিনী গন্ধর্বী। রোহিণী হইতে গো ও গন্ধর্বী হইতে অশ্ব জন্মে। সুরসা বহুশীর্ষ সর্প ও কদ্রু অন্যান্য সর্প প্রসব করেন।

অনন্তর মনু হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হয়। মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র জন্মে। পবিত্রফল বৃক্ষসকল অনলার সন্তান। শুকীপৌত্রী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ জন্মে। আমি সেই অরুণের পুত্র, নাম জটায়ু; শ্যেনী আমার জননী এবং সম্পাতি অগ্রজ। রাম! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমার এই বনবাসে সহায় হইয়া থাকি। তুমি লক্ষ্মণের সহিত ফলান্বেষণে গমন করিলে আমিই জানকীর রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

তখন রাম প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক পূজা ও প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার মুখে পিতার মিত্রতার কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি তাঁহার হস্তে জানকীর রক্ষাভার অর্পণপূর্বক বিপক্ষের বিনাশ-সাধন ও বনের বিঘ্ন নিবারণ করিবার নিমিত্ত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ॥ রাম সেই হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব যাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই দেশে আগমন করিলাম। এই পুষ্পিত কানন পঞ্চবটী। তুমি এক্ষণে ইহার সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া দেখ, কোন্ স্থানে মনোমত আশ্রম প্রস্তুত হইতে

পারে। যথায় জানকী প্রীত হইবেন, এবং আমরাও সর্বাংশে আরাম পাইব, যে স্থানে নিকটে জলাশয় ও জল স্বচ্ছ, যে স্থানে বন রমণীয় এবং সমিধ, কুশ ও পুষ্পও সুলভ,—তুমি এইরূপ একটি স্থান নির্বাচন কর। বৎস! এবিষয়ে তুমিই সুনিপুণ।

তখন সুধীর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীর সমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য! আপনি বিদ্যমানে আমি চিরকাল আপনারই কিঙ্কর হইয়া থাকিব। এক্ষণে স্বয়ং কোন এক প্রীতিকর স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিন এবং তথায় আমাকে আশ্রম নির্মাণার্থ আদেশ করুন।

রাম লক্ষ্মণের কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া সর্বগুণোপেত একটি স্থান মনোনীত করিলেন। পরে তথায় গমন ও লক্ষ্মণের হস্ত গ্রহণপূর্বক কহিলেন; বৎস! এই স্থানে বিস্তর পুষ্পবৃক্ষ আছে এবং ইহা সমতল ও সুন্দর। তুমি এখানে যথাবিধানে এক সুরম্য আশ্রম নির্মাণ কর। ইহার অদূরেই রমণীয় সরোবর, উহাতে তরুণ সূর্যের ন্যায় অরুণবর্ণ সুগন্ধি পদ্মসকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মহর্ষি অগস্ত্য যাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সেই গোদাবরী। ঐ নদী নিতান্ত নিকটে বা দূরে নহে। উহা হংস, সারস ও চক্রবাকে শোভিত আছে, পিপাসার্ত বহুসংখ্য মৃগে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং উহার তীরে কুসুমিত বৃক্ষসকল দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, কন্দর-বহুল পর্বতশ্রেণী, উহা অত্যন্ত উচ্চ, ময়ূরগণ মুক্তকণ্ঠে কেকারব করিতেছে; ঐ পর্বতে পর্যাপ্ত সুবর্ণ, রজত ও তাম্র আছে বলিয়া উহা যেন নানাবর্ণচিত্রিত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং শাল, তাল, তমাল, খর্জুর, পনস, জলকদম্ব, তিনিশ, আম্র, অশোক, তিলক, চম্পক, কেতকী, স্যন্দন, চন্দন, কদম্ব, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক ও পাটল প্রভৃতি কুসুমিত লতাগুল্মজড়িত বৃক্ষে শোভিত হইতেছে। বৎস! এই স্থান অতিশয় পবিত্র ও রমণীয়, এখানে মৃগপক্ষী যথেষ্ট আছে, অতঃপর আমরা এই বিহঙ্গরাজ জটায়ুর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।

তখন মহাবল লক্ষ্মণ অনতিবিলম্বে তথায় সুপ্রশস্ত উৎকৃষ্ট স্তম্ভশোভিত সমতল ও সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকাদ্বারা নির্মিত ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য সম্পাদিত হইল; এবং উহা শমীশাখা, কুশ, কাশ, শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় পাশে সংযত হইল। লক্ষ্মণ এইরূপে আশ্রম নির্মাণ করিয়া গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং তথায় স্নান করিয়া পদ্ম উত্তোলন ও পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষের ফল গ্রহণপূর্বক আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পুষ্পবলি প্রদান ও যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে কুটীর প্রদর্শন করিলেন। কুটীর দেখিয়া রাম ও জানকীর অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিল। তৎকালে রাম তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবাক্যে কহিলেন, বৎস! প্রীত হইলাম, তুমি অতি মহৎ কর্ম সম্পন্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি পারিতোষিকস্বরূপ কেবল তোমাকে আলিঙ্গন করিলাম। চিত্তপরিজ্ঞানে তোমার বিলক্ষণ নিপুণতা আছে। তুমি ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ; তোমার তুল্য পুত্র যখন বিদ্যমান, তখন পিতা লোকান্তরিত হইলেও জীবিত রহিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

অনন্তর রাম সুরলোকে দেবতার ন্যায় তথায় কিছুকাল পরম সুখে বাস করিয়া রহিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণও নানা প্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ ॥ অনন্তর শরৎকাল অতীত ও হেমন্ত সমুপস্থিত হইল। তখন রাম একদা রাত্রি প্রভাতে স্নানার্থ রমণীয় গোদাবরীতে যাইতেছেন, বিনীত লক্ষ্মণও কলস লইয়া জানকীর সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। তিনি গমনকালে কহিলেন, প্রিয়ম্বদ! যে ঋতু আপনার প্রিয়, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়া শোভিত হইতেছে। নীহারে সর্বশরীর কর্কশ হইয়াছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ, জল স্পর্শ করা দুষ্কর এবং অগ্নি সুখসেব্য হইতেছে। এই সময় সকলে নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছে। জনপদে ভোগ্যদ্রব্য সুপ্রচুর, গব্যের অভাব নাই; জয়লাভার্থী ভূপাল-গণও দর্শনার্থ তন্মধ্যে সতত পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে সূর্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং উত্তর দিক, তিলকহীন স্ত্রীলোকের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। স্বভাবতঃ হিমালয় হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সূর্য অতিদূরে, সুতরাং স্পষ্টতঃই উহার হিমালয় এই নাম সার্থক হইতেছে। দিবসের মধ্যাহ্নে রৌদ্র অত্যন্ত সুখসেব্য, গমনাগমনে কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই, কেবল জল ও ছায়া সহ্য হয় না। সূর্যের তেজ মৃদু হইয়াছে, হিম যথেষ্ট, অরণ্য শূন্যপ্রায় এবং পদ্ম নীহারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে রজনী তুষারে সতত ধূসর হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না, পুষ্যা নক্ষত্রদৃষ্টে রাত্রিমান অনুমান করিতে হয়, শীত যৎপরোনাস্তি এবং প্রহরসকল সুদীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্যে সংক্রমিত হইয়াছে এবং চন্দ্রমন্ডলও হিমাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলতঃ এক্ষণে উহা নিঃশ্বাস-বাষ্পে আবিল দর্পণতলের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না হিমজালে ম্লান হইয়াছে, সুতরাং উহা উত্তাপমলিনা সীতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বলিতে কি, তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতঃই অনুষ্ণ, এক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে প্রাতে দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতে থাকে।

অরণ্য বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হইয়াছে এবং সূর্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত হইতেছে। কনককান্তি ধান্য খর্জুর পুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ তন্ডুলপূর্ণ মস্তকে কিঞ্চিৎ সন্নত হইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে দ্বিপ্রহরেও সূর্য শশাঙ্কের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাতের রৌদ্র নিস্তেজ ও পান্ডুবর্ণ,

উহা নীহারমণ্ডিত তৃণশ্যামল ভূতলে পতিত হইয়া অতি সুন্দর হয়। ঐ দেখুন, বন্য মাতঙ্গেরা তৃষ্ণার্ত হইয়া সুশীতল জল স্পর্শপূর্বক শুণ্ড সঙ্কোচ করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, সেইরূপ হংস, সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা তীরে সমুপস্থিত হইয়াও জলে অবগাহন করিতেছে না। কুসুমহীন বনশ্রেণী রাত্রিকালে হিমান্ধকারে এবং দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় লীন হইয়া আছে। নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, বালুকারাশি হিমে আর্দ্র হইয়াছে এবং সারসগণ কলরবে অনুমিত হইতেছে। তুষারপাত, সূর্যের মৃদুতা ও শৈত্য—এই সমস্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকিলেও সুস্বাদু বোধ হয়। কমলদল হিমে নষ্ট হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহার কেশর ও কর্ণিকা শীর্ণ এবং জরাপ্রভাবে পত্রসকল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উহার আর পূর্ববৎ শোভা নাই। আর্য! এই সময় নন্দিগ্রামে ধর্মপরায়ণ ভরত দুঃখে সমধিক কাতর হইয়া জ্যেষ্ঠভক্তিনিবন্ধন তপ অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি রাজ্য, মান ও বিবিধ ভোগে উপেক্ষা করিয়া আহারসংযম-পূর্বক ভূতলে শয়ন করেন। বোধ হয় এখন তিনিও স্নানার্থ প্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হইয়া সরযূতে গমন করিতেছেন। ভরত অত্যন্ত সুখী ও সুকুমার, জানি না, এই রাত্রিশেষে হিমে নিপীড়িত হইয়া কি প্রকারে সরযূতে অবগাহন করিতেছেন। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, মধুরভাষী ও সুন্দর; তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, বর্ণ শ্যামল ও উদর সূক্ষ্ম; তিনি লজ্জাক্রমে কখনও নিষিদ্ধ আচরণ করেন না। সেই পদ্মপলাশলোচন ভোগসুখ তুচ্ছ করিয়া সর্বাংশে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি বনবাসী হইলেও তিনি তাপসের আচার অবলম্বনপূর্বক আপনার অনুকরণ করিতেছেন। আর্য! এইরূপ কার্যে স্বর্গ যে তাঁহার হস্তগত হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে যে, মনুষ্য মাতৃস্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে, ফলতঃ তিনি ইহার অন্যথা করিলেন। হায়! দশরথ যাঁহার স্বামী, সুশীল ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী কিরূপে তাদৃশ ক্রূরদর্শিনী হইলেন!

ধর্মপরায়ণ লক্ষ্মণ স্নেহভরে এইরূপ কহিতেছিলেন, এই অবসরে রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সহিতে না পারিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের ঐ কথা কও। মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা কখনই করিও না। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ় ও স্থির থাকিলেও পুনরায় ভরত-স্নেহে চঞ্চল হইতেছে। তাঁহার সেই প্রিয় মধুর হৃদয়হারী অমৃততুল্য ও আহ্লাদকর কথা সততই আমার মনে পড়িতেছে। লক্ষ্মণ! জানি না, আমি আবার কবে ভরত প্রভৃতি সকলেরই সহিত সমবেত হইব!

রাম এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপপূর্বক গোদাবরীতে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত স্নান করিলেন। পরে সকলে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য ও দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রুদ্র যেমন নন্দী ও পার্বতীর সহিত স্নানান্তে শোভা পান, ঐ সময় রামেরও সেইরূপ শোভা হইল।

সপ্তদশ সর্গ ॥ অনন্তর তাঁহারা গোদাবরী হইতে আশ্রমে গমন করিলেন, এবং পৌর্বাহ্ণিক কার্য সমাপনপূর্বক পর্ণকুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাম তন্মধ্যে

জানকীর সহিত পরমসুখে উপবিষ্ট হইয়া চিত্রাসংগত চন্দ্রের ন্যায় শোভাধারণ করিলেন এবং ঋষিগণকর্তৃক সমাদৃত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত নানা কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে এক রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ নিশাচরী রাবণের ভগিনী, নাম শূর্পণখা। সে তথায় আসিয়া অনঙ্গকান্তি পুণ্ডরীক-লোচন মাতঙ্গগামী রাজশ্রীসম্পন্ন সুকুমার মহাবল জটাধারী ইন্দ্রোপম ইন্দীবরশ্যাম রামকে দেখিতে পাইল এবং দর্শনমাত্র কামে মোহিত হইল। রাম সুমুখ, সে দুর্মুখী, রামের কটিদেশ সূক্ষ্ম, উহার স্থূল, রাম বিশাললোচন, সে বিরূপাক্ষী; রাম সুকেশ, তাহার কেশজাল তাম্রবৎ পিঙ্গল; রাম সুরূপ, সে বিরূপা; রাম সুস্বর, তাহার কণ্ঠস্বর অতি ভীষণ; রাম যুবা, সে বৃদ্ধা; রাম সুশীল, সে দুর্বৃত্তা; রাম প্রিয়বাদী, সে প্রতিকূলভাষিণী। ঐ নিশাচরী অনঙ্গশরে মোহিত হইয়া তাঁহাকে কহিল,—রাম! তোমার হস্তে শর ও শরাসন, মস্তকে জটাজূট, এক্ষণে বল, তুমি কি কারণে তাপসবেশে ভার্যার সহিত এই রাক্ষসাধিকৃত দেশে আসিয়াছ?

তখন রাম, সরলস্বভাবনিবন্ধন, অকপটে কহিলেন, দেব-বিক্রম দশরথ নামে কোন এক রাজা ছিলেন, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার নাম রাম। লক্ষ্মণ নামে ঐ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, উনি অত্যন্তই অনুগত। এই আমার ভার্যা ইঁহার নাম জানকী। আমি পিতামাতার আদেশের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মোদ্দেশে বনে বাস করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বল, তুমি কে? কাহার কন্যা? কাহার বংশেই বা তোমার জন্ম? তুমি চারুরূপিণী নও, বোধ হয় কোন রাক্ষসী হইবে। যাহাই হউক, তুমি এই স্থানে কি কারণে আইলে?

কামার্তা শূর্পণখা কহিল, শুন, সমস্তই কহিতেছি। আমি শূর্পণখা নামে কামরূপিণী রাক্ষসী, এই বনমধ্যে সকলের মনে ত্রাস উৎপাদনপূর্বক একাকী বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি রাক্ষসরাজ রাবণের নাম শুনিয়া থাকিবে, তিনি

আমার ভ্রাতা; এবং নিদ্রা যাঁহার প্রবল সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসদ্বেষী ধার্মিক বিভীষণ ও প্রখ্যাত-বিক্রম খর ও দূষণ—ইঁহারাও আমার ভ্রাতা। আমি স্বশক্তিতে ইঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছি। রাম! তুমি সুন্দর পুরুষ, আমি তোমাকে দেখিবামাত্র কামের বশবর্তিনী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার প্রভাব অতি আশ্চর্য, আমি স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রতিহতবলে সকল লোকে গমনাগমন করিয়া থাকি। এক্ষণে তুমি চিরদিনের নিমিত্ত আমার ভর্তা হও। অতঃপর সীতাকে লইয়া আর কি করিবে? সীতা বিকৃতা ও বিরূপা, বলিতে কি এ কোন অংশেই তোমার যোগ্য হইতেছে না। আমিই তোমার অনুরূপ, তুমি আমাকেই ভার্যারূপে দর্শন কর। এই মানুষী সীতা করালদশনা, কৃশোদরী ও অসতী, আমি এখনই লক্ষ্মণের সহিত ইহাকে ভক্ষণ করিব। তাহা হইলে তুমি কামী হইয়া আমার সহিত গিরিশৃঙ্গ ও বন অবলোকনপূর্বক দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে পারিবে।

অষ্টাদশ সর্গ ॥ তখন রাম সেই অনঙ্গবশবর্তিনী শূর্পণখাকে পরিহাসপূর্বক হাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! আমি দারগ্রহণ করিয়াছি, এই সীতা আমার দয়িতা, ইনি সততই আমার সন্নিহিতা আছেন; তোমার ন্যায় স্ত্রীলোকের সপত্নীর সহিত অবস্থান অত্যন্ত অসুখের হইবে। এই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর লক্ষ্মণ— সুশীল ও প্রিয়দর্শন, আজও ইনি অনূঢ়াবস্থায় রহিয়াছেন; দাম্পত্য সুখ যে কিরূপ, তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন; এক্ষণে ইঁহার ভার্যালাভের ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার যেরূপ রূপ, এই যুবা সম্পূর্ণই তাহার অনুরূপ সন্দেহ নাই। বিশাললোচনে! এক্ষণে সূর্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে গ্রহণ করে সেইরূপ তুমি ইঁহাকে ভর্তৃত্বে গ্রহণ কর, ইঁহার ভার্যা হইলে তোমার সপত্নীভয় আর কিছুমাত্র থাকিতেছে না।

অনন্তর শূর্পণখা রামকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিল, তোমার যে প্রকার রূপ, আমিই তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এক্ষণে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত পরম সুখে দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে।

তখন লক্ষ্মণ হাস্যমুখে সুসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, দেখ, আমি দাস, আমার ভার্যা হইয়া তুমি কি দাসীভাবে থাকিবে? অয়ি রক্তোৎপলবর্ণে! আমি আর্য রামেরই অধীন। রাম সুসম্পন্ন, এক্ষণে তুমি তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী হও, তাহা হইলে পূর্ণকাম হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে। ইনি এই বিরূপা, অসতী, করালদশনা, কৃশোদরী বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই গ্রহণ করিবেন। কোন্‌ বিচক্ষণ লোক এই প্রকার শ্রেষ্ঠ রূপ পরিত্যাগ করিয়া মানুষীতে আসক্ত হইতে পারে।

দারুণদর্শনা শূর্পণখা পরিহাস বুঝিত না, সে লক্ষ্মণের কথা শ্রবণপূর্বক উহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিল এবং কামমোহে রামকে কহিতে লাগিল, তুমি এই বিরূপা, অসতী, ঘোরাকৃতি, কৃশোদরী বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় সমাদর করিতেছ না। অতএব আমি আজ তোমার সমক্ষেই ইহাকে ভক্ষণ করিব এবং সপত্নীশূন্য হইয়া পরম সুখে তোমার সহিত পরিভ্রমণ করিব। এই বলিয়া সেই অঙ্গারলোহিতবর্ণা রাক্ষসী রোষভরে মৃগনয়না জানকীর

প্রতি ধাবমান হইল। বোধ হইল যেন মহা উল্কা রোহিণীর দিকে আসিতেছে। তখন মহাবল রাম সেই মৃত্যুপাশসদৃশী রাক্ষসীকে নিবারণপূর্বক কুপিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি আর কখনও ইতর স্ত্রীলোকের সহিত পরিহাস করিও না; দেখ, জানকী যেন কথঞ্চিৎ জীবিত রহিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্রই ঐ বিকৃতা, উন্মত্তা, অসতীকে বিরূপ করিয়া দেও।

মহাবল লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র ক্রোধভরে রামের সমক্ষেই খড়্গ উদ্যত করিয়া শূর্পণখার নাসা-কর্ণ ছেদন করিলেন। তখন সেই ঘোরা নিশাচরী রুধিরধারায় সিক্ত হইয়া বিস্বরে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিল, এবং ঊর্ধ্ববাহু হইয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় তর্জনগর্জনপূর্বক বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

একোনবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর শূর্পণখা জনস্থানে রাক্ষসগণবেষ্টিত ভ্রাতা খরের সন্নিহিত হইয়া গগনতল হইতে অশনির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন উগ্রতেজা খর তাহাকে শোণিতসিক্ত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধাকুলিত মনে কহিল, উত্থিত হও, কি হইয়াছে, মোহ ও ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি এমন সুরূপা ছিলে, যথার্থতঃ বল, তোমায় কে এইরূপ বিরূপ করিয়া দিল? কেই বা অপহেলা করিয়া সম্মুখে শয়ান কৃষ্ণসর্পকে নিরপরাধে অঙ্গুলির অগ্রভাগ-দ্বারা ব্যথিত করিল? যে আজ তোমাকে পাইয়া তীক্ষ্ন বিষ পান করিয়াছে, তাহার কণ্ঠে কালপাশ সংলগ্ন, কিন্তু সে মোহপ্রভাবে তাহা বুঝিতেছে না। তুমি বলবীর্যসম্পন্না ও কৃতান্তের ন্যায় ভীমদর্শনা, তুমি কামরূপিণী ও কামগামিনী; এক্ষণে বল, আজ তুমি কোথায় গমন করিয়াছিলে? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার এইরূপ দুর্দশা করিয়াছে? দেব, গন্ধর্ব, ভূত ও ঋষিগণের মধ্যে এমন বলবান কে আছে যে তোমায় এইরূপে বিরূপ করিল? ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দেখি না, যে আমার অপকার করিতে পারে। যাহাই হউক, তৃষ্ণার্ত সারস যেমন নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, সেইরূপ আজ আমি প্রাণ-সংহারক শরে সুরগণমধ্যে সহস্রলোচন ইন্দ্রেরও প্রাণ হরণ করিব। দেবী বসুমতী শরচ্ছিন্নমর্ম নিহত কোন্ লোকের সফেন উষ্ণ শোণিত পান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন? দলবদ্ধ বিহঙ্গেরা হৃষ্টমনে কাহার দেহ হইতে মাংস ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে? আমি যাহাকে আক্রমণ করিব সেই দীনহীনকে দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ ও রাক্ষসেরাও রণে রক্ষা করিতে পারিবেন না। ভগিনি! এক্ষণে তুমি অল্পে অল্পে সংজ্ঞালাভ করিয়া বল, বনমধ্যে কোন্ দুর্বিনীত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তোমায় পরাভব করিল?

তখন শূর্পণখা খরের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক বাষ্পাকুললোচনে কহিতে লাগিল, দণ্ডকারণ্যে দশরথের দুই পুত্র আছে। উহাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। উহারা তরুণ, সুরূপ, সুকুমার ও মহাবল; উহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং পরিধান চীর ও কৃষ্ণচর্ম; উহারা ফলমূলাহারী, ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও গন্ধর্বরাজসদৃশ, উহাদের অঙ্গে সুস্পষ্ট রাজচিহ্নসকল রহিয়াছে। ঐ দুই ভ্রাতা দেবতা কি দানব আমি তাহা কিছুই বলিতে পারি না। আমি তাহাদের মধ্যে সর্বালঙ্কারসম্পন্না সর্বাঙ্গসুন্দরী তরুণী এক রমণীকে দেখিয়াছি। উহার নিমিত্তই তাহারা অনাথা ও অসতীর তুল্য আমার এইরূপ দুরবস্থা

করিয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে সেই কুটিলার এবং ঐ দুই ভ্রাতার উষ্ণ শোণিত পান করিব, এই আমার প্রথম সংকল্প, ইহা তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

শূর্পণখা এইরূপ কহিলে খর ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্ততুল্য চতুর্দশ মহাবল রাক্ষসকে আহবানপূর্বক কহিল, দেখ, চীরচর্মধারী সশস্ত্র দুইটি মনুষ্য এক প্রমদার সহিত এই ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে এবং সেই দুর্বৃত্তা নারীকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন কর। আমার এই ভগিনী আজ তাহাদের রুধির পান করিবেন। ইহাই ইঁহার বাসনা। এক্ষণে তোমরা গিয়া স্বতেজে উহাদিগকে দলন করিয়া শীঘ্র ইহা সম্পন্ন কর। ইনি তোমাদের হস্তে ঐ দুই মনুষ্যকে নিহত দেখিয়া পুলকিত মনে উহাদের শোণিতে পিপাসা শান্তি করিবেন।

তখন রাক্ষসগণ খরের এইরূপ আদেশ পাইয়া শূর্পণখার সহিত পবন-প্রেরিত মেঘের ন্যায় মহাবেগে তথায় গমন করিল।

বিংশ সর্গ ॥ ঘোরা শূর্পণখা আশ্রমে গিয়া রাক্ষসগণকে সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিল। উহারা দেখিল, মহাবল রাম সীতার সহিত পর্ণশালায় উপবেশন করিয়া আছেন এবং লক্ষ্মণ তাঁহার সেবা করিতেছেন।

এদিকে রাম নিশাচরগণকে অবলোকন করিয়া তেজস্বী লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ক্ষণকাল সীতার সন্নিহিত থাক, যে-সমস্ত রাক্ষস শূর্পণখার রক্ষার্থ আগমন করিল, আমি উহাদিগকে বিনাশ করিতেছি। লক্ষ্মণও যথাজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর রাম স্বর্ণখচিত শরাসনে জ্যাগুণ যোজনা করিয়া রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, আমরা দশরথতনয় রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত এই গহন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। ফলমূল আমাদেব আহার, আমরা জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী ও তাপস; এক্ষণে বল, তোমরা কি কারণে আমাদের হিংসা করিতেছ? তোমরা পাষণ্ড, ঋষিগণের উপর নিরন্তর উৎপাত করিয়া থাক, আমরা তাঁহাদেরই নিয়োগে তোমাদের বিনাশার্থ শরাসনহস্তে আসিয়াছি। অতঃপর তোমরা ঐ স্থানেই সন্তুষ্ট হইয়া থাক, আর অগ্রসর হইও না; অথবা যদি একান্তই প্রাণের মমতা থাকে, এখনই প্রতিনিবৃত্ত হও।

তখন সেই বিপ্রঘাতক, আরক্তলোচন, ঘোররূপ রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে অদৃষ্ট-পরাক্রম রামকে কহিল, তুমি আমাদের অধিনায়ক মহাত্মা খরের ক্রোধোদ্রেক করিয়াছ, আজিকার যুদ্ধে তোমাকেই আমাদের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুমি একাকী, আমরা বহুসংখ্য, সংগ্রামের কথা দূরে থাক, তোমার এমন কি শক্তি যে আমাদের সম্মুখেও তিষ্ঠিতে পার? আজ নিশ্চয়ই তোমায় আমাদের শূল, পরিঘ ও পট্টিশাস্ত্রে প্রাণ, বল ও হস্তের ধনু ত্যাগ করিতে হইবে। এই বলিয়া রাক্ষসেরা রোষাবিষ্ট হইয়া অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপূর্বক রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তাঁহার উপর চৌদ্দটি শূল নিক্ষেপ করিল। দুর্জয় রাম স্বর্ণমণ্ডিত তাবৎসংখ্য শরে ঐ সকল শূলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া তূণীর হইতে শিলা-শাণিত ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নারাচাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিলেন।

তখন ঐ সকল অস্ত্র মহাবেগে নিশাচরগণের বক্ষ ভেদপূর্বক রক্তাক্ত হইয়া বল্মীকমধ্যে উরগের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাক্ষসেরাও প্রাণত্যাগপূর্বক বিকৃত ও শোণিতলিপ্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ান হইল।

তদ্দর্শনে ঈষৎ শুষ্কশোণিতা শূর্পণখা ক্রোধে অধীর হইয়া খরের সন্নিধানে গমনপূর্বক নির্যাসযুক্ত লতার ন্যায় সকাতরে পুনরায় পতিত হইল এবং শোকার্ত হইয়া বিবর্ণ মুখে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

একবিংশ সর্গ ॥ তখন খর অনর্থসম্পাদনার্থ আগতা ভগিনী শূর্পণখাকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধে কহিতে লাগিল, আমি সেই সকল মাংসাশী মহাবীর রাক্ষসগণকে তোমার প্রিয় কার্য সাধনের নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমি আবার কেন রোদন করিতেছ? ঐ সমস্ত নিশাচর আমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত; উহারা প্রতিনিয়ত আমার শুভকামনা করিয়া থাকে এবং প্রবল আঘাতেও উহাদিগকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। তাহারা যে আমার আদেশানুরূপ কার্য করে নাই, ইহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতেছে না; তবে তুমি কেন শোকে 'হা নাথ!' বলিয়া আর্তনাদ করিতেছ? এবং কেনই বা ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছ? বল, শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। আমি তোমার রক্ষক, আমি বিদ্যমানে তুমি কি কারণে অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছ? এক্ষণে উত্থিত হও, আর শোক করিও না।

তখন দুর্ধর্ষা শূর্পণখা খরের এইরূপ সান্ত্বনাবাক্যে সজল নয়ন মার্জনা করিয়া কহিল, আমি ছিন্ননাসা, ছিন্নকর্ণা ও শোণিতপ্রবাহে সমাকীর্ণা হইয়া আইলাম, তুমিও আমাকে সান্ত্বনা করিলে। কিন্তু দেখ, আমার প্রিয়সাধন উদ্দেশে ভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যে-সমস্ত শূল-পট্টিশধারী বেগবান রাক্ষসকে প্রেরণ করিয়াছিলে, তাহারা রামের মর্মভেদী শরে নিহত হইয়াছে। উহাদিগকে ক্ষণকালমধ্যে রণস্থলে নিপতিত এবং রামের এই অদ্ভুত কার্য দেখিয়া আমার অত্যন্ত ত্রাস জন্মিয়াছে। আমি ভীত, উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইয়া পুনর্বার তোমার শরণাপন্ন হইলাম। বলিতে কি, এক্ষণে চতুর্দিকেই ভয়ের ভীম মূর্তি দেখিতেছি। বিষাদ যাহার কুম্ভীর, শঙ্কা যাহার তরঙ্গ, আমি সেই বিস্তীর্ণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর,

যে-সকল নিশাচর আমার রক্ষার্থে গমন করিয়াছিল, রাম পদাতি হইয়াই তীক্ষ্ন শরে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে যদি আমার ও রাক্ষসগণের প্রতি তোমার দয়া থাকে, যদি রামের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার শক্তি বা তেজ থাকে, তাহা হইলে তুমি এই দণ্ডে সেই দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসকণ্টককে বিনাশ কর। সে আমার পরম শত্রু; যদি আজ তাহাকে বধ করিতে না পার, তবে আমি নিশ্চয়ই নির্লজ্জা হইয়া তোমার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমার বোধ হয় যে, তুমি চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে যাইলেও রণস্থলে তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। তোমার বীরাভিমান আছে, কিন্তু তুমি বীর নও, বৃথা বীরগর্ব প্রদর্শন করিয়া থাক। কুলকলঙ্ক! তুমি অবিলম্বে এই জনস্থান হইতে বন্ধুবান্ধব লইয়া দূর হইয়া যাও। যদি ঐ দুইটি মনুষ্যকে বিনাশ করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি নিতান্ত দুর্বল ও নির্বীর্য, তোমার আর এ স্থলে বাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বলিতে কি, অতঃপর তোমাকে রামের তেজে আচ্ছন্ন হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইতে হইবে। দশরথের পুত্র রাম অতিশয় তেজস্বী এবং যে আমাকে বিরূপ করিয়া দিয়াছে, রামের সেই ভ্রাতা লক্ষ্মণও বলবান।

লম্বোদরী শূর্পণখা খরের সন্নিধানে এইরূপ বিলাপ করিয়া শোকে হতজ্ঞান হইল এবং যারপরনাই দুঃখিত হইয়া বারংবার উদরে করাঘাতপূর্বক রোদন করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ সর্গ ॥ মহাবীর খর রাক্ষসগণমধ্যে এইরূপ অপমানিত হইয়া উগ্র বাক্যে শূর্পণখাকে কহিল, ভগিনি! তোমার এই অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, ক্ষতদেশে ক্ষারজল যেমন অসহ্য হয়, সেইরূপ উহা আমার কিছুতে সহ্য হইতেছে না। রাম অল্পপ্রাণ মনুষ্য, আমি স্ববীর্যে উহাকে গণনাই করি না। সে যে দুষ্কর্ম করিয়াছে, তন্নিবন্ধন আজ তাহাকে আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি চক্ষের জল সংবরণ কর, ভীত হইও না। আমি লক্ষ্মণের সহিত রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। সে আমার পরশু-ধারায় নিহত হইলে তুমি উহার রক্তবর্ণ উষ্ণ শোণিত পান করিবে।

অনন্তর শূর্পণখা ভ্রাতার এই কথায় চপলতাবশতঃ আহ্লাদিত হইয়া পুনরায় উহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন খর প্রথমে তিরস্কৃত পরে প্রশংসিত

হইয়া সেনাধ্যক্ষ দূষণকে কহিল, ভ্রাতঃ! যাহারা লোকহিংসা লইয়া ক্রীড়া করে, সংগ্রামে কখনও পরাজিত হয় না, এবং সর্বাংশেই আমার মনোমত কার্য করিয়া থাকে, তুমি শীঘ্র সেই নীলমেঘাকার ভীমবেগ বলগর্বিত মহান্ রাক্ষসসকলকে রণসজ্জা করিতে বল। আমার শরাসন, বিচিত্র অসি ও শাণিত শক্তি আনয়ন কর এবং রথেও অশ্বযোজনা করাইয়া দেও। আমি দুর্বিনীত রামের বধ সাধনার্থ সর্বাগ্রেই যাত্রা করিব।

তখন দূষণের আদেশে রথ নানাবর্ণ অশ্বে যোজিত হইয়া আনীত হইল। উহা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত; উহার চক্র সুবর্ণময় এবং কুবর বৈদূর্যময়; উহা তপ্তকাঞ্চনখচিত, কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত ও ধ্বজদণ্ড-সম্পন্ন; উহার এক স্থানে খড়্গ রহিয়াছে এবং ইতস্ততঃ সুবর্ণনির্মিত মৎস্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, তারা ও মাঙ্গল্যপক্ষিশোভিত হইতেছে। খর ক্রোধভরে সেই মহারথে আরোহণ করিল। তদ্দর্শনে ঘোরচর্মধারী ধ্বজদণ্ড-শোভিত ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ আসিয়া উহাকে বেষ্টন করিল। মহাবল খর উহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক হৃষ্টমনে কহিল, এক্ষণে তোমরা আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হও।

অনন্তর সেই চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস মুষল, মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, সুতীক্ষ্ন পরশু, খড়্গ, চক্র, প্রদীপ্ত তোমর, শক্তি, ঘোর পরিঘ, বৃহৎ শরাসন, গদা ও ভীমদর্শন বজ্রাকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক জনস্থান হইতে ঘোররবে, মহাবেগে নির্গত হইল। উহারা যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে খরের রথ কিয়ৎক্ষণ পরে অল্পে অল্পে চলিল। পরে সারথি তাহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক প্রবলবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিল। রথের ঘর্ঘর রবে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কৃতান্তসদৃশ মহাবীর খরও শত্রুসংহারার্থ সত্বর হইয়া পাষাণবর্ষী মেঘের ন্যায় বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক সারথিকে মহাবেগে যাইতে আদেশ করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ ইত্যবসরে গর্দভবর্ণ ঘোরতর মেঘ গভীর গর্জনপূর্বক ভীষণ রাক্ষস সৈন্যের উপর অশুভ রক্তবৃষ্টি আরম্ভ করিল। খরের সুদৃশ্য রথের বেগবান অশ্বসকল কুসুমাকীর্ণ রাজপথে যদৃচ্ছাক্রমে পতিত হইতে লাগিল। সূর্যের অত্যন্ত নিকটে শ্যামবর্ণ, আরক্তোপান্ত অঙ্গারচক্রাকার একটি মণ্ডল দৃষ্ট হইল। মহাকায় দারুণ গৃধ্র আসিয়া উন্নত সুবর্ণময় ধ্বজদণ্ড আক্রমণ-পূর্বক উপবেশন করিল। মাংসাশী মৃগপক্ষীরা জনস্থানের প্রান্তে বিকৃত স্বরে চীৎকার এবং অশিব শিবাগণ দক্ষিণ দিকে ভৈরব রবে রাক্ষসদিগের অশুভ সূচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদবর্ষী মাতঙ্গসদৃশ ভীষণ মেঘে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রোমহর্ষণ ঘোর অন্ধকার বনবিভাগ আবৃত করিল। দিগ্‌বিদিক আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। অকালে রক্তার্দ্রবসনসদৃশ সন্ধ্যা আবির্ভূত হইল। হিংস্র মৃগপক্ষিসকল খরের সম্মুখে গিয়া ঘোর রবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কঙ্ক ও গৃধ্রগণ চীৎকার আরম্ভ করিল। ভয়দর্শী অশুভসূচক শৃগালেরা অনলশিখা-উদ্‌গারক মুখকুহর ব্যাদান করিয়া রাক্ষসগণের অভিমুখে রুক্ষ স্বরে ডাকিতে লাগিল। পরিঘাকার ধূমকেতু সূর্যের সন্নিধানে দৃষ্ট হইল। সূর্য নিষ্প্রভ, পর্বকাল ব্যতীতও রাহু গিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। বায়ু প্রবল বেগে

বহিতে লাগিল। দিবসে খদ্যোততুল্য তারকা স্খলিত হইয়া পড়িল। সরোবরে পদ্মদল শুষ্ক, মৎস্য ও জলচর পক্ষীরা লীন হইয়া রহিল। বৃক্ষসকল ফলপুষ্প-শূন্য এবং বিনা বাতে মেঘবর্ণ ধূলিজাল উত্থিত হইল। সারিকাগণের অস্ফুট শব্দে বনস্থল আকুল হইয়া উঠিল। গভীর রবে ভয়ঙ্কর উল্কাপাত এবং বনপর্বতময়ী পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। ঐ সময় খর রথে সিংহনাদ করিতেছিল, উহার বাম হস্তে স্পন্দন, কণ্ঠস্বর অবসন্ন, নেত্র সজল ও শিরঃপীড়াও উপস্থিত হইল। কিন্তু সে মোহবশতঃ কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

তখন খর এই রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখিয়া হাস্যমুখে রাক্ষসগণকে কহিল, এক্ষণে চারিদিকে ভীষণ উৎপাত উপস্থিত, কিন্তু বলবান যেমন স্ববীর্যে দুর্বলকে গণনা করে না, তদ্রূপ আমি ইহা লক্ষ্যই করিতেছি না। আমি তীক্ষ্ন শরে গগনতল হইতে তারকাপাত করিব এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্তকেও মৃত্যুমুখে ফেলিব। আজ বলদৃপ্ত রাম ও লক্ষ্মণকে অস্ত্রপ্রহারে সংহার না করিয়া ফিরিতেছি না। যাঁহার নিমিত্ত তাহাদের তাদৃশ বুদ্ধি-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, আজ আমার সেই ভগিনী শূর্পণখা তাহাদিগের শোণিতপানে পূর্ণকাম হউন। আমি যুদ্ধে কখনও পরাজিত হই নাই, মিথ্যা কহিতেছি না, তোমরাও বারংবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এক্ষণে ঐ দুই মনুষ্যের কথা দূরে থাক, যিনি ঐরাবত-গামী, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বজ্রধর ইন্দ্রকেও রণস্থলে নিপাত করিব। তখন মৃত্যুপাশবদ্ধ রাক্ষস সৈন্য খরের এইরূপ গর্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণপূর্বক যারপরনাই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঐ সময় দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ তথায় বিমানে আরোহণপূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—গো, ব্রাহ্মণ ও লোকসম্মত মহাত্মাদিগের মঙ্গল হউক। চক্রধর বিষ্ণু যেমন অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন, সইরূপ রাম যুদ্ধে নিশাচরগণকে পরাজয় করুন। মহর্ষি এবং বিমানারোহী দেবগণ ইত্যাকার নানা প্রকার জল্পনা করত কৌতূহলপরবশ হইয়া ঐ সকল রাক্ষসসৈন্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর খর দ্রুতবেগে সৈন্যমুখ হইতে নির্গত হইল। শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্য ও রুধিরাশন—এই দ্বাদশ মহাবল রাক্ষস উহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথ ও ত্রিশিরা—এই চারি জন সেনার সম্মুখে দূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন গ্রহসমূহ যেমন চন্দ্র ও সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রূপ সেই দারুণ রাক্ষসসৈন্য সমরাভিলাষে মহাবেগে রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে ধাবমান হইল।

চতুর্বিংশ সর্গ ॥ উগ্রপরাক্রম খর আশ্রমের নিকটস্থ হইলে রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ সকল ঘোর উৎপাত দেখিতে পাইলেন এবং অত্যন্ত অসুখী হইয়া রাক্ষসগণের অশুভ সম্ভাবনা করত কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, এক্ষণে নিশাচর-গণের বিনাশার্থ এই সর্বসংহারক উৎপাত উত্থিত হইয়াছে। ঐ সকল গর্দভবর্ণ মেঘ ব্যোমমধ্যে গভীর গর্জন ও রুধিরধারা বর্ষণপূর্বক সঞ্চরণ করিতেছে। অরণ্যচর পক্ষী রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তূণীরে আমার শরসমূহ যুদ্ধের আনন্দে প্রধূমিত এবং স্বর্ণখচিত শরাসন স্ফুরিত হইতেছে।

এক্ষণে আমাদের অভয় ও রাক্ষসগণেরই প্রাণসংশয় উপস্থিত। অতঃপর নিঃসন্দেহ একটি ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিবে। আমার দক্ষিণ হস্ত পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতেছে এবং তোমারও মুখমণ্ডল প্রভাসম্পন্ন ও সুপ্রসন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যাহারা যুদ্ধার্থ উদ্যত হয়, তাহাদের মুখশ্রী নষ্ট হইলে আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। ঐ শুন, নিশাচরেরা সিংহনাদ করিতেছে এবং উহাদের ভেরীধ্বনিও শ্রুতিগোচর হইতেছে। বিপদ আশংকা করিয়া অগ্রে তাহার প্রতিবিধান করা শ্রেয়ার্থী বিচক্ষণ লোকের অবশ্য কর্তব্য। অতএব বৎস! তুমি শরকার্মুক গ্রহণপূর্বক জানকীব সহিত তরুলতাগহন নিতান্ত দুর্গম গিরিগুহা আশ্রয় কর। আমার দিব্য, শীঘ্র যাও; তুমি আমার কথার অন্যথাচরণ করিবে, এরূপ ইচ্ছা করি না। তুমি বলবান্ ও বীর, এই সকল রাক্ষসকে যে সংহার করিতে পার, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু আমার অভিলাষ যে, আমি স্বয়ংই উহাদিগকে বিনাশ করি।

তখন লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ লইয়া সীতার সহিত গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাম তাঁহার এইরূপ কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নিকল্প কবচ ধারণপূর্বক অন্ধকারে প্রদীপ্ত প্রবল হুতাশনের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং ধনু উত্তোলন ও শরগ্রহণপূর্বক টঙ্কারশব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

ঐ সময় দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ ও ব্রহ্মর্ষি নামে প্রসিদ্ধ ঋষিগণ যুদ্ধ-দর্শনার্থী হইয়া বিমানে আরোহণ করিয়াছিলেন। উঁহারা সমবেত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যাঁহারা লোকসম্মত সেই সকল গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক। চক্রধর বিষ্ণু যেমন অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাম যুদ্ধে নিশাচরগণকে পরাজয় করুন। এই বলিয়া উঁহারা পরস্পরের মুখাবলোকনপূর্বক পুনর্বার কহিলেন, ভীমকর্মকারক রাক্ষসেরা চতুর্দশ সহস্র, কিন্তু ধর্মশীল রাম একমাত্র, জানি না যুদ্ধ কিরূপ হইবে। এই চিন্তায় তাঁহারা একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলে রামকে তেজে পূর্ণ ও রণস্থলে অবতীর্ণ দেখিয়া ভয়ে অতিশয় ব্যথিত হইল। সেই অক্লিষ্টকর্মা রামের অসামান্য রূপও দক্ষযজ্ঞনাশে প্রবৃত্ত কুপিত রুদ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ নিশাচরসৈন্য চতুর্দিকে দৃষ্ট হইল। ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কেহ বীরালাপ, কেহ বা সিংহনাদ করিতেছে, কেহ স্বয়ংই শত্রুবিনাশার্থ আস্ফালন, কেহ বা কার্মুক আকর্ষণ করিতেছে, কেহ মুহুর্মুহু জৃম্ভা পরিত্যাগ, কেহ বা দুন্দুভিধ্বনি করিতেছে। উহাদের তুমুল কলরবে বনস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। অরণ্যের জীবজন্তুগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল এবং পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তৎক্ষণাৎ যথায় কিছুমাত্র শব্দ নাই এইরূপ স্থানে ধাবমান হইল।

অনন্তর সাগরসম বিপুল রাক্ষসসৈন্য নানা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মহাবেগে রামের অভিমুখে আগমন করিল। সমরনিপুণ রাম সংগ্রামার্থ অগ্রসর হইয়া চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক দেখিলেন, খরের সৈন্যগণ উপস্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি ভীষণ কোদণ্ডবিস্তার ও তূণীর হইতে শর উদ্ধারপূর্বক উহাদের বিনাশার্থ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যুগান্তকালীন জ্বলন্ত অনলের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। বনদেবতারা তাঁহাকে তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইল। চতুর্দিকে রাক্ষস দণ্ডায়মান, উহাদের দেহে অগ্নিবর্ণ বর্ম ও নানাপ্রকার আভরণ, হস্তে ধনু ও বিবিধ অস্ত্র, উহারা

সূর্যোদয়ে সুনীল জলদের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ তখন খর পুরোবর্তী বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত রামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনুর্ধারণপূর্বক উহাতে টঙ্কার প্রদান করিতেছেন। তদ্দর্শনে সে সারথিকে কহিল, তুমি রামের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উহার আদেশমাত্র সারথি যথায় রাম একাকী, সেই দিকে রথ লইয়া চলিল। শ্যেনগামী প্রভৃতি রাক্ষসেরা খরকে দেখিতে পাইয়া সিংহনাদপূর্বক চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিল। ঐ সময় খর তারাগণমধ্যে উদিত মঙ্গলগ্রহের ন্যায় শোভিত হইল। অনন্তর সে সহস্র বাণে বিপুলবল রামকে নিপীড়িত করিয়া রণস্থলে বীরনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বহুসংখ্য রাক্ষস ক্রোধভরে দুর্জয় রামের উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। কেহ লৌহমুদ্গর কেহ শূল কেহ প্রাস কেহ অসি এবং কেহ বা পরশু প্রহার আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত মেঘাকার মহাকায় মহাবল রাক্ষস গিরিশিখরতুল্য হস্তী অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্বক ধাবমান হইল, এবং রামবধার্থ অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন মহামেঘ পর্বতের উপর ধারাবৃষ্টি করিতেছে। তখন রাম ক্রূরদর্শন রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া প্রদোষকালে ভূতগণ-বেষ্টিত ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে সমুদ্র যেমন নদীপ্রবাহ রোধ করে, সেইরূপ তিনি শরনিকরে উহাদের অস্ত্র নিবারণ করিলেন। বজ্রের আঘাতে মহাশৈল কখন বিচলিত হয় না, রাম উহাদের অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। তাঁহার সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ ও শোণিতসিক্ত হইয়া গেল। তিনি সন্ধ্যাকালে সিন্দূরবর্ণ মেঘে আবৃত সূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রাম একমাত্র, কিন্তু বহুসংখ্য রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়াছেন, তদ্দর্শনে দেবতা গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণ যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন।

অনন্তর রাম ধনু মণ্ডলাকার করিয়া, অবলীলাক্রমে শরত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল দুর্নিবার দুর্বিষহ ও কালপাশতুল্য শর শরাসন হইতে বিনির্মুক্ত এবং রাক্ষসগণের দেহ ভেদপূর্বক রক্তাক্ত হইয়া, নভোমণ্ডলে জ্বলন্ত অনলপ্রভায় শোভা পাইতে লাগিল। বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট হইল। মহাবীর রাম অসংখ্য বাণে অনেকের ধনু, ধ্বজাগ্র, চর্ম, বর্ম, অলঙ্কৃত বাহু ও করিশুণ্ডাকার উরু ছেদন করিলেন। স্বর্ণকবচ-শোভিত অশ্ব, আরোহীর সহিত হস্তী, সারথি ও রথ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। অনেক পদাতি নিহত হইল। উহারা নালীক নারাচ ও তীক্ষ্মমুখ বিকর্ণি অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া, ভয়ঙ্কর আর্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। শুষ্ক বন যেমন অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হইতে থাকে, সেইরূপ উহারা রামের মর্মভেদী শরে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কোন কোন বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঁহার উপর প্রাস পরশু ও শূল বৃষ্টি করিতে লাগিল। রাম শরজালে তৎসমুদয় নিরাস করিয়া, উহাদিগের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। উহারা ছিন্নচর্ম ছিন্নশরাসন ও ছিন্নমস্তক হইয়া, বিহঙ্গের পক্ষপবনভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে অবশিষ্ট রাক্ষসেরা শরাহত ও অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া খরের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। ইত্যবসরে দূষণ উহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কুপিত কৃতান্তের ন্যায় কার্মুক হস্তে রোষভরে রামের অভিমুখে চলিল। রণপরাঙ্মুখ রাক্ষসেরা উহার আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া

প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং শাল তাল ও শিলা গ্রহণপূর্বক দ্রুতবেগে রামের নিকট গমন করিল। উভয় পক্ষে পুনর্বার রোমহর্ষণ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। নিশাচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া, চতুর্দিক হইতে শূল মুদ্গর পাশ বৃক্ষ প্রস্তর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন শরসমাচ্ছন্ন রাম সমন্তাৎ রাক্ষসে আবৃত দেখিয়া, ভীষণ বীরনাদ পরিত্যাগপূর্বক প্রদীপ্ত গন্ধর্ব অস্ত্র যোজনা করিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে অসংখ্য শর নির্গত হইতে লাগিল। দশ দিক শরসমূহে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন শরনিপীড়িত নিশাচরগণ রাম যে কখন শর গ্রহণ ও কখনই বা মোচন করিতেছেন, ইহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না, কেবল দেখিল, তিনি অনবরত শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শরান্ধকারে সূর্যের সহিত আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রাম কেবলই বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা সমকালে নিহত ও সমকালে পতিত হইয়া পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ফেলিল। কেহ বিনষ্ট হইয়াছে, কেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, কাহার প্রাণ কণ্ঠাগত, কেহ ছিন্ন, কেহ ভিন্ন ও কেহ বা বিদীর্ণ, বহুসংখ্য এইরূপই দৃষ্ট হইতে লাগিল, রণভূমি উষ্ণীষশোভিত মস্তক, অঙ্গদসমলংকৃত বাহু, উরু, নানা প্রকার অলংকার, হস্তী, অশ্ব, রথ, চামর, ছত্র, বিবিধ ধ্বজ ও শূল পট্টিশ প্রভৃতি বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। তখন অবশিষ্ট রাক্ষসেরা অনেককে এইরূপে নিহত দেখিয়া,

রামের অভিমুখে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না।

ষড়্‌বিংশ সর্গ॥ অনন্তর দূষণ সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইল দেখিয়া, পাঁচ সহস্র নিশাচরকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। ঐ সকল রাক্ষস একান্ত দুর্ধর্ষ ও ভীমবেগ, উহাদিগকে রণস্থল হইতে কখন পরাঙ্মুখ হইতে হয় না। উহারা দূষণের আদেশ-মাত্র চতুর্দিক হইতে রামের উপর শূল পট্টিশ বৃক্ষ অসি শিলা ও শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাম নিমীলিতনেত্র বৃষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সুতীক্ষ্ন বাণে ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রতিরোধ করিলেন। পরে তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত ও তেজে প্রদীপ্ত হইয়া, সমস্ত নির্মূল করিবার আশয়ে দূষণ ও সৈন্যগণের উপর চতুর্দিক হইতে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শত্রুনাশন দূষণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বজ্রানুরূপ বাণে উঁহার শরজাল নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে রাম যারপরনাই কুপিত হইয়া ক্ষুর দ্বারা শরাসন, চার শরে চার অশ্ব ও অর্ধচন্দ্রাস্ত্রে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া, তিন শরে উহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন দূষণ রোমহর্ষণ এক পরিঘ গ্রহণ করিল। উহা স্বর্ণপট্টবেষ্টিত তীক্ষ্ন-লোহ-শঙ্কু-পূর্ণ ও শত্রু-বসা-সংসিক্ত। উহা দেখিতে গিরিশৃঙ্গ ও ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হয়। ঐ মহাবীর সুর-সৈন্য-বিমর্দনপর-

তোরণ-বিদারণ বজ্রবৎ কঠোর পরিঘ গ্রহণপূর্বক রামের দিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে রাম দুইটি শর সন্ধান করিয়া, আভরণসহ উহার দুই ভুজদণ্ড ছেদন করিলেন। প্রকাণ্ড পরিঘ দূষণের করভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজবৎ ভূতলে পতিত হইল। দূষণও ছিন্ন ও বিকীর্ণহস্তে তৎক্ষণাৎ ভগ্নদশন হস্তীর ন্যায় ধরাসনে শয়ন করিল।

ইত্যবসরে দর্শকমণ্ডলী রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল মহাকপাল বৃহৎ শূল, স্থূলাক্ষ, পট্টিশ, ও প্রমাথী পরশু গ্রহণপূর্বক, সমবেত হইয়া ক্রোধভরে রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর রাম ঐ সমস্ত আসন্নমৃত্যু সেনাপতিকে দেখিবামাত্র তীক্ষ্ম শরে অভ্যাগত অতিথিবৎ গ্রহণ করিলেন। পরে মহাকপালের শিরশ্ছেদনপূর্বক অসংখ্য শরে প্রমাথীকে চূর্ণ ও স্থূলাক্ষের স্থূল নেত্র পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। স্থূলাক্ষ নিহত হইয়া শাখাসঙ্কুল অত্যুচ্চ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন রামও কুপিত হইয়া অবিলম্বে দূষণের পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ সহস্র বাণে বিনাশ করিলেন।

তখন খর সসৈন্য দূষণেব নিধনবার্তা শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাবল সেনাপতিগণকে কহিল, দেখ, মহাবীর দূষণ কুমনুষ্য রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া পাঁচ সহস্র সৈন্যসহ রণস্থলে শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে তোমরা বিবিধ অস্ত্র দ্বারা ঐ রামকে বিনাশ কর। এই বলিয়া সে ক্রোধে অধীর হইয়া, উঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকামুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন এই দ্বাদশ প্রবলপরাক্রম সেনাপতি সসৈন্যে শরবর্ষণপূর্বক দ্রুতপদে রামের অভিমুখে চলিল। রাম স্বর্ণখচিত হীরকশোভিত শরে খরের ঐ সৈন্যাবশেষ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্র যেমন বৃক্ষ নষ্ট করে, তদ্রূপ তাঁহার সধূমবহ্নিসদৃশ শর সৈন্যক্ষয় আরম্ভ করিল। রাম শতসংখ্য রাক্ষসকে শত, এবং সহস্রসংখ্যকে সহস্র কর্ণী দ্বারা সংহার করিতে লাগিলেন। উহারাও ছিন্নবর্ম ছিন্নাভরণ ও ছিন্নশরাসন হইয়া, শোণিতলিপ্তদেহে ধরাসনে শয়ন করিল। ঐ সকল রাক্ষস মুক্তকেশে পতিত হইলে, রণস্থল কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদির ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং উহাদিগের মাংসশোণিতের কর্দমে ঐ ঘোর দণ্ডকারণ্যও নরকের ন্যায় হইয়া উঠিল। এইরূপে মনুষ্য রাম একাকী পদাতি হইয়া, দুষ্করকর্মকারী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস নির্মূল করিলেন। যতগুলি বীর তথায় সমবেত হইয়াছিল, তন্মধ্যে খর ও ত্রিশিরা অবশিষ্ট রহিল। আর আর সমস্ত দুঃসহবীর্য রাক্ষস বিনষ্ট হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর খর ধর্মযুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় হইল দেখিয়া, রথে আরোহণপূর্বক রামের অভিমুখে উদ্যতবজ্র ইন্দ্রের ন্যায় ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সেনাপতি ত্রিশিরা উহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, রাক্ষসনাথ! আমি মহাবীর, তুমি সমরসাহসে ক্ষান্ত হইয়া, আমাকে যুদ্ধে নিয়োগ কর। আমিই রামকে বিনাশ করিব; অস্ত্রস্পর্শপূর্বক তোমার নিকট শপথ করিতেছি, রাক্ষসগণের বধ্য রামকে নিশ্চয়ই রণশায়ী করিব। আজ হয় আমার হস্তে রামের, নয় তাহার হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। এক্ষণে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মুহূর্তকাল যুদ্ধসাক্ষী হইয়া থাক। যদি রাম নিহত হয় মহা আহ্লাদে জনস্থানে যাইবে, আর যদি

আমি বিনষ্ট হই, সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত উহার সম্মুখীন হইবে।

নিশাচর ত্রিশিরা মৃত্যুলোভে এইরূপ প্রার্থনা করিলে, খর কহিল, তবে তুমিই যুদ্ধে যাও। উহার আদেশমাত্র ঐ বীর, অশ্বসংযুক্ত উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া, ত্রিশৃঙ্গ পর্বতবৎ ধাবমান হইল, এবং রামের উপর জলবর্ষী নীরদের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণপূর্বক জলার্দ্র দুন্দুভির শব্দাকার বীরনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে রামও উহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন: সিংহ ও কুঞ্জরসদৃশ ঐ দুই মহাবল মহাবীরের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ত্রিশিরা রামের ললাট লক্ষ্য করিয়া তিনটি শরাঘাত করিল। তখন তেজস্বী রাম কুপিত হইয়া কহিলেন, অহো! মহাবীর রাক্ষসের এই বল! আমার ললাট যেন কুসুমকোমল শরে আহত হইল! যাহাই হউক, অতঃপর তুমিও আমার শরবেগ সহ্য কর। এই বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, ভুজঙ্গসদৃশ চৌদ্দটি শরে উহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। পরে সন্নতপর্ব চার শরে চারিটি অশ্ব এবং আট বাণে সারথিকে নষ্ট করিয়া, এক বাণে উহার উন্নত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ত্রিশিরা তন্দণ্ডে রথ হইতে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল, এই অবকাশে রাম উহাকে বাণে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ত্রিশিরা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন রাম রোষাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে উহার তিন মস্তক ছেদন করিলেন। ঐ রাক্ষসও তৎক্ষণাৎ সধূম শোণিত উদ্গার করিতে করিতে রণস্থলে নিপতিত হইল। এইরূপে ত্রিশিরা বিনষ্ট হইলে খরের মূল-বলসংক্রান্ত হতাবশিষ্ট সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া, ব্যাধভীত মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তৎকালে উহারা আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর খর দূষণ ও ত্রিশিরার বিনাশে একান্ত বিমনা হইল, এবং রাম একাকী মহাবল রক্ষসবল প্রায় উন্মূলন করিয়াছেন দেখিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। উঁহার বিক্রম অবলোকনে তাহার ত্রাসও জন্মিল। তখন নমুচি যেমন ইন্দ্রকে এবং রাহু যেমন চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ করিয়া শোণিত-পায়ী ক্রোধদৃপ্ত উরগতুল্য নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে পুনঃপুনঃ জ্যা-গুণে টঙ্কার প্রদান এবং শিক্ষাগুণে অস্ত্র সন্ধান ও অস্ত্রক্ষেপণের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া, সমরে বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উহার শরে দিকবিদিক সমুদয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রামও দীপ্তস্ফুলিঙ্গ অগ্নির ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ বাণে নভোমণ্ডল যেন মেঘাবৃত করিয়া ফেলিলেন। উভয়ের শরজাল সূর্যকে রোধ করিল। উভয়েরই চেষ্টা পরস্পরকে বিনাশ করিতে হইবে। ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। আরোহী যেমন বৃহৎ হস্তীকে অঙ্কুশ আঘাত করে, তদ্রূপ খর রামের প্রতি নালীক, নারাচ, ও তীক্ষ্ণ বিকর্ণী প্রহার করিতে লাগিল। সে শরাসনহস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছিল, তদ্দর্শনে সকলে তাহাকে যেন পাশধারী কৃতান্ত জ্ঞান করিতে লাগিল। ঐ সময় রাম সমগ্র রাক্ষসসৈন্য বিনাশ নিবন্ধন পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তথাচ খর উঁহাকে পরাক্রান্ত বলিয়া বোধ করিল। কিন্তু যাদৃশ সিংহ সামান্য মৃগ দেখিয়া ভীত হয় না, তদ্রূপ রাম সেই সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত এবং সিংহের ন্যায় মন্থরগামী খরকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না।

ক্রমশঃ খর অনলপ্রবেশার্থী পতঙ্গের ন্যায় রামের সন্নিহিত হইল, এবং ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শনপূর্বক মুষ্টিগ্রহণস্থানে উঁহার শর ও শরাসন ছেদন করিল। পরে ক্রোধভরে বজ্রতুল্য সাতটি বাণে কবচসন্ধি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, শরনিকরে তাঁহাকে পীড়নপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তখন রামের দেহ হইতে উজ্জ্বল বর্ম স্খলিত হইয়া পড়িল, এবং তিনি শরবিদ্ধ ও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, জ্বলন্ত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে তিনি অগস্ত্যপ্রদত্ত গভীরনাদী বৈষ্ণব ধনু সজ্জিত করিয়া, ঐ নিশাচরের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং স্বর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব শর সন্ধান করিয়া ক্রোধভরে উহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুবর্ণনির্মিত সুদর্শন ধ্বজ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িল। বোধ হইল যেন, সুরগণের আদেশে সূর্যদেব অধোগামী হইলেন। তদ্দর্শনে খর ক্রুদ্ধ হইয়া, চার বাণে রামের বক্ষ বিদ্ধ করিল। মহাবীর রামও ক্ষত-বিক্ষত ও শোণিতাক্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং ছয়টি শর যোজনা ও উহাকে লক্ষ্য করিয়া এক শরে মস্তক, দুই শরে বাহু ও তিন অর্ধচন্দ্রাকার শরে উহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পবে ভাস্করের ন্যায় প্রখর ত্রয়োদশ শাণিত নারাচ গ্রহণ করিয়া, একটি দ্বারা উহার রথের যুগ, চারটি দ্বারা বিচিত্র অশ্ব, একটি দ্বারা সারথির মস্তক, তিনটি দ্বারা রথের ত্রিবেণু, দুইটি দ্বারা অক্ষ, এবং একটি দ্বারা ধনুর্বাণ ছেদন করিয়া, অবলীলাক্রমে আর একটি দ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন খর ছিন্নধনু রথশূন্য হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া, গদা ধারণ ও রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইল। এই অবসরে বিমানস্থ দেবতা ও মহর্ষিরাও হৃষ্টমনে কৃতাঞ্জলিপুটে রামের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ তখন রাম খরকে রথশূন্য ও গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ দেখিয়া, মৃদু কথা কঠোরতার সহিত কহিলেন, খর! তুই এই হস্ত্যশ্বপূর্ণ সৈন্যের আধিপত্যে থাকিয়া যে দারুণ কর্ম করিলি, ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত। যে ব্যক্তি লোকের ক্লেশদায়ক নিষ্ঠুর ও পাপাচার, ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলেও তাহার প্রাণ ধারণ সহজ হয় না। যাহার কার্য সর্ববিরুদ্ধ, সেই নৃশংসকে সকলে সম্মুখস্থ দুষ্ট সর্পবৎ নষ্ট করিয়া থাকে। শিলা উদরস্থ হইলে যেরূপ রক্তপুচ্ছি-কার মৃত্যু হয়, সেইরূপ যে লোভক্রমে পাপে লিপ্ত হইয়া আসক্তিদোষে তাহা বুঝিতে পারে না, লোকে হৃষ্ট হইয়া তাহার নিপাত দর্শন করে। খর! দণ্ড-কারণ্যের ধর্মশীল তাপসগণকে বিনাশ করিয়া তোর কি ফল হইতেছে? যে ব্যক্তি ঘৃণিত ক্রূর ও পামর, ঐশ্বর্য হইলেও শীর্ণমূল বৃক্ষের ন্যায় শীঘ্রই তাহার অধঃপতন হইয়া থাকে। ফলতঃ পাপের অনিষ্টকর ফল বৃক্ষের ঋতুকালীন পুষ্পের ন্যায় সময়ক্রমে অবশ্য উৎপন্ন হয়। বিষমিশ্রিত অন্ন আহার করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভাব দেখা যায়, পাপাচরণ করিলে তদ্রূপই হইয়া থাকে। রাক্ষস! এক্ষণে আমি রাজার আদেশে পাষণ্ডদিগের দণ্ডবিধানার্থ এ স্থানে আসিয়াছি। অদ্য আমার এই স্বর্ণখচিত শর প্রক্ষিপ্ত হইয়া, তোর দেহ বিদারণপূর্বক বল্মীক মধ্যে উরগের ন্যায় পতিত হইবে। তুই এই অরণ্যে যে-সকল ধর্মশীল ঋষিকে ভক্ষণ করিয়াছিস, আজ সসৈন্যে নিহত হইয়া তাঁদেরই অনুগমন করিবি। আজ তাঁহারাই আবার বিমানে আরোহণপূর্বক তোর নরকবাস দর্শন করিবেন। এক্ষণে তুই যথেচ্ছ প্রহার কর, যেমন ইচ্ছা চেষ্টা কর, আজ আমি তোর মস্তক তালফলের ন্যায় নিশ্চয়ই ভূতলে ফেলিব।

অনন্তর খর এই কথা শুনিয়া, রোষারুণলোচনে হাসিতে হাসিতে কহিল, রাম! তুই সামান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া, কি জন্য অকারণ আত্মপ্রশংসা করিতেছিস! যাহার বলবীর্য আছে, সে স্বতেজে গর্বিত হইয়া, কখন নিজের গৌরব করে না। তোর ন্যায় নীচ নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়েরাই নিরর্থক শ্লাঘা করিয়া থাকে। মৃত্যুতুল্য যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে কোন্ বীর কৌলীন্য প্রকাশপূর্বক আপনার গুণগরিমা করিতে পারে? ফলতঃ তুষাগ্নির উত্তাপে স্বর্ণপ্রতিরূপ পিত্তলের যেমন মালিন্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ আত্মশ্লাঘায় কেবল তোব লঘুতাই দৃষ্ট হইতেছে। রাম! আমি যে গদা গ্রহণপূর্বক ধাতুরঞ্জিত অটল অচলতুল্য দণ্ডায়মান আছি, ইহা কি তুই দেখিতেছিস না? আমি পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় তোকে ও ত্রিলোকের সকল লোককেও এই গদায় উৎসন্ন করিতে পারি। এক্ষণে আমার বিস্তর বলিবার আছে, কিন্তু আর বলিতেছি না, সূর্য অস্ত যাইবেন, সুতরাং যুদ্ধেরই সম্পূর্ণ বিঘ্ন ঘটিতে পারে। তুই চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছিস, আজ নিশ্চয়ই তোরে নষ্ট করিয়া তাদের স্ত্রীপুত্রের নেত্রজল মুছাইয়া দিব।

এই বলিয়া খর ক্রোধভরে প্রদীপ্তবজ্রতুল্য স্বর্ণবলয়বেষ্টিত গদা রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। খরের করপ্রক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড গদা স্বতেজে বৃক্ষ গুল্ম সমুদয় ভস্মসাৎ করত ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতে লাগিল। রাম ঐ কালপাশসদৃশ গদা আগমন করিতেছে দেখিয়া, নভোমণ্ডলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গদাও তৎক্ষণাৎ মন্ত্রৌষধিবলে নির্বীর্য ভুজঙ্গীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল।

ত্রিংশ সর্গ ॥ তখন ধর্মবৎসল রাম হাস্য করিয়া কহিলেন, খর! এই ত তুই সমস্ত বলই দেখাইলি। এক্ষণে বুঝিলাম, তোর শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প, তুই এতক্ষণ কেবল বৃথা আস্ফালন করিতেছিলি। ঐ দেখ, তোর গদা আমার শরে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তুই অতি বাচাল। তোর বিশ্বাস ছিল যে উহার দ্বারা শত্রুনাশ হইবে, এক্ষণে তাহা দূর হইল। তুই কহিয়াছিলি যে মৃত বীরগণের আত্মীয়-স্বজনের নেত্রজল মার্জনা করিয়া দিবি, তোর সে কথাও মিথ্যা হইয়া গেল। তুই অতিশয় নীচ ক্ষুদ্রাশয় ও দুশ্চরিত্র। গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজ আমি তোর প্রাণ অপহরণ করিব। অদ্য তুই আমার শরে ছিন্নকণ্ঠ হইলে পৃথিবী তোর বুদ্বুদযুক্ত রক্ত পান করিবেন। অদ্য তোর ধূলিলুণ্ঠিত দেহে বিক্ষিপ্তহস্তে, যেমন অসুলভা কামিনীকে, সেইরূপ অবনীকে আলিঙ্গন-পূর্বক শয়ন করিতে হইবে। তুই ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে, এই জনস্থানে নিরাশ্রয় ঋষিগণ নির্বিঘ্নে অবস্থান ও নির্ভয়ে বিচরণ করিবেন। আজ বিকট-দর্শন রাক্ষসীগণ নিতান্ত ভীত হইয়া, বাষ্পার্দ্রবদনে দীনমনে পলায়ন করিবে, এবং তুই যাহাদের পতি, সেই দুষ্কুলোৎপন্না পত্নীরাও আজ হতসর্বস্ব হইয়া শোকে মোহিত হইবে। রে নৃশংস! ব্রাহ্মণকণ্টক! কেবল তোরই জন্য মুনিগণ এতদিন সভয়ে হোম করিতেছিলেন।

তখন খর রামের এই কথা শ্রবণপূর্বক রোষকর্কশস্বরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, রাম! কারণ সত্ত্বে তোর হৃদয়ে ভয় নাই। তুই অত্যন্ত গর্বিত, এই জন্য মৃত্যুকাল আসন্ন হইলেও বাচ্যাবাচ্যজ্ঞানশূন্য হইতেছিস। যাহার আয়ু শেষ হইয়া আইসে, বুদ্ধির দুর্বলতা বশতঃ সে আর কার্যাকার্য বিচার করিতে পারে না। এই বলিয়া খর উঁহাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং অদূরে এক বৃহৎ শাল বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, ওষ্ঠ দংশনপূর্বক উহা উৎপাটন করিয়া লইল। পরে সে সিংহনাদ করিয়া বাহুবলে উহা উত্তোলন ও রামের প্রতি মহাবেগে ক্ষেপণপূর্বক কহিল দেখ্, তুই এইবারে নিশ্চয়ই মরিলি। তখন মহাবীর রাম শরনিকরে বৃক্ষ ছেদন করিয়া খরের বিনাশার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে ঘর্মবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল এবং রোষে নেত্রপ্রান্ত শোণরাগে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অবিশ্রান্ত শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। খরের শরক্ষত দেহরন্ধ্র হইতে প্রস্রবণের ন্যায় সফেন শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে প্রহারবেগে একান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল, এবং রুধিরগন্ধে উন্মত্ত হইয়া দ্রুতবেগে রামের দিকে ধাবমান হইল। রাম উহাকে রক্তাক্তদেহে মহাক্রোধে আগমন করিতে দেখিয়া, সত্বরে দুই তিন পদ অপসৃত হইলেন, এবং উহার বিনাশার্থ ইন্দ্রপ্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্রসদৃশ অগ্নিতুল্য এক শর নিক্ষেপ করিলেন। উহা নির্মুক্ত হইবামাত্র মহাবেগে খরের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। খরও শরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভূত অন্ধকাসুরের ন্যায়, বজ্রাহত বৃত্রের ন্যায়, ফেন-নিহত নমুচির ন্যায়, এবং অশনিচ্ছিন্ন বলের ন্যায় ভূতলে পড়িল।

তদ্দর্শনে চারণসহ সুরগণ বিস্মিত হইয়া, দুন্দুভিধ্বনি ও রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই মনে হর্ষ উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিলেন, রাম অল্পক্ষণে যুদ্ধে খরদূষণ প্রভৃতি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিলেন। ইঁহার কার্য অতি অদ্ভুত। ইঁহার বলবীর্য অতি বিচিত্র! বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহার কি স্থৈর্যই লক্ষিত হইল। এই বলিয়া উঁহারা বিমানযোগে স্ব-স্ব

স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর অগস্ত্যাদি ঋষি ও রাজর্ষিগণ পুলকিতমনে রামকে সম্বর্ধনা করিয়া কহিলেন, বৎস! সুররাজ ইন্দ্র এই নিমিত্ত পবিত্র শরভঙ্গাশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই মুনিগণ আশ্রমদর্শনপ্রসঙ্গে তোমায় এই স্থানে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমা হইতে তাহা সুসিদ্ধ হইল। অতঃপর আমরা দণ্ডকারণ্যে নির্বিঘ্নে ধর্মাচরণ করিব। এই বলিয়া উঁহারাও তথা হইতে গমন করিলেন।

পরে বীর লক্ষ্মণ জানকীর সহিত গিরিদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং মহা আহ্লাদে রামকে গিয়া অভিবাদন করিলেন। রাম জয়শ্রীলাভে সবিশেষ সমাদৃত হইয়া উঁহাদের সহিত আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন চন্দ্রাননা জানকী দেখিলেন, রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইয়াছে ও মুনিগণের সুখদ রামও কুশলী আছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার মন পুলকে পূর্ণ হইল এবং তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ ॥ ঐ যুদ্ধে অকম্পন নামে একটিমাত্র রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল, সে জনস্থান পরিত্যাগপূর্বক দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! জনস্থানের রাক্ষসেরা নিহত এবং খরও যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, আমিই কেবল বহুকষ্টে এখানে আইলাম।

রাবণ অকম্পনের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া স্বতেজে সমস্ত দগ্ধ করতই যেন কহিতে লাগিল, অকম্পন! মৃত্যুলোভে কে ভীষণ জনস্থান নষ্ট করিল? সংসার হইতে কাহার শ্বাস উঠিয়া গেল। আমি মৃত্যুরও মৃত্যু, আমার অপকার করিয়া ইন্দ্র, কুবের, যম ও বিষ্ণুও সুখী হইতে পারে না। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে দগ্ধ ও কৃতান্তকে সংহার করিতে পারি, স্ববেগে বায়ুর বেগ প্রতিরোধ এবং স্বতেজে চন্দ্রসূর্যকেও ভস্মসাৎ করিতে পারি।

তখন অকম্পন ভয়স্খলিত বাক্যে কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণের নিকট অভয় প্রার্থনা করিল এবং অভয় প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে কহিল, মহারাজ! দশরথের পুত্র রাম নামে এক বীর আছে। সে শ্যামবর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর ও যুবা, উহার স্কন্ধদেশ উন্নত এবং বাহুযুগল সুবৃত্ত ও দীর্ঘ। উহার বলবিক্রমের তুলনা নাই। সেই রামই জনস্থানে খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে।

রাবণ এই বাক্য শ্রবণপূর্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, অকম্পন! রাম কি ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত জনস্থানে আসিয়াছে?

অকম্পন কহিল, রাক্ষসরাজ! রাম ধনুর্ধরদিগের অগ্রগণ্য দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ও মহাশূর। লক্ষ্মণ নামে উহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। সে উহারই ন্যায় বলবান্। তাহার নেত্রপ্রান্ত আরক্ত, মুখশ্রী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, এবং কণ্ঠস্বর দুন্দুভিবৎ গভীর। শ্রীমান রাম ঐ লক্ষ্মণের সহিত বায়ুবহ্নিসংযোগের ন্যায় মিলিত আছে। সে রাজগণেরও রাজা। উহার সহিত যে সুরগণ আইসে নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। উহার শর প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র যেন পঞ্চমুখ সর্প হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস করে। রাক্ষসেরা ভয়ে যে দিকে যায়, সেই দিকেই যেন উহাকে সম্মুখে দেখে। ফলতঃ কেবল ঐ বীরই আপনার জনস্থানকে নষ্ট করিয়াছে।

তখন রাবণ কহিল, অকম্পন! আমি ঐ রাম ও লক্ষ্মণের বধসাধনের নিমিত্ত এখনই জনস্থানে যাত্রা করিব। শুনিয়া অকম্পন কহিল, রাজন্! আমি রামের

বল বীর্য ও কার্য যেরূপ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ মহাবীর কুপিত হইলে, কাহার সাধ্য যে বিক্রমে উহাকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া রাখে। সে শরজালে জলপূর্ণ নদীর স্রোত প্রতিকূলে আনিতে পারে। আকাশ গ্রহতারা-শূন্য এবং রসাতলগামিনী পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পারে। সমুদ্রের বেগ নিবারণ, বেলাভূমি ভেদ করিয়া জলপ্লাবন, বায়ুর গতিরোধ, এবং লোক ক্ষয় করিয়া পুনর্বার সৃষ্টিও করিতে পারে। যেমন পাপীর স্বর্গ আয়ত্ত করা সুকঠিন, সেইরূপ আপনি সমস্ত রাক্ষসের সহিত প্রবৃত্ত হইলেও উহাকে কখনও পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সে সুরাসুরগণের অবধ্য, কিন্তু আমি উহার বিনাশের এক উপায় কহিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ করুন। সীতা নামে উহার এক সুরূপা পত্নী আছে। সে সর্বালঙ্কারসম্পন্না ও পূর্ণযৌবনা। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে একটি স্ত্রীরত্ন। মনুষ্যের কথা কি, দেবী গন্ধর্বী অপ্সরা ও পন্নগীও তাহার অনুরূপ নহে। আপনি বনমধ্যে কোনরূপে রামকে মোহিত করিয়া ঐ সীতাকে অপহরণ করুন। স্ত্রীবিয়োগ উপস্থিত হইলে সে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না।

তখন রাবণ এই কথা সঙ্গত বোধ করিল, এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, অকম্পন! আমি এই প্রাতেই একাকী কেবল সারথিকে লইয়া তথায় যাইব, এবং সীতাকে মহাহর্ষে লঙ্কা নগরীতে লইয়া আসিব। এই বলিয়া ঐ বীর গর্দভবাহন উজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্বক দিকসকল উদ্ভাসিত করিয়া চলিল। জলদে চন্দ্র যেমন শোভিত হন, তৎকালে ঐ রথ আকাশপথে সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিল। অদূরে তাড়কাতনয় মারীচের আশ্রম। রাবণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মারীচ স্বয়ং পাদ্য ও আসন দ্বারা উহাকে অর্চনা করিয়া অমানুষসুলভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদানপূর্বক জিজ্ঞাসিল, রাজন! নিশাচরদিগের কুশল ত? তুমি যখন একাকী এত সত্বর আইলে, ইহাতেই আমার মনে সংশয় হইতেছে।

তখন রাবণ কহিল, মারীচ! রাম যুদ্ধে রক্ষকের সহিত জনস্থানের অবধ্য রাক্ষসগণকে নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আমি উহার ভার্যাকে অপহরণ করিব, তুমি তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা কর।

মারীচ রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ! বল, কোন্ মিত্ররূপী শত্রু তোমার নিকট সীতার কথা উল্লেখ করিল। বোধ হয় তুমি কাহারও অবমাননা করিয়াছিলে, সেই তোমার এইরূপ দুর্বুদ্ধি ঘটাইতেছে। এক্ষণে সীতাকে হরণ করিয়া আনিতে কে তোমায় পরামর্শ দিল? রাক্ষসকুলের শৃঙ্গচ্ছেদে কাহারই বা ইচ্ছা হইল? যে এই বিষয়ে তোমাকে উৎসাহিত করিতেছে, সে তোমার পরম শত্রু, সন্দেহ নাই। সে তোমাকে দিয়া সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের চেষ্টা করিতেছে। বল, কে এইরূপ কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া তোমায় কুপথে প্রবর্তিত করিল। তুমি সুখে শয়ান ছিলে, কেই বা তোমার মস্তকে আঘাত করিল। দেখ, রাম উন্মত্ত হস্তী, বিশুদ্ধ বংশ উহার শুণ্ড, তেজ মদবারি, এবং বাহুদ্বয় দন্ত, এক্ষণে যুদ্ধ করা দূরে থাক, তুমি উহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ নও। রাম মহাবল সিংহ, রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ উহার অঙ্গসন্ধি ও কেশর, রণচতুর রাক্ষসমৃগ সংহার করা উহার কার্য, শাণিত অসি দশন এবং শরই অঙ্গ ; সে এক্ষণে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগরিত করা তোমার উচিত হইতেছে না। রাম বিস্তীর্ণ সমুদ্র ; কোদণ্ড উহার কুম্ভীর,

ভুজবেগ পঙ্ক, তুমুল যুদ্ধ জল, এবং বাণই তরঙ্গ। রাজন! ঐ সমুদ্রের মুখে পতিত হওয়া তোমার শ্রেয় নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হও, এবং শীঘ্র লঙ্কায় গমন কর। তুমি আপনার পত্নীগণকে লইয়া সুখে থাক, এবং রামও অরণ্যে সীতার সহিত সুখী হউন।

তখন রাবণ মারীচের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে লঙ্কায় প্রস্থান করিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ॥ এদিকে শূর্পণখা দেখিল, রাম একাকী উগ্রকর্মকুশল চতুর্দশ সহস্র নিশাচরকে বিনাশ করিলেন, খর, দূষণ ও ত্রিশিরাও নিহত হইল; দেখিয়া ঐ মেঘসদৃশী রাক্ষসী শোকাবেগে চীৎকার করিতে লাগিল, এবং রামের এই দুষ্কর কার্য নিরীক্ষণে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাবণরক্ষিত লঙ্কায় গমন করিল। তথায় গিয়া দেখিল, রাক্ষসাধিনাথ রাবণ বিমানে প্রভাপ্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে স্বর্ণবেদিগত জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, এবং সুররাজ ইন্দ্রের নিকট যেমন সুরগণ উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ মন্ত্রিবর্গ উহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া আছে। ঐ মহাবীর ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় ঘোরদর্শন। উহার হস্ত বিংশতি, মস্তক দশ, মুখ বৃহৎ ও বক্ষ বিশাল। উহার অঙ্গে সমস্ত রাজচিহ্ন, কান্তি স্নিগ্ধ বৈদূর্যের ন্যায় শ্যামল, ও দন্তগুলি শুভ্র। সে স্বর্ণকুণ্ডলে ভূষিত হইয়া, সুদৃশ্য পরিচ্ছদে শোভিত হইতেছে। দেবতা গন্ধর্ব ভূত ও ঋষিগণও উহাকে কখন পরাজয় করিতে পারেন নাই। সুরাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের প্রহার-চিহ্ন উহার দেহে দীপ্যমান রহিয়াছে, এবং নাগরাজ ঐরাবত যে দন্তাঘাত করিয়াছিল, বক্ষে তাহারও রেখা লক্ষিত হইতেছে। ঐ বীর অতি-যব-গৃহ হইতে মন্ত্রপূত পবিত্র সোমরস বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া থাকে। অটল সমুদ্র বিলোড়ন, পর্বতশিখর উৎপাটন, এবং দেবগণকেও মর্দন করে। সে পরদারাপহারী ধর্মনাশক ও যজ্ঞবিঘাতক। ঐ মহাবীর ভোগবতী নগরীতে ভুজগরাজ বাসুকিকে পরাস্ত করিয়া, তক্ষকের প্রিয়পত্নীকে হরণ করিয়াছিল। কৈলাস পর্বতে যক্ষাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া, কামগামী পুষ্পক রথ আনয়ন করিয়াছিল; এবং ক্রোধভরে দিব্য চৈত্ররথ কানন, উহার মধ্যবর্তী সরোবর ও নন্দন বন নষ্ট করিয়া নভোমণ্ডলে উদয়োন্মুখ চন্দ্র-সূর্যেরও গতিরোধ করিয়াছিল। ঐ বিজয়ী পূর্বে বনমধ্যে দশ সহস্র বৎসর তপঃসাধন করিয়া, ভগবান ব্রহ্মাকে আপনার দশ মস্তক উপহার প্রদান করে, এবং ব্রহ্মারই বরপ্রভাবে মনুষ্য ব্যতীত দেব দানব গন্ধর্ব পিশাচ পক্ষী ও সর্প হইতে মৃত্যুভয়শূন্য হয়। উহার গলদেশে দিব্য মাল্য লম্বিত হইতেছে, আকার পর্বতের ন্যায় সুদীর্ঘ, নেত্র বিস্তীর্ণ ও তেজঃপ্রদীপ্ত। সে বেদবিদ্বেষী সর্বলোকভয়াবহ ক্রূর কর্কশ ও নির্দয়। ভয়বিহ্বলা রাক্ষসী শূর্পণখা সেই সহোদর রাবণকে দেখিতে পাইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর শূর্পণখা অমাত্যগণের সমক্ষে মহাক্রোধে কঠোরভাবে কহিল, রাবণ! তুমি স্বেচ্ছাচারী ও কামোন্মত্ত, এক্ষণে যে ঘোরতর ভয় উপস্থিত তাহা বুঝিতে হয়, কিন্তু বুঝিতেছ না। যে রাজা লুব্ধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত,

প্রজারা শ্মশানাগ্নিবৎ কদাচ তাহার সমাদর করে না। যে রাজা উচিত সময়ে স্বয়ং কার্যসাধন না করে, সে রাজ্যও কার্যের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা দূত নিয়োগ করে নাই, যথাকালে প্রজাদিগকে দর্শন দেয় না, এবং একান্তই অ-স্বাধীন, হস্তী যেমন নদীগর্ভস্থ পঙ্ককে পরিহার করে, তদ্রূপ লোকে তাহাকে দূর হইতে ত্যাগ করিয়া থাকে। যে রাজা মন্ত্রিহস্তগত রাজ্যের তত্ত্বাবধান না করে, সমুদ্রমগ্ন পর্বতের ন্যায় তাহার আর উন্নতি দৃষ্ট হয় না। রাবণ! তুমি চপল, অধিকার মধ্যে কুত্রাপি তোমার দূত নাই, এক্ষণে সুধীর দেব দানব ও গন্ধর্বের সহিত বিরোধাচরণপূর্বক কিরূপে রাজা হইবে। তুমি বালকস্বভাব ও নির্বোধ, জ্ঞাতব্য কি আছে তাহাও জান না, সুতরাং কিরূপে রাজা হইবে। যাহার দূত, ধনাগার ও নীতি অন্যের অধীন, সেই রাজা সামান্য লোকের সদৃশ, সন্দেহ নাই। নৃপতি দূরস্থ অনর্থ দূত দ্বারা জ্ঞাত হন, এই জন্য লোকে তাঁহাকে দূরদর্শী বলিয়া থাকে। বোধ হয়, তোমার মন্ত্রিগণ সামান্য, এবং কোথায়ও দূত নাই, এই জন্য জনস্থান যে উচ্ছিন্ন হইল, তাহা জানিতেছ না। রাম একাকী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর ও দূষণকে সংহার করিয়াছে। ঋষিগণকে অভয় দান ও দণ্ডকারণ্যের মঙ্গল বিধান করিয়াছে। এক্ষণে রাজ্যমধ্যে এই যে ভয় উপস্থিত, তুমি তাহা বুঝিতেছ না, ইহাতেই তোমাকে অত্যন্ত লুব্ধ, অসাবধান ও পরাধীন বোধ হইতেছে। যে রাজা উগ্রস্বভাব অল্পদাতা প্রমত্ত গর্বিত ও শঠ, বিপদেও প্রজারা তাহার সাহায্য করে না। যে রাজা ক্রুদ্ধ আত্মাভিমানী ও সকলের অগ্রাহ্য, বিপদকালে সমস্ত আত্মীয়স্বজনও তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। উহারা তাহার কোন কার্য করে না, এবং ভয় প্রদর্শন করিলেও ভীত হয় না। ঐ রাজা শীঘ্র রাজ্যভ্রষ্ট দরিদ্র ও তৃণতুল্য হইয়া থাকে। শুষ্ক কাষ্ঠ লোষ্ট্র ও ধূলিতেও বরং কোন না কোন কর্ম সম্পন্ন হয়, কিন্তু রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে তদ্দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। যেমন পরিহিত বস্ত্র ও দলিত মাল্য অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে, সেইরূপ যে রাজা অধিকারভ্রষ্ট হয়, সে সুযোগ্য হইলেও অকর্মণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সাবধান ধর্মশীল কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়, এবং রাজ্যের কিছুই যাঁহার অজ্ঞাতে থাকে না, তাঁহার পতন কোন মতে সম্ভব নহে। যে রাজা চক্ষে নিদ্রিত, কিন্তু নীতিনেত্রে সজাগ রহিয়াছেন, যাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতার ফল সকলে দেখিতে পায়, তাঁহার কুত্রাপি অনাদর নাই। রাবণ! তুমি এই রাক্ষসগণের হত্যাকাণ্ডের কিছুই জান না, ইহাতে বোধ হয় যে, তুমি নিতান্তই নির্বোধ এবং ঐ সকল গুণও তোমার নাই। তুমি কাহাকে দৃক্‌পাত কর না, দেশকাল বুঝ না, এবং গুণদোষ নির্ণয়েও সম্পূর্ণ অপটু, সুতরাং তোমার রাজ্যনাশ অচিরাৎই ঘটিবে।

অতুল ধনের অধিপতি গর্বিত রাবণ শূর্পণখার মুখে স্বদোষের এই সমস্ত কথা শুনিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ রোষভরে শূর্পণখাকে জিজ্ঞাসিল, শোভনে! রাম কে? উহার বিক্রম কেমন? আকার কি প্রকার? কি কারণে দুর্গম দণ্ড-কারণ্যে আসিয়াছে? যে অস্ত্রে রাক্ষসেরা নিহত হইল, তাহা কিরূপ? এবং কেই বা তোমাকে বিরূপ করিয়া দিল?

Sunil Madhav.
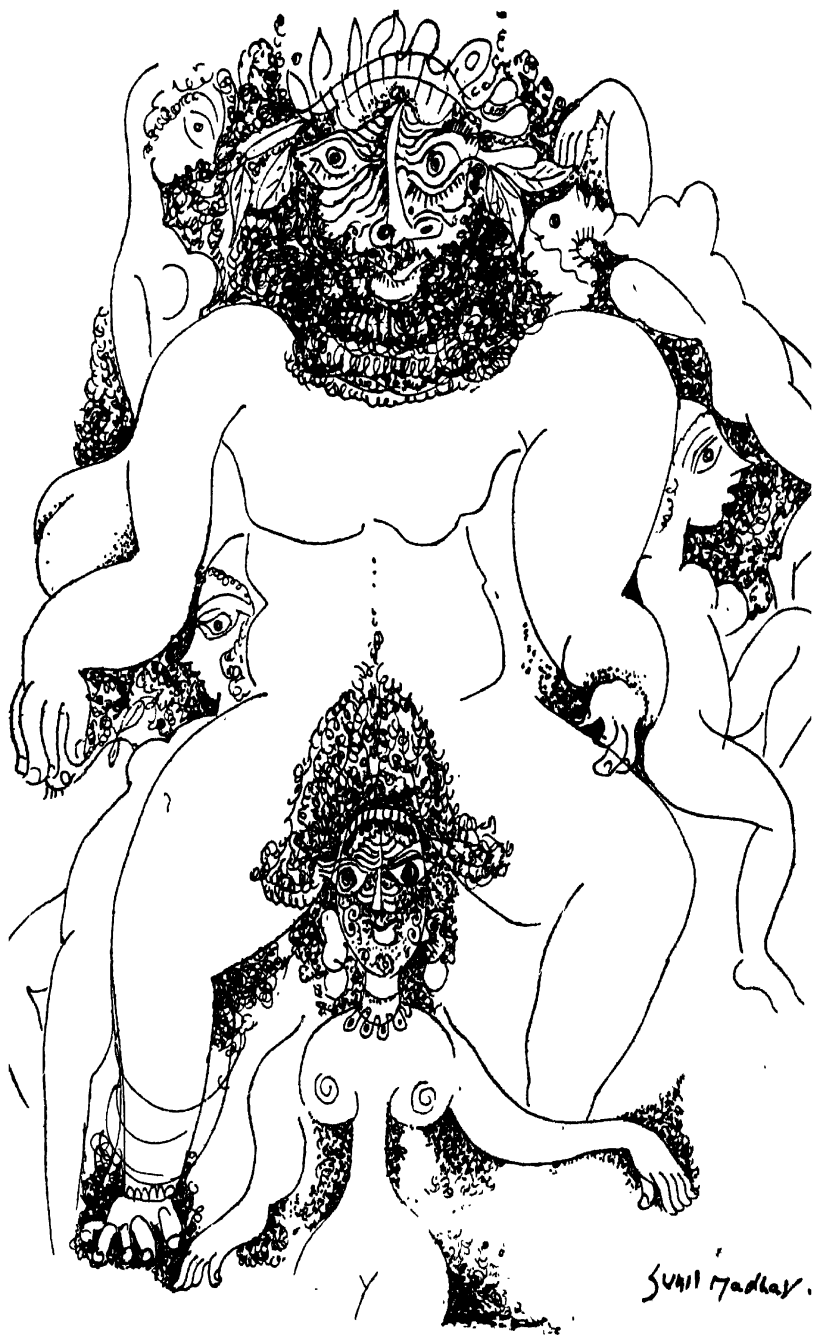
তখন শূর্পণখা কুপিত হইয়া কহিতে লাগিল, রাবণ! রাম কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর, উহার বাহু দীর্ঘ, চক্ষু বিস্তীর্ণ, এবং পরিধেয় বল্কল ও মৃগচর্ম। সে ইন্দ্রধনুতুল্য স্বর্ণবলয়-জড়িত কোদণ্ড আকৃষ্ট করিয়া উগ্রবিষ সর্পের ন্যায় নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সে রণস্থলে কখন শর গ্রহণ, কখন শর মোচন, এবং কখনই বা ধনু আকর্ষণ করে, কিছুই দৃষ্ট হয় না ; ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা শস্য নাশ করেন, তদ্রূপ কেবল সৈন্যই বিনাশ করিতেছে, ইহাই নেত্র-গোচর হইয়া থাকে, ঐ মহাবীর একাকী পদাতিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, তিন দণ্ডের মধ্যে খর, দূষণ ও ভীমবল চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে। ঋষিগণকে অভয় দান এবং দণ্ডকারণ্যের শুভসাধন করিয়াছে। স্ত্রীবধে পাছে পাপ স্পর্শে, এই জন্য আমাকেই কেবল বিরূপ করিয়া পরিত্যাগ করিল।

রাবণ! লক্ষ্মণ নামে উহার এক ভ্রাতা আছে। সে উহার ন্যায় বলবান। সে তেজস্বী জয়শীল ও বুদ্ধিমান। সে উহার একান্ত ভক্ত ও অত্যন্ত অনুরক্ত। সে যেন উহার দক্ষিণ হস্ত, ও দ্বিতীয় প্রাণ। ঐ রামের এক প্রিয় পত্নীও সমভিব্যাহারে আছে। সে স্বামীর হিতকর কার্যে সততই রত। তাহার নেত্র আকর্ণ আয়ত, মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ এবং বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। সে সুনাসা ও সুরূপা। উহার কেশ সুচিক্কণ, নখ কিঞ্চিৎ রক্তিম ও উন্নত, কটিদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব নিবিড়, এবং স্তনদ্বয় স্থূল ও উচ্চ। সে বনশ্রীর ন্যায়, এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় তথায় বিরাজ করিতেছে। দেবী গন্ধর্বী কিন্নরী ও যক্ষীও তাহার সদৃশ নহে। অধিক কি, ঐরূপ নারী আমি পৃথিবীতে আর কখন দেখি নাই। সে যাহার ভার্যা হইবে, সে প্রফুল্লমনে যাহাকে আলিঙ্গন করিবে, ঐ ভাগ্যবান সকল লোকে ইন্দ্র অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিবে। রাবণ! সেই সুশীলা তোমারই যোগ্য, এবং তুমিও উহার উপযুক্ত। আমি তোমারই জন্য, উহাকে আনিবার উদ্‌যোগে ছিলাম, কিন্তু ক্রূর লক্ষ্মণ আমার নাসা কর্ণ ছেদন করিল। বলিতে কি, আজ ঐ সীতাকে দেখিলেই তোমার মন বিচলিত হইবে। এক্ষণে যদি উহাকে স্ত্রীভাবে লইতে ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্রই জয়ার্থ দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া দেও। যাহা কহিলাম, যদি ইহা সঙ্গত বোধ করিয়া থাক, এখনই অসঙ্কোচে ইহাতে প্রবৃত্ত হও। রাম ও লক্ষ্মণ একান্ত অসক্ত, ও নিতান্ত নিরুপায়, তুমি ইহা স্থির বুঝিয়া সীতাগ্রহণে যত্ন কর। আমি তোমার নিকট খর, দূষণ এবং জনস্থানস্থ সমস্ত রাক্ষসেরই বিনাশের কথা উল্লেখ করিলাম ; শুনিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, তাহারই অনুষ্ঠান কর।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাবণ শূর্পণখার এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল, এবং এই বিষয়ের দোষ গুণ সম্যক্ বিচার করিয়া, উহাদের মত গ্রহণপূর্বক প্রচ্ছন্নভাবে যানশালায় প্রবেশ করিল। তথায় গিয়া সারথিকে কহিল, সূত! তুমি এক্ষণে রথ যোজনা কর। সারথি এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উহার অভিলষিত উৎকৃষ্ট রথযান আনয়ন করিল। উহা স্বর্ণময় ও রত্নখচিত। উহাতে স্বর্ণভূষণশোভিত পিশাচবদন গর্দভ যোজিত হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ মনোরথগামী রথে আরোহণপূর্বক জলদগম্ভীর রবে সমুদ্রের অভিমুখে চলিল। উহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র, উভয় পার্শ্বে শ্বেত চামর, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। ঐ বীর সুদৃশ্য

পরিচ্ছদে অপূর্ব শোভা পাইতেছে। সে সুরগণের পরম শত্রু ও ঋষিঘাতক। উহার মস্তক দশ, হস্ত বিংশতি, এবং বর্ণ বৈদূর্য মণির ন্যায় শ্যামল। সে গমনকালে দশশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং বিদ্যুৎ যাহাতে স্ফূর্তি পাইতেছে এবং বকশ্রেণী যাহার অনুসরণ করিতেছে, এইরূপ মেঘের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে উপনীত হইল। দেখিল, তথায় শৈলরাজি বিস্তৃত আছে, এবং স্নিগ্ধসলিল স্বচ্ছ সরোবর, ও বেদিমণ্ডিত সুপ্রশস্ত

আশ্রমসকল রহিয়াছে। কোথাও কদলী ও নারিকেল, কোথাও বা শাল তাল ও তমাল প্রভৃতি ফলপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ স্থানে সর্প ও পক্ষিসকল আশ্রয় লইয়াছে। গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ বিচরণ করিতেছে। নিস্পৃহ সিদ্ধ, চারণ, বৈখানস, বালখিল্য, আজ, মাষ ও মরীচিপ ঋষিগণ তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছেন এবং ক্রীড়াচতুরা অপ্সরা ও সুরূপা দেবরমণীগণ দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্য ধারণপূর্বক বিহার করিতেছেন। উহা অমৃতাশী দেবাসুরগণের আবাস, সততই সাগরতরঙ্গে শীতল হইয়া আছে। তথায় বৈদূর্যশিলা সুপ্রচুর, হংস সারস ও মণ্ডূকেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে, এবং যাঁহারা তপোবলে দিব্য লোক অধিকার করেন, তাঁহাদিগের পাণ্ডুবর্ণপুষ্পমাল্যশোভিত গীতবাদ্যে ধ্বনিত কামগামী বিমান শোভমান হইতেছে। উহার কোথাও নির্যাস-রসের উপাদান চন্দন, কোথাও ঘ্রাণতৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট অগুরু, কোথাও সুগন্ধফল তক্কোল বৃক্ষ, কোথাও তমালপুষ্প ও মরীচের গুল্ম, কোথাও শুষ্কপ্রায় মুক্তাসমূহ, কোথাও সুদৃশ্য শঙ্খস্তূপ, এবং প্রবাল, কোথাও স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্বত, কোথাও নির্মল রমণীয় প্রস্রবণ এবং কোথাও বা হস্ত্যশ্বরথ-সমাকীর্ণ ধনধান্যপূর্ণ স্ত্রীরত্নসম্পন্ন নগর।

রাক্ষসরাজ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে সুখস্পর্শ সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন ও এই সমস্ত অবলোকনপূর্বক গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক সুনীল বটবৃক্ষ দেখিতে পাইল। উহার মূলে মুনিগণ তপস্যা করিতেছেন। শাখাসকল চতুর্দিকে শত যোজন বিস্তৃত। মহাবল গরুড় মহাকায় হস্তী ও কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া, ভক্ষণার্থ ঐ বৃক্ষের অন্যতর শাখায় উপবেশন করিয়াছিল। সে উপবিষ্ট হইবামাত্র তাহার দেহভরে শাখা ভগ্ন হইয়া যায়। উহার নিম্নে বৈখানস, মাষ, বালখিল্য, মরীচিপ, আজ ও ধূম্র নামক ঋষিগণ অবস্থান করিতেছিলেন। গরুড় উঁহাদের প্রতি একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া, এক পদে ঐ শত যোজন দীর্ঘ ভগ্ন শাখা ও গজ কচ্ছপ গ্রহণপূর্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল, কিয়দ্দূর যাইয়া ঐ দুইটি জন্তুকে ভক্ষণ এবং শাখা দ্বারা নিষাদ দেশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। তৎকালে এই আহ্লাদে তাহার বল দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া উঠিল। সে অমৃত হরণের নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইল, এবং ইন্দ্রভবন হইতে লৌহজাল ছিন্ন-ভিন্ন ও রত্নগৃহ ভেদ করিয়া, সুরক্ষিত অমৃত হরণ করিল। রাবণ সমুদ্রকূলে গিয়া সেই সুভদ্রনামা বটবৃক্ষ দেখিতে পাইল।

অনন্তর সে সাগর পার হইয়া নিভৃত স্থানে এক পবিত্র রমণীয় আশ্রম দর্শন করিল। তথায় কৃষ্ণাজিনধারী জটাজুটশোভিত মিতাহারী মারীচ বাস করিতেছিল। রাবণ উপস্থিত হইবামাত্র সে পাদ্যাদি দ্বারা উহাকে অর্চনা করিল, এবং দেবভোগ্য ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিয়া, যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিল, রাজন্! লঙ্কা নগরীর সর্বাঙ্গীণ কুশল ত? তুমি কি উদ্দেশ করিয়া পুনর্বার এ স্থানে আগমন করিলে?

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ রাবণ কহিল, মারীচ! আমি বিপদস্থ হইয়াছি; বিপদে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। এক্ষণে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি জনস্থান জান; তথায় আমার ভ্রাতা খর দূষণ, ভগিনী শূর্পণখা, ও মাংসাশী

ত্রিশিরা বাস করিত, এবং আমার আদেশানুসারে সমরোৎসাহী আর আর নিশাচরও উহাদের সমভিব্যাহারে ছিল। উহারা মহাবীর খরের মতানুবর্তী ও ভীমকর্মপরায়ণ; উহাদের সংখ্যা চতুর্দশ সহস্র। ঐ সকল রাক্ষস অরণ্যে ধর্মচারী ঋষিগণের উপর সতত অত্যাচার করিত। এক্ষণে উহারা বর্ম ধারণ ও অস্ত্র গ্রহণপূর্বক রামের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ মনুষ্য উহাদিগকে কোন কঠোর কথা না কহিয়া ক্রোধভরে কেবলই শর ত্যাগ করে, এবং পদাতি হইয়াই সকলকে সংহার করিয়াছে। সে খরকে নিহত, দূষণকে বিনষ্ট, এবং ত্রিশিরাকে রণশায়ী করিয়া, দণ্ডকারণ্য ভয়শূন্য করিয়াছে। মারীচ! পিতা রুষ্টমনে যাহাকে সস্ত্রীক নির্বাসিত করিল, সেই ক্ষীণপ্রাণ ক্ষত্রিয়াধম হইতে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য নির্মূল হইয়া গেল। সে দুঃশীল কর্কশ উগ্রস্বভাব ও লুব্ধ। তাহার ধর্মকর্ম নাই, এবং সে সততই অন্যের অহিতাচরণ করিয়া থাকে। ঐ মূর্খ বৈরব্যতীত অরণ্যে কেবল বল প্রয়োগপূর্বক আমার ভগিনীর নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই উহার পত্নী দেবকন্যারূপিণী সীতাকে স্ববিক্রমে জনস্থান হইতে আনিব, তুমি এই কার্যে আমায় সাহায্য কর। বীর! কুম্ভকর্ণাদি ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি আমার পার্শ্ববর্তী থাকিলে, আমি দেবগণকেও গণনা করি না। তুমি সুসমর্থ, এক্ষণে তুমিই আমার সহায় হও। বলে যুদ্ধে দর্পে ও উপায় নির্ণয়ে তোমার তুল্য আর কেহ নাই। তুমি মহাবল ও মায়াবী। তাত! এই কারণে আমি তোমার নিকট আইলাম। এক্ষণে আমার জন্য তোমায় যাহা করিতে হইবে তাহাও শুন। তুমি রামের আশ্রমে গমনপূর্বক রজতবিন্দুখচিত হিরন্ময় হরিণ হইয়া সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর। সীতা তোমায় দেখিলে নিশ্চয়ই তোমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাম ও লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিবে। পরে ঐ দুই জন এই কার্যপ্রসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমি ঐ শূন্য স্থান হইতে অবাধে রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে, সেইরূপ পরম সুখে সীতাকে হরণ করিয়া আনিব। অনন্তর রাম সীতার বিরহে যারপরনাই কৃশ হইয়া যাইবে; আমিও কৃতকার্য হইয়া, অক্লেশে উহাকে বিনাশ করিব।

রাবণের এই কথা শুনিবামাত্র মারীচের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, এবং সে যৎপরোনাস্তি ভীত দুঃখিত ও মৃতকল্প হইয়া, নীরস ওষ্ঠ লেহন করত নির্নিমেষলোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর মারীচ অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার ও রাবণের শুভসংকল্পে কহিতে লাগিল, রাজন্! নিরবচ্ছিন্ন প্রিয় কথা বলে, এরূপ লোকের অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের

বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। দেখ, তুমি অতিশয় চপল, কুত্রাপি তোমার চর নাই, এই কারণে ইন্দ্রসদৃশ বরুণপ্রভাব মহাবল রামকে জানিতেছ না। যদি তিনি ক্রোধে আকুল হইয়া রাক্ষসকুল বিনাশ না করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের মঙ্গল। সীতা তোমার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তাহারই জন্য শীঘ্র ঘোরতর সংকট উপস্থিত হইবে। তুমি অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বৃত্ত; লংকা নগরী তোমার আধিপত্যে সকলেরই সহিত ছারখার হইয়া যাইবে। যে নৃপতি তোমার ন্যায় দুঃশীল, উচ্ছৃঙ্খল ও পামর, সেই দুর্নীত রাজ্য এবং আত্মীয়স্বজনের সহিত আপনাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। বৎস! রাম পিতার অযত্নে পরিত্যক্ত হন নাই, এবং তাঁহাকে লুব্ধ অশ্রদ্ধেয় উগ্রস্বভাব ও ক্ষাত্রিয়ের অধমও বোধ করিও না। তিনি ধার্মিক এবং সকলের হিতকারী। তিনি দশরথকে কৈকেয়ীর কুহকে বঞ্চিত দেখিয়া, তাঁহার সত্য পালনার্থ বনে আসিয়াছেন। তিনি কেবল উঁহাদেরই প্রিয় কামনায় রাজ্য ও ভোগ তুচ্ছ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। রাবণ! রাম কর্কশ নহেন, মূর্খ নহেন, এবং অজিতেন্দ্রিয় নহেন। তাঁহাতে মিথ্যার প্রসঙ্গও শুনি নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতি ঐ রূপ কথা প্রয়োগ করা তোমার উচিত হইতেছে না। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম, সুশীল ও সত্যনিষ্ঠ। ইন্দ্র যেমন সুরগণের রাজা, সেইরূপ তিনি সকলেরই রাজা। এক্ষণে তুমি কোন্ সাহসে তাঁহার সীতাকে বলপূর্বক লইতে চাও? সীতা আপনার পাতিব্রত্যবলে রক্ষিত হইতেছেন। সূর্যপ্রভাকে হরণ করা যেমন অসাধ্য, রামের হস্ত হইতে তাঁহাকে আচ্ছিন্ন করিয়া লওয়াও সেইরূপ। রাবণ! শরাসন ও অসি যাঁহার কাষ্ঠ, শরজাল যাঁহার প্রবল শিখা, সেই দীপ্যমান রামরূপ অগ্নিমধ্যে সহসা প্রবেশ করিও না। তুমি রাজ্য, সুখ ও অভীষ্ট প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, সেই কালস্বরূপ রামের নিকট যাইও না। সীতা যাঁহার, তাঁহার তেজের আর পরিসীমা নাই। রাম সীতার রক্ষক, তুমি সীতাকে কখনই হরণ করিতে পারিবে না। সীতা রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়, তুমি ঐ অনলশিখার ন্যায় তেজঃসম্পন্না পতিপরায়ণাকে কোন মতে পরাভব করিতে পারিবে না। এই বিষয়ে বৃথা যত্ন করিয়া কি হইবে? নিশ্চয় কহিতেছি, রামকে রণস্থলে দেখিবামাত্রই তোমার আয়ু শেষ হইয়া আসিবে। এক্ষণে অধিক আর কি বলিব, জীবন সুখ ও রাজ্য এই তিনই দুর্লভ। অতঃপর তুমি বিভীষণ প্রভৃতি ধর্মশীল মন্ত্রিগণের সহিত এই উপস্থিত বিষয়ে মন্ত্রণা কর। এই কার্যের দোষ-গুণ ও বলাবল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও, এবং আপনার ও রামের বিক্রম যথার্থতঃ বিচার করিয়া, যাহাতে তোমার হিত হয়, তাহাই কর। রাজন্! আমার বোধ হয়, রামের সহিত যুদ্ধ করা তোমার সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি পুনরায় তাহাও কহিতেছি, শুন।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ ॥ এক সময়ে আমি সহস্র হস্তীর বলে পৃথিবী পর্যটন করিতাম। আমার দেহ পর্বতাকার, বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, কর্ণে কনককুণ্ডল এবং মস্তকে কিরীট। আমি পরিঘ গ্রহণ ও লোকের মনে ত্রাসোৎপাদনপূর্বক ঋষিমাংস ভক্ষণ করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতাম। অনন্তর একদা ধর্মপরায়ণ মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে রাজা দশরথের নিকট গিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি

মারীচ হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, এক্ষণে এই রাম সমাহিত হইয়া যজ্ঞকালে আমায় রক্ষা করুন।

ধর্মশীল দশরথ এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, দেখুন, রামের বয়স প্রায় ষোড়শ বর্ষ, আজিও ইঁহার অস্ত্রে সম্যক শিক্ষা হয় নাই। ব্রহ্মন্! আমার যথেষ্ট সৈন্য আছে, তাহারা আমার সমভিব্যাহারে যাইবে; আমি স্বয়ংই চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত গিয়া সেই রাক্ষসকে, যেরূপে বলেন বিনাশ করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তোমার কার্য ত্রিলোকে প্রচার আছে, তুমি অমরগণকেও সমরে রক্ষা করিয়াছিলে, কিন্তু রাম ভিন্ন সেই রাক্ষসের পক্ষে আর কোন সৈন্যই পর্যাপ্ত হইতেছে না। তোমার সৈন্য সুপ্রচুর আছে, তাহা এখানেই থাক। এই তেজস্বী, বালক হইলেও রাক্ষসনিগ্রহে সমর্থ হইবেন। আমি এক্ষণে ইঁহাকেই লইয়া যাইব, তোমার মঙ্গল হউক।

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র ঐ রাজকুমারকে লইয়া হৃষ্টমনে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। রাম শরাসন বিস্ফারণপূর্বক দণ্ডকারণ্যে যজ্ঞদীক্ষিত বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রামের তখনও শ্মশ্রুজাল উদ্ভিন্ন হয় নাই। তিনি সুন্দর, শ্যামকলেবর, বালক, ও শুভদর্শন। তিনি ব্রহ্মচর্যের অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার কেশ কাকপক্ষে চিহ্নিত, গলে হেমহার লম্বিত হইতেছিল। তিনি আপনার উজ্জ্বল তেজে দণ্ডকারণ্য শোভিত করিয়া উদিত বাল-চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর আমি ব্রহ্মদত্ত বরে গর্বিত হইয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলাম। রাম দেখিলেন, আমি অস্ত্র উদ্যত করিয়া সহসাই প্রবিষ্ট হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি বিশেষ ব্যগ্র না হইয়া ধনুতে জ্যা যোজনা করিলেন। আমি মোহবশতঃ উঁহাকে বালক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া, দ্রুতপদে বিশ্বামিত্রের বেদির অভিমুখে ধাবমান হইলাম। ইত্যবসরে রাম আমায় লক্ষ্য করিয়া এক শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। আমি ঐ বাণের আঘাতে হতজ্ঞান হইয়া, শতযোজন সমুদ্রে গিয়া পড়িলাম। তৎকালে রামের বিনাশ করিবার সংকল্প না থাকাতেই আমার প্রাণ রক্ষা হইল, কিন্তু তিনি শরবেগে আমাকে গভীর সাগরজলে লইয়া ফেলিয়াছিলেন। অনন্তর আমি বহুক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করিয়া লংকায় প্রতিগমন করি। রাজন্! এইরূপে আমিই কেবল রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, কিন্তু তিনি বয়সে বালক ও অস্ত্রে অপটু হইলেও আমার আর আর সহচরকে বিনাশ করেন। এক্ষণে আমি নিবারণ করি, তুমি তাঁহার সহিত বৈরাচরণ করিও না, ইহাতে নিশ্চয়ই বিপদস্থ হইয়া নষ্ট হইবে, ক্রীড়াসক্ত সমাজবিহারী উৎসবদর্শক রাক্ষসগণকে অকারণ সন্তপ্ত করিবে, এবং সীতার জন্য নিবিড়-প্রাসাদশোভিত রত্নখচিত লংকাকে ছারখার হইতে দেখিবে। শুদ্ধসত্ত্ব লোকেরা পাপ না করিলেও পাপীর সংস্রবে সর্পহ্রদে মৎস্যের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়! অতঃপর তুমি স্বদোষেই সুগন্ধিচন্দনলিপ্ত উজ্জ্বলবেশ রাক্ষসগণকে নিহত ও ভূতলে পতিত দেখিবে; হতাবশেষ বহুসংখ্য নিশাচর নিরাশ্রয় হইয়া, কাহারও স্ত্রী সঙ্গে কেহ বা একাকী, দশ দিকে ধাবমান হইতেছে দেখিতে পাইবে, লংকাকেও শরজালসমাকীর্ণ অনলশিখাপূর্ণ ও ভস্মীভূত দেখিবে। রাজন্! পরস্ত্রী হরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী আছে, তুমি তাহাদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট থাক, এবং রাক্ষসকুল রক্ষা কর। মানোন্নতি রাজ্য অভীষ্ট প্রাণ সুরূপা স্ত্রী

ও মিত্রবর্গ এই সকল যদি বহুকাল ভোগ করিতে চাও, কদাচ রামের সহিত বিরোধাচরণ করিও না। আমি তোমার বন্ধু, তোমায় বারংবার নিবারণ করিতেছি, যদি আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া, বলপূর্বক সীতার অবমাননা কর, তবে নিশ্চয়ই রামের শরে হতবীর্য হইয়া সবান্ধবে কালগ্রস্ত হইবে।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ রাজন্! আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকালীন যুদ্ধে কথঞ্চিৎ রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, সম্প্রতি আবার যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাও শুন। আমি প্রাণসংকটেও কিছুমাত্র পরিদেবনা না করিয়া, একদা মৃগরূপী দুইটি রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার জিহ্বা প্রদীপ্ত, দশন বৃহৎ, শৃঙ্গ সুতীক্ষ্ন ও আহার ঋষিমাংস। আমি এইরূপ ভীষণ মৃগরূপ ধারণপূর্বক, অগ্নিহোত্র তীর্থ ও চৈত্য স্থানে মহাবিক্রমে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং তাপসগণকে বধ করিয়া, উহাদের রক্ত মাংস ভোজন করত ধর্মকর্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে লাগিলাম। আমার মূর্তি একান্ত ক্রূর, আমি শোণিতপানে অত্যন্ত উন্মত্ত, তৎকালে বনের আর আর জন্তু আমাকে দেখিয়া যারপরনাই ভীত হইয়া উঠিল।

অনন্তর আমি পর্যটনপ্রসঙ্গে ধর্মচারী তাপস মিতাহারী রামকে আর্যা সীতাকে এবং মহাবল লক্ষ্মণকে দেখিলাম। রামকে দেখিবামাত্র আমার মনে পূর্ববৈর ও পূর্বপ্রহার স্মরণ হইল। তখন আমি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া উঁহাকে তাপসবোধে বিনাশার্থ মহাক্রোধে ধাবমান হইলাম।

ইত্যবসরে রাম ধনু আকর্ষণপূর্বক তিনটি শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল বজ্রসংকাশ ভীষণ শোণিতপায়ী শর মিলিত হইয়া বায়ুবেগে আগমন করিতে লাগিল। আমি রামের বিক্রম জানিতাম, এবং পূর্ব হইতেই বিশেষ শঙ্কিত ছিলাম, এক্ষণে গূঢ় অপকারার্থী হইয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলাম। আমি অপসৃত হইবামাত্র ঐ দুইটি রাক্ষস বিনষ্ট হইয়া গেল। রাজন্! তৎকালে এই রূপেই ঐ শরপাত হইতে মুক্ত হইয়া, কথঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম ; পরে যোগিতাপস হইয়া, এই স্থানে একান্তমনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া আছি। বলিতে কি, আমি তদবধি প্রতি বৃক্ষেই চীরবসন শরাসনধারী রামকে পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় দেখিতে পাই। ভীত হইয়া সতত যেন সহস্র সহস্র রামকে প্রত্যক্ষ করি, এবং সমস্ত অরণ্যই যেন আমার রামময় বোধ হয়। আমি স্বপ্নযোগে উঁহাকে দেখিবামাত্র অচেতনে চমকিত হইয়া উঠি। যেখানে কিছু নাই সেখানে তাঁহাকেই দেখি ; এবং রত্ন ও রথ প্রভৃতি রকারাদি নামেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ফলতঃ রামের প্রভাব আমার কিছুমাত্র অবিদিত নাই, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার কর্ম নয়। তিনি মনে করিলে, বলি বা নমুচিকেও সংহার করিতে পারেন। এক্ষণে তুমি তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম কর, বা নাই কর, যদি আমায় জীবিত দেখিতে চাও, আমার সমক্ষে তাঁহার আর কোন প্রসঙ্গ করিও না। এই জীবলোকে অনেক ধর্মনিষ্ঠ সাধু ছিলেন, তাঁহারা অন্যের অপরাধে সপরিবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর আমিও কি অপরের দোষে ঐরূপ হইব? রাক্ষসরাজ! তুমি যা পার কর, আমি কখনই তোমার অনুগমন করিব না। রাম অতিশয় তেজস্বী, মহাসত্ত্ব ও মহাবল, তিনি নিশ্চয়ই রাক্ষসলোক উচ্ছিন্ন করিবেন!

ভাল, এক্ষণে তুমিই বল দেখি, শূর্পণখার জন্য খর রামের নিকট সমরার্থী হইয়া যায়, তিনিও তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার আর বিশেষ অপরাধ কি? রাজন্! আমি তোমার পরম হিতৈষী মিত্র, যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে আজিই তোমায় রামের শরে সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

চত্বারিংশ সর্গ ॥ তখন মুমূর্ষু যেমন ঔষধ ভক্ষণ করে না, সেইরূপ আসন্ন-মৃত্যু রাবণ মারীচের এই যুক্তিসম্মত কথা গ্রহণ করিল না, এবং অসঙ্গত ও কঠোর বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিল, দুষ্কুলজাত! তুমি আমাকে অতি অনুচিত কথা কহিতেছ। ঊষর ক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্যায় তোমার বাক্য নিতান্তই নিষ্ফল। তুমি ইহা দ্বারা সেই নরাধম মূর্খের প্রতিপক্ষতা হইতে কোন মতে আমায় নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। যে স্ত্রীলোকের তুচ্ছ কথায় পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব ও রাজ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, এক কালে বনে আসিয়াছে, আমি সেই খরনাশক রামের প্রাণসমা সীতাকে তোমার সমক্ষেই হরণ করিয়া আনিব। রাক্ষস! ইহাই আমার সংকল্প, এখন ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবাসুর আইলেও আমায় ক্ষান্ত করিতে পারিবে না। কোন কার্যসংশয় উপস্থিত হইলে, যদি তোমায় তৎসংক্রান্ত দোষ-গুণ উপায়-অপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহা হইলে তুমি আমায় ঐরূপ কহিতে পারিতে। যে মন্ত্রী শ্রেয়ার্থী ও বিজ্ঞ, কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি প্রভুর নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিবেন, এবং যাহা প্রভুর অনুকূল ও শুভজনক, বিনীতবাক্যে রাজনীতি-নির্ণীত প্রণালী অনুসারে তাহাই কহিবেন। দেখ, যে রাজা সম্মানার্থী, তিনি স্বমতবিরোধী অসম্মানের কথা হিতকর হইলেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। রাজা, অগ্নি ইন্দ্র চন্দ্র যম ও বরুণ এই পঞ্চ দেবতার রূপ ধারণ করেন, এই কারণে উগ্রতা বিক্রম দয়া নিগ্রহ ও প্রসন্নতা এই সমস্ত গুণসম্ভাব তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সকল অবস্থাতেই রাজাকে পূজা ও সম্মান করা কর্তব্য। মারীচ! আমি অভ্যাগত, কিন্তু তুমি রাজধর্ম সবিশেষ না জানিয়া, দুর্বুদ্ধি ও মোহবশতঃ আমাকে এইরূপ কঠোর কথা

কহিতেছ। আমি তোমাকে সংকল্পিত কার্যের গুণ দোষ এবং নিজের ইষ্টানিষ্টের কথাও জিজ্ঞাসা করি নাই. "তুমি আমাকে সাহায্য কর" কেবল ইহাই কহিয়াছিলাম, অতএব আমার প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার পক্ষে যারপরনাই বিসদৃশ হইয়াছে। যাহাই হউক, তুমি অতঃপর আমার এই কার্যে সহায়তা কর, এবং যাহা তোমায় করিতে হইবে, এক্ষণে তাহাও কহিতেছি শুন। তুমি রজতবিন্দুচিত্রিত হিরণ্ময় হরিণ হইয়া, রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর, এবং সীতাকে প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও। অনন্তর সীতা তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইবে, এবং শীঘ্র তোমায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রামকে অনুরোধ করিবে। পরে রাম এই প্রসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলে, তুমি বহু দূরে গিয়া, উহারই অনুরূপ স্বরে হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া চীৎকার করিও। লক্ষ্মণ উহা শ্রবণ করিয়া. সীতার নির্বন্ধে এবং ভ্রাতৃস্নেহে, যে দিকে রাম, সসম্ভ্রমে তদভিমুখে যাইবে। উহারা উভয়ে এইরূপে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে. আমি পরম সুখে ইন্দ্র যেমন শচীকে, সেইরূপ সীতাকে আনয়ন করিব। মারীচ! আজ তোমাকে রাজ্যের অর্ধাংশ দিতেছি, তুমি এই কার্যটি সম্পন্ন করিয়া, যথায় ইচ্ছা গমন করিও। এক্ষণে চল. আমিও সরথে দণ্ডকারণ্যে তোমার অনুসরণ করিব, এবং রামকে বঞ্চনা ও যুদ্ধ ব্যতীত সীতা লাভ করিয়া, পরে তোমারই সহিত লঙ্কায় যাইব। এক্ষণে যদি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, তবে অদ্যই আমি তোমাকে বিনাশ করিব। অতঃপর মরণ-ভয়েও তোমায় অবশ্য এই কার্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি রাজার প্রতিকূল হয়, তাহার কখন সুযশ নাই। এক্ষণে অধিক আর কি বলিব, আমার সহিত বিরোধ করিলে. নিশ্চয়ই তোমার প্রাণসংকট উপস্থিত হইবে ; তুমি ইহা স্থির জানিয়া. যাহা শ্রেয় বোধ হয়, তাহাই কর।

একচত্বারিংশ সর্গ ॥ রাবণ রাজার অনুরূপ এইরূপ আজ্ঞা করিলে. মারীচ অসংকুচিতচিত্তে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রাক্ষস! কোন্ পামর তোমাকে পুত্র অমাত্য ও রাজ্যের সহিত উৎসন্ন হইতে পরামর্শ দিল? কোন্ দুরাচার তোমার সুখ দর্শনে অসুখী হইল? কোন্ নির্বোধ তোমাকে উপায়চ্ছলে মৃত্যুদ্বার প্রদর্শন করিল? এবং কোন্ ক্ষুদ্রাশয়ই বা তোমায় এইরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিল? তুমি স্বকৃত উপায়ে নিপাত হইবে. ইহাই তাহার সংকল্প। তোমার বিপক্ষেরা অপেক্ষাকৃত হীনবল, তুমি প্রবল কর্তৃক আক্রান্ত ও বিনষ্ট হও, তাহারা নিশ্চয়ই এইরূপ ইচ্ছা করিতেছে। রাজন্! যে-সকল মন্ত্রী তোমাকে বিপথগামী দেখিয়া নিবারণ করিতেছে না. তাহারা বধ্য, কিন্তু তুমি কি কারণে তাহাদিগকে বধ করিতেছ না। রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া. অসৎ পথে পদার্পণ করিলে, সৎস্বভাব সচিবেরা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু তোমাতে ইহার অন্যথা দেখিতেছি। তাঁহারা রাজপ্রসাদে ধর্ম অর্থ কাম ও যশ সমস্তই প্রাপ্ত হন ; তাঁহার মতিচ্ছন্ন ঘটিলে এই সকল বিফল হইয়া যায় এবং অন্যান্য লোকেরও বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। ফলতঃ রাজা, ধর্ম ও যশের নিদান, সুতরাং সকল কালে তাঁহাকে সাবধান করা আবশ্যক। যে রাজা উগ্রস্বভাব দুর্বিনীত ও প্রতিকূল, তিনি কখনই রাজ্য পালন করিতে পারেন

না। যিনি অসৎ উপায়-প্রবর্তক মন্ত্রীর সাহায্যে কার্য পর্যালোচনা করেন, তিনি উহার সহিত বিষম স্থলে অধীর সারথিসহ রথের ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হন। যাঁহারা প্রকৃত ধার্মিক ও সাধু, এমন অনেকেই ইহলোকে অন্যের অপরাধে সপরিবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছেন। যে রাজা উগ্রদণ্ড ও প্রতিকূল, তাঁহার অধীনস্থ প্রজারা শৃগালরক্ষিত মৃগের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে। রাবণ! তুমি ক্রূর, নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, তুমি যে-সকল রাক্ষসের রাজা, তাহারা নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে যদিচ আমি অকস্মাৎ রামের হস্তে প্রাণত্যাগ করি, তাহাতে আমার কিছুমাত্র পরিতাপ নাই, কিন্তু তুমি যে অচিরাৎ সসৈন্যে উৎসন্ন হইবে, ইহাই আমার দুঃখ। সেই মহাবীর আমাকে বিনাশ করিয়া, শীঘ্র তোমাকে সংহার করিবেন। তাঁহার হস্তে যে আমার মৃত্যু হইবে, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইব। তুমি নিশ্চয় জানিও, যে তাঁহার দর্শনমাত্র আমায় নষ্ট হইতে হইবে, এবং তুমিও সীতাকে হরণ করিয়া সবান্ধবে মৃত্যুমুখ নিরীক্ষণ করিবে। অথবা যদি তুমি আমার সহিত আশ্রম হইতে জানকীকে আনিতে পার, তাহা হইলে তুমি সবংশে থাকিবে না, আমি উৎসন্ন হইব এবং লঙ্কাও ছারখার হইবে। রাবণ! আমি তোমার হিতৈষী সুহৃৎ, আমি তোমাকে বারংবার নিবারণ করিতেছি, কিন্তু আমার কথা তোমার সহ্য হইতেছে না; মৃত্যু যাহাকে লক্ষ্য করে, সুহৃদের বাক্য তাহার অসহ্য হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ মারীচ লঙ্কাধিপতি রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া, তাহার ভয়ে দুঃখিত মনে পুনরায় কহিল, রাবণ! চল, তবে আমরা গমন করি। সেই শরশরাসনধারী রাম যদি আমাকে পুনর্বার দেখেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব। কেহ বিক্রম প্রকাশপূর্বক তাঁহার হস্ত হইতে জীবিতাবস্থায় মুক্ত হইতে পারে না। অতঃপর তুমিও যমদণ্ডে বিনষ্ট হইবে, রাম তোমার পক্ষে তৎস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তুমি দুরাত্মা, আমি তোমার কি করিব, তুমি কুশলে থাক, আমি চলিলাম।

রাবণ মারীচের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল, এবং উহাকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক কহিল, তাত! তুমি আমারই অভিপ্রায়ানুরূপ এই পৌরুষের কথা কহিলে। এখন তোমায় মারীচ বোধ হইল, এতক্ষণ তুমি যেন অন্য কোন রাক্ষস ছিলে। অতঃপর তুমি আমার সহিত এই বিমানগামী রত্নখচিত গর্দভবাহন রথে আরোহণ কর। তুমি সীতাকে প্রলোভন দেখাইয়া, পরে যথায় ইচ্ছা যাইও। ঐ সুযোগে আমিও নির্জন পাইয়া, বলপূর্বক তাহাকে আনিব।

অনন্তর রাবণ ও মারীচ বিমানাকার রথে আরোহণপূর্বক অবিলম্বে আশ্রম হইতে যাত্রা করিল, এবং গ্রাম নগর নদী ও পর্বতসকল দর্শন করত দণ্ডকারণ্যে উত্তীর্ণ হইল। পরে রাবণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মারীচের কর ধারণপূর্বক কহিল, তাত! ঐ রামের আশ্রমপদ কদলীপরিবৃত দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমরা যে কারণে আগমন করিলাম, তুমি অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান কর।

তখন মারীচ ক্ষণমধ্যে এক মনোহর মৃগ হইল। উহার শৃঙ্গ

রত্নের ন্যায়, কর্ণ ইন্দ্রনীল ও উৎপলের ন্যায়, এবং মুখ রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের ন্যায়। উহার গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর নীলকান্ততুল্য, পার্শ্বভাগ মধূক পুষ্পসদৃশ, বর্ণ পদ্মপরাগের অনুরূপ স্নিগ্ধ ও সুন্দর, খুর বৈদুর্যাকার, জঙ্ঘা সুক্ষ্ম, সর্বাঙ্গ রৌপ্যবিন্দুতে চিত্রিত ও নানা ধাতুতে রঞ্জিত, সন্ধিবন্ধ অত্যন্ত নিবিড় এবং পুচ্ছ ইন্দ্রায়ুধতুল্য ও ঊর্ধ্বে শোভিত। তৎকালে উহার এই অপূর্ব রূপে রমণীয় বন ও রামের আশ্রম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর সে সীতাকে লোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং কখন তৃণ কখন বা পত্র ভক্ষণ করত, কদলীবাটিকায় প্রবেশ করিল। পরে কর্ণিকার বনে গিয়া জানকীর দৃষ্টিপথে পড়িবার ইচ্ছায় মৃদুপদে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সে একবার যাইতেছে, আবার আসিতেছে, কিয়ৎক্ষণ দ্রুতবেগে গেল, আবার ফিরিল, কখন ক্রীড়ায় মত্ত, কখন উপবিষ্ট, কখন রামের আশ্রমদ্বারে গিয়া মৃগযূথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, আবার এক দল মৃগের অনুগত হইয়া আইসে। এই রূপে সে জানকীর প্রতীক্ষায় লম্ফ প্রদানপূর্বক নানারূপে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অরণ্যের অন্যান্য মৃগেরা উহার দর্শনমাত্র নিকটস্থ হইয়া, দেহ আঘ্রাণপূর্বক দশ দিকে ধাবমান হইল। মারীচ মৃগবধে সুপটু, কিন্তু তৎকালে স্বভাব গোপনে রাখিবার জন্য সংস্পর্শেও উহাদিগকে ভক্ষণ করিল না।

এদিকে মদিরেক্ষণা জানকী পুষ্পচয়নে ব্যগ্র হইয়া কর্ণিকার অশোক ও আম্র বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন, এবং পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ মুক্তামণিখচিত রত্নময় মৃগ তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব মায়াময় মৃগকে বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। মৃগও রামপ্রণয়িনীকে দর্শন করিয়া বনবিভাগ আলোকিত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ স্বর্ণবর্ণা জানকী ঐ অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া, হৃষ্টমনে রামকে আহ্বান করিলেন, আর্যপুত্র! তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে লইয়া এখানে আইস। তিনি এক একবার উঁহাকে আহ্বান করেন, আবার ঐ মৃগটি দেখিতে থাকেন। রাম আহূত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের সহিত তথায় আগমন ও মৃগকে দর্শন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সংশয়াক্রান্ত হইয়া কহিলেন, আর্য! আমার বোধ হয়, মারীচই এই মৃগ হইয়াছে। যে-সমস্ত রাজা মৃগয়াবিহারার্থ পুলকিতমনে অরণ্যে আইসেন, ঐ দুরাত্মা এইরূপ মৃগরূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে। মারীচ অতিশয় মায়াবী, এক্ষণে মায়াবলেই রমণীয় মৃগ হইয়াছে। জগতে এই প্রকার রত্নময় মৃগ থাকা অসম্ভব, ইহা যে রাক্ষসী মায়া, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

জানকী বঞ্চনাবলে হতজ্ঞান হইয়া আছেন, লক্ষ্মণ এইরূপ কহিতেছেন শুনিয়া, তিনি তাঁহাকে নিবারণপূর্বক হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, আর্যপুত্র! ঐ সুন্দর মৃগ আমার মনোহরণ করিয়াছে ; এক্ষণে তুমি ঐটিকে আনয়ন কর, আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আমাদের এই আশ্রমে বহুসংখ্য মৃগ চমর সৃমর ভল্লুক বানর ও কিন্নর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ; তাহারা দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু তেজ শান্তভাব ও দীপ্তিতে এইটি যেমন, এইরূপ আর

কাহাকেও দেখি নাই। ঐ নানাবর্ণচিত্রিত শশাঙ্ক-শোভন রত্নময় মৃগ আমার নিকট বনবিভাগ আলোকিত করিয়া স্বয়ং শোভিত হইতেছে। আহা, উহার কি রূপ! কি শোভা! কেমন কণ্ঠস্বর! ঐ অপূর্ব মৃগ যেন আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। যদি তুমি উহা জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পার, অত্যন্ত বিস্ময়ের হইবে। আমাদের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমরা পুনর্বার রাজ্য লাভ করিব; তৎকালে এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদিগের এক শোভার দ্রব্য হইয়া থাকিবে; এবং ভরত, তুমি শ্বশ্রূগণ ও আমি, আমাদের সকলকেই যারপরনাই বিস্মিত করিবে। যদি মৃগ জীবিত থাকিতে তোমার হস্তগত না হয়, তাহা হইলেও উহার রমণীয় চর্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে ঐ স্বর্ণের চর্ম আস্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি, ঐ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি।

অনন্তর রাম জানকীর এই বাক্য শ্রবণ এবং অরুণবর্ণ নক্ষত্রপথচিত্রিত মৃগকে দর্শনপূর্বক বিস্ময়াবেশে মনের উল্লাসে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখ সীতার মৃগলাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে। আজ এই মৃগ অসামান্য রূপের জন্য আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। পৃথিবীর কথা দূরে থাক, চৈত্ররথ কাননেও ইহার অনুরূপ একটি নাই। ইহার দেহে স্বর্ণবিন্দুখচিত অনুলোম ও বিলোম রোমরাজি কেমন শোভা পাইতেছে! মুখবিকাশকালে অনলশিখা-তুল্য উজ্জ্বল জিহ্বা মেঘ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় কেমন নিঃসৃত হইতেছে! ইহার আস্যদেশ ইন্দ্রনীলময় পানপাত্রের ন্যায় সুন্দর, এবং উদর শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় মনোহর! জানি না, এই নিরুপম মৃগকে নয়নগোচর করিলে কাহার মন প্রলোভিত না হয়? এই স্বর্ণপ্রভ রত্নময় দিব্যরূপ দর্শনে কে না বিস্মিত হইয়া উঠে? বৎস! ভূপালগণ মাংসের জন্য হউক, বা বিহারার্থই হউক, বনে গিয়া

মৃগ বধ করেন, এবং ঐ প্রসঙ্গে মণিরত্নাদি ধনও সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকগত জীবের সংকল্পমাত্র-সিদ্ধ ভোগ্য পদার্থের ন্যায় এই কোষবর্ধন বন্য ধন যে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই। দেখ, অর্থলুব্ধেরা অর্থমূলক যে কার্যের উদ্দেশে অবিচারিত চিত্তে প্রবৃত্ত হন, অর্থশাস্ত্রজ্ঞেরা তাহাকেই অর্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে জানকী এই মৃগের উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্মে আমার সহিত উপবেশনে অভিলাষ করিয়াছেন। বোধ হয়, কদলী ও প্রিয়কের এবং ছাগ ও মেষের চর্ম স্পর্শগুণে ইহার অনুরূপ হইবে না। পৃথিবীর এই সুন্দর মৃগ এবং নক্ষত্ররূপ গগনচারী মৃগ এই উভয়ই সর্বোৎকৃষ্ট। বৎস! তুমি ইহাকে রাক্ষসী মায়া বলিয়া অনুমান করিতেছ, যদি বাস্তব তাহাই হয়, তথাচ ইহাকে বধ করা আমার কর্তব্য। পূর্বে এই নৃশংস মারীচ অরণ্যে বিচরণ করত মহর্ষিগণকে বিনাশ করিয়াছে, এবং যে-সকল রাজা মৃগয়ায় আইসেন, তাঁহারাও ইহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং ইহাকে বধ করা আমার কর্তব্য হইতেছে। পূর্বে এই দণ্ডকারণ্যে বাতাপি উদরস্থ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করিত। বহু দিবসের পর সে একদা তেজস্বী অগস্ত্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আপনার মাংস আহার করাইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষি শ্রাদ্ধান্তে উহাকে স্বরূপ আবিষ্কারে ইচ্ছুক দেখিয়া, হাস্যমুখে এইরূপ কহেন, বাতাপে! তুমি এই জীবলোকে পাপের বিচার না করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে স্বতেজে পরাভব করিয়াছ, আজ সেই অপরাধে তোমাকে আমার উদরে জীর্ণ হইতে হইল। লক্ষ্মণ! আমি ধর্মশীল ও জিতেন্দ্রিয়, দুরাত্মা মারীচ আমাকেও যখন অতিক্রম করিবার চেষ্টায় আছে, তখন বাতাপির ন্যায় ইহাকেও মৃত্যু দর্শন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি বর্ম ধারণপূর্বক সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর। ইঁহাকে রক্ষা করাই আমাদিগের মুখ্য কার্য হইতেছে। যদি এই মৃগ মারীচ হয়, বিনাশ করিব, আর যদি বস্তুতই মৃগ হয়, লইয়া আসিব। দেখ, সীতার মৃগচর্ম লাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে। বলিতে কি, আজ এই চর্মপ্রধান মৃগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।
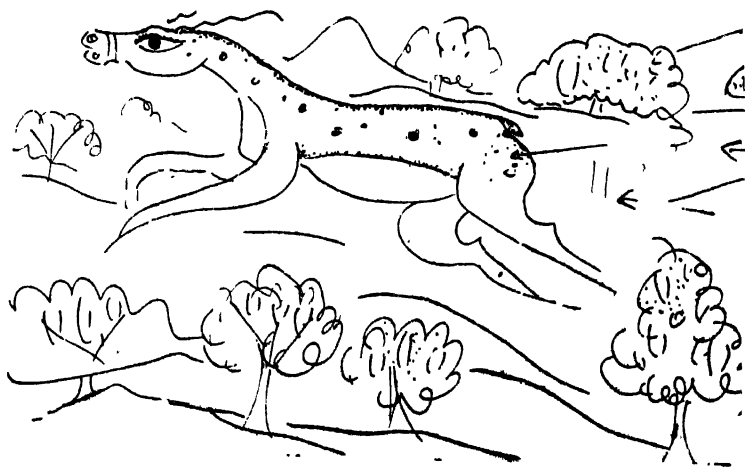
এক্ষণে যাবৎ আমি এক শরে উহাকে সংহার না করিতেছি, তাবৎ তুমি আশ্রমমধ্যে সীতার সহিত সাবধানে থাকিও। আমি ইহাকে হনন ও ইহার চর্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই আসিব। লক্ষ্মণ! মহাবল জটায়ু বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ. তুমি ইঁহার সহিত সতর্ক ও সর্বত্র শঙ্কিত হইয়া সীতাকে রক্ষা কর।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া, স্বর্ণ-মুষ্টিসম্পন্ন খড়্গ ধারণ করিলেন, এবং স্থলত্রয়ে আনত বীরভূষণ শরাসন গ্রহণ ও দুই তূণীর বন্ধন করিয়া চলিলেন। তখন ঐ হিরন্ময় হরিণ উঁহাকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে লুক্কায়িত হইল, পরক্ষণে আবার দর্শন দিল ; রাম যেখানে মৃগ সেই দিকে দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন. এবং দেখিলেন যেন সে সম্মুখে রূপের ছটায় জ্বলিতেছে। ঐ সময় মৃগ এক একবার রামকে দেখে, আবার ধাবমান হয়। কখন সে শরপাত পথ অতিক্রম করে, এবং কখন বা যেন হস্তগত হইল, এইভাবে লোভ দেখাইতে থাকে। ক্রমশঃ তাহার আত্মনাশের শঙ্কা প্রবল হইল. মনও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, এবং যেন সে আকাশেই মহাবেগে যাইতে লাগিল। সে একবার দৃষ্ট, আবার অদৃষ্ট হয় ; মুহূর্তমধ্যে দর্শন দিল, পুনরায় দূরে গিয়া প্রকাশ হইল। এইরূপে সে ছিন্নভিন্ন মেঘে আচ্ছন্ন শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইল এবং ক্রমশঃ আশ্রম হইতে রামকে বহুদূরে লইয়া গেল।

তখন মৃগলোলুপ রাম এই ব্যাপার দর্শনে মুগ্ধ ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত হইয়া, এক তৃণাচ্ছন্ন স্থানে ছায়া আশ্রয়পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ হরিণ অন্যান্য মৃগে পরিবৃত হইয়া দূর হইতে আবার দৃষ্ট হইল। রামও তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত পুনরায় ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে মৃগ অতিশয় ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ লুক্কায়িত হইল, এবং পুনর্বার অতিদূরে এক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখা দিল। পরে রাম উহার বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, ক্রোধভরে

সূর্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং উহা শরাসনে সুদৃঢ় সন্ধান ও মহাবেগে আকর্ষণপূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ বজ্রসদৃশ ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র মৃগরূপী মারীচের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। মারীচ প্রহারবেগে তালবৃক্ষপ্রমাণ লম্ফ প্রদানপূর্বক, আর্তস্বরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার প্রাণ নির্বাণপ্রায় হইয়া আসিল, এবং সে মৃত্যুকালে সেই কৃত্রিম মৃগদেহ বিসর্জন করিল। অনন্তর রাবণের বাক্য স্মরণপূর্বক ভাবিল, এক্ষণে সীতা কোন্ উপায়ে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিবেন, এবং কিরূপেই বা রাবণ নির্জন পাইয়া সীতাকে লইয়া যাইবে। তখন রাবণের নির্দিষ্ট উপায়ই তাহার সঙ্গত বোধ হইল, এবং সে রামের অনুরূপ স্বরে হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া চীৎকার করিল। তাহার মৃগরূপ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, এবং সে বিকট রাক্ষস-মূর্তি ধারণ করিয়াছে। তখন রাম তাহাকে মর্মে আহত ও শোণিতলিপ্ত দেহে ভূতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া লক্ষ্মণের কথা ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ পূর্বেই কহিয়াছিলেন, যে ইহা রাক্ষসী মায়া, বস্তুতঃ এক্ষণে তাহাই হইল, আমি মারীচকেই বিনাশ করিলাম। যাহাই হউক, এই রাক্ষস তারস্বরে হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া দেহত্যাগ করিল, না জানি, জানকী এই শব্দ শুনিয়া কি হইবেন! এবং লক্ষ্মণেরই বা কি দশা ঘটিবে! এই ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল এবং যারপরনাই ভয় উপস্থিত হইল।

অনন্তর তিনি অন্য মৃগ বধ করিয়া, তাহার মাংস গ্রহণপূর্বক সত্বরে আশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে জানকী অরণ্যে রামের অনুরূপ আর্তরব শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! যাও, জান আর্যপুত্রের কি দুর্ঘটনা হইল। তিনি কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আমি সুস্পষ্ট সেই শব্দ শ্রবণ করিলাম। আমার প্রাণ আকুল হইতেছে, এবং মনও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তুমি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। তিনি সিংহসমাক্রান্ত বৃষের ন্যায় রাক্ষসগণের হস্তগত হইয়া আশ্রয় চাহিতেছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট ধাবমান হও।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা স্মরণে গমনে কিছুতেই অভিলাষী হইলেন না। তখন জানকী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এইরূপ অবস্থাতেও রামের সন্নিহিত হইলে না, তুমি একজন তাঁহার মিত্ররূপী শত্রু। তুমি আমাকে পাইবার জন্য তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেছ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। তোমার ভ্রাতৃস্নেহ কিছুমাত্র নাই, তাঁহার বিপদ তোমার অভীষ্ট হইতেছে। এই কারণে তুমি তাঁহার অদর্শনেও বিশ্বস্তমনে রহিয়াছ। এক্ষণে তুমি যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ, তাঁহার প্রাণসংশয় ঘটিলে আমার বাঁচিয়া আর কি হইবে।

জানকী চকিত মৃগীর ন্যায় শোকাক্রান্তমনে বাষ্পাকুললোচনে এইরূপ কহিলে, লক্ষ্মণ প্রবোধবচনে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন, দেবি! দেব দানব গন্ধর্ব রাক্ষস ও সর্পেরাও তোমার ভর্তাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে।

সেই ইন্দ্রতুল্য রামের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেও দেখি না। তিনি সকলের অবধ্য, সুতরাং আমার প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে রাম এ স্থানে নাই, সুতরাং তোমাকে বনমধ্যে একাকী রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। দেখ রামের বল অতিবলবানেরাও প্রতিহত করিতে পারে না। ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ত্রিলোকের লোক একত্র হইলেও তাঁহার বিক্রমে পরাস্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, সন্তাপ দূর কর। রাম সেই রত্নমৃগ বিনাশ করিয়া শীঘ্রই আসিবেন। তুমি যাহা শুনিলে, ইহা তাঁহার স্বর নয়, এবং আর কোন দৈববাণীও নহে, ইহা সেই দুরাত্মা মারীচেরই মায়া। দেবি! মহাত্মা রাম তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তোমায় একাকী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমি কিছুতেই সাহস করি না। দেখ, জনস্থানের উচ্ছেদসাধন ও খরের নিধন এতন্নিবন্ধন রাক্ষসগণের সহিত আমাদিগের বৈর উপস্থিত হইয়াছে. এক্ষণে সেই সকল হিংসাবিহারী পামর আমাদের মোহ উৎপাদনার্থ বনমধ্যে বিবিধরূপ কথা কহিয়া থাকে। সুতরাং তুমি কিছুই চিন্তা করিও না।

তখন জানকী রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিলেন, নৃশংস! কুলাধম! তুই অতি কুকার্য করিতেছিস্ ; বোধ হয়, রামের বিপদ তোর বিশেষ প্রীতিকর হইবে, তন্নিমিত্ত তুই তাঁহার সংকট দেখিয়া ঐরূপ কহিতেছিস্। তোর দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে ; তুই কপট, ক্রূর ও জ্ঞাতিশত্রু। দুষ্ট! এক্ষণে তুই ভরতের নিয়োগে বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আমার জন্য একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস্। কিন্তু তোদের মনোরথ কখন সফল হইবার নহে। আমি সেই কমললোচন নীলোৎপলশ্যাম রামকে উপভোগ করিয়া, কিরূপে অন্যকে প্রার্থনা করিব। এক্ষণে তোর সমক্ষে আমায় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। নিশ্চয় কহিতেছি, আমি রাম বিনা ক্ষণকালও এই পৃথিবীতে আর জীবিত থাকিব না।

সুশীল লক্ষ্মণ, জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, আর্যে! তুমি আমার পরম দেবতা ; তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। অনুচিত কথা প্রয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়ের নহে ; উহাদের স্বভাব যে এইরূপ, ইহা সর্বত্র প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহারা অত্যন্ত চপল, ধর্মত্যাগী ও ক্রূর, এবং উহাদের প্রভাবেই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতে আমার সহ্য হইতেছে না। উহা কর্ণমধ্যে তপ্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায় একান্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমায় ন্যায্যই কহিতেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার প্রতি যারপরনাই কটূক্তি করিলে। দেবি! তুমি যখন আমাকে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ, তোমায় ধিক্! মৃত্যু একান্তই তোমার সন্নিহিত হইয়াছে। আমি জ্যেষ্ঠের নিয়োগ পালন করিতেছিলাম, তুমি কেবল স্ত্রীসুলভ দুষ্ট স্বভাবের বশবর্তী হইয়া আমায় ঐরূপ কহিলে। তোমার মঙ্গল হউক, যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। যেরূপ ঘোর নিমিত্তসকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানা আশঙ্কা হয়, এক্ষণে বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই।

তখন জানকী সজলনয়নে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রাম বিনা গোদাবরীর জলে বা অনলে প্রবেশ করিব, উদ্বন্ধনে বা তীক্ষ্ম বিষপানে বিনষ্ট হইব, অথবা উচ্চ স্থল হইতে দেহপাত করিব; কিন্তু রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখনই স্পর্শ করিব না। জানকী এইরূপ কহিয়া রোদন করিতে করিতে দুঃখভরে উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ একান্ত বিমনা হইয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জানকী তৎকালে উঁহাকে আর কিছুই কহিলেন না। অনন্তর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করত তথা হইতে কুপিতমনে রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ॥ ইত্যবসরে রাবণ পরিব্রাজকের রূপ ধারণপূর্বক শীঘ্র জানকীর নিকট উপস্থিত হইল। উহার পরিধান শ্লক্ষ্ম কাষায় বসন, মস্তকে শিখা, বামস্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু, হস্তে ছত্র ও চরণে পাদুকা। সে এইরূপ ভিক্ষুরূপ ধারণপূর্বক, গাঢ় অন্ধকার যেমন সূর্যচন্দ্রশূন্যা সন্ধ্যার, তদ্রূপ সেই রামলক্ষ্মণ-বিরহিতা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং কেতুগ্রহ যেমন শশাঙ্কহীনা রোহিণীকে, তদ্রূপ আশ্রমমধ্যে গিয়া উঁহাকে দর্শন করিল। ঐ দুরাত্মা নিষ্ঠুর লোহিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছে! দেখিয়া জনস্থানের বৃক্ষশ্রেণী অমনি নিস্পন্দ হইল, বায়ুর গতিরোধ হইয়া গেল, এবং গোদাবরী বেগবতী হইলেও ভয়ে মন্দবেগে চলিল।

অনন্তর রাবণ রামের অপকারার্থী হইয়া, তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় ভব্য ভিক্ষুকরূপে শনি যেমন চিত্রার, তদ্রূপ ভর্তৃশোকার্তা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং উঁহাকে নিরীক্ষণপূর্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তৎকালে সীতা দীনমনে সজলনয়নে পর্ণশালায় উপবেশন করিয়াছিলেন; তাঁহার লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, বদন পূর্ণ শশধরের ন্যায় সুন্দর, এবং ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় মনোহর। তিনি পীতবর্ণ কৌষেয় বসন ধারণ করিয়া, সরোজশূন্যা দেবী কমলার ন্যায় প্রভাপুঞ্জে শোভমান হইতেছিলেন। রাবণ উঁহাকে দেখিয়া কামে মোহিত হইল, এবং বেদোচ্চারণপূর্বক তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিল, হেমবর্ণে! তুমি পদ্মমাল্য-ধারিণী পদ্মিনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছ। বোধ হয়, তুমি হ্রী, শ্রী, কীর্তি, ভাগ্যলক্ষ্মী, অপসরা, অষ্টসিদ্ধি বা স্বৈরচারিণী রতি হইবে। তোমার দন্তসকল সম-চিক্কণ পাণ্ডুবর্ণ ও সূক্ষ্মাগ্র, নেত্র নির্মল, তারকা কৃষ্ণ ও অপাঙ্গ আরক্ত, তোমার নিতম্ব মাংসল ও বিশাল, ঊরু করিশুণ্ডাকার এবং স্তনদ্বয় উচ্চ সংশ্লিষ্ট বর্তুল কমনীয় ও তালপ্রমাণ, উহার মুখ উন্নত ও স্থূল, উহা উৎকৃষ্ট রত্নে অলঙ্কৃত এবং যেন আলিঙ্গনার্থ উদ্যত রহিয়াছে। অয়ি চারুহাসিনি! নদী যেমন প্রবাহবেগে কূলকে, সেইরূপ তুমি আমার মনকে হরণ করিতেছ। তোমার কেশ কৃষ্ণ ও কটিদেশ সূক্ষ্ম, বলিতে কি, দেবী গন্ধর্বী যক্ষী ও কিন্নরীও তোমার অনুরূপ নহে; ফলতঃ আমি তোমার তুল্য নারী পৃথিবীতে আর কখন দেখি নাই। তোমার এই উৎকৃষ্ট রূপ, সুকুমারতা, বয়স ও নির্জন বাস আমার মন একান্ত উন্মত্ত করিতেছে। এক্ষণে চল, এখানে থাকা কোনও মতে তোমার উচিত হইতেছে না। ইহা কামরূপী

ভীষণ রাক্ষসগণের বাসস্থান। রমণীয় প্রাসাদ, সমৃদ্ধ নগর ও সুবাসিত উপবনে বিহার করাই তোমার যোগ্য। সুন্দরি! তোমার কণ্ঠের মাল্য, তোমার অঙ্গের গন্ধ, তোমার পরিধেয় বস্ত্র, এবং তোমার স্বামীকেও আমার সর্বোত্তম বোধ হইতেছে। তুমি রুদ্র মরুৎ বা বসুগণের কি কেহ হইবে? তুমি যে দেবতা, ইহা বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে। এই অরণ্যে দেব গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ আগমন করেন না, ইহা রাক্ষসগণের বাসভূমি, তুমি কিরূপে এখানে আইলে? এই বনে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বানর ও কঙ্কসকল নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে, দেখিয়া তোমার মনে কি ভয় হইতেছে না? তুমি একাকী রহিয়াছ, ভীষণ মত্ত হস্তিসকল হইতে কি তোমার ত্রাস জন্মিতেছে না? এক্ষণে বল, তুমি কে? কাহার? এবং কোথা হইতে এবং কি নিমিত্তই বা এই রাক্ষসপূর্ণ ঘোর দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছ?

তখন জানকী ব্রাহ্মণবেশে রাবণকে আগমন করিতে দেখিয়া যথোচিত অতিথি-সৎকার করিলেন এবং উহাকে পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! অন্ন প্রস্তুত। ঐ সময় তিনি সেই রক্তবসনশোভিত কমণ্ডলুধারী সৌম্য-দর্শন রাবণকে কিছুতে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; প্রত্যুতঃ নানা চিহ্নে ব্রাহ্মণ অনুমান করিয়া, উহাকে ব্রাহ্মণবৎ নিমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, বিপ্র! এই আসনে উপবেশন করুন, এই পাদোদক গ্রহণ করুন, এবং এই সকল বন্য দ্রব্য আপনার জন্য সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করুন।

অনন্তর রাবণ আত্মনাশের জন্য বলপূর্বক সীতাহরণের সংকল্প করিল। তখন সীতা মৃগগ্রহণার্থ নির্গত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি দৃষ্টিপ্রসারণপূর্বক কেবল শ্যামল বনই দেখিতে লাগিলেন, উঁহাদের আর কোন উদ্দেশই পাইলেন না।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ॥ অনন্তর পরিব্রাজকরূপী রাবণ জানকীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। জানকী মনে করিলেন, ইনি অতিথি ব্রাহ্মণ, যদি আত্মপরিচয় না দেই, এখনই অভিসম্পাত করিবেন, তিনি এই ভাবিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের কন্যা, রামের সহধর্মিণী, নাম সীতা। আমি বিবাহের পর স্বামিগৃহে দিব্য সুখসম্ভোগে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহন করি। পরে ত্রয়োদশ বৎসরে মহারাজ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকে রাজ্য দিবার সংকল্প করেন। অভিষেকের সামগ্রীও সংগ্রহ হইল। এই অবসরে আর্যা কৈকেয়ী সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজাকে অঙ্গীকার করাইয়া, রামের নির্বাসন ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন এই দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন, রাজন! আজ আমি পান ভোজন ও শয়ন করিব না; যদি রামকে অভিষেক কর, তবে এই পর্যন্তই আমার প্রাণান্ত হইল।

কৈকেয়ী এইরূপ কহিলে, রাজা দশরথ তাঁহাকে ভোগসাধন প্রচুর ধন দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তাঁহার বাক্যে কোনও মতে সম্মত হইলেন না। তখন রামের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি, এবং আমার অষ্টাদশ। রাম সত্যনিষ্ঠ, সুশীল ও পবিত্র; তিনি সকলেরই হিতাচরণ করিয়া থাকেন। কামুক রাজা কৈকেয়ীর প্রিয় কামনায় তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন না।

রাম অভিষেকের নিমিত্ত পিতার সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, কৈকেয়ী খরবাক্যে তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন, শুন, তোমার পিতা আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন, "আমি ভরতকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দান করিব, এবং রামকে চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাস দিব"। রাম! এক্ষণে অরণ্যে যাও, এবং পিতৃসত্য পালন কর।

রাম এই বাক্য শ্রবণমাত্র অকুতোভয়ে সম্মত হইলেন, এবং ঐ ব্রতশীল তদনুযায়ী কার্যও করিলেন। তিনি দান করিবেন, কিন্তু প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণ বিমুখ, এবং সত্যই কহিবেন, কিন্তু মিথ্যায় একান্ত পরাঙ্মুখ। ফলতঃ তিনি এই রূপই ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। মহাবীর লক্ষ্মণ উঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ঐ ব্রতধারী আমাদের উভয়ের বনগমন দর্শনে ব্রহ্মচারী হইয়া সশরাসনে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি উঁহার সমরসহায়। ব্রহ্মন্! রাম জটাজুট ধারণপূর্বক মুনিবেশে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা কৈকেয়ীর জন্য রাজ্যচ্যুত হইয়া স্বতেজে নিবিড় বনে বিচরণ করিতেছি। তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, এ স্থানে অবশ্য বাস করিতে পাইবে। আমার স্বামী নানা প্রকার পশু হনন ও পশুমাংস গ্রহণপূর্বক শীঘ্র আসিবেন। বিপ্র! অতঃপর তুমিও আপনার নাম ও গোত্রের যথার্থ পরিচয় দেও, এবং কি কারণে একাকী দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছ তাহাও বল।

সীতা এইরূপ জিজ্ঞাসিলে রাবণ দারুণ বাক্যে কহিল, জানকি! যাহার প্রতাপে দেবাসুরমনুষ্য শঙ্কিত হয়, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ! তুমি স্বর্ণবর্ণা ও কৌষেয়বসনা, তোমায় দেখিয়া স্বীয় ভার্যাতে আর প্রীতি অনুভব করিতে পারি না। আমি নানা স্থান হইতে বহুসংখ্য সুরূপা রমণী আহরণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রধান মহিষী হও। লঙ্কা নামে আমার এক বৃহৎ নগরী আছে, উহা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত এবং পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। যদি তুমি আমার ভার্যা হও, তাহা হইলে ঐ লঙ্কার উপবনে আমারই সহিত পরিভ্রমণ করিবে: সুবেশা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে, এবং এই বনবাসে আর ইচ্ছাও হইবে না।

তখন সীতা কুপিতা হইয়া, রাবণকে সবিশেষ অনাদরপূর্বক কহিতে লাগিলেন, যিনি হিমাচলের ন্যায় স্থির, এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর, সেই দেবরাজতুল্য রাম যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যিনি বটবৃক্ষের ন্যায় সকলের আশ্রয়, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, কীর্তিমান ও সুলক্ষণ, সেই মহাত্মা যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যাঁহার বাহুযুগল সুদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, ও মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয়, যিনি সিংহতুল্য পরাক্রান্ত ও সিংহবৎ মন্থরগামী, সেই মনুষ্যপ্রধান যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব! রাক্ষস! তুই শৃগাল হইয়া দুর্লভা সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিস? যেমন সূর্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। রে নীচ! যখন রামের প্রিয়পত্নীতে তোর স্পৃহা জন্মিয়াছে, তখন তুই নিশ্চয়ই স্বচক্ষে বহুসংখ্য স্বর্ণবৃক্ষ দেখিতেছিস। তুই মৃগশত্রু ক্ষুধাতুর সিংহ ও সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের ইচ্ছা করিতেছিস? দুই হস্তে মন্দর গিরিকে ধারণ এবং কালকূট পান করিয়া সুমঙ্গলে গমন সঙ্কল্প করিয়াছিস? সূচীমুখে চক্ষু মার্জন এবং জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন অভিলাস করিতেছিস? কণ্ঠে শিলাবন্ধনপূর্বক সমুদ্র সন্তরণ, চন্দ্রসূর্যকে গ্রহণ, প্রজ্বলিত অগ্নিকে বস্ত্রে বন্ধন, এবং লৌহময় শূলের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ

করিবার বাসনা করিতেছিস? দেখ, সিংহ ও শৃগালের যে অন্তর, ক্ষুদ্র নদী ও সমুদ্রের যে অন্তর, অমৃত ও কাঞ্জিকের যে অন্তর, সুবর্ণ ও লৌহের যে অন্তর, চন্দন ও পঙ্কের যে অন্তর, হস্তী ও বিড়ালের যে অন্তর, কাক ও গরুড়ের যে অন্তর, মদ্গু ও ময়ূরের যে অন্তর এবং হংস ও গৃধ্রের যে অন্তর, তোর ও রামের সেইরূপই জানিবি। ঐ ইন্দ্রপ্রভাব ধনুর্বাণধারী রাম বিদ্যমানে যদিও তুই আমাকে লইয়া যাস, তাহা হইলে আমি ঘৃত ভোজনে মক্ষিকার ন্যায় নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব।

সরলা সীতা রাবণকে এই প্রকার ক্লেশের কথা কহিয়া বায়ুবেগে কদলীতরুর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ॥ তখন কৃতান্ততুল্য রাবণ, এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ললাটে ভ্রূকুটি বিস্তারপূর্বক সীতার মনে ত্রাসোৎপাদনের নিমিত্ত কহিতে লাগিল, জানকি! আমি কুবেরের সাপত্ন ভ্রাতা, নাম প্রবল-প্রতাপ রাবণ। লোকে মৃত্যুকে যেমন ভয় করে, তদ্রূপ দেবতা গন্ধর্ব পিশাচ পক্ষী ও সর্পসকল আমার ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে। এক সময়ে কোন কারণে কুবেরের সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধে আমি রোষ-পরবশ হইয়া স্ববীর্যে উহাকে পরাজয় করি। তদবধি সে আমার ভয়ে সুসমৃদ্ধ লঙ্কাপুরী পরিহারপূর্বক গিরিবর কৈলাসে গিয়া বাস করিতেছে। পুষ্পক নামে উহার এক কামগামী বিমান ছিল, আমি ভুজবলে তাহাও আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছি। অতঃপর সেই বিমানে আরোহণপূর্বক নভোমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকি। জানকি! যখন আমি রোষাবিষ্ট হই, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার মুখ দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করেন। আমি যথায় অবস্থান করি, তথায় বায়ু শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হন, সূর্য আকাশে শীতল মূর্তি ধারণ করেন, বৃক্ষের পত্র আর কম্পিত হয় না এবং নদীসকলও স্তম্ভিত হইয়া থাকে! সমুদ্রপারে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় লঙ্কা নামে আমার এক পুরী আছে। উহা ভীষণ রাক্ষসে পরিপূর্ণ এবং ধবল প্রাকারে পরিবেষ্টিত। উহার পুরদ্বার বৈদূর্যময় এবং কক্ষাসকল স্বর্ণরচিত। উহাতে হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রচুর পরিমাণে আছে এবং নিরন্তর তূর্যধ্বনি হইতেছে। উহার উদ্যান রমণীয় এবং অভীষ্টফলপূর্ণ বৃক্ষে শোভিত। সীতে! আমার সহিত সেই লঙ্কা নগরীতে বাস করিলে, মানুষী সহচরীদিগের কথা তোমার স্মরণ হইবে না, এবং দিব্য ও পার্থিব ভোগ উপভোগ করিলে, অল্পায়ু মনুষ্য রামকে আর মনেও আসিবে না। দেখ, রাজা দশরথ প্রিয় পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া দুর্বল জ্যেষ্ঠকে নির্বাসিত করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট নির্বোধ তাপসকে লইয়া আর কি করিবে, আমি রাক্ষসনাথ, আমাকে রক্ষা কর; আমি স্বয়ং উপস্থিত, আমাকে কামনা কর। আমি কামশরে একান্ত নিপীড়িত হইতেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নহে। উর্বশী যেমন পুরূরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল, আমায় নিরাশ করিলে, তোমায় সেইরূপই করিতে হইবে। জানকি! মনুষ্য রাম সংগ্রামে আমার এক অঙ্গুলির বলও সহিতে পারে না, আমি তোমার ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাকে কামনা কর।

সীতা এই কথা শুনিবামাত্র রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস! তুই সকল দেবতার পূজ্য কুবেরকে ভ্রাতৃত্বে নির্দেশ করিয়া কিরূপে অসৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেছিস। তুই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কর্কশ, তুই যাহাদের রাজা, সেই সমস্ত রাক্ষস নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সুররাজ ইন্দ্রের নিরুপমরূপা শচীকে হরণ করিয়া বহুকাল জীবিত থাকা সম্ভব, কিন্তু দেখ্, আমি রামের পত্নী, আমাকে হরণ করিলে কখনই কুশলে থাকিতে পারিবি না। তুই অমৃতপানে অমর হইলেও এই কার্যে কিছুতে নিস্তার পাইবি না।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাপ্রতাপ রাবণ হস্তে হস্ত নিষ্পীড়নপূর্বক নিজ মূর্তি ধারণ করিল, এবং তৎকালোচিত বাক্যে সীতাকে পুনরায় কহিল, সুন্দরি! তুমি উন্মত্তা. বোধ হয়, আমার বল পৌরুষ তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। আমি আকাশে থাকিয়া বাহুদ্বয়ে পৃথিবীকে বহন করিব, সমুদ্র পান এবং রণস্থলে কৃতান্তকে হনন করিব, তীক্ষ্ন শরে সূর্যকে ছেদ এবং ভূতলকেও ভেদ করিব। তুমি কামবেগে ও সৌন্দর্যগর্বে উন্মত্তা হইয়া আছ, আমি কামরূপী, এক্ষণে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

এই বলিতে বলিতে রাবণের অগ্নিপ্রভ শ্যামরেখালাঞ্ছিত নেত্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে তদ্দণ্ডে সৌম্য পরিব্রাজকরূপ পরিত্যাগপূর্বক কৃতান্ততুল্য প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিল। তাহার বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, মস্তক দশ, এবং হস্ত বিংশতি। সে রক্তাম্বর পরিধান করিয়াছে, এবং স্বর্ণালঙ্কারে শোভা পাইতেছে। রাবণ এইরূপ ভীষণ রাক্ষসরূপ ধারণপূর্বক রোষকষায়িত-লোচনে জানকীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অনন্তর ঐ দুর্বৃত্ত সূর্যপ্রভার ন্যায় প্রদীপ্তা কৃষ্ণকেশী সীতাকে কহিল, ভদ্রে! যদি তুমি ত্রিলোকবিখ্যাত পতিলাভ করিতে চাও, তবে আমাকে আশ্রয় কর, আমি সর্বাংশে তোমার অনুরূপ হইতেছি। তুমি চিরজীবন আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার সবিশেষ শ্লাঘার হইব। আমা হইতে কদাচ তোমার কোনরূপ অপকার হইবে না। তুমি মনুষ্য রামের মমতা দূর করিয়া আমাতেই অনুরক্ত হও। অয়ি পণ্ডিতমানিনি! যে নির্বোধ স্ত্রীলোকের কথায় আত্মীয়-স্বজন ও রাজ্য বিসর্জন দিয়া এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্ গুণে সেই নষ্টসঙ্কল্প অল্পায়ু রামের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছ?

কামোন্মত্ত দুষ্টস্বভাব রাবণ এই বলিয়া, বুধ যেমন গগনে রোহিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ ঐ প্রিয়বাদিনী সীতাকে গিয়া গ্রহণ করিল। সে বাম হস্তে উঁহার কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে উরুযুগল ধারণ করিল। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ঐ গিরিশৃঙ্গসঙ্কাশ মৃত্যুসদৃশ তীক্ষ্নদশন রাবণকে দর্শনপূর্বক ভয়ে চতুর্দিকে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর এক মায়াময় স্বর্ণরথ খর-বাহিত হইয়া ঘর্ঘর রবে তথায় উপনীত হইল। রাবণ সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ঘোর ও কঠোর স্বরে তর্জন-গর্জনপূর্বক ঐ রথে আরোহণ করিল। সীতা অতিমাত্র কাতর হইয়া, দূর অরণ্যগত রামকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভুজঙ্গীর ন্যায় বারংবার চেষ্টা করিতে

লাগিলেন। কিন্তু কামোন্মত্ত রাবণ একান্ত অসম্মতা হইলেও উঁহাকে লইয়া সহসা আকাশপথে উত্থিত হইল।

অনন্তর সীতা উন্মত্তার ন্যায় শোকাতুরার ন্যায় উদ্ভ্রান্তমনে কহিতে লাগিলেন, হা গুরুবৎসল লক্ষ্মণ! কামরূপী রাক্ষস আমাকে লইয়া যায়, তুমি জানিতে পারিলে না। হা রাম! ধর্ম্মের জন্য সুখ ঐশ্বর্য সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ, রাক্ষস বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যায়, তুমি দেখিতে পাইলে না। বীর! তুমি দুর্বৃত্তদিগের শিক্ষক, এই দুরাত্মাকে কেন শাসন করিতেছ না? দুষ্কর্ম্মের ফল সদ্যই ফলে না, শস্য সুপক্ক হইতে যেমন সময় অপেক্ষা করে, ইহাও সেইরূপ। রাবণ! তুই মৃত্যুমোহে মুগ্ধ হইয়া এই কুকার্য করিলি! এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর। হা! ধর্মাকাঙ্ক্ষী রামের ধর্মপত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়! অতঃপর কৈকেয়ী স্বজনের সহিত পূর্ণকাম হইলেন। এক্ষণে জনস্থান এবং পুষ্পিত কর্ণিকারসকলকে সম্ভাষণ করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। হংসকুলকোলাহলপূর্ণা গোদাবরীকে বন্দনা করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তুমি শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। নানা বৃক্ষশোভিত অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। এই স্থানে যে-কোন জীবজন্তু আছে, সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, রাবণ তোমার প্রাণাধিকা প্রেয়সী সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। হা! যদি যমও লইয়া যান, যদি ইহলোক হইতেও অন্তরিত হই, সেই মহাবীর জানিতে পারিলে, নিজ বিক্রমে নিশ্চয়ই আমায় আনিবেন।

সীতা নিতান্ত কাতর হইয়া, করুণবচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে বৃক্ষের উপর বিহগরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উঁহার দর্শনমাত্র দীন বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য জটায়ু! দেখ এই দুরাত্মা রাক্ষস আমাকে অনাথার ন্যায় লইয়া যায়। এই দুর্মতি অত্যন্ত ক্রূর, বলবান ও গর্বিত; বিশেষতঃ ইহার হস্তে অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে। ইহাকে নিবারণ করা তোমার কর্ম নয়। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে এই বৃত্তান্ত সম্যক্ জানিতে পারেন, তুমি তাহাই করিও।

পঞ্চাশ সর্গ ॥ তৎকালে জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, এই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র রাবণকে দেখিতে পাইলেন এবং জানকীকেও দর্শন করিলেন। তখন ঐ গিরিশৃঙ্গাকার প্রখরতুণ্ড বিহঙ্গ বৃক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, রাবণ! আমি সত্যসংকল্প, ধর্মনিষ্ঠ ও মহাবল। আমি পক্ষিগণের রাজা, নাম জটায়ু। ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমার সমক্ষে এইরূপ গর্হিতাচরণ করা তোমার উচিত হইতেছে না। দাশরথি রাম সকলের অধিপতি এবং সকলেরই হিতকারী, তিনি ইন্দ্র ও বরুণতুল্য। তুমি যাঁহাকে হরণ করিবার বাসনা করিয়াছ, ইনি সেই রামেরই সহধর্মিণী, নাম যশস্বিনী সীতা। রাবণ! পরস্ত্রীস্পর্শ ধর্মপরায়ণ রাজার কর্তব্য নহে; বিশেষতঃ রাজপত্নীকে সর্বপ্রযত্নেই রক্ষা করা উচিত। অতএব তুমি এক্ষণে এই পরস্ত্রীসংক্রান্ত নিকৃষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। নিজের ন্যায় অন্যের স্ত্রীকেও পরপুরুষস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে

হইবে। অন্যে যে কার্যের নিন্দা করিতে পারে, বিচক্ষণ লোক তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। দেখ, শিষ্ট প্রজারা রাজার দৃষ্টান্তেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্ম অর্থ ও কাম সাধন করিয়া থাকে। রাজা উত্তম পদার্থের আধার; তিনি সকলের ধর্ম ও কাম; পুণ্য বা পাপ তাঁহা হইতেই প্রবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাক্ষসরাজ! তুমি পাপস্বভাব ও চপল; পাপীর দেবযান বিমানলাভের ন্যায় জানি না, ঐশ্বর্য কিরূপে তোমার হস্তগত হইল। স্বভাব দূর করা অত্যন্ত দুষ্কর. সুতরাং অসতের গৃহে রাজশ্রী চিরকাল কখনই তিষ্ঠিতে পারে না। রাবণ! বীর রাম, তোমার গ্রামে বা নগরে কোনরূপ অপরাধ করেন নাই, এখন তুমি কেন তাঁহার অপকার করিতেছ? দেখ, জনস্থানে খর শূর্পণখার জন্য অগ্রে গর্হিত ব্যবহার করে, সেই হেতু রামও তাহাকে সংহার করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি যাঁহার পত্নীকে লইয়া যাইতেছ, যথার্থই বল, ইহাতে তাঁহার কি ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? যাহাই হউক, তুমি অবিলম্বে রামের সীতাকে পরিত্যাগ কর। বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, ঐ মহাবীর অনলকল্প ঘোর চক্ষে সেইরূপ যেন তোমায় দগ্ধ না করেন। তুমি বস্ত্রপ্রান্তে তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গকে বন্ধন করিয়াছ, কিন্তু বুঝিতেছ না; গলে কালপাশ সংলগ্ন করিয়াছ, কিন্তু দেখিতেছ না। যাহাতে অবসন্ন হইতে না হয়, এইরূপ ভার বহন করা উচিত; যাহা নির্বিঘ্নে জীর্ণ হইয়া থাকে, এইরূপ অন্ন ভোজন করাই কর্তব্য; কিন্তু যাহাতে ধর্ম কীর্তি ও যশ কিছুই নাই, কেবল শারীরিক ক্লেশ স্বীকারমাত্র ফল, এইরূপ কর্মের অনুষ্ঠান কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে।

রাবণ! আমি বহুকাল পৈতৃক পক্ষিরাজ্য শাসন করিতেছি, আমার বয়ঃক্রম ষষ্টি সহস্র বৎসর, আমি বৃদ্ধ, তুই যুবা, তোর হস্তে শর শরাসন, সর্বাঙ্গে বর্ম, এবং তুই রথোপরি অবস্থান করিতেছিস, তথাচ আমার সমক্ষে জানকীকে লইয়া নির্বিঘ্নে যাইতে পারিবি না। যেমন ন্যায়মূলক হেতুবাদ সনাতনী বেদশ্রুতিকে অন্যথা করিতে পারে না, সেইরূপ তুইও আমার নিকট হইতে সীতাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতে পারিবি না। দুর্বৃত্ত! এক্ষণে ক্ষণেক অপেক্ষা কর, বীর হোস ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কহিতেছি, তুই খরেরই ন্যায় সমরে শয়ন করিবি। যিনি বারংবার দানবদল দলন করিয়াছেন, সেই চীরধারী রাম তোরে অচিরাৎই বধ করিবেন। আমি আর বিশেষ কি করিব? ঐ দুই রাজকুমার দূর বনে গমন করিয়াছেন; নীচ! তুই তাঁহাদিগকে দেখিলেই ভয়ে পলায়ন করিবি। যাহাই হউক, অতঃপর আমি থাকিতে রামের প্রিয়মহিষী কমললোচনা জানকীকে হরণ করা তোর সহজ হইবে না। আমি প্রাণপণেও সেই মহাত্মা রামের এবং রাজা দশরথের প্রিয় কার্য সাধন করিব। এক্ষণে তুই মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, দেখ, বৃন্ত হইতে যেমন ফল পাতিত করে, সেইরূপ রথ হইতে তোরে পাতিত করিব। আমার যেমন সামর্থ্য, আজ তুই তদনুরূপই যুদ্ধাতিথ্য লাভ করিবি।

একপঞ্চাশ সর্গ॥ অনন্তর স্বর্ণকুণ্ডলধারী রাবণ এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক ক্রোধে অধীর হইয়া, লোহিতলোচনে জটায়ুর নিকট দ্রুতবেগে গমন করিল। তখন নভোমণ্ডলে দুইটি মেঘ বায়ুপ্রেরিত হইয়া যেমন পরস্পর মিলিত হয়, সেইরূপ ঐ উভয়ে সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। বোধ

হইল যেন, দুই সপক্ষ মাল্যবান পর্বত রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন রাবণ জটায়ুকে লক্ষ্য করিয়া, নালীক নারাচ ও সুতীক্ষ্ন বিকর্ণী বর্ষণ আরম্ভ করিল। জটায়ু তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র অনায়াসে সহ্য করিলেন, এবং প্রখর নখ ও চরণ দ্বারা উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাবণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জটায়ুর বধকামনায় মৃত্যুদণ্ডসদৃশ অতিভীষণ সরলগামী দশটি শর গ্রহণ এবং তৎসমুদয় আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক মহাবেগে উহাকে বিদ্ধ করিল। তখন জানকী সজলনয়নে রথে অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে জটায়ু অতিশয় কাতর হইয়া, রাবণের অস্ত্রজাল গণনা না করিয়াই উহার দিকে ধাবমান হইলেন এবং চরণপ্রহারে উহার মুক্তামণিখচিত শর ও ধনু ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর রাবণ ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং অন্য এক ধনু গ্রহণপূর্বক অনবরত শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবল জটায়ু উহার শরে আচ্ছন্ন হইয়া, কুলায়স্থিত পক্ষীর ন্যায় শোভিত হইলেন এবং পক্ষপবনে ঐ সমস্ত শর দূরে নিক্ষেপ করিয়া, পদাঘাতে উহার অগ্নিকল্প প্রদীপ্ত শরাসন দ্বিখণ্ড করিলেন। পরে পক্ষপবনে তাহাও অপসারিত করিয়া, স্বর্ণজালজড়িত পিশাচমুখ অনিলবেগ খরের সহিত ত্রিবেণুসম্পন্ন অনলবৎ উজ্জ্বল মণিসোপানমণ্ডিত কামগামী রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ছিন্নভিন্ন এবং বহনে নিয়োজিত রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়া, তুণ্ডের আঘাতে সারথির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন। রাবণের ধনু নাই, রথ গিয়াছে, অশ্ব ও সারথিও নষ্ট হইয়াছে; সে কটিতটে জানকীকে গ্রহণ করিয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তখন এই ব্যাপার দর্শনে অরণ্যবাসীরা সাধুবাদ প্রদানপূর্বক জটায়ুর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল।

পরে রাবণ জটায়ুকে জরানিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত হইতে দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিল এবং পুনর্বার সীতাকে গ্রহণপূর্বক উত্থিত হইল। উহার যুদ্ধ করিবার উপকরণ নষ্ট হইয়াছে, কেবল খড়্গমাত্র অবশিষ্ট। তখন সে সীতাকে লইয়া পুলকিতমনে যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে জটায়ু উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং উহাকে অবরোধ করিয়া কহিলেন, রে নির্বোধ! যাঁহার শর বজ্রবৎ সুদৃঢ়, তুই রাক্ষসকুল ক্ষয় করিবার জন্য তাঁহারই ভার্যা হরণ করিতেছিস? তৃষ্ণার্ত যেমন জল পান করে, সেইরূপ তুই সপরিজনে এই বিষপান করিতেছিস? যে মূর্খ কর্মফল অনুধাবন করিতে পারে না, সে তোরই ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হয়। তুই কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস, এক্ষণে আর

কোথায় গিয়া মুক্ত হইবি? আমিষখণ্ডের সহিত বড়িশ ভক্ষণ করিয়া মৎস্য কি পলাইতে পারে? দেখ, রাম ও লক্ষ্মণ অতিশয় দুর্ধর্ষ, তাঁহারা এই আশ্রমপদের পরাভব কোনওমতে সহিবেন না। তুই অত্যন্ত ভীরু, এক্ষণে যেরূপ গর্হিত কার্য করিলি, ইহা চৌর্য, এই প্রকার পথ কখন বীরের সমুচিত হইতে পারে না। এক্ষণে তুই মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, যদি বীর হোস, ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কহিতেছি, তুই খরেরই ন্যায় নিহত হইয়া ধরাশয্যা আশ্রয় করিবি। যাহার মৃত্যু আসন্ন হয় সে যেরূপ অধর্ম করিয়া থাকে, তুই আত্মনাশের জন্য সেইরূপ কর্মই করিতেছিস! দুর্বৃত্ত! যে কার্যের পাপই ফল, বল, কে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, স্বয়ং ত্রিলোকীনাথ স্বয়ম্ভুও তদ্বিষয়ে সাহসী হইতে পারেন না।

জটায়ু এই বলিয়া সহসা রাবণের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইলেন এবং যন্তা যেমন দুষ্ট হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া তাহাকে অঙ্কুশাঘাত করে, সেইরূপ তিনিও ঐ মহাবলকে গ্রহণপূর্বক প্রখর নখ দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন উহার পৃষ্ঠে তুণ্ড সন্নিবেশ, কখন বা কেশ উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাবণ যারপরনাই ক্লিষ্ট হইল, ক্রোধে উহার ওষ্ঠ স্পন্দিত এবং সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। পরে সে বামাঙ্কে জানকীকে গ্রহণপূর্বক মহাক্রোধে জটায়ুকে তল প্রহার করিল। জটায়ু তাহা সহ্য করিয়া, তুণ্ডের আঘাতে উহার বাম ভাগের দশ হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হস্ত ছিন্ন হইবামাত্র বল্মীক হইতে বিষজ্বালাকরাল উরগের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় প্রাদুর্ভূত হইল। তখন রাবণ সীতাকে পরিত্যাগপূর্বক মহাক্রোধে জটায়ুকে মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত আরম্ভ করিল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। জটায়ু রামের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাবণ সহসা খড়্গ উত্তোলনপূর্বক উঁহার পক্ষ পদ ও পার্শ্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহাবীর জটায়ুও অবিলম্বে মৃতকল্প হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর জটায়ু রুধিরলিপ্তদেহে ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া জানকী দুঃখিতমনে ধাবমান হইলেন, এবং স্বজনের কোনরূপ বিপদ ঘটিলে লোকে যেমন তাহার সন্নিহিত হয়, তিনি সেইরূপে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রাবণও ঐ নীলমেঘাকার পাণ্ডুরবক্ষ পক্ষীকে প্রশান্ত দাবানলের ন্যায় নিপতিত দেখিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর ঐ চন্দ্রমুখী সীতা রাক্ষসবলমর্দিত গৃধ্ররাজ জটায়ুকে আলিঙ্গনপূর্বক সজলনয়নে দুঃখিতমনে কহিতে লাগিলেন, হা! অঙ্গস্পন্দন, স্বপ্নদর্শন, পশুপক্ষীর স্বর শ্রবণ, এবং উহাদের গতি নিরীক্ষণ, এই সকল নিমিত্ত মনুষ্যের সুখ-দুঃখে অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। রাম! আমার জন্য মৃগপক্ষিগণ অশুভ পথে ধাবমান হইতেছে, এক্ষণে তোমার যে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তুমি তাহার কিছুই জানিতেছ না। এই বিহগরাজ জটায়ু কৃপা করিয়া, আমায় রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন।

তৎকালে সীতা ভীতমনে নিকটস্থকে যেরূপ বলিতে হয়, সেই প্রকারে

কহিতে লাগিলেন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! আজ আমাকে রক্ষা কর। ঐ সময় তাঁহার মাল্য ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি অনাথার ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। তখন রাবণ পুনর্বার তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। সীতা গিয়া সহসা একটি বৃক্ষকে লতার ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। রাবণ "ত্যাগ কর ত্যাগ কর" বারংবার এই বলিতে বলিতে উঁহার নিকটস্থ হইল। জানকী হা রাম! হা রাম! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ দুর্বৃত্তও আত্মনাশের নিমিত্ত উঁহার কেশমুষ্টি গ্রহণ করিল।

এই ব্যাপার উপস্থিত হইবামাত্র চরাচর বিশ্বে নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকারে সমুদয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়ু নিশ্চল, সূর্য প্রভাশূন্য হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা দিব্যচক্ষে জানকীর পরাভব দর্শন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে বুঝি আমরা কৃতকার্য হইলাম। তৎকালে দণ্ডকারণ্যের মহর্ষিগণ রাবণবধ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত অনুধাবনপূর্বক সন্তোষ লাভ করিলেন, কিন্তু স্বচক্ষে সীতার কেশগ্রহ প্রত্যক্ষ করিয়া, যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন।

সীতা হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া অনবরত রোদন করিতেছেন, রাবণ উঁহাকে গ্রহণপূর্বক আকাশপথে উত্থিত হইল। তখন ঐ স্বর্ণবর্ণা পীতবসনা, নভোমণ্ডলে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। উঁহার বস্ত্র উড্ডীন হওয়াতে রাবণ অগ্নিপ্রদীপ্ত পর্বতবৎ নিরীক্ষিত হইল। ঐ সময় সীতার সৌরভযুক্ত রক্তোৎপলের পত্রসকল রাবণের গাত্রে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, এবং উঁহার স্বর্ণপ্রভ বস্ত্র উদ্ধৃত হওয়াতে সে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। হা! সীতার বিমল বদন রাবণের অঙ্কদেশে; উহা মৃণালশূন্য পদ্মের ন্যায় নিতান্তই শ্রীহীন, গাঢ় মেঘ ভেদ করিয়া চন্দ্র উদিত হইলে যেরূপ দেখায়, উহা সেই রূপই দৃষ্ট হইতেছে। সীতার মুখ অকলঙ্ক, উহা হইতে পদ্মগর্ভের আভা নির্গত হইতেছে, ললাট সুদৃশ্য, কেশের প্রান্তভাগ সুন্দর, নাসিকা মনোহর, দশন নির্মল ও উজ্জ্বল, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং নেত্র বিশাল। ঐ মুখ হইতে জলধারা বিগলিত এবং তাহা মার্জিত হইতেছে। উহা রাম বিনা রমণীয় দিবাচন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। রাবণ নীলবর্ণ, জানকী স্বর্ণবর্ণা, তিনি করিকণ্ঠাবলম্বিনী স্বর্ণকাঞ্চীর ন্যায় এবং মেঘে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার ভূষণশব্দে রাবণ গর্জনশীল নির্মল নীলমেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। তাঁহার মস্তকস্থ পুষ্পসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুবেগে পুনরায় রাবণের দেহ স্পর্শ করিল। তখন নির্মল নক্ষত্রসমূহে সুমেরু যেমন শোভিত হয়, ঐ সকল পুষ্পদ্বারা রাবণও সেইরূপ শোভিত হইল।

পরে সীতার চরণ হইতে বিদ্যুৎতুল্য রত্নখচিত নূপুর স্খলিত হইয়া পড়িল। অগ্নিবর্ণ আভরণসকল আকাশ হইতে তারকার ন্যায় ঝন ঝন শব্দে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তি রত্নহার বক্ষঃস্থল হইতে স্খলিত হইয়া, গগনচ্যুত জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইল। বৃক্ষসকল উপরিস্থ বায়ুর সংযোগে শাখাপল্লব কম্পিত করিয়া পক্ষিগণের কোলাহলচ্ছলে যেন অভয় দান করিতে লাগিল। সরোবরে পদ্ম শ্রীহীন, মৎস্যাদি জলচরসকল সচকিত, উহা যেন মূর্চ্ছাপন্ন সখীসম সীতাকে উদ্দেশ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে

লাগিল। সিংহ ব্যাঘ্র মৃগ ও পক্ষিগণ চতুর্দিক হইতে আসিয়া সীতার ছায়া গ্রহণপূর্বক রোষভরে ধাবমান হইল। পর্বতসকল প্রস্রবণরূপ অশ্রুমুখে শৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন করিয়া যেন আর্তনাদ করিতে লাগিল। সূর্য নিষ্প্রভ দীন ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলেন। রাবণ রামের সীতাকে হরণ করিতেছে, আর ধর্ম নাই, সত্য লোপ হইল, সরলতা ও দয়ার নামও রহিল না, সকলে দলবদ্ধ হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিল। মৃগশিশুগণ আতঙ্কে দীনমুখে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বনদেবতারা ভয়নিষ্প্রভনয়নে এক একবার দৃষ্টিপাতপূর্বক কম্পিত হইতে লাগিলেন।

তখন জানকী নিম্নে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাঁহার কেশপ্রান্ত দোলায়িত হইতেছে, সুরচিত তিলক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, চক্ষের জল অনর্গল বহিতেছে, তিনি রাম ও লক্ষ্মণের অদর্শনে বিবর্ণ এবং ভয়ে একান্ত নিপীড়িত। দুর্বৃত্ত রাবণ আত্মনাশের নিমিত্ত আকাশপথে তাঁহাকে লইয়া চলিল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর সীতা রাবণকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং রোষ ও রোদননিবন্ধন আরক্তলোচন হইয়া করুণবচনে কহিলেন, নীচ! তুই আমাকে একাকী পাইয়া অপহরণপূর্বক যে পলাইতেছিস, ইহাতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? দুষ্ট! তুই এই সংকল্পে কেবল আতঙ্কবশতঃ মায়াবলে মৃগরূপ ধারণ করিয়া, আমার পতিকে দূরে লইয়া গিয়াছিস। পরে যিনি আমায় রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন, আমার শ্বশুরের সখা বিহঙ্গরাজ জটায়ুকেও বিনাশ করিলি। তোর বলবীর্য অতি আশ্চর্য, তুই পুণ্যশ্লোক, কিন্তু দুঃখের এই যে, যুদ্ধে আমায় জয় করিতে পারিলি না। রক্ষক অসত্ত্বে পরস্ত্রী অপহরণ অত্যন্ত গর্হিত, এইরূপ কার্যে তোর কি লজ্জা হইতেছে না? তুই বীরাভিমানী, এক্ষণে সকলেই তোর এই পাপজনক কুৎসিত কর্ম ঘোষণা করিবে। ইতিপূর্বে তুই যাহা কহিয়াছিলি, সেই বীরত্বে ধিক · এবং তোর এই কুলকলঙ্কজনক চরিত্রেও ধিক। তুই যখন আমায় এইরূপে হরণ করিয়া ধাবমান হইতেছিস, তখন আমি আর কি করিব, তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, জীবন থাকিতে যাইতে পারিবি না। সেই দুই রাজকুমারের চক্ষে পড়িলে, সসৈন্যেও তোর নিস্তার নাই। পক্ষী অরণ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির স্পর্শ যেমন সহিতে পারে না, সেইরূপ উঁহাদের শরস্পর্শ তোর কিছুতেই সহিবে না। এক্ষণে যদি তুই ভাল বুঝিস, ত আমায় পরিত্যাগ কর, অন্যথা আমার স্বামী রুষ্ট হইয়া, নিশ্চয় তোরে বিনাশ করিবেন। তুই যে অভিপ্রায়ে আমাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতেছিস, তাহা অত্যন্ত জঘন্য, তোর সেই মনোরথ কোনক্রমে সফল হইবে না! আমি শত্রুর বশবর্তিনী হইয়া, দেবপ্রভাব স্বামীর অদর্শনে বড় অধিক দিন বাঁচিব না। রাক্ষস! এক্ষণে তুই আপনার কি শ্রেয় বুঝিতেছিস না। মনুষ্য মৃত্যুকালে যেমন সকলই বিপরীত করে, তুই সেইরূপই করিতেছিস, কিন্তু মুমূর্ষুর যাহা পথ্য, তোর তাহাতে অভিরুচি নাই। তুই যখন ভয়ের কারণ সত্ত্বে নির্ভয়, তখন তোর কণ্ঠে কালপাশ সংলগ্ন হইয়াছে। তোরে নিশ্চয়ই স্বর্ণবৃক্ষ ও শোণিতবাহিনী ঘোরা বৈতরণী নদী দর্শন করিতে হইবে, স্বর্ণের পুষ্প বৈদূর্যের পল্লব

ও লৌহকণ্টকে পূর্ণ সুতীক্ষ্ম শাল্মলী বৃক্ষ এবং ভীষণ খড়্গপত্রের বনও দেখিতে হইবে। যেমন বিষপানে লোকের প্রাণনাশ হয়, সেইরূপ তুই সেই মহাত্মা রামের এইরূপ অপ্রিয় কার্য করিয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইবি। তুই দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস, এক্ষণে আর কোথায় গিয়া সুখী হইবি?" যিনি একাকী নিমেষমধ্যে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই সর্বাস্ত্রবিৎ মহাবল প্রিয়পত্নীহরণ অপরাধে তোকে তীক্ষ্মশরে বধ করিবেন।

সীতা রাবণের ক্রোড়াগত হইয়া এইরূপ ও অন্যান্যরূপ কঠোর কথায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন, এবং ভয় ও শোকে অভিভূত হইয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুরাত্মা রাবণও কম্পিত দেহে ঐ অধীর, ও কাতর তরুণীকে লইয়া আকাশপথে যাইতে লাগিল।
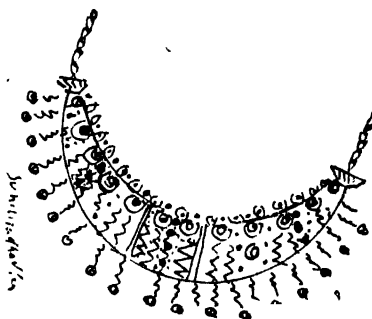
চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন জানকী রক্ষক আর কাহাকেই না দেখিয়া, গিরিশিখরে পাঁচটি বানরকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি ঐ বানরগণকে দর্শন করিয়া, উহারা রামকে বলিবে, এই প্রত্যাশায় উহাদের মধ্যে কনকবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র উত্তরীয় ও উৎকৃষ্ট অলংকারসকল নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রাবণ গমন-ত্বরানিবন্ধন ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। এদিকে বসন-ভূষণ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র পিঙ্গলনেত্র বানরেরা নির্নিমেষ নয়নে বিশাললোচনা সীতাকে রোরুদ্যমানা দেখিতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ সীতাকে লইয়া, পম্পা নদী অতিক্রমপূর্বক লংকা নগরীর অভিমুখে চলিল। সে যেন তীক্ষ্মদন্ত মহাবিষ ভুজঙ্গীকে এবং আপনার মৃত্যুরূপিণীকে ক্রোড়ে লইয়া পুলকিতমনে যাইতে লাগিল। অনন্তর ঐ দুর্বৃত্ত, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় অতিশীঘ্র নদী পর্বত ও সরোবরসকল উল্লঙ্ঘন করিল, এবং তিমিনক্রপূর্ণ সমুদ্রের সমীপবর্তী হইল। তৎকালে সমুদ্রের তরঙ্গ যেন মনঃক্ষোভে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং মৎস্য ও সর্পসকল রুদ্ধ হইয়া রহিল। সিদ্ধ ও চারণগণ গগনে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, বুঝি, এই পর্যন্তই রাবণের সমস্ত অবসান হইয়া গেল।

তখন রাবণ সীতার সহিত মহানগরী লঙ্কায় প্রবেশ করিল। উহার পথসকল সুপ্রশস্ত ও সুবিভক্ত, এবং দ্বারদেশ বহুজনাকীর্ণ। রাবণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিল এবং ময়দানব যেমন আসুরী মায়াকে, সেইরূপ শোকবিহ্বলা সীতাকে রক্ষা করিল। সে তথায় সীতাকে রাখিয়া,

ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণকে কহিল, আমার আদেশ ব্যতীত, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কেহই যেন সীতাকে দেখিতে না পায়। মণি মুক্তা সুবর্ণ বস্ত্রালংকার যে যে বস্তুতে ইঁহার ইচ্ছা হইবে, আমি কহিতেছি, তোমরা ইঁহাকে তাহাই দিবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হউক, কেহ ইঁহাকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিলে আমি নিশ্চয় তাহার প্রাণদণ্ড করিব।

মহাপ্রতাপ রাবণ রাক্ষসীগণকে এইরূপ অনুজ্ঞা দিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল, এবং অতঃপর কর্তব্য কি, চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে আটজন মাংসাশী মহাবল রাক্ষস উহার নেত্রপথে পতিত হইল। বরগর্বিত রাবণ উহাদিগকে দর্শন করিয়া, উহাদের বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করত কহিল, দেখ, পূর্বে যে স্থানে মহাবীর খর অবস্থান করিত, তোমরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শীঘ্র সেই শূন্য জনস্থানে যাও, এবং বলপৌরুষ আশ্রয়পূর্বক নিঃশঙ্কচিত্তে বাস কর। আমি তথায় বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা খরদূষণের সহিত রামের শরে সমরে দেহত্যাগ করিয়াছে। ঐ অবধি আমি অভূতপূর্ব ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়াছি। রামের সহিত আমার দারুণ শত্রুভাব উপস্থিত। অতঃপর তাহাকে নির্যাতন করিব; আমি তাহাকে সংহার না করিয়া নিদ্রিত হইতেছি না। অর্থ হস্তগত হইলে দরিদ্র যেমন সুখী হয়, উহার বিনাশে আমি সেইরূপই সুখী হইব। এক্ষণে তোমরা গিয়া রামের প্রকৃত সংবাদ আমার গোচর করিও। সকলে সাবধানে যাও, এবং উহাকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা কর। আমি অনেকবার যুদ্ধে তোমাদের বলবীর্যের পরিচয় পাইয়াছি, এক্ষণে এই নিমিত্তই তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করিলাম।

অনন্তর ঐ আটজন রাক্ষস রাবণের এই সুপ্রিয় গুরুতর আজ্ঞা শ্রবণ ও তাহাকে অভিবাদনপূর্বক প্রচ্ছন্নভাবে লংকা হইতে জনস্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। রাবণও জানকীকে গৃহে স্থাপন এবং রামের সহিত বৈর উৎপাদন করিয়া মোহাবেশে যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ দুর্বৃত্ত রাবণ ঐ সমস্ত ঘোররূপ মহাবল রাক্ষসকে জনস্থানে নিয়োগ করিয়া, বুদ্ধিবৈপরীত্যবশতঃ আপনাকে কৃতকার্য বোধ করিল এবং নিরন্তর জানকী-চিন্তায় কামশরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া, তাঁহার সন্দর্শ-নার্থ সত্বর গৃহে প্রবেশ করিল। সে ঐ সুরম্য গৃহে গিয়া দেখিল, বিবশা সীতা রাক্ষসীমধ্যে শোকভরে কাতর হইয়া দীনমনে অবনতমুখে মৃদুমন্দ অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। তৎকালে তিনি সমুদ্রগর্ভে বায়ুবেগে নিমগ্নপ্রায় তরণীর ন্যায় এবং মৃগযূথপরিভ্রষ্ট কুক্কুরপরিবৃত মৃগীর ন্যায় নিতান্তই শোচনীয় হইয়াছেন। রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলপূর্বক তাঁহাকে আপনার গৃহশ্রী দেখাইতে লাগিল। ঐ গৃহ হর্ম্য ও প্রাসাদে নিবিড় এবং বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ, উহাতে হীরক ও বৈদূর্যখচিত গজদন্ত সুবর্ণ স্ফটিক ও রজতের রমণীয় স্তম্ভসকল শোভিত হইতেছে। গবাক্ষসকল গজদন্তময় রৌপ্যনির্মিত সুদৃশ্য ও স্বর্ণজালে জড়িত। ভূভাগ সুধা-ধবল এবং দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীসকল পুষ্পে আকীর্ণ; উহাতে বহুসংখ্য স্ত্রীলোক এবং নানাবিধ পক্ষী বাস করিতেছে। দুরাত্মা রাবণ সীতা সমভিব্যাহারে দুন্দুভিনাদী স্বর্ণময় বিচিত্র সোপান-পথ দিয়া ঐ দেবভবন-

তুল্য গৃহে আরোহণ করিল, এবং উঁহাকে সমস্ত দেখাইতে লাগিল।

অনন্তর সে উঁহার মনে লোভ উৎপাদনের নিমিত্ত কহিল, জানকি! আমি বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটি রাক্ষসের অধিনায়ক। উহাদের এক একটির এক এক সহস্র আমার কার্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণাধিক, এবং আমার এই রাজ্য ও জীবন তোমারই অধীন। এক্ষণে অনুনয় করি, আমার পত্নী হও। আমার যে-সমস্ত উৎকৃষ্ট রমণী আছে, তুমি সকলেরই অধীশ্বরী হইয়া থাকিবে। জানকি! অন্য মত করিও না, কথা রক্ষা কর। আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। দেখ, এই শতযোজন লঙ্কা সমুদ্রে বেষ্টিত, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অসুরেরাও ইহার ত্রিসীমায় আগমন করিতে পারেন না, এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, দেব যক্ষ গন্ধর্ব ও ঋষিমধ্যেও এমন আর কাহাকে দেখি না। সুন্দরি! রাম মনুষ্য, অতি দীন নিস্তেজ ও রাজ্যভ্রষ্ট, সে পাদচারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাকে লইয়া আর কি করিবে, আমাকে কামনা কর, আমিই তোমার সর্বাংশে উপযুক্ত। দেখ, যৌবন চিরস্থায়ী নহে, তুমি আমার সহিত সুখভোগে প্রবৃত্ত হও, এবং রামকে দেখিবার ইচ্ছা এককালে দূর কর। মনে মনেও রামের এস্থানে আগমন করিতে সাহস হইবে না। আকাশে প্রবলবেগ বায়ুকে পাশে বন্ধন এবং প্রদীপ্ত অনলের নির্মল শিখা ধারণ উভয়ই অসম্ভব। জানকি! আমি স্বয়ং তোমাকে রক্ষা করিতেছি, আজ ভুজবলে তোমায় লইয়া যায়, ত্রিলোকে এমন আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে তুমি এই বিস্তীর্ণ লঙ্কারাজ্য পালন কর; আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব, দেবগণ এবং এই চরাচর জগতের সকলেই তোমার সেবক হইবে। তুমি স্নানজলে আর্দ্র এবং শ্রান্তিপরিহারে পরিতুষ্ট হইয়া বিহারে প্রবৃত্ত হও। তোমার যে পূর্বসঞ্চিত পাপ ছিল, বনবাসে তাহা ক্ষয় হইয়াছে, এবং তুমি যা কিছু পুণ্য সংগ্রহ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারই এই ফল উপস্থিত। এই স্থানে নানাপ্রকার মাল্য গন্ধ ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার আছে, আইস, আমরা উভয়ে তদ্দ্বারা বেশ রচনা করি। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক রথ ছিল, উহা বৃহৎ ও রমণীয়; এবং মনের ন্যায় দ্রুতগামী ও সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। আমি স্ববিক্রমে উহা অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ এবং আমার সহিত যেমন ইচ্ছা বিচরণ কর। প্রিয়ে! তোমার মুখ নির্মল পদ্মসদৃশ ও প্রিয়দর্শন, বলিতে কি উহা শোকপ্রভাবে যারপরনাই মলিন হইয়া গিয়াছে।

রাবণ এইরূপ কহিবামাত্র জানকী বস্ত্রান্তে রমণীয় বদন আচ্ছাদনপূর্বক মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তায় দীন, শোকে অসুস্থ এবং ধ্যানে নিমগ্ন। তদ্দর্শনে রাবণ তাঁহাকে কহিল, সীতে! ধর্মলোপবিহিত লজ্জায় আর কি হইবে? আমরা উভয়ে যে প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইব, ইহা ধর্মবহির্ভূত নহে। এক্ষণে তোমার চরণে ধরি, প্রসন্ন হও; আমি তোমারই বশম্বদ ভৃত্য, আমি অনঙ্গতাপে সন্তপ্ত হইয়া যাহা কহিলাম, ইহা যেন বিফল না হয়। দেখ, রাবণ কখনই কোন রমণীর চরণ স্পর্শ করে না।

লঙ্কাধিপতি সীতাকে এইরূপ কহিয়া মৃত্যুমোহে ইনি আমারই বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর শোকাকুলা সীতা উভয়ের অন্তরালে একটি তৃণ স্থাপনপূর্বক নির্ভয়ে কহিলেন, রাক্ষস! দশরথ নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্মের অটল সেতু। ধর্মশীল রাম তাঁহারই পুত্র। ঐ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজকুমার আমার দেবতা ও পতি। তিনি সত্যপরায়ণ, ত্রিলোক-প্রথিত ও সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহার নেত্র বিস্তীর্ণ এবং বাহু আজানুলম্বিত। এক্ষণে সেই মহাবীর লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া তোরে বিনাশ করিবেন। যদি তুই তাঁহার নিকট বীর্যমদে আমায় পরাভব করিতিস, তাহা হইলে তোরে জনস্থানে খরের ন্যায় নিশ্চয়ই রণশায়ী হইতে হইত। তুই যে-সকল ঘোররূপ রাক্ষসের কথা উল্লেখ করিলি, উহারা বিহগরাজ গরুড়ের নিকট ভুজঙ্গের ন্যায় রামের সমক্ষে নির্বিষ হইবে। তাঁহার স্বর্ণখচিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তরঙ্গাবেগ যেমন জাহ্নবীর কূলকে তদ্রূপ তোকে অধঃপাতে দিবে। যদিও তুই সমস্ত দেবাসুরের অবধ্য হইয়াছিস, তথাচ রামের সহিত বৈরাচরণ করিয়া আজ কিছুতে নিস্তার পাইবি না। সেই মহাবীর নিশ্চয় তোর প্রাণান্ত করিবেন। যূপগত পশুর ন্যায় তোর জীবন একান্তই দুর্লভ। রাম ক্রোধপ্রদীপ্ত চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে, তুই রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে অনঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইবি। যিনি আকাশ হইতে চন্দ্রকে নিপাত করিতে পারেন, এবং সমুদ্র শোষণেও সমর্থ হন, তিনিই এ স্থান হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবেন। নীচ! তুই হতশ্রী হতবীর্য ও নির্জীব হইয়াছিস, তোর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; অতঃপর তোরই জন্য লংকা বিধবা হইবে। তুই আমাকে পতিপার্শ্ব হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছিস, তোর এই পাপকর্মের ফল কখন ভাল হইবে না। তেজস্বী রাম লক্ষ্মণের সহিত নির্ভয়ে বিক্রমে নির্ভর করিয়া সেই শূন্য দণ্ডকারণ্যে রহিয়াছেন। তিনিই শাণিত শরে তোর দেহ হইতে বলদর্প দূর করিবেন। যখন কালবশে মৃত্যু সন্নিহিত হয় তখন লোকে সকল কার্যে অসাবধান হইয়া উঠে। রাক্ষস! তোর অদৃষ্টে সেই কালই উপস্থিত, তুই আমার অবমাননা করিয়া সবংশে ধ্বংস হইবি। যজ্ঞমধ্যস্থ স্রুকভাণ্ডভূষিত মন্ত্রপূত বেদি কখন চণ্ডাল স্পর্শ করিতে পারে না। আমি ধর্মশীল রামের পতিব্রতা ধর্মপত্নী, তুই পাপী হইয়া কখনই আমায় স্পর্শ করিতে পারিবি না। যে হংসী রাজহংসের সহিত পদ্মবনে নিয়ত বিহার করিয়া থাকে, সে তৃণমধ্যস্থ জলবায়সকে কিরূপে দেখিবে? এক্ষণে এই দেহ অসাড় হইয়াছে, তুই বধ বা বন্ধন কর, আমি ইহা আর রক্ষা করিব না, এবং জগতে অসতী অপবাদও রাখিতে পারিব না। সীতা ক্রোধভরে এইরূপ কঠোর কথা কহিয়া নীরব হইলেন।

অনন্তর রাবণ এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ এবং উঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিল, সীতে! শুন, আমি আর দ্বাদশ মাস প্রতীক্ষা করিব; যদি তুমি এত দিনে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। রাবণ সীতার প্রতি এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, ক্রোধভরে রক্তমাংসাশী বিরূপ ঘোরদর্শন রাক্ষসীদিগকে কহিল, রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা শীঘ্রই ইহার দর্প চূর্ণ কর। তখন রাবণের আদেশমাত্র উহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীকে বেষ্টন করিল। অনন্তর ঐ মহাবীর পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতই যেন কয়েক পদ সঞ্চরণ করিয়া কহিল, রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোক বনে সতত বেষ্টনপূর্বক গোপনে রক্ষা কর, এবং কখন ঘোরতর তর্জন ও কখন বা

সান্ত্ববাক্যে বন্য করিণীর ন্যায় ইঁহাকে ক্রমশঃ বশে আনিয়ার চেষ্টা পাও।

রাক্ষসীরা রাবণের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া, জানকীকে লইয়া অশোক বনে গমন করিল। ঐ স্থানে ফলপুষ্পপর্ণ বহুল কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে, এবং উন্মত্ত বিহঙ্গেরা নিরন্তর কোলাহল করিতেছে। জানকী রাক্ষসীগণের বশবর্তিনী হইয়া ব্যাঘ্রীমধ্যে হরিণের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং পাশবদ্ধ মৃগীর ন্যায় যারপরনাই অসুখী হইলেন। ঐ সময় ঘোরচক্ষু রাক্ষসীরা তাঁহাকে তর্জনগর্জন করিতে লাগিল, এবং তিনিও ভয়শোকে বিহ্বল হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের চিন্তায় অচেতন হইয়া পড়িলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ এদিকে রাম মৃগরূপী মারীচকে সংহার করিয়া, সীতাকে দেখিবার জন্য আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। ঐ সময় শৃগালগণ রুক্ষস্বরে উঁহার পশ্চাদ্ভাগে চীৎকার করিতে লাগিল। রাম ঐ দারুণ রোমহর্ষণ রবে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া মনে করিলেন, যখন এই শৃগালেরা বিরাব করিতেছে, তখন নিঃসন্দেহ কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। বোধ হয়, নিশাচরগণ জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে! দুর্বৃত্ত মারীচ আমার অনিষ্ট চেষ্টায় আমারই কণ্ঠস্বর অনুকরণপূর্বক মায়ামৃগরূপে চীৎকার করিয়াছিল। যদি ঐ শব্দ লক্ষ্মণের কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তবে তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিবেন, কিংবা সীতাই অবিলম্বে তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।

যাহাই হউক, সীতাকে বধ করা রাক্ষসগণের প্রাণগত ইচ্ছা। এই নিমিত্ত মারীচ স্বর্ণের মৃগ হইয়া আমাকে দূরে আনিয়াছে এবং শরপ্রহারমাত্র রাক্ষস হইয়া, হা লক্ষ্মণ! মরিলাম, এই বলিয়া চীৎকার করিয়াছে। যে পর্যন্ত জনস্থানে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তদবধি রাক্ষসদিগের সহিত আমার শত্রুতা উপস্থিত। এক্ষণে আমরা আশ্রম হইতে আসিয়াছি, ঘোরতর দুর্নিমিত্তও দেখিতেছি, জানি না, অতঃপর সীতা কুশলে আছেন কি না।

রাম শৃগালরব শুনিয়া যারপরনাই চিন্তিত হইলেন, এবং মারীচ মৃগরূপে তাঁহাকে বহুদূর আনিয়াছে দেখিয়া, সভয়ে দীনমনে শীঘ্র আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে মৃগ ও পক্ষিগণ তাঁহার সন্নিহিত হইল, এবং তাঁহার বামভাগে থাকিয়া ঘোররবে বিরাব করিতে লাগিল। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিলেন, রাম দূরে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মণ তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। উভয়ে বিষণ্ণ এবং উভয়েই দুঃখিত। রাম তাঁহাকে সেই রাক্ষসপূর্ণ নির্জন অরণ্যে সীতাকে পরিত্যাগপূর্বক উপস্থিত দেখিয়া ভর্ৎসনা করিলেন, এবং তাঁহার বাম হস্ত ধারণ করিয়া, কাতরতার সহিত মধুর স্বরে কঠোরভাবে কহিলেন, লক্ষ্মণ! জানকীকে রাখিয়া আগমন করা তোমার অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। না জানি, এক্ষণে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। চতুর্দিকে যখন নানা প্রকার দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি, তখন নিঃসন্দেহ সীতা অপহৃত হইয়াছেন, কিংবা অরণ্যচারী রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। দেখ, পূর্ব দিকে মৃগ ও পক্ষিগণ ঘোরস্বরে চীৎকার করিতেছে, অতঃপর জানকী যে কুশলে আছেন, ইহা কোনও মতে আমার বিশ্বাস হয় না। মারীচ মৃগরূপে আমায় প্রলোভিত করিয়া বহুদূরে আইল, আমি বিশেষ পরিশ্রমে কথঞ্চিৎ তাহাকে বিনাশ করিলাম, সেও মৃত্যুকালে রাক্ষস হইল। তথাচ আমার মন বিষণ্ণ এবং একান্তই অপ্রসন্ন। বামচক্ষু স্পন্দন হইতেছে, বোধ হয়, যেন সীতা নাই; হয় কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, নয় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিম্বা তিনি পথে পথে ভ্রমিতেছেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মপরায়ণ রাম, লক্ষ্মণকে দীন ও সন্তোষহীন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! যিনি দণ্ডকারণ্যে আমার অনুসরণ করিয়াছেন, তুমি যাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক এ স্থানে আগমন করিলে, সেই জানকী এক্ষণে কোথায়? আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া, দীনমনে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি, আমার সেই দুঃখসহচরী জানকী এক্ষণে কোথায়? আমি যাঁহাকে চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া এক পলকও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, আমার সেই জীবনসহায় জানকী এক্ষণে কোথায়? বৎস! জানকী সুরকন্যারূপিণী ক্ষীণমধ্যা ও হেমবর্ণা, আমি তাঁহাকে ভিন্ন পৃথিবীর আধিপত্য কি ইন্দ্রত্ব কিছুই চাহি না। এক্ষণে যথার্থ বল, আমার সেই প্রাণাধিক কি জীবিত নাই? আমার এই বনবাস-ব্রত ত বিফল হইবে না? হা! জানকীর নিমিত্ত আমার মৃত্যু হইলে, এবং তুমি একাকী প্রতিগমন করিলে, কৈকেয়ী পুত্রের রাজ্যলাভে সিদ্ধসংকল্প ও সুখী হইবেন এবং মৃতবৎসা তপস্বিনী কৌশল্যাও বিনয়ের সহিত তাঁহার সেবা করিবেন। লক্ষ্মণ! যদি সেই সুশীলা জানকী জীবিত থাকেন, তবে আমি পুনরায় আশ্রমে যাইব, যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে আমিও প্রাণত্যাগ করিব। তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া,

হাস্যমুখে বাক্যালাপ না করিলেও আমি প্রাণে মরিব। বল, তিনি কি জীবিত আছেন? না তোমার অসাবধানতায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে? হা! জানকী অতি তরুণী ও সুকুমারী, ক্লেশ তাঁহার সহ্য হয় না; এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই আমার বিয়োগে যারপরনাই বিমনা হইয়া, শোক করিতেছেন। বৎস! কুটিল মারীচ, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করাতে তোমারও মনে কি ভয় জন্মিল? বোধ হয়, জানকী আমার অনুরূপ ঐ স্বর শুনিয়া শঙ্কিতমনে তোমায় প্রেরণ করিয়া থাকিবেন, তন্নিবন্ধন তুমিও শীঘ্র আমার দর্শনার্থ উপনীত হইলে। যাহাই হউক, সীতাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসা তোমার কর্তব্য হয় নাই। তুমি এই কার্যে নৃশংস রাক্ষসগণের অপকার করিতে অবসর দিয়াছ। ঐ ঘোর মাংসাশীরা খরের নিধনে অত্যন্ত দুঃখিত রহিয়াছে, এক্ষণে তাহারাই যে সীতাকে সংহার করিবে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। বীর! আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, এখন আর কি করিব, বোধ হয়, ভাগ্যে এইরূপই নির্দিষ্ট ছিল।

রাম এই প্রকারে সীতাসংক্রান্ত চিন্তায় অতিমাত্র কাতর হইয়া অনুজ লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করত দ্রুতপদে জনস্থানে যাইতে লাগিলেন। ক্ষুৎপিপাসা ও পরিশ্রমে তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম দুঃখাবেগে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! আমি যখন তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বনমধ্যে জানকীকে রাখিয়া আইলাম, তখন তুমি কি জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক এ স্থানে আগমন করিলে? আমি দূরে হইতে তোমায় সীতাশূন্য একাকী আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও ব্যথিত হইয়াছি। আমার বামনেত্র ও বামবাহু স্পন্দিত এবং হৃদয় নিরন্তর কম্পিত হইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ শোকাকুল রামকে দুঃখিতমনে কহিতে লাগিলেন, আর্য! আমি আপন ইচ্ছায় সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসি নাই। তিনি কঠোর বাক্যে আমায় প্রেরণ করিলেন, তজ্জন্যই আমি আপনার নিকট আগমন করিলাম। আপনি "হা লক্ষ্মণ! রক্ষা কর" এই কথা মুক্তস্বরে সুস্পষ্ট কহিয়াছিলেন; উহা জানকীর শ্রুতিগোচর হয়। তিনি সেই আর্তস্বর শুনিয়া সজলনয়নে ভীতমনে কেবল আপনারই স্নেহে বারংবার আমাকে নির্গত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতে লাগিলেন। তখন আমিও তাঁহার প্রত্যয় হইতে পারে, এইরূপ বাক্যে কহিলাম, দেবি! আর্যের মনে ভয় জন্মাইয়া দেয়, এইরূপ রাক্ষস আমি দেখিতেছি না। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, এই কণ্ঠস্বর আর্যের নহে, বোধ হয়, আর কাহারও হইবে। যিনি সুরগণকেও রক্ষা করিতে পারেন, "পরিত্রাণ কর" এই ঘৃণিত নীচ বাক্য তিনি কিরূপে বলিবেন? কেহ কোন কারণে তাঁহার অনুরূপ স্বরে এইরূপ কহিয়াছে। এক্ষণে তুমি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় দুঃখিত হইও না, উৎকণ্ঠা দূর কর, শান্ত হও। তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে, ত্রিলোকে এইরূপ লোক জন্মে নাই, জন্মিবেও না। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়।

অনন্তর জানকী মোহবশতঃ রোদন করিতে করিতে নিদারুণ বাক্যে কহিলেন, দুষ্ট! রাম বিনষ্ট হইলে তুই আমায় পাইবি, মনে মনে এই পাপ অভিসন্ধি

করিয়াছিস, কিন্তু তোর এই সংকল্প সিদ্ধ হইবে না। তুই নিশ্চয়ই ভরতের সংকেতে রামের অনুসরণ করিতেছিস, এই জন্য তাঁহার আর্তস্বর শুনিয়াও সন্নিহিত হইলি না। তুই প্রচ্ছন্নচারী শত্রু, এক্ষণে আমারই নিমিত্ত তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে ফিরিতেছিস। আর্য! জানকী এইরূপ কহিবামাত্র আমার অতিশয় ক্রোধ জন্মিল, নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন আমিও বিলম্ব না করিয়া আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

রাম লক্ষ্মণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্তমনে কহিলেন, বৎস! তুমি সীতা ব্যতীত এ স্থানে আগমন করিয়া অতিশয় কুকর্ম করিলে। আমি রাক্ষসগণকে নিবারণ করিতে পারি, ইহা জানিলেও জানকীর ক্রোধবাক্যে নির্গত হওয়া তোমার উচিত হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্তই অসন্তুষ্ট হইলাম। দেখ, সীতার নিয়োগে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার সম্পূর্ণই নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যে আমাকে মায়ামৃগরূপে আশ্রম হইতে দূরে আনিল, এখন সেই রাক্ষস আমার শরাঘাতে ভূতলে শয়ান। আমি শরাসনে শর সন্ধান ও ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া প্রহার করিলাম, সে তৎক্ষণাৎ মৃগদেহ বিসর্জনপূর্বক কেয়ূরধারী রাক্ষস হইল, এবং আমার স্বর অনুকরণ করিয়া কাতর বাক্যে সুস্পষ্ট চীৎকার করিল। বৎস! এক্ষণে ঐ শব্দেই তুমি জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানে আসিয়াছ।

ষষ্টিতম সর্গ॥ অনন্তর পথমধ্যে রামের বাম নেত্র স্ফুরিত সর্বাঙ্গ কম্পিত এবং পদস্খলন হইতে লাগিল। তিনি এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখিয়া, লক্ষ্মণকে বারংবার সীতার কুশল জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার আশয়ে একান্ত উৎসুক হইয়া দ্রুতগমনে চলিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ অদূরে। তিনি লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়া উহার সমীপদেশ শূন্য দেখিলেন, এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সীতার বিহারস্থানে গমন ও পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি উদ্বিগ্ন মনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং হস্তপদ ক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে হেমন্তে পদ্মশ্রীবিরহিত সরোবরের ন্যায় পর্ণকুটীর সীতাশূন্য রহিয়াছে; বৃক্ষসকল যেন রোদন করিতেছে; পুষ্পসমুদয় ম্লান এবং মৃগ ও পক্ষিগণ মৌন; আশ্রম একান্তই হতশ্রী ও বিপর্যস্ত, বনদেবতারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। এবং কুশ ও চর্ম বিকীর্ণ ও কাশনির্মিত কট চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত। তখন রাম কুটীর শূন্য দর্শন করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা! জানকীকে কি কেহ হরণ করিল, না তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি কি অন্তর্ধান করিলেন, না তাঁহার রুধিরে কেহ তৃপ্তি লাভ করিল; তিনি কি কোথাও প্রচ্ছন্ন আছেন, না বনে গিয়াছেন; তিনি কি ফল পুষ্প চয়নের জন্য নির্গত, না জল

আনয়নের নিমিত্ত নদী বা সরোবরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর রাম শোকে আরক্তনেত্র ও উন্মত্ত হইয়া, যত্নসহকারে সর্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া বিলাপ ও পরিতাপপূর্বক বৃক্ষ পর্বত এবং নদ

নদী সমস্ত পর্যটন করত এইরূপ জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কদম্ব! আমার প্রেয়সী তোমায় অতিশয় প্রীতি করেন, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। বিল্ব! যাঁহার স্তনযুগল শ্রীফলের তুল্য, সর্বাঙ্গ নবপল্লববৎ কোমল, এবং পরিধান পীত কৌষেয় বস্ত্র, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। করবীর! তুমি কৃশাঙ্গী জানকীর অত্যন্ত স্নেহের হইতেছ, এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না, বল। মরুবক! তুমি লতাসংকুল পল্লবাকীর্ণ ও পুষ্পপূর্ণ হইয়া অপূর্ব শোভা পাইতেছ, জানকীর উরুদ্বয় তোমারই ত্বকের ন্যায় সুদৃশ্য, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। তিলক! তুমি বৃক্ষপ্রধান, ভ্রমরেরা তোমার চতুর্দিকে গান করিতেছে, তুমি জানকীর অত্যন্ত আদরের বস্তু, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। অশোক! শোকনাশক! আমি শোকভরে হতচেতন হইয়া আছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নষ্ট কর। তাল! প্রেয়সীর স্তনযুগল সুপক্ক তাল ফলের তুল্য, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত কৃপা করিয়া বল। জম্বু! যদি তুমি সেই স্বর্ণবর্ণা সীতাকে জান, তবে নির্ভয়ে বল। কর্ণিকার! তুমি কুসুমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, সুশীলা জানকী তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বল।

রাম এইরূপে চূত পনস দাড়িম কদম্ব মহাশাল কুরব বকুল চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। ঐ সময় অরণ্য মধ্যে তাঁহাকে ভ্রান্ত ও উন্মত্তবৎ বোধ হইল। অনন্তর তিনি বন্য জন্তুগণকে সম্বোধনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, মৃগ! তুমি মৃগনয়না জানকীকে অবশ্যই জান, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি মৃগীগণের সঙ্গে আছেন? মাতঙ্গ! বোধ হয়, করিকরজঘনা জানকী তোমার পরিচিত, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বল। ব্যাঘ্র! আমার প্রিয়তমার মুখ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত অসঙ্কোচে বল, তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। কমললোচনে! তুমি কি কারণে ধাবমান হইতেছ, এই যে তোমাকে দেখিতে পাইলাম; তুমি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কেন আমার বাক্যে উত্তর দিতেছ না। দাঁড়াও, এক্ষণে একান্তই নির্দয় হইয়াছ, তুমি ত পূর্বে এইরূপ পরিহাস করিতে না, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা কর। প্রিয়ে! আমি তোমাকে পীতবর্ণ পট্টবসনে চিনিয়াছি, তুমি দ্রুতপদে যাইতেছ, তাহাও দেখিয়াছি, তোমার অন্তরে যদি স্নেহসঞ্চার থাকে, তবে থাক, আর যাইও না। না, ইনি চারুহাসিনী জানকী নহেন, মাংসাশী রাক্ষসগণ আমার অসমক্ষে নিশ্চয়ই তাঁহার অঙ্গ বিভাগপূর্বক ভক্ষণ করিয়াছে; নচেৎ এইরূপ ক্লেশে তিনি আমাকে কখন উপেক্ষা করিতেন না। হা! জানকীর নাসিকা কি সুদৃশ্য, দন্ত কি সুন্দর, এবং ওষ্ঠই বা কি মনোহর। তাঁহার সেই কুণ্ডলশোভিত পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম মুখখানি রাক্ষসের গ্রাসে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। তিনি আর্তরব করিতে লাগিলেন, আর নিশাচরেরা তাঁহার চন্দনবর্ণ স্বর্ণহারের যোগ্য কোমল গ্রীবা ভক্ষণ করিল। তাঁহার পল্লবমৃদু অলংকৃত হস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং অগ্রভাগে কম্পিত হইতে লাগিল, আর উহারা তাহা ভক্ষণ করিল। হা! আমি রাক্ষসগণেরই জন্য তরুণী সীতাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। তিনি স্বজন সত্ত্বেও যেন সঙ্গিহীনা ছিলেন। লক্ষ্মণ! তুমি কি আমার প্রেয়সীকে কোথাও দেখিয়াছ? হা প্রিয়ে! হা সীতে! তুমি কোথায় গমন করিলে?

রাম সীতার অন্বেষণপ্রসঙ্গে বনে বনে পর্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি কোথাও বেগে উত্থিত, কোথাও স্বতেজে ঘূর্ণ্যমান হইলেন এবং কোথাও বা একান্তই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি এইরূপ অবিশ্রান্তে বন পর্বত নদী ও প্রস্রবণসকল মহাবেগে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার আশা নিবৃত্তি হইল না। তিনি সীতার অনুসন্ধানার্থ পুনরায় গাঢ়তর পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ ॥ রাম অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণপূর্বক হাহাকার করিয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, ভাই! সীতা কোথায়? কোন্ দিকে গমন করিলেন? কে তাঁহাকে হরণ এবং কেই বা ভক্ষণ করিল? প্রিয়ে! তুমি যদি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে আমাকে পরিহাস করিবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে ক্ষান্ত হও, আমি একান্ত দুঃখিত হইয়াছি, শীঘ্রই আমার নিকট আইস। তুমি যে-সকল সরল মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে, ঐ তাহারা তোমার বিরহে সজলনয়নে চিন্তা করিতেছে। ভাই! আমার জানকী নাই, আমি আর বাঁচিব না। পিতা পরলোকে নিশ্চয়ই আমাকে সীতাহরণশোকে বিনষ্ট দেখিবেন, এবং কহিবেন, আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া তোমায় বনবাস দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইতে কি নিমিত্ত এ স্থানে আমার নিকট আগমন করিলে? লক্ষ্মণ! এই অপরাধে পিতা এই স্বেচ্ছাচার মিথ্যাবাদী ও নীচকে নিশ্চয়ই ধিক্কার করিবেন। জানকি! আমি তোমারই অধীন অতিদীন শোকাকুল ও হতাশ; কীর্তি যেমন কপটকে, সেইরূপ তুমি আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও? প্রিয়ে! ত্যাগ করিও না। ত্যাগ করিলে আমি নিশ্চয়ই মরিব। রাম সীতার দর্শনকামনায় বারংবার এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তিনি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

তখন লক্ষ্মণ বহুল পঙ্কে নিমগ্ন হস্তীর তুল্য রামকে শোকে অতিশয় অবসন্ন দেখিয়া শুভসংকল্পে কহিতে লাগিলেন, ধীর! বিষণ্ণ হইবেন না, আসুন অতঃপর দুই জনে যত্ন করি। ঐ অদূরে কন্দরশোভিত গিরিবর, অরণ্য পর্যটন জানকীর একান্তই প্রিয়; এক্ষণে বোধ হয়, তিনি বনে গিয়াছেন; কুসুমিত সরোবর বা মৎস্যবহুল বেতসসঙ্কুল নদীতে গমন করিয়াছেন; কিংবা আমরা কি প্রকার অনুসন্ধান করি ইহা জানিবার আশয়ে ভয় প্রদর্শনের জন্য কোথাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। আর্য! শোক করিবেন না, এক্ষণে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। যদি মত হয়, ত সমস্ত বনই দেখি।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত সীতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শৈল কানন সরিৎ সরোবর এবং ঐ পর্বতের শিলা ও শিখর সমস্তই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও সীতার সাক্ষাৎকার পাইলেন না। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি এই পর্বতে জানকীর দর্শন পাইলাম না। লক্ষ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে কহিলেন, আর্য! মহাবল বিষ্ণু যেমন বলিকে বন্ধনপূর্বক পৃথিবী অধিকার করেন, তদ্রূপ আপনিও এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন।

তখন রাম দুঃখিতমনে দীনবচনে কহিলেন, বৎস! বন, প্রফুল্লসরোজ

সরোবর এবং এই শৈলের কন্দর ও নির্ঝর সমস্তই ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোথাও প্রাণাধিক জানকীকে পাইলাম না।

অনন্তর রাম কৃশ দীন ও শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিতে করিতে মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া গেল, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইল। তখন তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বাষ্পগদগদ বাক্যে "হা প্রিয়ে!" কেবল এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিনীত লক্ষ্মণ কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ স্বজনবৎসলকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাম তাঁহার বাক্যে অনাদর করিলেন, এবং সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ কমললোচন রাম শোকে হতজ্ঞান এবং অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইলেন। তিনি ভ্রান্তিক্রমে জানকীকে যেন দেখিতে পাইলেন এবং বাষ্পকণ্ঠে কথঞ্চিৎ এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! কুসুমে তোমার বিশেষ অনুরাগ, তুমি আমার শোক উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত অশোকশাখায় আবৃত হইয়া আছ। তোমার উরুযুগল কদলীকাণ্ডসদৃশ, উহা কদলীতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছ বটে, কিন্তু কিছুতে গোপন করিতে পারিলে না, আমি সুস্পষ্টই উহা দেখিতে পাইলাম। জানকি! তুমি কৌতুকচ্ছলে কর্ণিকার বনে লুকাইয়াছ, কিন্তু একের উপহাস অন্যের প্রাণনাশ, এক্ষণে ক্ষান্ত হও, ইহা আশ্রমের ধর্ম নহে। তুমি যে কৌতুকপ্রিয়, আমি তাহা বিলক্ষণ বুঝিলাম। বিশাললোচনে! আইস, তোমার এই পর্ণকুটীর শূন্য রহিয়াছে।

লক্ষ্মণ! বোধ হয়, রাক্ষসেরা জানকীকে হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে, নচেৎ তিনি আমাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া কখন উপেক্ষা করিতেন না। এই মৃগযূথই আমার অনুমান সজলনয়নে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। জানকি! সাধ্বি! কোথায় গমন করিলে? হা! আজ কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হইল। আমি সীতার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সীতা ব্যতীত কি প্রকারে শূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব। বৎস! অতঃপর লোকে আমাকে নির্দয় ও নির্বীর্য বোধ করিবে। আমার যে কিছুমাত্র বীরত্ব নাই, জানকীর বিনাশে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে বনবাস হইতে প্রতিগমন করিলে, রাজা জনক আমায় কুশল জিজ্ঞাসিতে আসিবেন, তৎকালে আমি কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তিনি আমার সীতাকে না দেখিলে নিশ্চয়ই তাঁহার বিনাশশোকে বিমোহিত হইবেন। হা! পিতাই ধন্য, তাঁহাকে আর এ যন্ত্রণা সহিতে হইল না। ভাই! বল, এক্ষণে আমি সেই ভরতরক্ষিত অযোধ্যায় কিরূপে যাইব। সীতা ব্যতীত স্বর্গও আমার পক্ষে শূন্য বোধ হইবে। আমি সীতাকে না পাইলে আর কোনক্রমে প্রাণধারণ করিতে পারিব না। অতঃপর তুমি আমাকে এই অরণ্যে পরিত্যাগপূর্বক প্রতিগমন কর। গিয়া ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক আমার কথায় বলিও, রাম অনুজ্ঞা দিয়াছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন কর। বৎস! তুমি ভরতকে এই কথা বলিয়া কৈকেয়ী সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে আমার আদেশে ক্রমান্বয়ে অভিবাদন করিও। আমার আজ্ঞা পালনে তোমার অমনোযোগ নাই, অতএব সর্বপ্রযত্নে আমার জননীকে রক্ষা করিও এবং আমার ও জানকীর বিনাশবৃত্তান্ত তাঁহার সমক্ষে সবিস্তরে কহিও।

রাম এইরূপে বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং মনও একান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ রাম শোক ও মোহে নিপীড়িত এবং বিষাদে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক লক্ষ্মণকে অধিকতর বিষণ্ণ করিয়া দীনমনে সজলনয়নে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! বোধ হয়, আমার তুল্য কুকর্মী পৃথিবীতে আর নাই। দেখ, শোকের পর শোক অবিচ্ছেদে আমার হৃদয় ও মন বিদীর্ণ করিতেছে। পূর্বে আমি অনেক বার ইচ্ছামত পাপ করিয়াছি, আজ তাহারই বিপাক উপস্থিত, এবং তজ্জন্যই আমাকে দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হইতেছে। আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি, স্বজনবিয়োগ, জননীবিরহ ও পিতাব মৃত্যু ভাগ্যে সমস্তই ঘটিয়াছে; এক্ষণে তৎসমুদয় মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া আমার এই শোকবেগ পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ভাই! বনে আসিয়া সকল দুঃখই শরীরে জুড়াইয়াছিলাম, কিন্তু জানকীবিচ্ছেদে কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগবৎ আজ আবার সেইগুলি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। হা! রাক্ষসেরা যখন জানকীরে হরণ করে, তখন সেই কলকণ্ঠী ভীত হইয়া আকাশপথে নিরবচ্ছিন্ন অস্পষ্টস্বরে না জানি কতই রোদন করিয়াছেন। তাঁহার বর্তুল স্তনযুগল সতত রমণীয় হরিচন্দনরাগে রঞ্জিত থাকিত, এক্ষণে বোধ হয়, তাহা শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখ, আমার এখনও মৃত্যু হইল না। যে মুখে কুটিলকেশভার শোভা পাইত এবং মৃদু কোমল ও সুস্পষ্ট কথা নির্গত হইত, এক্ষণে তাহা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। হা! বোধ হয়, শোণিতলোলুপ রাক্ষসেরা সেই পতিপ্রাণার হারশোভিত গ্রীবা নির্জনে ছিন্নভিন্ন করিয়া রুধির পান করিয়া থাকিবে। আমি আশ্রমে ছিলাম না, ইত্যবসরে উহারা তাঁহাকে বেষ্টনপূর্বক আকর্ষণ করে, আর সেই আকর্ণলোচনা দীনা কুররীর ন্যায় আর্তরব করিয়া থাকিবেন। বৎস! তাঁহার স্বভাব অতি উদার, পূর্বে তিনি এই শিলাতলে আমার পার্শ্বে বসিয়া, মধুর হাস্যে তোমার কথা কতই কহিতেন। এক্ষণে আইস, আমরা উভয়ে তাঁহার অনুসন্ধান করি, আমার বোধ হয়, তিনি এই সরিদ্বরা গোদাবরীতে গমন করিয়াছেন। এই নদী তাঁহার একান্তই প্রিয়। কিম্বা সেই পদ্মপলাশনয়না পদ্ম আনয়নার্থ কোন সরোবরে গিয়াছেন, অথবা এই বিহঙ্গসঙ্কুল পুষ্পিত বনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; না, অসম্ভব, তিনি ভয়ে একাকী কখন কোথাও যাইবেন না। সূর্য! তুমি লোকের কার্যাকার্য সমস্তই জান, তুমি সত্যমিথ্যার সাক্ষী; এক্ষণে বল, আমার প্রিয়তমা জানকী কোথায় গিয়াছেন? বায়ু! তুমি নিরন্তর ত্রিলোকের বৃত্তান্ত বিদিত হইতেছ, এক্ষণে বল, সেই কুলপালিনীর কি মৃত্যু হইল? কি কেহ তাঁহাকে হরণ করিল? না তুমি তাঁহাকে কোন পথে দেখিয়াছ?

তখন ন্যায়পর তেজস্বী লক্ষ্মণ রামকে শোকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া প্রবোধবাক্যে কহিলেন, আর্য! আপনি শোক পরিত্যাগপূর্বক ধৈর্যাবলম্বন করুন এবং জানকীর অন্বেষণার্থ সবিশেষ উৎসাহী হউন। দেখুন উৎসাহশীল লোক অতি দুষ্কর কার্যেও অবসন্ন হন না।

রাম প্রবলপৌরুষ লক্ষ্মণের এই কাতর বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ধৈর্যলোপ হইল এবং তিনি যারপরনাই দুঃখিত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম দীনবচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি শীঘ্র গোদাবরীতে গিয়া জান, জানকী পদ্ম আনিবার জন্য তথায় গিয়াছেন কি না।

লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র ত্বরিতপদে পুনরায় তীর্থপূর্ণ সুরম্য গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং উহার সর্বত্র অনুসন্ধানপূর্বক অবিলম্বে রামের নিকট আসিয়া কহিলেন, আর্য, আমি সীতাকে গোদাবরীর কোন তীর্থেই দেখিলাম না, ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না, জানি না, এক্ষণে সেই ক্লেশনাশিনী কোথায় গিয়াছেন।

অনন্তর রাম অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, স্বয়ংই গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং জানকীর কথা তথাকার সকলকেই জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ নদী এবং অন্যান্য প্রাণী, বধ্য রাবণ যে সীতা হরণ করিয়াছে, তাহা উঁহার নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। তখন রাম শোকাকুল হইয়া, ঐ নদীকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন, জীবজন্তুগণও উহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু গোদাবরী কোনমতে কিছুই কহিল না। তৎকালে দুরাত্মা রাবণের রূপ ও কর্ম চিন্তা করিয়া তাহার মনে অতিশয় ভয় জন্মিল, তন্নিবন্ধন সে কিছুই কহিল না।

তখন রাম হতাশ হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই গোদাবরী সীতাসংক্রান্ত কোন কথাই কহিল না। এক্ষণে আমি রাজা জনকের সন্নিধানে গিয়া কি বলিব, এবং জানকীকে হারাইয়া জননীকেই বা কিরূপে অপ্রিয় কথা শুনাইব। লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনের ফলমূলে প্রাণ রক্ষা করিতেছি, এ সময় জানকীই আমার শোক দূর করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কোথায় গমন করিলেন? আমি জ্ঞাতিহীন, সীতারও আর দর্শন নাই, অতঃপর নিদ্রাবিরহে রজনী নিশ্চয়ই আমার পক্ষে অতি দীর্ঘ বোধ হইবে। বৎস! যদি সীতা লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে এখন মন্দাকিনী জনস্থান এবং এই প্রস্রবণ শৈল সমস্তই পর্যটন করি। ঐ দেখ, মৃগেরা বারংবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, উহাদের আকার-ইঙ্গিতে অনুমান হয়, যেন উহারা আমাকে কোন কথা কহিবে।

অনন্তর রাম ঐ সমস্ত মৃগকে লক্ষ্য করিয়া বাষ্পগদগদবাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, মৃগগণ! জানকী কোথায়? মৃগেরা এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল, এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া আকাশ প্রদর্শন ও সীতাকে যে পথে লইয়া গিয়াছে, তথায় গমনাগমনপূর্বক রামকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ মৃগেরা যে নিমিত্ত পথ ও আকাশ দেখাইয়া দিতেছে এবং যে নিমিত্ত নিনাদ ছাড়িয়া ধাবমান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি উহাদের বাক্যস্থানীয় ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া রামকে কহিলেন, দেব! আপনি জানকীর কথা জিজ্ঞাসিলে মৃগেরা সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক দক্ষিণ দিক ও তদভিমুখী পথ দেখাইয়া দিতেছে; ভাল, আসুন, আমরা এ দিকেই যাই। হয়ত, এবারে আমরা জানকীর কোন চিহ্ন বা তাঁহাকেই পাইব।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহারই সমভিব্যাহারে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করত দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। উঁহারা জানকীসংক্রান্ত কথার প্রসঙ্গ করিয়া গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন, পথের এক স্থলে অনেকগুলি পুষ্প পতিত আছে। তদ্দর্শনে মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে দুঃখিত বাক্যে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি কাননে জানকীকে যে-সকল পুষ্প দিয়াছিলাম,

তিনি কবরীতে যাহা বন্ধন করিয়াছিলেন, চিনিয়াছি, এইগুলি সেই পুষ্প। বোধ হয়, বায়ু সূর্য ও যশস্বিনী পৃথিবী আমার উপকারার্থ এই সমস্ত রক্ষা করিতেছেন।

রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া প্রস্রবণকে জিজ্ঞাসিলেন, পর্বত! আমি জানকীশূন্য হইয়াছি, তুমি কি এই সুরম্য কাননে সেই সর্বাঙ্গসুন্দরীকে দেখিয়াছ? পরে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি তর্জনগর্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে কহিলেন, তুই সেই স্বর্ণবর্ণা হেমাঙ্গীরে দেখাইয়া দে, নচেৎ আমি তোর শৃঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিব। তৎকালে প্রস্রবণ যেন সীতাকে দেখাইয়াও দেখাইল না। তখন রাম পুনর্বার কহিলেন, পর্বত! তুই এখনই আমার শরাগ্নিতে ছারখার হইবি। তোর বৃক্ষ পল্লব ও তৃণ কিছুই থাকিবে না, এবং সর্বাংশে লোকের অসেব্য হইয়া রহিবি। তিনি প্রস্রবণকে এই বলিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আজ যদি এই নদী সেই চন্দ্রাননার কথা না বলে, তবে ইহাকেও শুষ্ক করিয়া ফেলিব।

রাম নেত্রজ্যোতিতে সমস্ত দগ্ধ করিবার সংকল্পেই যেন রোষভরে লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাক্ষসের বিস্তীর্ণ পদচিহ্নপরম্পরা দেখিতে পাইলেন। সীতা নিশাচর কর্তৃক অনুসৃত ও ভীত হইয়া রামের কামনায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছিলেন, তাঁহার পদচিহ্নও দেখিলেন, এবং ভগ্ন ধনু তূণীর ও চূর্ণ রথও প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি এই সমস্ত দেখিয়া, ব্যস্তসমস্ত চিত্তে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, জানকীর অলংকারসংক্রান্ত স্বর্ণবিন্দু ও কণ্ঠের বিচিত্র মাল্য রহিয়াছে, এবং কনকবর্ণ শোণিতে ধরাতলও আচ্ছন্ন আছে। বোধ হয়, কামরূপী রাক্ষসেরা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। এই স্থানে দুইটি নিশাচর তাঁহার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। ঐ দেখ, মুক্তাখচিত মণিমণ্ডিত রমণীয় ধনু ভগ্ন ও পতিত আছে; এই তরুণসূর্যপ্রকাশ বৈদূর্যগুটিকাযুক্ত কাঞ্চন কবচ ছিন্নভিন্ন এবং ঐ শতশলাকাসম্পন্ন মাল্যসমলংকৃত ভগ্নদণ্ড ছত্র রহিয়াছে। এই সমস্ত হেমবর্মজড়িত পিশাচমুখ ভীমমূর্তি বৃহৎ খর নিহত হইয়াছে; এই দীপ্ত পাবকতুল্য উজ্জ্বল সমরধ্বজ, ঐ সাংগ্রামিক রথ ভগ্ন হইয়া বিপরীতভাবে পতিত আছে; এই সুদীর্ঘফলক কনকশোভী ভীষণ শর; ঐ শরপূর্ণ তূণীর, এবং এই সারথিও বল্গা ও কষা হস্তে শয়ান রহিয়াছে। বৎস! এ-সকল কাহার? রাক্ষস না দেবতার? যে পদচিহ্ন দেখিলাম, উহা পুরুষের, নিশ্চয়ই কোন নিশাচরের হইবে। ঐ ক্রূরহৃদয় পামরগণের সহিত আমার সাঙ্ঘাতিক ও আত্যন্তিকই শত্রুতা হইয়াছিল। এক্ষণে উহারা হয় জানকীরে অপহরণ, নয় ভক্ষণ করিয়াছে। হা! ধর্ম এই মহারণ্যে সীতাকে রক্ষা করিলেন না এবং দেবগণও আমার শুভচিন্তায় বিমুখ হইলেন!

বৎস! যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন, যিনি দয়াশীল ও বীর, লোকে মোহবশতঃ তাঁহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারে। আমি মৃদুস্বভাব কৃপাপরতন্ত্র লোকহিতার্থী ও নির্দোষ, অতঃপর সুরগণ নিশ্চয় আমাকে নির্বীর্য বোধ করিবেন। আমার যে-সকল গুণ আছে, ভাগ্যক্রমে সেগুলিও দোষে পরিণত হইল। এক্ষণে প্রলয়ের সূর্য যেমন জ্যোৎস্না লুপ্ত করিয়া উদিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ আমার তেজ গুণসমুদয় ধ্বংস করিয়া প্রকাশ হইবে। আজ যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব পিশাচ কিন্নর ও মনুষ্যেরা সুখী হইতে পারিবে না। আজ আমি

নভোমণ্ডল শরপূর্ণ করিয়া, ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিশ্চেষ্ট করিব; গ্রহগণের গতিরোধ ও চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিব; সূর্য ও অগ্নির জ্যোতি নষ্ট করিয়া, সমুদয় ঘোর অন্ধকারে আবৃত করিব; গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ ও জলাশয় শুষ্ক করিয়া ফেলিব; তরুলতাগুল্ম ছিন্নভিন্ন ও মহাসমুদ্রকেও এককালে নির্মূল করিব। বৎস! যদি দেবগণ পূর্ববৎ কুশলিনী সীতাকে আমায় অর্পণ না করেন, তিনি হৃত বা মৃতই হউন, যদি এখন তাঁহাকে না দেন, তবে আমি সমস্ত সংসারই ছারখার করিব। এই মুহূর্তেই সকলে আমার বলবীর্যের পরিচয় পাইবে। গগনতলে আর কেহই সঞ্চরণ করিতে পারিবে না; জগৎ আকুল হইয়া মর্যাদা লঙ্ঘন করিবে; এবং সুরগণও আমার সুদূরগামী শরসমূহের বল প্রত্যক্ষ করিবেন। লক্ষ্মণ! এইরূপে আমার ক্রোধে ত্রিলোক উৎসন্ন হইলে উঁহারা দৈত্য পিশাচ ও রাক্ষসের সহিত নষ্ট হইবেন এবং আমার দুর্নিবার শরে উঁহাদের সকলেরই লোক খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে।

মহাবীর রাম এই বলিয়া, কটিতটে বল্কল ও চর্ম পরিবেষ্টনপূর্বক জটাভার বন্ধন করিলেন। তাঁহার নেত্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ত্রিপুরবিনাশকালে রুদ্রের মূর্তি যেমন শোভা পাইয়াছিল, তাঁহার মূর্তি তদ্রূপই সুশোভিত হইল। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের হস্ত হইতে শরাসন গ্রহণ ও সুদৃঢ় মুষ্টি দ্বারা ধারণ করিয়া, উহাতে ভুজঙ্গভীষণ প্রদীপ্ত শর সন্ধান করিলেন এবং যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রোষাবিষ্ট হইয়াছি, জরা মৃত্যু কাল ও দৈবকে যেমন কেহই নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমাকেও আজ কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ রাম প্রলয়াগ্নির ন্যায় লোকক্ষয়ে উদ্যত হইয়া সগুণ শরাসন নিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং পুনঃপুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার মূর্তি যুগান্তে বিশ্বদহনার্থী ভগবান রুদ্রের ন্যায় অতিশয় ভীষণ হইয়াছে। পূর্বে লক্ষ্মণ তাঁহার এই প্রকার ভাব কখন দর্শন করেন নাই। তিনি উঁহাকে ক্রোধে আকুল দেখিয়া, শুষ্কমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য! আপনি অগ্রে মৃদুস্বভাব দুশ্চেষ্টাশূন্য ও সকলের শ্রেয়ার্থী ছিলেন, এক্ষণে রোষবশে প্রকৃতি বিসর্জন করা ভবাদৃশ লোকের উচিত হইতেছে না। যেমন চন্দ্রের শ্রী, সূর্যের প্রভা, বায়ুর গতি ও পৃথিবীর ক্ষমা আছে, সেইরূপ আপনার উৎকৃষ্ট যশ নিয়তই রহিয়াছে। অতএব একের অপরাধে লোক নষ্ট করা আপনার কর্তব্য হইতেছে না। ঐ একখানি সুসজ্জিত সাংগ্রামিক রথ পতিত দেখিতেছি। জানিতেছি উহা কে কি জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই স্থানটিও অশ্বখুরে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতবিন্দুতে সিক্ত, দেখিলে বোধ হয়, যেন এখানে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধ একজন রথীর, দুই জনের হইতে পারে না। আর এই স্থানে বহু সৈন্যের পদচিহ্নও দেখিতেছি না। সুতরাং এক জনের অপরাধে বিশ্ব সংহার করা আপনার উচিত নহে। শান্তস্বভাব ভূপালগণ দোষানুরূপই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। আর্য! আপনি নিয়তকাল লোকের গতি ও আশ্রয় হইয়া আছেন, এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি আপনার স্ত্রীবিনাশ সৎ বিবেচনা করিবে। যেমন ঋত্বিকেরা যজমানের অনিষ্ট করিতে পারেন না, তদ্রূপ নদী, পর্বত, সমুদ্র এবং দেবদানব

ও গন্ধর্বেরাও আপনার অপ্রিয় আচরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এক্ষণে আপনি ধনুর্ধারণপূর্বক আমার ও ঋষিগণের সহিত সেই ভার্যাপহারী শত্রুর অনুসন্ধান করুন। যাবৎ তাহার দর্শন না পাইতেছি, তাবৎ আমরা সাবধানে সমুদ্র, পর্বত, বন, ভীষণ গুহা, বিবিধ সরোবর এবং দেবলোক ও গন্ধর্বলোক অন্বেষণ করিব। যদি সুরগণ শান্তভাবে আপনার পত্নী প্রদান না করেন, তবে আপনি যেরূপ বিবেচনা হয়, করিবেন। যদি আপনি সদ্ব্যবহার, সন্ধি, বিনয় ও নীতিবলে জানকীরে না পান, তবে স্বর্ণপুঙ্খ বজ্রসার শরজালে সমস্তই উৎসন্ন করিবেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ রাম শোকাকুল ও বিমোহিত, ক্ষীণ ও বিমনা হইয়া অনাথের ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ তাঁহার চরণ গ্রহণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য! যেমন দেবগণ অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহীপাল দশরথ অনেক তপস্যা ও যাগযজ্ঞে আপনাকে পাইয়াছেন। আমি ভরতের নিকট শুনিয়াছি, তিনি আপনার গুণে বদ্ধ হইয়া, আপনারই বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে এই যে দুঃখ উপস্থিত, আপনিও যদি ইহাতে কাতর হন, তবে সহিষ্ণুতা কি সামান্য অসার লোকে সম্ভবপর হইবে? অতঃপর আশ্বস্ত হউন, বিপদ কাহার না ঘটিয়া থাকে। ইহা অগ্নিবৎ স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তিরোহিত হয়। ফলতঃ শরীরী জীবের পক্ষে ইহা যে একটি নৈসর্গিক ঘটনা, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দেখুন, রাজা যযাতি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার অধোগতি হইল। আমাদের কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের এক শত পুত্র জন্মে, কিন্তু এক দিবসে আবার নষ্ট হইয়া গেল। যিনি জগতের মাতা ও সকলের পূজনীয়, সেই পৃথিবী সময়ে সময়ে কম্পিত হন এবং যাঁহারা সাক্ষাৎ ধর্ম, বিশ্বের চক্ষু ও সকলের আশ্রয়, সেই মহাবল চন্দ্র-সূর্যও রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ কি মহৎ জীব কি দেবতা সকলকে বিপদ সহ্য করিতে হয়। শুনা যায় যে, ইন্দ্রাদি সুরগণও সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি আর ব্যাকুল হইবেন না। যদি জানকীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, যদি কেহ তাঁহাকে বিনাশও করিয়া থাকে, তথাচ আপনি সামান্য লোকের ন্যায় শোক করিবেন না। যাঁহারা আপনার তুল্য সর্বদর্শী এবং যাঁহারা অকাতরে তত্ত্ব নির্ণয় করেন, তাঁহারা অতি বিপদেও ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি বুদ্ধিবলে কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করুন। ধীমান মহাত্মারা শুভাশুভ সমস্তই অবগত হন। যাহার গুণ দোষ অপ্রত্যক্ষ, যাহার ফল অনির্ণেয়, সেই কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত সুখদুঃখ উৎপন্ন হয় না। বীর! পূর্বে আপনিই আমাকে অনেক বার এইরূপ কহিয়াছেন। এক্ষণে আপনাকে আর কে উপদেশ দিবে, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও সমর্থ হন না। আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করা দেবগণের অসাধ্য। আপনার যে জ্ঞান শোকে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমি কেবল তাহারই উদ্বোধন করিতেছি। আপনি লৌকিক ও অলৌকিক এই উভয় প্রকার শক্তি অধিকার করিতেছেন, এক্ষণে তাহা আলোচনা করিয়া শত্রুবধে যত্নবান হউন। সর্বসংহার আবশ্যক কি; যে প্রকৃত বৈরী, তাহাকেই নষ্ট করুন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ সারগ্রাহী রাম লক্ষ্মণের যুক্তিসংগত বাক্যে সম্মত হইলেন, এবং প্রবৃদ্ধ ক্রোধ সংবরণ করিয়া বিচিত্র শরাসনে শরীরভার অর্পণপূর্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমরা কি করিব, কোথায় যাইব, এবং কোন্ উপায়েই বা এই স্থানে জানকীর দর্শন পাইব, চিন্তা কর।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য! এইটি জনস্থান, বহু রাক্ষসে পরিপূর্ণ ও বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ। এ স্থানে গিরিদুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণ ও মৃগসঙ্কুল ভীষণ গুহা দৃষ্ট হইতেছে, এবং কিন্নর ও গন্ধর্বেরাও বাস করিতেছেন। এক্ষণে আমরা এই সমস্ত স্থান বিশেষ যত্নে অনুসন্ধান করি। দেখুন, বিপদ উপস্থিত হইলে ভবাদৃশ বুদ্ধিমান বায়ুবেগে অচলের ন্যায় অটলই থাকেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ সমস্ত বনে পর্যটন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এক স্থলে গিরিশৃঙ্গাকার জটায়ু রুধিরে লিপ্ত হইয়া পতিত আছেন। তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই দুরাত্মা আমার জানকীরে ভক্ষণ করিয়াছে। এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, পক্ষিরূপে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে এবং আকর্ণলোচনা সীতাকে ভক্ষণপূর্বক এই স্থানে সুখে রহিয়াছে। এক্ষণে আমি সরলগামী সুতীক্ষ্ম শরে ইহারে সংহার করিব।

এই বলিয়া রাম কোদণ্ডে ক্ষুরধার শর সন্ধানপূর্বক ক্রোধভরে সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবী কম্পিত করতই যেন উহার দর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি নিকটস্থ হইলে, জটায়ু সফেন শোণিত উদ্গারপূর্বক দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, আয়ুষ্মন্! তুমি এই মহারণ্যে মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় যাহার অন্বেষণ করিতেছ, মহাবল রাবণ আমার প্রাণের সহিত সেই দেবীকে হরণ করিয়াছে। তিনি অরক্ষিত ছিলেন, এই অবসরে ঐ দুর্বৃত্ত আসিয়া তাঁহাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতেছে, আমি দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ নিকটস্থ হইলাম এবং রাবণকেও ভূতলে ফেলিয়া দিলাম। রাম! এই তাঁহার ধনু ও শর ভাঙিয়াছি, ঐ সাংগ্রামিক রথ ও ছত্র চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি এবং এই সারথিকে পক্ষাঘাতে নিহত করিয়াছি। আমি যখন যুদ্ধে একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তখন সে আমার পক্ষছেদন-পূর্বক সীতাকে গ্রহণ করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল। বৎস! রাক্ষস একবার আমাকে প্রহার করিয়াছে, তুমি আর আমাকে মারিও না।

রাম বিহগরাজ জটায়ুর মুখে সীতাসংক্রান্ত প্রিয় সংবাদ পাইয়া দ্বিগুণ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং শরাসন বিসর্জন ও অবশ দেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্বক রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণও একাকী লতাকণ্টকসঙ্কুল পথের এক পার্শ্বে পড়িয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ক্রন্দন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে রাম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সুধীর হইলেও কহিতে লাগিলেন, বৎস! রাজ্যনাশ, বনবাস, সীতাবিয়োগ ও জটায়ুর মৃত্যু, ভাগ্যে সমস্তই ঘটিল। বলিতে কি, আমার ঈদৃশী অলক্ষ্মী অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে। যদি আজ আমি পূর্ণ সমুদ্রেও প্রবেশ করি, ঐ অলক্ষ্মীপ্রভাবে তাহাও শুষ্ক হইবে। হা! যখন আমি এইরূপ বিপদজালে জড়িত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা হতভাগ্য বুঝি এই জগতে আর নাই। বৎস! এক্ষণে আমারই ভাগ্যদোষে এই পিতৃবয়স্য জটায়ুরও মৃত্যু হইল।

এই বলিয়া রাম পিতৃনির্বিশেষস্নেহে ঐ ছিন্নপক্ষ শোণিতলিপ্ত জটায়ুর সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে গ্রহণপূর্বক আমার প্রাণসমা জানকী কোথায় আছেন, মুক্তকণ্ঠে এই বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম লোকবৎসল লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই বিহগরাজ আমারই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধে রাক্ষস-হস্তে নিহত হইলেন। ইঁহার স্বর ক্ষীণ হইয়াছে, দেহে প্রাণ অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে এবং ইঁনি বিকল দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন। জটায়ু! যদি আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার শক্তি থাকে, ত বল, কিরূপে তোমার এই দশা ঘটিল? আমি রাবণের কি অপকার করিয়াছিলাম, কি কারণেই বা সে জানকীরে হরণ করিল? জানকী কি কহিলেন? তাঁহার শশাঙ্কসুন্দর মনোহর মুখখানিই বা কিরূপ ছিল? রাবণের বল কিরূপ? আকার কি প্রকার? সে কি করে? এবং কোথায়ই বা বাস করিয়া থাকে?

তখন ধর্মশীল জটায়ু রামকে অনাথবৎ এইরূপ জিজ্ঞাসিতে দেখিয়া অস্ফুটবাক্যে কহিলেন, বৎস! দুরাত্মা রাবণ মায়াবলে বাত্যা ও দুর্দিন সংঘটিত করিয়া আকাশপথে জানকীকে লইয়া গেল। আমি যুদ্ধে নিতান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, ঐ সময় সে আমার পক্ষচ্ছেদনপূর্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাম! আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে, এবং আমি উশীর-কৃতকেশ স্বর্ণবৃক্ষ দর্শন করিতেছি। বৎস! দুর্বৃত্ত রাবণ যে মুহূর্তে জানকীকে হরণ করে, উহার নাম বিন্দ। উহার প্রভাবে নষ্ট ধন শীঘ্র অধিকারীর হস্তগত হয় এবং শত্রু বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু তৎকালে রাবণ ইহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। অতএব বৎস! জানকীর জন্য দুঃখিত হইও না। তুমি যুদ্ধে শত্রু সংহার করিয়া শীঘ্রই তাঁহারে পাইবে।

মৃতকল্প জটায়ু বিমোহিত না হইয়া এইরূপ কহিতেছিলেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার মুখ হইতে মাংসের সহিত অনবরত শোণিত উদ্গার হইতে লাগিল। বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভ্রাতা—কথা শেষ না হইতেই কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। রাম কৃতাঞ্জলিপুটে 'বল বল' এই বাক্যে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। দুর্লভ প্রাণ তৎক্ষণাৎ জটায়ুর দেহ পরিত্যাগ করিল, মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, চরণ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি অঙ্গ প্রসারণপূর্বক শয়ন করিলেন।

তাম্রলোচন পর্বতাকার জটায়ুর মৃত্যু হইলে, রাম যারপরনাই দুঃখিত হইয়া, করুণ বাক্যে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! যিনি বহুকাল এই রাক্ষসনিবাস দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন, আজ তিনিই দেহত্যাগ করিলেন। যাঁহার বয়স বহু বৎসর, যিনি সতত উৎসাহী ছিলেন, আজ তিনিই মৃতদেহে শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ! কাল একান্তই দুর্নিবার; আমার এই উপকারী জটায়ু জানকীর রক্ষাবিধানার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রবলপরাক্রম রাবণ ইঁহাকে বিনষ্ট করিল! এক্ষণে এই বিহঙ্গ কেবল আমারই জন্য বিস্তীর্ণ পৈতৃক পক্ষিরাজ্য পরিত্যাগ-পূর্বক দেহপাত করিলেন! বৎস! সকল জাতিতে, অধিক কি পক্ষিশ্রেণীতেও ধর্মচারী সাধুদিগকে শূর ও শরণাগতবৎসল দেখা যায়। এক্ষণে এই জটায়ুর বিনাশে যেমন আমার ক্লেশ হইতেছে, সীতাহরণে তাদৃশ হয় নাই। ইনি শ্রীমান রাজা দশরথেরই ন্যায় আমার মাননীয় ও পূজ্য। ভাই! এক্ষণে কাষ্ঠভার আহরণ কর, যিনি আমার জন্য বিনষ্ট হইলেন, আমি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদনপূর্বক তাঁহাকে দগ্ধ করিব। তাত জটায়ু! যাজ্ঞিকের যে গতি, আহিতাগ্নির যে গতি, অপরাঙ্মুখ যোদ্ধার যে গতি, এবং ভূমিদাতার যে গতি, আমি অনুজ্ঞা দিতেছি, তুমি অবিলম্বে তাহা অধিকার কর। মহাবল! এক্ষণে স্বয়ং তোমার অগ্নিসংস্কার করিতেছি, তুমি এখনই সমস্ত উৎকৃষ্ট লোকে যাও। এই বলিয়া রাম স্বজনবৎ জটায়ুকে জ্বলন্ত চিতায় আরোপণপূর্বক দাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিয়া স্থূল মৃগসকল সংহার-পূর্বক তৃণময় আস্তরণে উঁহার পিণ্ডদান করিলেন, এবং ঐ সমস্ত মৃগের মাংস উদ্ধার ও তদ্দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তৃণশ্যামল রমণীয় ভূভাগে পক্ষীদিগকে ভোজন করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা প্রেতোদ্দেশে যে মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, জটায়ুর নিমিত্ত সেই স্বর্গসাধন মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরীতে স্নান করিয়া শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে উঁহার তর্পণও করিলেন। জটায়ু অতি দুষ্কর ও যশস্কর কার্য করিয়া রাক্ষসহস্তে নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিকল্প রাম অগ্নিসংস্কার করাতে অতি পবিত্র গতি অধিকার করিলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ শর শরাসন ও অসি গ্রহণপূর্বক জানকীর অন্বেষণার্থ নৈর্ঋত দিকে যাত্রা করিলেন এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এক জনসঞ্চারণশূন্য পথে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ স্থান তরুলতাগুল্মে আচ্ছন্ন, গহন ও ঘোরদর্শন। উঁহারা দ্রুতপদে সেই ভীষণ পথ অতিক্রম করিলেন এবং জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ গমনপূর্বক দুর্গম ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ অরণ্য নিবিড় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এবং বিবিধ পুষ্প ও মৃগপক্ষিগণে পরিপূর্ণ; বোধ হয় যেন, উহা হর্ষে সম্যক্ বিকসিত হইয়া আছে। উঁহারা তন্মধ্যে
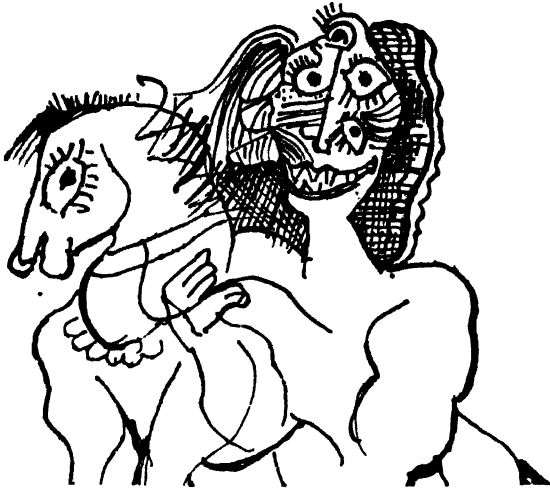
প্রবেশ করিয়া, জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার শোকে একান্তই দুর্বল হইয়া, ইতস্ততঃ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে ঐ ক্রৌঞ্চারণ্য হইতে পূর্বাস্য তিন ক্রোশ গিয়া, পথমধ্যে ভীষণ মতঙ্গাশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানে বৃক্ষসকল নিবিড়ভাবে আছে, এবং হিংস্র মৃগ ও পক্ষিগণ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। তথায় পাতালবৎ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি গিরিগহ্বরও দৃষ্ট হইল। উঁহারা সেই গহ্বরের সন্নিহিত হইয়া, অদূরে বিকটদর্শন বিকৃতবদন এক রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। উহার আকার দীর্ঘ উদব লম্বমান কেশ আলুলিত দন্ত তীক্ষ্ন ও ত্বক একান্তই কর্কশ। উহার দর্শনমাত্র ক্ষীণপ্রাণ দুর্বলেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া থাকে। ঐ ঘৃণিত নিশাচরী ভীষণ, মৃগ ভক্ষণ কবিতে করিতে উঁহাদের নিকটস্থ হইল এবং অগ্রবর্তী লক্ষ্মণকে, আইস, উভয়ে বিহার করি, এই বলিয়া গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিল। কহিল, আমার নাম অয়োমুখী। তুমি আমার প্রিয়তম পতি, আমিও তোমার রত্নাদিবৎ লাভের হইলাম। নাথ! এক্ষণে তুমি আমার সহিত চিরজীবন গিরিদুর্গ ও নদীতীরে সুখে ক্রীড়া করিবে।

বীর লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং খড়্গ উত্তোলনপূর্বক উহার নাসা কর্ণ ও স্তন ছেদন করিলেন। তখন ঐ ঘোরা নিশাচরী বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং দ্রুতপদে স্বস্থানে পলায়ন করিল।

অনন্তর উঁহারা তথা হইতে মহাসাহসে চলিলেন এবং গতিপ্রসঙ্গে এক নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। তখন সত্যবাদী সুশীল লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তেজস্বী রামকে কহিলেন, আর্য! আমার অতিশয় বাহুস্পন্দন হইতেছে, মন যেন উদ্বিগ্ন, এবং আমি প্রায়ই দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। এক্ষণে সাবধান, আমার কথা অগ্রাহ্য করিবেন না। কুলক্ষণ দৃষ্টে এখনই ভয় সম্ভাবনা করিতেছি। কিন্তু ঐ দারুণ বঞ্জুলক পক্ষী ঘোরতর চীৎকার করিতেছে, ইহাতেই বোধ হয়, যুদ্ধে জয়শ্রী আমাদেরই হইবে।

উঁহারা এইরূপে সীতার অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে একটি ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হইল। ঐ শব্দে সমুদয় বন যেন এককালে ভগ্ন ও পূর্ণ হইয়া

গেল। বোধ হইল, যেন অরণ্যপ্রদেশ বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়াছে। তখন রাম তৎক্ষণাৎ খড়্গ গ্রহণপূর্বক লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস। উহার বক্ষ বিস্তৃত, মস্তক ও গ্রীবা নাই, উদরে মুখ এবং ললাটে একটিমাত্র চক্ষু। চক্ষের পক্ষ্মগুলি বৃহৎ, উহা পিঙ্গল স্থূল ঘোর ও দীর্ঘ; উহা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে এবং সমস্তই দেখিতেছে। ঐ মেঘবর্ণ ক্রোশপ্রমাণ রাক্ষসের দংষ্ট্রা বিকট এবং জিহ্বা লোল, সর্বাঙ্গ তীক্ষ্ম রোমে ব্যাপ্ত এবং পর্বতের ন্যায় উচ্চ; হস্ত এক যোজন ও অতি ভীষণ। সে মেঘবৎ গর্জনপূর্বক উহা অনবরত বিক্ষেপ করিতেছে; কখন ভয়ংকর সিংহ ভল্লুক মৃগ ও পক্ষী ভক্ষণ, কখন যূথপতিগণকে আকর্ষণ এবং কখন বা দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। তখন ঐ মহাবল রাক্ষস রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া, উহাদের পথ আবরণ করিয়া রহিল। তৎকালে উঁহারাও কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া উহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষস বাহু প্রসারণপূর্বক উঁহাদিগকে বলে পীড়ন করিয়া ধরিল। ঐ দুই মহাবীরের হস্তে সুদৃঢ় অসি ও শরাসন; উঁহারা বেগে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে রাম ধৈর্যবলে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, কিন্তু লক্ষ্মণ অল্পবয়স্ক ও অধীর বলিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং যারপরনাই বিষণ্ণ হইয়া রামকে কহিতে লাগিলেন, বীর! দেখুন, আমি রাক্ষসের হস্তে অতিশয় বিবশ হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে আপনি আমাকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করিয়া সুখে পলায়ন করুন। বোধ হইতেছে, আপনি অচিরাৎ জানকীরে পাইবেন পরে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া এক একবার আমায় স্মরণ করিবেন। রাম কহিলেন, বীর! অকারণ ভীত হইও না। তোমার সদৃশ লোক বিপদে কদাচ অভিভূত হন না।

তখন ঐ ক্রূর কবন্ধ উঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, তোমরা কে? তোমরা ধনুর্বাণ ও খড়্গে তীক্ষ্মশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছ এবং তোমাদের স্কন্ধ বৃষ-স্কন্ধেরই ন্যায় উন্নত। বল, এ স্থানে কি প্রয়োজন? তোমরা এই ভীষণ প্রদেশে

আসিয়াছ এবং দৈবগত্যা আমারও চক্ষে পড়িয়াছ। আমি ক্ষুধার্ত, সুতরাং আজ আর তোমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই।

রাম দুর্বৃত্ত কবন্ধের এই কথা শুনিয়া ভীত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমরা কষ্টের পর দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছি, কিন্তু এক্ষণে জানকীকে না পাইয়াই এই আবার প্রাণসঙ্কটে পড়িলাম। দৈবের বল একান্ত দুর্নিবার, উহার অসাধ্য কিছু নাই। দেখ, আমরাও দুঃখে অভিভূত হইলাম। যাঁহারা অস্ত্রবিৎ ও বীর, যুদ্ধে তাঁহারাও বালুময় সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া থাকেন। প্রবলপ্রতাপ রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া, স্বয়ং সাহস অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ ॥ তখন কবন্ধ বাহুপাশবেষ্টিত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিল, ক্ষত্রিয়কুমার! তোমরা আমাকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া কি দণ্ডায়মান রহিয়াছ? রে নির্বোধ! আজ দৈব আমার আহারার্থই তোমাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

অনন্তর ভীত লক্ষ্মণ বিক্রম প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়া, বীরোচিত বাক্যে রামকে কহিতে লাগিলেন, আর্য! এই নীচ রাক্ষস আমাদিগকে শীঘ্রই গ্রহণ করিবে। আসুন, এক্ষণে আমরা বিলম্ব না করিয়া, খড়্গাঘাতে ইহার দুই প্রকাণ্ড বাহু ছেদন করিয়া ফেলি। দেখিতেছি, এই ভীষণ নিশাচরের বাহুবলই বল; এ সমস্ত লোক পরাস্ত করিয়াই যেন আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে অস্ত্রপ্রয়োগে অসমর্থ, যজ্ঞার্থোপনীত পশুবৎ তাহাকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের একান্ত গর্হিত, সুতরাং এক্ষণে এই রাক্ষসকে এককালে নষ্ট করা আমাদিগের উচিত হইতেছে না।

কবন্ধ উঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক অত্যন্ত কুপিত হইল এবং ভীষণ আস্য বিস্তারপূর্বক উঁহাদিগকে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিল। ঐ সময় দেশকালজ্ঞ রাম উহার দক্ষিণে ও লক্ষ্মণ বামে ছিলেন। উঁহারা পুলকিত মনে খড়্গ দ্বারা মহাবেগে উহার দুই হস্ত ছেদন করিলেন। কবন্ধ মেঘবৎ গম্ভীর রবে দিগন্ত পৃথিবী ও আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া শোণিতলিপ্ত দেহে পতিত হইল এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, বীর! তোমরা কে? তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষস! ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাম; আমি ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণ! মাতা রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত সম্পাদনপূর্বক ইঁহাকে বনবাস দিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এই দেবপ্রভাব, পত্নী ও আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। ইনি নির্জনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইত্যবসরে এক রাক্ষস আসিয়া ইঁহার ভার্যাকে অপহরণ করিয়াছে। নিশাচর! আমরা তাঁহারই অন্বেষণপ্রসঙ্গে এ স্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? তোমার প্রদীপ্ত মুখ বক্ষে নিহিত এবং জঙ্ঘাও ভগ্ন! বল, তুমি কি জন্য কবন্ধবৎ ভ্রমণ করিতেছ?

তখন কবন্ধ ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ করিল এবং অতিমাত্র প্রীত হইয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্বক কহিল, বীর! আমি ভাগ্যবলে আজ তোমাদের দর্শন পাইলাম এবং ভাগ্যবলেই আমার আজ বাহু ছিন্ন হইল। এক্ষণে আমি নিজের অবিনয়ে রূপকে যেরূপে বিকৃত করিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একসপ্ততিতম সর্গ ॥ রাম! যেমন ইন্দ্র চন্দ্র ও সূর্যের রূপ, পূর্বে আমারও ঐরূপ ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ ও অচিন্তনীয় রূপ ছিল। কিন্তু আমি ভীম রাক্ষস মূর্তি ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বনবাসী ঋষিগণকে ভয় প্রদর্শন করিতাম। একদা স্থূলশিরা নামে এক মুনি বন্য ফলমূল আহরণ করিতেছিলেন, তৎকালে আমি ঐ মূর্তিতে গিয়া তাঁহার সেইগুলি কাড়িয়া লই। তদ্দর্শনে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন, দুর্বৃত্ত! তোর আকার এইরূপই ঘৃণিত ও ক্রূর হইয়া থাক।

অনন্তর আমি অপরাধকৃত শাপের শান্তির জন্য বারংবার প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি আমাকে এইরূপ কহিলেন, যখন রাম তোমার বাহু ছেদনপূর্বক নির্জন বনে তোমাকে দগ্ধ করিবেন, তখনই তুমি স্বীয় রমণীয় মূর্তি অধিকার করিবে। লক্ষ্মণ! আমি শ্রী নামক দানবের পুত্র, আমার নাম দনু। এক্ষণে তোমরা আমার যে আকার নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা সংগ্রামে ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে ঘটিয়াছে। আমি এক সময়ে অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। তন্নিবন্ধন আমি অত্যন্ত গর্বিত হইয়া উঠিলাম। মনে করিলাম, আমার ত দীর্ঘ আয়ু লাভ হইল, অতঃপর ইন্দ্র আর আমার কি করিবেন। আমি এই চিন্তা করিয়া উঁহাকে যুদ্ধে আক্রমণ করিলাম। ইন্দ্রও শতধার বজ্রে আমার ঊরু ও মস্তক শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি বিস্তর অনুনয় করিতে লাগিলাম, তজ্জন্য তিনি আমায় বধ করিলেন না, কহিলেন, ব্রহ্মা যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অন্যথা না হোক। তখন আমি কহিলাম, আপনি বজ্র দ্বারা আমার ঊরু ও মস্তক ভাঙ্গিয়া দিলেন, অতঃপর আমি অনাহারে দীর্ঘকাল কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব।

অনন্তর ইন্দ্র আমার যোজনপ্রমাণ দুই হস্ত ও উদরে তীক্ষ্ণদশন মুখ সংযোজিত করিয়া দিলেন। এক্ষণে আমি এই স্থানে প্রকাণ্ড বাহু দ্বারা সিংহ ব্যাঘ্র ও মৃগ প্রভৃতি বনচারী জীবজন্তুগণকে চতুর্দিক হইতে আহরণপূর্বক ভক্ষণ করিয়া থাকি। তৎকালে ইন্দ্র এরূপও কহিয়াছিলেন, যখন রাম ও লক্ষ্মণ রণস্থলে তোমার বাহু ছেদন করিবেন, তখনই তুমি স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।

তাত! এখন আমি এই দেহে এই বনমধ্যে যাহা দেখি, তাহাই গ্রহণ করা সৎ বিবেচনা করিয়া থাকি। ভাবিয়াছি, রাম এক সময়ে অবশ্যই আমার হস্তে আসিবেন এবং আমার এই শরীরও নষ্ট করিবেন। বীর! তুমি সেই রাম, তোমার কুশল হউক। তপোধন স্থূলশিরা আমায় কহিয়াছিলেন যে, রাম ব্যতীত আর কেহই তোমাকে বধ করিতে পারিবে না; বস্তুতঃ তাহাই সত্য হইল। এক্ষণে তুমি আমার অগ্নিসংস্কার কর, আমি তোমাকে সৎবুদ্ধি দিব, এবং সহকারী মিত্রও প্রদর্শন করিব।

অনন্তর ধর্মশীল রাম দনুর এই বাক্য শ্রবণপূর্বক ভ্রাতৃসমক্ষে কহিতে লাগিলেন, কবন্ধ! আমি লক্ষ্মণের সহিত জনস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, ঐ অবকাশে রাবণ অক্লেশে আমার পত্নী যশস্বিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। আমি ঐ দুরাত্মার কেবল নামটি জানি, তদ্ভিন্ন তাহার রূপ বয়স নিবাস ও প্রভাব কিছুই জানি না। দেখ, আমরা পরোপকারে দীক্ষিত, কিন্তু নিরাশ্রয় ও কাতর হইয়া এইরূপে পর্যটন করিতেছি, এক্ষণে তুমি আমাদিগের প্রতি যথোচিত কৃপা কর। বীর! আমরা এই স্থানে বিস্তীর্ণ গর্ত প্রস্তুত করিয়া, করিশুণ্ডভগ্ন

শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণপূর্বক তোমায় দগ্ধ করিব। বল, কোন ব্যক্তি কোথায় সীতাকে লইয়া গেল? যদি তুমি যথার্থই জান, তবে আমার শুভসাধন কর।

তখন বচনচতুর দনু বক্তা রামকে কহিল, রাজকুমার! আমি জানকীকে জানি না, আমার আর সে দিব্য জ্ঞান নাই। আমি দাহান্তে পূর্বরূপ অধিকার করিব এবং যে তাঁহার বৃত্তান্ত বিদিত আছে, তাহাও বলিব। শাপবলে আমার জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে। আমি নিজের দোষেই এই ঘৃণিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং দেহ দগ্ধ না হইলে, কোন মহাবীর্য রাক্ষস তোমার ভার্যাপহারী, তাহা জানিতে পারিব না। অতএব যাবৎ সূর্য শ্রান্তবাহনে অস্ত না যাইতেছেন, এই অবসরে তুমি আমায় বিবরে নিক্ষেপ করিয়া, বিধিপূর্বক দগ্ধ কর। পরে যিনি সেই রাক্ষসের পরিচয় জানেন, আমি তাঁহার উল্লেখ করিব। রাম! তুমি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিও। তিনি ন্যায়পর, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহা হইতে অবশ্যই তোমার সাহায্য হইবে। ত্রিলোকে তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তিনি একসময় কোন কারণবশতঃ সমস্ত লোকই পর্যটন করিয়াছিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর পর্বতোপরি একটি গর্তে চিতা প্রস্তুত হইল। মহাবীর লক্ষ্মণ জ্বলন্ত উল্কা দ্বারা চিতা প্রদীপ্ত করিয়া দিলে, উহা চতুর্দিকে জ্বলিয়া উঠিল এবং ঐ মেদপূর্ণ কবন্ধের ঘৃতপিণ্ডতুল্য প্রকাণ্ড দেহ মৃদুমন্দ-রূপে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ঐ মহাবল কবন্ধ পুলকিতমনে সহসা চিতা হইতে বিধূম বহ্নির ন্যায় উত্থিত হইল। উহার পরিধান নির্মল বস্ত্র, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং সর্বাঙ্গে দিব্য অলঙ্কার। সে হংসযোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্বক প্রভাপুঞ্জে দশ দিক শোভিত করিল এবং অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া রামকে কহিতে লাগিল, রাম! তুমি যেরূপে সীতাকে প্রাপ্ত হইবে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। জীবলোকে সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টি মাত্র কার্য সাধনের উপায় আছে; উহা আশ্রয় করিয়া সকল বিষয়েরই বিচার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দুঃস্থ, দুঃস্থের সংসর্গ করা তাহার কর্তব্য। এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত দুর্দশাপন্ন ও হীন হইয়াছ, এই জন্য ভার্যাহরণরূপ বিপদও সহিতেছ। সুতরাং এসময় কোন বিপন্ন লোকের সহিত বন্ধুত্ব কর, তদ্ভিন্ন আমি ভাবিয়াও তোমার কার্যসিদ্ধির উপায় দেখিতেছি না।

রাম! সুগ্রীব নামে কোন এক মহাবীর বানর আছেন। তিনি ঋক্ষরজার ক্ষেত্রজ ও সূর্যের ঔরস পুত্র। ইন্দ্রতনয় বালী উঁহার ভ্রাতা। ঐ বালী রাজ্যের জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে দূরীভূত করিয়াছেন। এক্ষণে সুগ্রীব পম্পার উপকূলবর্তী ঋষ্যমূক পর্বতে চারিটি বানরের সহিত বাস করিতেছেন। তিনি বিনীত বুদ্ধিমান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুধীর ও দক্ষ। তাঁহার কান্তি অপরিচ্ছিন্ন। এক্ষণে সেই সুগ্রীবই সীতার অন্বেষণে তোমার সহায় ও মিত্র হইবেন। তুমি আর শোকাকুল হইও না। কাল একান্তই দুর্নিবার; যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব বীর! তুমি আজ সত্বর এ স্থান হইতে যাও। গিয়া অনিষ্ট পরিহারার্থ অগ্নি সাক্ষী করিয়া, অবিলম্বে সেই কপীশ্বরের সহিত মিত্রতা কর; বানর বলিয়া তাঁহাকে অনাদর করিও না। তিনি কৃতজ্ঞ কামরূপী ও সহায়ার্থী। তোমা হইতে তাঁহার সাহায্য হইবে; না হইলেও তিনি তোমার কার্যে উদাসীন থাকিবেন না। বালীর সহিত সুগ্রীবের বিলক্ষণ শত্রুতা। তিনি উঁহারই ভয়ে

ভীত হইয়া পম্পাতটে পর্যটন করিতেছেন।

রাম! এক্ষণে তুমি গিয়া অগ্নিসমক্ষে অস্ত্র স্থাপনপূর্বক শীঘ্র সত্যবন্ধনে সেই বনচরের সহিত মিত্রতা কর। তিনি বহুদর্শনবলে রাক্ষসস্থান সমস্তই জ্ঞাত আছেন। ত্রিলোকে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। যাবৎ সূর্য উত্তাপ দান করেন, ততদূর পর্যন্ত তিনি বানরগণের সহিত নদী পর্বত গিরিদুর্গ ও গহ্বরে সীতার অনুসন্ধান করিবেন। সীতা তোমার বিরহে রাবণের গৃহে অত্যন্তই শোকাকুল হইয়া আছেন, তিনি তাঁহার অন্বেষণ করিবেন এবং এই উপলক্ষে বৃহৎ বৃহৎ বানরগণকেও চতুর্দিকে পাঠাইবেন। জানকী সুমেরুশিখরে বা পাতালতলেই থাকুন, ঐ কপীশ্বর রাক্ষস বিনাশ করিয়া তাঁহাকে পুনর্বার তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ কবন্ধ রামকে সীতার অন্বেষণোপায় নির্দেশপূর্বক কহিতে লাগিল, রাম! যথায় জম্বু, প্রিয়াল, পনস, বট, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার ও আম্র প্রভৃতি পুষ্পশোভিত মনোহর বৃক্ষ পশ্চিম দিক আশ্রয় করিয়া আছে, সেই স্থানে যাইবার এই এক উৎকৃষ্ট পথ। ঐ পথে ধব, নাগকেশর, তিলক, নক্তমাল, নীল অশোক, কদম্ব, কুসুমিত করবীর, অগ্নিমুখ্য, রক্তচন্দন ও মন্দার বৃক্ষ রহিয়াছে। তোমরা ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ বা বেগে উহাদের শাখা ভূমিতে আনত করিয়া অমৃততুল্য ফল ভক্ষণপূর্বক যাইও। পরে ঐ বন অতিক্রম করিয়া নন্দনসদৃশ অন্য বনে প্রবেশ করিও। যেমন কুবেরোদ্যান চৈত্ররথে তদ্রূপ ঐ বনে ঋতুসকল সর্বকাল বিরাজ করিতেছে। বৃক্ষসমূহ মেঘ ও পর্বতের ন্যায় ঘনীভূত, শাখা-প্রশাখায় শোভিত এবং ফলভরে সততই অবনত। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ বা উহাদের শাখা ভূমিতে আনত করিয়া তোমায় অমৃতাস্বাদ ফল প্রদান করিবেন। তোমরা এইরূপে পর্বত হইতে পর্বত বন হইতে বন পর্যটনপূর্বক পম্পা নদীতে উপস্থিত হইবে। ঐ নদী কর্করশূন্য, বালুকাকীর্ণ, অপিচ্ছিল ও শৈবলবিহীন। উহার সোপানগুলি সমান, উহাতে রক্ত ও শ্বেত পদ্মসকল শোভা পাইতেছে, এবং হংস, মণ্ডূক, ক্রৌঞ্চ ও কুররগণ মধুর স্বরে কোলাহল করিতেছে। ঐ সকল বিহঙ্গ, বধ কাহাকে বলে জানে না এবং মনুষ্য দেখিলেও ভীত হয় না। তোমরা গিয়া, পম্পানিবাসী ঘৃতপিণ্ডাকার স্থূল পক্ষিগণকে ভক্ষণ করিবে। ঐ সরোবরে কণ্টকাকীর্ণ পুষ্ট ও উৎকৃষ্ট রোহিত এবং চক্রতুণ্ড মৎস্য আছে। তোমার ভক্ত লক্ষ্মণ শরাঘাতে সেইগুলি সংহার করিবেন এবং ত্বক ও পক্ষ ছেদনপূর্বক শূল্যপক্ক করিয়া তোমায় আনিয়া দিবেন। পম্পার জল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ পদ্মগন্ধি নির্মল সুখসেব্য শীতল ও পথ্য; তুমি মৎস্য ভক্ষণ করিলে লক্ষ্মণ পানার্থ পদ্মদলে সেই জল আনয়ন করিবেন। ঐ স্থানে গিরিগহ্বরশায়ী বনচারী বৃহৎ বৃহৎ বরাহ জললোভে উপস্থিত হয় এবং পিপাসা শান্তি করিয়া, বৃষের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ সায়াহ্নে বিচরণকালে তোমায় তৎসমুদয় প্রদর্শন করিবেন। রাম! তুমি পুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ ও পম্পার নির্মল জল দেখিয়া নিশ্চয়ই বীতশোক হইবে। ঐ স্থানে তিলক ও নক্তমাল বৃক্ষ কুসুমিত এবং শ্বেত ও রক্ত পদ্ম বিকসিত রহিয়াছে। ঐ পুষ্প গ্রহণ করে তথায় এমন কেহ নাই এবং উহা কখন ম্লান বা শীর্ণও হয় না। ঐ বনে মতঙ্গশিষ্যগণের বাসস্থান ছিল। তাঁহারা গুরুর জন্য

প্রতিনিয়ত বন্য ফলমূল আহরণ করিতেন। তৎকালে বহনশ্রমে তাঁহাদের দেহ হইতে যে অজস্র ঘর্মবিন্দু ভূতলে পড়িত, উঁহাদের তপোবনে তাহাই পুষ্পরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল, তাঁহারা লোকান্তরে গিয়াছেন, কিন্তু আজিও তথায় শবরী নামে একটি তাপসী বাস করিতেছেন। ঐ ধর্মপরায়ণা চিরজীবিনী উঁহাদের পরিচারিকা ছিলেন। তুমি সকলের পূজ্য ও দেবপ্রভাব, অতঃপর শবরী তোমায় দর্শন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন।

রাম! তুমি ঐ পম্পা নদীর পশ্চিম তীর ধরিয়া, মহর্ষি মতঙ্গের তপোবন পাইবে। উহা অতি রমণীয় ও অনির্বচনীয়। মহর্ষির প্রভাবে মাতঙ্গেরা তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। যে বনে ঐ আশ্রম, এক্ষণে তাহা মতঙ্গবন বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তুমি সেই দেবারণ্যসদৃশ পক্ষিসমাকীর্ণ বনে গিয়া অত্যন্তই সুখী হইবে। ঐ পম্পার অদূরে ঋষ্যমূক পর্বত। তথায় নানা প্রকার পুষ্পিত বৃক্ষ আছে। শিশু সর্পে সমাকীর্ণ বলিয়া উহাতে কেহ আরোহণ করিতে পারে না। পূর্বকালে ব্রহ্মা ঐ পর্বত নির্মাণ করেন। উহার দানশক্তি অতি চমৎকার। কেহ উহার শিখরে শয়ান থাকিয়া স্বপ্নযোগে যত ধন পায়, জাগ্রদবস্থায় ততগুলি অধিকার করিয়া থাকে। যদি কোন দুরাচার উহাতে আরোহণ করে, সে নিদ্রিত হইলে রাক্ষসেরা সেই স্থানেই তাহাকে লইয়া প্রহার করিয়া থাকে। মতঙ্গবনের যে-সকল শিশুহস্তী পম্পায় বিহার করে, তাহাদের তুমুল কলরব ঐ পর্বত হইতে শ্রুতিগোচর হয়। তথায় কৃষ্ণকায় দীর্ঘাকার মাতঙ্গ রক্তবর্ণ মদধারায় সিক্ত হইয়া, দলে দলে ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সঞ্চরণ করিতেছে এবং পম্পার সুগন্ধি সুখস্পর্শ নির্মল রমণীয় সলিল পান করিয়া অরণ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে ভল্লুক, ব্যাঘ্র এবং নীলকান্তপ্রভ শান্তস্বভাব অচপল রুরু আছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া শোকশূন্য হইবে। সেই পর্বতে শিলাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ এক গুহাও রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত দুষ্কর। উহার সম্মুখে কমনীয় একটি হ্রদ দেখিতে পাইবে। হ্রদের জল শীতল এবং উহার তীরদেশে বৃক্ষসকল ফলপুষ্পে শোভিত হইতেছে। রাম! ধর্মশীল সুগ্রীব বানরগণের সহিত ঐ গুহামধ্যে বাস করেন এবং কখন কখন শৈলশৃঙ্গেও অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

সূর্যপ্রভ মালাধারী কবন্ধ উঁহাদিগকে এইরূপ কহিয়া গগনতলে শোভা পাইতে লাগিল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ গমনের উপক্রম করিয়া উহাকে কহিলেন, তুমি দিব্য লোকে প্রস্থান কর। মহাভাগ কবন্ধও কহিল, তোমরাও তবে স্বকার্যসাধনোদ্দেশে যাও।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ॥ তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব দর্শনার্থ কবন্ধনির্দিষ্ট পথ আশ্রয় করিলেন এবং পর্বতোপরি স্বাদুফলপূর্ণ বৃক্ষসকল দেখিতে দেখিতে পম্পার অভিমুখে পশ্চিমাস্য হইয়া যাইতে লাগিলেন। দিবা অবসান হইয়া আসিল। উঁহারা পর্বতপৃষ্ঠে রাত্রি যাপন করিলেন এবং প্রাতে পম্পার পশ্চিম তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাপসী শবরীর আশ্রম, বহু বৃক্ষে পরিবৃত ও রমণীয়। উঁহারা তাহা নিরীক্ষণপূর্বক শবরীর নিকটস্থ হইলেন। তখন ঐ সিদ্ধা উঁহাদিগকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বিধানানুসারে পাদ্য ও আচমনীয় দিলেন।

অনন্তর রাম ঐ ধর্মচারিণীকে কহিলেন, অয়ি চারুভাষিণি! তুমি ত তপোবিঘ্ন

জয় করিয়াছ? তপস্যা ত বর্ধিত হইতেছে? ক্রোধ ত বশীভূত করিয়াছ? আহার-সংযম কিরূপ? মনের সুখ কি প্রকার? নিয়ম ত পালিত হইয়া থাকে এবং গুরুসেবাও ত সফল হইয়াছে?

তখন সিদ্ধসম্মত বৃদ্ধা শবরী সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, রাম! অদ্য তোমায় দেখিয়াই আমার তপস্যা সফল, জন্ম সার্থক এবং গুরুসেবাও ফলবতী হইল। অদ্য তোমার পূজা করিয়া আমার স্বর্গ হইবে। তুমি যখন সৌম্য দৃষ্টিতে আমায় পবিত্র করিলে, তখন আমি তোমার কৃপায় অক্ষয় লোক লাভ করিব। আমি যে-সকল তাপসের পরিচারণা করিতাম, তুমি চিত্রকূটে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা এই আশ্রমপদ হইতে দিব্য বিমানে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। ঐ ধার্মিকেরা প্রস্থানকালে আমাকে কহিয়াছিলেন, রাম তোমার এই পুণ্যাশ্রমে আসিবেন। তুমি তাঁহাকে ও লক্ষ্মণকে যথোচিত আতিথ্য করিও। তাঁহাকে দেখিলে তোমার উৎকৃষ্ট অক্ষয় লোক লাভ হইবে। রাম! আমি মুনিগণের এই কথা শুনিয়া তোমার জন্য পম্পাতীর হইতে বন্য ফলমূল আহরণ করিয়াছি।

তখন ধর্মশীল রাম ত্রিকালজ্ঞা শবরীকে কহিলেন, তাপসি! আমি দনুর মুখে তাপসগণের মাহাত্ম্য শুনিয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার মত হয়, তবে স্বচক্ষে তাহা দেখিবারও ইচ্ছা করি।

অনন্তর শবরী কহিলেন, রাম! এই দেখ মৃগপক্ষিপূর্ণ নিবিড় মেঘাকার মতঙ্গবন। এই স্থানে শুদ্ধসত্ত্ব মহর্ষিগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক জ্বলন্ত অনলে পবিত্র দেহপঞ্জর আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রত্যকস্থলী নাম্নী বেদি; ইহাতে সেই সমস্ত পূজনীয় গুরুদেব শ্রমকম্পিত করে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন। দেখ, তাঁহাদের তপোবলে আজিও এই অতুলপ্রভা বেদি শ্রী সৌন্দর্যে চতুর্দিক শোভিত করিতেছে। তাঁহারা উপবাসজনিত আলস্যে পর্যটন করিতে পারিতেন না, ঐ দেখ, এই নিমিত্ত সপ্ত সমুদ্র স্মৃতিমাত্র এই স্থানে আসিয়াছেন। তাঁহারা স্নানান্তে বল্কলসকল বৃক্ষে রাখিতেন, আজিও সেগুলি শুষ্ক হইতেছে না। উঁহারা পদ্মাদি পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিয়াছিলেন, এখনও সে-সকল ম্লান হয় নাই। রাম! এই ত তুমি সমস্ত বনই দেখিলে, যাহা শুনিবার তাহাও শুনিলে, এক্ষণে আজ্ঞা কর, আমি দেহ ত্যাগ করিব। যাঁহাদের এই আশ্রম, আমি যাঁহাদের পরিচর্যা করিতাম, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই সন্নিহিত হইব।

রাম শবরীর এই ধর্মসঙ্গত কথা শুনিয়া, যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন, আশ্চর্য!—ভদ্রে! তুমি আমাকে সমুচিত পূজা করিয়াছ, এক্ষণে যথায় ইচ্ছা সুখে প্রস্থান কর।

তখন চীরচর্মধারিণী জটিলা শবরী রামের অনুজ্ঞাক্রমে অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি প্রদান করিলেন। উঁহার জ্যোতি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উঁহার সর্বাঙ্গে দিব্য অলংকার, দিব্য মাল্য ও দিব্য গন্ধ; তিনি

উৎকৃষ্ট বসনে যারপরনাই প্রিয়দর্শন হইলেন এবং বিদ্যুতের ন্যায় ঐ স্থান আলোকিত করিতে লাগিলেন। পরে যথায় পুণ্যশীল মহর্ষিরা বিহার করিতেছেন, তিনি সমাধিবলে সেই পবিত্র লোকে গমন করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ॥ শবরী তপোবলে স্বর্গারোহণ করিলে, রাম মহর্ষিগণের প্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং হিতকারী ভক্তিপ্রবণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই আশ্রমে বহুসংখ্য বিশ্বস্ত মৃগ ও ব্যাঘ্র আছে, নানা প্রকার পক্ষী কোলাহল করিতেছে, এবং বিবিধ অদ্ভুত পদার্থও রহিয়াছে। আমি স্বচক্ষে ইহা দেখিলাম, সপ্তসমুদ্রতীর্থে স্নান এবং বিধানানুসারে পিতৃগণের তর্পণও করিলাম। এক্ষণে আমার অশুভ নষ্ট হইয়া গেল, এবং তন্নিবন্ধন মনও পুলকিত হইল। অতঃপর আইস, আমরা প্রিয়দর্শনা পম্পাতে যাই। পম্পার অদূরে ঋষ্যমূক পর্বত। তথায় সূর্যতনয় সুগ্রীব বালীর ভয়ে চারিটি বানরের সহিত বাস করিয়া আছেন। জানকীর অনুসন্ধান তাঁহারই আয়ত্ত। চল, এক্ষণে শীঘ্র যাই, গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য! আমারও মন পম্পাদর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়াছে। চলুন, আমরা অবিলম্বেই এ স্থান হইতে যাত্রা করি।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যে স্থানে অত্যুচ্চ পুষ্পিত বৃক্ষসকল রহিয়াছে, কোযষ্টি, অর্জুন, শতপত্র ও কীচক প্রভৃতি পক্ষিসকল কোলাহল করিতেছে, সেই বিস্তীর্ণ বন ও বিবিধ সরোবর দেখিতে দেখিতে দূরপ্রবাহা পম্পার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মতঙ্গসর উহারই একটি প্রদেশবিশেষ, উঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া পম্পা দর্শন করিলেন। ঐ নদী অতিশয় রমণীয়, উহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ সলিলে কমলদল বিকসিত রহিয়াছে। সর্বত্র কোমল বালুকণা, মৎস্য-কচ্ছপেরা নিবিড়ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। উহার কোন স্থান কহ্লারে তাম্রবর্ণ, কোন স্থান কুমুদে শ্বেতবর্ণ এবং কোন স্থান বা কুবলয়সমূহে নীলবর্ণ। ঐ নদী বহুবর্ণ গজাস্তরণ কম্বলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহার তীরে তিলক, অশোক, পুন্নাগ, বকুল ও উদ্দালক; কোথাও সুরম্য উপবন, কোথাও লতাসকল সহচরী সখীর ন্যায় বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতেছে, কোন স্থান ময়ূররবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কোথাও কিন্নর, উরগ, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসেরা বিচরণ করিতেছে এবং কোথাও বা কুসুমিত আম্রবন। রাম ঐ পম্পা নদী দর্শন করিয়া সীতাবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই পম্পা নদী তিলক, বীজপূরক, বট, লোধ্র, কুসুমিত করবীর, পুন্নাগ, মালতী, কুন্দ, বঞ্জুল, অশোক, সপ্তপর্ণ কেতক ও অতিমুক্ত প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসমূহে অলঙ্কৃত প্রমদার ন্যায় শোভিত হইতেছে। কবন্ধ যাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে, ইহারই তীরে সেই ধাতুরঞ্জিত ঋষ্যমূক পর্বত। মহাত্মা ঋক্ষরজার পুত্র মহাবীর সুগ্রীব ঐ পর্বতে বাস করিয়া আছেন। বৎস! এক্ষণে তুমিই তাঁহার নিকট গমন কর।

রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া পুনর্বার কহিলেন, হা! জানি না জানকী আমার বিরহে কিরূপে জীবিত থাকিবেন!

কামার্ত রাম সীতাসংক্রান্তমনে লক্ষ্মণকে এই বলিয়া শোক করিতে করিতে রমণীয় পম্পা দর্শন করিতে লাগিলেন।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড
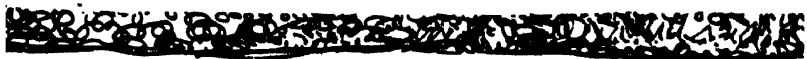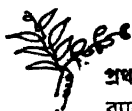
প্রথম সর্গ ॥ রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই মৎস্যসঙ্কুল পদ্মপূর্ণ পম্পায় গিয়া ব্যাকুল মনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঐ নদীতে দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার মনে হর্ষ জন্মিল এবং ইন্দ্রিয়বিকারও সমুপস্থিত হইল। তিনি অনঙ্গের বশবর্তী হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই পম্পার জল বৈদূর্যের ন্যায় নির্মল, ইহাতে পদ্মদল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহার তীরস্থ বন অত্যন্ত রমণীয়। এই বনে বৃক্ষগুলি শাখাসমূহে সশৃঙ্গ পর্বতবৎ শোভা পাইতেছে। ইহা সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ এবং মৃগ ও পক্ষিগণে আকীর্ণ। যদিও আমি সীতাহরণে ও ভরতের দুঃখস্মরণে শোকাকুল রহিয়াছি, তথাচ এই শুভদর্শনা পম্পা আমার অত্যন্তই সুন্দর বোধ হইতেছে। ঐ দেখ নীলপীতবর্ণ তৃণময় স্থান কি সুদৃশ্য, বৃক্ষের বিবিধ পুষ্প পতিত হওয়াতে উহা যেন চিত্র কম্বল আস্তীর্ণ রহিয়াছে। ইতস্ততঃ পুষ্পস্তবক-শোভিত লতা, ঐগুলি গিয়া পুষ্পভার-পূর্ণ বৃক্ষের অগ্র শাখা আলিঙ্গন করিতেছে। বৎস! এক্ষণে কামোদ্দীপক বসন্ত উপস্থিত, সুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে; পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে এবং সর্বত্রই সুগন্ধ। ঐ দেখ, মেঘ যেরূপ জল বর্ষণ করে, সেইরূপ এই পুষ্পিত বন পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষসকল বায়ুবেগে কম্পিত হওয়াতে সুরম্য শিলাতল পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অনেক পুষ্প পড়িয়াছে, অনেক পুষ্প পড়িতেছে, এবং অনেক পুষ্প বৃক্ষে রহিয়াছে, সুতরাং সর্বত্র বায়ু যেন পুষ্পগুলিকে লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে। শাখাসকল বিকসিত কুসুমে সমাচ্ছন্ন, বায়ু তৎসমুদয় কম্পিত করত বহিতেছে এবং ভ্রমরগণ গুনগুন স্বরে উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহা গিরিগুহা হইতে গম্ভীর রবে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, বোধ হয়, যেন স্বয়ং সঙ্গীত করিতেছে এবং মদমত্ত কোকিলের কণ্ঠস্বর দ্বারা বৃক্ষগুলিকে নৃত্য শিখাইতেছে। উহা চন্দনশীতল সুখস্পর্শ সুগন্ধি ও শ্রান্তিহারক। উহার বেগে বৃক্ষসকল নীত হইয়া শাখাসংযোগে যেন পরস্পর গ্রথিত হইয়া যাইতেছে। বন মধুগন্ধে সুবাসিত, উহাতে ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতেছে। শিখরোপরি রমণীয় বৃক্ষে পুষ্পবিকাস নিবন্ধন পর্বত যেন শিরোভূষণ বহিতেছে। কর্ণিকারসকল পুষ্পিত হইয়াছে এবং স্বর্ণালঙ্কারযুক্ত পীতাম্বরধারী মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বৎস! আমি জানকীবিহীন, এক্ষণে বসন্ত আমার শোক উদ্দীপন এবং অনঙ্গও যারপরনাই সন্তপ্ত করিতেছেন। ঐ শুন, কোকিল হর্ষভরে কুহূরব করিয়া যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমি কামার্ত, ঐ সুরম্য প্রস্রবণে দাত্যূহ পক্ষী মধুর ধ্বনি করিয়া আমাকে শোকাকুল করিয়া তুলিতেছে। হা! পূর্বে জানকী আশ্রমমধ্যে ইহারই সঙ্গীত শুনিয়া পুলকিতমনে আমাকে আহ্বানপূর্বক কতই হর্ষ প্রকাশ করিতেন।

ঐ দেখ, কাননমধ্যে পক্ষিসকল বিভিন্ন স্বরে কোলাহল করিয়া চারিদিক হইতে বৃক্ষে গিয়া বসিতেছে। এই পম্পাতীরে বিহগমিথুন স্ব-স্ব জাতিতে সন্নিবিষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া, দলে দলে ভৃঙ্গবৎ মধুর শব্দ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে।

এই সমস্ত বৃক্ষ দাত্যূহের রতিজন্য রবে এবং পুংস্কোকিলের বিরাবে যেন স্বয়ং শব্দ করিয়া আমার চিত্ত বিকৃত করিয়া দিতেছে। বৎস! এক্ষণে এই বসন্তরূপ অনল আমায় দগ্ধ করিতে লাগিল। অশোকস্তবক উহার অঙ্গার, ভৃঙ্গরব শব্দ এবং পল্লবই আরক্ত শিখা। লক্ষ্মণ! আমি সেই সূক্ষ্মপক্ষ্মযুক্ত-নয়না সুকেশী মৃদুভাষিণী সীতাকে আর দেখিতেছি না, এক্ষণে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এই বসন্ত সীতার অত্যন্ত প্রীতিকর। তাঁহার কামপীড়াজনিত কালবশাৎ বর্ধিত শোকানল বোধ হয় শীঘ্রই আমাকে দগ্ধ করিবে। বৎস! জানকীর আর দর্শন নাই, সুন্দর বৃক্ষসকল চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছি, সুতরাং এ সময় কাম অত্যন্তই প্রবল হইবে। অদৃশ্যা সীতা ও স্বেদনাশক দৃষ্ট বসন্ত, উভয়ই আমার শোক প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। আমি জানকীর শোক ও চিন্তায় নিপীড়িত হইতেছি, এক্ষণে আবার এই নিষ্ঠুর বাসন্তী বায়ুও আমাকে পরিতপ্ত করিল।

লক্ষ্মণ! এই সমস্ত উন্মত্ত ময়ূর ময়ূরী সহিত স্ফাটিক গবাক্ষতুল্য পবন-কম্পিত পক্ষ বিস্তারপূর্বক ইতস্ততঃ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। আমি কামার্ত, ইহাদিগকে দেখিয়া, আরও আমার চিত্তবিকার উপস্থিত হইতেছে। ঐ দেখ, ময়ূরী ময়ূরকে গিরিশিখরে নৃত্য করিতে দেখিয়া মন্মথাবেগে সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। ময়ূরও সুরুচির পক্ষ প্রাবৃত করিয়া কেকারবে পরিহাস করতই যেন অনন্যমনে উহার নিকট যাইতেছে। বৎস! বোধ হয়, এই ময়ূরের বনে রাক্ষস আমার জানকীরে হরণ করিয়া আনে নাই, তজ্জন্যই ইহারা সুরম্য কাননে নৃত্য করিতেছে। যাহাই হউক, এক্ষণে সীতা ব্যতীত বাস করা আমার অত্যন্ত সুকঠিন। দেখ পক্ষিজাতিতেও অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ঐ ময়ূরী কামবশে ময়ূরের অনুসরণ করিতেছে। যদি বিশাললোচনা জানকীরে কেহ অপহরণ না করিত, তাহা হইলে তিনিও অনঙ্গের বশবর্তিনী হইতেন।

লক্ষ্মণ! এই বসন্তকালে বনকুসুম আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্ফল হইল। বৃক্ষের যে-সকল পুষ্প অত্যন্তই সুন্দর, ঐ দেখ, সেগুলি ভ্রমরগণের সহিত নিরর্থক ভূতলে পড়িতেছে। আমার কামোদ্দীপক বিহঙ্গেরা দলবদ্ধ হইয়া হৃষ্টমনে পরস্পরকে আহ্বানপূর্বকই যেন মধুর রবে কোলাহল করিতেছে। যে স্থানে পরবশা জানকী আছেন, বসন্ত যদি তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও আমার ন্যায় শোক করিতে হইবে। যদিও তথায় বসন্তের
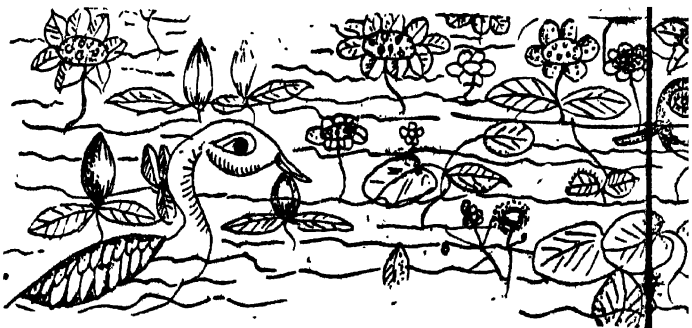
প্রভাব কিছুমাত্র না থাকে, তথাচ জানকী আমার বিরহে কিরূপে জীবিত থাকিবেন। অথবা বুঝিলাম, বসন্ত সে স্থানও অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু শত্রু যখন জানকীকে নিপীড়িত করিতেছে, তখন তিনি আর উঁহার কি করিবেন। আমার প্রিয়তমা জানকী শ্যামা, পদ্মপলাশলোচনা ও মৃদুভাষিণী, তিনি এই বসন্তকালে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, সেই সাধ্বী আমার বিরহে প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবেন না। বলিতে কি, আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথার্থতই অনুরক্ত ছিলাম।

লক্ষ্মণ! আমি কেবলই জানকীরে চিন্তা করিতেছি, এখন এই কুসুম-সুবাসিত শীতল বায়ু আমার যেন অগ্নিবৎ বোধ হইতেছে। পূর্বে আমি জানকী সমভিব্যাহারে যে বায়ুকে সুখকর বোধ করিতাম, এই বিরহদশায় তাহা অতিশয় ক্লেশকর হইতেছে। পূর্বে ঐ পক্ষী আকাশে উত্থিত হইয়া মধুর রবে বিরাব করিত, কিন্তু এক্ষণে বৃক্ষোপরি উপবেশনপূর্বক হৃষ্টমনে কূজন করিতেছে। সুতরাং এক সময় ইহা হইতে সীতাবিয়োগ ব্যক্ত হইয়াছিল, এখন আবার ইহারই দ্বারা সীতাসংযোগ প্রকাশিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, পুষ্পিত বৃক্ষে বিহঙ্গগণ কোলাহল করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। এই তিলক-মঞ্জরী পবনে চালিত হইয়া, মদস্খলিতগতি নারীর ন্যায় শোভিত রহিয়াছে, এবং ভ্রমরেরা উহার নিকট সহসা ধাবমান হইতেছে। ঐ অশোক বিরহিগণের একান্তই শোকবর্ধন, উহা বায়ুভরে আলোড়িত স্তবকসমূহে যেন আমাকে তর্জন করিতেছে।

বৎস! ঐ মুকুলিত আম্র, উহা অঙ্গরাগশোভিত কামার্ত অঙ্গনার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, রমণীয় অরণ্যে কিন্নরগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। এই স্বচ্ছসলিলা পম্পা, ইহাতে চক্রবাক ও হংসেরা বিচরণ করিতেছে, মৃগ ও হস্তিসকল পিপাসার্ত হইয়া আসিয়াছে, সুগন্ধি রক্তবর্ণ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া তরুণ সূর্যবৎ শোভিত হইতেছে এবং ইহা ভ্রমরনিক্ষিপ্ত পরাগে পূর্ণ রহিয়াছে। পম্পার শোভা অতি চমৎকার এবং ইহার তীরস্থ বনমধ্যে কোন কোন স্থান একান্তই রমণীয়। ঐ দেখ, ইহার নির্মল জলে পদ্মসকল পবনাঘাতজনিত তরঙ্গবেগে বারংবার আহত হইতেছে।

লক্ষ্মণ! আমি সেই পদ্মচক্ষু পদ্মপ্রিয় জানকীরে না দেখিয়া আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। অনঙ্গের কি কুটিলতা, এক্ষণে আমার জানকী নাই, তাঁহাকে যে শীঘ্র পাইব, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না, এ সময় অনঙ্গেরই প্রভাবে সেই
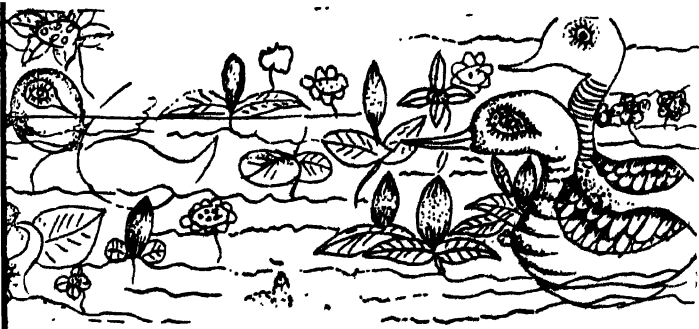
মধুরভাষিণী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছেন। যদি এই বৃক্ষশোভী বসন্ত আমাকে অধিকতর নিপীড়িত না করিত, তাহা হইলে আমি উপস্থিত কামবিকার অনায়াসে সংবরণ করিতে পারিতাম। বৎস! সংযোগাবস্থায় যেগুলি চক্ষে রমণীয় ছিল, বিরহে সেইগুলিই কদর্য বোধ হইতেছে। এই সকল পুষ্পপত্র সীতার নেত্রকোষসদৃশ এবং পদ্মপরাগবাহী বৃক্ষান্তর-নিঃসৃত মনোহর বায়ু সীতারই নিঃশ্বাসানুরূপ সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মণ! এই পম্পার দক্ষিণ তটে গিরিশিখরোপরি কর্ণিকার বৃক্ষ বিকসিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ পর্বতে বিস্তর ধাতু আছে, এক্ষণে উহা বায়ুবেগে বিঘট্টিত হইয়া উড্ডীন হইতেছে। ঐ সকল পার্বত্য সমতল স্থান পত্রশূন্য পুষ্পিত রমণীয় কিংশুকে বৃক্ষে যেন প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই দেখ, মালতী, মল্লিকা, পদ্ম, করবীর প্রভৃতি মধুগন্ধী বৃক্ষসকল জন্মিয়াছে এবং পম্পারই জলসেকে বর্ধিত হইতেছে। ঐ কেতকী, সিন্ধুবার ও কুসুমিত বাসন্তী, ঐ মাতুলিঙ্গ, পূর্ণ ও কুন্দগুল্মে; এই নক্তমাল, মধুক, স্থলবেতস ও বকুল, ঐ চম্পক ও পুষ্পিত নাগ; ঐ পদ্মক ও নীল অশোক; ঐ গিরিপৃষ্ঠে সিংহকেশরপিঞ্জর লোধ্র; ঐ অঙ্কোল, কুরণ্ট, চূর্ণক ও পারিভদ্রক; এই চূত, পাটল ও কোবিদার; ঐ মুচুকুন্দ, অর্জুন, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা ও ধব; ঐ শাল্মলী, কিংশুক, রক্ত কুরবক, তিনিশ, চন্দন ও স্যন্দন; এই হিন্তাল ও তিলক। লক্ষ্মণ! এই সকল মনোহর বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং উহারা পুষ্পিত লতাজালে বেষ্টিত রহিয়াছে। ইহাদের শাখাসকল বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং লতাসকল মধুপানমত্ত রমণীর ন্যায় ইহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে।

বৎস! এক্ষণে বায়ু বিবিধ রসাস্বাদনে পুলকিত হইয়াই যেন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে পর্বত হইতে পর্বতে এবং বন হইতে বনে প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, কোন বৃক্ষে মধুগন্ধী পুষ্প সুপ্রচুর, কোন বৃক্ষ বা মুকুলের শ্যামরাগে শোভিত হইতেছে। মধুলুব্ধ ভ্রমরেরা এইটি মধুর এইটি সুস্বাদ এবং ইহা বিলক্ষণ প্রস্ফুটিত, এই বলিয়া পুষ্পে লীন হইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে উত্থিত হইয়া আবার অন্যত্র প্রস্থান করিতেছে। ঐ ভূমি যদৃচ্ছাক্রমে নিপতিত কুসুম-সমূহ দ্বারা যেন আস্তরণে আস্তীর্ণ হইয়াছে। শৈলশিখরে নীল পীত পুষ্প পতিত হইয়া নানা বর্ণের শয্যা প্রস্তুত করিয়াছে। লক্ষ্মণ! দেখ, বসন্তে কি পুষ্পই জন্মিতেছে। বৃক্ষসকল যেন পরস্পর স্পর্ধা করিয়া পুষ্প প্রসব করিতেছে। শাখাসমূহ পুষ্পস্তবকে শোভিত, ভ্রমরগণ গুন গুন রবে গান করায় বোধ হইতেছে, যেন বৃক্ষগুলিই পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, একটি হংস পম্পার স্বচ্ছ সলিলে আমার মনোবিকার বর্ধিত করিয়া হংসীর সহিত বিহার করিতেছে। এই নদী কি সুদৃশ্য! জগতে ইহার যে-সমস্ত মনোজ্ঞ গুণ প্রচার আছে, তাহা অলীক বোধ হয় না। এক্ষণে যদি আমি সাধ্বী সীতাকে দেখিতে পাই, যদি এই পম্পাতটে তাঁহার সহবাসে কালক্ষেপ করি, তাহা হইলে ইন্দ্রত্ব কি অযোধ্যা কিছুই চাহি না। এই রমণীয় তৃণশ্যামল প্রদেশে সীতার সহিত বিহার করিলে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত ও নিস্পৃহ হই। বৎস! আমি কান্তাবিরহী, এক্ষণে এই বিচিত্রপত্র বৃক্ষসকল পুষ্পশ্রী বিস্তারপূর্বক এই স্থানে যারপরনাই আমায় চিন্তাকুল ও কাতর করিতেছে।

আহা! পম্পার কি শোভা। ইহার জল অতি শীতল, সর্বত্র পদ্ম প্রস্ফুটিত

হইয়াছে, চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, হংস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা কলরব করিতেছে, এবং ইহার তীরে নানারূপ মৃগযূথ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত হর্ষোন্মত্ত পক্ষী সেই পদ্মলোচনা চন্দ্রমুখী শ্যামাকে স্মরণ করাইয়া আমায় অতিমাত্র চঞ্চল করিতেছে। ঐ দেখ, সুরম্য শৈলশৃঙ্গে মৃগী-সহিত বহুসংখ্য মৃগ; আমি মৃগলোচনা জানকীর বিরহে কাতর হইয়াছি, এক্ষণে উহারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া আমার মন আরও ব্যথিত করিতেছে। এক্ষণে যদি আমি এই উন্মত্ত পক্ষিসঙ্কুল শিখরোপরি সীতাকে দেখিতে পাই, তবে সুখী হইব। সেই ক্ষীণমধ্যা যদি আমার সহিত এই পম্পার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন, তবেই আমি বাঁচিব। দেখ, কৃতপুণ্যেরাই এই পদ্মগন্ধী প্রফুল্লকর নির্মল বায়ুর হিল্লোলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

বৎস! সেই পরবশা জানকী কিরূপে জীবিত আছেন? সত্যবাদী ধার্মিক রাজা জনক তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসিলে আমি সকলের সন্নিধানে বল তাঁহাকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর দিব? আমি পিতৃনিদেশে বনবাসোদ্দেশে যাত্রা করিলে, যিনি কেবল ধর্মের অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই মন্দভাগ্যের অনুসরণ করিয়াছেন, জানি না এখন তিনি কোথায়। আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম তথাচ যিনি আমার সহচরী হইয়াছেন, এক্ষণে আমি তাঁহার বিরহে দীন হইয়া কিরূপে দেহভার বহন করিব! বৎস! জানকীর চক্ষু পদ্মশ্রী ধারণ করিতেছে, আলাপ-সময়ে অস্ফুট হাস্য তাঁহার ওষ্ঠে মিশাইয়া যায়। এক্ষণে সেই সুন্দর নিষ্কলঙ্ক পদ্মগন্ধী মুখখানি না দেখিয়া আমার বুদ্ধি অবসন্ন হইতেছে। তাঁহার কথা কেমন সুস্পষ্ট হিতকর ও মধুর! আমি আবার কবে তাহা শুনিব! সেই সাধ্বী অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইলেও সুখী ও সন্তুষ্টের ন্যায় আমায় প্রিয়বাক্যেই সম্ভাষণ করিতেন! হা! জননী যখন জিজ্ঞাসিবেন, বধু জানকী কোথায় এবং কি প্রকার আছেন? তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব! ভাই লক্ষ্মণ! তুমি গৃহে যাও, গিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে দেখ, আমি জানকী ব্যতীত এ প্রাণ আর রাখিতে পারিব না।

লক্ষ্মণ মহাত্মা রামকে অনাথবৎ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া যুক্তি ও অর্থসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, আর্য, শোক সংবরণ করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। দেখুন, পাপস্পর্শ না থাকিলেও শোকার্ত লোকের বুদ্ধিহ্রাস হয়। এক্ষণে বিচ্ছেদভয় মনে অঙ্কিত করিয়া প্রিয়জনের স্নেহে বিরত হউন। দীপবর্তি আর্দ্র হইলেও অতিমাত্র তৈলসংযোগে দগ্ধ হইয়া থাকে। আর্য! যদি রাবণ পাতালে বা তদপেক্ষাও কোন নিভৃত স্থলে প্রবেশ করে, তথাচ তাহার নিস্তার নাই। অতঃপর আপনি সেই পাপিষ্ঠের বৃত্তান্ত বিদিত হইবার চেষ্টা করুন। সে হয় জানকীকে নয় জীবনকে অবশ্যই ত্যাগ করিবে। সে যদি অসুরজননী দিতির গর্ভে সীতাকে লইয়া লুক্কায়িত হয়, তথাচ সীতা সমর্পণ না করিলে আমি তন্মধ্যেই তাহাকে বধ করিব। আর্য! আপনি দীনভাব পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্যাবলম্বন করুন। অর্থ নষ্ট হইলে অযত্নে কখনই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেখুন, উৎসাহ কার্যসাধনের প্রধান উপায়, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বল আর নাই। এই জীবলোকে উৎসাহীর সকল বস্তু সুলভ, কোন বিষয়েই তাঁহাকে আর বিষণ্ণ হইতে হয় না। এক্ষণে আমরা উৎসাহমাত্র আশ্রয় করিয়া জানকী লাভ করিব। আপনি শোক দূরে ফেলুন এবং কামুকতাও পরিত্যাগ করুন। আপনি অতি উদার ও সুশিক্ষিত, এক্ষণে ইহা কি সম্পূর্ণই বিস্মৃত হইয়াছেন?

তখন রাম, লক্ষ্মণের কথা সঙ্গত বুঝিয়া শোক ও মোহ বিসর্জনপূর্বক ধৈর্যাবলম্বন করিলেন এবং তাঁহার সহিত উদ্বিগ্নমনে মৃদুগমনে পবনকম্পিত-

বৃক্ষে পূর্ণ রমণীয় পম্পা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে বন, প্রস্রবণ, ও গুহাসকল দেখিতে লাগিলেন। রাম কিরূপে প্রবোধ লাভ করিবেন, এই চিন্তাই লক্ষ্মণের অনুক্ষণ প্রবল। তিনি নিরাকুলমনে মত্তমাতঙ্গগমনে রামের অনুগমনপূর্বক তাঁহাকে নীতি ও বীরতা প্রদর্শন দ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজগামী কপিরাজ ঋষ্যমূক পর্বতের সন্নিধানে সঞ্চরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঐ দুই অপূর্বরূপ তেজস্বী রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উঁহাদের দর্শনমাত্র অতিমাত্র ভীত, নিশ্চেষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন। তখন অন্যান্য বানরেরাও শঙ্কিত হইল, এবং যাহার প্রান্তভাগ কপিকুলপূর্ণ, যাহা পুণ্যজনক সুখকর ও শরণ্য, এইরূপ এক আশ্রমে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় সর্গ॥ সুগ্রীব অস্ত্রধারী মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া যারপরনাই শঙ্কিত হইলেন, এবং উদ্বিগ্নমনে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি আর কোন স্থানেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনও একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা এবং মন্ত্রিগণের সহিত কর্তব্য নির্ণয় করিয়া কহিলেন, কপিগণ! বালী নিশ্চয়ই ঐ দুই ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছে। উহারা বিশ্বাস উৎপাদনছলে চীর পরিধান করিতেছে। দেখ, এক্ষণে উহারা পর্যটন প্রসঙ্গে এই দুর্গম বনমধ্যেই প্রবেশ করিল।

তখন মন্ত্রিগণ ঐ ধনুর্ধারী বীরযুগলকে দেখিয়া তথা হইতে শশব্যস্তে অন্য শিখরে প্রস্থান করিলেন এবং যূথপতি সুগ্রীবকে বেষ্টনপূর্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর অন্যান্য বলী বানর গতিবশাৎ শৈলশিখর কম্পিত এবং মৃগ মার্জার ও ব্যাঘ্রগণকে শঙ্কিত করিয়া শৈল হইতে শৈলে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল এবং গহন বনে পুষ্পিত বৃক্ষসকল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে বানর মন্ত্রিসকল ঋষ্যমূকে কপিবর সুগ্রীবকে বেষ্টনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছিলেন, তন্মধ্যে বক্তা হনুমান সুগ্রীবকে বালীর পাপাচরণে শঙ্কিত দেখিয়া কহিলেন, বীর! তুমি ভীত হইও না। ইহা ঋষ্যমূক পর্বত, এখানে বালী হইতে কোনরূপ ভয়-সম্ভাবনা নাই। তুমি যাহার জন্য উদ্বিগ্নমনে পলাইয়া আইলে, আমি সেই ক্রূরদর্শন নিষ্ঠুরকে দেখিতেছি না। যে দুরাচার পাপী হইতে তোমার এত ভয় সে এ বনে আইসে নাই, সুতরাং তুমি কেন ভীত হইয়াছ বুঝিতেছি না। কপিরাজ! আশ্চর্য! তোমায় বানরত্ব সুস্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে। তুমি চিত্তের অস্থৈর্যবশতঃ এখনও ধৈর্যাবলম্বন করিতে পারিলে না। এক্ষণে ইঙ্গিত দ্বারা নিশ্চয় পরকীয় আশয় বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবহার কর। দেখ, নির্বোধ রাজা কখনই লোক শাসন করিতে পারেন না।

তখন সুগ্রীব হনুমানের এই শ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণপূর্বক হিতবচনে কহিতে লাগিলেন, মন্ত্রি! ঐ দুই শরকার্মুকধারী দীর্ঘবাহু দীর্ঘনেত্র দেবকুমারতুল্য বীরকে দর্শন করিলে কাহার না ভয় হয়? আমার বোধ হইতেছে, উহারা বালীরই প্রেরিত হইবে। দেখ, রাজগণের অনেকেরই সহিত মিত্রতা থাকে, উহারা সেই সূত্রে এই স্থানে আসিয়াছে; সুতরাং উহাদিগকে সহসা বিশ্বাস করা উচিত হইতেছে না। শত্রু যারপরনাই কপট ব্যবহার করে, উহারা বিশ্বাসের ভান করিয়া অন্যকে সুযোগক্রমে বিনাশ করিয়া থাকে, অতএব উহাদের আশয় বুঝা কর্তব্য। বালী সকল কার্যে সুপটু; বিশেষতঃ রাজারা বঞ্চনাচতুর ও শত্রুঘাতক
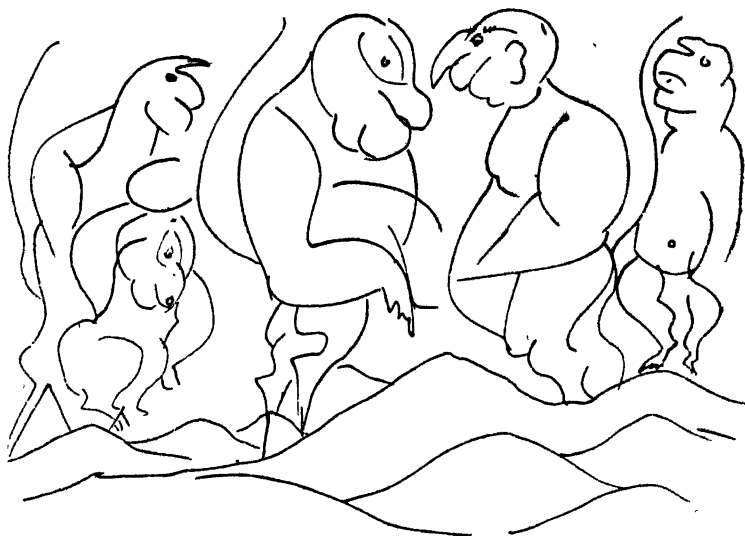
হইয়া থাকেন, সুতরাং ছদ্মবেশী চর নিয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। হনুমান! এক্ষণে তুমি সামান্যভাবে গিয়া ইঙ্গিত আকার ও কথোপকথনে ঐ দুই ব্যক্তিকে জান, যদি উহাদিগকে হৃষ্টচিত্ত দেখিতে পাও, তবে সম্মুখীন হইয়া পুনঃ পুনঃ আমার প্রশংসাপূর্বক আমারই অভিপ্রায় জানাইয়া উহাদিগের মনে বিশ্বাস জন্মাইবে এবং বাক্যালাপ বা আকার-প্রকারে দুরভিসন্ধি কিছু বুঝিতে না পারিলে, উহারা কি কারণে বনে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে।

অনন্তর হনুমান সুগ্রীবের এইরূপ আদেশ পাইয়া ঋষ্যমূক হইতে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন। তিনি দুষ্টবুদ্ধিতা নিবন্ধন বানররূপ পরিহারপূর্বক ভিক্ষুরূপ ধারণ করিলেন এবং বিনীতের ন্যায় উঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া, পূজা ও স্তুতিবাদপূর্বক মধুর ও কোমল বাক্যে স্বেচ্ছামত কহিতে লাগিলেন, বীর! তোমরা কে? তোমাদের বর্ণ সুকুমার ও কান্তি কমনীয়। তোমরা ব্রতপরায়ণ সুধীর তাপস এবং রাজর্ষিসদৃশ ও দেবতুল্য। এক্ষণে বল, কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? তোমরা চীরধারী ও ব্রহ্মচারী; তোমাদের দেহপ্রভায় এই স্বচ্ছসলিলা নদী শোভিত হইতেছে। তোমরা বন্য জীবজন্তুগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়া পম্পাতীরস্থ বৃক্ষসকল নিরীক্ষণ করিতেছ। তোমাদিগের হস্তে ইন্দ্রধনুতুল্য শত্রুনাশন শরাসন। তোমরা সিংহবৎ স্থিরভাবে দর্শন করিতেছ, এবং ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছ। তোমরা মহাবীর ও সুরূপ। তোমাদের সৌন্দর্যে এই পর্বত শোভিত হইতেছে। তোমরা রাজ্যে বিহার করিবারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত, বল, কি কারণে এই স্থানে আসিয়াছ? তোমাদিগের মস্তকে জটাজুট এবং নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। তোমরা পরস্পর পরস্পরেরই অনুরূপ। তোমাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তোমরা দেবলোক হইতে এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছ। চন্দ্র ও সূর্যই যেন যদৃচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমাদের বক্ষঃস্থল বিশাল এবং স্কন্ধ সিংহস্কন্ধের ন্যায় প্রশস্ত। তোমরা দেবরূপী মনুষ্য, বিলক্ষণ উৎসাহী ও হৃষ্টপুষ্ট বৃষের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন। তোমাদিগের ভুজদণ্ড করিশুণ্ডবৎ দীর্ঘ, বর্তুল ও অর্গলতুল্য; এই হস্তে অলংকার ধারণ করা কর্তব্য, কিন্তু জানি না, কি কারণে

কর নাই। বোধ হয়, তোমরা এই বিন্ধ্যমেরুশোভিত সাগরবনপূর্ণ পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পার। তোমাদের কোদণ্ড স্বর্ণরঞ্জনে রঞ্জিত ও সুচিক্কণ, উহা সুবর্ণখচিত বজ্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। এই সকল সুদৃশ্য তূণীর প্রাণান্তকর জ্বলন্ত সর্পসদৃশ সুশাণিত ভীষণ শরে পূর্ণ রহিয়াছে। এই দুই খড়্গ স্বর্ণজড়িত ও দীর্ঘ, উহা যেন নির্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। বীর! আমি তোমাদিগকে এইরূপ কহিতেছি, কিন্তু তোমরা কি নিমিত্ত প্রত্যুত্তর দিতেছ না? দেখ, এই ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব নামে কোন এক বীর বাস করিয়া থাকেন। তিনি বানরগণের অধিপতি ও ধার্মিক। বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া তিনি দুঃখিত মনে সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি কেবল তাঁহারই নিয়োগে তোমাদিগের নিকট আগমন করিলাম। আমি পবনতনয়, জাতিতে বানর, নাম হনুমান। এক্ষণে ধর্মশীল সুগ্রীব তোমাদের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন্ত্রী। আমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি সুগ্রীবেরই প্রিয়কামনায় ভিক্ষুরূপে

প্রচ্ছন্ন হইয়া ঋষ্যমূক হইতে এ স্থানে আইলাম। এই বলিয়া বক্তা হনুমান মৌনাবলম্বন করিলেন।

তৃতীয় সর্গ॥ অনন্তর শ্রীমান রাম হনুমানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিতমনে পার্শ্বস্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের অন্বেষণ করিতেছিলাম, এক্ষণে তাঁহারই এই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বানর বীর ও বক্তা, তুমি সস্নেহে মধুর বাক্যে ইঁহার সহিত আলাপ কর। ইনি যেরূপ কহিলেন, ঋক যজু ও সামবেদে যাঁহার প্রবেশ নাই, তিনি এরূপ বলিতে পারেন না। ইনি অনেকবার সমগ্র ব্যাকরণ শুনিয়া থাকিবেন; দেখ বিস্তর কথা কহিলেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ইঁহার ওষ্ঠের বহির্গত হয় নাই এবং বলিবার সময় ইঁহার মুখ নেত্র ভ্রূ ললাট প্রভৃতি অঙ্গবিশেষে কোনরূপ দোষও লক্ষিত হইল না। ইঁহার কথাগুলি কেমন স্বল্পাক্ষর সরল ও মধুর! উহা বক্ষ কর্ণ তালু হইতে মধ্যম স্বরে কেমন সুস্পষ্ট নিঃসৃত হইল। যে পদ অগ্রে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, ইহাতে তাহা উপেক্ষিত হয় নাই এবং ইহা প্রত্যেক পদের অর্থ হৃদ্বোধ করাইয়া বিষয়জ্ঞানে সমর্থ করিল। এই বাক্য মনঃপ্রফুল্লকর ও অদ্ভুত; অন্যের কথা দূরে থাক, ইহা অসিপ্রহারোদ্যত শত্রুরও মন প্রসন্ন করিতে পারে। যে রাজার এইরূপ দূত না থাকে, জানি না, তাঁহার কার্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়। ফলতঃ এতাদৃশ গুণবান লোক যাঁহার উত্তরসাধক, তাঁহার সকল কার্যই কেবল ইঁহার বাক্যগুণে সফল হইয়া থাকে।

তখন বক্তা লক্ষ্মণ সুগ্রীবসচিব হনুমানকে কহিলেন, বিদ্বন্! মহাত্মা সুগ্রীবের গুণ আমাদিগের অবিদিত নাই, আমরা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি। তুমি তাঁহার বাক্যক্রমে আমাদিগকে যাহা কহিলে, আমরা তাহাই করিব।

হনুমান লক্ষ্মণের এই সুনিপুণ কথা শ্রবণ এবং সুগ্রীবের জয়লাভোদ্দেশে মনঃসমাধানপূর্বক রামের সহিত তাঁহার সখ্য স্থাপনে অভিলাষী হইলেন।

চতুর্থ সর্গ॥ হনুমান রামের কার্যসংকল্পে আগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার শান্তভাব দর্শন করিয়া হৃষ্টমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাম যখন কোন উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাও যখন সুগ্রীবের হস্তায়ত্ত, তখন সুগ্রীবের রাজ্যলাভ অবশ্যই সম্ভব। হনুমান এই ভাবিয়া হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, বীর! তুমি কি কারণে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত হিংস্র জন্তুপূর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এই পম্পার কাননে আসিয়াছ?

তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশে কহিতে লাগিলেন, বীর! দশরথ নামে কোন এক ধর্মবৎসল মহীপাল ছিলেন। তিনি ধর্মানুসারে চারি বর্ণের লোক নিয়ত প্রতিপালন করিতেন। কেহ তাঁহার দ্বেষ্টা ছিল না, তিনিও কাহাকে দ্বেষ করিতেন না। ঐ রাজা লোকমধ্যে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় বিরাজ করিতেন এবং প্রচুর দক্ষিণা নির্দেশপূর্বক অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি নানা যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম রাম। ইনি সকলের আশ্রয়, ইঁহা হইতে পিতৃনিদেশ প্রায় পূর্ণ হইল। মহারাজের পুত্রগণমধ্যে এই রামই সর্বজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ। ইঁহার আকারে সমস্ত রাজচিহ্ন বিদ্যমান। ইঁনি রাজপদ গ্রহণ

করিতেছিলেন, এই অবসরে রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া আমার সহিত অরণ্যে আসিয়াছেন। সায়াহ্নে রশ্মি যেমন তেজস্বী সূর্যের অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভার্যা জানকী ইঁহার অনুগমন করিয়াছেন। আমি ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। আমি এই কৃতজ্ঞ বহুদর্শীর গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া, দাসত্ব স্বীকার করিয়া আছি। ইনি ভোগসুখ লাভের যোগ্য, পূজনীয় ও সকলের উপকারী। ইনি ঐশ্বর্যবিহীন হইয়া বনবাসে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে কোন এক কামরূপী রাক্ষস আমাদের অসন্নিধানে ইঁহার পত্নী জানকীরে আশ্রম হইতে হরণ করিয়াছে। আমরা ঐ রাক্ষসের সম্পর্কে সবিশেষ কিছুই জানি না। দিতির পুত্র দানব দনু শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। সে মাত্র এই কথা কহিল, কপিরাজ সুগ্রীব অতিশয় বিচক্ষণ, সেই বীর্যবান তোমার ভার্যাপহারী রাক্ষসকে জানিবেন। দনু এই বলিয়া তেজঃপুঞ্জকলেবরে স্বর্গারোহণ করিল।

হনুমন! এই আমি তোমাকে রামসংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে আমি ও রাম, আমরা দুইজনেই সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতেছি। রাম অর্থীদিগকে প্রচুর অর্থ দানপূর্বক উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়াছেন। যিনি পূর্বে সকলের অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে তিনি সুগ্রীবের আশ্রয় লাভের ইচ্ছা করিতেছেন। যিনি লোকের শরণ্য ও ধর্মবৎসল, জানকী যাঁহার বধূ, তাঁহারই পুত্র রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন। যে ধর্মশীল অন্যের প্রতিপালক ছিলেন, মদীয় গুরু সেই রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন। সমস্ত লোক যাঁহার প্রসাদে পরিতোষ পাইত, সেই রাম সুগ্রীবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন। যে দশরথ পৃথিবীর গুণবান রাজগণকে সর্বদা সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারই জগদ্বিখ্যাত জ্যেষ্ঠপুত্র সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইলেন। ইনি শোকার্ত হইয়া যখন আশ্রয় লইলেন, তখন যূথপতিগণের সহিত সুগ্রীব ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন।

লক্ষ্মণ জলধারাকুললোচনে করুণ বাক্যে এইরূপ বলিলে, বক্তা হনুমান কহিতে লাগিলেন, তোমরা বুদ্ধিমান শান্তস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়। সুগ্রীব তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ করিবেন। তোমরা তাঁহারই ভাগ্যক্রমে এই স্থানে আসিয়াছ। বালীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত বিরোধ। বালী তাঁহার ভার্যাকে লইয়াছে এবং রাজ্যাপহরণপূর্বক দূর করিয়া দিয়াছে। সেই অবধি সুগ্রীব যারপরনাই ভীত হইয়া অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন। এক্ষণে তিনিই বানরগণকে লইয়া সীতার অন্বেষণকার্যে তোমাদের সাহায্য করিবেন। হনুমান মধুর বাক্যে এই বলিয়া পুনরায় কহিলেন, তবে চল, এক্ষণে আমরা সুগ্রীবেরই নিকট উপস্থিত হই।

তখন লক্ষ্মণ হনুমানকে যথাবিধি সৎকার করিয়া রামকে কহিলেন, আর্য! এই পবনতনয় হনুমান হৃষ্টমনে যেরূপ কহিতেছেন, ইহাতে বোধ হইল, আপনার সাহায্যে সুগ্রীবেরও কোন কার্য সাধিত হইবে। এক্ষণে আপনি এই স্থানে আসিয়া কৃতার্থ হইলেন। এই বীর স্পষ্টই প্রসন্ন মুখে হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, ইনি যে মিথ্যা কহিবেন, এরূপ বোধ হইতেছে না।

অনন্তর বিচক্ষণ হনুমান রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, এবং ভিক্ষুরূপ পরিহার ও বানররূপ স্বীকার করিয়া উঁহাদিগকে পৃষ্ঠে গ্রহণপূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান ঋষ্যমূক হইতে মলয় পর্বতে গমন করিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, কপিরাজ! এই বীর রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়াছেন। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের পুত্র। ইনি পিতৃনিদেশে পিতারই সত্য পালনের উদ্দেশে আসিয়াছেন। যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক অগ্নির তৃপ্তি সাধন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্য গো দক্ষিণা দান করিয়াছেন, যিনি সাধুতা ও সত্য দ্বারা পৃথিবী শাসন করিতেন, তাঁহারই স্ত্রীর জন্য রাম বনবাসী। এক্ষণে এই মহাত্মা অরণ্যবাসে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ ইঁহার পত্নীকে হরণ করিয়াছে। ইনি তোমার শরণাপন্ন হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনেই তোমার সহিত বন্ধুতা করিবেন। ইঁহারা অতিশয় পূজনীয়, এক্ষণে তুমি ইঁহাদিগকে গ্রহণ ও সম্মান কর।

তখন সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়দর্শন রূপ ধারণপূর্বক প্রীতিভরে রামকে কহিলেন, রাম! আমি হনুমানের নিকট তোমার গুণ সমস্ত প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ; সকলের উপর তোমার বাৎসল্য আছে। আমি বানর, তুমি আমারও সহিত যে বন্ধুতা ইচ্ছা করিতেছ, এই আমার পরম লাভ, এই-ই আমার সম্মান। এক্ষণে আমার সহিত মৈত্রীভাব স্থাপন যদি তোমার প্রীতিকর হইয়া থাকে, তবে আমি এই বাহু প্রসারণ করিয়া দিলাম গ্রহণ কর, এবং অটল প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হও।

তখন রাম পুলকিত মনে সুগ্রীবের হস্ত গ্রহণ এবং মিত্রতাস্থাপনপূর্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময় হনুমান দুইখানি কাষ্ঠ ঘর্ষণপূর্বক অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রীতমনে পুষ্পদ্বারা তাহা অর্চনা করত উঁহাদের মধ্যস্থলে রাখিলেন। উঁহারা ঐ প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর প্রীতিভরে পরস্পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সুগ্রীব হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, রাম! তুমি আমার প্রীতিকর বন্ধু হইলে, এক্ষণে আমাদিগের সুখ দুঃখ একই হইল। এই বলিয়া তিনি শালবৃক্ষের এক পত্রবহুল কুসুমিত শাখা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হনুমানও লক্ষ্মণের উপবেশনার্থ প্রীতমনে এক পুষ্পিত চন্দনশাখা আনিয়া দিলেন।

অনন্তব সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্ললোচনে কহিলেন, রাম! আমি রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, ভীত মনে অরণ্য পর্যটন করিতেছি। বালীর সহিত আমার অত্যন্ত বিরোধ। সে আমার ভার্যাকে গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহারই ভয়ে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এই দুর্গ আশ্রয় করিয়া আছি। অতঃপর যাহাতে আমার ভয় দূর হয়, তুমি তাহাই কর।

তখন ধর্মবৎসল তেজস্বী রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কপিরাজ! উপকারই যে মিত্রতার ফল, আমি তাহা বিদিত আছি। আমি তোমার সেই ভার্যাপহারক বালীকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। আমার কঙ্কপত্রশোভী সরলগ্রন্থি বজ্রসদৃশ সূর্যপ্রকাশ সুশাণিত অমোঘ শর মহাবেগে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় সেই দুর্বৃত্তের উপর পড়িবে। তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহাকে নিহত ও পর্বতবৎ বিক্ষিপ্ত দর্শন করিবে।

অনন্তর সুগ্রীব রামের মুখে হিতকর এইরূপ কথা শুনিয়া প্রীতমনে কহিলেন, মনুষ্যপ্রবীর! আমি তোমার প্রসাদে রাজ্য ও ভার্যা উভয়ই প্রাপ্ত

হইব। তুমি আমার সেই শত্রু বালীকে এইরূপ করিবে যেন সে আমার আর কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে।

তখন সুগ্রীব ও রামের প্রণয় সংঘটন হইলে, জানকীর পদ্মকলিকাকার চক্ষু বালীর পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু এবং রাক্ষসগণের অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত চক্ষু বামে নৃত্য করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ সর্গ ॥ অনন্তর সুগ্রীব প্রীত হইয়া পুনরায় কহিলেন, রাম! তুমি যে নিমিত্ত নির্জন বনে আসিয়াছ, আমার এই মন্ত্রিপ্রধান সেবক হনুমান সমুদয়ই কহিয়াছেন। তুমি লক্ষ্মণের সহিত বনবাসে কালযাপন করিতেছিলে, এই অবসরে এক রাক্ষস তোমার ভার্যা জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করে। তুমি ও সুবোধ লক্ষ্মণ জানকীকে একাকী রাখিয়া প্রস্থান কর, আর সেই ছিদ্রান্বেষী জটায়ুকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়। রাক্ষস তোমায় স্ত্রী-বিচ্ছেদ-দুঃখে ফেলিয়াছে, তুমি অচিরাৎ ইহা হইতে মুক্ত হইবে; আমি তোমাকে সেই দানবহৃত দেবশ্রুতির ন্যায় সীতা আনিয়া দিব। তিনি আকাশ বা রসাতলেই থাকুন, আমি তাঁহাকে আনয়নপূর্বক তোমায় অর্পণ করিব। জানিও আমি সত্যই কহিলাম। ইন্দ্রাদি সুরাসুর কখনই বিষাক্ত খাদ্যবৎ সীতাকে জীর্ণ করিতে পারিবেন না। বীর! শোক পরিত্যাগ কর; আমি তোমার প্রিয়তমাকে আনিব। এক্ষণে অনুমানে বুঝিতেছি, তিনিই জানকী। নিষ্ঠুর নিশাচর তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঐ সময় সীতা, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, এবং রাবণের ক্রোড়ে উরগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি আমাদের পাঁচজনকে পর্বতোপরি দর্শন করিয়া উত্তরীয় ও অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়াছেন। আমরা সেইগুলি লইয়া গহ্বরে রাখিয়াছি। এক্ষণে সমুদয়ই আনি, দেখ তুমি চিনিতে পার কি না।
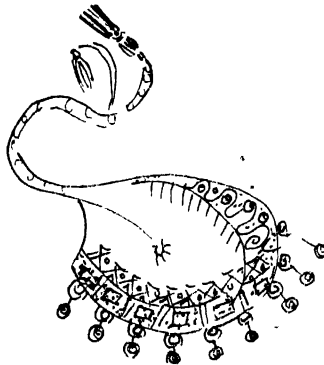
তখন রাম প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে, শীঘ্র আন, কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? অনন্তর সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ রামের প্রিয়োদ্দেশে এক নিবিড় গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উত্তরীয় ও অলঙ্কার আনয়নপূর্বক কহিলেন, এই দেখ।

তখন রাম সেইগুলি লইয়া হিমজালে চন্দ্র যেমন আবৃত হন, তদ্রূপ নেত্রজলে আচ্ছন্ন হইলেন। তিনি সীতাস্নেহপ্রবৃত্ত অশ্রুতে দূষিত হইয়া অধীরভাবে হা

প্রিয়ে! বলিয়া ভূতলে পড়িলেন এবং সেই অলঙ্কারগুলি বারংবার হৃদয়ে রাখিয়া গর্তমধ্যে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ উঁহার পার্শ্বে ছিলেন, রাম তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও অনর্গল অশ্রু বিসর্জনপূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, হরণকালে জানকী ভূতলে এই উত্তরীয় ও দেহ হইতে অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর এই সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, নচেৎ এইগুলি পূর্ববৎ কদাচই অবিকৃত থাকিত না।

তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য! আমি কেয়ূর জানি না, কুণ্ডলও জানি না, প্রতিদিন প্রণাম করিতাম, এইজন্য এই দুই নূপুরকেই জানি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! বল, সেই ভীষণাকার রাক্ষস আমার প্রাণপ্রিয়া জানকীকে লইয়া কোথায় গমন করিতেছিল দেখিলে? যে আমাকে ঘোরতর বিপদে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, সে কোথায় থাকে? অতঃপর আমি তাহারই নিমিত্ত রাক্ষসকুল সংহার করিব। যে জানকীরে হরণ করিয়া আমার ক্রোধানল প্রদীপ্ত করিল, সে আত্মনাশের জন্য মৃত্যুদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে বঞ্চনা করিয়া বন হইতে আমার প্রেয়সীকে হরণ করিল, সে ব্যক্তি কে? বল, আমি অচিরাৎই তাহাকে বিনাশ করিব।

সপ্তম সর্গ ॥ তখন সুগ্রীব রামের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া গদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি সেই পাপ রাক্ষসের গুপ্তনিবাস কোথায়, জ্ঞাত নহি, কিন্তু তাহার বল বিক্রম এবং সেই দুষ্কুলের কুল সমস্তই জানি। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ কর; সত্যই কহিতেছি; জানকী যেরূপে তোমার হস্তগত হন, তাহাই করিব। আমি তুষ্টিকর পুরুষকার অবলম্বনপূর্বক রাবণকে সগণে সংহার করিয়া, যাহাতে তুমি প্রীত হইতে পার, অচিরাৎ তাহাই করিব। এক্ষণে তুমি আর বিহ্বল হইও না, ধৈর্য অবলম্বন কর। এইরূপ বুদ্ধিলাঘব ভবাদৃশ লোকের শোভা পায় না। দেখ, আমিও স্ত্রীবিরহজনিত বিপদে পড়িয়াছি; কিন্তু আমি সামান্য বানর, তথাচ এইরূপে শোক করি না, এবং ধৈর্যও ধারণ করিতেছি। রাম! তুমি মহাত্মা বিনীত সুধীর ও মহৎ, তুমি যে প্রবোধ পাইবে, ইহার আর বৈচিত্র্য কি। তোমার নয়নযুগল হইতে দরদরিতধারে অশ্রু বহিতেছে, ধৈর্যবলে সংবরণ কর। ধৈর্য সাত্ত্বিকের মর্যাদাস্বরূপ; ইহা ত্যাগ করিও না। যিনি সুধীর, বিপদ অর্থকষ্ট এবং প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইলেও বুদ্ধি-কৌশলে অবসন্ন হন না। আর যে ব্যক্তি অবিচক্ষণ এবং যে কোন কার্যেই বুদ্ধিচাতুর্য দেখাইতে পারে না, সে শোকে অবশ হইয়া, নদীপ্রবাহে ভারাক্রান্তা নৌকার ন্যায় নিমগ্ন হয়। সখে! আমি এই তোমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইতেছি, প্রণয়ের অনুরোধে প্রসন্ন করিতেছি, তুমি পৌরুষ আশ্রয় কর, আর শোক করিও না। শোকার্ত লোক অসুখী এবং তাহার তেজও নষ্ট হয়, অতএব তুমি শোক করিও না। দেখ, শোকবশে প্রাণসংশয় হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং শোককে আর প্রশ্রয় দিও না। আমি সখ্যভাবে তোমায় হিতই কহিতেছি, ইহা উপদেশ নহে। এক্ষণে তুমি সখ্যতার গৌরব রাখিয়া শোক দূর কর।

তখন রাম, বয়স্য সুগ্রীবের মধুর বচনে প্রবোধ লাভ করিয়া, বস্ত্রান্তে

নেত্রজলক্লিন্ন মুখ মার্জনা করিলেন, এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্বক কহিতে লাগিলেন, শুভানুধ্যায়ী স্নিগ্ধ বন্ধুর যাহা অনুরূপ ও কর্তব্য, তুমি তাহাই করিলে। তোমার অনুনয়ে এই আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। এইরূপ বিপদকালে এই প্রকার মিত্রলাভ নিতান্তই দুর্ঘট। এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ এবং সেই দুরাচার রাক্ষসের বধসাধন এই দুইটি বিষয়ে তোমায় সবিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অতঃপর আমিই বা তোমার কি করিব, তুমি অকপটে তাহাও বল। সখে! বর্ষার সময় সুক্ষেত্রে বীজ যেমন ফলবান্ হয়, তদ্রূপ তোমার সকল কার্য অচিরাৎই সফল হইবে। আমি অভিমানবশতঃ তোমায় যাহা কহিলাম, তাহা সত্যই বুঝিও। শপথপূর্বক কহিতেছি, আমি কখন মিথ্যা কহি নাই, কহিবও না।

তখন সুগ্রীব রামের এই অঙ্গীকারবাক্য শ্রবণপূর্বক বানরগণের সহিত অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি ও রাম একান্তে উপবেশন করিয়া উভয়ের অনুরূপ নানারূপ সুখদুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। তৎকালে সুগ্রীব মহানুভব রামের আশ্বাসজনক বাক্যে স্বকার্যসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ই হইলেন।

অষ্টম সর্গ ॥ অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর রামের বাক্যে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সখে! তোমার তুল্য গুণবান যখন আমার মিত্র, তখন আমি যে দেবগণেরও অনুগ্রহপাত্র হইব, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বরাজ্যের কথা কি, তোমার সাহায্যপ্রভাবে দেবরাজ্যও আমার আয়ত্ত হইবে। আমি অগ্নিসমক্ষে তোমায় সখ্যভাবে লাভ করিলাম, সুতরাং এক্ষণে স্বজনেরও পূজনীয় হইতেছি। আমি যে তোমারই অনুরূপ বয়স্য, তুমি ইহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে, তজ্জন্য তোমার নিকট গুণগৌরব প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। স্বাধীন! তোমার তুল্য সুশিক্ষিত মহতের প্রীতি প্রায়ই অটল হয়। বয়স্যেরা কহেন, স্বর্ণ, রৌপ্য, উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রভৃতি পদার্থসকল বয়স্যগণের সাধারণ ধন। ধনী বা দরিদ্রই হউন, সুখ বা দুঃখই ভোগ করুন, নির্দোষ বা দোষীই থাকুন, বয়স্য বয়স্যের গতি। বন্ধুর অনির্বচনীয় স্নেহ দর্শনে ধনত্যাগ সুখত্যাগ বা দেশত্যাগও ক্লেশকর হয় না।

তখন শ্রীমান রাম ইন্দ্রপ্রভাব লক্ষ্মণের নিকট প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা কিছুই অলীক নহে।

অনন্তর সুগ্রীব পরদিনে ঐ বীরদ্বয়কে শৈলতলে নিষণ্ণ দেখিয়া বনের সর্বত্র চপলভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং অদূরে পত্রবহুল পুষ্পিত ভ্রমরশোভিত এক শাল বৃক্ষের শাখা দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি তাহা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হনুমানও এক শালশাখা উৎপাটনপূর্বক বিনীত লক্ষ্মণকে বসাইলেন।

রাম প্রশান্ত সাগরের ন্যায় উপবেশন করিলে সুগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া প্রীতিভরে হর্ষস্খলিত বাক্যে কহিলেন, সখে! বালী আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমার পত্নী অপহৃত। এক্ষণে আমি অতিমাত্র ভীত হইয়া দুঃখিত মনে ঋষ্যমূকে সঞ্চরণ করিতেছি। বালী আমার পরম শত্রু, আমি তাহার ভয়ে সততই উদ্বিগ্ন আছি। তুমি ভয়নাশক, এক্ষণে এই অনাথের প্রতিও প্রসন্ন হও।

তখন ধর্মবৎসল রাম ঈষৎ হাসিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! লোক উপকারে মিত্র অপকারে শত্রু হইয়া থাকে। এক্ষণে বালী কার্যদোষে তোমার শত্রু হইয়াছে, অতএব আমি আজিই তাহাকে বিনাশ করিব। আমার এই স্বর্ণখচিত খরতেজ শর কঙ্কপত্রে অলঙ্কৃত সুতীক্ষ্ম সুপর্ব ও বজ্রসদৃশ। ইহা শরবনে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি এই ক্রোধপ্রদীপ্ত উরগবৎ শরে সেই দুরাচার বালীকে নিহত ও পর্বতের ন্যায় বিক্ষিপ্ত দেখিবে।

তখন সেনাপতি সুগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং রামকে সাধুবাদপূর্বক কহিলেন, রাম! আমি শোকে আক্রান্ত হইয়াছি: তুমি শোকার্তের গতি এবং বয়স্য. এই জন্য আমি তোমার নিকট মনের বেদনা ব্যক্ত করিতেছি। তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া পাণি প্রদানপূর্বক আমার মিত্র হইয়াছ; সত্য শপথে কহিতেছি, আমিও তোমায় প্রাণাধিক বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে আন্তরিক ক্লেশ নিয়তই আমার মনকে ক্ষীণ ও দুর্বল করিতেছে। তুমি সখা, এই জন্য আমি অকুণ্ঠিত মনে তোমায় সকলই কহি।

এইমাত্র বলিয়া সুগ্রীব কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তৎকালে উচ্চস্বরে আর কিছুই কহিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি নদীবেগবৎ আগত অশ্রুবেগ রামের সমক্ষে সহসা ধৈর্যবলে নিরোধ করিলেন এবং এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক নেত্র মার্জনা করত পুনরায় কহিতে লাগিলেন, সখে! মহাবীর বালী আমাকে রাজ্যচ্যুত করে এবং আমায় কঠোর কথা শুনাইয়া আবাস হইতে দূর করিয়া দেয়। ঐ দুষ্ট আমার প্রাণাধিক পত্নীকে হরণ এবং মিত্রবর্গকে কারাগারে বন্ধন করিয়াছে। আমাকে বিনাশ কবিতে তাহার অত্যন্তই যত্ন, তজ্জন্য সে অনেক বার বানরসকল প্রেরণ করিয়াছিল, আমিও উহাদিগকে বধ করি। বলিতে কি, তুমি যখন আইস, তখন তোমায় দর্শন করিয়া আমি শঙ্কাক্রমে অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই। দেখ, লোক অল্প ভয়েও ভীত হইয়া থাকে। এক্ষণে কেবল হনুমান প্রভৃতি বানরেরা আমার সহায়। আমি কষ্টে পড়িয়াও ইহাদের গুণে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। এই স্নেহার্দ্র বানরগণ সর্বত্র আমায় রক্ষা করিতেছে। ইহারা আমি যাইলে যায় এবং বসিলে বৈসে। সখে! এক্ষণে তোমায় অধিক আর কি কহিব, সংক্ষেপে এইমাত্র জানিও, যে প্রখ্যাতপৌরুষ বালীকে বধ করিলেই আমার বর্তমান দুঃখ তিরোহিত হইবে। তাহার বিনাশে আমার জীবন ও সুখ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। রাম! আমি শোকার্ত হইয়া শোকনাশের উপায় তোমায় কহিলাম। তুমি সুখী হও বা দুঃখে থাক, আমাকে এক্ষণে আশ্রয় দান করিতে হইবে।

রাম কহিলেন, সুগ্রীব! বালীর সহিত তোমার এরূপ শত্রুতা জন্মিবার কারণ কি? যথার্থতঃ শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি ইহা শ্রবণপূর্বক উভয়ের বলাবল ও কর্তব্য অবধারণ করিয়া যাহাতে তুমি সুখী হও করিব। তোমার অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছে এবং বর্ষাকালে জলবেগ যেমন প্রবল হয়, সেইরূপ উহা আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করিয়া বর্ধিত হইতেছে। এক্ষণে যাবৎ আমি শরাসনে জ্যা আরোপণ না করি, তাবৎ তুমি হৃষ্ট হইয়া বিশ্বস্তমনে সমস্তই বল, আমার শর মুক্ত হইবামাত্র তোমার শত্রু নষ্ট হইবে।

সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া চারিটি বানরের সহিত যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।

নবম সর্গ ॥ অনন্তর সুগ্রীব শত্রুতার প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন, রাম! মহাবল বালী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি পিতার একান্ত বহুমানের পাত্র ছিলেন এবং আমিও তাঁহাকে সবিশেষ গৌরব করিতাম। পরে পিতার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে,

মন্ত্রিগণ জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রীতিভাজন বালীকেই বানর-রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। তিনি বিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি চিরকাল দাসের ন্যায় তাঁহার পদানত ছিলাম।

মায়াবী নামে তেজস্বী এক অসুর ছিল। সে দুন্দুভি দানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্বে উহার সহিত বালীর স্ত্রী-সংক্রান্ত শত্রুতা সংঘটন হয়। একদা রজনীযোগে সকলে নিদ্রিত হইলে ঐ অসুর কিষ্কিন্ধাদ্বারে আসিয়া ক্রোধভরে সিংহনাদপূর্বক বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। ঐ সময় বালী নিদ্রিত ছিলেন। তিনি উহার ভৈরবনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ মহাবেগে নির্গত হইলেন। তিনি ঐ অসুর সংহারার্থ মহারোষে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমি প্রণত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। তাঁহার পত্নীরাও প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই মহাবল উঁহাদিগকে অপসারণপূর্বক বহির্গত হইলেন। তখন আমিও ভ্রাতৃস্নেহে উঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

অনন্তর মায়াবী দূর হইতে আমাদিগকে দেখিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। আমরাও দ্রুতপদে ধাবমান হইলাম। ঐ সময় চন্দ্রোদয় হইতেছিল, পথ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইত্যবসরে মায়াবী মহাবেগে এক বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন দুর্গম ভূবিবরে প্রবেশ করিল। আমরাও গিয়া উহার দ্বার অবরোধ করিলাম। বালী উহাকে ঐ গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষুব্ধমনে আমাকে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি এক্ষণে সাবধান হইয়া এই দ্বারে দাঁড়াইয়া থাক। আমি বিবরে প্রবেশ ও সমরে শত্রুনাশ করিব। আমি এই কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত প্রবেশের প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু তিনি দ্বারদেশে থাকিবার নিমিত্ত আমাকে পাদস্পর্শপূর্বক শপথ করাইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর এক বৎসরেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। আমি বিলদ্বারে দণ্ডায়মান, ভাবিলাম, বালী নিহত হইয়াছেন। স্নেহবশতঃ মনে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল এবং নানাপ্রকার অনিষ্ট আশঙ্কা হইতে লাগিল। পরে বহু কাল অতীত হইলে দেখিলাম, সেই বিবর হইতে উষ্ণ রুধির নির্গত হইতেছে। তদ্দর্শনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তৎকালে অসুরগণের বীরনাদ আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু যুদ্ধপ্রবৃত্ত বালীর রব কিছুই শুনিতে পাইলাম না। তখন আমি এই সকল চিহ্নে তাঁহার মৃত্যু অবধারণ করিয়া শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার রোধ করিলাম এবং শোকাক্রান্তমনে তাঁহার তর্পণ করিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। সখে! আমি বহুযত্নে বালীর বৃত্তান্ত গোপন করি, কিন্তু পরিশেষে মন্ত্রিগণ সমস্তই শুনিলেন এবং একমত হইয়া আমাকেই রাজা করিলেন।

অনন্তর আমি ন্যায়ানুসারে বালীর রাজ্য শাসন করিতেছি, ইত্যবসরে তিনি শত্রু সংহার করিয়া আগমন করিলেন এবং আমাকে অভিষিক্ত দেখিয়া ক্রোধসংরক্ত নেত্রে মন্ত্রিগণকে বন্ধনপূর্বক কটূক্তি করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, তৎকালে আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ নিগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্তু ভ্রাতৃগৌরবে সঙ্কুচিত হইয়া আমায় নিরস্ত থাকিতে হইল। বালী শত্রুনাশ করিয়া পুরপ্রবেশ করিয়াছেন, আমি সম্মানার্থ, তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। কিন্তু তিনি পুলকিত মনে আমায় আশীর্বাদ করিলেন না। আমি তাঁহার পদে কিরীট স্পর্শপূর্বক প্রণত হইলাম, কিন্তু তিনি ক্রোধনিবন্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না।

দশম সর্গ॥ অনন্তর আমি আপনার হিতসংকল্পে কহিলাম, রাজন্! তুমি ভাগ্যক্রমে শত্রু নষ্ট করিয়া নির্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়াছ। আমি অনাথ, তুমিই আমার অধীশ্বর। আমি তোমার এই বহুশলাকাযুক্ত উদিত পূর্ণ চন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ধারণ করিতেছি, এক্ষণে গ্রহণ কর। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া সংবৎসরকাল সেই বিলদ্বারে দাঁড়াইয়াছিলাম, দেখিলাম গর্ত হইতে দ্বারদেশ পর্যন্ত শোণিত উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম, এবং আমার মনও বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর আমি শৈলশৃঙ্গদ্বারা বিলদ্বার রুদ্ধ করিলাম এবং তথা হইতে পুনরায় বিষণ্ণমনে কিষ্কিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। পরে পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ আমার দর্শন পাইয়া ইচ্ছা না করিলেও আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ক্ষমা কর। তুমিই মাননীয় রাজা। পূর্বে আমি যেমন তোমার পদানত দাস ছিলাম, এখনও সেইরূপ আছি। তোমার অদর্শনই আমার এই নিয়োগের কারণ। এক্ষণে এই নগর, অমাত্য ও পৌরগণের সহিত নিষ্কণ্টক রহিয়াছে। তোমার রাজ্য আমার হস্তে স্থাপিত ছিল, আমি কেবল ইহা রক্ষা করিতেছিলাম। বীর! আমি প্রণিপাতপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, ক্রোধ সংবরণ কর। অরাজক রাজ্যে অন্যের জিগীষা হইয়া থাকে, এই আশংকাক্রমেই পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ একমত হইয়া বলপূর্বক আমাকে রাজা করিয়াছেন।

রাম! আমি সবিনয়ে এইরূপ কহিতেছি, ইত্যবসরে বালী আমাকে ধিক্কার-পূর্বক ভর্ৎসনা করিয়া নানা কথা কহিলেন এবং অভিমত মন্ত্রী ও প্রজাগণকে আনয়ন ও আমাকে আহ্বান করিয়া সুহৃৎগণমধ্যে গর্হিতবাক্যে কহিতে লাগিলেন, পৌরগণ! মন্ত্রিবর্গ! তোমরা জানই, একদা রজনীযোগে মায়াবী নামে এক অসুর যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে আমায় আহ্বান করিয়াছিল। আমি উহার আহ্বানে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হই। এই দারুণ ভ্রাতাও তৎকালে আমার অনুসরণ করে। অনন্তর ঐ মহাবল মায়াবী রাত্রিকালে আমাদিগকে বহির্গত দেখিয়া ভীতমনে ধাবমান হইল। আমরাও মহাবেগে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পরে সে এক ভীষণ প্রশস্ত গর্তে প্রবেশ করিল। তখন আমি এই ক্রূরদর্শনকে কহিলাম, দেখ, শত্রু নিপাত না করিয়া কদাচই নগরে প্রতিগমন করিব না। যাবৎ এই কার্য সুসম্পন্ন না হইতেছে, তাবৎ তুমি এই বিলদ্বারে আমার প্রতীক্ষা কর। সুগ্রীব দ্বারে থাকিল, এই বিশ্বাসে আমি ঐ দুর্গম গর্তে প্রবেশ করিলাম। মায়াবীর অন্বেষণে সংবৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, এবং সে অনুদ্দিষ্ট বলিয়াই মনে অত্যন্ত ত্রাস জন্মিল। পরে আমি তাহার দর্শন পাইলাম এবং তদ্দণ্ডেই তাহাকে সবান্ধবে নিপাত করিলাম। তখন সে ভূতলে পড়িয়া অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল এবং তাহার দেহরক্তে ঐ গর্তও পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর আমি ঐ পরাক্রান্ত অসুরকে অক্লেশে বিনাশ করিয়া বহির্গত হইতেছিলাম, কিন্তু গর্তের দ্বার পাইলাম না, গর্তের মুখ প্রচ্ছন্ন ছিল। তখন আমি সুগ্রীব সুগ্রীব রবে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রত্যুত্তর না পাওয়াতে অত্যন্তই দুঃখিত হইলাম। পরে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করাতে প্রস্তর পতিত হইল। আমিও সেই পথ দিয়া বহির্গমনপূর্বক পুরপ্রবেশ করিলাম। দেখ, সুগ্রীব ভ্রাতৃস্নেহ বিস্মৃত হইয়া রাজ্য লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ ক্রূরই গর্তমধ্যে আমায় রুদ্ধ করিয়া রাখে।

নির্লজ্জ বালী আমাকে এই বলিয়া একবস্ত্রে নির্বাসিত করিয়া দিল। সে আমার ভার্যা হরণপূর্বক আমাকে প্রত্যাখ্যান করিল। আমি উহার ভয়ে বনগহনা সসাগরা পৃথিবী পর্যটন করিয়াছি, এবং ভার্যাহরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় লইয়াছি। এই স্থানে বালী বিশেষ কারণেই আর আসিতে পায় না। সখে! কি জন্য আমাদের বৈর উপস্থিত হইল, এই আমি তোমায় সমস্তই কহিলাম। আমায় নিরপরাধে এই বিপদ সহ্য করিতে হইতেছে। আমি দুর্দান্ত বালীর ভয়ে নিতান্তই কাতর। ভয়নাশন! এক্ষণে উহাকে হনন করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

তখন তেজস্বী রাম হাস্য করিয়া সুসংগত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সখে! আমার এই সকল অমোঘ প্রখর শর রোষে উন্মুক্ত হইযা সেই দুর্বৃত্ত বালীর উপর পতিত হইবে। আমি যাবৎ তোমার সেই ভার্যাপহারক দুশ্চরিত্র পাপীকে না দেখিতেছি, তাবৎ তাহার জীবন। তুমি যে শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছ, আমি স্বদৃষ্টান্তে তাহা বুঝিতেছি। এক্ষণে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি অচিরাৎই রাজ্য ও ভার্যা প্রাপ্ত হইবে।

একাদশ সর্গ ॥ অনন্তর সুগ্রীব মহাত্মা রামের এই হর্ষজনক তেজোদ্দীপক বাক্য শ্রবণপূর্বক উঁহার ভূয়সী প্রশংসা করত কহিলেন, সখে! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুগান্তকালীন সূর্যের ন্যায় সুতীক্ষ্ন শরে সমস্ত লোক দগ্ধ করিতে পার, সন্দেহ নাই। তোমার শর মর্মভেদী ও প্রদীপ্ত। এক্ষণে আমি বালীর বলবীর্য ও পৌরুষের কথা কহিতেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। বালীর শক্তি অসাধারণ। সে প্রত্যুষে পশ্চিম সাগর হইতে পূর্ব সাগরে এবং দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তর সাগরে অবিশ্রান্তে গমন করিয়া থাকে। ঐ বীর পর্বতে আরোহণ-পূর্বক অত্যুচ্চ শিখরসকল কন্দুকবৎ মহাবেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণ ও পুনরায় গ্রহণ করে এবং স্বীয় বল প্রদর্শনের নিমিত্ত বনের অন্তঃসারযুক্ত বৃক্ষসকল ভাঙিগয়া থাকে।

পূর্বে দুন্দুভি নামে কৈলাসশিখরপ্রভ মহিষরূপী এক অসুর ছিল। সে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিত। একদা ঐ মহাকায় বরলাভে মুগ্ধ হইয়া বীর্যমদে তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে অনাদর করিয়া কহিল তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন ধর্মশীল সমুদ্র গাত্রোত্থানপূর্বক ঐ আসন্নমৃত্যু অসুরকে কহিলেন, বীর! আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না; যে সমর্থ হইবে কহিতেছি শ্রবণ কর। মহারণ্যে হিমালয় নামে নির্ঝরপূর্ণ গহ্বরশোভিত এক পর্বত আছেন। তিনি শংকরের শ্বশুর ও মহর্ষিগণের আশ্রয়। এক্ষণে তিনিই তোমাকে অতিমাত্র প্রীতি দান করিতে পারিবেন।

তখন দুন্দুভি মহাসাগরকে ভীত দেখিয়া প্রক্ষিপ্ত শরের ন্যায় শীঘ্র হিমালয়ের বনে উপস্থিত হইল এবং উঁহার বৃহৎ বৃহৎ শ্বেতবর্ণ শিলাসকল ভূতলে নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ধবলমেঘাকার প্রিয়দর্শন শান্তমূর্তি হিমাচল স্বশিখরে উপবেশন করিয়া কহিলেন, ধর্মবৎসল! আমি তাপসগণের আশ্রয়, যুদ্ধে সুপটু নহি। সুতরাং আমাকে ক্লেশ প্রদান করা তোমার উচিত হইতেছে না।

তখন দুন্দুভি ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত চক্ষে কহিল, যদি তুমি যুদ্ধে অসমর্থ হও, অথবা আমার ভয়েই ভগ্নোৎসাহ হইয়া থাক, তবে বল, আমি যুদ্ধার্থী, এক্ষণে কে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবে?

সুবক্তা হিমাচল কহিলেন, বীর! রমণীয় কিষ্কিন্ধা নগরীতে বালী নামে এক প্রবলপ্রতাপ বানর আছে। সে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। সুরপতি যেমন নমুচির সহিত, তদ্রূপ সেই রণপণ্ডিত তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবে। এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র তাহার নিকট গমন কর। সে যুদ্ধবীর এবং তাহার বীর্য একান্তই দুঃসহ।

তখন দুন্দুভি এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অতিভীষণ মহিষমূর্তি ধারণ করিয়া বর্ষাকালে গগনতলে জলপূর্ণ মহামেঘের ন্যায় কিষ্কিন্ধার অভিমুখে চলিল। সে উহার পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া ভূবিভাগ

কম্পিত করত দুন্দুভির ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল। কখন নিকটের বৃক্ষ ভগ্ন ও চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, কখন খুর-প্রহারে ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল এবং কখন বা মাতঙ্গের ন্যায় সদর্পে শৃঙ্গদ্বারা দ্বারদেশ খুঁড়িতে লাগিল। তৎকালে বালী অন্তঃপুরে ছিলেন। তিনি উহার বীরনাদ সহিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তারাগণের সহিত চন্দ্রের ন্যায় স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বনচর বানরগণের অধীশ্বর বহির্গত হইয়া দুন্দুভিকে সুস্পষ্ট ও পরিমিত কথায় কহিলেন, মহাবল! তুমি কি নিমিত্ত পুরদ্বার রোধ করিয়া সিংহনাদ করিতেছ? আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এক্ষণে পলায়ন কর।

তখন দুন্দুভি এই কথা শুনিয়া রোষরক্তনেত্রে কহিতে লাগিল, বীর! তুমি স্ত্রীলোকের সমক্ষে কিছু কহিও না। অদ্য আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও,

পরে তোমার বল বুঝিতে পারিব। অথবা আমি আজিকার এই রাত্রি ক্রোধ সংবরণ করিয়া রাখি, সূর্যের উদয়কাল পর্যন্ত তোমার ভোগ সাধনের জন্য প্রতীক্ষা করিব। তুমি কপিকুলের অধিপতি, এক্ষণে তাহাদিগকে আলিঙ্গনপূর্বক প্রীতির উপহারে তৃপ্ত কর, কিষ্কিন্ধা নগরীকে মনের সুখে দেখিয়া লও এবং সুহৃৎগণকে আমন্ত্রণ ও আত্মতুল্য কোন ব্যক্তির উপর রাজ্যভার অর্পণ কর। আমি কল্য নিশ্চয়ই তোমার দর্প চূর্ণ করিব। নিরস্ত্র, অসাবধান, কৃশ ও তোমার সদৃশ মদোন্মত্তকে বধ করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে, সুতরাং নিরস্ত হইলাম; তুমি স্বচ্ছন্দে গিয়া স্ত্রী সম্ভোগ কর।

বালী এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তারা প্রভৃতি স্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া হাস্যমুখে ঐ মূর্খকে কহিলেন, দেখ, যদি তুই যুদ্ধে নির্ভয় হইয়া থাকিস, তবে আর আমায় মত্ত বোধ করিস না; আমার এই মত্ততা উপস্থিত যুদ্ধেব বীরপান বলিয়া অনুমান কর।

বালী এই বলিয়া পিতৃদত্ত স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণপূর্বক ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন এবং ঐ পর্বতাকার অসুরকে শৃঙ্গে গ্রহণ ও উৎক্ষেপণপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দুন্দুভির কর্ণবিবর হইতে শোণিতধারা বহিতে লাগিল। উভয়েই জিগীষার বশবর্তী। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রবিক্রম বালী দুন্দুভিকে মুষ্টি, জানু, পদ, শিলা ও বৃক্ষ প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। দুন্দুভিও প্রতিপ্রহার করিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে হীনবল হইয়া পড়িল। তখন বালী বলবিক্রমে বর্ধিত হইলেন এবং উহাকে উত্তোলনপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। দুন্দুভি চূর্ণ হইয়া গেল। উহার কর্ণ ও নাসা হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সে যেমন পড়িল, অমনিই পঞ্চত্বলাভ করিল।

অনন্তর বালী ঐ মৃত বিচেতন অসুরকে তুলিয়া এক বেগে যোজন দূরে ফেলিয়া দিলেন। নিক্ষিপ্ত হইবার কালে উহার মুখ হইতে রক্তবিন্দু বায়ুবশাৎ মতঙ্গের আশ্রমে পতিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষি সহসা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, এ কাহার কার্য? যে দুরাত্মা আমায় শোণিতস্পর্শে দূষিত করিল, সেই দুর্বৃত্ত নির্বোধ মূর্খ কে?

মতঙ্গ এই চিন্তা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ভূতলে এক পর্বতাকার মৃত মহিষকে পতিত দেখিতে পাইলেন। তিনি তপোবলে উহা বানরেরই কার্য বুঝিয়া এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, যে বানরের এই কর্ম, সে আমাব আশ্রমে কদাচ আসিতে পাইবে না, আইলে তৎক্ষণাৎ মরিবে। যে আমার আশ্রমপদ দূষিত করিয়াছে এবং এই অসুরদেহ দ্বারা বৃক্ষসকল ভাঙিগয়া ফেলিয়াছে, সেই নির্বোধ যদি আমার এই তপোবনের এক যোজনের মধ্যে আইসে, তদ্দণ্ডেই মৃত্যুমুখে পড়িবে। এই বনে তাহার যে কেহ সহচর আছে, এক্ষণে তাহাদের আর বাস করিবার আবশ্যক নাই। তাহারা যথায় ইচ্ছা প্রস্থান করুক। নচেৎ তাহাদিগকেও অভিসম্পাত করিব। আমি এই বন পুত্র-নির্বিশেষে পালন করিতেছি। বানরগণ ইহার ফলমূল পত্র ও অঙ্কুর সমস্তই ছিন্নভিন্ন করিয়া থাকে। অতএব আমি আজিকার দিন ক্ষমা করিলাম, যদি কল্য কাহাকেও দেখিতে পাই, তবে সে আমার অভিশাপে বহুকাল পাষাণ হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

বানরগণ মহর্ষি মতঙ্গের এই কথা শুনিয়া বন হইতে বহির্গত হইল।
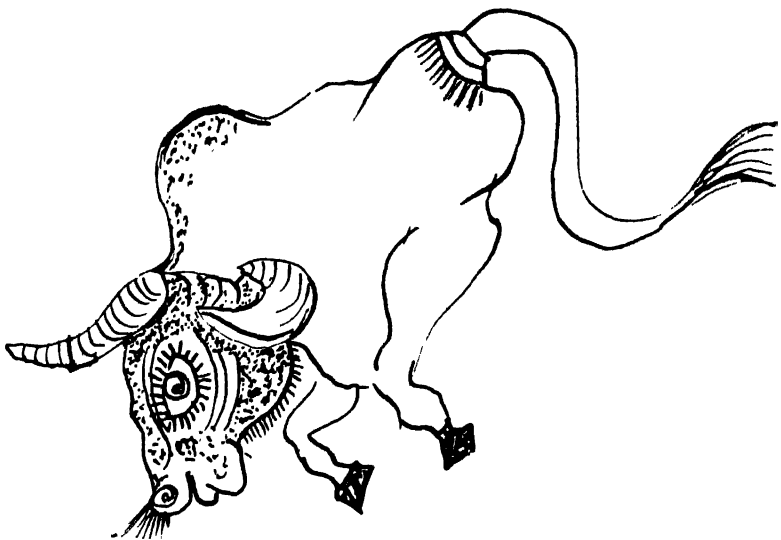
তখন বালী উহাদিগকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মতঙ্গবনের বানরগণ! তোমরা কি জন্য আমার নিকট আগমন করিলে? তোমাদের কুশল ত?

অনন্তর বানরেরা বালীর নিকট, মতঙ্গ যে কারণে অভিসম্পাত করিয়াছেন কহিল। তখন বালী বানরগণের মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে মতঙ্গের নিকট গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে শাপশান্তির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। তিনি তাঁহাকে অনাদরপূর্বক আশ্রম প্রবেশ করিলেন। তদবধি বালী শাপপ্রভাবে ভীত ও অত্যন্ত বিহ্বল; তিনি এই ঋষ্যমূকে প্রবেশ করিতে বা ইহা দেখিতেও আর ইচ্ছা করেন না। বালীর প্রবেশাধিকার নাই জানিয়া, আমি সহচরগণের সহিত প্রফুল্লমনে এই অরণ্যে বিচরণ করিতেছি। রাম! ঐ দেখ বলদর্পে নিহত দুন্দুভির শৈলশিখরাকার কঙ্কালসকল দেখা যায়। এই শাখাপ্রশাখাযুক্ত সুদীর্ঘ সাতটি তাল বৃক্ষ। মহাবল বালী সমকালেই ইহাদিগকে কম্পিত করিয়া পত্রশূন্য করিতে পারেন। সখে! এই আমি তাঁহার অসাধারণ বলবীর্যের পরিচয় দিলাম। এক্ষণে তুমি কিরূপে যুদ্ধে তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিবে, বল।

তখন লক্ষ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সুগ্রীব! কি হইলে তোমার বালীবধে বিশ্বাস হইবে? সুগ্রীব কহিলেন, পূর্বে মহাবীর বালী এক এক সময় অনেকবার এই সাতটি তাল ভেদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যদি রাম এক শরে ইহার একটিকে বিদ্ধ করিতে পারেন এবং যদি এই মৃত মহিষের অস্থি এক পদে উত্তোলনপূর্বক বেগে দুই শত ধনু নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে বুঝিব, বালী নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

সুগ্রীব লোহিতপ্রান্তলোচনে এই বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত পুনরায় কহিলেন, দেখ, বালী বীর ও শূরাভিমানী। তাহার বল ও পৌরুষের কথা সর্বত্রই প্রচার আছে। সে দুর্জয়, দুর্ধর্ষ ও দুঃসহ। উহার কার্য দেবেরও অসাধ্য দেখা যায়। এক্ষণে আমি এইসকল ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি এবং ঋষ্যমূকে প্রবেশপূর্বক সর্বপ্রধান হনুমান প্রভৃতি অনুরক্ত মন্ত্রিগণের সহিত এই নিবিড় বনে পর্যটন করিতেছি। রাম! তুমি একান্ত মিত্রবৎসল। তোমার ন্যায় সৎ ও

প্রশংসনীয় মিত্রকে পাইয়া, আমি যেন হিমালয়ের আশ্রয়ে রহিয়াছি। কিন্তু বলিতে কি, সেই বলশালী দুরাচার বালীর বল আমার মনে সততই জাগিতেছে। তোমার সাংগ্রামিক বিক্রম কিরূপ, আমি কখন তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমাকে তুলনা অবমাননা বা ভয় প্রদর্শন করিতেছি না, কিন্তু বালীর ভীমকার্যে স্বয়ংই ভীত হইয়াছি। সখে! তোমার কথাই আমার প্রমাণ। তোমার এই আকৃতি ও সাহস ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অপূর্ব তেজ বিকাশ করিতেছে।

তখন রাম সহাস্যমুখে কহিলেন, সুগ্রীব! যদি আমাদের বলবিক্রমে তোমার বিশ্বাস না হইয়া থাকে তবে তুমি যুদ্ধে যাহার শ্লাঘা করিতে পারিবে, আমি এখনই তোমার মনে এইরূপ প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতেছি।

মহাবীর রাম সুগ্রীবকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা অবলীলাক্রমে দুন্দুভির শুষ্ক দেহ দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সুগ্রীব তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমক্ষে সূর্যের ন্যায় প্রখর রামকে পুনর্বার সুসংগত বাক্যে কহিলেন, রাম! তখন বালী মদবিহ্বল ও ক্লান্ত হইয়া রসার্দ্র মাংসল ও অভিনব দেহ দূরে ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ইহা শুষ্ক লঘু ও তৃণতুল্য হইয়াছে। সুতরাং তুমি অক্লেশে হাসিতে হাসিতেই নিক্ষেপ করিলে। ইহাতে তোমার কি বালীর বল অধিক, কিছুই তাহার নির্ণয় হইল না। আর্দ্র ও শুষ্ক এই উভয়ের বিলক্ষণ প্রভেদ এবং এই কারণে আমারও মনে সংশয় হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি একটি শাল বৃক্ষ ভেদ কর, ইহাতে উভয়ের বলাবল বুঝিতে পারিব। তুমি এই করিশুণ্ডাকার শরাসনে জ্যা গুণ যোজনা করিয়া আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক শর মোচন কর। তোমার শর উন্মুক্ত হইবামাত্র নিশ্চয়ই শালবৃক্ষ ভেদ হইবে। রাম! আর বিবেচনায় প্রয়োজন কি, আমি দিব্য দিয়া কহিতেছি, তুমি আমার পক্ষে যাহা প্রিয় বোধ করিতেছ, তাহাই সাধন কর। যেমন তেজস্বীর মধ্যে সূর্য, পর্বতের মধ্যে হিমাচল এবং চতুষ্পদের মধ্যে সিংহ, সেইরূপ মনুষ্য মধ্যে তুমিই বিক্রমে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বাদশ সর্গ ॥ তখন রাম সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত শরাসন ও এক ভীষণ শর গ্রহণ করিলেন এবং তালবৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া টঙ্কার শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত শর ত্যাগ করিলেন। সেই স্বর্ণখচিত শর মহাবেগে পরিত্যক্ত হইবামাত্র সপ্ত তাল পরে পর্বত পর্যন্ত ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্তমধ্যেই আবার তূণীরে উপস্থিত হইল। তখন সুগ্রীব অস্ত্রবিৎপ্রবর মহাবীর রামের শরবেগে সপ্ত তাল বিদীর্ণ দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং লম্বিত ভূষণে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক প্রীতমনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম! বালীর কথা দূরে থাক, তুমি শরজালে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও যুদ্ধে বিনাশ করিতে পার। যিনি একমাত্র শরে সপ্ত তাল, পর্বত ও রসাতল পর্যন্ত ভেদ করিলেন, সমরে তাঁহার সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারিবে? তোমার প্রভাব ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য। তোমাকে মিত্রভাবে পাইয়া আজ আমি বীতশোক হইলাম। আজ আমার প্রীতিরও আর পরিসীমা রহিল না। এক্ষণে আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, তুমি এখন আমার হিতোদ্দেশে সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রু বালীকে বিনাশ কর।

অনন্তর রাম প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে আলিঙ্গনপূর্বক প্রিয় বচনে কহিলেন, সখে! চল আমরা এই ঋষ্যমূক হইতে কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করি। তুমি সর্বাগ্রে যাও, গিয়া সেই ভ্রাতৃগন্ধী বালীকে সংগ্রামার্থ আহ্বান কর।

তখন সকলে শীঘ্র কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলেন এবং কোন এক নিবিড় বনে প্রবেশপূর্বক বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে সুগ্রীব বস্ত্র দ্বারা কটিতট দৃঢ়তর বন্ধনপূর্বক গগনতল ভেদ করিয়াই যেন ঘোর রবে বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর বালী সুগ্রীবের সিংহনাদ শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সূর্য যেমন অস্তাচল হইতে উদয়াচলে আগমন করেন, সেইরূপ শীঘ্রই বহির্গমন করিলেন। অনন্তর গগনে যেমন বুধ ও শুক্রের সেইরূপ ঐ উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উঁহারা ক্রোধে অধীর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে কখন বজ্রতুল্য মুষ্টি এবং কখন বা তলপ্রহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাম ধনুর্ধারণপূর্বক বৃক্ষের ব্যবধানে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তিনি উঁহাদিগকে অশ্বিনীতনয়দ্বয়ের ন্যায় অভিন্নরূপই দেখিলেন। তৎকালে উঁহাদের প্রভেদ কিছুই তাঁহার হৃদ্বোধ হইল না এবং তিনি প্রাণান্তকর শর ত্যাগেও বিরত রহিলেন।

এই অবসরে সুগ্রীব বালীর নিকট পরাস্ত হইলেন এবং রাম রক্ষা করিলেন না বুঝিয়া, ঋষ্যমূকাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বালী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগ্রীব প্রহারবেগে জর্জরীভূত ও একান্তই পরিশ্রান্ত, তিনি রক্তাক্তদেহে এক গহন বনে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বালী "তুই রক্ষা পাইলি" এই বলিয়া শাপভয়ে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও হনুমানের সহিত যথায় সুগ্রীব সেই বনে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সুগ্রীব বিলক্ষণ লজ্জিত, তিনি রামকে নিরীক্ষণ করিয়া অধোমুখে দীনবাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি আমায় বিক্রম দেখাইলে, বালীকে আহ্বান করিতে বলিলে, পরে শত্রুর প্রহারও সহ্য করাইলে, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার? আমি বালীকে বধ করিব না এবং এ স্থান হইতেও যাইব না, তখনই এইরূপ সটীক কথা বলা তোমার উচিত ছিল।

তখন রাম সুগ্রীবকে প্রবোধবাক্যে কহিলেন, সখে! ক্রোধ করিও না। আমি যে-কারণে শরত্যাগ করি নাই, শুন। তুমি ও বালী, তোমরা উভয়েই দেহপ্রমাণ ও বেশে সমান ছিলে। আমি তৎকালে গতি, কান্তি, স্বর, দৃষ্টি ও বিক্রমে তোমাদের কিছুই প্রভেদ পাইলাম না এবং এইরূপ সৌসাদৃশ্যে একান্ত মোহিত ও অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া প্রাণান্তকর ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলাম না। পাছে আমাদিগের মূলে আঘাত হয়, আমার মনে এই সন্দেহই হইয়াছিল। আমি না জানিয়া, চপলতাবশতঃ তোমাকে বিনাশ করিলে লোকে আমাকেই মূর্খ ও বালক জ্ঞান করিত। আরও শরণাগতকে বধ করা একটি মহাপাতক। সখে! অধিক আর কি, আমি লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত তোমারই আশ্রয়ে আছি। এই অরণ্যমধ্যে তুমিই আমাদিগের গতি। এক্ষণে পুনর্বার গিয়া নির্ভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি এই মুহূর্তেই দেখিবে, বালী সমরে আমার একমাত্র শরে নিরস্ত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। অতঃপর তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, আমি যাহাতে তোমায় চিনিয়া লইতে পারি, এক্ষণে এইরূপ কোন এক চিহ্ন

ধারণ কর, লক্ষ্মণ! তুমি ঐ সুলক্ষণ বিকসিত নাগপুষ্পী লতা উৎপাটনপূর্বক সুগ্রীবের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দেও।

অনন্তর লক্ষ্মণ শৈলতট হইতে কুসুমিত নাগপুষ্পী লতা আনিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠে বন্ধন করিলেন। তখন সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘ যেমন বকপংক্তিতে শোভিত হয়, সুগ্রীব ঐ লতাপ্রভাবে সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন এবং রামের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের সহিত স্বর্ণচিত্রিত ধনু এবং খরতেজ সমরপটু শর লইয়া, ঋষ্যমূক হইতে মহাবীর বালীর বাহুবলপালিত কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করিলেন। সর্বাগ্রে সুগ্রীব গ্রীবাবন্ধনপূর্বক চলিলেন। পশ্চাতে লক্ষ্মণ, বীর হনুমান, নল, নীল ও যূথপতিগণের নায়ক তেজস্বী তার যাইতে লাগিলেন। উঁহারা গমনকালে দেখিলেন, কোথাও পুষ্পভারাবনত বৃক্ষ, নির্মলসলিলা সাগর-বাহিনী নদী, সুদৃশ্য গহ্বর ও শৈলশিখর রহিয়াছে। কোথাও বৈদূর্যবৎ স্বচ্ছ ঈষৎ প্রফুল্ল পদ্মে শোভিত ও সুপ্রশস্ত সরোবরে হংস, সারস, চক্রবাক, বঞ্জুল ও জলকুক্কুট প্রভৃতি বিহঙ্গেরা কোলাহল করিতেছে। কোথাও দ্বিরদাকার ধূলিধূসর বানর। কোন স্থানে বন্য হরিণেরা সুকোমল তৃণাঙ্কুর আহারপূর্বক নির্ভয়ে বিহার করিতেছে এবং কোথাও বা শুভ্রদন্ত তড়াগশত্রু তটনাশক জঙ্গম-শৈল-সদৃশ ভীষণ একচারী বন্য হস্তী মত্ত হইয়া গিরিতটে গর্জন করিতেছে। সুগ্রীবের বশবর্তী বানরগণ এই সকল আরণ্য জীবজন্তু ও খেচর পক্ষী দর্শন করত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম এক নিবিড় বন দর্শন করিয়া সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, সখে! গগনে ঘন মেঘের ন্যায় ঐ একটি বন দৃষ্ট হইতেছে। উহার প্রান্তভাগ কদলী-বৃক্ষে পরিবৃত। এক্ষণে বল, উহা কোন্ বন? শুনিতে আমার একান্তই কৌতূহল হইতেছে।

তখন সুগ্রীব গমন করিতে করিতেই কহিতে লাগিলেন, সখে! এই আশ্রম সুবিস্তীর্ণ ও শ্রান্তিনাশক। ইহাতে উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে এবং সুস্বাদু ফলমূলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই স্থানে সপ্তজন নামে ব্রতপরায়ণ সাত জন ঋষি ছিলেন। তাঁহারা অধঃশিরা হইয়া থাকিতেন এবং নিয়ত জলমধ্যে শয়ন ও সাত দিন অন্তর বায়ুভক্ষণ করিতেন। ঐ সমস্ত অচলবাসী ঋষি সাত শত বৎসর তপস্যা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন। উঁহাদের তপঃপ্রভাবে এই তরুগহন আশ্রম ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণেরও অগম্য হইয়া আছে। বনের পশুপক্ষী এবং অন্যান্য জীবজন্তুও ইহাতে প্রবেশ করে না। যাহারা মোহবশতঃ প্রবিষ্ট হয়, তাহারা কালগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই স্থানে অপ্সরোগণের ভূষণরব, সুমধুর কণ্ঠস্বর, তূর্যধ্বনি ও গীতশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং দিব্যগন্ধও সতত অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি জ্বলিতেছে। ঐ দেখ, তাহার কপোতবৎ অরুণবর্ণ ঘন ধূম উত্থিত হইয়া যেন বৃক্ষের অগ্রভাগ আবৃত করিতেছে এবং এই সমস্ত বৃক্ষও মেঘাবৃত বৈদূর্যপর্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাম! তুমি লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সমস্ত শুদ্ধসত্ত্ব ঋষিকে প্রণাম কর। যাঁহারা উঁহাদিগকে প্রণাম করেন, তাঁহাদের ব্যাধিভয় দূর হইয়া যায়।

তখন ধর্মশীল রাম লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সমস্ত ঋষিকে অভিবাদন করিলেন এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত হৃষ্টমনে গমন করিতে লাগিলেন। উঁহারা ঐ আশ্রম হইতে বহুদূর অতিক্রম করিলেন এবং বালীরক্ষিত দুরাক্রমণীয় কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলেন।

চতুর্দশ সর্গ ॥ অনন্তর সকলে শীঘ্র কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া এক গহন বনে প্রবেশপূর্বক বৃক্ষের ব্যবধানে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় প্রিয়কানন বিশালগ্রীব সুগ্রীব বনের সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বানরগণে পরিবৃত হইয়া, ঘোর রবে গগনতল বিদীর্ণ করতই যেন সংগ্রামার্থ বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন একটি প্রকাণ্ড মেঘ বায়ুবেগ সহায় করিয়া গর্জন করিতেছে।

পরে ঐ সূর্যবৎ অরুণবর্ণ গর্বিত সিংহের ন্যায় মন্থরগতি সুগ্রীব সুনিপুণ রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, রাম! এক্ষণে আমরা বালীনগরী কিষ্কিন্ধায় আগমন করিয়াছি। ইহা স্বর্ণখচিত যন্ত্রপূর্ণ বানরসঙ্কুল ও ধ্বজশোভিত। বীর! তুমি পূর্বে বালীবধার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, উপস্থিত ঋতু যেমন লতাকে ফলবতী করে, তদ্রূপ এক্ষণে তাহা সফল কর।

তখন মহাবীর রাম সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, সখে! লক্ষ্মণ এই নাগপুষ্পী লতা উৎপাটনপূর্বক তোমার কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন, তুমি ইহা দ্বারা নভোমণ্ডলে নক্ষত্রবেষ্টিত সূর্যের ন্যায় সমধিক শোভা পাইতেছ। এক্ষণে তোমার সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রু আমায় দেখাইয়া দেও। আজ আমি একমাত্র শরে তোমা হইতে তাহার ভয় ও শত্রুতা দূর করিব। সে আমার দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র বিনষ্ট হইয়া এই অরণ্যের ধূলিতে লুণ্ঠিত হইবে। যদি বালী আমার নেত্রগোচর হইয়াও প্রাণসত্ত্বে নিবৃত্ত হয়, তুমি আমাকে দোষী করিও এবং তজ্জন্য আমার নিন্দাও করিও। দেখ, আমি তোমার সমক্ষে এক শরে সপ্ততাল ভেদ করিলাম, ইহাতেই বুঝিবে, অদ্য বালী আমার হস্তে যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে। আমি প্রাণসঙ্কটেও মিথ্যা কহি নাই এবং ধর্মলাভলোভেও কখন কহিব না। সুতরাং তুমি ভয় দূর কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব। ইন্দ্র যেমন বৃষ্টি দ্বারা অঙ্কুরিত ধান্যক্ষেত্র ফলবান করেন, তদ্রূপ আমি প্রতিজ্ঞা সফল করিব। এক্ষণে সেই স্বর্ণহারশোভিত বালী যাহাতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তুমি এইরূপে গর্জন কর। বালী নির্ভয় জয়গর্বিত ও সমরপ্রিয়, তুমি তাহাকে আহ্বান করিলে সে স্ত্রীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিশ্চয়ই বহির্গত হইবে। দেখ, বীরেরা শত্রুকৃত অবমাননা কখন সহ্য করে না, বিশেষতঃ যে আপনাকে প্রকৃত বীর বলিয়া জানে, সে স্ত্রীর নিকট কদাচই তাহা সহিতে পারিবে না।

অনন্তর স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কঠোর শব্দে আকাশ ভেদ করতই যেন গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন কুলস্ত্রীরা যেমন রাজদোষে পরপুরুষস্পৃষ্ট হইলে আকুল হয়, সেইরূপ ধেনুগণ ভীত ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল। মৃগেরা সমরপরাঙ্মুখ অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বিহঙ্গেরা ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। রামের উপর সুগ্রীবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং বিক্রম প্রকাশে তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ। তিনি বায়ুবেগক্ষুভিত সাগরের ন্যায় অনবরত মেঘগম্ভীর রবে গর্জন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ॥ অসহিষ্ণু স্বর্ণকান্তি বালী অন্তঃপুর হইতে ভ্রাতা সুগ্রীবের সর্বজনভীষণ গর্জন শুনিতে পাইলেন। শুনিবামাত্র তাঁহার গর্ব খর্ব হইয়া গেল, রোষে সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রাহুগ্রস্ত সূর্যের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্প্রভ হইলেন। তাঁহার দন্ত বিকট এবং ক্রোধে নেত্রযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ আরক্ত, সুতরাং যে হ্রদে পদ্মশ্রীশূন্য মৃণাল থাকে, তাহার ন্যায় উঁহার শোভা হইল। তিনি পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়াই যেন বেগে বহির্গমন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে তারা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও স্নেহাবেশে প্রীতি প্রদর্শনপূর্বক ক্ষুভিত ও ভীত হইয়া হিতবচনে কহিলেন, বীর! লোকে যেরূপ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক উপভুক্ত মাল্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমি এই নদী-বেগবৎ আগত ক্রোধ এখনই দূর কর। কল্য সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিও। যদিও তোমার বিপক্ষ অপেক্ষাকৃত প্রবল নহে, যদিও তোমার কোন অংশে লঘুতা নাই, তথাচ আমি তোমাকে সহসা নির্গত হইতে নিবারণ করি। বীর! যে কারণে এইরূপ নিষেধ করিতেছি তাহাও শুন। পূর্বে সুগ্রীব আসিয়া ক্রোধের সহিত তোমায় সংগ্রামার্থ আহ্বান করিয়াছিল, তুমি নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাকে নিরস্ত কর। সেও প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলাইয়া যায়। যে একবার তোমার বলে নিরস্ত ও নিপীড়িত হইয়া পলাইয়াছিল, সেই আসিয়া আবার আহ্বান করিতেছে, এই-ই আমার আশঙ্কা। উহার যেরূপ দর্প, যেরূপ উৎসাহ এবং যেরূপ গর্জনের বৃদ্ধি, ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। বোধ হয়, সুগ্রীব নিঃসহায় হইয়া আইসে নাই। সে কাহারও আশ্রয় লইয়াছে এবং তাহারই বলে বীরনাদ করিতেছে। সুগ্রীব বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ, সে যাহার শক্তির পরীক্ষা লয় নাই, তাহার সহিত কদাচই সখ্যতা করিবে না।

বীর! পূর্বে আমি কুমার অঙ্গদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ তোমার নিকট সেই কথার উল্লেখ করি, শ্রবণ কর। একদা অঙ্গদ বনে গিয়াছিল। সে চরপ্রমুখাৎ শুনিয়া আমায় আসিয়া কহিল, অযোধ্যার রাজপুত্র রাম লক্ষ্মণকে লইয়া বনবাসী হইয়াছেন। ইক্ষ্বাকুবংশে উঁহাদের জন্ম, উঁহারা বীর ও দুর্জয়; এক্ষণে সুগ্রীবের প্রিয় কামনায় ঋষ্যমূকে আসিয়াছেন। নাথ! শুনিলাম, সেই মহাবলপরাক্রান্ত রামই তোমার ভ্রাতাকে যুদ্ধে সাহায্য করিবেন। তিনি যেন সাক্ষাৎ প্রলয়ের অগ্নি উত্থিত হইয়াছেন। রাম সাধুর আশ্রয় ও বিপন্নের পরম গতি। যশ একমাত্র তাঁহাতেই রহিয়াছে। তিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও পিতার আজ্ঞাবহ। হিমালয় যেমন ধাতুর আকর, সেইরূপ তিনি সমস্ত গুণেরই আধারস্বরূপ। জগতে তাঁহার তুলনা নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার সহিত বিরোধ করা তোমার উচিত হইতেছে না।

বীর! আমি তোমার ক্রোধ উদ্দীপন করিবার ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমার আরও কিছু বলিবার আছে শুন। তুমি শীঘ্রই সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষেক কর। তিনি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহাকে প্রতিপালন করা তোমার কর্তব্য। তিনি দূরে বা নিকটেই থাকুন, তোমার বন্ধু সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার তুল্য বন্ধু পৃথিবীতে তোমার আর কাহাকেও দেখি না। তুমি শত্রুতা দূর করিয়া দানে মানে তাঁহাকে আপনার করিয়া লও। তাঁহার সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেয় নহে। তিনি এক্ষণে তোমার পার্শ্বে থাকুন। ভ্রাতৃসৌহার্দ ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। নাথ! যদি তুমি আমার কোন প্রিয় সাধন করিতে চাও, যদি তুমি

আমাকে তোমার হিতকারী বলিয়া জানিয়া থাক, তবে আমি তোমার হিতের জন্যই কহিতেছি, তুমি আমার কথা রক্ষা কর, প্রসন্ন হও। রাম ইন্দ্রপ্রভাব, তাঁহার সহিত বিবাদ করিও না।

বালীর মৃত্যুকাল অতি আসন্ন, তিনি তারার এই হিতজনক শ্রেয়স্কর কথা শুনিয়া কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

ষোড়শ সর্গ ॥ তখন বালী চন্দ্রাননা তারাকে ভর্ৎসনা করত কহিতে লাগিলেন, ভীরু! আমার ভ্রাতা বিশেষতঃ একজন শত্রু গর্জন করিতেছে, এক্ষণে আমি কি কারণে তাহার ক্রোধ সহ্য করিব? যে বীরগণ রণস্থল হইতে পলায়ন করেন না এবং কখনই পরাভূত হন নাই, অপমান সহ্য করা তাঁহারা মৃত্যু হইতেও অধিক বোধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে সুগ্রীব যুদ্ধার্থী, বল আমি উহার গর্জন কিরূপে সহি। প্রিয়ে! অতঃপর তুমি রামের ভয়ে আমার জন্য বিষণ্ণ হইও না। তিনি ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ, পাপকর্মে কেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে? তুমি সহচরীগণের সহিত নিবৃত্ত হও, আর কেন আমার সঙ্গে আইস। আমি তোমার প্রীতি ও ভক্তির যথেষ্টই পরিচয় পাইলাম। তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। আমি গিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাহাকে বধ না করিয়া কেবল তাহার দর্প চূর্ণ করিব। তোমার যেরূপ সঙ্কল্প কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। সুগ্রীব মুষ্টি ও বৃক্ষ প্রহারে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিবে। সেই দুরাত্মা আমার দম্ভ ও সুদৃঢ় যুদ্ধযত্ন কোনক্রমে সহিতে পারিবে না। প্রিয়ে! তুমি আমাকে সৎপরামর্শ দিলে এবং আমার প্রতি স্নেহও দেখাইলে। এক্ষণে আমার দিব্য, এই সমস্ত স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া নিবৃত্ত হও। নিশ্চয় কহিতেছি, আমি সুগ্রীবকে কেবল পরাস্ত করিয়া আসিব।

তখন প্রিয়বাদিনী তারা বালীকে আলিঙ্গনপূর্বক মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জন করত প্রদক্ষিণ করিলেন। তিনি উঁহার জয়শ্রী লাভার্থ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং শোকে মোহিত হইয়া সহচরীদিগের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর বালী ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধভরে নগরী হইতে বেগে বহির্গমন করিলেন এবং সুগ্রীবের সন্দর্শনার্থ সর্বত্র দৃষ্টি

প্রসারণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কটিতট সুদৃঢ় বন্ধনপূর্বক জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন ঐ মহাবাহু
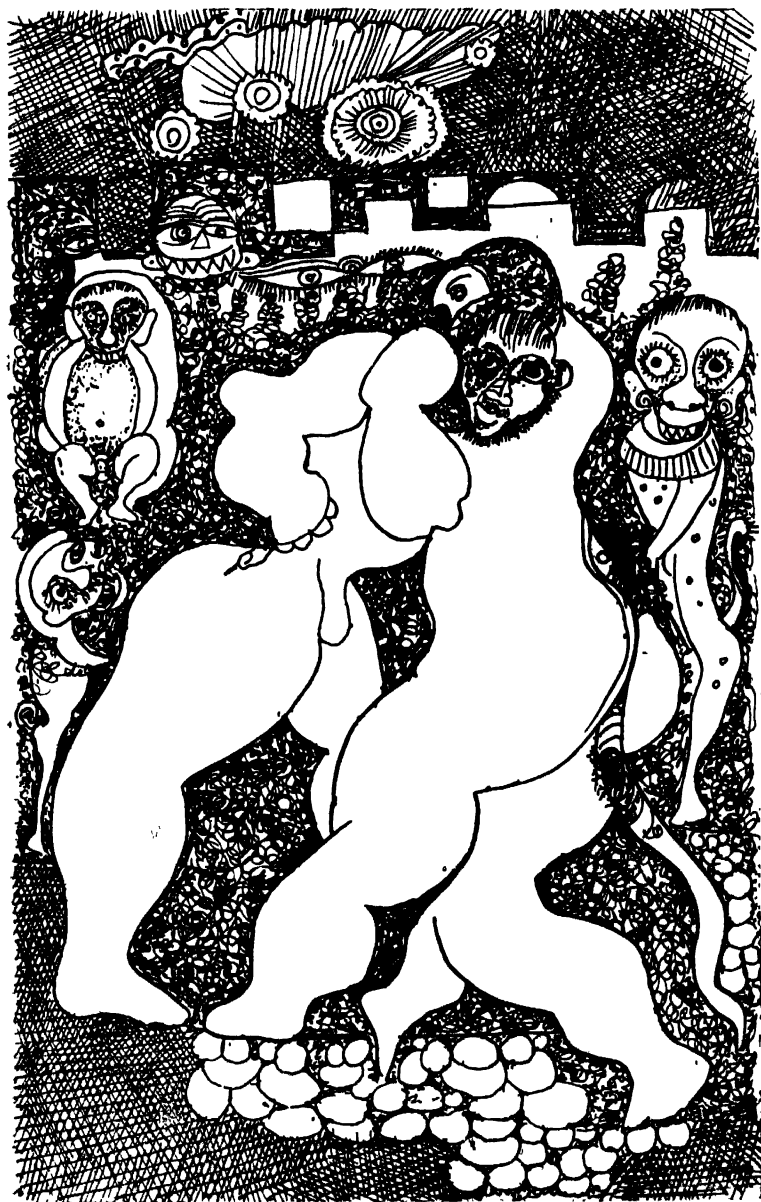
মহাবীর বালী গাঢ়বন্ধনে বস্ত্র পরিধানপূর্বক যুদ্ধার্থ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া উঁহার দিকে ধাবমান হইলেন। সুগ্রীবও ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া আরক্তলোচনে উঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

তখন বালী উঁহাকে কহিলেন, দেখ্, আমি অঙ্গুলি-সংশ্লিষ্ট করিয়া সুদৃঢ় মুষ্টি বন্ধন করিয়াছি। আজ মহাবেগে ইহা প্রহার করিয়া তোর প্রাণ সংহার করিব। তখন সুগ্রীবও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আজ আমিও এই মুষ্টিদ্বারা তোর মস্তক চূর্ণ করিয়া এই দণ্ডেই তোকে মৃত্যুমুখে ফেলিব।

অনন্তর বালী সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণপূর্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পর্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল। তিনি নির্ভয় হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাবেগে এক শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক যেমন পর্বতের উপর বজ্র নিক্ষেপ করে, সেইরূপে বালীর উপর তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বালী বৃক্ষপ্রহারে ভগ্ন হইয়া সাগরমধ্যে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও পরাক্রান্ত, উভয়ের বেগ গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভীমমূর্তি ও রণদক্ষ এবং উভয়েই পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর। তৎকালে উঁহারা আকাশের চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, বজ্রকোটিপ্রখর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ ও হস্ত দ্বারা পরস্পরকে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুর যুদ্ধ করিতেছেন। দুই জনেরই দেহ ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতধারায় সিক্ত। উঁহারা মহা মেঘবৎ গর্জন করিয়া পরস্পরকে তর্জন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর বালীর বৃদ্ধি এবং সুগ্রীবের হীনতা দৃষ্ট হইল। তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বালীর প্রতি যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ইঙ্গিতে রামকে আপনার হীনতা দেখাইতে লাগিলেন।

সুগ্রীব হীনবল হইয়া মুহুর্মুহু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় কাতর বোধ করিয়া বালীবধার্থ ভুজঙ্গভীষণ শর লক্ষ্য করিলেন। পরে তিনি উহা শরাসনে সন্ধানপূর্বক কৃতান্ত যেমন কালচক্র আকর্ষণ করেন, সেইরূপে তাহা আকর্ষণ করিলেন। তখন পক্ষিগণ রামের জ্যাশব্দে একান্ত ভীত হইল এবং প্রলয়-মোহে মোহিত হইয়াই যেন পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য শর বজ্রের ন্যায় ঘোর রবে উন্মুক্ত হইবামাত্র বালীর বক্ষঃস্থলে গিয়া পড়িল। মহাবীর বালী রামের শরে মহাবেগে আহত ও হতচেতন হইয়া আশ্বিনী পূর্ণিমায় উত্থিত শক্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল এবং ক্রমশঃ স্বরও কাতর হইয়া আসিল।

মনুষ্যপ্রবীর কৃতান্তসদৃশ রাম, ভগবান রুদ্র যেমন ললাটনেত্র হইতে সধূম অগ্নি উদ্গার করেন, সেইরূপ ঐ স্বর্ণরৌপ্যজড়িত শত্রুনাশক প্রদীপ্ত শর পরিত্যাগ করিলেন। বালীও তদ্দ্বারা আহত ও শোণিতধারায় সিক্ত হইয়া পর্বতজাত পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

সপ্তদশ সর্গ ॥ স্বর্ণালঙ্কারশোভিত বালী দেহ প্রসারণপূর্বক ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলে কিষ্কিন্ধ্যা শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় মলিন হইল। উঁহার কণ্ঠে ইন্দ্রদত্ত রত্নখচিত স্বর্ণহার, উহার প্রভাবে তখনও তাঁহার দেহ কান্তি,

প্রাণ, তেজ ও পরাক্রম পরিত্যাগ করে নাই। যে মেঘের প্রান্তভাগ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়াছে, ঐ মহাবীর ঐ স্বর্ণহার দ্বারা তাহারই ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মালা, দেহ ও মর্মঘাতী শর এই তিন স্থানে শ্রী যেন বিভক্ত হইয়া রহিল। রামনির্মুক্ত স্বর্গসাধন শর হইতে তাঁহার পরমগতি লাভ হইল। ঐ সময় তিনি নির্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত; যেন রাজা যযাতি পুণ্যক্ষয় হওয়াতে দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কালই যেন প্রলয়কালে সূর্যকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বালী ইন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ। তাঁহার বক্ষ বিশাল, বাহু আজানুলম্বিত, মুখ উজ্জ্বল ও নেত্র হরিদ্বর্ণ। রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং বহুমানপূর্বক মৃদুপদে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন।

তখন বালী রণগর্বিত রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে অবলোকনপূর্বক ধর্মানুকূল সুসংগতবাক্যে কঠোরার্থে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি যুদ্ধার্থ অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? তুমি সদ্বংশীয় মহাবীর তেজস্বী ও দয়ালু, ব্রতপালনে তোমার দৃঢ় নিষ্ঠা আছে, তুমি উৎসাহশীল এবং প্রজাগণের হিতচেষ্টা করিয়া থাক, কাল ও অকাল তোমার অবিদিত নাই, পৃথিবীর তাবৎ লোকই এই বলিয়া তোমার যশ কীর্তন করিয়া থাকে। আরও দেখ, জিতেন্দ্রিয়তা, বীরত্ব, ক্ষমা, ধর্ম, ধৈর্য ও দোষীর দণ্ডবিধান এইগুলি রাজগুণ, তোমার এই সমস্ত গুণ ও উৎকৃষ্ট আভিজাত্য আছে বলিয়াই আমি তারার নিবারণ না শুনিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যখন তোমাকে দেখি নাই, তখন এইরূপ মনে করিয়াছিলাম যে, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধব্যাপারে অসাবধান আছি, এ সময় রাম আমাকে কখন মারিবেন না; কিন্তু বুঝিলাম, তুমি অতি দুরাত্মা, ধর্মধ্বজী ও অধার্মিক, তুমি ধর্মের আবরণ ধারণপূর্বক তৃণাচ্ছন্ন কূপ ও ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় রহিয়াছ। তুমি দুরাচার ও পাপিষ্ঠ; কিন্তু সাধুর আকার পরিগ্রহ করিতেছ। তুমি যে ধর্ম-কপটে সংবৃত, আমি তাহা জানিতাম না। আমি তোমার গ্রাম বা নগরে কখন কোন অনিষ্ট করি নাই এবং তোমাকে কোনরূপ অবজ্ঞাও করিতেছি না। আমি ফলমূলাহারী, বনের বানর এবং একান্তই নির্দোষ। আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করি নাই, অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং তুমি কি কারণে আমাকে বধ করিলে? তুমি রাজপুত্র, প্রিয়দর্শন ও সুবিখ্যাত, তোমার অঙ্গে ধর্মচিহ্নও দেখিতেছি; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন জ্ঞানী ও সংশয়শূন্য হইয়া ধর্মচিহ্ন ধারণপূর্বক এইরূপ ক্রূরাচরণ করিয়া থাকে? শুনিয়াছি, তুমি সদ্বংশীয় ও ধার্মিক, কিন্তু বুঝিলাম, তোমা অপেক্ষা অসাধু আর নাই। বল, তুমি কি কারণে সাধুর বেশে বিচরণ করিতেছ? নৃপতির সামদান প্রভৃতি অনেকগুলি গুণ থাকে, কিন্তু তোমাতে তাহার কিছুই নাই। আমরা বানর, বনে বনে ভ্রমণ ও ফলমূল ভক্ষণ করা আমাদের স্বভাব, কিন্তু তুমি পুরুষ হইয়া কি কারণে আমাকে বিনাশ করিলে? ভূমি ও স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি লোভনীয় পদার্থই বধ করিবার হেতু, কিন্তু আমাদিগের বন্য ফলমূলে কিরূপে তোমার লোভ সম্ভাবিতে পারে? নীতি, বিনয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে রাজার অসঙ্কোচ ব্যবহার আবশ্যক, স্বেচ্ছাচার তাঁহার কর্তব্য নহে। কিন্তু রাম! তুমি উচ্ছৃঙ্খল, অব্যবস্থিত, উগ্র এবং রাজকার্যে নিতান্তই অনুদার, তোমার নিকট ধর্মের গৌরব নাই, তুমি অর্থকেও তুচ্ছ কর, এবং কামপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা

নিরন্তর আকৃষ্ট হইতেছ। এক্ষণে বল দেখি, তুমি আমায় বিনাপরাধে বিনাশ করিয়া সাধুগণমধ্যে কি বলিবে? রাজহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, গোঘ্ন, চৌর, লোকনাশক, নাস্তিক, পরিবেত্তা, খল, কদর্য, মিত্রঘ্ন ও গুরুদারগামী—ইহারা নরকস্থ হইয়া থাকে। আমি বানরগণের রাজা, সুতরাং আমাকে বধ করাতে তোমায় অবশ্যই পাপ স্পর্শিবে।

রাম! আমার চর্ম, লোম, অস্থি ও মাংস তোমার তুল্য ধার্মিকের অব্যবহার্য। শল্যক, শ্বাবিৎ, গোধা, শশ ও কূর্ম এই পাঁচটি জন্তু পঞ্চনখী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ইহাদিগকে ভক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু আমার নখ যদিও পাঁচটি, তথাচ আমার মাংস ভোজন শাস্ত্রসম্মত হইতেছে না, সুতরাং আমাকে বিনাশ করা তোমার সম্পূর্ণ বিফল হইল। হা! সর্বজ্ঞা তারা আমাকে হিত ও সত্য কথাই কহিয়াছিলেন, আমি মোহাবেশে তাহা অবহেলা করিয়া কালের বশবর্তী হইলাম! কোন সুশীলা প্রমদা যেমন বিধর্মী পতি সত্ত্বেও অনাথা, সেইরূপ বসুমতী তুমি বিদ্যমানেও অনাথা হইয়াছেন। তুমি ধূর্ত, শঠ ও ক্ষুদ্র, রাজা দশরথ হইতে তোমার তুল্য পাপিষ্ঠ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল? তোমার চরিত্র অতি দূষিত, তুমি সাধুসেবিত ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ। হা! আমি তোমার ন্যায় লোকের হস্তেই বিনষ্ট হইলাম! রাম! বল দেখি, তুমি এই অশুভ অনুচিত নিন্দিত কার্য করিয়া ভদ্রলোকের সাক্ষাতে কি বলিবে? আমরা তোমার কোন সংস্রবে ছিলাম না, তুমি আমাদের উপরই এইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিলে, কিন্তু যাহারা তোমার প্রকৃত অপকারী তাহাদের উপর ত কিছুই দেখিতেছি না! বলিতে কি, যদি তুমি আমার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে, তবে অদ্যই আমার হস্তে তোমায় মৃত্যুমুখ দেখিতে হইত। আমাকে আক্রমণ করা অত্যন্ত সুকঠিন, কিন্তু সর্প যেমন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দংশন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি অদৃশ্য হইয়া আমাকে বধ করিলে, সুতরাং এই কার্যে অবশ্যই তোমায় পাপ অর্শিতেছে। তুমি সুগ্রীবের প্রিয় সাধনোদ্দেশে আমাকে বিনাশ করিয়াছ, কিন্তু যদি পূর্বে জানকীর আনয়নার্থ আমায় কহিতে, তবে আমি এক দিবসেই তাঁহাকে আনিয়া দিতে পারিতাম। আমি তোমার সেই ভার্যাপহারী দুরাত্মা রাবণকে কণ্ঠে বন্ধনপূর্বক জীবন্ত তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিতাম। হয়গ্রীব যেমন শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী শ্রুতিকে আনিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি তোমার আদেশে জানকীকে সাগরগর্ভ বা পাতালতল হইতে আনিতে পারিতাম। আমি লোকান্তরিত হইলে সুগ্রীব যে রাজ্যাধিকার করিবে ইহা উচিতই হইতেছে, কিন্তু তুমি যে অধর্মতঃ আমাকে বিনষ্ট করিলে ইহা নিতান্তই অন্যায় হইল। দেখ, প্রাণিমাত্রই মৃত্যুর বশীভূত, সুতরাং মৃত্যুতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই, কিন্তু আমাকে বধ করিয়া তোমার যে কি লাভ হইল, এক্ষণে তুমি ইহারই প্রকৃত উত্তর স্থির কর।

মহাত্মা বালীর মুখ শুষ্ক, সর্বাঙ্গ শরাঘাতে কাতর, তিনি ভাস্করের ন্যায় খরতেজ রামকে নিরীক্ষণপূর্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ ॥ মহাবীর বালী নিষ্প্রভ সূর্যের ন্যায় জলশূন্য মেঘের ন্যায় এবং নির্বাপিত অনলের ন্যায় পতিত আছেন, রাম তাঁহার ধর্মার্থপূর্ণ বিনীত হিতকর ও কঠোর বাক্যে এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বালি! তুমি ধর্ম অর্থ

কাম ও লৌকিক আচার না জানিয়া বালকত্বনিবন্ধন আজ কেন আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি কুলগুরু বুদ্ধিমান বৃদ্ধগণের নিকট কিছু শিক্ষা না করিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিতে সাহসী হইয়াছ। দেখ, এই শৈলকাননপূর্ণ ভূবিভাগ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের অধিকৃত, এই স্থানের মৃগ পক্ষী ও মনুষ্যগণের দণ্ড-পুরস্কার তাঁহারাই করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্যশীল সরলস্বভাব রাজা ভরত এই ভূমির রক্ষাভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নীতিনিপুণ, বিনয়ী, দুষ্টদমন ও শিষ্টপালনে সুপটু, তিনি দেশ-কাল জানেন, ধর্ম কাম ও অর্থের যাথার্থ্য বুঝিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাবীরই পৃথিবীর রাজা, আমরা এবং অন্যান্য নৃপতিরা তাঁহার আদেশে ধর্মবৃদ্ধির অভিলাষে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্যটন করিতেছি। যখন সেই রাজাধিরাজ ধর্মবৎসল পৃথিবী পালন করিতেছেন, তখন ধর্মবিপ্লব আর কে করিবে? আমরা স্বধর্মনিষ্ঠ, এক্ষণে রাজনিয়োগে ধর্মভ্রষ্টকে অনুরূপ নিগ্রহ করিব। তুমি বিধর্মী দুশ্চরিত্র ও কামপ্রধান, এবং তোমা হইতে রাজধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা ও অধ্যাপক, ইঁহারা পিতা; কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও গুণবান শিষ্য, ইহারা পুত্র; এইরূপ ব্যবস্থার ধর্মই মূল কারণ। সাধুগণের ধর্ম একান্ত সূক্ষ্ম, তাহা সহজে বুঝা যায় না, কিন্তু একমাত্র পরমাত্মাই

সকলের হৃদয়ে থাকিয়া শুভাশুভ সম্যক্ জানিতেছেন। তুমি অস্থির, তোমার সহচর বানরেরাও চপল ও মূর্খ, সুতরাং জন্মান্ধ যেমন জন্মান্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, সেইরূপ তুমি তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কি প্রকারে ধর্ম বুঝিতে পারিবে? তুমি ক্রোধভরে কেবল আমার নিন্দা করিও না, এক্ষণে আমি যে কারণে তোমাকে বধ করিলাম, কহিতেছি শুন।

তুমি সনাতন ধর্ম উল্লঙ্ঘনপূর্বক ভ্রাতৃজায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, ইঁহার পত্নী রুমা শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ, তাঁহাকে অধিকার করিয়া তোমায় পাপ অর্শিয়াছে। তুমি ধর্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী, এই জন্যই আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম। যে ব্যক্তি লোকবিরুদ্ধ ও লোকমর্যাদার অতীত, বধদণ্ড ব্যতীত তাহার অন্য কোনরূপ নিগ্রহ দেখিতে পাই না। আমি সদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়, বল, কিরূপে তোমার পাপ উপেক্ষা করিব। যে ব্যক্তি কামপ্রভাবে ঔরসী কন্যা, ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূতে আসক্ত হয়, তাহার প্রতি বধদণ্ড বিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভরত পৃথিবীর অধীশ্বর, আমরা তাঁহার অধিকৃত, তুমিও ধর্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ, সুতরাং আমরা তোমাকে কিরূপে উপেক্ষা করিব। ভরত ধর্মতঃ রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি ঘোরতর অধর্মী, সেই ধীমান তাহার দণ্ড বিধান করিতেছেন। তিনি কামপরায়ণদিগের নিগ্রহে উদ্যত। আমরা তাঁহারই আদেশে তোমার ন্যায় অধার্মিকদিগকে দণ্ড করিতেছি। যেমন লক্ষ্মণের সহিত আমার সৌহার্দ্য আছে, সুগ্রীবের সহিতও তদ্রূপ; সুগ্রীব রাজ্য ও স্ত্রীলাভ উদ্দেশ করিয়া আমার কার্যসাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও বানরগণের সমক্ষে তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম; এক্ষণে মাদৃশ লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিবে? কপিরাজ! তুমি নিশ্চয় বুঝিও, আমি এই সকল ধর্মানুগত মহৎ কারণেই তোমায় সমুচিত শাসন করিলাম। তোমাকে নিগ্রহ করাই ধর্ম। দেখ, যাঁহারা ধার্মিক, বয়স্যের উপকার তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য। আরও তুমি যদি ধর্মের অপেক্ষা রাখিতে, তাহা হইলে তোমায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই দণ্ড ভোগ করিতে হইত। মহর্ষি মনু চরিত্রশোধক দুইটি শ্লোক কহিয়াছেন, ধার্মিকেরা তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করেন, আমিও সেই ব্যবস্থাক্রমে এইরূপ করিলাম। মনু কহিয়াছেন, মনুষ্যেরা পাপাচরণপূর্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিগ্রহ বা মুক্তি যেরূপে হউক, পাপী শুদ্ধ হয়, কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাহাকেই স্পর্শে। কপিরাজ! কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তোমারই অনুরূপ পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমার কুলপুরুষ আর্য মান্ধাতা তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ড করেন এবং অন্যান্য মহীপালও অসৎকে সংশোধনার্থ সমুচিত শাসন করিয়াছিলেন। রাজদণ্ড ব্যতীত পাপীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে, তদ্দ্বারা পাপের এককালে শান্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আর অনুতাপ করিও না, আমি ধর্মানুরোধেই তোমায় বধ করিলাম। আমরা স্বাধীন নহি, ধর্মেরই পরতন্ত্র।

বীর! আমার আরও কিছু বলিবার আছে শুন, কিন্তু ক্রোধ করিও না। আমি তোমাকে প্রচ্ছন্ন-বধ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি, এবং তজ্জন্য শোকও করি না। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে থাকিয়া বাগুরা পাশ প্রভৃতি নানাবিধ কূট উপায় দ্বারা মৃগকে ধরিয়া থাকে। মৃগ ভীত বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক,

অন্যের সহিত বিবাদ করুক বা ধাবমান হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাকুক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে, ইহাতে অণুমাত্র দোষ নাই। দেখ, ধর্মজ্ঞ নৃপতিরা অরণ্যে মৃগয়া করিয়া থাকে; সুতরাং, তুমি শাখামৃগ—বানর, যুদ্ধ কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। বীর! রাজা প্রজাগণের দুর্লভ ধর্ম রক্ষা করেন, শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং উহাদের জীবনও উঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত। রাজা দেবতা, মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার হিংসা নিন্দা ও অবমাননা করা এবং তাঁহাকে অপ্রিয় কথা বলা উচিত নহে। আমি কুলধর্ম পালন করিলাম, কিন্তু তুমি ধর্ম না বুঝিয়া কেবল ক্রোধভরে আমায় অকারণ দোষী করিতেছ।

অনন্তর বালীর দিব্যজ্ঞান লাভ হইল, তিনি যারপরনাই ব্যথিত হইলেন, ভাবিলেন, রাম একান্তই নির্দোষ। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমার বাক্য অপ্রামাণিক নহে। তুমি উৎকৃষ্ট, আমি অপকৃষ্ট হইয়া কিরূপে তোমার কথায় প্রত্যুত্তর দিব? যাহাই হউক, এক্ষণে প্রমাদবশতঃ তোমায় যে-সমস্ত অসঙ্গত ও অপ্রিয় কহিয়াছি, তাহাতে আমার দোষ নাই। দেখ, ধর্মতত্ত্ব তোমার পরীক্ষাসিদ্ধ, তুমি প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর; পাপপ্রমাণ ও দণ্ডবিধান বিষয়ে তোমার অনশ্বর বুদ্ধি প্রসন্নই আছে, কিন্তু আমি অধার্মিকের অগ্রগণ্য; ধর্মজ্ঞ! অতঃপর তুমি ধর্মসঙ্গত উপদেশ দিয়া আমায় রক্ষা কর।

ঐ সময় বাষ্পভরে বালীর কণ্ঠরোধ হইল, স্বর কাতর হইতে লাগিল, তিনি পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় মৃতকল্প হইয়া রামকে নিরীক্ষণপূর্বক ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি আপনার জন্য দুঃখিত নহি, তারার নিমিত্ত শোকাকুল হই নাই এবং বান্ধবগণের জন্যও কিছুমাত্র ভাবি না, এক্ষণে কেবল স্বর্ণাঙ্গদশোভী অঙ্গদের চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিতেছে। আমি তাহাকে বাল্যাবধি লালন পালন করিয়াছি, এখন সে আমায় না দেখিলে অতি দীন হইয়া জলাশয়ের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। সবেমাত্র অঙ্গদই আমার পুত্র, সে বালক, আজিও তাহার বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই, আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, এক্ষণে তুমি তাহাকে রক্ষা করিও। সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি যেন তোমার সুমতি থাকে। তুমি উহাদের কার্য-রক্ষক ও অকার্যে প্রতিষেধক হইলে। ভরত ও লক্ষ্মণকে যেরূপ, উহাদিগকেও তদ্রূপ বুঝিবে। তপস্বিনী তারা আমার জন্যই সুগ্রীবের নিকট অপরাধিনী আছেন, সুগ্রীব যেন তাঁহার অবমাননা না করে। যে ব্যক্তি তোমার বশম্বদ হয়, সে তোমার প্রসাদে রাজ্য অধিকার করিতে পারে। সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়, স্বর্গও তাহার পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে। রাম! অতঃপর তোমায় আর কি বলিব, তারা আমাকে নিবারণ করিলেও, আমি তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বালী এই বলিয়া তৎকালে মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন রাম বালীকে ছিন্নসংশয় দেখিয়া সাধুসম্মত ধর্মপ্রমাণ বাক্যে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, দেখ, তুমি আমাদিগকে দোষী বোধ করিও না, আপনাকেও অপরাধী বুঝিও না। আমরা তোমা অপেক্ষা ধর্মের মর্ম অনুধাবন করিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা কহি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। যে দণ্ডনীয়কে দণ্ড করে এবং যে দণ্ডিত হয়, তাহারা কার্যকারণগুণে সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়া আর অবসন্ন হয় না। এক্ষণে তুমি এই দণ্ড সম্পর্কে নিষ্পাপ হইয়াছ, এবং দণ্ডশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উদ্বোধ হওয়াতে স্বীয় ধর্মানুগত প্রকৃতিও অধিকার করিয়াছ।

অতঃপর তুমি ভয় শোক ও মোহ দূর কর, কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অঙ্গদ যেমন তোমার নিকট স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছে, আমার নিকট তদ্রূপই হইবে, এবং সুগ্রীবও তাহাকে কখন অনাদর করিবেন না।

অনন্তর বালী সমরপ্রমাথী রামের এই মধুর কথা শ্রবণপূর্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, বীর! আমি শরপীড়িত ও হতজ্ঞান হইয়া অজ্ঞানত তোমায় যাহা কহিয়াছিলাম তজ্জন্য প্রসন্ন করিতেছি, ক্ষমা কর।

বালীর সর্বাঙ্গ বৃক্ষ ও প্রস্তরাঘাতে ছিন্নভিন্ন, তিনি রামের শরপ্রহারে অতিমাত্র কাতর হইয়া বিমোহিত হইলেন।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ এদিকে তারা রামশরে বালীর মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিলেন। তিনি এই নিদারুণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে যারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইয়া অঙ্গদ সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঐ সময় অঙ্গদের সহচর মহাবল বানরেরা ধনুর্ধর রামকে নিরীক্ষণপূর্বক চকিতমনে পলাইতেছিল, পথিমধ্যে তারা তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। যূথপতি বিনষ্ট হইলে মৃগেরা যেমন যূথভ্রষ্ট হইয়া যায়, উহারা সেইরূপ ছিন্নভিন্ন হইয়াই বেগে যাইতেছিল। সকলে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত এবং রামের ভয়ে অতিমাত্র ভীত, প্রত্যেকের সংশয় হইতেছে, যেন রামের শর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে।

তখন তারা সকাতরে উহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, বানরগণ! তোমরা যে রাজাধিরাজের অগ্রে অগ্রে গিয়া থাক, আজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভীতমনে এরূপ দুরবস্থায় কেন পলাইতেছ? শুনিলাম, ক্রুর সুগ্রীব রাজ্যের জন্য রামের সাহায্য লইয়াছিল, রাম উহার অনুরোধে দূর হইতে মহাবেগে শর নিক্ষেপপূর্বক বালীকে বধ করিয়াছেন। রাম দূরস্থ, সুতরাং তোমরা কেন তাঁহা হইতে এরূপ ভীত হইতেছ?

তখন কামরূপী বানরগণ একবাক্যে কহিল, জীবিতপুত্রে! ফিরিয়া চল, পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা কর, যম রামরূপ ধারণপূর্বক বালীকে বধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। রামের শর বৃক্ষ ও বিশাল শিলাসকল বিন্ধ করিয়াছে। বালী ঐ বজ্রসম শর দ্বারা যেন বজ্র দ্বারাই নিহত হইলেন। সেই ইন্দ্র-প্রভাব বিনষ্ট হওয়াতে এই বানরসৈন্য যেন অভিভূত হইয়াই বেগে পলায়ন করিতেছে। অতঃপর বীরগণ কিষ্কিন্ধা রক্ষার্থ যত্নবান হউন, অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করুন; বালীর পুত্র রাজা হইলে সকলেই তাঁহার অনুগত হইবে। কিন্তু রাজমহিষি! আমাদের বোধ হয়, এ স্থানে বাস করা আর তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে হনুমান প্রভৃতি বানরেরা অবিলম্বে দুর্গে প্রবেশ করিবে; যাহারা সস্ত্রীক এবং যাহাদের স্ত্রী নাই, তাহারাও আসিবে। পূর্বে আমরা উহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিলাম, উহারা অত্যন্ত লুব্ধ, এক্ষণে উহাদের হইতেই আমরা সবিশেষ ভয় সম্ভাবনা করিতেছি।

অনন্তর তারা বানরগণের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমার স্বামী মহাত্মা বালী দেহত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার পুত্রে কি হইবে? রাজ্যে কাজ নাই, আত্মরক্ষারই বা প্রয়োজন কি? যিনি রামের শরে বিনষ্ট হইয়াছেন, অতঃপর আমি তাঁহারই চরণে শরণ লইব। এই বলিয়া তারা শোকে একান্ত অধীরা হইয়া দুঃখভরে বক্ষঃস্থল ও মস্তকে

করাঘাতপূর্বক রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। দেখিলেন, যিনি অপরাঙ্মুখ-যোধী বানরগণের বিনাশক, যিনি বৃহৎ বৃহৎ পর্বতসকল নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, যিনি বায়ুর ন্যায় অক্লেশে রণস্থলে প্রবেশ করেন, যাঁহার গর্জন মহামেঘের ন্যায় সুগভীর, যিনি ইন্দ্রের ন্যায় মহাবলপরাক্রান্ত, যিনি সকলের অপেক্ষা ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে পারেন, সেই বীর একজন বীরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন, যেন মৃগরাজ সিংহ মাংসলোলুপ ব্যাঘ্রদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, যেন মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া প্রশান্ত আছে, যেন বিহগরাজ গরুড় ভুজঙ্গভক্ষণার্থ পতাকা ও বেদিশোভিত চতুষ্পথবর্তী বল্মীক মন্থন করিয়াছেন। অদূরে রাম এক প্রকাণ্ড শরাসনে দেহভার অর্পণপূর্বক লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন; তারা উঁহাদিগকে দর্শন ও অতিক্রম করিয়া বালীর সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্বক দুঃখ ও আবেগে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে আর্যপুত্র!—এই বলিয়া যেন নিদ্রা হইতে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং বালীকে মৃত দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সুগ্রীব তারাকে কুররীর ন্যায় রোরুদ্যমানা এবং অঙ্গদকে উপস্থিত দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইলেন।

বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর চন্দ্রাননা তারা পর্বতপ্রমাণ মাতঙ্গতুল্য বালীকে রামনিক্ষিপ্ত প্রাণান্তকর শরে নিহত এবং উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক শোকসন্তপ্তমনে কাতর বচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভীমবিক্রম! বীর! তুমি আজ এই অপরাধিনীর সহিত কেন বাক্যালাপ করিতেছ না? উঠ, উৎকৃষ্ট শয্যায় গিয়া আশ্রয় লও, তোমার তুল্য মহীপাল কখন ভূতলে শয়ন করেন না। বোধ হয়, তুমি আমা অপেক্ষাও বসুমতীকে অধিক ভালবাস, কারণ আমায় ছাড়িয়া দেহান্তেও ইঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছ। নাথ! বুঝি আজ ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে কিষ্কিন্ধার ন্যায় কোন এক রমণীয় পুরী নির্মাণ করিয়া থাকিবে, নচেৎ ইহার মমতা কিরূপে পরিত্যাগ করিলে? তুমি মধুগন্ধী অরণ্যমধ্যে আমাদিগকে লইয়া নানারূপ বিহার করিতে, এক্ষণে তাহার শান্তি হইল। আমি তোমার বিনাশে নিরাশ, নিরানন্দ ও শোকাকুল হইলাম। বলিতে কি, আজ তোমায় ধরাশায়ী দেখিয়াও যখন আমার এই শোকাক্রান্ত হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, তখন ইহা নিতান্তই কঠিন সন্দেহ নাই। তুমি সুগ্রীবের পত্নী হরণপূর্বক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, এখন সেই কার্যেরই পরিণাম এইরূপ ঘটিল। আমি তোমার হিতৈষিণী, আমি শুভসংকল্পে তোমায় যাহা কহিয়াছিলাম, তুমি বুদ্ধিমোহে তাহাতে উপেক্ষা কর। নাথ! বোধ হইতেছে, তুমি আজ রূপযৌবনগর্বিত রসালাপচতুর অপ্সরাদিগের মন উন্মত্ত করিয়া তুলিবে। হা! এক্ষণে কালই তোমাকে বিনাশ করিল, তুমি অন্যের আয়ত্ত না হইলেও সে বলপূর্বক তোমাকে সুগ্রীবের নিকট আনিল। দেখ, তুমি অপর এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, কিন্তু রাম তোমার বধসাধনরূপ গর্হিত আচরণ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নন, ইহা তাঁহার নিতান্তই অন্যায়। আমি পূর্বে কখন ক্লেশ পাই নাই, এখন আমাকে কৃপাপাত্র ও দীন হইয়া অনাথার ন্যায় বৈধব্য যন্ত্রণা ও শোকতাপ সহিতে হইবে। এই মহাবীর অঙ্গদ সুকুমার ও সুখী, আমি

অনেক যত্নে ই'হাকে লালনপালন করিয়াছি, জানি না, এখন ক্রোধান্ধ পিতৃব্যের নিকট ইনি কির‍ূপ অবস্থায় থাকিবেন। অঙ্গদ! তুমি এই ধর্মবৎসল পিতাকে মনের সহিত দেখিয়া লও, ই'হার দর্শন তোমার ভাগ্যে আর ঘটিবে না। নাথ! তুমি প্রবাসে চলিলে, এখন অঙ্গদকে মস্তক আঘ্রাণপূর্বক প্রবোধ দেও এবং আমাকে যাহা বলিবার থাকে বল। দেখ তোমাকে বধ করিয়া রামের একটি মহৎ কার্য সম্পন্ন হইল, তিনি সুগ্রীবের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে মুক্ত হইলেন। সুগ্রীব! তোমার কামনা পূর্ণ হউক, তুমি রুমাকে পাইবে, তোমার শত্রু নিপাত হইয়াছে, এখন তুমি নিরুদ্বেগে রাজ্য ভোগ কর। নাথ! আমি তোমার প্রেয়সী, এইরূপ করুণভাবে রোদন করিতেছি, এক্ষণে তুমি কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? এখানে তোমার এই সমস্ত সর্বাঙ্গসুন্দরী পত্নী আছেন, তুমি ই'হাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।

তখন বানরীগণ তারার এইরূপ বিলাপবাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া অঙ্গদকে চতুর্দিকে বেষ্টনপূর্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিল।

তারা কহিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি কি অঙ্গদকে রাখিয়া চিরদিনের জন্য প্রবাসে চলিলে? অঙ্গদ সুদর্শন ও সুবেশ, ইনি গুণে প্রায় তোমারই অনুরূপ, তুমি ই'হাকে ফেলিয়া যাইও না। বীর! আমি যদি কখন অসাবধানে তোমার কিছু অপ্রিয় আচরণ করিয়া থাকি, তবে চরণে ধরি, আমাকে ক্ষমা কর।

তারা বানরীগণের সহিত এইরূপ সকরুণ রোদন করিতে করিতে বালীর অদূরে প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিলেন।

একবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর যূথপ্রধান হনুমান তারাকে গগনস্খলিত তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজমহিষি! জীব স্বীয় গুণ-দোষে পুণ্যপাপজনক যে-যে কর্ম করে দেহান্তে ব্যগ্র না হইয়া তাহার ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে। তুমি স্বয়ং শোচনীয়, কিন্তু বল, কোন্ শোকার্হ ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছ? তুমি নিজেই দীন, কিন্তু কোন্ দীনের প্রতি দয়া করিতেছ? জানি না, এই জলবিম্বপ্রায় দেহে কে কাহার জন্য দুঃখিত হইতে পারে। জীবিতপুত্রে! এক্ষণে তুমি এই কুমার অঙ্গদকে দেখ, এবং বালীর দেহান্তে কি কর্তব্য, তাহাই চিন্তা কর। জানই ত, এই জীবলোকে জীবের জন্মমৃত্যু এইরূপ অব্যবস্থিত, সুতরাং পতি-পুত্র-বিয়োগে যাহা শুভ তাহাই করিবে, শোক করা নিতান্তই অনুচিত। যাঁহার সন্নিধানে বহুসংখ্য বানর নানা আশয়ে কাল যাপন করিত, আজ তিনিই প্রাণত্যাগ করিলেন। এই বীর নীতিনির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে রাজকার্য করিয়াছেন এবং সাম দান ক্ষমা প্রভৃতি রাজগুণে ভূষিত ছিলেন, এক্ষণে ই'হার রাজলোক লাভ হইল, সুতরাং ই'হার জন্য আর শোক করিও না। এই সকল কপিপ্রবীর, এই অঙ্গদ এবং এই বানররাজ্য, এ সমস্তই তোমার। এক্ষণে সুগ্রীব ও অঙ্গদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, তুমি বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ই'হাদিগকে নিয়োগ কর। কুমার অঙ্গদ তোমার মতে থাকিয়া রাজ্য শাসন করুন। যেজন্য পুত্রকামনা করিয়া থাকে, সম্প্রতি যে কার্য উপস্থিত, বালীর উদ্দেশে তাহা অনুষ্ঠিত হউক, অতঃপর ইহা অপেক্ষা আর কিছুই করিবার নাই। তারা! তুমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক কর, ই'হাকে রাজসিংহাসনে বসিতে দেখিলে

অবশ্যই সুখী হইবে।

তখন তারা ভর্তৃশোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া কহিলেন, আমি অঙ্গদের অনুরূপ শত পুত্রও চাহি না, এক্ষণে এই মৃত বীরের সহমরণই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে। কপিরাজ্য ও অঙ্গদের অভিষেক ইহাতে আমার কি প্রভুতা আছে, সুগ্রীব অঙ্গদের পিতৃব্য, সুতরাং এই বিষয়ে ইঁহারই অধিকার। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অঙ্গদকে যে রাজ্য দিব, তুমি এরূপ মনে করিও না; পুত্রের পক্ষে পিতাই প্রভু, মাতা নহে। এক্ষণে বালীর চরণাশ্রয় ব্যতীত উভয় লোকের শুভ আমার আর কিছু নাই, সুতরাং আমি এই মৃত মহাবীরের পার্শ্বে শয়ন করাই ভাল বুঝিতেছি।

দ্বাবিংশ সর্গ ॥ ঐ সময় বালী মৃতকল্প হইয়া অল্প অল্প নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, দেখিলেন, সুগ্রীব সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি ঐ বিজয়ী বীরকে স্পষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সস্নেহে কহিলেন, সুগ্রীব! আমি পাপবশাৎ অবশ্যম্ভাবী বুদ্ধিমোহে বলপূর্বক আকৃষ্ট হইতেছিলাম, সুতরাং তুমি আমার অপরাধ লইও না। আমাদের ভ্রাতৃ-সৌহার্দ ও রাজ্যসুখ ভাগ্যে বুঝি যুগপৎ নির্দিষ্ট হয় নাই, নচেৎ ইহার কেন এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিবে? যাহা হউক, তুমি আজ এই বনবাসীদিগের শাসনভার গ্রহণ কর, আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব; জীবন, রাজ্য, মহতী শ্রী ও নির্মল যশ এখনই ছাড়িয়া যাইব। বীর! অতঃপর আমার কিছু বলিবার আছে, কিন্তু তাহা দুষ্কর হইলেও তোমায় করিতে হইবে। এই দেখ, আমার পুত্র অঙ্গদ সজলনয়নে ভূতলে পতিত আছেন, ইনি অল্পবয়স্ক বালক, সুখের উপযুক্ত এবং সুখেই প্রতিপালিত হইয়াছেন, ইনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, এক্ষণে ইঁহাকে রাখিয়া চলিলাম, তুমি সকল অবস্থায় ইঁহাকে পুত্রনির্বিশেষে রক্ষা করিবে এবং যখন যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই দিবে। এক্ষণে তুমি ইঁহার রক্ষক, তুমিই ইঁহার পিতা ও দাতা। ভয় উপস্থিত হইলে তুমি আমারই ন্যায় ইঁহাকে অভয় দান করিবে। এই শ্রীমান তোমার তুল্য মহাবীর, ইনি রাক্ষসবধে তোমার অগ্রসর হইবেন। এই যুবাও তেজস্বী, বিক্রমপ্রকাশপূর্বক রণস্থলে আমারই অনুরূপ কার্য করিতে পারিবেন। সুষেণতনয়া তারা সূক্ষ্মার্থ নির্ণয় করিতে এবং বিপদে সৎপরামর্শ দিতে বিলক্ষণ সুপটু, ইনি যাহা শ্রেয় বলিবেন, নিঃসংশয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিও। ইঁহার মত কিছুমাত্র অন্যথা হয় না। দেখ, রামের কার্য অশঙ্কিত মনে অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত, নচেৎ প্রত্যবায় ঘটিবে এবং ইনি অপমানিত হইলে নিশ্চয়ই তোমার অনিষ্ট করিবেন। এক্ষণে তুমি এই দিব্য স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ কর, ইহাতে উদার জয়শ্রী বিরাজমান, কিন্তু আমার দেহান্তে শবস্পর্শনিবন্ধন এই শ্রী বিলুপ্ত হইবে।

বালী ভ্রাতৃস্নেহে এইরূপ কহিলে সুগ্রীবের বৈরানল নির্বাণ হইল, তিনি জয়লাভের হর্ষ পরিত্যাগ করিয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং ঐ স্বর্ণহার গ্রহণপূর্বক জ্যেষ্ঠের তৎকালোচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বালী মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া সম্মুখীন অঙ্গদকে স্নেহভরে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে দেশকাল বুঝিবার চেষ্টা করিবে। ইষ্ট ও অনিষ্টে উপেক্ষা এবং সুখ ও দুঃখ সহ্য করিয়া সেবার সময় সুগ্রীবের একান্ত বশম্বদ হইয়া থাকিবে।

আমি নিরবচ্ছিন্ন তোমাকে লালন-পালন করিলাম, এখন তোমার সেবা করিবার কাল উপস্থিত, সুতরাং সেবার ব্যতিক্রম ঘটিলে সুগ্রীব কদাচ তোমায় সমাদর করিবেন না। যাহারা সুগ্রীবের শত্রু, তুমি তাহাদিগের হইতে অন্তরে থাকিবে এবং লোভাদি প্রবৃত্তি নিরোধপূর্বক একান্ত বশ্যভাবে প্রভুর কার্য সাধন করিবে। সুগ্রীবের সহিত অতি প্রণয় বা অপ্রণয় করিও না, এই উভয়ই অতিশয় দোষের, সুতরাং ইহার মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া চলিবে।

ইত্যবসরে বালীর নেত্র উর্ধ্বাবর্তিত হইয়া গেল, বিকট দন্ত বিবৃত হইয়া পড়িল, তিনি শর-প্রহারে যারপরনাই কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

তখন বানরগণ যূথপতি বালীর মৃত্যু হইল দেখিয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিল, হা! কপিরাজ স্বর্গারোহণ করিলেন, আজ কিষ্কিন্ধা অন্ধকার হইল, বন উদ্যান ও পর্বতসকল শূন্য হইল এবং আমরাও প্রভাহীন হইয়া গেলাম। যে মহাবীর দিবারাত্রি অবিশ্রান্তে পঞ্চদশবর্ষ যুদ্ধ করিয়া ষোড়শ বর্ষে গোলভ নামক দুর্বিনীত গন্ধর্বকে বিনাশ ও আমাদিগকে নির্ভয় করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু কিরূপে ঘটিল!

বানরেরা অত্যন্ত অসুখী হইল; বৃষ বিনষ্ট হইলে সিংহসঙ্কুল মহারণ্যে বন্য গোসকল যেমন অশান্ত হইয়া উঠে, উহারা তদ্রূপই হইতে লাগিল। তৎকালে তারা মৃত পতির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং আশ্রিত লতা যেমন ছিন্নবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তিনি সেইরূপ উঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর সুবিখ্যাত তারা বালীর মুখ আঘ্রাণপূর্বক কহিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি আমার কথা না শুনিয়া এই উন্নতানত ক্লেশকর প্রস্তর-খণ্ডপূর্ণ ভূমির উপর কষ্টে শয়ন করিয়া আছ। বোধ হয়, বসুন্ধরাতেই তোমার অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগ, কারণ তুমি ইঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক শয়ান রহিয়াছ, আর আমাকে সম্ভাষণও করিতেছ না। সাহসিক! রাম যে সুগ্রীবের আয়ত্ত হইলেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য, সুতরাং অতঃপর সুগ্রীবই বীর বলিয়া গণ্য হইবেন! যে-সকল ভল্লুক ও বানর তোমার সেবা করিত, এখন তাহারা বিলাপ করিতেছে, অঙ্গদ শোকাকুল হইয়া কাঁদিতেছে এবং আমিও পরিতাপ করিতেছি, আমাদের রোদনশব্দে তুমি কেন জাগরিত হইতেছ না? হা! ইহা সেই বীরশয্যা, পূর্বে তুমিই ইহাতে শত্রুদিগকে শয়ন করাইতে, এখন স্বয়ং নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছ। বিশুদ্ধ বংশে তোমার জন্ম, তুমি একান্ত যুদ্ধপ্রিয়, এখন এই অনাথাকে একাকিনী রাখিয়া কোথায় গেলে? হা! বিচক্ষণ ব্যক্তি যেন আর বীরপুরুষকে কন্যা দান না করেন, আমি বীরপত্নী, দেখ, আমি সদ্যই বিধবা হইলাম। আমার সম্মান গেল এবং সুখও নষ্ট হইল, আমি অগাধ শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলাম। বোধ হয়, আমার এই কঠিন হৃদয় প্রস্তরের সারাংশ দিয়া নির্মিত, কারণ আজ ভর্তৃবিনাশ দেখিয়াও ইহা শতধা বিদীর্ণ হইল না। নাথ! তুমি আমার সুহৃৎ, পতি ও প্রকৃতই প্রিয়, এক্ষণে অন্যে আক্রমণ করিয়া তোমায় বধ করিল। যে নারী পতিহীনা, সে পুত্রবতী হউক বা ধনধান্যে সুসম্পন্নই হউক, পণ্ডিতেরা তাহাকে বিধবা বলিয়া থাকেন। বীর! তুমি আপনার দেহস্রুত রক্তপ্রবাহে পতিত আছ, বোধ

হইতেছে যেন, লাক্ষারাগরঞ্জিত আস্তরণে শয়ন করিয়াছ। তোমার সর্বাঙ্গে ধূলি ও শোণিত, এক্ষণে আমি এই ক্ষীণ হস্তে তোমায় আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। হা! আজ রামের একমাত্র শরে সুগ্রীবের ভয় দূর হইল, সুতরাং এই নিদারুণ শত্রুতায় তিনিই কৃতকার্য হইলেন। বীর! তোমার হৃদয়ে শর বিদ্ধ রহিয়াছে, গাত্র স্পর্শ করিলে পাছে তুমি ব্যথিত হও, এইজন্য অন্যে তদ্বিষয়ে আমায় নিবারণ করিতেছে, এক্ষণে আমি কেবল তোমায় চক্ষে দেখিতেছি।

অনন্তর নল বালীর দেহ হইতে গিরিগুহাপ্রবিষ্ট ভীষণ উরগের ন্যায় শর উদ্ধার করিয়া লইলেন। শর শোণিতরাগে লিপ্ত, যেন অস্তগামী সূর্যের রশ্মিজালে রঞ্জিত হইয়াছে! উহা উদ্ধার করিবামাত্র পর্বত হইতে গৈরিক-দ্রববাহী জলধারার ন্যায় ব্রণমুখ দিয়া অনর্গল রক্ত বহিতে লাগিল। বালীর সর্বাঙ্গ সংগ্রামের ধূলিজালে আচ্ছন্ন, তারা তাহা মার্জনা করিয়া উঁহাকে নেত্রজলে অভিষেক করিতে লাগিলেন, পরে পিঙ্গলচক্ষু অঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! দেখ, মহারাজের এই নিদারুণ শেষ দশা উপস্থিত। আজ ইঁহার পাপসঞ্চিত শত্রুতার অবসান হইয়া গেল। এক্ষণে এই তরুণ সূর্যপ্রকাশ বীর লোকান্তরে চলিলেন, তুমি ইঁহাকে অভিবাদন কর।

তখন অঙ্গদ এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া, আপনার নামোল্লেখপূর্বক স্থূল ও বর্তুল বাহুদ্বয়ে পিতার চরণ গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে তারা কহিলেন, নাথ! অঙ্গদ তোমাকে প্রণাম করিতেছে, কিন্তু পূর্বে তুমি যেমন দীর্ঘায়ু হও বলিয়া ইহাকে আশীর্বাদ করিতে, এক্ষণে কেন সেরূপ করিলে না? হা! সিংহনিহত বৃষের সমীপে যেমন সবৎসা ধেনু থাকে, সেইরূপ আমি পুত্রের সহিত তোমার নিকটস্থ আছি। তুমি রণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, কিন্তু আমা ব্যতীত রামের অস্ত্রজলে কিরূপে যজ্ঞান্ত স্নান করিলে? ইন্দ্র যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যে স্বর্ণহার দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আর কেন দেখিতেছি না? সূর্য অস্তগত হইলেও প্রভা যেমন অস্তাচল পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ তুমি বিনষ্ট হইলেও রাজশ্রী তোমায় ত্যাগ করিতেছেন না। তুমি আমার হিতকর বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে, আমিও তৎকালে তোমায় নিবারণ করিতে পারি নাই, সুতরাং এক্ষণে আমায় অঙ্গদের সহিত নিহত হইতে হইল, এবং শ্রী তোমারই সহিত আমাকে ত্যাগ করিল।

চতুর্বিংশ সর্গ ॥ তারা অতি গভীর প্রবল শোকে আক্রান্ত হইয়া রোদন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে সুগ্রীব অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ভ্রাতৃবিনাশে যারপরনাই সন্তপ্ত হইয়া ভৃত্যগণের সহিত রামের নিকট গমন করিলেন। উদারস্বভাব রামের হস্তে ভুজগভীষণ শর ও শরাসন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রাজচিহ্ন বিরাজমান। সুগ্রীব তাঁহার সন্নিহিত হইলেন, কহিলেন, রাজন্! তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইল, আমি রাজ্য পাইলাম এবং বালীও বিনষ্ট হইলেন, কিন্তু আজ এই হতভাগ্যের মন ভোগে একান্তই উদাস। রাজমহিষী তারা নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতেছেন, পুরবাসীরা কাতর স্বরে চীৎকার করিতেছে, রাজার মৃত্যু হইল এবং রাজকুমার অঙ্গদেরও প্রাণসঙ্কট উপস্থিত, সুতরাং রাজ্য লইয়া আর আমার কি হইবে? আমি পূর্বে অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ ও

অসহিষ্ণু হইয়াছিলাম, তন্নিবন্ধন ভ্রাতৃবধ আমার অভিমতই ছিল, কিন্তু এক্ষণে আমি তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি। অতঃপর চিরদিনের জন্য ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়া থাকাই আমার শ্রেয়। আমি তথায় স্বজাতিবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক যে-কোন রূপে দিনপাত করিব, কিন্তু ভ্রাতৃবধপূর্বক স্বর্গও আমার স্পৃহণীয় হইতেছে না। এই ধীমান আমাকে কহিয়াছিলেন, "তুমি যাও, আমি তোমায় বধ করিব না" বলিতে কি, একথা ইঁহারই অনুরূপ হইয়াছিল কিন্তু আমার বাক্য ও কার্য আমারই সমুচিত হইল। যে ব্যক্তির ভোগবাসনা প্রবল, সে কি রাজ্য এবং বধদুঃখের তারতম্য অনুধাবনপূর্বক গুণবান্ ভ্রাতার মৃত্যু কামনা করিতে পারে? পাছে প্রভাব খর্ব হয়, এইজন্য আমায় বধ করিতে বালীর কিছুমাত্র অভিলাষ ছিল না, কিন্তু আমি দুর্বুদ্ধিনিবন্ধন কি গর্হিত কার্যই করিলাম! যখন আমি বৃক্ষশাখাপ্রহারে পলায়নপূর্বক তোমাকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল আক্রোশ করিতেছিলাম, তখন বালী আমাকে সান্ত্বনা করিয়া কহেন, "দেখ, তুমি এরূপ কার্য আর করিও না।" বস্তুতঃ বালী ভ্রাতৃত্ব, সাধুভাব ও ধর্মরক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আমি কাম ক্রোধ ও কপিত্ব প্রদর্শন করিলাম। বয়স্য! সুররাজ ইন্দ্র যেমন বিশ্বরূপবধে পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমি ভ্রাতৃবধ করিয়া এই অচিন্ত্য পরিহার্য অপ্রার্থনীয় ও অদৃশ্য পাপে লিপ্ত হইয়াছি। কিন্তু পৃথিবী জল বৃক্ষ ও স্ত্রীজাতি ইন্দ্রের পাপ অংশ করিয়া লয়, এক্ষণে বানরের পাপ কে গ্রহণ করিবে এবং কেই-বা সহিবে? আমি এই কুলক্ষয়কর অধর্মের কর্ম করিয়াছি, সুতরাং প্রজাগণের নিকট সম্মান লাভ আর আমার উচিত হয় না, এবং রাজ্যের কথা দূরে থাক, যৌবরাজ্যও আমার যোগ্য নহে। আমি লোকনিন্দিত পরমার্থনাশক জঘন্য পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে জলবেগ যেমন নিম্নপ্রবণ হয়, সেইরূপ প্রবল শোকবেগ আমায় আক্রমণ করিতেছে। ভ্রাতৃবিনাশ যাহার দেহ, সন্তাপ যাহার শুণ্ড, মস্তক, চক্ষু ও শৃঙ্গ, সেই পাপময় গর্বিত প্রকাণ্ড হস্তী নদীকূলবৎ আমাকে আঘাত করিতেছে। হা! অগ্নিশুদ্ধিকালে বিবর্ণ স্বর্ণ হইতে যেমন মল নির্গত হয়, সেইরূপ এই দুঃসহ পাপসংসর্গে আমা হইতে পুণ্য দূর হইল। এক্ষণে আমারই জন্য এই সকল মহাবল বানর ও অঙ্গদের জীবন শোকে তাপে অর্ধেক বাহির হইয়া গেল। সুজন ও সুবশ্য পুত্র সুলভ, কিন্তু বলিতে কি, অঙ্গদের অনুরূপ পুত্র কুত্রাপি নাই। হা! যথায় সহোদরকে পাওয়া যায়, এমন স্থান আর কোথায় আছে?

সখে! আজ বীরবর অঙ্গদ কখন বাঁচিবে না, যদি জীবিত থাকে, তবে তারা ইহার প্রতিপালনের জন্য বাঁচিবেন, নচেৎ ইনিও পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব আমি সপুত্র ভ্রাতার সহিত তুল্যতালাভের ইচ্ছায় অগ্নিপ্রবেশ করিব। এই সমস্ত বানর তোমার নিদেশের বশীভূত থাকিয়া জানকীর অন্বেষণ করিবে। আমি লোকান্তরিত হইলেও তোমার এই কার্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে এই কুলনাশক অপরাধীর প্রাণধারণ বিড়ম্বনা মাত্র, অতএব তুমি আমার বাক্যে অনুমোদন কর।

ভুবনপালক রাম শোকাকুল সুগ্রীবের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল বিমনা হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল বাষ্পে পূর্ণ হইল, তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া শোকনিমগ্না সজলনয়না তারার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তখন মৃগলোচনা তেজস্বিনী তারা বালীকে আলিঙ্গনপূর্বক শয়ান ছিলেন, মন্ত্রিপ্রধান বানরগণ তাঁহাকে তথা হইতে তুলিয়া অন্যত্র লইয়া চলিল। অদূরে রাম শর ও শরাসন হস্তে দণ্ডায়মান, তিনি স্বতেজে সূর্যের ন্যায় জ্বলিতেছিলেন, তারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ রাজলক্ষণাক্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব পুরুষপ্রধানকে দেখিয়া রাম বলিয়াই বুঝিলেন। শোকে তাঁহার শরীরভাব সম্পূর্ণই উপেক্ষিত, তিনি স্খলিতপদে সেই শুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রপ্রভাব মহানুভবের সন্নিহিত হইলেন এবং দুঃখশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, বীর! তুমি পরম ধার্মিক, তোমার গুণের সীমা নাই, তোমাকে পাওয়া অত্যন্ত সুকঠিন, তুমি জিতেন্দ্রিয় ও বিচক্ষণ, তোমার অক্ষয় কীর্তি সর্বত্র বিরাজমান আছে, তুমি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, তোমার অঙ্গ সুদৃঢ় ও নেত্রযুগল রক্তবর্ণ, তুমি মর্ত্যদেহের শ্রীবৃদ্ধি সুখ অতিক্রম করিয়া দিব্য-দেহের সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছ। তোমার হস্তে শর ও শরাসন, এক্ষণে তুমি যে বাণে বালীকে বধ করিলে, তাহা দ্বারাই আমাকে বিনাশ কর, আমি নিহত হইয়া ইঁহার নিকটস্থ হইব; ইনি আমা ব্যতীত অন্য রমণীর সহিত কখন আলাপ করিবেন না। পদ্মপলাশলোচন! সুরলোকে অপ্সরাসকল রক্তপুষ্পে কেশপাশ অলঙ্কৃত করিয়া উজ্জ্বল বেশে বালীর নিকট আসিবে, বালী আমার অদর্শনে কাতর হইয়া আছেন, এক্ষণে উহাদিগকে দেখিয়া এবং উহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কদাচ সুখী হইবেন না। বীর! তুমি যেমন এই রমণীয় শৈলশৃঙ্গে জানকীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, বালী সেইরূপ স্বর্গেও আমার বিরহে শোকাকুল ও বিবর্ণ হইবেন। সুরূপ পুরুষ স্ত্রী-বিচ্ছেদে যেরূপ দুঃখিত হয়, তুমি ত তাহা জান, আমি সেইজন্যই তোমাকে কহিতেছি; তুমি আমাকে বিনাশ কর, দেখ, বালী আমার অদর্শন-ক্লেশ কখন সহ্য করিতে পারিবেন না। মহাত্মন্! আমায় বধ করিলে যে, তোমার স্ত্রীহত্যা দোষ ঘটিবে, তুমি এরূপ বোধ করিও না, আমি বালীর আত্মা, এক্ষণে এই ভাবিয়াই আমাকে বিনাশ কর, ইহাতে তোমার স্ত্রী-বধের পাতক কখন বর্তিবে না। দেখ, পতি ও পত্নী উভয়েই অভিন্ন, ইহা যজ্ঞে অধিকার ও বেদপ্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। আরও ইহলোকে স্ত্রীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান জ্ঞানীদিগের পক্ষে আর কিছুই নাই, তুমি ধর্মের অনুরোধে আমাকে প্রিয়তমের হস্তে প্রদান করিবে, সুতরাং এই দানবলে স্ত্রী-বধের অধর্ম তোমায় স্পর্শিবে না। বীর! আমি অনাথা ও একান্তই শোকার্তা, এক্ষণে ভর্তার নিকট হইতে আমায় অন্যত্র লইয়া যাইতেছে, সুতরাং তুমি আমার বিনাশে কিছুতেই ঔদাস্য করিও না। হা! যিনি মাতঙ্গবৎ মন্থরগামী, যিনি প্রধানের ধারণযোগ্য স্বর্ণহারে শোভিত হইতেছেন, আমি সেই ধীমান বালীর বিরহে কখনই প্রাণ রক্ষা করিব না।

তখন রাম তারাকে হিতকর প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীরপত্নি! তুমি এইরূপ দুর্বুদ্ধি করিও না, বিধাতা জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শাস্ত্রে বলে, তিনিই উহাদিগকে সুখ-দুঃখের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ত্রিলোকের তাবৎ লোক তাঁহারই অধীন, বিধাতৃ-বিহিত বিধান অতিক্রম করা একান্ত অসাধ্য। এক্ষণে তুমি তাঁহার ইচ্ছাক্রমে প্রীত হইবে এবং তোমার পুত্র অঙ্গদও যৌবরাজ্য লাভ করিবেন। তুমি বীরের পত্নী, সুতরাং এইরূপ শোক করা তোমার উচিত হইতেছে না।

তারা অনবরত অশ্রুপাত করিতেছিলেন, তিনি সেই মহাপ্রভাব রামের

এইরূপ বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া শোকতাপ পরিত্যাগ করিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাম, সমশোকে আক্রান্ত হইয়া, প্রবোধ বচনে সুগ্রীব তারা ও অঙ্গদকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, শোকতাপ করিলে মৃত ব্যক্তির শুভ সংসাধিত হয় না; অতঃপর যে কার্য আবশ্যক, তোমরা তাহারই অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। লোকাচার উপেক্ষা করিতে নাই, কিন্তু অশ্রুপাতপূর্বক তোমরা তাহা রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে আর কালাতিপাত করিও না, ইহাতে বিহিত কর্মের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। দেখ, কালের প্রভাব অতি অদ্ভুত, কাল সৃষ্টি করিতেছে, কাল কর্ম সম্পাদন করিতেছে এবং কালই এই জীবলোকে সকলকে কার্যে প্রবৃত্ত করিয়া রাখিতেছে। ফলতঃ কাল-নিরপেক্ষ হইয়া কেহ কোন কার্য করিতে পারে না। লোক প্রাক্তন কর্মের অধীন, কিন্তু কাল আবার সেই প্রাক্তন কর্মের সহকারী। ঈশ্বর স্বয়ং কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না, কাল অক্ষয়, কালের নিকট পক্ষপাত নাই, হেতু নাই এবং পরাক্রমও নাই, মিত্র ও জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না; কাল সম্পূর্ণই অনায়ত্ত, কিন্তু বিচক্ষণ লোক কালকৃত স্ব-স্ব কর্মের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবেন। ধর্ম অর্থ ও কাম কালপ্রভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বালী সাম দান প্রভৃতি রাজগুণে সঞ্চিত ঐশ্বর্যে ভোগসুখ লাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণে লোকান্তরিত হইয়া আপনার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ধর্মবলে স্বর্গ জয় করেন, এখন যুদ্ধে দেহ-ত্যাগপূর্বক তাহা অধিকার করিলেন। সেই মহাত্মার অদৃষ্টে যাহা ঘটিল, ইহাই কালকৃত উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, সুতরাং তজ্জন্য পরিতাপ করা সঙ্গত নহে, কালোচিত কর্তব্যের অনুষ্ঠানই শ্রেয় হইতেছে।

তখন বীর লক্ষ্মণ শোকে হতচেতন সুগ্রীবকে বিনয়বাক্যে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালীর অগ্নিসংস্কার কর। প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ ও দিব্য চন্দন আনয়নের আজ্ঞা দেও। অঙ্গদ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, ইঁহাকে সান্ত্বনা কর। এই পুরী তোমারি, তুমি আর জড়প্রায় হইয়া থাকিও না। এক্ষণে অঙ্গদ মাল্য, বস্ত্র, ঘৃত, তৈল ও গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি উপকরণ আহরণ করুন। তার! তুমিও অবিলম্বে শিবিকা লইয়া আইস, এ সময় সবিশেষ ত্বরাই আবশ্যক। বাহক বানরেরা সুসজ্জিত হউক। যাহারা সুপটু, তাহারাই বালীকে বহন করিবে। তৎকালে লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া রামের নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

তখন তার লক্ষ্মণের আদেশে সসম্ভ্রমে গুহাপ্রবেশ করিল এবং শিবিকা লইয়া পুনরায় আইল। বলবান্ বানরেরা ঐ শিবিকা বহন করিতেছে; উহার মধ্যে রাজযোগ্য বহুমূল্যে আসন, চতুর্দিকে বৃক্ষ পক্ষী ও পদাতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে, উহা রথাকার ও প্রকাণ্ড, উহার সন্ধিসকল সুশ্লিষ্ট এবং নির্মাণ-সন্নিবেশ অতি সুন্দর, উহাতে দারুময় ক্ষুদ্র পর্বত ও জালবেষ্টিত গবাক্ষ আছে, উহা উৎকৃষ্ট কারুকার্যে খচিত, রক্তচন্দনে চর্চিত এবং পুষ্পমাল্যে সুশোভিত, উহা রক্তবর্ণ পরমশোভন পদ্মের মাল্য ও বিবিধ ভূষায় সুসজ্জিত এবং উহার উপরিভাগে পঞ্জর প্রসারিত আছে। রাম ঐ শিবিকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে বালীকে শীঘ্র শ্মশানে লইয়া যাও, এবং ইঁহার প্রেতকার্য অনুষ্ঠান কর।

তখন সুগ্রীব অঙ্গদের সহিত রোদন করিতে করিতে বালীকে লইয়া শিবিকায় তুলিলেন এবং তাঁহাকে বসন ভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া বাহক-গণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা নদীকূলে গিয়া আর্যের অন্ত্যেষ্টিকার্য অনুষ্ঠান কর। বানরগণ ভূরি পরিমাণে রত্নবৃষ্টি করত শিবিকার অগ্রে অগ্রে যাক এবং পৃথিবীতে রাজাদিগের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখা যায়, সেইরূপ সমারোহ সহকারে প্রভুর সংকার করুক।

অনন্তর বাহকেরা শিবিকা লইয়া চলিল। নিরাশ্রয় বানরেরা সজলনয়নে যাইতে লাগিল। বালীর আশ্রিত বানরীরা হা বীর! হা বীর! কেবল এই বলিয়া কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তারা প্রভৃতি রাজপত্নীরা আর্তনাদপূর্বক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। উঁহাদের ক্রন্দন-শব্দে বন পর্বত সমস্তই যেন রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর সকলে নদীকূলে উপস্থিত হইল। বন্য বানরেরা সলিল-পরিবৃত পবিত্র পুলিনে চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। বাহকগণ স্কন্ধ হইতে শিবিকা অবরোহণপূর্বক শোকাকুল মনে প্রান্তভাগে গিয়া দাঁড়াইল। তখন তারা শিবিকাতলশায়ী বালীকে দর্শন ও তাঁহার মস্তক স্বীয় অঙ্কদেশে গ্রহণ-পূর্বক দুঃখিত মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা কপিরাজ! হা বীর! হা নাথ! তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তুমি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতে, এখন আমি শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি প্রাণত্যাগ করিয়াছ, তথাচ তোমার মুখখানি যেন হাস্য করিতেছে, এবং জীবিত কালের ন্যায় এখনও অরুণবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কৃতান্ত স্বয়ংই রামরূপ গ্রহণপূর্বক তোমায় লইয়া চলিলেন, ইনি এক শরে আমাদের সকলকে বিধবা করিলেন। হা! এই সমস্ত চন্দ্রাননা বানরী তোমার একান্তই প্রিয়। ইহারা প্লুতগতি কিরূপ জানে না, এক্ষণে পাদচারে অতিদূর পথ আসিয়াছে, তুমি ইহা কি বুঝিতেছ না? বীর! তুমি সুগ্রীবকে অবলোকন কর। এই তার প্রভৃতি সচিব, ঐ সমস্ত পুরবাসী তোমায় বেষ্টনপূর্বক বিষণ্ণ ভাবে রহিয়াছে, এক্ষণে তুমি ইঁহাদিগকে পূর্ববৎ বিদায় দেও, ইঁহাদিগকে বিদায় দিলে আমরা কামোন্মাদে অরণ্য বিহার করিব।

তারা শোকভরে এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে বানরীগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে স্থানান্তর করিল। তখন অঙ্গদ সুগ্রীবের সহিত সজলনয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন এবং বিধানানুসারে অগ্নি প্রদান করিয়া ব্যাকুলমনে ঐ সুদূরপ্রস্থিত মহাবীরকে দক্ষিণাবর্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বানরগণ বিধিপূর্বক বালীর অগ্নিসংস্কার করিয়া পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে তর্পণার্থ গমন করিল এবং অঙ্গদকে অগ্রে রাখিয়া, সুগ্রীব ও তারার সহিত তর্পণ করিতে লাগিল।

এইরূপে মহাবল রাম সুগ্রীবের ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বালীর অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য সমাপন করাইলেন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ ॥ সুগ্রীব শোকে নিতান্ত অভিভূত, দাহান্তে আর্দ্র বসন ধারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রধান প্রধান বানর তাঁহাকে বেষ্টন করিল, এবং মহর্ষিগণ যেমন ব্রহ্মার নিকট কৃতাঞ্জলি থাকেন, সকলে রামের নিকট গিয়া সেইরূপই

রহিল। তখন কনকশৈলকান্তি অরুণমুখ হনুমান রামকে বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমারই প্রসাদে সুগ্রীব এই বিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। সুদুশ্যদশন বলবান্ বানরগণের আধিপত্য ইঁহার নিতান্তই দুর্লভ ছিল, আজ তোমার প্রভাবে তাহা আয়ত্ত হইল। এক্ষণে তুমি অনুমতি কর, ইঁনি সবান্ধবে নগরে গিয়া রাজকার্য করিবেন। ইঁনি স্নান করিয়াছেন তোমাকে গন্ধ মাল্য ওষধি ও বিবিধ রত্নে অর্চনা করিবেন। তুমি ঐ সুরম্য গহ্বরে চল এবং ইঁহার হস্তে রাজ্যের ভারার্পণ ও ইঁহার স্বামিত্ব স্থাপনপূর্বক বানরগণকে পুলকিত কর।

তখন ধীমান্ রাম হনুমান্‌কে কহিলেন, দেখ, যাবৎ আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিব, তাবৎ গ্রাম বা নগরে যাইব না। এক্ষণে সুগ্রীব সমৃদ্ধিপূর্ণ গুহায় গমন করুন এবং তুমিই ইঁহাকে বিধিপূর্বক শীঘ্র রাজ্যে অভিষেক কর।

রাম হনুমানকে এই কথা বলিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! তুমি এই মহাবল অঙ্গদকে যৌবরাজ্য প্রদান কর। এই তেজস্বী সুশীল রাজকুমার, যৌবরাজ্য লাভের যোগ্য হইয়াছেন। ইঁনি বালীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বলবীর্যে তাঁহারই অনুরূপ, সুতরাং রাজ্যের ভারবহনে অবশ্যই সমর্থ হইবেন। এক্ষণে বর্ষাকাল উপস্থিত। বর্ষার চারি মাসের মধ্যে এই ধারাবাহী শ্রাবণই প্রথম হইতেছে, এ-সময় যুদ্ধযাত্রা করা নিষিদ্ধ। অতএব তুমি কিষ্কিন্ধায় গমন কর, আমরা এই পর্বতেই বাস করিব। এই গিরিগুহা সুবিস্তীর্ণ ও সুরম্য, ইহাতে জল সুলভ, বায়ুর অপ্রতুল নাই এবং পদ্মও যথেষ্ট। আমরা এই স্থান আশ্রয় করিয়া থাকিব, তুমি গৃহে যাও, রাজ্যগ্রহণ ও সুহৃদ্‌গণের আনন্দ বর্ধন কর, পরে কার্তিক মাস আইলে রাবণবধের উদ্যোগ করিও। সখে! এক্ষণে আমাদিগের এই সংকল্পই স্থির রহিল।

তখন সুগ্রীব রামের অনুজ্ঞা পাইয়া, বালিরক্ষিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন। বানরগণ তাঁহাকে বেষ্টনপূর্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রজারা কপিরাজকে দেখিয়া দন্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি উহাদিগকে সম্ভাষণ ও উত্থাপনপূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর সুহৃদ্‌গণ তাঁহার রাজ্যাভিষেকে প্রবৃত্ত হইল। স্বর্ণখচিত শ্বেত ছত্র এবং স্বর্ণদন্ডশোভিত শ্বেত চামর আনীত হইল। ষোড়শটি কুমারী বিবিধ রত্ন, বিবিধ বীজ, সর্বৌষধি, ক্ষীরবৃক্ষের অঙ্কুর ও পুষ্প, শুক্ল বস্ত্র শ্বেত চন্দন, সুগন্ধি মাল্য, স্থলজ ও জলজ পুষ্প, প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, অক্ষত কাঞ্চন, প্রিয়ঙ্গু, ঘৃত, মধু, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম, পাদুকা, কুঙ্কুম ও মনঃশিলা লইয়া হৃষ্ট মনে আইল। তখন সুহৃদ্‌গণ বসন ভূষণ ও ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা বিপ্রগণকে পরিতুষ্ট করিয়া সুগ্রীবের অভিষেক আরম্ভ করিল। মন্ত্রজ্ঞেরা কুশাস্তরণে প্রদীপ্ত বহ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে গয়, গবাক্ষ, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান ও জাম্ববান ইঁহারা মাল্যশোভিত প্রাসাদশিখরে উৎকৃষ্ট আস্তরণমণ্ডিত স্বর্ণময় পীঠে মন্ত্রপাঠপূর্বক পূর্বাস্যে সুগ্রীবকে উপবেশন করাইলেন। নদ নদী তীর্থ ও সপ্তসমুদ্রের স্বচ্ছ ও সুগন্ধি জল স্বর্ণকলসে আহৃত ছিল, তাঁহারা সেই জলপূর্ণ কলস ও বৃষশৃঙ্গ দ্বারা মহর্ষিনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও শাস্ত্র অনুসারে,

বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ সুগ্রীবকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। বানরগণ যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর সুগ্রীব রামের নিদেশক্রমে অঙ্গদকে আলিঙ্গনপূর্বক যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। তদ্দর্শনে সকলে উঁহার সাধুবাদ আরম্ভ করিল এবং প্রীতমনে রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে বারংবার স্তব করিতে লাগিল। তৎকালে কিষ্কিন্ধার সকলেই হৃষ্টপুষ্ট। সর্বত্র ধ্বজ ও পতাকা দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এইরূপে অভিষেক ব্যাপার সুসম্পন্ন হইলে কপিরাজ সুগ্রীব মহাত্মা রামকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন এবং ভার্যা রুমাকে গ্রহণপূর্বক রাজ্য স্বহস্তে লইলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ ॥ এদিকে রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্বতে গমন করিলেন। উহা মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং তরুলতা গুল্মে নিতান্ত গহন। তথায় শার্দূল ও সিংহ ভীষণ রবে গর্জন করিতেছে; ভল্লুক, বানর, গোপুচ্ছ ও মার্জারসকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছে। রাম বাসার্থ উহার এক গুহা আশ্রয় করিলেন এবং তৎকালোচিত বাক্যে বিনীত লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই গিরিগুহা সুবিস্তীর্ণ ও সুদৃশ্য, ইহাতে বিলক্ষণ বায়ুসঞ্চার আছে, আমরা ইহাতে বর্ষাকাল অতিবাহন করিব। দেখ, এই শৃঙ্গ কেমন উৎকৃষ্ট! ইহাতে নানাবিধ ধাতু আছে এবং শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণের শিলাসকল শোভা পাইতেছে। ইহাতে বিস্তর নদীজাত দর্দুর; বৃক্ষ ও মনোহর লতা; মালতী, কুন্দ, সিন্ধুবার শিরীষ, কদম্ব, অর্জুন ও শাল পুষ্পে প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং বিহঙ্গের কূজন ও ময়ূরের কেকারব শুনা যাইতেছে। বৎস! ঐ দেখ, এই গুহার অদূরে একটি সরোজশোভিত সুরম্য সরোবর। এই গুহা ঈশান দিকে ক্রমশঃ সন্নত হইয়াছে এবং ইহার পশ্চাৎ ভাগ উচ্চ, সুতরাং পূর্ব দিকের বায়ু ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। গুহাদ্বারে এক সমতল সুপ্রশস্ত শিলা আছে, উহা দলিত অঞ্জনস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। এই গুহার উত্তরে ঐ একটি সুন্দর শৃঙ্গ দেখা যায়, উহা কজ্জলের ন্যায় নীলোজ্জ্বল, বোধ হয়, যেন গগনে গাঢ় মেঘ উত্থিত হইয়াছে। দেখ, দক্ষিণেও আর একটি শৃঙ্গ, উহা রজতধবল ও বিবিধ ধাতু-শোভিত, উহা যেন কৈলাসশিখরের আভা বিস্তার করিতেছে। এই গুহার সম্মুখে, চিত্রকূটে মন্দাকিনীর ন্যায় একটি নদী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত আছে। উহা কর্দমশূন্য; উহার তীরে চন্দন, তিলক, শাল, অতিমুক্ত, পদ্মক, সরল, অশোক, বানীর, স্তিমিদ, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, কদম্ব, বেতস ও কৃতমালক প্রভৃতি বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ নদী সুবেশা প্রমদার ন্যায় রমণীয়, ইহার পুলিন অতি সুন্দর, ইহাতে চক্রবাকমিথুন অনুরাগভরে বিচরণ করিতেছে, হংস ও সারসগণ দৃষ্ট হইতেছে, এবং সর্বত্র নানা প্রকার রত্ন, বোধ হয় যেন নদী হাসিতেছে। ইহার কোথাও নীলোৎপল, কোথাও রক্তোৎপল, কোথাও শ্বেত পদ্ম, এবং কোথায়ও বা কুমুদকলিকা, ইহাতে ময়ূর ও ক্রৌঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে এবং মুনিগণ স্নানার্থ অবগাহন করিতেছেন।

বৎস! ঐ দেখ, সুচারু চন্দন তরু, ঐ সমস্ত ককুভ বৃক্ষ যেন মনের বেগে উত্থিত হইয়াছে। এই স্থান অতি অপূর্ব, আমরা এ-স্থানে বাস করিয়া সুখী হইব। ইহার অদূরে কাননপূর্ণ কিষ্কিন্ধা। ঐ শুন, গীতরব উত্থিত হইতেছে,

এবং মৃদঙ্গধ্বনির সহিত বানরগণের কলরব শুনা যাইতেছে। সুগ্রীব রাজ্য ও ভার্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি, এক্ষণে সুহৃদ্‌গণকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে কাল যাপন করিতেছেন। এই বলিয়া রাম ঐ পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। উহার নিকুঞ্জ ও গহ্বরমধ্যে অনেক প্রীতিকর পদার্থ আছে, উহা বস্তুতই সুখজনক; কিন্তু রাম উহাতে বাস করিয়া কোনও মতে সুখী হইতে পারিলেন না। প্রাণাধিক জানকী অপহৃত হইয়াছেন, ইহা বারংবার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, চন্দ্র উদিত হইতেছেন তাহাও দেখিতে লাগিলেন, তিনি শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না, শোকানল জ্বলিয়া উঠিল এবং তিনি অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সমদুঃখ লক্ষ্মণ তাঁহাকে অনুনয়পূর্বক কহিতে লাগিলেন, বীর! আপনি শোকাকুল হইবেন না। শোকপ্রভাবে সমস্তই নষ্ট হয়, ইহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি দেবপূজক ও উদ্‌যোগশীল, নিত্যকর্মে আপনার নিষ্ঠা আছে। এক্ষণে আপনি যদি শোকে উৎসাহশূন্য হন, তাহা হইলে যুদ্ধে সেই কুটিল রাক্ষসকে কখন বিনাশ করিতে পারিবেন না; সুতরাং আপনি শোক দূর করুন, উৎসাহ রক্ষা করা আপনার আবশ্যক, ইহাতে সেই রাক্ষসকে সপরিবারে সংহার করিতে পারিবেন। তাহার কথা দূরে থাক, এই শৈলকানন-পরিবৃত সসাগরা পৃথিবীকেও বিপর্যস্ত করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে বর্ষার প্রাদুর্ভাব, আপনি শরতের প্রতীক্ষায় থাকুন; শরৎ উপস্থিত হইলে, রাবণকে সরাষ্ট্র ও সগণে বিনাশ করিবেন। আর্য! হোমকালে আহুতিদ্বারা যেমন ভস্মাচ্ছন্ন অনলকে প্রদীপ্ত করে, তদ্রূপ আমি কেবল আপনার প্রচ্ছন্ন শক্তি উত্তেজিত করিতেছি, জানিবেন।

তখন রাম লক্ষ্মণের এই শ্রেয়স্কর বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বৎস! হিতকারী অনুরক্ত বীরের যাহা বলিবার তুমি তাহাই বলিলে। আমি এই কার্যনাশক শোক পরিত্যাগ করিলাম। বিক্রমপ্রকাশের সময় অপ্রতিহত তেজ সন্ধুক্ষিত করা আবশ্যক সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি শরতের প্রতীক্ষায় থাকিলাম, তুমি আমায় যেরূপ কহিলে, আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। অতঃপর সুগ্রীব প্রসন্ন হউন, উপকৃত বীরেরা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না, যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন, ইহাতে সাধুগণের মন একান্ত উদাস হইয়া থাকে।

তখন লক্ষ্মণ প্রিয়দর্শন রামের বাক্য সঙ্গত বুঝিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় শুভবুদ্ধি প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, আর্য! সুগ্রীব হইতে শীঘ্রই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আপনার শত্রু নির্মূল হইয়া যাইবে। এক্ষণে আপনি শরতের প্রতীক্ষায় বর্ষাগম সহ্য করুন। ক্রোধ সম্বরণ আপনার কর্তব্য হইতেছে। আপনি এই সিংহসেবিত পর্বতে ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক আমার সহিত বর্ষার কয়েকমাস বাস করুন।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম কহিলেন, বৎস! এই ত বর্ষাকাল উপস্থিত। আকাশ পর্বতপ্রমাণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। উহা সূর্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রস পান করিয়া নয় মাস গর্ভধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে জল প্রসব করিতেছে। এই মেঘরূপ সোপান দিয়া আকাশে আরোহণপূর্বক কুটজ ও অর্জুনপুষ্পের
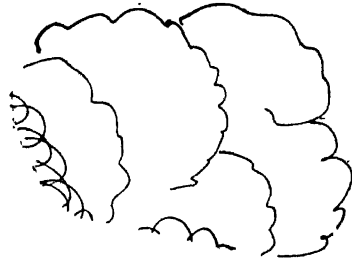
মাল্য দ্বারা সূর্যকে সজ্জিত করিতে পারা যায়। দেখ, মেঘ হইতে সন্ধ্যারাগ নিঃসৃত হইতেছে, উহার প্রান্তভাগ পাণ্ডুবর্ণ এবং উহা একান্তই স্নিগ্ধ, এই মেঘরূপ ছিন্নবস্ত্র দ্বারা গগনের ব্রণমুখ যেন সংযত রহিয়াছে। আকাশ যেন বিরহী, মৃদুল বায়ু উহার নিঃশ্বাস, সন্ধ্যা চন্দন এবং জলদশ্রী পাণ্ডুতা। পৃথিবী উত্তাপ সহ্য করিতেছিলেন, এক্ষণে নূতন জলে সিক্ত হইয়া উষ্মা ত্যাগ করিতেছেন। বায়ু একান্ত মৃদু ও মন্দ, কেতকগন্ধী ও কর্পূরদলবৎ শীতল, এখন ইহা অঞ্জলিদ্বারা অনায়াসেই পান করা যায়। পর্বতে অর্জুন ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়াছে, উহা নিঃশত্রু সুগ্রীবের ন্যায় বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত হইতেছে। পর্বতের মেঘরূপ কৃষ্ণাজিন, ধারারূপ যজ্ঞসূত্র, গুহামুখ বায়ুসংযোগে ধ্বনিত হইতেছে, সুতরাং উহাকে অধ্যয়নশীল বিপ্রের ন্যায় বোধ হয়। নভোমণ্ডল বিদ্যুৎরূপ কনক কশাপ্রহারে অশ্বের ন্যায় মেঘরবে গর্জন করিতেছে। বিদ্যুৎ সুনীল জলদে বিরাজমান, যেন রাবণের অংকদেশে জানকী স্ফূর্তি পাইতেছে! গ্রহ ও চন্দ্র আর দৃষ্ট হয় না, ভোগীর প্রিয় দিঙ্‌মণ্ডল মেঘে লিপ্ত হইয়া আছে।

ঐ দেখ, গিরিশৃঙ্গে কুটজ পুষ্প বিকসিত, উহা পৃথিবীর উষ্মায় আবৃত হইয়া, যেন বর্ষার আগমনে পুলকিত হইতেছে। আমি এক্ষণে জানকীর শোকে অভিভূত আছি, ঐ পুষ্পদৃষ্টে আমার মন একান্ত বিচলিত হইতেছে। কুত্রাপি ধূলি নাই, বায়ু অতিমাত্র শীতল, গ্রীষ্মের উত্তাপদোষ প্রশান্ত, রাজগণ যুদ্ধ-যাত্রায় এককালে ক্ষান্ত, প্রবাসীরা স্বদেশে যাইতেছে। এখন চক্রবাকসকল মানসসরোবরবাসে লোলুপ হইয়া প্রিয়া সমভিব্যাহারে চলিয়াছে। পথে বিলক্ষণ কর্দম, সুতরাং এ-সময় যানের আর গমনাগমন নাই। আকাশ কোথাও সুপ্রকাশ, কোথাও বা মেঘাচ্ছন্ন, সুতরাং উহা শৈলনিরুদ্ধ প্রশান্ত সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। গিরিনদী অত্যন্ত খরবেগ, সর্জ ও কদম্ব পুষ্প প্রবাহে ভাসিতেছে, জল ধাতুসংযোগে অতিশয় রক্তবর্ণ, ময়ূরগণ তীরে কেকারব করিতেছে। ঐ সমস্ত রসপূর্ণ ভৃঙ্গতুল্য জম্বুফল, ঐ সকল সুপক্ক নানাবর্ণ আম্র পবনবেগে পতিত হইতেছে।

এই দেখ, গিরিশৃঙ্গাকার মেঘ বিদ্যুৎরূপ পতাকা ও বকশ্রেণীরূপ মালায় শোভিত হইয়া যুদ্ধস্থিত হস্তীর ন্যায় গভীর রবে গর্জন করিতেছে। অপরাহ্নে বনের কি শোভা, ভূমি তৃণাচ্ছন্ন, বর্ষার জলে সিক্ত, এবং ময়ূরেরা নৃত্য করিতেছে। মেঘ জলভারে পূর্ণ হইয়া পর্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে পুনঃ পুনঃ বিশ্রামপূর্বক গভীর গর্জনসহকারে গমন করিতেছে। ঐ সকল বক মেঘে অনুরাগবশত আহ্লাদের সহিত উড্ডীন হইয়া গগনে পবনচালিত পদ্মমালার

ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভূমি তৃণাচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে ইন্দ্রগোপ কীট, উহা শুকশ্যামল লাক্ষারঞ্জিত কম্বল দ্বারা রমণীর ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে। নিদ্রা নারায়ণকে, নদী সমুদ্রকে, হৃষ্ট বকশ্রেণী মেঘকে এবং কান্তা প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হইতেছে। বনমধ্যে ময়ূরের নৃত্য, কদম্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ধেনুর প্রতি বৃষের প্রগাঢ় অনুরাগ, শস্যক্ষেত্র একান্ত মনোহর হইয়াছে। ইতস্ততঃ মদমত্ত হস্তীর গর্জন, বিরহিগণ চিন্তাকুল হইতেছে এবং বানরেরা যারপরনাই হৃষ্ট। মাতঙ্গগণ নির্ঝরশব্দে আকুল হইয়া কেতকীপুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণপূর্বক ময়ূরের সহিত সগর্বে নৃত্য করিতেছে। ভৃঙ্গেরা কদম্বশাখায় লম্বিত হইয়া, উৎসবভরে সমধিক পুষ্পরস পানপূর্বক উদ্গার আরম্ভ করিয়াছে। জম্বুবৃক্ষে অঙ্গারখণ্ডতুল্য রসাল জম্বুফল শাখায় লম্বমান, যেন ভৃঙ্গেরা শাখাপান করিতেছে। মেঘে বিদ্যুৎরূপ পতাকা, দেখিলে উহা সমরোৎসুক হস্তীর ন্যায় বোধ হয়। ঐ একটি মাতঙ্গ বনপ্রবেশ করিতেছিল, ইত্যবসরে মেঘগর্জন শ্রবণে প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন আশঙ্কা করিয়া যুদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ ফিরিল। এক্ষণে এই বনের নানাভাব, কোথাও ভৃঙ্গের গুন-গুন স্বর, কোথাও ময়ূরের নৃত্য এবং কোথাও বা হস্তিসকল প্রমত্ত হইয়াছে। এই স্থান জলে পূর্ণ, কদম্ব, সর্জ, অর্জুন ও কন্দল পুষ্প বিকসিত হইতেছে, ইতস্ততঃ ময়ূরের নৃত্যগীত, বোধ হয় যেন ইহাই পানভূমি।

বিহঙ্গগণের পক্ষ বৃষ্টিজলে বিবর্ণ হইয়াছে, উহারা তৃষ্ণার্ত হইয়া পল্লবদল-লগ্ন মুক্তাকার জলবিন্দু হৃষ্টমনে পান করিতেছে। ঐ শুন, অরণ্যে যেন সঙ্গীতলহরী উত্থিত হইয়াছে। ভৃঙ্গরব উহার মধুর বীণা, ভেকের ধ্বনি কণ্ঠ-তাল এবং মেঘগর্জনই মৃদঙ্গ। ময়ূরগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া, কখন নৃত্য, কখন গান এবং কখন বা বৃক্ষাগ্রে শরীরভার অর্পণ করিতেছে। নানারূপ নানাবর্ণের ভেক মেঘরবে ব্যাপক কালের নিদ্রা দূর করিয়া, ধারাপ্রহারে নানা প্রকার শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নদীতে চক্রবাক প্রবাহিত, তীরদেশ স্খলিত হইতেছে, নদী সগর্বে সমুদ্রে যাইতেছে। সজল নীল মেঘে ঐরূপ মেঘ সংলগ্ন, যেন জ্বলন্ত শৈলে জ্বলন্ত শৈল আসক্ত হইয়াছে। ভৃঙ্গেরা ধৌতকেশর পদ্মকে আলিঙ্গনপূর্বক কেশরশোভিত কদম্বে গিয়া বসিতেছে। মাতঙ্গ মদমত্ত, বৃষসকল হৃষ্ট, পর্বত রমণীয়, রাজগণ নিশ্চেষ্ট, এ সময় ইন্দ্র মেঘ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। মেঘ জলভারে গগনতলে লম্বিত, সমুদ্রবৎ গভীররবে গর্জন করিতেছে এবং জলধারায় নদী, তড়াগ, দীর্ঘিকা, সরোবর ও সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে। বৃষ্টির অত্যন্ত বেগ, বায়ু অতিশয় প্রবল, নদীতট উৎপাটন ও পথরোধপূর্বক খরপ্রবাহে চলিতেছে। পর্বত নৃপতির ন্যায় ইন্দ্রপ্রদত্ত পবনোপনীত মেঘরূপ জলকুম্ভ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া যেন আপনার সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, গ্রহ নক্ষত্র আর কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। পৃথিবী নূতন জলধারায় তৃপ্ত, দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকারে লিপ্ত হইয়া একান্ত অপ্রকাশ আছে। পর্বতশৃঙ্গ ধৌত, প্রবল জলপ্রপাত মুক্তামালার ন্যায় উহাতে শোভা পাইতেছে। নির্ঝরবেগ প্রস্তরখণ্ডে স্খলিত হইয়া ছিন্ন হারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দিকে জলধারা, ক্রীড়াকালে স্বর্গরমণীগণের মুক্তাহার ছিন্ন হইয়াই যেন পড়িতেছে। বিহঙ্গেরা বৃক্ষে লীন, পদ্মদল মুকুলিত এবং মালতীপুষ্প বিকসিত, বোধ হইতেছে, সূর্য অস্তাচলে চলিলেন। এক্ষণে রাজগণ যুদ্ধযাত্রায় পরাঙ্মুখ, সেনাগণ গমনপথেই অবস্থিত আছে,

বলিতে কি, বৃষ্টি, শত্রুতা ও পথ এককালে রোধ করিয়া রাখিয়াছে। যে-সমস্ত সামগ ব্রাহ্মণ ভাদ্র মাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই তাঁহাদের বেদপাঠ করিবার সময়। এখন কোশলরাজ ভরত গৃহসংস্কারকার্য সমাপনপূর্বক সাংসারিক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আষাঢ় মাসে ব্রতনিষ্ঠ হইয়া আছেন। সরযূ বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ, প্রবাহবেগ বর্ধিত হইতেছে; বোধ হয়, অযোধ্যা স্বয়ংই যেন আমায় প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া আনন্দনাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বর্ষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি; এ-সময় সুগ্রীব সুখভোগ করিতেছেন। তাঁহার জয়াশা পূর্ণ, তিনি সস্ত্রীক বিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু বৎস! আমার জানকী নাই, আমি রাজ্যচ্যুত, এক্ষণে জীর্ণ নদীকূলের ন্যায় ক্রমশঃই অবসন্ন হইতেছি। আমার শোক অতিমাত্র প্রবল; বর্ষাকাল শীঘ্র যাইতেছে না এবং রাবণও দুর্দান্ত শত্রু; সুতরাং আমি যে বৈর নির্যাতন করিব, এরূপ সম্ভাবনা করি না। সুগ্রীব আমার বশীভূত বটে, কিন্তু আমি বর্ষানিবন্ধন এই অযাত্রা এবং পথ নিতান্ত দুর্গম বলিয়া সীতার অনুসন্ধান মুখাগ্রেও আনি নাই। সুগ্রীব সবিশেষ ক্লেশ পাইয়া বহুদিনের পর ভার্যা লাভ করিয়াছেন, এদিকে আমার কার্য অত্যন্ত গুরুতর, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে কিছু বলিতে চাহি না। তিনি স্বয়ংই বিশ্রামসুখ সম্ভোগপূর্বক প্রকৃত সময়ে সীতার অন্বেষণ করিবেন। তিনি কৃতজ্ঞ, উপকার কখন বিস্মৃত হইবেন না। লক্ষ্মণ! এইজন্য আমি সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি। এক্ষণে সুগ্রীবের প্রসন্নতা ও শরদাগম আবশ্যক। উপকৃত বীরেরা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না, যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া তদ্বিষয়ে পরাঙমুখ হন, ইহাতে সাধুগণের মন একান্ত উদাস হইয়া থাকে।

তখন লক্ষ্মণ প্রিয়দর্শন রামের বাক্য সঙ্গত বুঝিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় শুভ বুদ্ধি প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, আর্য! সুগ্রীব হইতে শীঘ্রই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, আপনার শত্রু নির্মূল হইয়া যাইবে। এক্ষণে আপনি শরতের প্রতীক্ষায় এই বর্ষাগম সহ্য করুন।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ এদিকে সুগ্রীব বালীকে বধ করিয়া রাজ্য লইয়াছেন। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ, তিনি প্রিয়তমা রুমা ও তারা প্রভৃতি মহিলাকে লইয়া দিনযামিনী সুখে আছেন। যেন সুররাজ অপ্সরোগণ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। স্বয়ং নিশ্চিন্ত, রাজ্যভার মন্ত্রিহস্তে ন্যস্ত, তিনি উহাদের কার্য পরীক্ষায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া, বিশ্বাসে নিঃসংশয় হইয়া আছেন। ধর্ম ও অর্থ সংগ্রহে তাঁহার দৃষ্টি নাই, তিনি ভোগপথ আশ্রয় করিয়া নিরন্তর নির্জনবাসই অভিলাষ করিতেছেন।

অনন্তর হনুমান্ শরৎকাল উপস্থিত অনুমান করিয়া বিশ্বাসপ্রবণ সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন এবং উঁহাকে সুসঙ্গত ও সুমধুর বচনে প্রসন্ন করিয়া, সামাদিগুণসম্পন্ন হিত ও সত্য বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি রাজ্য যশ ও স্থায়িনী কুলশ্রী অধিকার করিয়াছ, এক্ষণে মিত্র সংগ্রহ অবশিষ্ট, সুতরাং তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ, যে ব্যক্তি প্রকৃত সময়ে মিত্রের কার্য করেন, তাঁহার রাজ্য, কীর্তি ও প্রভাব বর্ধিত হয়। যাঁহার কোষ, দণ্ড, মিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীন, তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্যভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন। কপিরাজ! তুমি ধর্মপরায়ণ ও সুশীল, অঙ্গীকৃত মিত্রকার্যের অনুষ্ঠান

তোমার উচিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অনন্যকর্মা হইয়া মিত্রকার্য না করে, তাহার নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। কাল ব্যবধানে কার্য করা নিরর্থক, ইহাতে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও কোন ফল দর্শে না। বীর! আমাদিগের মিত্রকার্য সাধনের বিলম্ব ঘটিতেছে, সুতরাং এক্ষণে তুমি জানকীর অন্বেষণে যত্নবান হও। বিজ্ঞ রাম কালজ্ঞ, তিনি কাল অতীত দেখিয়াও তোমায় কিছু কহিতেছেন না এবং সবিশেষ ত্বরা সত্ত্বেও তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি তোমার কুলবৃদ্ধির হেতু ও ব্যাপক দিনের বন্ধু, তাঁহার গুণের পরিসীমা নাই এবং স্বভাবও অলৌকিক। পূর্বে তিনি তোমার যথেষ্ট করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাঁহার উপকার কর, এবং প্রধান বানরদিগকে জানকীর অন্বেষণের নিমিত্ত আজ্ঞা দেও। না বলিতে কালবিলম্ব দোষের হইবে না, কিন্তু বলিবার পর বিলম্ব দোষাবহ হইবে। রাজন্! যে তোমার উপকারী নয়, তুমি তাহারও কার্য করিয়া থাক, কিন্তু যিনি শত্রুসংহার করিয়া তোমায় রাজ্য অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আর বক্তব্য কি আছে। তুমি মহাবীর, রামের প্রীতি সম্পাদন উদ্দেশে আদেশ অপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে। রাম অস্ত্রপ্রভাবে সুরাসুর ও উরগগণকে বশীভূত করিতে পারেন, কেবল তোমার প্রতিজ্ঞাতকাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি বালিবধে লোকের বিরাগভয় না করিয়া তোমার বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে আমরা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পর্যটনপূর্বক জানকীর অনুসন্ধান করিব। রামের শক্তি অদ্ভুত, রাক্ষসের কথা কি, দেবাসুর পর্যন্ত তাঁহার বিক্রমে ভীত হইয়া থাকে। তুমি প্রাণপণে তাঁহার প্রিয় সাধন কর। এ-স্থানে বহুসংখ্য দুর্নিবার বানর আছে, তোমার আজ্ঞা পাইলে উহাদের গতি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালেও প্রতিহত হইবে না। এক্ষণে বল, কে কোথায় গিয়া কি করিবে?

তখন ধীমান্ সুগ্রীব হনুমানের এই সুসঙ্গত কথায় সম্মত হইলেন এবং উৎসাহশীল নীলকে নানা স্থান হইতে বানরসৈন্য সংগ্রহে অনুমতি দিয়া কহিলেন, আমার সৈন্য ও যূথপতিগণ যাহাতে সেনাধ্যক্ষের সহিত শীঘ্র আগমন করে, তুমি তাহাই কর। দূর পথের বানরেরা দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হউক। উহারা আইলে তুমি স্বয়ং গিয়া উহাদিগকে গণনা করিয়া লও। পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে যে এখানে না আসিবে, আমি অকুণ্ঠিত মনে তাহার প্রাণদণ্ড করিব। অতঃপর তুমিও বৃদ্ধ বানরগণকে আনয়নার্থ অঙ্গদকে লইয়া প্রস্থান কর। মহাবীর সুগ্রীব নীলকে এইরূপ আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ॥ এদিকে রাম একান্ত কামার্ত; শরতের পাণ্ডুবর্ণ আকাশ, নির্মল চন্দ্রমণ্ডল ও জ্যোৎস্নাধবল রজনী দর্শন করিলেন; সুগ্রীবের সুখভোগে আসক্তি এবং জানকীর অনুদ্দেশের কথা চিন্তা করিলেন; বুঝিলেন, সৈন্যের উদ্‌যোগ-কাল অতীত হইয়াছে। তিনি যারপরনাই কাতর হইয়া মোহিত হইলেন এবং ক্ষণবিলম্বে সংজ্ঞালাভ করিয়া হৃদয়বাসিনী সীতাকে ভাবিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডুবর্ণ ধাতুস্তূপে শোভিত শৈলশৃঙ্গে উপবেশনপূর্বক শরতের সৌন্দর্য দর্শনে দীনমনে কহিলেন, হা! যিনি স্বয়ং সারসস্বরে আশ্রমমধ্যে সারসগণকে কলরব করাইতেন, যিনি কাঞ্চনকান্তি পুষ্পিত অসনবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতেন, যিনি কলহংসের মধুর ও অস্ফুট শব্দে প্রবোধিত হইতেন, জানি না, আজ

তিনি আমায় না দেখিয়া কিরূপ আছেন! হা! সেই পদ্মপলাশলোচনা স্বচ্ছচর চক্রবাকের রব শুনিয়া কিরূপে জীবিত থাকিবেন! আমি আজ তাঁহার বিরহে নদ, নদী, সরোবর ও কাননে পর্যটন করিয়াও সুখী হইতেছি না। তিনি একান্ত সুকুমার ও বিরহে নিতান্ত কাতর, সুতরাং এখন অনঙ্গ শরৎগুণে বর্ধিত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্তই কষ্ট দিবেন।

চাতক মেঘের নিকট জলবিন্দু পাইবার প্রত্যাশায় যেমন ব্যাকুল হয়, তৎকালে রাম সীতার জন্য সেইরূপই হইলেন।

ঐ সময় শ্রীমান্ লক্ষ্মণ ফল সংগ্রহের জন্য গিরিশৃঙ্গ পর্যটন করিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক দেখিলেন, রাম নির্জনে দুর্বিষহ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া শূন্য মনে রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন, কহিলেন, আর্য! কামের অধীনতায় কি হইবে, পৌরুষই বা কেন পরাভূত হয়, এক্ষণে কর্ম-যোগে মনঃসমাধান করুন। শোক আপনার সমাধি নষ্ট করিতেছে, এই সমাধি-বলে অবশ্যই দুঃখের হ্রাস হইবে। আপনি উৎসাহী হইয়া সতত প্রসন্ন মনে থাকুন, এবং স্বকার্যসাধনের হেতু সহায় ও সামর্থ্য আশ্রয় করুন। বীর! জানকী আপনার পত্নী, অন্যে তাঁহাকে কখন গ্রহণ করিতে পারিবে না, জ্বলন্ত অগ্নি-শিখা স্পর্শ করিলে কে না দগ্ধ হইয়া থাকে?

রাম লক্ষ্মণের এইরূপ অপরিহার্য সিদ্ধান্ত শ্রবণে কহিলেন, বৎস! তোমার বাক্য নীতিসঙ্গত, ধর্মার্থপূর্ণ ও শান্ত, এই হিতকর কথায় অনুমোদন করা আবশ্যক। সমাধি দ্বারা তত্ত্ব দর্শন এবং কর্মযোগের অনুষ্ঠান বিহিত হইতেছে; ইহা ত্যাগ করিয়া দুর্লভ কর্মফল অনুসন্ধান উচিত বোধ হয় না।

রামের জানকী-চিন্তা সততই জাগরূক, তাঁহার মুখ সহসা শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি কহিলেন, বৎস! ইন্দ্রদেব বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর তৃপ্তিসাধন এবং শস্য উৎপাদনপূর্বক কৃতকার্য হইয়াছেন। ঘনঘটা গভীর গর্জনে সর্বত্র বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত, উহা নীলোৎপলবৎ শ্যামরাগে দশ দিক অন্ধকার করিত, এক্ষণে নির্মদ মাতঙ্গবৎ শান্ত। বায়ু কুটজ ও অর্জুন পুষ্পের গন্ধ বহন এবং মহা-বেগে বিচরণপূর্বক নিবৃত্ত হইয়াছে। হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি, ময়ূরের কেকারব এবং নির্ঝরের ঝর-ঝর শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যায় না। রম্যশিখর পর্বতসকল বৃষ্টিজলে ক্ষালিত ও একান্তই নির্মল, এক্ষণে জ্যোৎস্নায় লিপ্ত হইয়াই যেন শোভিত হইতেছে। অদ্য শরৎ সপ্তপর্ণ বৃক্ষের শাখায়, চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রের প্রভায় এবং হস্তীর লীলায় শ্রী বিভাগ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কমলদল সূর্যকিরণস্পর্শে বিকসিত, এক্ষণে শ্রী শরৎগুণে অনেক পদার্থ আশ্রয় করিয়া ইহাতেই সর্মাধক বিরাজমান আছেন। সপ্তপর্ণের সুগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, চতুর্দিকে ভৃঙ্গের রব এবং বৃষ ও মাতঙ্গগণ গর্বিত হইয়াছে।

ঐ দেখ, চক্রবাকেরা মানসসরোবর হইতে আসিয়াছে, উহাদিগের সর্বাঙ্গ পদ্মপরাগে রঞ্জিত, উহারা বৃহৎ ও সুন্দর পক্ষ প্রসারণপূর্বক পুলিনে হংসের সহিত বিচরণ করিতেছে। নদীর জল নির্মল। আজ ময়ূরগণ আকাশ মেঘশূন্য দেখিয়া পুচ্ছরূপ আভরণ পরিত্যাগপূর্বক চিন্তিত ও নিরানন্দ হইয়া আছে। প্রিয়তমা ময়ূরীর প্রতি উহাদের একান্তই বিরাগ এবং ভোগেও আর স্পৃহা নাই। স্বর্ণবর্ণ অসনবৃক্ষের শাখাগ্র পুষ্পভরে অবনত হইয়া কুসুমগন্ধ বিস্তার করিতেছে। দেখ, এই সমস্ত সুদৃশ্য বৃক্ষে বনবিভাগের কি শোভাই হইয়াছে। মাতঙ্গগণ মদমত্ত ও মদলালস হইয়া করিণীর সহিত কখন পদ্মবনে, কখন

অরণ্যে, কখন বা সপ্তপর্ণের গন্ধ আঘ্রাণপূর্বক মন্দগমনে বিচরণ করিতেছে। আকাশ অসিশ্যামল, নদী ক্ষীণপ্রবাহ, বায়ু কহ্লার পুষ্পে সুগন্ধি ও শীতল হইয়া বহিতেছে এবং দিকসকল অন্ধকারমুক্ত ও সুপ্রকাশ। অদ্য রৌদ্রের উত্তাপে পথের পঙ্ক শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং বহুদিনের পর ঘনীভূত ধূলিজাল উত্থিত হইতেছে। যে-সমস্ত নৃপতি পরস্পরের প্রতি বদ্ধবৈর, এক্ষণে তাঁহাদের যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত। শরতের প্রভাবে বৃষদিগের রূপ ও শোভা বর্ধিত হইয়াছে। উহারা মদমত্ত হৃষ্ট ও ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া যুদ্ধলোভে গো-সমূহের মধ্যে নিনাদ করিতেছে। করিণী অরণ্যমধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত মন্মথাবেশে মৃদু গমনে উন্মত্ত মাতঙ্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ময়ূরগণ পুচ্ছরূপ রমণীয় আভরণশূন্য হইয়া নদীতটে আসিয়াছিল, এক্ষণে যেন সারস-গণের ভর্ৎসনায় বিমনা হইয়া, দীনভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। মদবারিবর্ষী করি-সকল ভীমরবে হংস ও চক্রবাকগণকে চকিত করিয়া প্রফুল্লকমলশোভিত সরোবর আলোড়নপূর্বক জলপান করিতেছে। নদীতে পঙ্ক নাই, বালুকা বিকীর্ণ, জল স্বচ্ছ, হংস ও সারসগণ হৃষ্টমনে কলরব করিয়া বিচরণ করিতেছে। এখন ভেকেরা নীরব, প্রস্রবণ শুষ্কপ্রায় এবং বায়ু মৃদুগতি। ঘোরবিষ নানা-বর্ণের ভুজঙ্গ বর্ষার প্রারম্ভে আহারাভাবে মৃতকল্প হইয়াছিল, এক্ষণে ক্ষুধার্ত হইয়া বহুদিনের পরে গর্ত হইতে নির্গত হইতেছে। সন্ধ্যা রাগরঞ্জিত হইয়া গগনতল পরিত্যাগ করিতেছে এবং চন্দ্রের রমণীয় রশ্মিসংস্পর্শে তারকা বিকাস পাইতেছে। চন্দ্রই রজনীর সুন্দর মুখ, তারাগণ উন্মীলিত নেত্র এবং জ্যোৎস্না বস্ত্র, সুতরাং উহা শুক্লবসনশোভিত রমণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। সারসেরা সুপক্ক ধান্য আহারে পরিতৃপ্ত, এক্ষণে আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হৃষ্টমনে মহাবেগে পবনকম্পিত মালার ন্যায় যাইতেছে। দেখ, ঐ বিস্তীর্ণ হ্রদের কি শোভা, উহাতে একটি হংস নিদ্রিত, কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়াছে; উহা পূর্ণশশাঙ্কলাঞ্ছিত নক্ষত্রচিত্রিত নির্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অদ্য সরসী উজ্জ্বলবেশা বারযুবতীর ন্যায় বিরাজমান, চপল হংসশ্রেণী উহার মেখলা এবং প্রফুল্ল পদ্মই মালা। গিরিগহ্বর ও বৃষের রব প্রাভাতিক বায়ু-সংযোগে উৎপন্ন এবং বেণুস্বরে মিলিত হইয়া যেন পরস্পরের বৃদ্ধিকল্পে

সহায়তা করিতেছে। নদীতটে কাশকুসুমের অভিনব বিকাস, উহা মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গিত হইয়া, ধবল পট্টবস্ত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ভৃঙ্গেরা মধুপানে উন্মত্ত ও পদ্মপরাগে গৌরবর্ণ হইয়া সস্ত্রীক হৃষ্টমনে গর্বিতগমনে বায়ুর অনুসরণ করিতেছে। জল স্বচ্ছ, পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, নিরবচ্ছিন্ন ক্রৌঞ্চের রব, ধান্য সুপক্ক হইয়াছে, বায়ু মৃদুগতি এবং চন্দ্র একান্তই নির্মল। বৎস! এই সমস্ত লক্ষ্মণদৃষ্টে বোধ হয়, যেন বর্ষার প্রভাব আর নাই। নদী মৎস্যরূপ মেখলা ধারণপূর্বক প্রত্যুষে সম্ভোগকৃশা কামিনীর ন্যায় অলসগমনে যাইতেছে। উহা দুকূলবৎ কাশপুষ্পে আচ্ছন্ন এবং চক্রবাক ও শৈবালে আকীর্ণ, সুতরাং পত্ররচনা ও গোরোচনায় অলঙ্কৃত বধূমুখের ন্যায় শোভিত হইতেছে। দেখ, আজ অরণ্যে অনঙ্গদেবের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, ইনি প্রচণ্ড শরাসন গ্রহণ-পূর্বক বিরহিগণকে দণ্ড করিতেছেন। মেঘাবলী সুবৃষ্টি দ্বারা সকলকে তুষ্ট, নদী-সরোবর পূর্ণ এবং অবনীকে শস্যশালিনী করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যেমন কোন রমণী নবসঙ্গমে লজ্জিত হইয়া অল্পে অল্পে জঘনদেশ প্রদর্শন করে, সেইরূপ নদী পুলিনদেশ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছে। লক্ষ্মণ! বদ্ধবৈর বিজিগীষু রাজগণের ইহাই যুদ্ধের প্রকৃত সময়। কিন্তু আমি সংগ্রামের তাদৃশ উদ্‌যোগ এবং সুগ্রীবকেও আর দেখিতেছি না। বর্ষার এই চারি মাস আমার শত বৎসর জ্ঞান হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অতীত এবং শরৎকাল উপস্থিত; শৈলশৃঙ্গে অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব ও তমাল পুষ্পিত হইতেছে। নদীপুলিনে হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা বিচরণ করিতেছে। কিন্তু হা! আমি সীতার বিরহে একান্ত কাতর। যিনি দুর্গম দণ্ডকারণ্যে উদ্যানবৎ সুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যিনি পতির পশ্চাৎ চক্রবাকবধূর ন্যায় আমার অনুসরণ করিতেন, তিনি এক্ষণে কোথায়। লক্ষ্মণ! আমি ভার্যাহীন রাজ্য-ভ্রষ্ট নির্বাসিত ও দুঃখার্ত, তথাচ সুগ্রীব আমায় কৃপা করিতেছেন না। রাম দূরদেশীয়, অনাথ, দরিদ্র ও কাতর, রাবণ উহারে পরাভব করিয়াছে, এবং সে আমার শরণাপন্ন, বোধ হয়, ঐ দুরাত্মা এই ভাবিয়াই আমার বিমাননা করিতেছে। সে জানকীরে অন্বেষণ করিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং কৃতকার্য হইয়া বিস্মৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভাই! তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাও, গিয়া সেই গ্রাম্যসুখাসক্ত মূর্খকে আমার বাক্যে বলিও যে, যে ব্যক্তি পূর্বোপকারী বলিষ্ঠ অর্থীর স্বার্থসাধনে প্রতিশ্রুত হইয়া পশ্চাৎ বিমুখ হয়, সে অতি পামর। বাক্য, ভাল বা মন্দ যেরূপই হউক, একবার ওষ্ঠের বাহির হইলে, তাহা রক্ষা করাই উৎকৃষ্ট বীরের লক্ষণ। যে নিজে পূর্ণকাম হইয়া অকৃতকার্য মিত্রের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া থাকে, ঐ কৃতঘ্ন মরিলেও মাংসাশী শৃগাল কুক্কুরেরা তাহাকে ভক্ষণ করে না। এক্ষণে তুমি নিশ্চয়ই আমার স্বর্ণপৃষ্ঠ আকৃষ্ট শরাসনের বিদ্যুদাকার রূপ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছ এবং রোষবিজৃম্ভিত বজ্রনির্ঘোষসদৃশ ঘোর জ্যাতল-শব্দ শুনিতে অভিলাষী হইয়াছ।

লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় মহাবীর যাহার সহায়, তাহার বিক্রমের পরিচয় পাইয়াও সুগ্রীব যে নিশ্চিন্ত আছে, ইহাই আশ্চর্য। আমি জানকীর অন্বেষণের জন্য তাহার সহিত সখ্যতা করিলাম, কিন্তু সে পূর্ণমনোরথ হইয়া অঙ্গীকার পালনের কথা আর মনেও আনে না। বর্ষার অন্তে আমাদিগের সঙ্কেত-কাল নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু চার মাস অতীত হইল, সুগ্রীব ভোগাসক্তিবশতঃ তাহা জানিতেই পারিল না। ঐ দুর্বৃত্ত পারিষদগণকে লইয়া মদ্যপানে উন্মত্ত আছে;

আমরা শোকার্ত, তথাচ উহার হৃদয়ে কৃপার সঞ্চার হইতেছে না। বীর! তুমি যাও, তাহার নিকট আমার ক্রোধের উল্লেখ করিও এবং ইহাও কহিও, বালী বিনষ্ট হইয়া যে-পথে গিয়াছে, তাহা সংকীর্ণ নহে। সুগ্রীব! অংগীকার রক্ষা কর, জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিও না। আমি সমরে বালীকেই সংহার করিয়াছি, কিন্তু তুমি যদি সত্যপালনে পরাঙ্মুখ হও, তবে তোমাকেও সবান্ধবে বিনাশ করিব। বৎস! এই উপস্থিত বিষয়ে যাহা হিতকর, তুমি তাহাই কহিবে। নিশ্চয় বুঝিও, কালবিলম্ব দেখিয়াই আমি এইরূপ ব্যগ্র হইতেছি।

একত্রিংশ সর্গ ॥ তখন লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আর্য! সুগ্রীবের বুদ্ধি প্রীতিপ্রবণ নহে। এক্ষণে যদি সে সদাচার রক্ষা না করে, সৌভাগ্য যে সখ্যতামূলক, যদি তাহা না মানে, তবে রাজলক্ষ্মী উহার বহুকাল ভোগের হইবে না। আপনি সুপ্রসন্ন, তজ্জন্যই উহার মতবৈপরীত্য ঘটিয়াছে, এবং প্রত্যুপকারের ইচ্ছাও আর নাই। অতএব সে বিনষ্ট হইয়া জ্যেষ্ঠ বালীকে গিয়া সন্দর্শন করুক। ঐরূপ গুণধর পুরুষের হস্তে রাজ্যভার রক্ষা করা উচিত নহে। আর্য! আমি ক্রোধবেগ সংবরণ করিতেছি না, আজি সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, এক্ষণে বালীর পুত্র অংগদ বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ করুন। খরকোপ লক্ষ্মণ এই বলিয়া শর ও শরাসন গ্রহণপূর্বক উত্থিত হইলেন।

তদ্দর্শনে রাম বিনয়বচনে কহিলেন, বৎস! ভবাদৃশ লোক কখন এইরূপ গর্হিত আচরণ করেন না। যিনি বিবেকবলে কোপ উন্মূলন করিতে পারেন, তিনিই সাধু। অতএব তুমি মিত্রের বিনাশসংকল্প করিও না। এক্ষণে সদ্ভাব সহকারে প্রীতির অনুসরণ এবং পূর্বকার্য ও সখ্যতা স্মরণ কর। তুমি রূক্ষতা পরিহারপূর্বক সুগ্রীবকে গিয়া সান্ত্ববাক্যে এইমাত্র কহিও, সখে! জানকীর অন্বেষণকাল অতীত হইয়া যায়।

লক্ষ্মণ রামের হিতার্থী ও আজ্ঞাবহ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাক্য তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য করিয়া লইলেন এবং ক্রোধভরে এক কৃতান্ত-ভীষণ ইন্দ্র-শরাসনতুল্য প্রকাণ্ড ধনু গ্রহণ করিলেন। বোধ হইল, তিনি যেন উচ্চশিখর মন্দর পর্বত। রামের নৈরাশ্যজনিত প্রবল রোষানল উঁহার অন্তরে জ্বলিতে লাগিল। ঐ বৃহস্পতিপ্রতিম ধীমান্, উত্তর-প্রত্যুত্তর সমস্ত সংকলন করিয়া লইলেন এবং অপ্রসন্নমনে খরচরণে কিষ্কিন্ধার দিকে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার গতিবেগে শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ পতিত এবং গিরিশৃংগ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি পদতলে শিলাসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া, কার্যগৌরবে এক-এক পদ দূরে নিক্ষেপপূর্বক দ্রুতচর করিরাজের ন্যায় চলিলেন। অদূরে পর্বতোপরি

কিষ্কিন্ধানগরী; উহা বানরসৈন্যসঙ্কুল ও নিতান্ত দুর্গম। লক্ষ্মণ দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ উহার সন্নিহিত হইলেন।

ঐ সময় কুঞ্জরাকার বানরগণ কিষ্কিন্ধার বহির্ভাগে বিচরণ করিতেছিল। উহারা লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণপূর্বক শৈলশৃঙ্গ ও অত্যুচ্চ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইল। তদ্দর্শনে মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধবেগে প্রচুর কাষ্ঠসংযোগে অগ্নির ন্যায় দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন, উঁহার ওষ্ঠ অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ ঐ কালদর্শন যুগান্তভীষণ লক্ষ্মণকে কুপিত দেখিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুগ্রীবের বাসভবনে গিয়া উঁহার আগমন ও ক্রোধের কথা নিবেদন করিল। তৎকালে কপিরাজ তারার সহিত ভোগসুখে আসক্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি উহাদের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না।

পরে ঐ সকল মেঘাকার বানর সচিবগণের সঙ্কেতে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। উহারা বিকৃতদর্শন ও শার্দুলদশন, নখ ও দন্তই উহাদের অস্ত্র। উহাদের মধ্যে কেহ দশ হস্তীর, কেহ শত হস্তীর, এবং কেহ বা সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে। বীর লক্ষ্মণ ঐ মহাবল কপিবলে কিষ্কিন্ধা পরিপূর্ণ ও নিতান্ত দুর্গম দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। পরে বানরগণ প্রাকারের অদূরে পরিখা উল্লঙ্ঘনপূর্বক প্রকাশ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ এবং রামের কার্যগৌরব চিন্তা করিয়া ক্রোধে প্রলয়-হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল, ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন পঞ্চমুখ ভীষণ ভুজঙ্গ, তৎকালে বাণের অগ্রভাগ উঁহার লোল জিহ্বা, শরাসন দেহ এবং স্বীয় তেজই তীক্ষ্ম বিষ বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল।

অনন্তর অঙ্গদ ভয়ে যারপরনাই বিষণ্ণ হইয়া উঁহার নিকট আগমন করিলেন। লক্ষ্মণ রোষারুণ লোচনে উঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া শীঘ্র সুগ্রীবকে আমার আগমনসংবাদ দেও। বলিও, লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত কর। বৎস! তুমি সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া অবিলম্বে আমার নিকট আইস।

লক্ষ্মণের এইরূপ কঠোর বাক্যে অঙ্গদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, মুখশ্রী ম্লান হইয়া গেল, তিনি সুগ্রীবের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে, এবং রুমা ও তারাকে প্রণাম করিয়া সমস্তই কহিলেন। সুগ্রীব মদমত্ত ও কামমোহিত হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, অঙ্গদ কি কহিলেন তিনি তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। তখন বানরগণ লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে ভয়ে কিলকিলা রব আরম্ভ করিল, এবং সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বজ্রের ন্যায় ভীষণ স্বরে প্রবাহবৎ গম্ভীর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর সুগ্রীব ঐ শব্দে জাগরিত হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল মদবিহ্বল ও আরক্ত, তিনি এই কোলাহল শুনিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

ঐ সময় যক্ষ ও প্রভাব নামে ধীমান্ উদারদর্শন দুই জন মন্ত্রী অঙ্গদের মুখে সমস্ত শুনিয়া উঁহারই সহিত তথায় আসিয়াছিল। উহারা ইন্দ্রতুল্য সুগ্রীবের সম্মুখে গিয়া বসিল এবং উঁহাকে প্রসন্ন করিয়া সুসঙ্গত বাক্যে কহিল, রাজন্! মনুষ্যপ্রকৃতি রাম ও লক্ষ্মণ রাজপ্রভাব ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উঁহারা

আপনাকে রাজ্যদান করিয়াছেন; এক্ষণে ঐ উভয় ভ্রাতার মধ্যে বীর লক্ষ্মণ শরাসন হস্তে আপনার দ্বারে দণ্ডায়মান। উঁহারই ভয়ে বানরগণ কম্পিত হইয়া কলরব করিতেছে। তিনি রামের বাক্যে আপনাকে ধর্মার্থসংক্রান্ত কিছু বলিবার জন্য আসিয়াছেন। অঙ্গদ তাঁহারই উত্তেজনায় আপনার নিকট উপস্থিত। তিনি পুনর্বারে রোষলোহিতনেত্রে যেন বানরদিগকে দগ্ধ করিতেছেন। অতএব আপনি শীঘ্র গিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহাকে প্রণিপাত করুন, অদ্য তাঁহার ক্রোধ শান্তি হউক। ধর্মশীল রাম যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহাই করুন এবং প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নবান্ হউন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ তখন সুগ্রীব লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিবামাত্র আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উপস্থিত বিষয়ের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, দেখ, আমি লক্ষ্মণকে অনুচিত কথা কহি নাই এবং তাঁহার সহিত অসৎ ব্যবহারও করি নাই, তিনি যে কি জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, ইহাই আমার চিন্তা। বোধ হয়, কোন ছিদ্রান্বেষী শত্রু আমার মিথ্যা দোষ তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া থাকিবে। এক্ষণে তোমরা স্ব-স্ব বুদ্ধি-বিবেচনানুসারে তাঁহার ক্রোধের প্রকৃত কারণ নির্ণয় কর। আমি রাম কি লক্ষ্মণ, কাহাকেও শঙ্কা করি না, কিন্তু মিত্র অকারণ কুপিত হইয়াছেন, ইহাই আমার ভয়। দেখ, মিত্রতা অনায়াসে হয়, উহা রক্ষা করাই কঠিন ব্যাপার; চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু অল্প কারণেই প্রীতির বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। মন্ত্রিগণ! আমি রামের নিকট উপকৃত, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার কিছুই প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই, এক্ষণে ইহাতেই আমার মনে নানা আশঙ্কা জন্মিতেছে।

তখন হনুমান্ যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! উপকার বিস্মৃত না হওয়া তোমার পক্ষে বিস্ময়ের নহে। বীর রাম অপবাদ-ভয় না করিয়া তোমার প্রিয়সাধনার্থ দুর্জয় বালীকে বিনাশ করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহার যে প্রণয়কোপ উপস্থিত, আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করি না, তিনি তন্নিবন্ধনই শ্রীমান্ লক্ষ্মণকে এ স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। দেখ, এক্ষণে শরৎকাল অবতীর্ণ, সপ্তপর্ণ পুষ্পিত হইতেছে, গ্রহনক্ষত্রসকল নির্মল, আকাশে মেঘ দৃষ্ট হয় না, চতুর্দিক পরিষ্কৃত এবং নদ নদী ও সরোবরের জলও স্বচ্ছ হইয়াছে। কিন্তু তুমি মদভরে ইহার কিছুই জানিতেছ না এবং এই সময়ে যে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহাও বুঝিতেছ না। মহাবীর লক্ষ্মণ তোমার এই অমনোযোগ সুস্পষ্ট অনুমান করিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন। রাম পত্নীবিরহে একান্তই কাতর, সুতরাং লক্ষ্মণের মুখে তাঁহার কয়েকটি কঠোর কথা তোমায় অবশ্য সহিতে হইবে। তুমি অপরাধী, এক্ষণে লক্ষ্মণকে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্ন কর, তদ্ব্যতীত তোমার আর কিছুই শ্রেয় দেখি না। মহীপালকে সুপরামর্শ দেওয়া অধিকৃত মন্ত্রিবর্গের কর্তব্য, তজ্জন্য আমি অকুণ্ঠিত মনে তোমায় এই অবধারিত কথা কহিলাম। রাম ক্রোধবশে দেবাসুর সমস্ত বশীভূত করিতে পারেন। তুমি তাঁহার নিকট উপকৃত, সুতরাং যাঁহাকে পুনরায় প্রসন্ন করা আবশ্যক, তাঁহাকে কুপিত করা সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে তুমি পুত্র ও বন্ধুবান্ধবের সহিত তাঁহার চরণে প্রণত হও এবং পতির নিকট পত্নী যেভাবে থাকে, তুমি সেইরূপে তাঁহার

বশতাপন্ন হইয়া থাক। রাজন্! রাম ও লক্ষ্মণের শাসন মনেও অতিক্রম করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। উঁহাদের বলবীর্য যে অলৌকিক, তুমি তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছ।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ॥ এদিকে লক্ষ্মণ অঙ্গদের নিকট সমস্ত শুনিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন। উহার দ্বারে বহুসংখ্য মহাকায় মহাবল বানর ছিল, তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। লক্ষ্মণ যারপরনাই ক্রুদ্ধ, অনবরত নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, বানরগণ উঁহার এই ভাবান্তর দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইল এবং তৎকালে উঁহাকে বেষ্টনপূর্বক যাইতে আর সাহসী হইল না।

লক্ষ্মণ দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, গুহা সুপ্রশস্ত রত্নময় ও রমণীয়, হর্ম্য ও প্রাসাদ নিবিড়ভাবে নির্মিত ও অত্যুচ্চ, কাননে যথেষ্ট ফলপুষ্প উৎপন্ন হইতেছে। প্রিয়দর্শন দেবকুমার, গন্ধর্বপুত্র এবং কামরূপী বানরেরা দিব্যমাল্য ও বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আছে। স্থানে স্থানে অগুরু, চন্দন, পদ্ম ও মদ্যের সৌরভ, রাজপথ গন্ধজলে সিক্ত, স্বচ্ছসলিলা গিরিনদী সূক্ষ্মপ্রবাহে চলিয়াছে।

তিনি গমনকালে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গয়, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, সূর্যাক্ষ, হনুমান্, বীরবাহু, সুবাহু, মহাত্মা নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান, দধিবক্ত্র, নীল, সুপাটল ও সুনেত্র এই সমস্ত বানরের অত্যুৎকৃষ্ট গৃহ দর্শন করিলেন। ঐ সকল গৃহ মেঘের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ধনধান্যে পূর্ণ, মাল্যে সজ্জিত ও সুগন্ধি, তন্মধ্যে সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণ বাস করিতেছেন। লক্ষ্মণ ক্রমশঃ তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া সুগ্রীবের বাসভবন দেখিতে পাইলেন। উহার প্রাকার স্ফটিকময় ও সুদৃশ্য এবং প্রাসাদশিখর কৈলাস পর্বতের ন্যায় ধবল; বানরগণ শস্ত্রধারণপূর্বক উহার স্বর্ণতোরণশোভিত নিতান্ত দুর্গম দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। সর্বত্র নানাবিধ তরুশ্রেণী, সুচারু কল্পবৃক্ষ সর্বকালসুলভ ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া শীতল ছায়া বিস্তার করিতেছে, উহা দেখিতে গাঢ় মেঘের ন্যায় নীল, দেবরাজ ইন্দ্র ঐ বৃক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ মেঘমধ্যে সূর্যের ন্যায়, অপ্রতিহতপদে সুগ্রীবের ঐ আবাসে প্রবেশ করিয়া, যান ও আসনে সজ্জিত সাতটি কক্ষা অতিক্রম করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে অন্তঃপুর, সুরক্ষিত ও বিস্তীর্ণ, উহার ইতস্ততঃ আস্তরণমণ্ডিত স্বর্ণ ও রজতময় আসন, সুমধুর বীণারবের সহিত তাললয়-বিশুদ্ধ মৃদঙ্গ বাদিত হইতেছে এবং সদ্বংশোৎপন্ন রূপযৌবনগর্বিত রমণী-গণ উজ্জ্বল বেশে বিরাজ করিতেছে, উহারা উৎকৃষ্ট মাল্য রচনায় ব্যগ্র। স্থানে স্থানে অনুচরগণ হৃষ্টমনে দণ্ডায়মান। উহাদের পরিচ্ছদের পরিপাটী নাই, এবং উহারা পরিচর্যায়ও তাদৃশ ব্যতিব্যস্ত নহে। লক্ষ্মণ ক্রমশঃ ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ইত্যবসরে নূপুরধ্বনি ও কাঞ্চীরব উত্থিত হইল। লক্ষ্মণ শুনিবামাত্র লজ্জিত হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া, দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত, কার্মুকে টঙ্কার প্রদান করিলেন। স্ত্রীজনসমাজে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি অন্তঃপুরগমনে পরাঙ্মুখ হইয়া একান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। রামের কার্যব্যাঘাতজনিত রোষ উঁহার অন্তরে আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর সুগ্রীব ঐ টঙ্কার রবে গাত্রোত্থান করিলেন। ভাবিলেন, অগ্রে অঙ্গদ আমায় যেরূপ কহিয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ আসিয়াছেন। সুগ্রীবের মুখ ভয়ে শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি স্থিরভাবে প্রিয়-দর্শনা তারাকে জিজ্ঞাসিলেন, প্রিয়ে! লক্ষ্মণ স্বভাবতঃ শান্তচিত্ত হইয়াও রোষ-বেগে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইবার কারণ কি? তুমি কি আমার কোন অপরাধ দেখিতেছ? ঐ বীর ত অকারণ রুষ্ট হন না। এক্ষণে যদি তুমি তাঁহার প্রতি আমার কোন অসৎ ব্যবহার বুঝিয়া থাক, তবে শীঘ্রই বল; অথবা তুমি স্বয়ং লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বাক্যে প্রসন্ন কর। তোমায় দর্শন করিলে তাঁহার ক্রোধ দূর হইবে। দেখ, মহানুভব ব্যক্তিরা স্ত্রীজাতির প্রতি কদাচই নিষ্ঠুরাচরণ করেন না! ঐ কমললোচন তোমার সান্ত্বনাবাক্যে ক্ষান্ত হইলে পশ্চাৎ আমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তখন সুলক্ষণা তারা মদবিহ্বল লোচনে স্খলিতগমনে লক্ষ্মণের নিকট চলিলেন। তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্তনভরে সন্নত, এবং কাঞ্চীদাম লম্বিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ উঁহাকে দেখিয়াই তটস্থ হইলেন এবং স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য-বশতঃ ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক অবনতমুখে রহিলেন।

তারা মদভরে নির্লজ্জা, তিনি লক্ষ্মণকে সুপ্রসন্ন দেখিয়া প্রণয়গর্ব প্রদর্শনপূর্বক শান্তবাক্যে কহিলেন, রাজকুমার! তোমার ক্রোধের কারণ কি? কে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল? দাবানল শুষ্ক বন দগ্ধ করিতেছে, কোন্ ব্যক্তি অশঙ্কিতচিত্তে তাহাতে গিয়া পড়িল?

তখন লক্ষ্মণ অধিকতর প্রীতিপ্রদর্শনপূর্বক নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন, তারা! তোমার স্বামী কামের বশীভূত, তাঁহার ধর্মদৃষ্টি নাই। তিনি নিকৃষ্ট পারিষদগণকে লইয়া ইন্দ্রিয়সুখ সেবা করিতেছেন, কিন্তু আমরা শোকাকুল, স্বরাজ্যের স্থৈর্য সম্পাদনার্থ আমাদিগকে মনেও করেন না। তিনি বর্ষার অবসানে সৈন্য সংগ্রহ করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সেই কাল অতীত, তিনি মদভরে সুখবিহারে ব্যাপৃত থাকিয়া ইহার কিছুই জানিতেছেন না। মদ্য সর্বাংশে হৃদ্য নহে, উহার প্রভাবে ধর্ম ও অর্থ নাশ হয়; প্রত্যুপকারের অভাবে ধর্মলোপ এবং গুণবান্ মিত্রের সহিত অসদ্ভাবে অর্থ-লোপ হইয়া থাকে। ধার্মিকতা এবং মিত্রের কার্যসাধনে প্রবণতা থাকাই মিত্রতা, কিন্তু সুগ্রীবে এই দুইটি গুণের অন্যতর কিছুই নাই, তিনি এক্ষণে ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। যাহাই হউক, উপস্থিত বিষয়ে আমাদের যেরূপ অভিপ্রায়, তুমি গিয়া সুগ্রীবের নিকট তাহার উল্লেখ করিও।

অনন্তর তারা এই ধর্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্য শ্রবণপূর্বক রামের অসিদ্ধ কার্যের প্রসঙ্গ করিয়া বিশ্বাসসহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! এখন ক্রোধের সময় নহে, স্বজনের প্রতি কোপ প্রকাশ করাও উচিত হয় না। যিনি তোমার কার্য সাধনের সংকল্প করিয়াছেন, তুমি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কর। নিকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্টের কোপ একান্ত অসম্ভব, বিশেষতঃ ভবাদৃশ ধর্মশীল সাত্ত্বিক লোক কখন ক্রোধের বশীভূত হন না। বীর! রামের যেজন্য কোপ উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা জানি, যে কারণে তাঁহার কার্যে এইরূপ বিলম্ব ঘটিতেছে তাহাও জানি, তিনি কি করিয়াছেন তাহা জানি এবং এখন যাহা আবশ্যক তাহাও জানি। দেখ, কামপ্রবৃত্তির বল অত্যন্ত দুঃসহ, ইহা আমার অবিদিত নাই, এবং আজ ইহারই জন্য সুগ্রীব যে অনন্যকর্মা হইয়া স্ত্রীজনসঙ্গে

রহিয়াছেন তাহাও বুঝি। কিন্তু দেখিতেছি, তুমি ক্রোধান্ধ, ইহাতেই বোধ হয় কামতন্ত্রে তোমার প্রবেশ নাই; কারণ কামাসক্ত মনুষ্য দেশ কাল ও ধর্মাধর্ম কিছুই বিচার করে না। বীর! কপিরাজ কামের বশে নিরন্তর আমার সন্নিহিত আছেন, এক্ষণে তাঁহার লজ্জাসরম আর কিছুই নাই, তিনি তোমার ভ্রাতা, অতএব তুমি তাঁহাকে ক্ষমা কর। ধর্মশীল তাপসেরাও মোহবশতঃ কামের বশীভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু সুগ্রীব বানর ও চপল, ভোগসুখে নিমগ্ন হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইতেছে না।

তারা সংগত বাক্যে এই বলিয়া মদবিহ্বল লোচনে ক্ষুব্ধমনে পুনরায় কহিলেন, বীর! কপিরাজ সুগ্রীব যদিও কামাসক্ত, তথাচ পূর্বাহ্নে সৈন্য সংগ্রহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। নানা পর্বত হইতে কামরূপী অসংখ্য মহাবল বানরও তোমার কার্যে সাহায্যার্থ উপস্থিত হইবে। এক্ষণে তুমি আইস, তোমার চরিত্র পবিত্র; সুতরাং মিত্রভাবে পরস্ত্রীদর্শন তোমার পক্ষে অধর্মের হইবে না।

তখন লক্ষ্মণ তারার আদেশ পাইয়া সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তেজস্বী সুগ্রীব স্বর্ণাসনে বহুমূল্য আস্তরণে প্রেয়সী রুমাকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক উজ্জ্বল বেশে বসিয়া আছেন। উঁহার কণ্ঠে উৎকৃষ্ট মাল্য, সর্বাঙ্গে নানাপ্রকার অলংকার, তিনি রূপের ছটায় সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। উঁহার চতুর্দিকে দিব্যাভরণভূষিত দিব্যমাল্যশোভিত প্রমদাগণ। কৃতান্তভীষণ লক্ষ্মণ উঁহাকে দেখিয়াই ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া উঠিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ॥ লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদুঃখে কাতর হইয়া প্রবল ক্রোধে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় অপ্রহতগমনে প্রবিষ্ট হইলে সুগ্রীব অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কনকরচিত আসন হইতে সুসজ্জিত সুদীর্ঘ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। রুমা প্রভৃতি রমণীরাও গগনে পূর্ণচন্দ্রের পশ্চাৎ তারাগণের ন্যায় উত্থিত হইল। সুগ্রীবের নেত্র মদরাগে রঞ্জিত, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রকাণ্ড কল্পবৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে রুমার সহিত স্ত্রীমণ্ডলী মধ্যে দর্শন করিয়া কুপিত মনে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! যিনি মহাসত্ত্ব, কুলীন ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও দয়া আছে, সেই রাজাই পূজনীয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অধর্মে লিপ্ত হইয়া উপকারী মিত্রের নিকট মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, সে নিষ্ঠুর ও পামর। দেখ, একটি অশ্বের জন্য মিথ্যা কহিলে শত অশ্বের এবং একটি ধেনুর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সহস্র ধেনুর হত্যাপাপে দূষিত হইতে হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালনে বিমুখ, তাহার আত্মহত্যার পাপ জন্মে এবং সে পূর্বপুরুষগণের সদ্গতিরও কণ্টক হইয়া থাকে। যে দুষ্ট অগ্রে স্বকার্য উদ্ধার করিয়া মিত্রকার্যে উপেক্ষা করে, সে কৃতঘ্ন ও বধ্য। সুগ্রীব! ভগবান্ স্বয়ম্ভূ কৃতঘ্ন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যে সর্বসম্মত কথা কহিয়াছিলেন, শুন। তিনি কহেন, যাহারা গোঘাতক সুরাপায়ী তস্কর ও ভগ্নব্রতী, সাধুরা তাহাদিগের নিষ্কৃতি দিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের কিছুতেই নিস্তার নাই। বানর! তুমি অগ্রে স্বকার্যসাধনপূর্বক রামের কার্যে উপেক্ষা করিতেছ, সুতরাং তুমি অনার্য মিথ্যাবাদী ও কৃতঘ্ন। যদি তোমার প্রত্যুপকার করিবার সংকল্প থাকিত, তবে
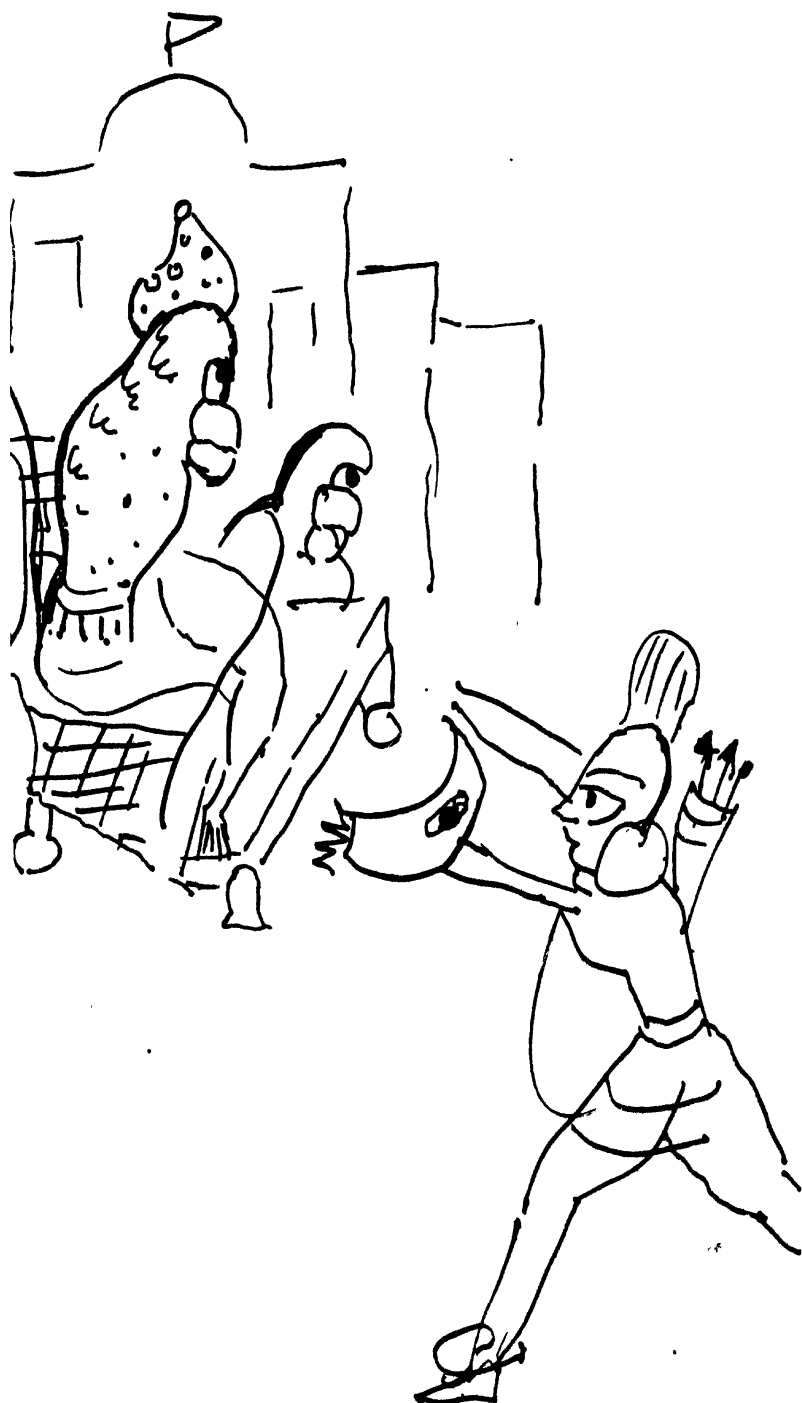
জানকীর অনুসন্ধানে অবশ্যই যত্ন করিতে। তুমি গ্রাম্যসুখাসক্ত ও মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ, ভুজঙ্গ যে মণ্ডূকেরবে আপনার ভীষণ ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, অগ্রে রাম তাহা জানিতেন না। তুমি অতি দুরাত্মা, সেই মহাত্মা কেবল কৃপা করিয়া তোমায় কপিরাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে যদি তুমি এই উপকার বিস্মৃত হও, তবে এই দণ্ডেই সুশাণিত শরে নিহত হইয়া তোমায় বালীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তোমার জ্যেষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া যে পথে গিয়াছেন, তাহা সংকীর্ণ নহে। সুগ্রীব! অঙ্গীকার পালন কর, বালীর অনুসরণ করিও না। তুমি আজিও রামের বজ্রবৎ কঠিন শর শরাসন হইতে উন্মুক্ত দেখ নাই, তন্নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া তাঁহার কার্যের কথাও আর মনে কর না।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ লক্ষ্মণ যেন স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া এইরূপ কহিতেছিলেন, ইত্যবসরে চন্দ্রাননা তারা কহিলেন, বীর! তুমি আর ঐ প্রকার কহিও না, কপিরাজ এইরূপ কঠোর কথার, বিশেষতঃ তোমার মুখ হইতে শুনিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইনি উগ্র কৃতঘ্ন মিথ্যাবাদী ও শঠ নহেন। রাম ইঁহার নিমিত্ত যে দুষ্কর কার্য করিয়াছেন, ইনি তাহা বিস্মরণ হন নাই। সেই বীরের অনুগ্রহে ইঁহার রাজ্য ও কীর্তি, এবং তাঁহারই কৃপায় ইনি রুমা ও আমাকে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বলিতে কি, সুগ্রীব অনেক দিন যাবৎ দুঃখভার বহিয়াছেন, এখন ভোগসুখে সুখী, এইজন্য যথাকালে স্বকর্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। দেখ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সুরসুন্দরী ঘৃতাচীর অনুরাগে আসক্ত হইয়া দশ বৎসর কাল দিবসমাত্র অনুমান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাদৃশ ধর্মশীলও যখন কর্তব্যচিন্তায় হতচৈতন্য হইয়া থাকেন, তখন সামান্য লোকের আর অপরাধ কি। বীর! এক্ষণে কপিরাজ সুগ্রীব আহার নিদ্রা প্রভৃতি পশুধর্মাক্রান্ত ও পরিশ্রান্ত আছেন, আজিও ভোগে ইঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হয় নাই, সুতরাং রাম ইঁহাকে ক্ষমা করুন। দেখ, যে জন্য এই বিলম্ব ঘটিতেছে, তুমি ইহার কারণ কিছুই জানিতে না; সুতরাং না জানিয়া, ইতর লোকের ন্যায় সহসা ক্রোধের বশীভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। অসার পুরুষই বিচার না করিয়া ক্রোধ করে। এক্ষণে আমি সুগ্রীবের জন্য তোমায় প্রসন্ন করিতেছি, তুমি এই রাগরোষ হইতে ক্ষান্ত হও। সুগ্রীব রামের প্রিয়োদ্দেশে রাজ্য ধন ধান্য পশু এবং রুমা ও আমাকেও ত্যাগ করিতে পারেন। তিনি রাবণকে বধ করিয়া, রামের হস্তে জানকী অর্পণ করিবেন। লঙ্কায় শত সহস্র কোটি ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র ও ষট্‌ত্রিংশৎ অযুত কামরূপী দুর্নিবার রাক্ষস আছে, উহাদিগকে বিনাশ না করিলে রাবণ বধ করা সুকঠিন হইবে। রাবণের সৈন্যসংখ্যা যে এইরূপ, কপিরাজ বালী তাহা জানিতেন। আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াই এই প্রকার কহিলাম, কিন্তু এই সৈন্যের সমাবেশ যে কোন্ সূত্রে ঘটিল, আমি তাহা জ্ঞাত নহি। যাহাই হউক, রাবণ ভীমপরাক্রম, কিন্তু রাম অসহায়; সুতরাং সুগ্রীবকে সমর-সহায় না করিলে রাবণকে সংহার করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইবে। এক্ষণে সুগ্রীব বানর-সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য চতুর্দিকে প্রধান প্রধান দূত প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বানর তোমাদিগকে সাহায্য করিবে। উহারা যাবৎ না আসিতেছে, তাবৎ তিনি রামের কার্যসিদ্ধির জন্য নির্গত হইতেছেন না। সুগ্রীব অগ্রে যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, আজিই সকলে

উপস্থিত হইবে। এক্ষণে তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর। সহস্র কোটি ভল্লুক, শত কোটি গোলাঙ্গুল এবং অন্যান্য অসংখ্য বানর অদ্যই তোমার নিকট গমন করিবে। বীর! ক্রোধে তোমার নেত্র আরক্ত হইয়াছে, আজ আমরা সুগ্রীবের প্রাণনাশের আশঙ্কায় তোমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহসী হইতেছি না।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর বিনীত লক্ষ্মণ তারার এইরূপ সুসঙ্গত বচনে বীতক্রোধ হইলেন। তদ্দর্শনে সুগ্রীব মলদূষিত বস্ত্রবৎ ভয় দূর করিয়া কণ্ঠের মনোন্মাদকর বিচিত্র মাল্য ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মদবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। তিনি লক্ষ্মণকে পুলকিত করিয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, বীর! আমি রামের অনুকম্পায় অপহৃত রাজশ্রী ও কীর্তি পুনরায অধিকার করিয়াছি। তিনি কার্যগুণে ভুবনবিদিত; সেই দেব আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, উহার আংশিক প্রতিশোধ করাও আমার পক্ষে সুকঠিন। এক্ষণে তিনি আমাকে সহায়মাত্র করিয়া স্ববিক্রমে রাবণকে বধ করিবেন; জানকীও অচিরাৎ তাঁহার হস্তগত হইবে। যিনি একমাত্র শরে সপ্ত তাল পর্বত ও পৃথিবী পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়াছেন; যাঁহার শরাসনের টঙ্কার শব্দে সশৈলকাননা অবনী কম্পিত হয়, সেই মহাবীরের আর সহায়ে প্রয়োজন কি? তিনি যখন সসৈন্য রাবণের নিধন সাধনার্থ যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তখন আমি মাত্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। বীর! আমি তোমার কিঙ্কর, যদি আমার কোন অপরাধ থাকে, তাহা প্রণয় ও বিশ্বাস এই দুই কারণে ক্ষমা কর। দেখ, দাসের ব্যতিক্রম ত পদে পদেই ঘটিয়া থাকে।

অনন্তর লক্ষ্মণ প্রসন্ন হইয়া প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব! আর্য রাম ভবাদৃশ বিনীত লোকের আশ্রয় লাভ করিয়া সনাথ হইয়াছেন। তোমার প্রভাব অতি বিচিত্র এবং ইন্দ্রিয় দমনেও তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, সুতরাং তুমি কপিরাজ্যের উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ভোগ করিবার সম্পূর্ণই উপযুক্ত। এক্ষণে বোধ হইতেছে, প্রতাপশীল রাম তোমার ভুজবলে অচিরকালমধ্যেই দুরাত্মা রাবণকে সংহার করিবেন। সেই বীরপুরুষ ধর্মশীল ও কৃতজ্ঞ, তুমি তাঁহার উদ্দেশে যেরূপ কহিলে, বলিতে কি, তাহা তোমার সঙ্গতই হইতেছে। তিনি ও তুমি, এই দুই জন ব্যতীত, কোন্ বিচক্ষণ সমকক্ষকে এইরূপ কহিতে পারে? তুমি বলবীর্যে রামের অনুরূপ, আমরা দৈববলেই বহুদিনের জন্য তোমার তুল্য সহায় পাইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে তুমি অবিলম্বে আমার সহিত রামের নিকট চল; রাম জানকীর নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, তুমি গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা কর। তিনি প্রিয়াবিরহে শোকাকুল হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছিলেন, তদ্দর্শনেই আমি তোমায় এইরূপ কঠোর কথা কহিলাম, এক্ষণে আমাকেও ক্ষমা কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর কপিরাজ পার্শ্বস্থ মহাবীর হনুমানকে কহিলেন, দেখ, হিমাচল, বিন্ধ্য, কৈলাস, ধবলশিখর মন্দর ও মহেন্দ্র পর্বতে যে-সকল বানর আছে, সমুদ্রের অপর পার, পশ্চিম দিক, উদয় ও অস্তগিরি, পদ্মাচল

ও অঞ্জনশৈলে যে-সমস্ত কজ্জলবর্ণ করিবর তেজস্বী বানর আছে, মহাশৈলের গুহা, সুমেরুপার্শ্ব, ধূম্রাচল, সুরম্য তাপসাশ্রম ও সুবাসিত অরণ্যে যে-সকল বীর বাস করিতেছে এবং যাহারা মহারুণ শৈলে মৈরেয় মধু পানপূর্বক কাল যাপন করিয়া থাকে, তুমি শীঘ্র সেই সকল স্বর্ণকান্তি বানরকে সামদানাদি উপায় দ্বারা আনয়ন করাও। পূর্বে এই নিমিত্ত বহুসংখ্য বেগবান দূত নিযুক্ত হইয়াছে, ইহা আমার অবিদিত নাই, কিন্তু এক্ষণেও আবার তাহাদিগকে সত্বর করিবার জন্য অন্যান্য বানরকে প্রেরণ কর। যাহারা ভোগাসক্ত ও দীর্ঘসূত্রী,

তাহাদিগকে শীঘ্র আসিতে বল। যে-সকল দূত আমার আদেশে দশ দিবসের মধ্যে না উপস্থিত হইবে, সেই রাজশাসনদূষক দুরাত্মারা আমার বধ্য। অতঃপর শত সহস্র কোটি বানর আমার আজ্ঞাক্রমে অবিলম্বে নির্গত হউক। ঐ সকল ঘোররূপ মেঘবর্ণ শৈলসঙ্কাশ বানরগণে গগনতল আচ্ছন্ন হইয়া যাক। উহারা পর্যটনে সুপটু, এক্ষণে দ্রুত গমনে পৃথিবীর সমস্ত বানরকে আনয়ন করুক।

অনন্তর হনুমান কপিরাজের এই কথা শুনিয়া চতুর্দিকে মহাবল বানর-দিগকে প্রেরণ করিলেন। তখন ঐ সকল গগনচারী বানর, তৎক্ষণাৎ আকাশপথে যাত্রা করিল এবং বন, পর্বত, সরিৎ, সরোবর ও সাগরে গিয়া রামের জন্য বানরগণকে প্রেরণ করিতে লাগিল। দিগদিগন্তবাসী বানরেরা কৃতান্ততুল্য সুগ্রীবের শাসনে শঙ্কিত হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল। অঞ্জন পর্বত হইতে তিন কোটি, অস্তাচল হইতে দশ কোটি এবং কৈলাসগিরি হইতে সহস্র কোটি চলিল। যাহারা হিমাচল আশ্রয়পূর্বক ফলমূলমাত্রে দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে, সেই সমস্ত সিংহবিক্রম সহস্র খর্ব পরিমাণে আসিতে লাগিল। বিন্ধ্য পর্বত হইতে ভীমরূপ ভীমবল অঙ্গারবর্ণ সহস্র কোটি বানর আগমন করিল। যাহারা ক্ষীরোদসাগরের তীর ও তমালবনে নারিকেল ফল ভক্ষণপূর্বক কালাতিপাত করে, এবং যাহারা নানা অরণ্য গহ্বর ও নদী আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমস্ত অসংখ্য বানরসৈন্য যেন সূর্যকে আবৃত করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় দূতেরা হিমালয়ে একটি সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ দেখিল। পূর্বে ঐ পবিত্র পর্বতে দেবগণের প্রীতিকর অপূর্ব অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরেরা ঐ যজ্ঞবাটে গিয়া আহুতিপ্রবাহ হইতে উৎপন্ন অমৃতবৎ সুস্বাদু ফলমূল দেখিতে পাইল। উহা ভক্ষণ করিলে এক মাস কাল পরিতৃপ্ত থাকা যায়। ফললোলুপ বানরেরা সুগ্রীবের প্রিয়সাধনার্থ সেই উৎকৃষ্ট ফলমূল, ঔষধ ও সুগন্ধি পুষ্পসকল সংগ্রহ করিয়া লইল।

অনন্তর উহারা পৃথিবীর বানরগণকে সবিশেষ ত্বরা প্রদানপূর্বক দ্রুতবেগে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইল এবং কপিরাজ সুগ্রীবের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে ফলমূল উপহার প্রদানপূর্বক কহিল, রাজন্! আমরা নানা নদী পর্বত ও কাননে পর্যটন করিয়াছি; এক্ষণে আপনার আদেশে পৃথিবীর সমস্ত বানর আগমন করিতেছে।

তখন সুগ্রীব যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া উপহার গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সমস্ত কৃতকার্য দূতকে অভিনন্দনপূর্বক বিদায় করিয়া আপনাকে ও মহাবল রামকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের হর্ষোৎপাদনপূর্বক বিনীত বচনে কহিলেন, কপিরাজ! এক্ষণে যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত চল আমরা কিষ্কিন্ধা হইতে নিষ্ক্রান্ত হই।

তখন সুগ্রীব লক্ষ্মণের এই সুমধুর বাক্যে একান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, বীর! তোমার আজ্ঞা অবশ্যই আমার শিরোধার্য। ভালই, চল, এক্ষণে আমরা প্রস্থান করি। এই বলিয়া তিনি তারা প্রভৃতি রমণীগণকে বিসর্জনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যগণকে আহ্বান করিলেন।

অনন্তর অন্তঃপুরসঞ্চারে অধিকৃত ভৃত্যেরা শীঘ্র আসিয়া সুগ্রীবের

নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। তখন লোহিতকান্তি সুগ্রীব উহাদিগকে কহিলেন, পরিচারকগণ! তোমরা শীঘ্র আমার জন্য একখানি শিবিকা আনয়ন কর। ভৃত্যেরা প্রভুর এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ এক সুদৃশ্য শিবিকা আনিল। তখন সুগ্রীব কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ কর।

পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত ঐ স্বর্ণময় উজ্জ্বল শিবিকাযানে আরোহণ করিলেন। উঁহার মস্তকে শ্বেত ছত্র শোভিত হইল, চতুর্দিকে শ্বেত চামর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনিত হইয়া উঠিল, এবং বন্দীরা স্তুতিগানে আনন্দিত করিতে লাগিল। সুগ্রীব রাজশ্রী অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং রাজার যোগ্য সমারোহসহকারে যাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য উগ্রস্বভাব বানর অস্ত্রধারণপূর্বক উঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। অদূরে রামের আশ্রম; বাহকেরা শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন তেজস্বী সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত যান হইতে অবতরণ করিলেন এবং রামের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। বানরেরাও বদ্ধাঞ্জলিপুটে কমলকলিকাপূর্ণ সরোবরের শোভায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অনন্তর রাম ঐ বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তৎকালে কপিরাজ তাঁহার পদতলে নিপতিত আছেন, রাম তাঁহাকে উত্তোলনপূর্বক বহুমান ও প্রীতিনিবন্ধন গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন, কহিলেন, সখে! উপবেশন কর। সুগ্রীব নিরাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম কহিলেন, সখে! যিনি সতত কাল বিভাগ করিয়া ধর্ম অর্থ ও কামের অনুবর্তী হন, তিনিই রাজা। আর যে পামর ধর্ম ও অর্থ সংগ্রহে উদাসীন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন আপনার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় পতিত হইলেই চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ যিনি শত্রুক্ষয় ও মিত্রবৃদ্ধি বিষয়ে অনুরাগী হইয়া প্রকৃত কালে ত্রিবর্গের ফলভোগ করেন, সেই রাজাই ধার্মিক·

বীর! এক্ষণে যুদ্ধের উদ্যোগ করিবার সময় উপস্থিত, অতএব তুমি মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামর্শ স্থির কর।

তখন সুগ্রীব কহিলেন, সখে! আমি তোমাদিগের অনুকম্পায় অপহৃত রাজশ্রী ও কীর্তি পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ থাকে, সে অত্যন্ত অধার্মিক, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই সকল কপি-প্রবীর পৃথিবীর যাবতীয় বানরকে লইয়া আসিয়াছে। তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাঙ্গুলসকল স্ব-স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পথে বর্তমান। উহারা ঘোর-দর্শন ও কামরূপী, দেবতা ও গন্ধর্বগণের ঔরসে উহাদিগের জন্ম হইয়াছে। উহারা নিবিড় বন ও দুর্গম স্থান সমস্তই অবগত আছে। বীর! এক্ষণে সেই সুমেরুচারী ও বিন্ধ্যপর্বতবাসী মেঘ ও শৈলসঙ্কাশ যূথপতিগণ অসংখ্য সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমার সমভিব্যাহারে যাইবে এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে আনয়ন করিবে।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মপরায়ণ রাম আজ্ঞানুবর্তী সুগ্রীবের এইরূপ সংগ্রামিক উদ্যোগ দেখিয়া হর্ষে প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, সখে! দেবরাজ যে বৃষ্টি করেন, দিবাকর যে আকাশকে নিরন্ধকার করেন এবং চন্দ্র যে রশ্মিজালে রজনীকে নির্মল করিয়া থাকেন, ইহা ত স্বাভাবিক; তোমার তুল্য ধর্মশীল যে মিত্রের কোনরূপ প্রীতিকর কার্য করিবেন, তাহাও বিস্ময়ের হইতেছে না। সখে! বুঝিলাম, তুমি একান্ত প্রিয়ংবদ; আমি তোমারই বাহু-বলে রাবণকে সমূলে উন্মূলিত করিব। তুমি আমার সুহৃদ ও মিত্র, এক্ষণে আমাকে সাহায্য করা তোমার উচিতই হইতেছে। পূর্বকালে অনুহ্লাদ গর্বিত

পুলোমের সম্মতি লইয়া শচীকে অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্র উহাদিগকে বিনাশ করিয়া শচীকে উদ্ধার করেন; সেইরূপ রাক্ষসাধম দুরাত্মা রাবণ আত্ম-বিনাশার্থ জানকীকে অপহরণ করিয়াছে, আমিও সুশাণিত শরে উহাকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে জানকীরে উদ্ধার করিব।

অনন্তর সহসা আকাশে ধূলিজাল দৃষ্ট হইল; উহার প্রভাবে সূর্যের প্রখর কিরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল, চতুর্দিক গাঢ়তর অন্ধকারে আকুল হইয়া উঠিল, এবং পৃথিবী শৈলকাননের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। অদূরে অসংখ্য বানর সৈন্য; উহারা সমস্ত ভূবিভাগ আবৃত করিয়া মেঘবৎ গভীর গর্জনপূর্বক নদী পর্বত সমুদ্র ও বন হইতে আগমন করিতেছে। ঐ সকল সৈন্য তীক্ষ্ণদন্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত; উহারা তরুণ সূর্যের ন্যায় আরক্ত, চন্দ্রের ন্যায় গৌর, এবং পদ্মকেশরবৎ পীত।

ইত্যবসরে মহাবীর শতবলি দশ সহস্র কোটি, ভীমবল সুষেণ বহু সহস্র কোটি, তার সহস্র কোটি, রক্তমুখ পাণ্ডুকান্তি ধীমান্ কেশরী বহু সহস্র কোটি, গোলাঙ্গুলরাজ গবাক্ষ সহস্র কোটি, মহাবীর ধূম্র দুই সহস্র কোটি, যূথপতি পনস তিন কোটি, নীলাঞ্জনবর্ণ মহাকায় নীল দশ কোটি; কাঞ্চন-শৈলকান্তি মহাবীর গবয় পাঁচ কোটি; মহাবল দরীমুখ সহস্র কোটি, অশ্বি-কুমার মৈন্দ ও দ্বিবিধ কোটি কোটি সহস্র, মহাবীর গয় তিন কোটি, সুগ্রীবের বশ্য ঋক্ষরাজ জাম্ববান দশ কোটি, তেজস্বী রুমণ শত কোটি, গন্ধমাদন শত সহস্র কোটি, বালীবৎ মহাবল যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শত শঙ্খ, তারকা-কান্তি তার ভীমবল পাঁচ কোটি, মহাবীর ইন্দ্রজানু একাদশ কোটি, রক্তবর্ণ রম্ভ শত সহস্র অযুত, দুর্মুখ দুই কোটি, হনুমান সহস্র কোটি এবং নল দশ কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইলেন। পরে শরভ, কুমুদ ও বহ্নি প্রভৃতি বীরগণ বানরসমূহে পৃথিবী, পর্বত ও বন আবৃত করিয়া আগমন করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে অনেকে আসিয়াছে, বহুসংখ্য উপবিষ্ট, কেহ লম্ফ প্রদান করিতেছে এবং কেহ বা সিংহনাদ আরম্ভ করিয়াছে।

অনন্তর যেমন জলদজাল সূর্যের, তদ্রূপ ঐ সকল বানর সুগ্রীবের অভিমুখে চলিল এবং দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আত্মনিবেদন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ কেহ নিকটস্থ হইয়া প্রত্যাগমন করিল এবং অনেকেই কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল।

তখন রাজধর্মবিৎ সুগ্রীব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রামের নিকট যূথপতিগণের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং উহাদিগকে কহিলেন, যূথপতিগণ! তোমরা এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে পর্বত, প্রস্রবণ ও বনে গিয়া সেনানিবেশ স্থাপন কর এবং তোমাদিগের মধ্যে যাঁহারা সৈন্যতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া সৈন্য নির্বাচনে প্রবৃত্ত হও।

চত্বারিংশ সর্গ ॥ এইরূপে কপিরাজ সৈন্য সংগ্রহে কৃতকার্য হইয়া রামকে কহিলেন, সখে! যাহারা আমার অধিকারে বাস্তব্য করিয়া থাকে, সেই সকল অপ্রতিহতগতি ইন্দ্রসদৃশ বানর উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশে বাস করিতেছে। উহারা দৈত্যদানববৎ ভীষণ ও ঘোরদর্শন; রণস্থলে উহাদের বলবিক্রম বিলক্ষণ প্রথিত আছে; উহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কার্যক্ষম; উহাদিগের মধ্যে কেহ

পর্বতবাসী, কেহ দ্বীপচারী, কেহ কেহ বা অরণ্যে কালযাপন করিয়া থাকে। ঐ সকল বানর তোমারই কিঙ্কর এবং আমার বশবর্তী ও হিতকর; উঁহাদিগের শাসনে অসংখ্য মহাবল সৈন্য আছে। এক্ষণে তোমার সঙ্কল্পসাধনে উঁহারা অবশ্যই সমর্থ হইবে। রাম! অধিক কি বলিব, ইহা তোমারই বশতাপন্ন সৈন্য। জানকীর অন্বেষণ যদিও আমি বিস্মৃত হই নাই, তথাচ তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, ইহাদিগকে আজ্ঞা কর।

তখন রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, সখে! আমার জানকী জীবিত আছেন কি না জান, এবং রাবণের বাসভূমি কোথায় তাহারও উদ্দেশ লও; পশ্চাৎ যথাবিহিত তোমারই সহিত তাহা করা যাইবে। দেখ, আমরা বানরদিগকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতে পারিব না; তুমিই কার্যনির্বাহের হেতু ও প্রভু। অতএব যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তুমিই ইহাদিগকে তাহার আদেশ কর। বীর! আমার কিছুই তোমার অগোচর নাই। তুমি বিজ্ঞ ও কালদর্শী, তুমি হিতকারী মিত্র ও একান্ত বিশ্বাসের পাত্র।

অনন্তর সুগ্রীব গভীরনাদী যূথপতি বিনতকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি নীতিপরায়ণ ও দেশকালজ্ঞ, এবং কর্তব্য নির্ণয়েও তোমার নৈপুণ্য আছে। এক্ষণে তুমি তেজস্বী সহস্র বানরে পরিবৃত হইয়া পূর্বদিকে যাত্রা কর, এবং তত্রত্য পর্বত, নদী, দুর্গ, ও বনে প্রবেশ করিয়া জানকী ও রাবণের উদ্দেশ লইয়া আইস। গঙ্গা, সুরম্য সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, সুনির্মল শোণ, সশৈলকাননা মহী ও কালমহী প্রভৃতি নদ নদী, এবং কলিন্দ-গিরি, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, কাশী, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গদেশ, কোশকারক কীটের স্থান ও রজতখনি অন্বেষণ কর। সামুদ্রিক দ্বীপ, শৈল, এবং মন্দরশিখরস্থ আলয়ে যাও। যে-সকল জীবের কর্ণ ওষ্ঠ পর্যন্ত ও বস্ত্রের ন্যায় বিস্তৃত, এবং মুখ লৌহবৎ কঠিন ও কৃষ্ণ; যে-সকল জাতি একপদ অথচ দ্রুতবেগে গমন করিয়া থাকে, এবং যাহাদেব বংশ অবিনাশী, তোমরা তাহাদিগের মধ্যে গিয়া সীতাকে অনুসন্ধান কর। পুরুষাশী রাক্ষসসমাজে যাও। যাহাদিগের কেশ সুতীক্ষ্ণ এবং বর্ণ পিঙ্গল, যাহারা অপক্ব মৎস্য আহার করিয়া থাকে, সেই সকল দ্বীপবাসী প্রিয়দর্শন কিরাতের মধ্যে প্রবেশ কর। যে-সমস্ত জাতির আকৃতি ব্যাঘ্র ও মনুষ্যের ন্যায়, যাহারা শৈলশৃঙ্গ অবলম্বনপূর্বক সঞ্চরণ করে, এবং যাহারা কখন প্লুতগতি কখন বা ভেলা-যোগে গমনাগমন করিয়া থাকে, তোমরা সেই সকল ঘোরদর্শন অন্তর্জলচর জীবের আলয় অনুসন্ধান কর। সপ্তরাজ্যে বিভক্ত যবদ্বীপ, স্বর্ণকারবহুল স্বর্ণদ্বীপ ও রৌপ্যদ্বীপে যাও। যবদ্বীপের পরই শিশিরপর্বত, উহার শৃঙ্গ গগনস্পর্শী, তথায় দেব দানবগণ নিরন্তর বাস করিতেছেন। তোমরা ঐ সকল দ্বীপের গিরিদুর্গ, প্রস্রবণ ও বন যত্নপূর্বক অনুসন্ধান করিও। পরে সমুদ্র-পারেই সিদ্ধচারণশোভিত শোণ নদ। উহা খরবেগে রক্তবর্ণ প্রবাহভার বহিতেছে। তোমরা ঐ নদের রমণীয় তীর্থ ও বিচিত্র বনে জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। অদূরে সাগরনিঃসৃত নদী, কন্দরশোভিত পর্বত, ভীষণ উপবন, বন ও সমুদ্রের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ সকল স্থান পর্যটন কর।

পরে মহারৌদ্র ইক্ষু সমুদ্র; তথায় মহাকায় অসুরগণ বহুকাল বুভুক্ষিত আছে, উহারা ব্রহ্মার আদেশে প্রতিনিয়ত ছায়া গ্রহণপূর্বক প্রাণিগণকে ভক্ষণ

করিয়া থাকে। ঐ সমুদ্র মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, উহা বায়ুবেগে ক্ষুভিত হইয়া তরঙ্গ বিস্তারপূর্বক নিরন্তর গর্জন করিতেছে। উহার মধ্যে প্রকাণ্ড উরগসকল দৃষ্টিগোচর হয়। তোমরা কোন সুযোগে ঐ ইক্ষুসমুদ্র পার হইয়া ভীষণ লোহিত সাগরে যাইও। উহার জল রক্তবর্ণ, তথায় একটি বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ আছে। অদূরে বিহগরাজ গরুড়ের কৈলাসশুভ্র রত্নখচিত গৃহ, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা বহুপ্রযত্নে উহা নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ স্থানে মন্দেহ নামক বিকট-দর্শন পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণ শৈলশৃঙ্গ অবলম্বনপূর্বক অধোমুখে লম্বমান আছে। উহারা সূর্যোদয়ে সন্তপ্ত ও ব্রহ্মতেজে বিনষ্ট হইয়া সমুদ্রে নিপতিত হয়, এবং পুনর্বার জীবিত হইয়া পূর্ববৎ শৈলশৃঙ্গে লম্বিত হইয়া থাকে।

পরে ক্ষীরোদ সমুদ্র; উহা শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। তরঙ্গ-ভঙ্গী যেন উহার বক্ষে মুক্তাহারের শোভা বিস্তার করিতেছে। তথায় ঋষভ নামে একটি ধবল পর্বত আছে। ঐ পর্বতে পুষ্পবহুল নানাবিধ বৃক্ষ এবং সুদর্শন নামে এক সরোবর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সরোবর মধ্যে স্বর্ণকেশররঞ্জিত উজ্জ্বল রজতপদ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, রাজহংসগণ নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, এবং দেবতা, যক্ষ, চারণ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ বিহারার্থ হৃষ্টমনে সতত আগমন করিয়া থাকেন।

অনন্তর ভীষণ জলোদ সমুদ্র· উহাতে ঔর্বনামা ব্রহ্মর্ষির ক্রোধানল বিশাল বড়বামুখরূপে পরিণত আছে। ঐ অগ্নি যুগান্তকালে এই বিচিত্র স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ আহার করিয়া থাকে। তথায় সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বামুখ দর্শনে ভীত হইয়া নিরন্তর চিৎকার করিতেছে। উহাদের আর্তরব অতি দূর হইতেও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। সমুদ্রের উত্তর তীরে কনকশিল নামক স্বর্ণপ্রভ একটি পর্বত আছে। উহা ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত। তোমরা তথায় সর্বদেবপূজিত ধরণীধর অনন্তকে দেখিতে পাইবে। তিনি নীলবাস পরিধানপূর্বক ধবলদেহে শৈলশৃঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মস্তক সহস্র এবং নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। পর্বতের শিখরদেশে তাঁহারই চিহ্নস্বরূপ বেদির উপর এক স্বর্ণময় ত্রিশিরস্ক তালবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুররাজ ইন্দ্র পূর্বদিকেই উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

পরে স্বর্ণময় শ্রীমান্ উদয় পর্বত; উহার বহুসংখ্য শৃঙ্গ মূলদেশ হইতে শতযোজন উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। উহাতে কুসুমিত স্বর্ণের কর্ণিকার, এবং উজ্জ্বল শাল তাল ও তমাল বৃক্ষসকল নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তথায় সৌমনা নামক স্বর্ণময় একটি শৃঙ্গ আছে; উহা এক যোজন বিস্তৃত ও দশ যোজন উন্নত। পূর্বে পুরুষোত্তম বিষ্ণু ত্রৈলোক্য-আক্রমণকালে ঐ শৃঙ্গে এক পদ এবং সুমেরুশিখরে দ্বিতীয় পদ অর্পণ করিয়াছিলেন। সূর্য সত্যযুগে উত্তর দিক দিয়া উহাতে আরোহণ করিলে জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জকলেবর ঋষিসকল বাস করিয়া আছেন। প্রাণিগণ উহার প্রভাবে আলোক এবং দৃশ্য পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। উহার অদূরে সুদর্শন দ্বীপ। পূর্বসন্ধ্যা ঐ স্বর্ণপর্বত ও সূর্যের জ্যোতিতে প্রতিদিন লোহিত রাগ ধারণ করেন। উদয়াচল ভুবনতল প্রকাশের এবং পৃথিবীতে গতায়াতের পূর্ব—প্রথম দ্বার, এই জন্য ঐ দিকের নাম পূর্ব দিক হইয়াছে। বানরগণ! তোমরা ঐ পর্বতের পৃষ্ঠ, প্রস্রবণ, বন ও গুহাতে জানকী ও রাবণকে অনুসন্ধান করিও। উহার পর জীব আর যাইতে পারে না। সেই স্থান

অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম ও অদৃশ্য, তথায় কেবল দিগন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিরাজ করিতেছেন। আমরা উদয়গিরির পর আর কিছুই জানি না। এক্ষণে আমি যে-সমস্ত নদ নদী ও শৈলের উল্লেখ করিলাম, এবং যে-সকল অনির্দিষ্ট রহিল, তোমরা সর্বত্রই গমন করিও, এক মাস পূর্ণ হইলে আসিও নচেৎ বধদণ্ড বহিতে হইবে। বানরগণ! যাও এবং কার্যসিদ্ধি করিয়া শীঘ্র আইস।

একচত্বারিংশ সর্গ॥ অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর নীল, অগ্নিপুত্র, হনুমান, পিতামহপুত্র, জাম্ববান, সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, গয়, গবাক্ষ, শরভ, সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, দ্বিবিধ, গন্ধমাদন, উল্কামুখ ও অনঙ্গ প্রভৃতি সুনিপুণ বীরগণকে পৃথিবীর দক্ষিণে নিয়োগ করিলেন এবং বৃহদ্বল ও কুমার অঙ্গদকে উহাদিগের নায়করূপে নির্দেশ করিয়া, তত্রত্য দুর্গম প্রদেশসমস্ত কহিতে লাগিলেন। দেখ, তোমরা অগ্রে তরুলতাজটিল সহস্রশৃঙ্গ বিন্ধ্য, এবং উরগবহুল মহানদী, গোদাবরী, নর্মদা ও কৃষ্ণবেণী দর্শন করিবে। পরে মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ ও কৌশিক দেশ এবং ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, আব্রবন্তী ও অবন্তী নগরে যাইবে। অনন্তর দণ্ডকারণ্য; তোমরা তথায় গিয়া পর্বত নদী ও গুহাসকল অনুসন্ধান করিও। পরে আন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল ও কেরল দেশ। অদূরেই মলয়গিরি; ঐ পর্বতের শৃঙ্গ ধাতুরঞ্জিত ও সুরম্য; তথায় পুষ্পিত কানন, উৎকৃষ্ট চন্দনবন এবং স্বচ্ছসলিলা কাবেরী আছে। ঐ নদীতে অপ্সরাসকল নিরন্তর বিহার করিতেছে। তোমরা মলয়পর্বতে তেজঃপুঞ্জদেহ মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্তুতিবাদে উঁহাকে প্রসন্ন করিও এবং উঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক নক্রকুম্ভীরপূর্ণ তাম্রপর্ণী পার হইও। ঐ স্রোতস্বতী চন্দনবনে প্রচ্ছন্ন হইয়া, যুবতী যেমন নায়কের, সেইরূপ সাগরের অভিমুখে যাইতেছে।

পরে পাণ্ড্যদেশ, তোমরা গিয়া উহার মুক্তামণিমণ্ডিত পুরদ্বারস্থ স্বর্ণকবাট দেখিও। পাণ্ড্যদেশের পরই সমুদ্র; মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য উহার মধ্যস্থলে মহেন্দ্র পর্বতকে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ পর্বত স্বর্ণময় ও সুদৃশ্য, বৃক্ষ ও লতা পুষ্পশ্রী বিস্তারপূর্বক উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ পর্বতের এক পার্শ্ব সমুদ্রের অন্তর্গত। দেবর্ষি, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণগণ উহার ইতস্ততঃ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছেন এবং প্রতি পর্বে সুররাজ ইন্দ্র তথায় আগমন করিয়া থাকেন।

সমুদ্রের পরপারে একটি দ্বীপ দেখা যায়। উহা শত যোজন বিস্তৃত ও স্বর্ণপ্রভায় রঞ্জিত, মনুষ্যেরা তথায় গমন করিতে পারে না। ঐ দ্বীপই ইন্দ্র-

প্রভাব দুরাত্মা রাবণের বাসস্থান। দেখ, সমুদ্রমধ্যে অঙ্গারকা নাম্নী এক রাক্ষসী আছে। সে জীবজন্তুগণকে ছায়াযোগে আকর্ষণপূর্বক ভক্ষণ করিয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ দ্বীপের গুপ্ত প্রদেশসকল নিঃসংশয়ে অন্বেষণ করিও।

শত যোজন দক্ষিণ সমুদ্রে পুষ্পিতক নামে একটি পর্বত আছে। উহা উজ্জ্বল সিদ্ধচারণপূর্ণ ও সুরম্য। ঐ পর্বতের বিশাল শৃঙ্গসকল আকাশ স্পর্শ করিতেছে। তন্মধ্যে সূর্যদেব যে শৃঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন, খল কৃতঘ্ন ও নাস্তিকেরা তাহা দেখিতে পায় না। তোমরা ঐ পর্বতকে প্রণাম করিয়া উহার সর্বত্র সীতাকে অন্বেষণ করিও। পরে সূর্যবান্ পর্বত; উহার বিস্তার চতুর্দশ যোজন হইবে। তোমরা দুর্গম পথ অবলম্বনপূর্বক ঐ পর্বত অতিক্রম করিও। উহার পর বৈদ্যুতগিরি। ঐ সুন্দর শৈলে বৃক্ষশ্রেণী সকল প্রকার ফলপুষ্প প্রসব করিতেছে। তোমরা তথায় উৎকৃষ্ট ফলমূল ভক্ষণ ও উচ্ছিষ্ট মধুপান করিয়া গমন করিও। পরে নেত্রমনের তৃপ্তিকর কুঞ্জরাচল, বিশ্বকর্মা উহাতে ভগবান্ অগস্ত্যের বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। উহা এক যোজন বিস্তৃত, দশ যোজন উন্নত, এবং স্বর্ণময় ও রত্নখচিত। ঐ পর্বতে ভোগবতী নাম্নী পন্নগগণের এক পুরী আছে। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাবিষ ভীষণ ভুজগেরা উহা সতত রক্ষা করিতেছে। উহার রাজপথসকল সুপ্রশস্ত, তথায় নাগরাজ বাসুকি বাস করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ দুর্গম পুরীতে প্রবেশ করিযা উহার গুপ্ত প্রদেশে সীতার অনুসন্ধান করিও।

পরে বৃষাকার ঋষভ পর্বত, উহা রত্নময় ও একান্ত উজ্জ্বল। ঐ পর্বতে গোশীর্ষ, পদ্ম ও হরিশ্যাম নামে উৎকৃষ্ট চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তোমরা ঐ সকল চন্দন দেখিয়া কাহাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিও না। রোহিত নামে বহুসংখ্য গন্ধর্ব ঐ ভীষণ বন সতত রক্ষা করিতেছে। তথায় শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু নামে পাঁচজন গন্ধর্বপতি বাস করিযা থাকেন। ঋষভ পর্বতের পরই পৃথিবীর অবসান, তাহা দীপ্ত দেহ পুণ্যাত্মাদিগেরই বাসস্থান : কপিপ্রবীর! ইহার পর যমের রাজধানী, অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ পিতৃলোক, তথায় জীব যাইতে পারে না। এক্ষণে আমি যে-সমস্ত দেশ নির্দেশ করিয়া দিলাম এবং গতিপ্রসঙ্গে আর যাহা কিছু দৃষ্ট হইবে, তোমরা সেই সকল স্থানে গিয়া সীতার উদ্দেশ লইয়া আইস। দেখ, যে ব্যক্তি এক মাস মধ্যে আসিয়া, আমি জানকীরে দেখিয়াছি, আমায় এই কথা শুনাইতে পারিবে, সে আমারই তুল্য অতুল ঐশ্বর্য পাইয়া ভোগসুখে সুখী হইবে; আমি তাহাকে প্রাণাধিক বোধ করিব এবং সে বারংবার অপরাধ করিলেও চিরদিন আমার বন্ধু থাকিবে। বানরগণ! তোমাদের বলবীর্য অপরিচ্ছিন্ন, তোমরা সৎবংশোৎপন্ন ও গুণবান্, এক্ষণে যাহাতে রাজনন্দিনী সীতার উদ্দেশ পাওয়া যায়, তোমরা গিয়া তাহাই কর।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর কপিরাজ ভীমবল মেঘবর্ণ শ্বশুর সুষেণের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জানকীর অন্বেষণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। পরে বীরবেষ্টিত ইন্দ্রপ্রভাব ও গরুড়কান্তি ধীমান্ অর্চিষ্মানকে এবং অর্চিমাল্য ও মারীচাদিগকে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা এক্ষণে সুষেণের সহিত দুই লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে লইযা পশ্চিম দিকে যাত্রা কর, এবং সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক ও চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি সুসমৃদ্ধ জনপদ,

বিশাল পুর, পুন্নাগবকুলবহুল উদ্দালকসঙ্কুল কুক্ষিদেশ ও কেতক বনে গিয়া জানকীর অনুসন্ধান কর। স্নিগ্ধসলিলা পশ্চিমবাহিনী নদী, তপোবন, অরণ্য, মরুভূমি, অত্যুচ্চ শীতল শিলা ও গিরিদুর্গে যাও। অদূরেই পশ্চিম সমুদ্র, উহার জলরাশি তিমি ও নক্রকুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণে নিরন্তর আকুল হইতেছে। তোমাদের সৈন্য ঐ সমুদ্রে গিয়া কেতকী তমাল ও নারিকেল বনে বিহার করিবে। উহার তীরে পর্বত ও বন আছে, তোমরা তথায় জানকী ও রাবণকে অন্বেষণ করিও। পরে মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী ও অঙ্গলেপা পুরী এবং অলিখিতাখ্য বন। অদূরে সিন্ধু সাগরের সঙ্গম দৃষ্ট হইবে, তথায় বৃক্ষবহুল শতশৃঙ্গ চন্দ্রাগিরি; উহার প্রস্থদেশে সিংহ নামক এক প্রকার পক্ষী আছে। উহারা তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করে। ঐ সজল-পর্বতপ্রস্থে গর্বিত মাতঙ্গেরা তৃপ্ত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। তোমরা ঐ চন্দ্রাগিরির অত্যুচ্চ স্বর্ণশৃঙ্গ ও সিংহের নীড়সকল অনুসন্ধান করিও।

ঐ সমুদ্রেই পারিযাত্র পর্বত। উহার স্বর্ণময় শৃঙ্গ শতযোজন উচ্চ এবং নিতান্তই দুর্নিরীক্ষ্য। তথায় জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য ঘোররূপ চব্বিশ কোটি গন্ধর্ব বাস করিতেছে। তোমরা উহাদিগের নিকট কদাচ যাইও না এবং তথাকার ফলমূলও কিছুমাত্র স্পর্শ করিও না। ঐ সমস্ত পাপশীল দুর্ধর্ষ মহাবীর গন্ধর্ব তৎসমুদয় সতত রক্ষা করিতেছে। তোমরা কপিস্বভাবে সঞ্চরণ করিলে উহাদিগের হইতে অণুমাত্রও ভয় উপস্থিত হইবে না।

অনন্তর বজ্রের ন্যায় সারবৎ বজ্রপর্বত, উহার উন্নতি ও বিস্তার শত যোজন এবং বর্ণ বৈদূর্যের ন্যায় নীল। উহা বিচিত্র বৃক্ষ ও লতাজালে বেষ্টিত রহিয়াছে; তোমরা গিয়া ঐ পর্বতের গুহাসকল যত্নপূর্বক অনুসন্ধান করিও।

সমুদ্রের চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলে চক্রবান্ নামে আর একটি পর্বত দৃষ্ট হইবে। তথায় বিশ্বকর্মা সহস্র অরযুক্ত এক চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। পুরুষ-প্রধান বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দুই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে এক শঙ্খ ও ঐ চক্র আহরণ করেন। চক্রবান্ পর্বতের শৃঙ্গ অত্যন্ত রমণীয় এবং গুহাসকল অতি বিশাল; তোমরা তথায় গিয়া জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। পরে বরাহ পর্বত, উহা চতুঃষষ্টি যোজন বিস্তৃত। ঐ স্থানে প্রাগ্‌-জ্যোতিষ নগরী; নরক নামে কোন দুষ্টমতি দানব তথায় বাস করিয়া থাকে। পরে সৌবর্ণ পর্বত, উহাতে প্রস্রবণ অজস্র ধারে বহিতেছে, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ একান্ত গর্বিত হইয়া নিরন্তর গর্জন করিতেছে। সৌবর্ণের অপর নাম মেঘ; পূর্বে সুরগণ ঐ পর্বতে শ্রীমান্ ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি উহার রক্ষক। ঐ পর্বত অতিক্রম করিলে ষষ্টি সহস্র শৈল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত শৈলের বর্ণ প্রাতঃ-সূর্যের ন্যায় অরুণ; তথায় স্বর্ণের বৃক্ষসকল ফলপুষ্পে পূর্ণ আছে। ঐ ষষ্টি সহস্রের মধ্যে সুমেরুই সর্বশ্রেষ্ঠ। পূর্বে সূর্যদেব প্রসন্ন হইয়া ঐ পর্বতকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন, সুমেরু! যে পদার্থ তোমাকে আশ্রয় করিবে, আমার প্রসাদে তাহা অহর্নিশি স্বর্ণ হইয়া থাকিবে। যে-সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্ব তোমাতে বাস করিবেন, তাঁহারা স্বর্ণপ্রভ ও আমার ভক্ত হইবেন। বিশ্বদেব, বসু ও মরুদ্‌গণ ঐ পর্বতে সন্ধ্যার সময় সূর্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। পরে সূর্য জীবলোকের অদৃশ্য হইয়া অস্তাচলে আরোহণ করেন। ঐ দুই

পর্বতের ব্যবধান দশ সহস্র যোজন হইবে; কিন্তু তিনি এই দূরপথ অর্ধ মুহূর্তে যান। সুমেরুর শিখরদেশে বরুণের সৌধধবল দিব্য এক আলয় আছে; বিশ্বকর্মা উহা নির্মাণ করিয়াছেন। তথায় বিস্তর প্রাসাদ ও অনেক বৃক্ষ, পক্ষিগণ নিরন্তর কোলাহল করিতেছে। ঐ দুই পর্বতের অন্তরালে বৃহৎ এক তাল বৃক্ষ আছে। উহা দশ মস্তকে শোভিত বেদিমণ্ডিত ও স্বর্ণময়। সুমেরুতে ধর্মজ্ঞ তপঃপরায়ণ মহর্ষি মেরুসাবর্ণি বাস করিতেছেন। তাঁহার তেজ সূর্যের ন্যায় এবং প্রভাব ব্রহ্মার ন্যায়। তোমরা উঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জানকীর কথা জিজ্ঞাসিও। সূর্য সুমেরু পর্যন্ত বিচরণ করিয়া অস্তে যান। অস্তাচলের পর আর যাইবার নাই; ঐ স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম, আমরা উহার কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্ষণে আমি যতদূর নির্দেশ করিয়া দিলাম, তোমরা সেই পর্যন্ত যাও, মাস পূর্ণ হইলেই আসিও, বিলম্বে বধদণ্ড বহিতে হইবে। দেখ, বীর সুষেণ তোমাদিগের সহিত গমন করিবেন, তোমরা ইঁহার আদেশ অপহেলা করিও না। ইনি আমার গুরু ও শ্বশুর, তোমরা যদিও বুদ্ধিমান, কিন্তু সকল বিষয়ে ইঁহাকেই প্রমাণ করিয়া পশ্চিম দিক অনুসন্ধান কর। রামের প্রত্যুপকারে কৃতার্থ হইব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য তোমরা এই বিষয়ে প্রসঙ্গতঃ যাহা ভাল হয়, দেশ কাল বুঝিয়া তাহাই করিও।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর সুগ্রীব আপনার ও রামের শুভানুধ্যানপূর্বক মহাবল শতবলকে কহিলেন, এই সকল বানর যমের আত্মজ, তুমি ইঁহাদিগকে মন্ত্রিত্বে গ্রহণ কর এবং আত্মানুরূপ অন্যান্য বানরে পরিবৃত হইয়া হিমগিরি শোভিত উত্তর দিকে যাও। এক্ষণে রামের কার্য সম্পাদন করা আমার লক্ষ্য, ইহা দ্বারা আমি ঋণভারমুক্ত ও কৃতার্থ হইব। রাম যথার্থই আমার হিতসাধন করিয়াছেন, যদি আমি ইঁহার প্রত্যুপকার করিতে পারি, তবেই জীবন সফল জ্ঞান করিব। ইঁহার কথা স্বতন্ত্র, যে কখন কোনরূপ স্বার্থসংস্রবে আইসে নাই, তাহাব কার্যে সাহায্য করিলেও জন্ম সার্থক হয়। বীরগণ! তোমরা সতত আমার শ্রেয় প্রার্থনা করিয়া থাক, এক্ষণে এই শুভবুদ্ধি আশ্রয়পূর্বক জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। রাম সকলের মাননীয়, ইঁনি আমাদিগকে যথেষ্টই স্নেহ করেন, তোমরা ইঁহার কার্যসিদ্ধি বিষয়ে উদাসীন হইও না। অতঃপর স্ব-স্ব বুদ্ধি ও বিক্রম প্রকাশপূর্বক উত্তর দিকে নদ নদী ও দুর্গ অনুসন্ধান কর। প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণ কুরু ও মদ্রক দেশ এবং ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন ও বরদ রাজ্যে যাও। পরে হিমালয়ে গিয়া লোধ্র, পদ্মক ও দেবদারু বন অন্বেষণ করিও।

অনন্তর সোমাশ্রম, তথায় দেবতা ও গন্ধর্বেরা বাস করিতেছেন। অদূরে কাল নামে একটি স্বর্ণের আকর উচ্চশিখর পর্বত দৃষ্ট হইবে। তোমরা উহার গণ্ডশৈল ও গুহাসকল অন্বেষণ করিও। পরে সুদর্শন পর্বত, উহার পর দেবসখা শৈল। ঐ পর্বত বৃক্ষে পূর্ণ ও পক্ষিসমূহে সমাকীর্ণ। তোমরা উহার কাঞ্চন বন, নির্ঝর ও গুহায় গমন করিও।

পরে একটি বিস্তীর্ণ শূন্য স্থান পাইবে। উহা চতুর্দিকে শত যোজন, তথায় নদী পর্বত ও বৃক্ষ নাই এবং কোন প্রকার প্রাণীও দৃষ্ট হয় না। তোমরা সেই ভীষণ প্রদেশ শীঘ্র অতিক্রম করিয়া শুভ্রকান্তি কৈলাসে যাইও। তথায়
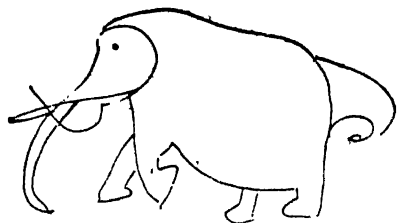
ধনাধিপতি কুবেরের এক সুরম্য প্রাসাদ আছে। উহা বিশ্বকর্মার নির্মিত পান্ডুবর্ণ ও স্বর্ণখচিত। ঐ পর্বতে একটি সরোজ-শোভিত সরোবর আছে। উহাতে অপ্সরোগণ বিহার করিতেছে, হংস সারস প্রভৃতি জলবিহঙ্গেরা বিচরণ করিতেছে এবং সর্বলোকপূজিত কুবের গুহ্যকগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ কৈলাসের গন্ডশৈল ও গুহাসকল অন্বেষণ করিও।

পরে ক্রৌঞ্চপর্বত। উহার রন্ধ্রদেশ নিতান্ত দুর্গম। তোমরা সাবধানে তন্মধ্যে প্রবেশ করিও। তথায় সূর্যকান্তি দেবরূপী মহর্ষিগণ দেবগণের প্রার্থনা-ক্রমে বাস করিয়া আছেন। উহার পর মানস পর্বত। পূর্বে ঐ স্থানে অনঙ্গদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। তথায় বৃক্ষ নাই এবং দেবতা রাক্ষস প্রভৃতি প্রাণিগণও গমন করিতে পারে না।

পরে মৈনাক পর্বত। উহাতে ময় দানবের একটি প্রাসাদ আছে। তিনি স্বয়ং ঐ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন। উহার ইতস্ততঃ তুরঙ্গবদনা স্ত্রীদিগের আলয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা ঐ পর্বত অতিক্রমপূর্বক সিদ্ধাশ্রমে গমন করিও। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি নিষ্পাপ তপঃসিদ্ধ তাপসেরা বাস করিতেছেন। তোমরা উঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্বক সবিনয়ে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসিও। ঐ আশ্রমে বৈখানস ঋষিগণের স্বর্ণসরোজপূর্ণ একটি সরোবর আছে। তথায় অরুণবর্ণ হংসেরা বিচরণ করিতেছে এবং কুবেরবাহন সার্বভৌম নামে হস্তী করিণী সমভিব্যাহারে পর্যটন করিয়া থাকে।

পরে একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। ঐ স্থানে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্র নাই এবং মেঘও দৃষ্ট হয় না। উহা সততই নিস্তব্ধ আছে। তথায় তপঃসিদ্ধ দেবকল্প মহর্ষি-গণ বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন। উঁহাদিগের দেহপ্রভা সূর্যজ্যোতিবৎ প্রদীপ্ত, তদ্দ্বারা ঐ প্রদেশ আলোকিত হইতেছে। উহার পর শৈলোদা নদী, ঐ নদীর উভয় তীরে কীচকবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। সিদ্ধগণ তাহা ধারণপূর্বক পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

অনন্তর উত্তর কুরু। উহা কৃতপুণ্যদিগের বাসস্থান; তথায় বহুসংখ্য নদী ও উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। ঐ সকল নদী ও সরোবরে স্বর্ণের রক্তোৎপল এবং নীল বৈদূর্যের পত্র দৃষ্ট হয়। তীরে বিম্বাকার মুক্তাফল এবং মহামূল্য মণি ও স্বর্ণ। তথাকার দীর্ঘিকাসকল রক্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। উহার ইতস্ততঃ রত্নপর্বত এবং নানাপ্রকার বৃক্ষ আছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষের গন্ধ রস ও স্পর্শ উৎকৃষ্ট, ফল পুষ্প সততই জন্মে এবং শাখা-প্রশাখায় কলকণ্ঠ পক্ষী আছে। বৃক্ষ হইতে বিচিত্র বস্ত্র, মুক্তাখচিত বৈদূর্যজড়িত স্ত্রীপুরুষের যোগ্য সর্বকাল-সুখসেব্য অলঙ্কার, আস্তরণশোভী শয্যা, মনোহর মাল্য, তৃপ্তিকর অন্নপান এবং সুরূপা গুণবতী যুবতীসকল উৎপন্ন হইতেছে। তথায় উজ্জ্বলদেহ সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, ও কিন্নর আছে। উহারা পুণ্যবান ও ভোগাসক্ত, রমণীগণের সহিত সততই ক্রীড়া করিতেছে। ঐ স্থানে প্রীতিকর গীতবাদ্য ও হাস্যের

কোলাহল শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তথায় সকলেই হৃষ্ট এবং তথায় নিয়তই নানাপ্রকার মনোহর ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

অনন্তর উত্তর সমুদ্র। উহার মধ্যে স্বর্ণময় সোমগিরি আছে। সেই স্থানে সূর্যোদয় না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, যেন ঐ প্রদেশ সূর্যশ্রীশূন্য নহে। তথায় বিশ্বব্যাপী দেবপ্রধান ভগবান্ শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি রুদ্রমূর্তি ও বিশ্বভাবন। তোমরা উত্তর কুরু অতিক্রমপূর্বক আর যাইও না। সোমগিরি সুরগণেরও অগম্য। উহাতে কেহই গমন করিতে পারে না। তোমরা দূর হইতে উহা দর্শন করিয়া শীঘ্র আসিও। উহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম স্থান; আমরা তাহার কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্ষণে যে-সমস্ত দেশ নির্দেশ করা গেল এবং যতগুলি অনির্দিষ্ট রহিল, তোমরা সর্বত্রই যাইও। সীতার উদ্দেশ করিতে পারিলে রামের এবং আমার সবিশেষ প্রীতির হইবে। বলিতে কি, আমি তোমাদিগকে সপরিবারে পরম সমাদরে রাখিব এবং তোমরাও অন্যের আশ্রয় লইয়া প্রিয়তমার সহিত নিষ্কণ্টকে পৃথিবীতে পর্যটন করিতে পারিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর হনুমানের উপর কার্যসিদ্ধির সম্যক্ প্রত্যাশা করিয়া কহিলেন, বীর! তোমার গতি পৃথিবী, আকাশ ও দেবলোকেও প্রতিহত হয় না। তুমি অসুর, গন্ধর্ব, উরগ, মনুষ্য ও দেবলোক সমস্তই জ্ঞাত আছ। তোমার গতি বেগ তেজ ও ক্ষিপ্রকারিতা নিজ পিতা অনিলেরই তুল্য। এই জীবলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী হয় নাই, হইবেও না। এক্ষণে যাহাতে জানকীর অনুসন্ধান হয়, তুমি তাহাই চিন্তা কর। নীতিবিশারদ! তোমার বল বুদ্ধি ও উৎসাহ অসাধারণ, তুমি নীতি নিরূপণ ও দেশকালের অনুসরণ করিতে পার।

তখন রাম মনে করিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব হনুমানকেই কার্যনির্বাহে সমর্থ বুঝিতেছেন, এবং আমারও বোধ হয়, হনুমান হইতেই কার্যোদ্ধার হইবে। ইঁহার বল বুদ্ধি সম্যক্ পরীক্ষিত, সুগ্রীব ইঁহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, সুতরাং ইঁনি জানকীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলে যে কৃতকার্য হইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

রাম এইরূপ চিন্তা করিয়া যেন ইষ্টলাভে হৃষ্ট হইলেন, এবং জানকীর প্রত্যয়ের জন্য হনুমানের হস্তে স্বনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় প্রদানপূর্বক কহিলেন, বীর! আমি যে তোমায় প্রেরণ করিলাম, জানকী এই অভিজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিবেন এবং তোমাকে অশঙ্কিত মনে দেখিবেন। তোমার যাদৃশ অধ্যবসায় এবং যেরূপ বলবীর্য, ইহাতে আমার যে কার্যসিদ্ধি হইবে, আমি তদ্বিষয়ে কিছুই সংশয় করি না।

তখন হনুমান ঐ অঙ্গুরীয় কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণপূর্বক রামকে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার চতুর্দিকে মহাবল বানরসৈন্য, তিনি নির্মল নভোমণ্ডলে তারকাবেষ্টিত অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন।

পরে রাম কহিলেন, পবনকুমার! তুমি সিংহবিক্রম ও মহাবীর; আমি তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলাম; এক্ষণে তুমি যেরূপে জানকীরে দেখিতে পাও তাহাই করিও।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ॥ পরে সুগ্রীব রামের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশে বানরদিগকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বীরগণ! আমি যেরূপ আদেশ করিলাম, তোমরা গিয়া তদনুসারে সীতাকে অন্বেষণ করিয়া আইস।

অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের এই উগ্র শাসন শিরোধার্য করিয়া লইল এবং পতঙ্গবৎ দলে দলে ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবল শতবলি হিমাচলশোভিত উত্তরে, যূথপতি বিনত পূর্বে, এবং হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণকে লইয়া দক্ষিণে, এবং সুষেণ ভীষণ পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। সুগ্রীব প্রত্যেককে যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক দিকে নিয়োগ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। রামও সীতাপ্রাপ্তিকাল প্রতীক্ষায় লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরগণ স্ব-স্ব নির্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে চলিল। গমনকালে কেহ গর্জন কেহ সিংহনাদ কেহ বা চীৎকার আরম্ভ করিল। সকলেই কহিতে লাগিল, আমি রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিব। কেহ কহিল, না, তোমরা থাক, আমিই একাকী রাবণকে বধ করিয়া, পাতাল হইতেও শ্রমকম্পিতা সীতাকে আনিব। কেহ কহিল, আমি বৃক্ষ দগ্ধ করিব, পর্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং সাগর পর্যন্ত শোষণ করিব। কেহ কহিল, আমি এক যোজন লম্ফ দিব; অপরে কহিল, আমি দশ সহস্র যোজন লম্ফ প্রদান করিব। কেহ কেহ বা কহিল, আমার গতি পৃথিবী পর্বত সমুদ্র বন ও পাতালেও প্রতিহত হয় না, আমি সর্বত্রই পর্যটন করিব। তৎকালে বানরগণ বীর্যমদে উন্মত্ত হইয়া এইরূপ নানাপ্রকার আস্ফালন করিতে লাগিল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ॥ অনন্তর বানরেরা সীতার উদ্দেশে প্রস্থান করিলে রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, সখে! বল, তুমি কি প্রকারে পৃথিবীর সকল স্থান জানিতে পারিলে?

তখন প্রণতস্বভাব সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন, সখে! আমি এই বিষয় অবিকল সমস্তই কহিতেছি, শুন। একদা বালী মহিষরূপী দুন্দুভি নামক কোন এক দানবকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হন। তদ্দর্শনে দানব ভীত হইয়া মলয়গিরির এক গুহায় প্রবেশ করে। বালীও উহার অনুসরণক্রমে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হন। ঐ সময় আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় বিনীতভাবে গুহাদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলাম। সংবৎসরকাল অতীত হইয়া গেল তথাচ তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন না।

অনন্তর আমি অতিশয় বিস্মিত এবং ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইলাম।

ফলতঃ তৎকালে আমার সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৈকল্যই ঘটিয়াছিল; বুঝিলাম, বালী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তখন আমি দুন্দুভিকে বিবরে অবরোধপূর্বক বধ করিব ইহাই স্থির করিলাম, এবং শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার আচ্ছাদিত রাখিলাম। মহাবীর বালীর জীবিতকল্পে আমার বিলক্ষণ সংশয় জন্মে, সুতরাং আমি কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন করিলাম, এবং বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য গ্রহণপূর্বক মিত্রগণের সহিত তারা ও রুমাকে লইয়া নির্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে কপিরাজ দুন্দুভিকে নিপাতপূর্বক আগমন করিলেন। তখন আমি ভ্রাতৃগৌরব ও ভয়ে জড়ীভূত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য অর্পণ করিলাম। কিন্তু ঐ দুষ্টস্বভাব আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিলেন, আমার বিনাশেই তাঁহার সম্পূর্ণ অভিলাষ হইল।

অনন্তর আমি এই ব্যাপার অবগত হইয়া প্রাণের আশঙ্কায় মন্ত্রিবর্গের সহিত পলায়ন করিলাম। বালীও আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি এই উপলক্ষে নানা নগর ও নদী দেখিলাম। তৎকালে এই পৃথিবী আমার চক্ষে গোষ্পদবৎ, ভ্রমণবেগে অলাতচক্রবৎ, এবং দৃশ্য পদার্থের সুস্পষ্টতানিবন্ধন দর্পণতলবৎ বোধ হইতে লাগিল। সখে! প্রথমে আমি পূর্বদিকে যাই; তথায় নানাপ্রকার বৃক্ষ, গুহাগহন গিরি ও রমণীয় সরোবর দেখি। ধাতুরঞ্জিত উদয়াচল এবং অপ্সরোগণের বিহারস্থান ক্ষীরোদ সমুদ্রও দর্শন করি। এদিকে বালী আমার অনুসরণক্রমে সেই দিকে উপনীত। তখন আমি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণাভিমুখী হইলাম। ঐ স্থানে বিন্ধ্যগিরি এবং নিবিড় চন্দন বন। বালীও তথায় গিয়া বৃক্ষ ও পর্বতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। তদ্দর্শনে আমি ভীত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলাম, এবং নানা দেশ ও অস্তাচল দেখিতে পাইলাম। সকল স্থলেই বালী আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন। অনন্তর আমি উত্তর দিকে চলিলাম, এবং হিমাচল, সুমেরু ও উত্তর সমুদ্র পর্যটন করিলাম, কিন্তু কোন স্থানেও আশ্রয় পাইলাম না।

তখন ধীমান্ হনুমান আমাকে কহিলেন, দেখ, পূর্বকালে মহর্ষি মতঙ্গ উদ্দেশে বালীকে এইরূপ অভিশাপ দেন যে, অতঃপর যদি বালী আমার এই আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। রাজন্! এক্ষণে এই কথা আমার স্মরণ হইল। সুতরাং মতঙ্গাশ্রমে বাস আমাদিগের সুখের ও নিরুদ্বেগের হইবে।

অনন্তর আমি ঐ আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করিতে লাগিলাম। বলিতে কি, বালী মহর্ষি মতঙ্গের শাপভয়ে তন্মধ্যে আর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সখে! আমি এইরূপে সমগ্র ভূমণ্ডল প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ॥ এদিকে বানরগণ জানকীর অনুসন্ধানার্থ মহাবেগে যাইতেছে এবং শৈল কানন সরোবর ও নদীবহুল দেশসমুদয় অন্বেষণ করিতেছে। উহারা বহু যত্নে সমস্ত দিন পর্যটন করে এবং যথায় সমস্ত ঋতুশ্রী বিরাজমান, বৃক্ষসকল ফলপুষ্পে পূর্ণ, সেই স্থানে রাত্রিযোগে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে।

এইরূপে প্রস্থান-দিবস হইতে গণনায় ক্রমশঃ মাস পূর্ণ হইয়া আসিল।

তখন বানরেরা সীতার উদ্দেশে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। মহাবীর বিনত মন্ত্রিবর্গের সহিত পূর্ব দিক হইতে, শতবলি উত্তর দিক হইতে এবং সুষেণ সসৈন্যে ভীতমনে পশ্চিম দিক হইতে আগমন করিতে লাগিল। কপিরাজ সুগ্রীব রামের সহিত প্রস্রবণ শৈলে উপবিষ্ট ছিলেন; সকলে তাঁহার সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিল, রাজন্! আমরা পর্বত ও নিবিড় বন অন্বেষণ করিয়াছি, নদী, সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপ ও জনপদ দেখিয়াছি, লতাজালজটিল গুল্ম এবং আপনার নির্দিষ্ট গুহাসকল অনুসন্ধান করিয়াছি, দুর্গম বিষম প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ জীবজন্তু অন্বেষণ ও হনন করিয়াছি; আমরা এই সমস্ত স্থান পুনঃ পুনঃ পর্যটন করিলাম তথাচ জানকীরে পাইলাম না। রাজন্! তিনি যেদিকে, পবনকুমার তদভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। হনুমানের বলবীর্য অসাধারণ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে যাঁহারা আছেন তাঁহারাও মহাবীর, তিনি যে সীতার উদ্দেশ লইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে মহাবীর হনুমান তার ও অঙ্গদের সহিত দক্ষিণ দিক পর্যটন করিতেছেন। তিনি অন্যান্য বানর সমভিব্যাহারে দূরপথ অতিক্রম করিয়া বিন্ধ্যাচলে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তত্রত্য গুহা, গহন বন, নদ, নদী, দুর্গ, সরোবর ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সকল স্থানই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলেন না।

অনন্তর সকলে পর্যটনক্রমে নানাপ্রকার ফলমূল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দুষ্প্রবেশ বিস্তীর্ণ প্রদেশ জলশূন্য ও জনশূন্য, উহারা তাদৃশ ঘোর অরণ্য বিচরণপূর্বক অধিকতর কাতর হইয়া পড়িল, এবং ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অশঙ্কিত মনে অন্যত্র গমন করিল। তথায় বৃক্ষের ফল পুষ্প ও পত্র নাই, নদী শুষ্ক, সুদৃশ্য সুকোমল ভৃঙ্গসঙ্কুল সুগন্ধী পদ্মের বিকাশ নাই, মূল সুলভ নহে, হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ প্রভৃতি পশু ও পক্ষী দৃষ্ট হয় না, এবং ওষধি ও লতাও দুর্লভ।

পূর্বে ঐ বনে কণ্ডু নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি সত্যবাদী ও ক্রোধ-পরায়ণ, নিয়মপ্রভাবে তাঁহাকে নিতান্ত দুর্ধর্ষ বোধ হইত। কণ্ডুর দশ বৎসরের একটি পুত্র ছিল। ঐ ঘোর অরণ্যে তাহার মৃত্যু হয়। তদ্দর্শনে কণ্ডু যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠেন এবং সমগ্র বনকে অভিসম্পাত করেন। বলিতে কি, তদবধি ঐ স্থানের এইরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে। বানরগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উহার প্রান্তদেশ গিরিগুহা ও নদীর মূলসকল অন্বেষণ করিল; কিন্তু কোথাও সীতা বা রাবণের উদ্দেশ পাইল না।

অনন্তর বানরেরা তথা হইতে অন্য বনে চলিল। ঐ স্থান তরুলতাগহন ও ভীষণ; উহারা তন্মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সহসা এক ভয়ঙ্কর অসুরকে দেখিতে পাইল। অসুর পর্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড, বরগর্বে অমরগণ হইতেও ভীত নহে। বানরগণ উহাকে দেখিবামাত্র কটিতট দৃঢ়তর বন্ধন করিতে লাগিল। তখন অসুর উহাদিগকে কহিল, দেখ্, তোরা এই দণ্ডেই মরিলি, এই বলিয়া সে ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ রাবণবোধে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উহাকে তলপ্রহার করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ

প্রহারবেগে কাতর হইয়া শোণিত উদ্গারপূর্বক প্রক্ষিপ্ত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পড়িল।

অনন্তর গর্বিত বানরগণ গহন গুহা অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং উহা সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, আর একটি গহ্বরে প্রবেশ করিল। অনন্তর সকলে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, পর্যটনশ্রমে যারপরনাই ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং একান্ত নিরুৎসাহ হইয়া নির্জনে এক বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ ইত্যবসরে সুবিজ্ঞ অংগদ বানরগণকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, বানরগণ! আমরা বন পর্বত নদী দুর্গ ও গুহাসকল অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না এবং যে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, সেই দুরাচার নিশাচরকেও দেখিলাম না। এক্ষণে নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল। রাজা সুগ্রীবের শাসন অতি কঠোর; আইস, আমরা দুঃখক্লেশ তুচ্ছ করিয়া এখনও এই দুর্গম বন অনুসন্ধান করি। শোক আলস্য ও নিদ্রাবেশ দূর করা আবশ্যক; দক্ষতা ও সাহস কার্যসিদ্ধির কারণ; যত্ন ও পরিশ্রমের ফল অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে হতাশ হইও না, সাহস আশ্রয় কর। সুগ্রীব উগ্রস্বভাব, তাঁহার শাসনও ভীষণ, সুতরাং তাঁহাকে ও মহাত্মা রামকে ভয় করিতে হইবে। বানরগণ! আমি তোমাদের সকলকে হিতোদ্দেশেই এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে ইহা সংগত হইল কি না, বল।

গন্ধমাদন শ্রমকাতর ও পিপাসার্ত ছিল। সে বীর অংগদের এই কথা শুনিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, দেখ, যুবরাজ যাহা কহিলেন, ইহা সংগত হিতজনক ও অনুকূল। আইস, আমরা পুনর্বার সুগ্রীবনির্দিষ্ট শৈল, শিলা, গিরিদুর্গ, শূন্য কানন ও প্রস্রবণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

অনন্তর বানরগণ গাত্রোত্থান করিল, এবং গহন বন ও প্রস্রবণসকল অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ঐ স্থানে শারদীয় জলদকান্তি রজত পর্বত বিরাজমান; উহারা ঐ পর্বতে আরোহণ করিল এবং জানকীর দর্শন পাইবার জন্য রমণীয় লোধ্র ও সপ্তপর্ণের বনে বিচরণ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ পর্যটনশ্রমে সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ঐ পর্বতের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবতীর্ণ হইল। উহাদের মন উদ্‌ভ্রান্ত ও বিকল হইয়া গিয়াছে। উহারা এক বৃক্ষমূলে আশ্রয়পূর্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল এবং গতক্লম হইয়া উৎসাহের সহিত পুনর্বার বিন্ধ্যপর্বত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চাশ সর্গ ॥ হনুমান তার ও অংগদের সহিত বিন্ধ্যাচলে আরোহণপূর্বক হিংস্র জন্তুসংকুল গুহা, সংকটস্থল ও প্রস্রবণসকল অন্বেষণ করিয়া নৈর্ঋত দিকের শিখরে উত্থিত হইলেন। উহা সুবিস্তীর্ণ গুহাগহন ও দুর্গম। তৎকালে গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ ও জাম্ববান প্রভৃতি বানরগণ পরস্পর পরস্পরের অদূরবর্তী হইয়া জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। ঐ স্থানে একটি অনাবৃত গর্ত আছে, নাম ঋক্ষবিল; উহা দানবরক্ষিত, লতাজাল-সংবৃত ও বৃক্ষবহুল; ফলতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করা অতিশয় সুকঠিন। বানরগণ

ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতেছিল, ইত্যবসরে সহসা ঐ বিস্তীর্ণ গর্ত দেখিতে পাইল। গর্ত হইতে হংস ক্রৌঞ্চ ও সারসগণ নিষ্ক্রান্ত হইতেছে এবং চক্রবাকসকল পদ্মপরাগে রঞ্জিত হইয়া জলার্দ্রদেহে আসিতেছে। বানরগণ উহা নিরীক্ষণপূর্বক ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং উহার সন্নিহিত হইবামাত্র হর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিল, গর্তে নানাপ্রকার জীবজন্তু আছে; উহা দুর্দর্শ, দুষ্প্রবেশ্য ও ভীষণ, যেন দানবরাজের নিভৃত বাসের সম্যক্ উপযুক্ত স্থান।

অনন্তর হনুমান অরণ্যসঞ্চারনিপুণ বানরগণকে কহিলেন, আমরা এই পার্বত্যপ্রদেশ পর্যটনপূর্বক ক্লান্ত হইয়াছি, পিপাসায় আমাদিগের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখ, এই বিলদ্বার হইতে হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাকগণ জলার্দ্র দেহে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, এবং দ্বারস্থ বৃক্ষের পত্রগুলিও রসার্দ্র। এই লক্ষণে স্পষ্টই বোধ হয়, গর্তের অভ্যন্তরে কূপ বা হ্রদ আছে। এক্ষণে আইস, আমরা ইহাতে প্রবেশ করি।

অনন্তর সকলে ঐ গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভীষণ। ইতস্ততঃ মৃগ, পক্ষী ও সিংহসকল সঞ্চরণ করিতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে বানরগণের দৃষ্টি তেজ ও পরাক্রম কিছুতেই প্রতিহত হইল না। উহারা ঐ গাঢ় তিমিরে পরস্পরকে ধারণপূর্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল এবং রমণীয় স্থান ও নানাপ্রকার বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক যোজন অতিক্রম করিল। সকলের সংজ্ঞা বিলুপ্ত, সকলেই তটস্থ, পিপাসার্ত ও জলার্থী হইয়া অবিশ্রান্ত যাইতেছে' সকলের দেহ শীর্ণ, মুখ মলিন এবং সকলেই প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ।

ইত্যবসরে সহসা আলোক দৃষ্ট হইল। উহারাও গতিপ্রসঙ্গে একটি বনে প্রবেশ করিল। তথায় অন্ধকারের লেশমাত্র নাই, জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ স্বর্ণের বৃক্ষসকল রহিয়াছে। শাল, তাল. তমাল, পুন্নাগ, বঞ্জুল, ধব, চম্পক, নাগ ও কুসুমিত কর্ণিকার বিচিত্র স্বর্ণের স্তবক. শেখর, রক্তবর্ণ পল্লব ও লতাজালে অপূর্ব শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষ তরুণ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, মূলে বৈদূর্যময় বেদি। তথায় কোথাও নীল বৈদূর্যবর্ণ ভ্রমরপূর্ণ পদ্মলতা, কোথাও স্বচ্ছসলিল সরোবর, তন্মধ্যে স্বর্ণের মৎস্য ও উৎকৃষ্ট পদ্ম রহিয়াছে। কোথাও বৈদূর্যখচিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সপ্ততল গৃহ, উহাতে স্বর্ণের গবাক্ষ মুক্তাজালে আবৃত আছে। কোথাও প্রবালতুল্য বৃক্ষসকল ফলপুষ্পে অবনত, কোথাও স্বর্ণের ভ্রমর, কোথাও মণিকাঞ্চনচিত্রিত বিবিধ শয্যা ও আসন, কোন স্থানে স্বর্ণ রজত ও কাংস্যের পাত্র, কোথাও দিব্য অগুরু ও চন্দনের স্তূপ, কোথাও পবিত্র ফলমূল, কোথাও বিচিত্র কম্বল, কোথাও মহামূল্য যান ও স্বাদু মদ্য, এবং কোথাও বা উৎকৃষ্ট বস্ত্র; বানরগণ ঐ গুহামধ্যে ইতস্ততঃ এই সমস্ত দেখিতে পাইল।

পরে উহারা অদূরে একটি তাপসীকে দেখিল। তাঁহার পরিধান চীর ও কৃষ্ণাজিন এবং আহার পরিমিত। তিনি স্বতেজে হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতেছেন। বানরগণ উঁহাকে দেখিবামাত্র যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল এবং উঁহার চতুর্দিক বেষ্টনপূর্বক দণ্ডায়মান রহিল।

অনন্তর হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ বর্ষীয়সীকে অভিবাদনপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, তাপসি! বলুন, আপনি কে? এবং এই গৃহ, গর্ত ও রত্নসমস্তই বা কাহার?

একপঞ্চাশ সর্গ॥ হনুমান ঐ সর্বভূতহিতকারিণী ধর্মচারিণীকে পুনর্বার কহিলেন, তাপসি! আমরা শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া, সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন গর্তে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই স্থানের সমস্তই অদ্ভুত; দেখিয়া চকিত ভীত ও হতজ্ঞান হইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই রক্তবর্ণ স্বর্ণময় বৃক্ষ ফলপুষ্পে অবনত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, এ-সকল কাহার? ঐ পবিত্র ভক্ষ্য ফলমূল, এই মুক্তাজালখচিত গবাক্ষশোভিত স্বর্ণ ও রজতের গৃহ, এই স্বর্ণের বিমান, ঐ নির্মল জলে স্বর্ণের পদ্ম, এবং এই স্বর্ণের মৎস্য ও কচ্ছপই বা কাহার? তাপসি! ইহা কি আপনার প্রভাব? না অন্য কাহারও তপোবল? ফলতঃ আমরা ইহার কিছুই জানি না, আপনি সমস্তই বলুন।

তখন তাপসী কহিলেন, বৎস! পূর্বে ময় নামে কোন এক মায়াবী দানব ছিল। সে দানবদলে বিশ্বকর্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ ময় অরণ্যে সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে, এবং তাঁহারই বরে শিল্পজ্ঞান অধিকারপূর্বক মায়াবলে এই স্বর্ণের বন ও দিব্য গৃহ নির্মাণ করিয়াছে।

অনন্তর দানবরাজ ময় এই বনে কিছুকাল সুখে অধিবাসপূর্বক এই সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় হেমা নাম্নী এক অপ্সরাতে উহার অনুরাগ জন্মে। তদ্দর্শনে সুররাজ স্ববিক্রমে বজ্র দ্বারা উহাকে নিপাত করেন। পরে ব্রহ্মা হেমাকে এই উৎকৃষ্ট বন, এই স্বর্ণের গৃহ এবং এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন। আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা; নাম স্বয়ংপ্রভা। হেমা আমার প্রিয় সখী। তিনি নৃত্যগীতে অতিশয় নিপুণ। বলিতে কি, আমি তাঁহারই অনুরোধে এই গৃহ রক্ষা করিতেছি। এক্ষণে তোমরা কি উদ্দেশে এই নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়াছ এবং এই স্থানই বা কিরূপে অবগত হইলে? আমি তোমাদিগকে স্বাদু ফলমূল ও পানীয় জল দিতেছি, তোমরা পান-ভোজনে শ্রান্তি দূর করিয়া আনুপূর্বিক সমস্তই বল।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ॥ তাপসী পুনরায় কহিলেন, বানরগণ! যদি ফলমূলে তোমাদের শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, এবং আমূলতঃ সকল উল্লেখ করিতে যদি কোনরূপ সঙ্কোচ না থাকে, ত বল, শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন হনুমান অকপটে কহিতে লাগিলেন, তাপসি! রাজা দশরথের পুত্র

রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীরে লইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি সকলের অধিপতি, ইন্দ্রপ্রভাব ও বরুণবিক্রম। দুরাত্মা রাবণ সেই রামের পত্নীকে জনস্থান হইতে অপহরণ করিয়াছে। কপিরাজ সুগ্রীব তাঁহার প্রিয়সখা, এক্ষণে তিনি আমাদিগকে সীতা ও রাবণকে অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন; আমরাও তদীয় আদেশে দক্ষিণ দিকে আসিয়াছি। দেবি! এই স্থানে বন সমুদ্র সমস্তই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সীতাকে পাইলাম না।

পরে আমরা ক্ষুধার্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় করিলাম। তৎকালে আমাদিগের মুখশ্রী মলিন হইয়াছিল। সকলে বিষণ্ণ এবং সকলেই চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। আমরা কিংকর্তব্য নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন তরুলতাগহন গর্ত দেখিতে পাইলাম। এই গর্ত হইতে হংস, কুরর ও সারসেরা জলার্দ্রদেহে পদ্মপরাগরঞ্জিত পক্ষে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল। তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝিলাম, ইহার অভ্যন্তরে সরোবর আছে।

অনন্তর আমি বানরগণকে কহিলাম, চল, আমরা এই গর্তে প্রবিষ্ট হই। ফলতঃ ইহাতে যে কূপ বা হ্রদ আছে, তৎকালে ইহা সকলেরই অনুমান হইয়াছিল। পরে আমরা পরস্পরের করগ্রহণপূর্বক এই অন্ধকারময় গর্তে প্রবিষ্ট হইলাম।

তাপসি! এই আমাদিগের কার্য, এই উদ্দেশেই আসিয়াছি। আমরা ক্ষুধার্ত ও ক্ষীণ হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম; তুমি আতিথ্য উপলক্ষে যে-সমস্ত ফলমূল প্রদান করিলে, ভক্ষণ করিলাম। আমরা ক্ষুধার উদ্রেকে মৃত-কল্প হইয়াছিলাম, তুমিই সকলকে রক্ষা করিলে; এক্ষণে বল, আমরা তোমার কিরূপ প্রত্যুপকার করিব।

তখন সর্বদর্শিনী স্বয়ংপ্রভা কহিলেন, বানরগণ! আমি তোমাদিগের বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম। ধর্মাচরণই আমার কার্য, এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমার আর স্পৃহা নাই।

অনন্তর হনুমান সুলোচনা তাপসীর এই ধর্মানুকূল বাক্য শ্রবণপূর্বক কহিলেন, ধর্মশীলে! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা সুগ্রীব জানকীর অনুসন্ধানার্থ আমাদিগকে এক মাস সময় নির্ধারিত করিয়া দেন, কিন্তু এই গর্তে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে উদ্ধার কর। আমরা সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘন-পূর্বক প্রাণসংকটে পড়িয়াছি, এবং তাঁহার ভয়ে শঙ্কিত হইতেছি, এক্ষণে তুমি রক্ষা কর। আর্যে! আমাদিগের গুরুতর কার্যের অনুরোধ আছে, কিন্তু এ-স্থানে বদ্ধ থাকিলে সকলই বিফল হইয়া যায়।

তখন তাপসী কহিলেন, দেখ, এই গর্তে প্রবেশ করিলে প্রাণসত্ত্বে নির্গত হওয়া কঠিন। এক্ষণে আমি তপ ও নিয়মবলে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব; তোমরা চক্ষু নিমীলিত কর, নচেৎ কৃতকার্য হওয়া দুষ্কর হইবে।

অনন্তর বানরগণ নির্গমনবাসনায় পুলকিতমনে সুকুমার অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র আবৃত করিল। তখন তাপসী উহাদিগকে নিমেষমাত্রে বিবর হইতে বাহির করিলেন, এবং আশ্বাসপ্রদানপূর্বক কহিলেন, বানরগণ! ঐ অদূরে তরুলতা-গহন শ্রীমান বিন্ধ্যগিরি, এই প্রস্রবণ শৈল এবং ঐ মহাসাগর। এক্ষণে তোমরা কুশলে থাক, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। এই বলিয়া স্বয়ংপ্রভা গর্তমধ্যে

প্রবেশ করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ॥ বানরেরা বহির্গত হইয়া দেখিল, অদূরে ভীষণ সমুদ্র তরঙ্গ বিস্তারপূর্বক গর্জন করিতেছে। উহারা ময়ের মায়াকৃত গিরিদুর্গ পর্যটন-প্রসঙ্গে সুগ্রীবের নির্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়াছিল, এক্ষণে বিন্ধ্যাচলের প্রত্যন্ত দেশে উপবেশনপূর্বক চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে বসন্তকাল উপস্থিত; বৃক্ষ পুষ্পস্তবকে অবনত এবং লতাজালে বেষ্টিত হইয়াছে। তন্দর্শনে উহারা যারপরনাই শঙ্কিত হইয়া মূর্ছিত হইল।

তখন যুবরাজ অঙ্গদ ঐ সকল শান্তপ্রকৃতি বৃদ্ধ বানরকে সসম্মানে সম্ভাষণপূর্বক মধুর বচনে কহিলেন, কপিগণ! আমরা রাজা সুগ্রীবের আদেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু ঐ বিবরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কালবিলম্ব ঘটিয়াছে। দেখ, আমরা কার্তিক মাসের শেষে কালসংখ্যায় বদ্ধ হই, পরে যাত্রা করি; এক্ষণে সেই নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল, অতঃপর কর্তব্য কি, অবধারণ কর। তোমরা নীতিনিপুণ, সুবিখ্যাত, রণদক্ষ ও কার্যক্ষম। সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে আমায় সমভিব্যাহারে লইয়া নির্গত হইয়াছ; কিন্তু যখন এইরূপ অকৃতকার্য হইলে, তখন নিশ্চয়ই তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত। কপিরাজের আজ্ঞা পালন না করিয়া কে সুখী থাকিতে পারে? এক্ষণে নিরূপিত কাল অতীত হইয়াছে, সুতরাং আজই প্রায়োপবেশন করা আমাদিগের উচিত। সুগ্রীব স্বভাবতঃ উগ্র, প্রভুভাবে বিরাজ করিতেছেন, আমরা অপরাধী, তিনি কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। যখন সীতার উদ্দেশ হইল না, তখন নিশ্চয় প্রতিফল দিবেন। অতএব আজি গৃহ, ঐশ্বর্য, স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া এখানে প্রায়োপবেশন কর। আমরা প্রতিগমন করিলে রাজা নির্দয়রূপে দণ্ড করিবেন. অতএব এই স্থানেই আমাদের মৃত্যু শ্রেয়। দেখ, কপিরাজ স্বয়ং কিছু আমাকে যৌবরাজ্য দেন নাই, বীর রামই ইহার কারণ। আমার উপর পূর্বাবধিই সুগ্রীবের বৈর বদ্ধমূল হইয়া আছে, এক্ষণে তিনি এই ব্যতিক্রম পাইলে আমাকে গুরুতর দণ্ড করিবেন। তৎকালে আত্মীয়স্বজন আর কেন আমাকে বিপন্ন দেখিবেন, আমি এখানে এই পবিত্র সাগরতটে প্রায়োপবেশন করিব!

বানরগণ কুমার অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া করুণকণ্ঠে কহিতে লাগিল. সুগ্রীব উগ্রস্বভাব, রাম স্ত্রৈণ, নির্দিষ্ট কালও অতিক্রান্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমরা জানকীর উদ্দেশ না লইয়া গেলে সুগ্রীব আমাদিগকে রামের প্রীতির জন্য বধ করিবেন। অপরাধ সত্ত্বে প্রভুর নিকট গমন নিষিদ্ধ। আমরা সুগ্রীবের সর্বপ্রধান অনুচর আসিয়াছি, এক্ষণে হয় অনুসন্ধানে জানকীর সংবাদ লইয়া দিব, নচেৎ এই স্থানেই মরিব।

তখন মহাবীর তার বানরদিগকে ভীত দেখিয়া কহিল, কপিগণ! বিষণ্ণ হইও না, এক্ষণে যদি সকলের অভিপ্রায় হয় ত আইস, আমরা এই গর্তে বাস করি। এই গর্ত ময়ের মায়ারচিত ও দুর্গম, ইহাতে পানভোজনের সুবিধা আছে, এবং পুষ্প ও জলও যথেষ্ট। ইহার মধ্যে থাকিলে, কি ইন্দ্র, কি রাম, কি সুগ্রীব কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না।

তখন বানরগণ এই অনুকূল বাক্য শ্রবণপূর্বক পুলকিত মনে কহিল, দেখ, যাহাতে আমাদিগের মৃত্যু না হয়, আজ অনন্যকর্মা হইয়া তাহাই কর।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিযুক্ত চতুর্দশ গুণসম্পন্ন ও সামাদি প্রয়োগে সুনিপুণ। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বিক্রমে পিতা বালীরই অনুরূপ। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের, সেইরূপ তিনি শশাঙ্কশোভন তারের মন্ত্রণা শুনিতেছেন। তাঁহার তেজ ও বীর্য শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি সুগ্রীবের কার্য সাধনার্থ যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। সর্বশাস্ত্রবিৎ হনুমান উঁহার ভাবগতিতে বুঝিলেন, বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য উঁহার ভোগে নাই। তিনি ভাবান্তর জন্মাইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং বাক্‌কৌশলে বানরগণের মতভেদ করিয়া দিলেন।

অনন্তর হনুমান রোষোপশমন ভীষণ বাক্যে অঙ্গদকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, যুবরাজ! তুমি বালী অপেক্ষা রণদক্ষ এবং তাঁহারই ন্যায় কপিরাজের ভার বহন করিতে পারিবে। কিন্তু বানরজাতি স্বভাবতঃ চঞ্চলমতি; অনুরাগের কথা স্বতন্ত্র, ইহারা এই স্থানে স্ত্রীপুত্রবিহীন থাকিলে কখনই তোমার আজ্ঞা সহিবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, এই জাম্ববান, নীল, সুহোত্র ও আমি, তুমি, আমাদিগকে সামদানাদি রাজগুণে, অধিক কি, দণ্ড দ্বারাও সুগ্রীব হইতে ভেদ করিয়া লইতে পারিবে না। প্রবল দুর্বলের সহিত বিরোধাচরণপূর্বক থাকিতে পারে, কিন্তু দুর্বলের আত্মরক্ষা আবশ্যক, সুতরাং বিরোধে অনর্থ ঘটিবে। তুমি তারের বাক্যপ্রমাণ ঐ গর্ত নিরাপদ অনুমান করিতেছ, কিন্তু লক্ষ্মণের পক্ষে ইহার বিদারণ অকিঞ্চিৎকর কথা। পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ঐ গর্তের অতি অল্পই ক্ষতি করেন, কিন্তু বলিতে কি, লক্ষ্মণের বাণ উহা পত্রপুটবৎ অক্লেশেই ভাঙিয়া ফেলিবে। তাঁহার শর বজ্রসার ও পর্বতভেদ-পটু। বীর! তুমি যখনই গর্তে বাস করিবে, তখনই বানরেরা তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে। স্ত্রীপুত্রচিন্তায় উৎকণ্ঠিত, দুঃখশয্যায় লুণ্ঠিত, ও ক্ষুধার্ত হইয়া কখন তোমার অনুরোধ রাখিবে না। তৎকালে তুমি সুহৃৎ ও হিতার্থী বন্ধুশূন্য হইয়া সামান্য তৃণস্পন্দনেও শঙ্কিত হইবে।

কিন্তু যদি আমাদিগের সহিত বিনীতভাবে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হও, তাহা হইলে তিনি ক্রমপ্রাপ্ত বলিয়া তোমায় রাজ্য দান করিবেন। সুগ্রীব ধর্মশীল ব্রতনিষ্ঠ সত্যপরায়ণ ও পবিত্র; তোমার প্রতি তাঁহার অতিমাত্র স্নেহ আছে, তিনি কখন তোমাকে বধিবেন না। কপিরাজ নিরবচ্ছিন্ন তোমার জননীকে ভালবাসিয়া থাকেন; অধিক কি, উঁহাকে প্রীতি প্রদর্শন করিবার জন্যই তাঁহার জীবন; তোমার জননীরও আর সন্তান নাই; অতএব অঙ্গদ! এক্ষণে গৃহে চল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ অঙ্গদ হনুমানের এই ধর্মসঙ্গত প্রভুভক্তিযুক্ত ও বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বীর! স্থৈর্য, পবিত্রতা, সারল্য, অনৃশংসতা ও ধৈর্য এই সমস্ত গুণ সুগ্রীবের কিছুমাত্র নাই। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই জননীসম তৎপত্নীকে গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত জঘন্য। বালী ঐ দুরাচারকে রক্ষক-স্বরূপ দ্বারে নিয়োগ করিয়া, বিলপ্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট প্রস্তর দ্বারা গর্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, সুতরাং তাহাকে আর কিরূপে ধর্মজ্ঞ বলিব? যে রামের সহিত সত্যবন্ধনে মিত্রতা করিয়া তাঁহাকেই আবার বিস্মৃত হয়, সে যারপরনাই কৃতঘ্ন। অধর্মের ভয় দূরের কথা, যে কেবল

লক্ষ্মণের ভয়ে জানকীর অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আর ধর্ম্ম কৈ? সুগ্রীব পাপী কৃতঘ্ন ও চপল; সে স্মৃতিশাস্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে, এক্ষণে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আর কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। সে গুণবান্ বা নির্গুণই হউক, আমি শত্রুপুত্র, আমাকে রাজ্য দিয়া নিশ্চয়ই প্রাণে রাখিবে না। আমার বিলপ্রবেশ প্রকাশ হইবে; আমি দুর্বল ও অপরাধী, কিষ্কিন্ধায় গিয়াই বা কিরূপে অনাথের ন্যায় জীবিত থাকিব? সেই নিষ্ঠুর, রাজ্যের কণ্টক দূর করিবার নিমিত্ত উপাংশু বধ বা বন্ধনে আমাকে বিনাশ করিবে। সুতরাং প্রায়োপবেশনই আমার পক্ষে সর্বাংশে শ্রেয়। বানরগণ! তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের অনুজ্ঞা দিয়া গৃহে প্রস্থান কর। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিতেছি, কিষ্কিন্ধায় কখনই যাইব না। তোমরা মহারাজ সুগ্রীবকে, মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে এবং আর্যা রুমাকে আমার প্রণাম জানাইয়া কুশল কহিও। জননী তারা স্বভাবতঃ পুত্রবৎসলা, তিনি আমার বিনাশসংবাদ পাইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন; তোমরা গিয়া তাঁহাকেও প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিও।

অঙ্গদ এই বলিয়া বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদনপূর্বক জলধারাকুল লোচনে দীনবদনে তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন বানরগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং নিরবচ্ছিন্ন বালীর প্রশংসা ও সুগ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর উহারা অঙ্গদকে বেষ্টন করিয়া প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইল, এবং নদীতীরে আচমনপূর্বক পূর্বাভিমুখে দক্ষিণাগ্র দর্ভোপরি উপবেশন করিল। তৎকালে সকলে অঙ্গদের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক মৃত্যু কামনা করিয়া, রামের বনবাস, দশরথের মৃত্যু, জনস্থান বিমর্দন, জটায়ু বধ, সীতাহরণ, বালিবধ ও রামের কোপ আনুপূর্বিক এই সমস্ত বিষয় সভয়ে উল্লেখ করিতে লাগিল। তখন ঐ গিরিশৃঙ্গাকার বানরগণের তুমুল নিনাদ গগনে জলদনাদের ন্যায় প্রস্রবণের ঝর্ঝর রব ভেদ করিয়া উত্থিত হইল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ চিরজীবী সম্পাতি ঐ বিন্ধ্যগিরিতে বাস করিতেন। বিহঙ্গরাজ জটায়ু তাঁহার সহোদর, উঁহার বীরত্ব সর্বত্রই প্রচার আছে। তিনি গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং বানরগণকে মৃত্যুসঙ্কল্পে উপবিষ্ট দেখিয়া পুলকিতমনে কহিলেন, অহো! জীবলোকে কর্মফল প্রাক্তনানুসারেই ঘটিয়া থাকে; আজ বহুদিনের পর এই সমস্ত ভক্ষ্য স্বতই আমার নিকট উপস্থিত। অতঃপর বানরেরা দেহত্যাগ করিলে, আমি পরম্পরাক্রমে ইহাদিগকে ভক্ষণ করিব।

অঙ্গদ ঐ ভক্ষ্যলুব্ধ গৃধ্রের এই কথায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হনুমানকে কহিলেন, ঐ দেখ, স্বয়ং কৃতান্ত বানরগণের বিপদের জন্য বিহঙ্গচ্ছলে আসিয়াছেন। এক্ষণে রামের কার্য হইল না, রাজাজ্ঞা পালনেরও ব্যাঘাত ঘটিল; বানরগণের ভাগ্যে অজানত এই বিপদ উপস্থিত! সকলেই শুনিয়াছ, জটায়ু জানকীর প্রিয়কামনায় কি করিয়াছিলেন। পৃথিবীর তাবৎ লোক, বনের পশুপক্ষীরাও স্নেহ ও করুণার বলে আমাদিগেরই ন্যায় প্রাণপণে রামের কার্য করিতেছে। আইস, আমরাও তাঁহার নিমিত্ত শরীরপাত করি। আমরা ত রামের জন্য অরণ্য বিচরণপূর্বক পরিশ্রান্ত হইলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না। ধর্মনিষ্ঠ জটায়ুই সুখী, তিনি যুদ্ধে রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন,
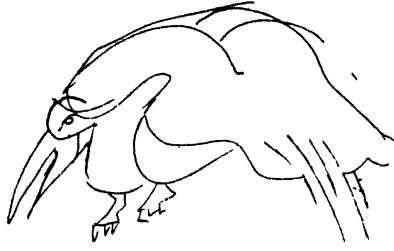
এবং সুগ্রীব হইতে নির্ভয়ে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। দশরথের মৃত্যু, সীতা-হরণ ও জটায়ু বধ আমাদেরই প্রাণসংকট ঘটাইয়াছে। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়া কি অনর্থই করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত বনবাসী হইলেন, বালীর মৃত্যু হইল, অতঃপর রামের ক্রোধে রাক্ষসকুলও নির্মূল হইবে।

তীক্ষ্ণতুণ্ড সম্পাতি এই অসুখের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং ধরাশায়ী বানরগণকে নিরীক্ষণপূর্বক করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, কে আমার হৃৎপিণ্ডে আঘাত দিয়া প্রাণাধিক জটায়ুর মৃত্যু ঘোষণা করিতেছ? আমি বহুদিনের পর আজ তাঁহার এই নাম শুনিলাম। গুণী শ্লাঘ্যবল কনিষ্ঠের নামমাত্র শুনিয়া যারপরনাই পরিতোষ পাইলাম। কপিগণ! কিরূপে জটায়ুর মৃত্যু হইল? কি জন্য রাবণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিল? গুরুবৎসল রাম যাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সেই দশরথের সহিতই বা জনস্থানে কিরূপে মিত্রতা ঘটে? আমার পক্ষ সূর্যের জ্যোতিতে দগ্ধ হইয়াছে, আমি চলৎশক্তিরহিত; ইচ্ছা করি, তোমরা এই গিরিশৃঙ্গ হইতে আমাকে একবার নামাও।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ বানরেরা সম্পাতির সংকল্পে শঙ্কিত ছিল, এক্ষণে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভ্রাতৃশোকে স্খলিত হইলেও আর বিশ্বাস করিল না। উহারা তাঁহাকে দেখিয়া অবধি ক্রূর অনিষ্টই আশংকা করিতেছিল। কহিল, আমরা ত প্রায়োপ-বেশন করিয়া আছি, এক্ষণে যদি ঐ গৃধ্র আমাদিগকে ভক্ষণ করে, তবে অচিরাৎ আমাদেরই বাসনা পূর্ণ হইবে।

অনন্তর অঙ্গদ সম্পাতিকে শৈলশৃঙ্গ হইতে অবতারণপূর্বক কহিলেন, বিহঙ্গ! মহাপ্রতাপ ঋক্ষরাজ আমার পিতামহ। তাঁহার দুই পুত্র,—ধর্মশীল বালী ও সুগ্রীব। বালী আমার পিতা, তাঁহার বীরকার্য সর্বত্রই প্রচার আছে।

এক্ষণে জগতের রাজা ইক্ষ্বাকুবীর রাম পিতৃনিয়োগে ধর্মপথ আশ্রয়-পূর্বক, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীরে লইয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার পত্নীকে বলপূর্বক অপহরণ করে। জটায়ু রামের পিতৃবন্ধু, তিনি তৎকালে রাবণকে আকাশপথে গমন করিতে দেখেন এবং উহার রথ চূর্ণ করিয়া জানকীরে ভূতলে আনয়ন করেন। জটায়ু একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, মহাবল রাবণ অক্লেশেই তাঁহাকে বধ করে। পরে রাম অগ্নিসংস্কার করিলে তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়।

অনন্তর রাম মদীয় পিতৃব্য সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া বালীকে বিনাশ করেন। বালী বহুকাল যাবৎ সুগ্রীবকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন; রাম তাঁহাকে বধ করিয়া সুগ্রীবকেই সমগ্র রাজ্যভার দেন। এক্ষণে সুগ্রীবই বানর-গণের রাজা। তিনি আমাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা দণ্ডকারণ্যের

নানাস্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু রজনীতে সূর্যপ্রভার ন্যায় কোথাও জানকীরে পাইলাম না। পরে সকলে অজানত ময়ের মায়ারচিত বিস্তীর্ণ গর্তে প্রবেশ করি। সুগ্রীব আমাদিগকে যেরূপ সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেন, তন্মধ্যে তাহা অতীত হইয়াছে। আমরা তাঁহার অনুচর, এক্ষণে এইরূপ ব্যতিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া প্রায়োপবেশন করিয়াছি। রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের ক্রোধ উত্তেজনা করিয়া আমরা আর কোথায় গিয়া নিস্তার পাইব!

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন সম্পাতি অংগদের এই সকরুণ বাক্য শ্রবণপূর্বক বাষ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা মহাবল রাবণের হস্তে যাহার মৃত্যুর কথা কহিতেছ, তিনিই আমার কনিষ্ঠ জটায়ু। আমি বৃদ্ধ ও পক্ষহীন হইয়াছি, এইজন্য তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিয়াও সহিলাম! বলিতে কি, ভ্রাতার বৈরশুদ্ধিকল্পে আজ আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। পূর্বে জটায়ু ও আমি বৃত্রাসুর বধের পর ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য ব্যোমমার্গে স্বর্গে যাত্রা করি। আসিবার সময় সূর্যদেবের সন্নিহিত হই। তখন মধ্যাহ্ন কাল; জটায়ু সূর্যের উগ্র তেজে বিহ্বল হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃবাৎসল্যে পক্ষপুট দ্বারা উঁহাকে আবৃত করিলাম। আমার পক্ষ দগ্ধ হইল এবং আমি এই বিন্ধ্যপর্বতে পড়িলাম। বীর! তদবধি আমি এই স্থানে আছি, কিন্তু এক দিনের তরেও জটায়ুর কোন সংবাদ পাই নাই।

অনন্তর অংগদ কহিলেন, বিহগরাজ! যদি জটায়ু তোমার ভ্রাতা হন, যদি আমার কথাগুলি তোমার কর্ণগোচর হইয়া থাকে, এবং যদি রাবণের বাস্তুভূমি অবিদিত না থাকে, তবে বল, সেই অদূরদর্শী রাক্ষস দূরে না নিকটে আছে?

তখন সম্পাতি বানরগণকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, দেখ। আমি পক্ষহীন ও দুর্বল হইয়াছি, তথাচ কেবল মুখের কথায় রামের সহায়তা করিব। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, আমার অবিদিত নাই; দেবাসুর যুদ্ধ ও অমৃতমন্থনও জানি; এক্ষণে জরাই আমাকে নিস্তেজ ও দুর্বল করিয়াছে, নচেৎ আমি রামের কার্য অবশ্য করিতাম। বানরগণ! দেখিয়াছি, একদা দুরাত্মা রাবণ একটি সুরূপা তরুণীকে লইয়া যাইতেছে। ঐ রমণী কম্পমান; রাম ও লক্ষ্মণের নাম গ্রহণপূর্বক রোদন করিতেছেন এবং সর্বাঙ্গের অলংকারসকল ফেলিয়া দিতেছেন। তাঁহাকে বোধ হইল, যেন শৈলশিখরে সূর্যপ্রভা; তাঁহার উৎকৃষ্ট পীত বসন কৃষ্ণকায় রাবণের অংগে সংলগ্ন হইয়া গগনতলে যেন বিদ্যুতের আভা বিস্তার করিতেছে। তিনি রামের নাম লইতেছিলেন, ইহাতেই অনুমান হয় যেন, তিনিই সীতা। এক্ষণে যথায় রাবণ অবস্থান করিতেছে, শুন।

লংকাদ্বীপ ঐ দুরাত্মার বাসস্থান। সে বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের ভ্রাতা। এই শত যোজন সমুদ্রের অপর পারে একটি দ্বীপ দৃষ্ট হইবে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তথায় লংকাপুরী নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার দ্বার ও বেদি স্বর্ণময় এবং প্রাচীর ও প্রাসাদ রক্তবর্ণ। এক্ষণে সীতা ঐ পুরীতে কাল যাপন করিতেছেন। তিনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ, রাক্ষসীরা নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তোমরা লংকায় যাইলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। লংকা চতুর্দিকে সাগররক্ষিত। এক্ষণে তোমরা গিয়া শীঘ্র সমুদ্র পার হও। আমি জ্ঞানবলে

দেখিতেছি, তোমরা ঐ পুরী নিরীক্ষণ করিয়াই ফিরিবে। আকাশে প্রথম পথ ফিঙ্গক ও পারাবতের; দ্বিতীয় পথ কাক ও শুকের; তৃতীয় পথ ভাস, কুরর ও ক্রৌঞ্চের; চতুর্থ শ্যেনের; পঞ্চম গৃধ্রের; ষষ্ঠ বলিষ্ঠ রূপযৌবনগর্বিত হংসের; পরে বৈনতেয়দিগের গতি। আমরা এই শ্রেণীতেই জন্মিয়াছি; আমাদিগের ক্ষমতা অসাধারণ। যাহাই হউক, রাবণ অতি গর্হিত কর্ম করিয়াছে; ভ্রাতার বৈরশুদ্ধির উদ্দেশে যাহা আবশ্যক, তোমাদিগকে কথার সাহায্য করিলে তাহাই ঘটিবে। আমি সৌপর্ণবিদ্যাপ্রভাবে দিব্য চক্ষু পাইয়াছি; তদ্দ্বারা প্রতিনিয়ত লক্ষ যোজনেরও অধিক দেখিতে পাই। আমি এই স্থানে থাকিয়াই জানকী ও রাবণকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কুক্কুটাদির জীবনোপায় তরুমূলে, কিন্তু আমাদিগের স্বতই বহুদূরে; সুতরাং দূরদৃষ্টি আমাদের স্বাভাবিক। বীরগণ! অতঃপর তোমরা সমুদ্র লঙ্ঘনের কোন উপায় দেখ, এবং আমাকেও অবিলম্বে তাহার তীরে লইয়া চল। আমি লোকান্তরিত জটায়ুর তর্পণ করিব।

তখন বানরগণ জানকীর সংবাদ পাইয়া যারপরনাই পুলকিত হইল এবং পক্ষহীন সম্পাতিকে সমুদ্রকূলে লইয়া গিয়া পুনরায় বিন্ধ্যাচলে আনয়ন করিল।

একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ বানরগণ সম্পাতির অমৃতময় বাক্য শ্রবণপূর্বক হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল। তখন জাম্ববান উহাদিগের সহিত ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সম্পাতিকে কহিলেন, বিহঙ্গরাজ! এক্ষণে জানকী কোথায়? কে তাঁহাকে দেখিল এবং কেই বা লইয়া চলিল? তুমি আনুপূর্বিক এই সমস্ত কথা বল, এবং বানরগণকে রক্ষা কর। রামের শর বজ্রবেগগামী, কোন্ নির্বোধ তাঁহার বল বুঝিল না?

অনন্তর সম্পাতি বানরগণকে প্রায়োপবেশনের সংকল্প পরিত্যাগপূর্বক জানকীর বৃত্তান্ত জানিতে সমুৎসুক দেখিয়া অত্যন্তই প্রীত হইলেন এবং পুনর্বার প্রবোধবচনে কহিতে লাগিলেন, বানরগণ! আমি যেরূপে সীতাহরণের কথা শুনিয়াছি, যিনি আসিয়া আমাকে কহেন এবং সেই আকর্ণলোচনা যথায় আছেন, বলিতেছি, শুন।

আমি বহুকাল যাবৎ এই বিশাল দুর্গম বিন্ধ্যপর্বতে পতিত হইয়াছি, এবং এই স্থানে থাকিয়াই বৃদ্ধ ও দুর্বল হইলাম। আমার একটি মাত্র পুত্র, তাহার নাম সুপার্শ্ব। সে যথাকালে আহারসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আমায় পোষণ করিয়া থাকে। গন্ধর্বের কাম, ভুজঙ্গের ক্রোধ, মৃগের ভয় এবং আমাদিগের ক্ষুধাই প্রবল।

একদা সুপার্শ্ব আহার সংগ্রহের জন্য প্রাতঃকালে নিষ্ক্রান্ত হয়, কিন্তু সায়াহ্নে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আইসে। আমি ক্ষুধার উদ্রেকে অস্থির, উহাকে বিস্তর দুর্বাক্য কহিলাম; কিন্তু সে আমায় প্রসন্ন করিয়া কহিল, পিতঃ! আজ আমি যথাকালে আহার সংগ্রহের জন্য আকাশে উড্ডীন হই এবং মহেন্দ্র পর্বতের দ্বার অবরোধপূর্বক অবস্থান করি। ঐ স্থান দিয়া অসংখ্য সামুদ্রিক জীবজন্তু গমনাগমন করিতেছিল, আমি অধোমুখে গিয়া উহাদের পথরোধ করি। কিন্তু দেখিলাম, তথায় এক কজ্জলবর্ণ পুরুষ একটি প্রাতঃসূর্যকান্তি কামিনীকে লইয়া যাইতেছে। ভাবিলাম, আজ আমি ইহাদিগকেই আহারার্থ গ্রহণ করিব। কিন্তু ঐ পুরুষ আমার নিকট আসিয়া সবিনয়ে শান্তবাক্যে পথ ভিক্ষা করিল।

আমার কথা কি, জীবলোকে অতি নীচও শরণাপন্নকে ক্ষমা করিয়া থাকে। আমি উহাকে পথ দিলাম। সে স্বতেজে আকাশকে দূরে ফেলিয়া মহাবেগে চলিল।

অনন্তর গগনচারী সিদ্ধগণ আগমনপূর্বক আমাকে অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষিরা কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি ভাগ্যে ভাগ্যেই জীবিত আছ, ঐ সস্ত্রীক পুরুষ অল্পে অল্পেই চলিয়া গেল। এক্ষণে তোমার স্বস্তি হউক, শান্তি হউক। পরে আমি জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, ঐ বীরপুরুষ রাক্ষসরাজ রাবণ, দেখিলাম, রামের সহধর্মিণী জানকী শোকে বিহ্বল হইয়া আলুলিত কেশে স্খলিত বেশে রাম ও লক্ষ্মণের নাম ধরিয়া রোদন করিতেছেন। পিতঃ! তাই দেখিতে দেখিতেই আমার এইরূপ বিলম্ব ঘটিল।

বানরগণ! আমি সুপার্শ্বের মুখে এই সংবাদ পাইয়াও বীরত্ব প্রকাশের ইচ্ছা করিলাম না। পক্ষহীন পক্ষী কিরূপেই বা কি করিবে। আমার কেবল বাক্‌শক্তি ও বুদ্ধিবল অছে, আমি তোমাদিগের পৌরুষ আশ্রয়পূর্বক ইহা দ্বারা সংকল্প সাধন করিব। রামের যে কার্য আমারও তাহাই। তোমরা দেবগণেরও দুর্জয় ও বুদ্ধিমান, সুগ্রীবের নিয়োগে অতিদূর পথে আসিয়াছ, এক্ষণে প্রকৃত কার্যের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হও। রাম ও লক্ষ্মণের বাণ, ত্রিলোকের ত্রাণ ও নিগ্রহ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তোমরা যেরূপ পরাক্রান্ত, তোমাদিগের পক্ষেও রাবণের বলবীর্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে। অতঃপর আর বিলম্ব করিও না, কোন একটি সদ্‌যুক্তি কর; ভবাদৃশ ধীমানেরা কখনও কোন কার্যে উদাসীন থাকেন না।

ষষ্টিতম সর্গ॥ বিহগরাজ সম্পাতি স্নান-তর্পণ সমাপনপূর্বক বিন্ধ্যাচলে বানরগণে বেষ্টিত হইয়া আছেন, ইত্যবসরে একটি পূর্বকথায় সহসা তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি হর্ষভরে পুনর্বার কহিলেন, দেখ, আমি যে কারণে জানকীর পরিচয় পাইয়াছি, তোমরা স্থির মনে নীরব হইয়া শুন।

আমি মার্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজে দগ্ধ হইয়া এই স্থানে পতিত হই। আমার সর্বাঙ্গ অবশ; আমি ছয় দিবসের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া অত্যন্ত বিহ্বল অবস্থায় থাকি। তৎকালে ইতস্ততঃ চতুর্দিক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথায় পড়িয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরে গিরি নদী সমুদ্র ও সরোবর দেখিতে দেখিতে স্থির করিলাম, দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে বিন্ধ্যাচলে পতিত হইয়াছি। পূর্বে এই পর্বতে সুরপূজিত এক পবিত্র আশ্রম ছিল। তথায় উগ্রতপা মহর্ষি নিশাকর বাস করিতেন। বানরগণ! আমি তাঁহার মৃত্যুর পরও অষ্ট সহস্র বৎসর এখানে কাল যাপন করিতেছি।

অনন্তর আমি কথঞ্চিৎ বিন্ধ্যপর্বত হইতে অবতীর্ণ হই, এবং কায়ক্লেশে পুনর্বার কুশাঙ্কুরময় ভূমির উপর গমন করি। ঐ সময় নিশাকরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। আমি সবিশেষ আয়াস সহকারে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হই। পূর্বে জটায়ু ও আমি উঁহার পাদবন্দন করিবার জন্য প্রায়ই তথায় যাইতাম। আশ্রমের সম্মুখে সুগন্ধি বায়ু মৃদুমন্দ হিল্লোলে বহিতেছিল, বৃক্ষশ্রেণী ফলভরে অবনত, এবং পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আমি গিয়া এক তরুমূলে আশ্রয়পূর্বক মহর্ষির প্রতীক্ষায় থাকিলাম।

দেখিলাম, ভগবান্ নিশাকর বহু দূরে; সমুদ্রে স্নান করিয়া তেজঃপুঞ্জকলেবরে উত্তরাস্য হইয়া আগমন করিতেছেন। জীবগণ যেমন দাতাকে বেষ্টন করিয়া আইসে, সেইরূপ সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সৃমর ও সরীসৃপেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছে। নিশাকর আশ্রমে উপস্থিত; রাজা গৃহপ্রবেশ করিলে মন্ত্রী ও সৈন্যেরা যেমন প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত আরণ্য জন্তুও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেল।

পরে আমি ঐ শান্তশীল মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং আশ্রমমধ্যে গিয়া মুহূর্তেক পরেই প্রত্যাগমনপূর্বক কহিলেন, বিহঙ্গ! অঙ্গলোমের এইরূপ বৈকল্য দর্শনে তোমাকে আর সুস্পষ্ট চিনিলাম না। তোমার পক্ষ ভস্মসাৎ হইয়াছে এবং বলবীর্যও আর তাদৃশ নাই। পূর্বে আমি বায়ুবেগগামী দুইটি পক্ষী দেখিতাম। তাহারা বিহগজাতির রাজা, বোধ হয়, সেই দুইটির মধ্যে তুমিই জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, জটায়ু তোমার কনিষ্ঠ ছিল। তোমরা মনুষ্যরূপ ধারণপূর্বক প্রতিনিয়ত আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য আসিতে। এক্ষণে বল, তোমার কিরূপ পীড়া উপস্থিত? পক্ষদ্বয় কেন দগ্ধ হইল? এবং এইরূপ দণ্ডই বা তোমায় কে করিল?

একষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর আমি মহর্ষিকে কহিলাম, ভগবন্! আমার সর্বাঙ্গে ব্রণ, লজ্জায় মন আকুল হইতেছে, আমি অত্যন্তই পরিশ্রান্ত; এ অবস্থায় সকল কথার উল্লেখ করা সম্ভবপর হইবে না, তথাচ কহি, শুনুন। একদা জটায়ু ও আমি ইন্দ্রবিজয়গর্বে স্ফীত হইয়া পরস্পরের বীর্য পরীক্ষায় উৎসুক হই। স্থির হইল, অস্ত না যাইতে, আমরা সূর্যের সন্নিহিত হইব। পরে কৈলাসবাসী মহর্ষিগণের অগ্রে পণ করিয়া, স্পর্ধা প্রকাশপূর্বক যুগপৎ আকাশে উঠিলাম। দেখিলাম, পৃথিবীতে নগরসকল রথচক্রের ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়াছে, কোথাও বাদ্য-ধ্বনি, কোথাও ভূষণরব, এবং কোথাও বা গায়িকারা রক্তাম্বর পরিধানপূর্বক সঙ্গীত করিতেছে। আমরা ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে চলিলাম। বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর বন শাদ্বলের ন্যায়, শৈল উপলের ন্যায়, নদী সূত্রের ন্যায়, এবং হিমালয়, বিন্ধ্য ও সুমেরু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পর্বত সরোবরস্থ হস্তীর ন্যায় রহিয়াছে। আমরা গলদঘর্মকলেবর, একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছি, দারুণ মোহ আমাদিগকে অভিভূত করিল। উভয়ে দিক্‌ভ্রান্ত, মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড ত নষ্ট হইবে, কিন্তু তখনই বোধ হইতে লাগিল, যেন সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়াছে। পরে আমরা বহু প্রয়াসে মন ও চক্ষু সন্ধানপূর্বক সূর্যদেবকে দেখিলাম; সূর্য পৃথিবীর ন্যায় প্রকাণ্ড।

অনন্তর জটায়ু ঐ জ্যোতির্মণ্ডল নিরীক্ষণ করিবামাত্র আমাকে বলিবার অবকাশ না পাইয়াই ঝটিতি আকাশ হইতে প্রচ্যুত হইলেন। তদ্দর্শনে আমি শীঘ্র অবতরণ করিয়া পক্ষপুট দ্বারা উঁহাকে আবরণ করিলাম। তখন জটায়ু সূর্যের প্রখর উত্তাপে দগ্ধ হইলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিবার প্রয়াসে আমারই পক্ষ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অনুমান করিলাম, জটায়ু জন-স্থানে পড়িলেন, আর আমি দগ্ধপক্ষ ও অকর্মণ্য হইয়া এই বিন্ধ্যাচলে পড়িলাম।

তপোধন! আমার রাজ্য নাই, ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, নিজেও দুর্বল;

অতঃপর আমি মরিবার কামনায় এই গিরিশৃঙ্গ হইতে শরীরপাত করিব।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ॥ বানরগণ! আমি ভগবান্ নিশাকরকে এই কথা বলিয়া দুঃখাবেগে রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর মহর্ষি মুহূর্তকাল ধ্যান করিয়া আমায় কহিলেন, বিহঙ্গ! তোমার অঙ্গে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, সমস্ত পক্ষই উদ্ভিন্ন হইবে, নেত্রের জ্যোতি বিকাশ পাইবে এবং দৈহিক বলবীর্যও বর্ধিত হইবে। কিন্তু দেখ, আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপোবলেও দেখিলাম, ভবিষ্যতে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিবে। ইক্ষ্বাকুবংশে রাজা দশরথের রাম নামে এক পুত্র জন্মিবেন। সেই সত্যবীর পিতার আদেশে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইবেন। সুরাসুরের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্যা জানকীরে অপহরণ করিবে, এবং উঁহাকে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি নানারূপ প্রলোভনে ভুলাইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু ঐ যশস্বিনী অতি গভীর দুঃখে নিমগ্ন, নিরবচ্ছিন্ন অনাহারেই থাকিবেন। পরে ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার জন্য পরমান্ন প্রেরণ করিবেন, কিন্তু তিনি, যে অন্ন অমৃতকল্প দেব-দুর্লভ, তাহা পাইয়া এবং উহা ইন্দ্রই পাঠাইয়াছেন জানিতে পারিয়া, উহার অগ্রভাগ গ্রহণপূর্বক এই বলিয়া ভূতলে রাখিবেন যে, আমাব স্বামী ও দেবর

এক্ষণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকুন, আর নাই থাকুন, এই তাঁহাদের অন্ন।

অনন্তর রামদূত বানরগণ নিযুক্ত হইয়া এই স্থানে আসিবে। বিহঙ্গ! তুমিই তাহাদিগকে জানকীর উদ্দেশবার্তা কহিবে। অতঃপর আর কুত্রাপি যাইও না, এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেই বা কোথায় যাইবে? তুমি দেশকালের প্রতীক্ষা কর, পক্ষদ্বয় অবশ্যই উঠিবে। আমি আজই তোমার অঙ্গে পক্ষসংযোগ করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি এই স্থানে থাকিয়া সেই দুই রাজকুমারের কার্য করিবে; ব্রাহ্মণ, গুরু, মুনি, ইন্দ্র ও জনসাধারণের শুভ সাধন করিবে, এইজন্যই বিরত হইলাম।

বানরগণ! তৎকালে তত্ত্বদর্শী নিশাকর আমায় এইরূপ কহিয়া আমন্ত্রণ-পূর্বক আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে আমি একবার রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিব; দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে আর আমার বাসনা নাই; আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ॥ বানরগণ! অনন্তর আমি গিরিগহ্বর হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া এই শিখরে তোমাদিগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। বলিতে কি, আজ আট সহস্র বৎসর অতীত হইল, আমি মহর্ষির কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া দেশ-কালের মুখাপেক্ষায় আছি। তিনি মহাপ্রস্থান আশ্রয়পূর্বক স্বর্গারোহণ করিলে, আমার মনে নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হয়। আমি অবস্থাবৈগুণ্যে যারপরনাই সন্তপ্ত হই; আমার কখন কখন প্রাণত্যাগের ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু আবার মহর্ষির কথা স্মরণ করিয়া বিরত হইয়া থাকি। তিনি আমায় প্রাণ রক্ষার জন্য যেরূপ বুদ্ধি দিয়া যান, দীপ্ত দীপশিখা যেমন অন্ধকার নিরাস করে, তদ্রূপ উহা আমার দুঃখসমুদয় দূর করিতেছে। বানরগণ! আমি রাবণের বলবীর্য জানি, কিন্তু তৎকালে পুত্র সুপার্শ্ব জানকীরে রক্ষা করে নাই, তজ্জন্য উহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করি। রাম ও লক্ষ্মণের যে জানকী বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সে সিদ্ধগণের মুখে এ-কথা শুনিয়াছিল, এবং স্বয়ংও জানকীরে আর্তনাদ করিয়া যাইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু দশরথস্নেহে যে কার্য আমার অবশ্যই কর্তব্য, সুপার্শ্ব তাহা করে নাই।

সম্পাতি বানরগণের সহিত এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে আছেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার পক্ষ উত্থিত হইল। তিনি আপনার সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ পক্ষে আবৃত দেখিয়া একান্তই হৃষ্ট হইলেন, কহিলেন, বানরগণ! দেখ, মহর্ষির প্রসাদাৎ আমার এই দগ্ধ পক্ষ পুনর্বার উদ্ভিন্ন হইল। যৌবনে যেরূপ বলবীর্য ছিল, এক্ষণেও আবার তাহাই অনুভব করিতেছি। তোমরা যত্ন কর, সীতালাভ তোমাদিগের অবশ্যই ঘটিবে; আমার এই পক্ষোদ্ভেদেই কার্যসিদ্ধির বিশ্বাস জন্মাইতেছে। এই বলিয়া বিহগরাজ সম্পাতি পক্ষের বল বুঝিবার জন্য আকাশপথে উড্ডীন হইলেন।

তখন বানরগণ সম্পাতির কথায় অতিশয় প্রীত হইয়া জানকীর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পবনবেগে দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিল।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ॥ বানরেরা ক্রমশঃ সমুদ্রতীরে উপস্থিত। দেখিল, সমুদ্রবক্ষে

গ্রহনক্ষত্রগণের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। উহারা গিয়া সাগরের উত্তর দিকে স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। মহাসমুদ্র আকাশের ন্যায় অপার; পাতালবাসী দানবসমূহে পূর্ণ; কোথাও পর্বতপ্রমাণ জলরাশি দ্বারা আলোড়িত হইতেছে, কোথাও যেন নিদ্রিত, কোথাও বা যেন ক্রীড়া করিতেছে। উহারা ঐ রোমহর্ষণ সমুদ্র দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল।

তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ উহাদিগকে আশ্বাসকর বাক্যে কহিলেন, কপিগণ! কাতর হইও না, বিষাদ নিতান্ত দোষাবহ; ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ যেমন বালককে নষ্ট করে, সেইরূপ বিষাদ সকলকে নষ্ট করিয়া থাকে। দেখ, যে ব্যক্তি বীরত্ব প্রকাশের সময় বিষণ্ণ হয়, সে নিস্তেজ, তাহার পুরুষার্থও নষ্ট হইয়া যায়।

পরদিন মহাবীর অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরগণের সহিত সাগর লঙ্ঘনের মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। তখন সুরসৈন্য যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ বানরসৈন্য চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। অঙ্গদ ও হনুমান ব্যতীত ঐ সমস্ত বীরকে নিস্তব্ধ করিয়া রাখিতে আর কাহারই সাধ্য ছিল না। পরে অঙ্গদ সকলকে সমুচিত সম্মানপূর্বক কহিতে লাগিলেন, সৈন্যগণ! বৃদ্ধ বানরগণ! বল, তোমাদিগের মধ্যে কোন্ মহাবীর এই শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন? কে কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া দিবেন? কোন ব্যক্তি যূথপতিগণের ভয় দূর করিবেন? আমরা কাহার অনুগ্রহে গৃহে গিয়া সুখে স্ত্রীপুত্রকে দেখিব? এবং কাহার অনুগ্রহেই বা হৃষ্টমনে রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকটে

যাইব? তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ সমুদ্র লঙ্ঘনে সমর্থ হন, তিনি, শীঘ্রই আমাদিগকে এই বিপদে অভয় দান করুন।

বানরেরা মহাবীর অঙ্গদের বাক্য শ্রবণে নীরব হইল; সৈন্যগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তদ্দর্শনে অঙ্গদ পুনর্বার কহিলেন, দেখ, তোমরা সৎবংশোৎপন্ন বীরাগ্রগণ্য ও বহুমানাস্পদ, তোমাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। এক্ষণে কে কিরূপ গমন করিতে পার, বল।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর বানরেরা অনুক্রমে স্ব-স্ব গতিশক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইল। গয় কহিল, আমি দশ যোজন যাইব। গবাক্ষ কহিল, আমি বিংশতি যোজন লম্ফ প্রদান করিব। শরভ কহিল, ত্রিংশৎ যোজন আমার পক্ষে পর্যাপ্ত। ঋষভ কহিল, আমি চত্বারিংশৎ যোজনেও পরাঙমুখ নহি। গন্ধমাদন কহিল, আমি সপ্ততি যোজন পর্যন্ত সাহসী হই। সুষেণ কহিলেন, আমি অশীতি যোজন গমন করিব।

অনন্তর বৃদ্ধ জাম্ববান সকলকে সম্মানপূর্বক কহিলেন, দেখ, পূর্বে আমাদিগের বিলক্ষণ গতিশক্তি ছিল। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাচ উপস্থিত কার্যে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। যাহাই হউক, ইদানীং আমার যেরূপ গতিশক্তি আছে, কহিতেছি, শুন। আমি এখনও নবতি যোজন গমন করিতে পারি; কিন্তু ইহাই যে আমার বিক্রমের পরাকাষ্ঠা, এরূপ বুঝিও না। পূর্বে দানবরাজ বলির যজ্ঞে সনাতন বিষ্ণু স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় আমি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। এখন আমি বৃদ্ধ, গতিশক্তিও আর তাদৃশ নাই। যৌবনকালে আমার বলবীর্য অতি অদ্ভুতই ছিল। সম্প্রতি আমি এই অবধি যাইতে পারি, কিন্তু ইহাতেও কার্যসিদ্ধি হইতেছে না।

অনন্তর সুবিজ্ঞ অঙ্গদ বৃদ্ধ জাম্ববানকে সম্মানপূর্বক উদার বাক্যে কহিলেন, বীর! আমিই এই বিস্তীর্ণ শত যোজন সমুদ্র পার হইতে পারি, কিন্তু আমার প্রত্যাগমনের শক্তি আছে কি না, সন্দেহস্থল।

তখন জাম্ববান কহিলেন, রাজকুমার! তোমার গতিশক্তি যে অসাধারণ, আমি তাহা জানি। তুমি সহজে শত সহস্র যোজন গমনাগমন করিতে পার; কিন্তু তোমার পক্ষে ইহা উচিত হইতেছে না। প্রভুই আজ্ঞা দিবেন, তাঁহাকে আদেশ করিতে কাহার সাধ্য আছে? আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি আমাদিগের ভার্যার তুল্য, কেবল প্রভুভাবে বিরাজ করিতেছ। প্রভু যে সৈন্যের পক্ষে ভার্যা-নির্বিশেষে পালনীয়, পূর্বাপর এইরূপ প্রসিদ্ধিই আছে। দেখ, আমরা যে কার্য উদ্দেশ করিয়া আসিয়াছি, তুমি তাহার মূল; কার্যবিদ্‌দিগের নীতিই এই যে, কার্যমূল অগ্রে রক্ষা করা কর্তব্য; মূল থাকিলে সকল ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বৎস! তুমি আমাদিগের গুরু ও গুরুপুত্র, আমরা তোমাকেই আশ্রয় করিয়া কার্য সাধন করিব।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বীর! যদি আমি না যাই, যদি আর কেহই না গমন করেন, তবে পুনর্বার সকলের প্রায়োপবেশন করাই কর্তব্য হইতেছে। দেখ, সুগ্রীবের আজ্ঞা পালন না করিলে আর কাহারই নিস্তার নাই। তিনি প্রসন্নতা প্রদর্শন করিতে পারেন, এবং অতিমাত্র ক্রোধাবেশ প্রকাশেও সমর্থ; আমরা

অকৃতকার্য হইয়া গেলে, তাঁহার হস্তে নিশ্চয়ই মরিব। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপে এই সমুদ্র লঙ্ঘন করা যায়, তুমি ভূয়োদর্শনবলে তাহারই উপায় স্থির কর।

তখন জাম্ববান কহিলেন, অঙ্গদ! তোমার বীরকার্যের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হইবে না। এক্ষণে যাঁহার বলে এই কার্য সুসম্পন্ন হইবে, দেখ, আমি তাঁহাকেই নিয়োগ করিতেছি।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ॥ অনন্তর মহাবীর জাম্ববান ঐ সমস্ত বিষণ্ণ বানরসৈন্যকে নিরীক্ষণপূর্বক সর্বশাস্ত্রনিপুণ হনুমানকে কহিলেন, কপিপ্রবীর! তুমি কি জন্য একান্তে মৌনাবলম্বন করিয়া আছ? এবং কেনই বা বর্তমান প্রসঙ্গে বাক্য-স্ফূর্তি করিতেছ না? তুমি সর্বগুণে সুগ্রীবের অনুরূপ, এবং তেজ ও বলবিক্রমে রাম ও লক্ষ্মণেরই তুল্য হইবে। যেমন বিহগজাতির মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ বানরগণের মধ্যে তুমিই উৎকৃষ্ট। আমি এমন অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ মহাবল গরুড় সাগরগর্ভ হইতে ভীষণ অজগরসকল উদ্ধার করিতেছেন। তাঁহার পক্ষদ্বয়ের যেরূপ বল, তোমার ভুজযুগলেরও সেইরূপ হইবে। তুমি বল বুদ্ধি ও তেজে সবাপেক্ষা বিশেষ; এক্ষণে বল, কিজন্য উদাসীন হইয়া আছ?

বীর! এক্ষণে আমি একটি পূর্বকথার উল্লেখ করিতেছি, শুন। পূর্বে পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী এক অপ্সরা ছিলেন। উঁহার অপর নাম অঞ্জনা। তিনি কপিরাজ কেসরীর ভার্যা ও কুঞ্জরের দুহিতা। সর্বাঙ্গসুন্দরী অঞ্জনা ত্রিলোক-বিখ্যাত; পৃথিবীতে তাঁহার তুল্য রূপবতী আর ছিল না। তিনি কেবল অভিশাপগ্রস্ত হইয়া বানরী হন, কিন্তু দেবভাব স্বাভাবিক হওয়াতে ইচ্ছানুরূপ রূপও ধারণ করিতে পারিতেন।

একদা অঞ্জনা রূপযৌবনসম্পন্না মানবী হইয়া মেঘশ্যামল শৈলশিখরে বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার, কণ্ঠে উৎকৃষ্ট মাল্য, এবং পরিধান উপান্তরক্ত পীত বস্ত্র। বায়ু ঐ বিশাললোচনা অঞ্জনার বসন অল্পে অল্পে অপহরণ করিলেন এবং তাঁহার নিবিড় জঘন, সূক্ষ্ম কটিদেশ, সুকঠিন স্তন ও সুচারু মুখশ্রী দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পতিব্রতা অঞ্জনা এই ব্যাপার দর্শনে তটস্থ, কহিলেন, বল, কে আমার এই পাতিব্রত্য ধর্ম নষ্ট করিতেছ?

অনন্তর বায়ু কহিলেন, সুন্দরি! ভয় নাই। আমি তোমার কোনরূপ অনিষ্ট করিতেছি না, কেবল তোমায় আলিঙ্গনপূর্বক সংকল্পমাত্রে তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার গর্ভে একটি বুদ্ধিমান ও মহাবল পুত্র জন্মিবে। সে গতিবেগে আমারই অনুরূপ হইবে।

বীর! তখন অঞ্জনা বায়ুর এই কথায় পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে গিরি-গুহাতেই প্রসব করিলেন। তুমি জাতমাত্র অরণ্যমধ্যে অরুণদেবকে উদিত দেখিয়া, ভক্ষ্য ফল বোধে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশে উত্থিত হও। ঐ সময় তুমি তিন শত যোজন ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলে, কিন্তু সূর্যের প্রখর জ্যোতিতে কিছুমাত্র বিষণ্ণ হও নাই। পরে সুররাজ অন্তরীক্ষে তোমায় মহাবেগে যাইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তোমার উপর সতেজে বজ্র নিক্ষেপ করেন। তুমি ঐ বজ্রপ্রহারে

শৈলশিখরে নিপতিত হও এবং তোমার বামপার্শ্বের হনু ও ভগ্ন হইয়া যায়। বীর! তদবধি তোমার নাম হনুমান হইয়াছে।

অনন্তর বায়ু তোমার এইরূপ পরাভব দৃষ্টে একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া স্তব্ধভাব আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ লোক অস্থির হইয়া উঠিল, দেবগণ নিতান্ত ভীত হইলেন এবং বায়ুকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, আমার বরে এই পবনকুমার যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের অবধ্য হইবে। সুররাজ বজ্রাঘাতেও তোমায় জীবিত দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, আমার বরে এই বায়ুতনয় স্বেচ্ছামৃত্যু অধিকার করিবে।

বীর! তুমি কপিরাজ কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং বায়ুর ঔরস পুত্র। তুমি তেজস্বী ও মহাবল, তোমার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না। এক্ষণে আমরা জীবনে নিরাশ হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সুদক্ষ ও গুণবান্; অতঃপর উত্থিত হও এবং সমুদ্র লঙ্ঘন কর। এই কার্য সাধারণের হিতকর। ঐ দেখ, বানরসৈন্য বিষণ্ণ হইয়া আছে। তুমি বিক্রম প্রকাশ কর, বল, কি জন্য উপেক্ষা করিতেছ?

সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান বানরগণকে পুলকিত করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনের যোগ্য আকার ধারণ করিলেন। তখন সমস্ত লোক, ভগবান্ বামনের ত্রিলোক আক্রমণে যেমন বিস্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ বানরেরা এই ব্যাপারে যারপরনাই বিস্মিত হইল। হনুমান লাঙ্গুল আস্ফালনপূর্বক তেজে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরেরা তদ্দর্শনে বীতশোক ও নির্ভয় হইল এবং তাঁহার স্তুতিবাদ ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। হনুমান গুহামধ্যে সিংহের ন্যায় বেগে স্ফীত হইয়া বিধূম পাবকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন, এবং লোমাঞ্চিত দেহে বানরগণের মধ্য হইতে সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক বৃদ্ধবর্গকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, দেখ, যিনি পর্বত উৎপাটনপূর্বক ব্যোমমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি সেই বায়ুর ঔরস পুত্র। আমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি অবিশ্রান্তে সহস্রবার গগনস্পর্শী সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিব; মহাসমুদ্রকে ভুজদ্বয়ের আস্ফালনে ক্ষুভিত করিয়া সমস্ত লোক এবং পর্বত নদী ও হ্রদ আপ্লাবিত করিব। দেখিবে, আমার উরু ও জঙ্ঘার বেগে সমুদ্র নক্রকুম্ভীরের সহিত ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। আমি গগনপথে বিহগরাজ গরুড়কে সহস্রবার অতিক্রম করিব, জ্বলন্ত সূর্য উদয়গিরি হইতে অস্তাচলে উপস্থিত না হইতে তাঁহার সন্নিহিত হইব। এবং পুনর্বার ভূমি স্পর্শ না করিয়া ভীমবেগে ফিরিব; আমি গগনের গ্রহনক্ষত্রসকল উল্লঙ্ঘন, সাগর শোষণ, পৃথিবী বিদারণ ও পর্বত নিষ্পেষণ করিব। আমার গমনবেগে বৃক্ষলতার নানাপ্রকার পুষ্প অনুসরণ করিবে এবং ব্যোমমধ্যে ছায়াপথের ন্যায় আমারও পথ দৃষ্ট হইবে। অতঃপর দেখাইব, আমি অসীম আকাশে কখন উত্থিত হইতেছি, এবং কখন বা পড়িতেছি। আমার আকার মহামেরুর ন্যায় প্রকাণ্ড; দেখিবে, আমি যেন গগনতল গ্রাস করিয়া যাইতেছি, এবং মেঘজাল ছিন্নভিন্ন করিতেছি। মহাবীর গরুড় ও বায়ুর যে শক্তি, আমারও তাহাই; সুতরাং ঐ দুইজন ব্যতীত আমার অনুসরণ করে, এমন আর কাহাকেই দেখিতেছি না। আমি মেঘমধ্যে তড়িতের ন্যায় ঝটিতি এই অবলম্বনশূন্য আকাশে বিস্তীর্ণ হইব। সাগরলঙ্ঘনকালে

আমার রূপ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুরই অনুরূপ হইবে। বানরগণ! এক্ষণে হৃষ্ট হও, আমি বুদ্ধিবলে দেখিতেছি, এবং অনুমানও করি, নিশ্চয়ই জানকীরে নিরীক্ষণ করিব। আমার বেগ অতি অদ্ভুত; শত যোজন কি, আমি অযুত যোজনও যাইতে পারি। দেখিবে, আমি বজ্রধর ইন্দ্র বা ব্রহ্মার হস্ত হইতে অমৃত বীরদর্পে* এই স্থানে আনিব, কিম্বা লংকাপুরী উৎপাটনপূর্বক গমন করিব।

মহাবীর হনুমান এইরূপ গর্জন করিতেছেন, বানরেরা বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে হৃষ্টমনে উঁহাকে দেখিতে লাগিল। তখন জাম্ববান উঁহার এইরূপ
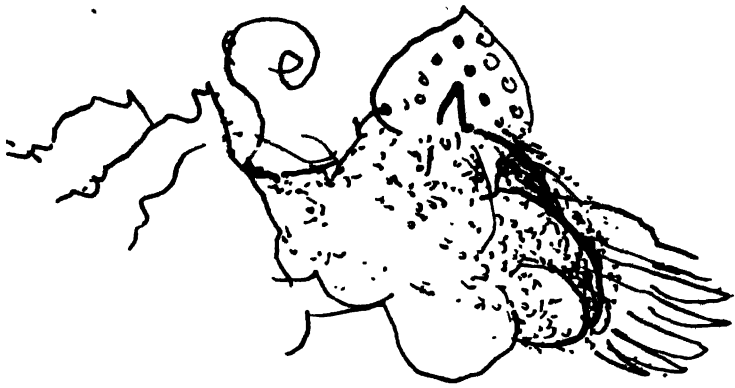
শোকনাশন বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমিই আমাদিগের দুঃখসমুদয় দূর করিয়া দিলে। এক্ষণে এই সমস্ত তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বানর মিলিত হইয়া তোমার কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ করিবে। তুমি ঋষিগণের প্রসাদে ও আমাদিগের আশীর্বাদে সমুদ্র লঙ্ঘন কর। তুমি যাবৎ না আসিবে, আমরা একপদে দাঁড়াইয়া থাকিব। দেখ, তোমার গমনেই আমাদিগের জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

অনন্তর মহাবীর হনুমান কহিলেন, বানরগণ! ঐ অদূরে মহেন্দ্র পর্বত; উহার শিখরসকল সুদৃঢ় ও বৃহৎ; ধাতুরাগে রঞ্জিত ও বৃক্ষে পরিপূর্ণ আছে; এক্ষণে উহাই লম্ফ প্রদানের সময় আমার বেগ ধারণ করিবে। এই বলিয়া তিনি ঐ পর্বতে আরোহণ করিলেন। উহার ইতস্ততঃ নানাপ্রকার পশুপক্ষী; মৃগেরা তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর বিচরণ করিতেছে; চতুর্দিকে ফলপুষ্প লতাজাল ও প্রস্রবণ; সিংহ, ব্যাঘ্র ও মত্ত হস্তিসকল যূথে যূথে যাইতেছে এবং বিহঙ্গেরা সঙ্গীত করিতেছে। মহাবল হনুমান ঐ পর্বতের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার ভুজবলে নিপীড়িত হইয়া সিংহ-সমাক্রান্ত মাতঙ্গের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। সর্বত্র মৃগপক্ষী সশঙ্কিত, প্রস্তরস্তূপ প্রক্ষিপ্ত এবং বৃক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল। পানাসক্ত গন্ধর্বমিথুন ও বিদ্যাধরগণ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিল। বিহঙ্গেরা উড্ডীন হইতে লাগিল; উরগগণ গর্তমধ্যে লীন হইল; অনেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অর্ধ-নিঃসৃত হইয়া, পর্বতের পতাকাশ্রী সম্পাদন করিল। ঋষিগণ ভীত হইয়া নিবিড় অরণ্যে অবসন্ন সার্থশূন্য পথিকের ন্যায় পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান বেগ প্রদর্শনের জন্য মনে মনে লঙ্কা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

স্বীকৃতি॥ এই বইয়ের জন্য বিশেষভাবে আঁকা শিল্পী শ্রীসুনীলমাধব সেন-কৃত রামায়ণ-চিত্রাবলীর জন্য শিল্পিগৃহিণী শ্রীমতী অরুণা সেনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।